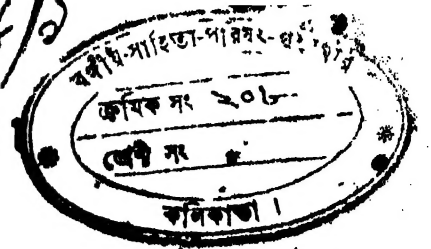


১৯১৫ সালের সূচীপত্র

১২৬/১০



বিশেষ দ্রষ্টব্য :—১৯১৫ সালের কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের সূচীপত্র দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন বহু বিষয় ইহাতে অবশ্য পাঠ্য আছে, পাঠকগণ আগা গোড়া সমস্ত বিষয়ই পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনা।

অ	ইরোরোপের ইন্দ্রের ইতিহাস	১০৫	একটি নিধাস (কবিতা)	১৮৫
অপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ	২০৫	১০৫	এক্সবেব নতন উপকারিতা	২৩
অভিজ্ঞের উপদেশ	১৮, ৮৬	১০৬	ও	
অধ্যাপকের আদর্শ	৩৮	১০৬	ওয়াটার প্রক চর্মসংরক্ষক	১২৭
আধুনিক ব্যবসায় এবং কেমন		১০৬	Words of Wisdom	১১৫
করিয়া জ্বলোবন্ত করিতে হয়	৫০	১০৬	Opinions of Presses	১৪৯
অধ্যাপনের কারণ	৭১			
অজুত কটা	২০			
অভিজ্ঞের সন্ন্যাস (গল্প)	১০০			
অন্ধকূপ কাহিনী	২৩১			
আ				
আমিন হাভাকের হাডুব ওড়া	১০০			
আমাদের কথা	১, ২৫			
আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধি	২			
আবশ্যকীয় তথ্যাবলী	৬			
আবশ্যকীয় প্রদর্শনী	৭			
আমাদের যুষ্টিযোগ	৬৭			
আমাদের বর (ক্ষুদ্র গল্প)	৭৩			
আল্কাভারা	২৬			
আজমা ইনহেলেশন	৯৮			
আবুস হাড়ার হিং	১২৮			
আনারস	১০৬, ১৫০			
আজমা রোগীর তামাকের ধূম	১৪৮			
আপনার আয়ের উপর কেমন কবিতা				
চলিতে হয়	১৭০			
ই				
England on Dye Materials	৩			
ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার	৬			
ইরোরোপের যুদ্ধে আমাদের লাভালাভ	৯			
ইরোরোপের ইন্দ্রের ইতিহাস	১০৫			
ইরোরোপের ইতিহাস	১০৫			
ইংলণ্ডে প্রথমে তুলা	১০৬			
ইন্দুর বীজ ও কোথায় পাওয়া যায়	১০৬			
ইংরেজের দেশহিতৈষীতা	১৫০			
ইরোরোপের সামাজিক রীতিনীতি	১৫৪			
উ				
Whitelay's Business	১৪১			
Maxims উইলিয়াম হোয়াইটলির				
ব্যবসায় সম্বন্ধে উক্তি	১৪১			
উপায়—				
স্বল ও গালা বেঙ্গলী কাপড় পসিকারের				
সহজ উপায়	৩৬			
মাকের পবিদ্ধাব				
চিত্তি বা ছাতা নষ্ট কবিবাব				
মংশু ধরিবাব জাল রক্ষাব				
কাল পোষাক				
এবং আলপাকা পবিদ্ধাব এবং বং				
কবিবাব উপায়	২২৫			
তুলাতে নীল বং করিবার	২২৫			
গাভীর চক্ষু প্রদায়িনী শক্তির বৃদ্ধির	১০৪			
গোজাতিব উন্নতি	১১৭			
গোলাপ চাসেব সংক্রিপ্ত কথা	১৩৭			
এ				
একটি আবশ্যকীয় অভাব	৮৪			
একটি ক্ষুদ্র গল্প	১০৬			
একটি ব্যবসায়ের গুণ	১১৫			
এলবার্ট টিউব মেডিক্যাল স্কুল	১২৪			
এচাইনেশিয়া ও প্রকৃতির পীড়া	১২৮			
একবর্ষ যুদ্ধে জর্জানীর লাভালাভ	১৮১			
একটি নিধাস (কবিতা)	১৮৫			
এক্সবেব নতন উপকারিতা	২৩			
ও				
ওয়াটার প্রক চর্মসংরক্ষক	১২৭			
Words of Wisdom	১১৫			
Opinions of Presses	১৪৯			
ক				
কিছু নিজেদের কথা	২১৪ ২২৯			
কলিকাতা বন্দবের আর ব্যয়	৪			
কৃষিতথ্য	৪, ৪৬, ৮৭, ১০২, ১০৬			
কৃষি ও সাব	২০২			
কটীবেদনা হোমিও: চিকিৎসা	২০			
কাপড়ের উপর কটী তুলিবার কৌশল	২২			
কবিব বিয়ে (ব্যঙ্গ নাট্য)	৩২, ৫৭			
কালী শোকার্ডের	৩৫			
কটন আক্সাবেণ্ট	৩৫			
কাঁচ আটবার পুড়ি	৩৬			
কলিকাতার কোথায় কি পাওয়া যায়	৪৭			
কাশিমবাজার মহাবাজা বাহাদুরের শিল্প-				
বিদ্যালয় ও মহাবাজাব নতন আয়োজন	৬৯			
কৃত্রিম ব্রুটাব প্রস্তুত	৮৮			
কৃত্রিম দ্রব্য	১০৩			
কাশিমবাজারের মহারাজা কে, সি, আট,				
ই, উপাধি	১০৯			
কাল মেঘ	১২২			
কাশী-চিকিৎসা (হোমিঃ)	১২৬			
কৃষিকলেক্স সম্বন্ধে মিঃ লি সাহেবের মত	১৩৪			
কেমন করিয়া ধনকুবের হইয়াছিলেন	১৫৭			
কলেবুর মহৌষধ	১৮৩			

পুরাতন "কালের লোকের" সূচী পত্রের জন্য /০ জাহাঙ্গীর পাঠান।

কেনন করিয়া বাণিজ্য পরিচালিত হয়	২৩৫	ছ	দস্তখতের মুদ্রাযোগ	১০৮	
কালো বা খালের আবৃত্তকতা	১০৭	ছোট ও বড় হয় (দুই গল্প)	১১০	দস্ত খাবন	১১৮
কাব ও ব্যবসা	১১৮	ছানাবড়ার পাখা	১১০	দুই কথা	১২৮
গ		জ	দেবীর প্রদর্শনের অবস্থান	১০০	
গাহ হা জাতব্য বিবরণ	১৬, ১২৮	জৌকের চালান	৬৩	দেবীর চৈতন্যতত্ত্ব	১০২
গাহ হা শিল্পিকা	১৭, ৩৫, ৬৬	জাপানী ঘরবাড়ী	৬৪	দ্যাজিগিঃএ থাকিলে কি উপকার হয়	১৮৭
গৃহিনীর পৈঠক	৪৬	জননীর জাতব্য কথা	৬৭	ঘ	
গোথেলের অমিতব্যয়	১০	জর্জানীর হেকমৎ	১০০	ঘুলা ও নির্মল বায়ু	২২
গমের রপ্তানী	১০	জরায়ুর রক্তস্রাবে সিনামোন্	১০২	ঘুম পানের অপকারিতা	২২, ৬০
গদ সংগ্রহের ব্যবসার	৬৬	ঝ	ন		
ঘ		ঝিক্কের বোতামের দেশী কারখানা	১০১	নতুন রক্তন প্রণালী	২১
ঘী না শূকর সাপের চর্কি	৫৫	ট	নানা কথা	২৩	
ঘোড়ার সাজের তৈল	৬৬	টেলিগ্রাফের মাসুল	৭	Notes of Interest.	৫২, ১০২, ১৫০,
ঘুসঘুসে জরের ঔষধ	৬৬	টাকের ঔষধ (মুদ্রাযোগ)	৬৭	নারী নিগ্রহ	৮০, ১৭০
ঝারের দেশীয় চিকিৎসা	১২৩	টাকা ও বিবি	১০৭	জাফ্রান মেয়র রথ চাইলড্	২০
চ		Trifles make perfection.	১০৬	শরীর গতি শক্তি (নতুন প্রক্রিয়া)	১০৬
চিকণীর কারখানা	১০৩	ঠ		প	
চাউল মুগরা	১২১	ঠকঠক তাত	১২২,	পল্লীশক্তির সম্ব্যবহার	৩৪
চর্মকারের উদ্যোগ	১৫০	ড		পল্লীগ্রাম ও দস্থ্য ভয়	১৮
চীনদেশে খেলনার উদ্যোগ	১৫১	ডাকতি এবং বণিক সভা	৫৫	প্রবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা	৬
চাউল গুঁড়ার কটী	১৮১	Disclosure of a trade secret.	১১৫	প্রস্তুত প্রণালী	
চিকিৎসা তথ্য।		ত		ভাওলেট পাউডার	১১৮
ফোটক চিকিৎসা (বাওকেমিক)	৮	তরকারীর খোলার আয়	৭	স্যাটেট পাউডার	১১৮
কোটিবেদনা (হোমিও)	২০	তালের গুড়	১০১	রোজ পাউডার	১১৮
চোকেচ চিকিৎসা	৩৬, ৪০, ৪৮, ২২	তুলসীর দোহাবলী	১৪২, ১৬৬	ডাক্তার কার্কাণ্ডের দণ্ডধাবন	১১৮
কাববিড়ালী	৮	থ		পেন্সিলের কারখানা	১৩৮
দধি চিকিৎসা	১৫	থাইমলের অশেষ গুণ	১১৭	Wool Washing Powder—	২৪০
ম্যালেরিয়ার দেশীয় ঔষধ।	৪৪	দ		রোজ সাল্ভ	১৩২
বসন্ত রোগের প্রতি শোধক	৬৪	দেশলাইয়ের কারখানা	৭	টুথ ওয়াশ	১৩২
বক্ষ্যারোগের মুদ্রাযোগ	৬৭	দস্তার উপর খোদাইয়ের মেশন	৬৬	চিনে মাটির জিনিস জুড়িবার সীমেন্ট	১৪০
				মেছেতার ঔষধ	১৪০
				ইলেকট্রিক পাউডার	১৪০
				পচন প্রতিষেধক	১৫০
				সিথোগ্রাফিকাইক	১৭

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

লিলি অফ্‌ দি ড্যান্সি	১৮	দ্বিধা চুলের ঔষধ	২৩৮	বাঙ্গালার কবির অবস্থা	১১২
রোজ পাউডার	১৮	ক্লেইং বোটল প্রস্তুত	১৭৮	ব্যবসায় শিক্ষা	১১
শো কার্ডের কালী	৩৫, ২৮	অ্যামমণ্ড পেট	১৭৮	বিবেকবাণী	১১৫, ১১৬
আবজারবেটে কটন	৩৫	আধুনিককাল জুতার পালিস—	২২৫	বেলিজিরমের মহাবিনাশ	১১৮
অদ্রু কালী	৩৫	আধুনিক ব্রাউন জুতার পালিস—	২২৫	খোরিক কটন	১২০
কৃত্রিম মার্বেল প্রস্তুত	৩২			কাঁকালী পবর্ণবের বীরত্ব	১২৪
রাধাবল্লভীমূর্তী	৪৬	ফ		বিজ্ঞান কলেজ	১৩০
রাবড়ী প্রস্তুত	৪৬	ফ্রান্সের বীরাজনা	২৭	কাঁকালার ক্যানভাসের মূল্য	১৩০
লাউয়ের রেওতা	৪৬	কলতথ্য	৭২, ৭৩	বজ্রাঘাতের দুরত্ব	১৩৮
মুস	৪৬			ব্যবসায়ের বাহুধর	১৫০
আলুর দম	৪৭	ব		বিষম ভ্রম	১৭৩
হরিতকির মোরকা	৪৭	বিবেকবাণী (Rechard's Poor)	১২, ৫৬	ব্রাউন জুতার ক্রিম	২২৫
ক্ষীর ও ছানার লুচী	৪৭	বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক	২৩	ড	
ব্রনের লোশন (আমেরিকান)	৬৬	বিনা পূজীব কাজ	৩৬	ডাক্তার ভগবান	৪০
উৎকৃষ্ট টাকের ঔষধ	৬৬	বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্মিলন	৮১	ভারত রক্ষা আইন	৬২, ১০৮
হারনেস্‌ অরেল	৬৬	বহুমূল্য লেখনী	৮২	ভেসিলিন কোল্ডক্রিম প্রস্তুত	৮৮
ক্রুগাস্‌ দস্তার উপর	৬৬	বহুমূল্য মুদ্রা	৮২	ভারতে আপানের ব্যগিজ্য	১০৭, ১১৩
এন্‌গ্রেড করিবার লোশন	৬৬	বঙ্গের শ্রমজাত শিল্পের অবস্থা	৯২	ভায়লেন্ট পাউডার (নূতন)	১১৮
পোষ্টাইয়ের মুষ্টিযোগ	৬৭	বচের ব্যবহার	১২১	ভাইফেঁটা (ক্ষুদ্র গল্প)	২২১
কৃত্রিম ব্রটার প্রস্তুত	৮৮	বঙ্গের চর্চিন	১৩২	ম	
কতিপয় অভিনব জব্য প্রস্তুত	৮৮	মিঃ বিটসনবেলের বক্তৃতা	১৫১	মিনিটে ৭৯০ হাজার টাকা উপার্জন	৬
ভেসিলিন কোল্ডক্রিম	৮৮	বাগান প্রস্তুত করিবার নিয়ম		মহিলা শিল্প শিক্ষালয়	২৩
লোফ ও ইম্পাত গিলটি প্রকরণ	১১	বটকীর	১৮২	ম্যালেরিয়া জ্বরের দেশীয় ঔষধাবলী	৪৩
আজমা ইনহেলেশন	২৮	ব্যবসায়ীর পক্ষে বিজ্ঞাপন	২১৬	মোহন চাঁদ কর্মচাঁদ গাঁকী	৫৪
Leather preservation water proof.	২৭	পুলিসের প্রতি লর্ড কারমাইকেলের উপস্থাপনা	১৮৫	জননীর পৃষ্ঠা Mothers Page.	৬৭
চক্ষের লোশন	২৮	বাগানের কথা	৪৬	মুষ্টিযোগ সংগ্রহ ৬৭, ১০৮, ১৪৩, ১৬১, ২২৭	
হিলি চুলের কলপ	২৩৮	বিষয়ের স্তবস্কাবস্ত	৪২	সভাপতি মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের	
গ্রিমিয়ম টুথপাউডার	১৭৬	বিবিধ আবশ্যকীয় নিয়ম	৫২, ১২২, ১৮০	অভিভাষণ	৮২, ৯৪
পাইল্‌ অরেণ্টমেন্ট্‌	১৭৬	বীরভূম ব্রাহ্মণ সম্মিলন	৬০	মহাকালী পাঠশালা	১১০
আর্নিকা লিনিমেন্ট্‌	১৭৬	বাগিজ্য সংবাদ	৬৩, ১৩১, ১৫০	Medical notes	১২১, ১৬০
বজ্রণা নিবারক আরক	১৭৬	বসন্তরোগের প্রতিষেধক	৬৪	মহুর ডাল	১২৪
জলগহনশীল বার্ণিস	১৭৭	ব্রণের লোশন	৬৬	মহীশূর তথ্য	১৩০, ১৫০
জর্দান বট ও জুতা পালিস	১৭৮	বিচিত্র তথ্য	৮৭	মহিম বাবুর দ্বন্দ্বিত মুষ্টিযোগ সংগ্রহ ১৬১, ১৮৬	
		বিশ্বকর তথ্যাবলী	১০৫	মহাসময়ের সীমা	২২৫
				Modern Boot polish.	২২৫

পুস্তক "কাঁজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

য	সম্পত্তি এবং সুবন্দোবস্ত	২৫, ১৫৬
বুদ্ধের ভবিষ্যৎগণনা	বাহ্য তথ্য	২৮, ৪৫,
বুদ্ধ এবং অর্থের প্রাক	সকর	৩০, ১৪০
বক্তৃত চিকিৎসা (হোমিঃ)	সম্পাদকীয় মন্তব্য সত্তা	৩৬ ২৩৮
রেল ও ব্রদেশী	সাধুবচন	৩৯
বুদ্ধ লোক কয়	সম্রাটের সুরাবর্জিন	৮১
যবানী	জীর অক্ষ	১০৬
	স্পেনের রাজার উপদেশ	১০৬
	সম্পাদকের পকেট বুক	১১৭
রজন শিল্পে ইংলণ্ড	সিমুল তুলা	১১৭
রোজ পাউডার	সদা দক্ষ লবন ও মধু	১২৮
রবারের নতুন ব্যবহার	সর্প দংশন চিকিৎসা (অবশ্যপাঠ্য)	১৪৬
রেশম স্বত্র	সীমেন্ট বীট হইতে	১৬৪
রক্তন ও বস্মা	স্বত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ	১৬৫, ১৭২
রক্তন বিদ্যালয়	সমালোচনা	১৬৭, ২২৭
কসিমার সম্রাটের সম্পত্তি	স্বদেশী দেশলাই	১৭১
	সখের ঘর পেটিং	২১২
	সংজননীর আবশ্যকতা	২২৭
ল	হ	
লিপোর কালী	ইপানী ও মাকড়সার জাল	২৩৯
লপনের মূল্য বৃদ্ধি	হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা তথ্য	৮, ৩৬,
লিখিত কালীর চিকিৎসা	২৮ ১২৭, ১৪২, ১৬২, ১৮৪, ২১৭	
শ	Household informations.	৮
শো কার্ডের কালী	হোয়াইট ওয়াশিং	৮
শাক শর্জী উৎপাদনে	Hints on making house	
নাট্টট্রেট অফ সোডা	happy.	৯, ১৫
শিল্প কলা	হার্ডিং ব্রিজ	৬০
শব্দ তথ্য	Home Industry.	১৭, ৩৫, ৬৬, ৯৭, ১১৮
স	How to live on your income	১৭০
সংসারকে সুখের করিবার সঙ্কেৎ	হরিদ্রার ব্যবহার	১৮২
সরকারী ঋণ		
সিঙ্কোনার ইতিহাস		

Notes.

প্রথম সংশোধনের ক্রীতে অনেক স্থলে
বর্ণাঙ্কিত এবং ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকিলে নিজ
মহত্বের গুণে সংশোধন করিয়া এই স্থানে
নোট করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য এই মাস হইতে আর লইব না পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।



Registered No. C. 421



THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।	New Series.	নূতন সংস্করণ।	Vol. IX.
১ম সংখ্যা।	JANUARY 1915.	জানুয়ারী, ১৯১৫।	No. 1.

ভগবানের অপার কৰুণার গুণে “কাজের লোক” নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। সেইজন্য আজ আমরা সহযোগী, পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাগণকে সাহায্যে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া পুনঃ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি; আপনাদের আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া এবং আপনাদের উৎসাহ জন্মে ধারণ করিয়া যেন কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের আশা, যাহারা আজ ৮ বৎসর কাল অগ্রদূত-রূপে বিতরণে “কাজের লোক”কে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন সেই গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণের ককণ হইতে বক্তিত হইব না।

যাহার যাহা আনিবার আবশ্যক, তাহা আমাদের জ্ঞাত করিলে আমরা প্রাপণে তাহা জানাইতে চেষ্টা করি এবং উৎসাহিতও হইয়া থাকি। ৮ বৎসরের কাগজ পাঠে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন “কাজের লোক”র উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য পক্ষে এক জনকেও অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না; যথেষ্ট কথায় অনেকই “কাজের লোক”র প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দ্বন্দ্ব করিতেছেন আজ আর একবার বলি, দেশের বহু বেকার পর প্রত্যাশীকে নানা প্রকার উপার্জনের পন্থা প্রদর্শন করিয়া কর্মপথে পথচালন করাই “কাজের লোক”র মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রিয় পাঠকগণ সেই উদ্দেশ্য সকল করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন ইহাই ভিক্ষা,

তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইল।

আমাদের দেশ বড় দীন, একেব উপার্জনে দশজনে বসিয়া থাওয়া আর উচিত নয় ইহাতে দেশের দীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিজের দেশেব অসচ্ছন্দতা দূরীকরণে প্রকৃতই আমাদের ক্ষমতা নাই, আমরা বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি আমরা অপবেব সভ্যতা অপবেব চাল চলন অভ্যাস করিতে বাইরা ব্যববাহল্য করিয়া বসিয়াছি; আমাদের আসমুদ্র অভাব, আমাদের ক্ষমতার, অতিবিক্ত ব্যয় করিতেছি, এ অভ্যাস অব সহজে ঘূরাইতে প্রকৃতই আমরা অক্ষম; কিন্তু সংসারের দশজনে কিছু কিছু উপার্জন করিতে শিক্ষা করিলে আমরা আমাদের আর বৃদ্ধি করিয়া অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

“কাজের লোক” গ্রন্থই আমাদের অপরিহার্য্য—মেদিনীপুর হিতৈষী।

সদা অভাবী লোকে কখনও অপূরণের অভাব পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয় না কারণ তাহার ছাতিতে পরোপকার প্রভৃতি কার্য করিতে সাহসই আনিত্তে পারে না, এই জন্য আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য। দেশের ও গ্রামের উন্নতি এবং হিত কামনার জন্য ক্ষুদ্র বার্ষিক ত্যাগেও পরাধীন হই; কিন্তু যদি আজ আমরা ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া পার্শ্ব, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিগণের ন্যায় ধনশালী হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত মহৎ কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশের ও দেশের স্বার্থ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারিতাম কিন্তু আমরা উপার্কনের উৎকৃষ্ট পণ্য শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া ক্ষুদ্র বেতনের উপর বিলাসিতার অগ্নি ব্যস্ততার বসাইয়া দারিদ্রের করাল গ্রাসে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি। এই ধ্বংস হইতে রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়, এদেশে শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা। ইহা আমাদের সদাশর গবর্ণ-মেণ্টও বুঝিয়াছেন—সেই জন্ত চারিদিকে আজ ভারতের নষ্ট শিল্প উদ্ধারের আয়োজন হইতেছে, এদেশের অগণ্য অধিবাসীকে পুন-নায় শিল্পে প্রবৃত্ত না করিতে পারিলে এদেশে অদূর ভবিষ্যতে মহা প্রলয়ের সূচনা হইবে। এই শিল্পে প্রবৃত্ত করিয়া দেশের ছেলেকে কর্মী করিবার উদ্দেশ্যেই আজ ৮ বৎসর পূর্বে “কাজের লোকে”র জন্ম হইয়াছিল আজও সেই অতি বড় উদ্দেশ্যকে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় ধারণ করিয়া জীবিত আছে। আশা—বড় আশা—যদি কখনও কেহ “কাজের লোকে”র আদর করে। কাজের লোকে সাহিত্যের কাগজ নয়; পণ্ড, কবিতা, রং চং শূন্য কাগজ, বাহ্যিক সহায় সম্পত্তি হীন, অভাবী “কাজের লোক” তাহাদেরই আদর এবং সম্ভাব্য আশা বঞ্চে লইয়াই কার্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইয়াছিল। দেশের ধনী, বড়লোকের বিশাল অট্টালিকার মধ্যে, স্বর্ণ সম্পদের উচ্চ কলোনিভ বৈঠকখানার সাজসজ্জাহীন “কাজের লোক” প্রবেশের আশা কখনও রাখে নাই; কিন্তু আহ্লাদের সংবাদ এত দীন হই-লেও অনেক রাজ সংসারেও “কাজের লোক” আনৃত হইতেছে। বহু জমীদার দশ খানারও অধিক সংখ্যক কাগজ গ্রহণ করিয়া প্রজা-গণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। এই সোভাগ্যের আশাতেই আমরা জীর্ণিত ছিলাম এবং এই সোভাগ্য লাভেই আমরা আশাতীত বস্ত্র হইয়াছি সন্দেহ নাই। উপ-সংহারে আমাদের একটি প্রার্থনা গ্রাহকগণের মধ্যে বাহার বতরু সাধা প্রত্যেকে তাহার পরিচিত অন্ততঃ একটি বন্ধকেও কাজের লোকের গ্রাহক হইতে প্রণোদিত করিয়া যেন উৎসাহিত করেন এক্ষণ অমরোথ বাস্তবিকই আমাদের আবদার; কিন্তু আট বৎসর এত পরিচিত হইয়া এত অগ্রগ্রহ স্নেহ আদর পাইয়া আমরা যে এ আবদার করিতে পারি, ইহা স্বাভাবিক এবং আশাও রাধি নিশ্চয়ই এ আবদার উপেক্ষিত হইবে না। আরও কথা গ্রাহকগণ আমাদের ক্রটি ক্ষমা করিবেন।

আপনাদের চিরান্তুগত
সম্পাদক।

আমাদের দেশের ব্যবসার বৃদ্ধি।

স্বর্ণ-প্রসূতা ভারতের কাঁচা মাল হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এ দেশেই পুনরায় আমদানী হইয়া থাকে এবং সেই সকল দ্রব্য আমরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকি, ইহাই আমাদের দেশের চিরপদ্ধতি হইয়া আসিতেছে। এদেশের লোকের যে মূল ধনের অভাব অথবা এদেশের ধনীগণের

যে অর্থাত্ম্য তাহা কেন্দ্র করিয়া বৃদ্ধি, হ্রাসক আন্দোলন এনোদে অল্পসংখ্যক জাতি নাই। অসংখ্য মটর গাড়ী, ঘোড়া, বিলাস বিহীন-থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতিতে বাসালীর অর্থ ব্যয় হেনিলে তত্ত্বিত হইয়া বাইতে হয় বড় বড় লোকের দানই বা কম কি; কিন্তু ব্যবসার-বাণিজ্যে মূলধন খাটাইতে সাহসের অভাবই এদেশের গলদ এই গলদেই এদেশের সর্বনাশ হইয়াছে। অল্প জাতি অর্থের জন্ত তত্বকের কাঁদ পাতে আর আমরা সেই কাঁদে অনায়াসে পদার্পণ করিয়া আনোদ উপভোগ করি, ইহাই সমগ্র জগত যেখান আসিতেছে। আমরা কর্মী জাতি নহি কখন কর্মী হইতে অপ্রস্তুতাবি না। একটি বৃহৎ দেখাইতেছি।

সিঙ্গল এবং কোচিন প্রভৃতি স্থান হইতে এবং মাদ্রাজের উপকূল হইতে নারি-কেলের শাস জম্মানীতে রপ্তানি হইত এখন জম্মানের সহিত আমাদের রাজ্য যুদ্ধ বাধিয়া আর নারকেলের শাস রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ্যে কেবল বেঙ্গলীর এবং জম্মানীতে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার নারকেলের শাস ১০১৩৯০১৪ সালেই রপ্তানী হইয়া ছিল, শেবোক্ত রাজ্যে মাল রপ্তানী হইলে অন্ততঃ পনের আনা মাল শুদ্ধ জম্মানীই লইয়া ছিলেন। জম্মানগণ এই সকল শাস পেখন করিয়া তৈল বাহির করিয়া এ যাবৎ প্রচুর লাভ করিয়া আসিতে ছিলেন। এই তৈলের-অধিকাংশই বিক্রয় হইত বিলাতে। গত বৎসর মাল ইংলণ্ডেই ২ কোটি ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার নারকেল তৈল বিক্রয় হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্ত এখন এই ব্যবসার জম্মানীর হাত ছাড়া হইয়াছে। এখন টেমস নদীর ধারে নারকেল তৈলের কল বসিবার আয়োজন হইতেছে; কিন্তু

আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পকে কেবল এ কয়েক
কাঁচা মালই সরবরাহ করিয়া আনিতেছেন
তাদের কল করিয়া কাঁচা মাল হইতে পাকা
মাল করিবার প্রয়াসী হইলে নাই নাওকেল
তৈল এদেশে একেবারেই উৎপন্ন হয় না
তাহা নহে, তবে উপযুক্ত রপ্তানীর তুলনার
কিছুই নহে বলিলে অস্বীকার হয় না। এ
দেশের নারকেলের শুকশাঁস হইতে এ দেশে
তৈল প্রস্তুত হওয়া একান্ত অসম্ভব। তাহা
হইলে বহু অর্থ এ দেশে আসিয়া যায়, মালও
স্বল্পতে জন্মে এবং অসংখ্য দীন-দুঃখী শ্রম-
জীবির অন্ন সংস্থান হয়।

নারকেলের খেঁল নাওকেলের মাল,
ছোঁচড়া, দড়ী দড়ী কত জিনিস নারকেল গাছ
হইতে জন্মে, আমরা বহুবার “কালের লোকে”
তাহা দেখাইয়াছি।

আমরা এ দেশজাত বহু দ্রব্যেরই ব্যবহার
কবিতে জানি না, আর কত দেখাইব
অর্থানীর পবিত্র্যুক্ত বহু দ্রব্য হইতেই
প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়। ইহা বা করাত
গুঁড়ো হইতে রুটী করে, ছেড়া কাগজ হইতে
বাগান কবে, বেলের চাকা পর্যন্ত কবে,
ব্যবহার জানে বলিয়া কোন দ্রব্যই ইহাদের
নিকট অকাজের নহে, আমরা শিল্প বিজ্ঞানের
কোন চর্চাই রাখি না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাই
তেছি বাজারের পল্লীগ্রামে প্রচুর বাস জন্মে,
তাহারা নিজেদের ব্যবহারোপযোগী ২১০০টা
মাত্র কাটিয়া গৃহাদি ছাদন কবে, বাকী বাস
শুক হইয়া উনান পুজার উপকরণ হইয়া
দাঁড়ায়।

পল্লীবাসীগণ আজকাল সর্বত্রই কয়লা
ব্যবহার করিতেছেন। শুক বাসের দ্বারা
ইচ্ছা কার্য সমাধার কোন আবশ্যকই হয় না।
কিন্তু তাহারা দেশের ভোগ্যপণ্যের দ্বারা স্বুতি,
জাল্য ফুলে প্রস্তুত-সজ্জাইয়া কলিকাতা এবং
অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ

উপার্জন করিতে পারিত কিন্তু এ কথা
পল্লীবাসী ভাবিতে জানেনা, দেশের ভোগ
সকল কাজের অভাবে ব্যবসায় ছাড়িয়া
মজুরে পরিণত হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য
কুদ্র কাজেই যখন আমাদের উৎসাহ নাই,
তখন সে দেশবাসীকে তেলের কল বসাইতে
বলা নিশ্চয়ই খুঁটাতা মধ্যে গণ্য করিলে অস্বীকার
হয় না। গবর্ণমেন্ট আমাদেরকে শিল্পোন্নতির
অন্ত আহ্বান করেন এবং সংবাদপত্র
দ্বারা এ সকল কথা আপোচিতও
হয় বটে কিন্তু আমাদের বে একেবারেই
দক্ষা রক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার
প্রতিকারের উপায় কৈ? নচেৎ এদেশের
লোকেরা না জানিত কি? যখন সকালে
লোকে বিদেশী আমদানী দ্রব্য পাইত না,
তখন আমাদের দেশের লোকে স্বল্প কার্পাস
বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, তৈল প্রভৃতি সমস্তই ব্যবহার
করিয়াছিল। বিদেশী বস্ত্রের প্রস্তুত দ্রব্যের
সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পাবিয়াই ক্রমে ক্রমে
লোকে ব্যবসায়, শিল্প, কৃষিকর্ম পরিত্যাগ
করিয়া দাসত্বে আত্মোৎসর্গ কবিতো নাথ্য হইয়া-
ছিল। সম্ভাব্য হিড়িকে বিলাসের তুফানে
এদেশের লোকে সমস্তই হারাইয়া মৃতপ্রায়,
কোনরূপে অস্তিত্ব মাত্র লইয়া আছে। উত্তোগ
নাই, আয়োজন নাই, আয়াসের মদিরায়
বিভোব। এদেশ কি আবাব নষ্ট শিল্পের উদ্ধা-
রের জন্য আগবিত হইবে? বর্তমানতেও আনা
যায় না। তবে সদাশয় গবর্ণমেন্ট সমরাস্ত্রে
যদি আমূল বর্তমান শিক্ষানীত পবিত্রন
করিয়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প
শিক্ষার উৎসাহ দান করেন তাহা হইলে বহু
শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে। এদেশের
অভাব এদেশের দ্বাৰাই মোচন হইতে পারে।
কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার হইলে ভারতে উচ্চ
মূল্যের কল কারখানা না হইলেও এদেশের
অনেক জাতীয় পূরণ হইতে পারে, কেননা

ভারতের লোক সংখ্যা এবং অন্যান্য দেশের
তুলনার মজুরীও কম। যখন এদেশে বিদেশী
ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল না তখন হাতে
হেতেরে কাজ করিয়াই এদেশের অভাব
মোচন হইত। কিন্তু এদেশের শিল্পোন্নতি
কবিতো এখন যখন গবর্ণমেন্ট উত্তোঙ্গী
তেননি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির এবং প্রত্যেক
তালুকদার, জমিদার প্রভৃতিরও প্রজ্ঞাদিগকে
উৎসাহিত করা আবশ্যিক নচেৎ কোন কার্যই
হইবে না হইতে পারেও না। রাজা ও
প্রজায সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন দেশের
ভাল হয় না। আমরা আশা কবি এদেশের
লোকে এই সুযোগ উপেক্ষা কবিবেন না।

England of Dye-matred. CONDITION of DYING BUSINESS in ENGLAND.

—:—

রঞ্জনশিল্পেপ ইংলণ্ড।

—:—

বর্তমান মহাসময় উপলক্ষে বিলাতে রঙের
বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে।

রেশম, পশম ও অনেক স্থলে তুলাব স্ততাও
বণ্ড করিয়া বস্ত্রাদি বরন করা হয়, ইহারত ও
নানাপ্রকার গাড়ীর জন্য এবং চর্ম নির্মিত
দ্রব্যের জন্যও বহুল পরিমাণে রঙের প্রয়োজন
হয়। তনেকেব ধাবণা যখন এক পরসার
বণ্ডে একখানা দশ হাত বস্ত্র ছোঁবান যায় তখন
রঙের খবচাই বা কত? পাঠকগণ ভনিয়া
বিস্মিত হইবেন এক ইংলণ্ড দেশে প্রতিবৎসর
তিন কোটি টাকার রং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়
জন্য খবচ হয়। সম্প্রতি বিলাতের ম্যানচেষ্টার
নগরে তদ্বার সমিতির সভার বিচারপতি
লর্ড মোন্টন বলিয়াছেন যে, এই তিন কোটি

বাতের এবং আবারের বেদনার জন্ম খোঁসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রহ্মের চাউল।—ব্রহ্মদেশে এবার ১৬টা জেলাতেই প্রায় ৩৭০০০০ বিঘা জমিতে কম ধানের আবাদ হইয়াছে। উপর ব্রহ্মদেশের ৬টা জেলায় ১২৯'২০০ একর জমিতে ধানের চাষ কম হইয়াছে। নিম্ন ব্রহ্ম হইতে উপর ব্রহ্মে আবাদের অবস্থা ভাল। মোটের উপর প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বিঘা জমির ধান বন্ডায় নষ্ট হইয়াছে। মোঠামুটি হিসাব করা গিয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে সোয়া বোল কোটি মণ চাউল পাওয়া যাইবে।

আলুর চাষ।—বাঙ্গালার আলুর চাষের বৃদ্ধির নিমিত্ত কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। আলুর চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রদীপাদন করিবার জন্ত তাঁহার গত বৎসর ৫৫৫ খণ্ড ভূমিতে আলুর চাষ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রঙ্গপুরে বিঘা প্রতি প্রায় ১১৯ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল।

কৃষি-শিক্ষা।—গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত বঙ্গীয় বিভাগের অমুষ্ঠিত কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মন্তব্য পাঠে জানা যায়, গতবর্ষে আঠার জন বাঙ্গালী ছাত্র বিহার প্রদেশান্তর্গত সাবোর কৃষিকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে এগার জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সকলেই চাকরি পাইয়াছেন। গবরমেণ্ট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—বাঙ্গালার একটা স্বতন্ত্র কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হউক এইরূপ প্রস্তাব প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু শুধু কলেজ স্থাপন করিলে চলিবে না—পড়িবে কে? আজকাল যে কয়জন বাঙ্গালী ছাত্র সাবোর কলেজে পড়িতে যান;

তাঁহার পড়েন, কেবল সরকারী চাকরীর আশায়,—চাকরীর প্রলোভন না থাকিলে ছাত্র জুটিত কিনা সন্দেহ। সরকারী মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের দুইটা কথা মনে পড়ে। প্রথমতঃ আমাদের অবস্থা চাকরিপ্রিয়তার কথা, দ্বিতীয়ত কলেজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা। চাকরিপ্রিয় বাঙালীর স্বাবলম্বন স্পৃহা বৃদ্ধি লোপ পাইয়াছে—বৃদ্ধি বা এ জাতি আর নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। আর এক কথা—আজকাল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে স্বাবলম্বনের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, বাহা থাকে তাহাও যে তিরোহিত হয়। আমরা অনেক কলেজীবিদ্যায় গরীয়ান ডিপ্লোমাধারী “বাবু চাষাকে” দেখিয়াছি তাঁহার বড় বড় বক্তৃতা দিতে—প্রবন্ধ লিখিতে খুব মজবুত, কিন্তু নব জাত ধানের চারা আর কাড়া, গড়গড়া প্রভৃতি আগাছার চারা বাছিয়া ফেলিতে অপারক; তাঁহার দ্রুদও রৌদ্রে দাঁড়াইলে গলদ্বর্ষদেহে ইপাইয়া উঠেন, কাজেই আওতাগ্ন বসিয়া কলম পেশা ব্যতীত তাঁহাদের উপায়স্বর থাকে না। এদোক বাঙ্গালী ছাত্রেরও বটে—সরকারী ব্যবস্থারও বটে, কৃষি কলেজের পাশকরা ছাত্র ডেপুটিগিরিতে বাহাল হন, তাঁহার উদ্ভিজ্জ্ঞান পিনালকোর্ডের ধারায় পড়িয়া মুসড়াইয়া যায়। আবার কৃষিবিভাগের কর্তা যিনি তিনি একজন সিভিলিয়ান—তাঁহাকেও দায়ে ঠেকিয়া অধস্তন কর্মচারিগণের নিকট কৃষিবিদ্যায় দাঙ্গা বুলাইতে হয়। আমাদের অনুরোধ, সরকার এদেশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, এ কুসুম কল্লারের দেশে বিলাতী ‘ফ্রেটন’ ‘ডেজি’ আজাইলে তাহা পুষ্প পল্লবে শোভিত হইবে না, বরং শুকাইয়া যাইবে।

রেশম-বিভাগ।—বাঙ্গালার রেশমশিল্পের অভ্যুত্থানকল্পে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের অধীনে একটা শাখাবিভাগ আছে, তাহার নাম রেশম-বিভাগ। এই শাখাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রায় বিশ বৎসর, কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের উপকার যে কতটুকু হইয়াছে, তাহা আজও বুঝা যায় নাই। শুনা যায়, এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বীজগুলি হইতে রোগ শুল্ক রেশম কীটের বীজ বিক্রয় হয় এবং তাহাতেই এদেশের রেশমের চাষ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। কাগজে কলমে যাহাই প্রকাশিত হউক, আমরা ত দেখিতে পাই, গত দশ বৎসরের মধ্যে বেঙ্গল শিক কোম্পানী, লুইপেন কোম্পানি প্রভৃতি বড় বড় বিলাতী সওদাগরেরা রেশম শুল্কের অভাবে এদেশ হইতে কারবার শুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন আর বাঙ্গালার কুঠিয়ার সাহেবদের বড় বড় শিক ফ্যাক্টরি নাই। আর সে দশ হাজার বিশ হাজার টাকার রেশমশুল্কক্রোড়া শত শত পাইকার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায় না। কর্তৃপক্ষ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,দেশীয় রেশম কীট পালন করিলেই বৈদেশিক রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় চলিতে পারিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে প্রয়াস বিফল প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাই এদেশের জল হাওয়ায় বিলাতী রেশমকীট প্রতিপালিত হইতে পারে কিনা অথবা দেশীয় কীটের সহিত বিলাতী কীটের সংজননে কোন নূতন জাতীয় যোনকীট সৃষ্টি সম্ভব কি না তাহারই পরীক্ষা অধুনা বহরমপুরে চলিতেছে। এদিকে কিন্তু মূল রেশম ব্যবসায়ের হৃদশা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উক্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব বাঙ্গালার রেশমের খরিদদার খুঁজিবার জন্ত মাগপুরে, বোম্বায়ে, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্চনদে ছুটাছুটি করিতেছেন। কর্তৃপক্ষ কি এ ক্ষেত্রে অর্থনীতির মূলমন্ত্র টান ও

“কাজের লোক” গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য—মেদিনীপুর হিতৈষী।

যোগানের (Demand and supply) সিদ্ধান্তটা নিশ্চিত হইরাছেন? ব্যবসারে রস থাকিলে খরিদদার আপনি আসে—সাধারণ কুটাইতে হয় না। একদিন না এই বাজারের রেশম বিলাতী বণিকেরা সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আসিয়া সোণার পিনিমরে ক্রয় করিতেন। এবার বহরমপুরের সরকারী নার্সারিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যাত্র একজন ছাত্র সরকারী সাহায্যে আদর্শ নার্সারি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া লাটের মন্তব্যে বাহারা পড়িয়াছে, কিন্তু পত্ত বিশ বৎসর ধরিয়া ত বহু ছাত্র রাজসাহী রেশম বিত্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, ও সরকারী সাহায্য পাইয়াছে, কিন্তু করজন ছাত্র এ পর্যন্ত নার্সারি খুলিয়াছেন এবং করজনই বা নার্সারি চালাইয়া লাভবান হইরাছেন?

বং

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

—:—

টান্সাইল হইতে জনৈক জ্যোতির্বিদ জানাইয়াছেন—“আগামী ২৩শে ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ এই চারি তারিখে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দিন এবং ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে যুদ্ধ শেষ নিশ্চয় হইবে।” জ্যোতির্বিদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

যুদ্ধ ও অর্থের শ্রদ্ধা।

—:—

“ভরওয়াটন” নামক অর্থনৈতিক সংবাদপত্র সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে বর্তমান যুদ্ধে যুগ্মমান জাতিনিষ্ঠের প্রত্যাহ সাড়ে তের কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। এই

যুদ্ধের ফলে কৃষিশিল্পাদি ব্যবসার বন্ধ হওয়ার এবাং চারিহাজার পাঁচ শত কোটি টাকারও অধিক লোকসান হইয়াছে।

প্রবাসী ভারতবাসী।—রিপোর্টে প্রকাশ, —জামেকাবীপে বেশ হাজার ভারতবাসী বাধীন ভাবে প্রবাসী হইয়াছে। ইহাদের প্রায় অর্ধ সংখ্যক কৃষি ও শ্রমজীবীর কার্য করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর বাহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাহাদের দখলে ত্রিশ হাজার বিঘা জমি আছে,—গবাদি পশুও সুবিস্তর। রিপোর্টের কথা,—জামেকার ভূমিসংগ্রহের আরও সুবিধা ঘটিলে তথ্য ভাবতবাসীর ক্রমে বাড়িতে পারে।

ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার।—ডিউক অব সাদারল্যান্ড বৃটিশযুক্ত রাজ্যের সর্ব প্রধান ভূস্বামী। ইহার জমির পরিমাণ ৭৩৯২০০০ একর।

মিনিটে ৭১০ হাজার টাকা উপার্জন।—ম্যাডাম এমি ডেটিন (প্রিমাডোনা) সম্প্রতি একটি বায়স্কোপ কোম্পানীর সিংহের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া পশুরাজকে ৫ মিনিটের জন্ত তাঁহার কোকিল কণ্ঠ নিম্নত সঙ্গীত সুধা পান করাইয়া ২৫০০০ পাউণ্ড দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী ঋণ।—সম্প্রতি আমেরিকার একখানি সরকারি কার্যবিবরণীতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পৃথিবীর ব্যবসায় গবর্ণমেন্টের সর্বশুদ্ধ ৮,৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ এক হাজারে দুইশত বাট কোটি টাকার ঋণ আছে। গত দশ বৎসর হইতে এই ঋণ শতকরা ২০ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিগত ৪০ বৎসরের পরে ইহা এখন ডবল দাঁড়াইয়াছে। এই ঋণের পরিমাণে দেশ গুলির পর্যায় ক্রমে নাম যথা—

ফ্রেন্স, কবিল, গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী স্পেন, ভারতবর্ষ, জাপান, জার্মানী এবং মার্কিন যুক্ত-রাজ্য।

অগ্নিদাহে আত্মহত্যা।—কলিকাতা সহরের ৩৭নং মিডল রোডের কিল্ড নারী-এক ইউরোপীয় মহিলা কেরসিন তেলে পরণের কাপড় তিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, স্বামীর সহিত প্রায়ই তাহার বিবাদ হইত; স্বামী তাহার উপর দুর্জ্যাবহার করিত। এমন করিয়া পুড়িয়া মরা ইন্দানী এ অঞ্চলে এদেশীয় কুমারী যুবতী মহলেই চলিতেছিল—এখন আবার বিবি মহলেও এ রোগ ছকিল। সংক্রামকতার এমন প্রভাব।

—:—

আকস্মিক দুর্ঘটনা।—মাত্রাজ(বেঙ্গাল) সংবাদে প্রকাশ,—বেঙ্গালির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফরমবি সাহেব সত্ৰীক এবং বন্ধ কান্ধব সঙ্গে রেগীশুন্ট রেল স্টেশনের নিকট জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন,—একটা বড় পাখীকে গুলি করিয়াছিলেন,—গুলির শব্দ পাইয়া আর একটা পাখী উড়িয়া পলাইল;—সাহেব এই উড্ডীয়মান পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াও গুলি ছুড়িলেন,—কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার জী যে নিহত পাখীটা আনিতে গিয়াছিলেন,—তাহা তিনি দেখেন নাই;—দৈবগত্যা এই দ্বিতীয় গুলি উড্ডত পাখীকে না লাগিয়া তাঁহার জীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল;—ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিবির মৃত্যু হইয়াছে। শোচনীয় দুর্ঘটনা। অসহায় পক্ষীদের শাপের ফল।

পিতা ও পুত্র।—কলিকাতা নিউম্যান কোম্পানীর আফিসের কর্মচারী শ্রীযুক্ত চুনি-লাল দাস,—পুত্র সদয়হরিদাসের নামে ষোড়শ বাগান পুলীশ আদালতে নালিশ করিয়া বলিয়াছেন,—“একবার আবকারী মামলার

আমার ছেলের মত হইয়াছিল;—ইহার পর আমি ইহার স্বভাব সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু ফল হয় নাই, সে আরও মন্দ হইয়া গিয়াছে,—মদ, গুলি, কোকেন প্রভৃতি নেশার মাতিয়া উঠিয়াছে, নানারূপে আমার উপর উৎপীড়ন করিতেছে;—তাহার সহিত একত্র থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নহে।” এমন ছেলের পিতার কি শোচনীয় মনের অবস্থা!

টেলিগ্রামের মাতুল।—সম্প্রতি এক সম-কারী ইতাহারে প্রকাশ পাইয়াছে,—ইউরোপ এবং অন্যান্য স্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য নাবিক ধাত্রীগণ অপর সৈন্য নাবিক এবং ধাত্রীগণকে এখন হইতে যে “সোশাল” সাপ্তাহিক টেলিগ্রাম করিবে, তাহা টেলিগ্রামের নির্দিষ্ট হারের চতুর্থাংশ পরিমাণ ব্যয়েই প্রেরিত হইবে। আশ্রি এবং নেতি,—উভয় বিভাগস্থ সৈন্য প্রভৃতির উপরই সুবিধা বর্জিত। ঠিকানায় রেজিমেন্ট প্রভৃতির নাম লিখিয়া দিতে হইবে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামস্থ সৈন্য প্রভৃতিকে টেলিগ্রাম করিতে হইবে, তাহা বিশরে পাঠাইতে হইলে কার্যরহিত;—পূর্বে আফ্রিকার পাঠাইতে হইলে মোঘাসার, পারস্তোপসাগরে পাঠাইতে হইলে, বসরায়। এই ব্যয়-ভ্রাসে অনেকেরই টেলিগ্রাম পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

ধনুক, বাণ লাঠি ও তীর লইয়া যুদ্ধ।

শ্রীরামপুর ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলে ভয়ানক দস্যুতার বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানীয় স্বরক্ষার স্বৈচ্ছারক্ষক স্বরূপ কার্য্য করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। তাহাদের সে আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে—কিন্তু তাহাদিগকে বন্দুক দেওয়া হয় নাই। পুলিশের কর্তা • তাহাদিগের ধনুক বাণ ও লাঠি ও বর্ষা

ধারা ডাকাডাকি দিগকে দমন করিতে বলিয়াছেন। আর ডাকাডাকি বন্দুক থাকিলে উপায়?

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস।

এবার মাদ্রাজ সহরে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস বা ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসমিতির বৈঠক বসিবে। সেই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক, ডাক্তার প্রফুল্ল রায় ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীকে মাদ্রাজে প্রেরণ করিয়াছেন।

দেশালাইয়ের কারখানা।

ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে এক দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহাতে কার্য্যরত হইবে। পূর্বে অষ্ট্রীয়া হইতে প্রচুর দেশালাই এদেশে আসিত, যুদ্ধের জন্য সে আমদানী এক্ষণে বন্ধ। জাপান একাকী কত দেশালাই যোগাইবে? তাই ত্রিবাঙ্গুরে দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমরা আশাব্যস্ত হইয়াছি। ইহার ফলে যদি অন্ততঃ ত্রিবাঙ্গুরবাসীদিগেরও দেশালাইয়ের অভাব ঘুচে—তাহাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষ না হইতে হয়, তবেই ভাল। নহিলে “আমরা যে তিমিরে—সে তিমিরে।”

তরকারির খোলায় অন্তর সংস্থান।

অল্পনীতে একরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, এখন হইতে আর কেহ তরকারির খোলা প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে পারিবে না। ঘোড়ার আহারের জন্য সাময়িক কর্তৃপক্ষ খোলা কিনিয়া লইবেন।

বিনা বায়ুতে সবমেয়িন জাহাজ।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিঃ এডিসন একটা নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন তদ্বারা বায়ু না লইয়া সবমেয়িন জাহাজ এক মাস কাল জলমধ্যে ভ্রমিয়া থাকিতে পারিবে।

আয়ুর্বেদীয় প্রদর্শনী।

গত শনিবার বেলা এগারটার সময় কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে ৬৬নং বাড়ীতে আয়ুর্বেদীয় প্রদর্শনী খোলা হয়। এতদ্ব্যপেক্ষে সভা হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভার লরেন্স জেবিস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন বৈজ্ঞানিক মহাশয় ভার লরেন্স জেবিসকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ভারত-বর্ষের নানান্যহান হইতে কবিরাজ প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার মাহাত্ম্য সম্বন্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সভা সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রকোষ্ঠে, আলিন্দার আয়ুর্বেদীয় বহু চুস্ত্রাপ্য ঔষধাদি, বস্ত্রাদি, ধাতব জব্যাদি সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এসব সাধারণের দর্শন জন্য এখনও এমনই ভাবে আছে। এসব দেখিয়া বাস্তবিক প্রাণে আয়ুর্বেদ গৌরবস্থিতি জাগিয়া উঠে। উদ্যোগী কর্তারা বাস্তবিকই ধন্যবাদার্থ। সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে অকপট চিত্তে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর গৌরব কীর্তন করেন, পূর্বে কবিরাজমণ্ডলী ইহার যেক্রপ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কথা তুলিয়া সভাপতি মহাশয় এ ভাবের কথা ও আভাস দিয়াছেন। সেদিন সভাপতি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে আয়ুর্বেদীক চিকিৎসাকে

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য থোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ইহার
মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তিনি যে দিন
প্রদর্শনী খুলিয়া দেন, সেদিন প্রদর্শনীর কর্তৃ
পক্ষগণ অভ্যাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাঝেরই
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর বয়স।—
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাসের প্রথম দিনে
১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে পরীক্ষা দিতে পারিবে
না—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়ম
এ বাবৎ প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি এই নিয়ম
একটু পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ম্যাট্রি-
কুলেশন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার বৎসরের শেষ
দিনে ১৬ বৎসর পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে
পারিবে। এই পরিবর্তন যে দেশবাসীর মনঃ-
পুত ইহা বলাই বাহুল্য।

(Special for Businessman.)

Homeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:৭:—

কাঁক বিড়ালী (বগলের ফোড়াকে চলিত
কথায় কাঁক বিড়ালি বলে) কুচকী, ফোড়া,
বাঘী প্রভৃতি রোগ বিনা অস্ত্রে আরাম করি-
বার একমাত্র উপায় বাইও কেমিক প্রয়োগ।

শিশুর বয়স ৪ বৎসর, ছদ্মিকে দুটি কুচকী
হয়, ৪৫ দিন, টোটকা ওষুধ পত্র দিয়া বসাই-
বার চেষ্টা করিয়া না বসায়, এবং ক্রমশঃ
বয়স বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার
কাটিবার কথা বলায় গৃহস্থ ভয় পায়।
স্থলের মধ্যে, তাদের হোমিওপ্যাথির উপর
বিশ্বাস থাকায়, আমার কাছে ছেলেটিকে নিয়ে
নিয়ে আসেন। ফুলো, বেদনা, লালবর্ণ, প্রদা-
হের তিনটি লক্ষণই তাতে স্পষ্ট দেখা গেল।

প্রদাহের ক্ষয় অরও হইয়াছে, রাতে অর বেশী
ছিল বলিল। ভোরের সময় সামান্য শ্বাস
হয়ে অর নরম পড়েছে। ফুলোটির উপর
হাত দিয়ে দেখলে নাড়ীস্পন্দনের ন্যায় দপ-
দপানি বেশ স্পষ্ট অনুভব হয়।

রোগীর এইরকম অবস্থা দেখে সেবনের
জন্য ১ গ্রেন মাত্রায় ফেরাম ফস ৩০x
(Ferum phos 30x) আর প্রদাহ স্থানীয়
প্রয়োগের জন্য ৩০ গ্রেন ফেরাম ফস ৩০
Ferum phos 30) ২ আউন্স গরম জলে
গলাইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইলে নেকড়া বা লিণ্ট
ভিজাটয়া দিতে বলিলাম।

ছেলেটির জীহ্বা উজ্জল, লালবর্ণ, এবং পরি-
ষ্কার, কোন রকম ময়লা ছিল না। ১৯১৩
সালের ২রা আগষ্ট রোগীটি আমার চিকিৎসা
ধীনে আসে।

৩রা তারিখে রোগীর বাপ ওষুধ লইতে
আসেন রোগী, আনেন না। জিজ্ঞাসা করার
জানিলাম যে, রাতে টেম্পারেচর ১০২।০ হয়ে-
ছিল, পিপাসা খুব বেশী নয়; বাতনাদি বোধ
হয় সমানই আছে। কারণ রাতে পূর্কদিনের
ন্যায় কেঁদেছিল। রাতে ২ বার বাছে বসে
ছিল, কিন্তু বাছে হয় নাই। কোং দিবার সময়
বোধ হয়, বাতনা বেশী হয়, এই কারণ কেঁদে
ওঠে, আর বসতে পারে না। এড়াইয়ে পড়ে।
ফুলো বোধ হয় সামান্যই আছে।

ওষুধ না বদলে ঐ ওষুধই ৬x পূর্ণমাত্রায়
প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং সেই লোশান
প্রয়োগ করিতে বলিয়া দিলাম। ৪ঠা তারিখে
রোগীর হাত দেখিয়া অর পাইলাম না, অর
নাড়ীর গরম রহিয়াছে, রাতে টেম্পারেচার
১০১.৪ হয়েছিল শুনিলাম। প্রদাহ স্থানে আর
সেরকম উজ্জল লাল রং দেখতে পেলাম
না। বেদনা বোধ হলো কমেছে। ছোট ছেলে
ঠিক বলতে না পারলেও পূর্কদিনের চেয়ে
আঙ্গুলের চাপ সহিতে পারিল। সেদিন কেবল

তিনটি মোড়া ওষুধ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন
করিতে দেওয়া গেল। পথ্য দুধ সাণ্ড
ইত্যাদি।

এই রাতে সংবাদ পাইলাম, রাতে অর
বেশী বাড়ে নাই ৯৯.৪ হয়েছিল ফুলো
নাই, বেদনা ও খুব কমেছে এবং রাতে
বেশ দান্ত হয়ে গেছে। এবার বেগ দিবার সময়
কোনও কষ্ট বৃদ্ধিতে পারে নাই। লোশান
বন্ধ করিয়া কেবল ২ মাত্রা ফেরাম ফস ৩০x
১ গ্রেন মাত্রায় দিলাম। আর ওষুধ লইতে
আসেন নাই, তার ৫৬ দিন পরে শুনিলাম যে,
সেইদিন হতে বেশ ভাল হইছে বলে আর
আর ওষুধ নিতে পাঠান নাই।

ডাঃ অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

Household information.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

White washing চুণকাম করার কাজ।
গৃহস্থালী করিতে অনেক বিষয় জানার দর-
কার আছে। যেরূপ চুণকামের কাজ অনেকে
নিজে করিলে কাজ ভাল হইতে পারে, অর্থও
বাঁচিয়া যায়।

সাদা সিঁদা চুণকামের কাজ বিশেষ: কঠিন
নহে। খণ্ড খণ্ড চুন যথা সীলেন্ট লাইম
প্রভৃতিকে শীতল জলে ফেলিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ
রাখিয়া দিলেই চুন ফুটিয়া বাইবে। যখন
প্রায় সমস্ত খণ্ড ফুটিয়া উঠিয়া মাথনের ত্রায়
কোমল হইবে তখন একবার নাড়িয়া দিয়া
স্থির থাকিতে দিলেই উপরে একটা পরিষ্কার
জল উঠিবে, কিন্তু নীচে সাদা ক্রিমের মত চুন
পড়িয়া থাকিবে ইহা সহজ কথা এবং অনেকেই
তাহা দেখিয়াছেন। তাহার পর পাটের
পোচড়া বা তুলি দ্বারা দেওয়ালে সমান ভাবে
লাগাইতে হইবে। যেন চুনের খারানী না
পড়ে তাহা হইলে দাগ থাকিয়া যায়। এইরূপ

কলি-কিরীটিকা সমর তুলি যার আলোড়িত
করিয়া লইতে হয়, কারণ চুনের একটা স্বভাব,
অতি কল্প সময় মধ্যে ইহা জলের নীচে পড়িয়া
যায়। প্রত্যেক তুলি বা পোঁচড়া তুলিবার
আগে লাড়িয়া লইলে কপির সং সমান থাকে।
কিন্তু এসকল সাধারণ কথা সকলেই জানেন।
এইরূপ কলি দেওয়ালে দিলে দেওয়ালে হেলান
দিলেই তাহার গারে লাগিয়া উঠিয়া যায়।
সেইটাকে দেওয়ালে দৃঢ় করিবার একটা উপায়
আছে। আমাদের তাহার সম্বন্ধেই কিছু
বলিবার আছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে
লাইজিং করা।

কমল করিয়া “লাইজিং” করিয়া লইতে
হয়, তাহাই বলিতেছি।

পাথরের চুনের বা বাধাডীর চুনের খণ্ড-
গুলিকে গরম কুঁড় জলে গলাইয়া ইহাতে
সাধারণ কলি ফিরাইবার চুনের ৩ গ্যালন
জল মিশাইতে হইবে, তাহার পর ১ পাইট
মাতগুড় মিশাইয়া ইহার সহিত ১ পাইট
টেবলসল্ট মিশাইয়া নাড়িতে থাক এবং
উষ্ণবস্তুর ক্রসদ্বারা দেয়ালে সমভাবে লাগাইলে
রোদ্র ও বৃষ্টিতে উঠিবে না। কেহ কেহ ফট-
কিরি এবং শিরিসের কিঞ্চিৎ জল মিশাইতেও
বলেন।

(ক্রমশঃ)।

ইউরোপের যুদ্ধে আমাদের লাভালাভ।

সহযোগী “বিজ্ঞানের” একটা সমরোপযোগী প্রবন্ধে
আমরা পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।
এ সম্বন্ধে আমরা বহুকথাই ইতিপূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু
দেশ বিশেষ—অসাড়। কাঃ সঃ

ইউরোপে যে মহা সমরানল প্রজ্জ্বলিত
হইয়াছে, তাহার যে কি ফল হইবে, তাহা
বলা বাস্তবিকই দুঃকর। কেহ কেহ বলিতেছেন

যে, ইহাতে আমাদের সমৃদ্ধ কৃতি হইয়াছে,
হইতেছে ও হইবে; আবার কেহ কেহ বা
বলিতেছেন, আপাততঃ কৃতি হইলেও ইহাতে
আমাদের বিশেষ লাভ হইবে। কথাটা
হইতেছে এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ
মন্তব্য এমন ভাবে প্রচার করিতেছেন, যেন
তিনি নিজেই সেই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।
কতকগুলো লোকে দৈনিক, মাসিক প্রভৃতি
সংবাদপত্র পড়িয়া সমস্তের চীৎকার করিতেছেন
যে, এই যুদ্ধে আমরা যথেষ্ট লাভ করিব—
“It is blessing in disguise” কিন্তু কেন
যে blessing তাহা বলা দুঃকর।

যুদ্ধে আমাদের কিছু লাভ হইবে কি না
পরে বিবেচ্য; আমরা এখন কিন্তু দেখি-
তেছি, আমাদের যথেষ্ট কৃতি হইতেছে।
আমি এখন যে কথাটা বলিতেছি, সেটা
বিশেষ নূতন নহে; পাঠক বোধ হয়, তাহা
শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।
কথাটা এই যে, পাটের বাজার একেবারে
নরম পড়ায় দরিদ্র প্রজা বড়ই বিব্রত হইয়া
পড়িয়াছে। সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেরই
জানা আছে যে, বাঙ্গালার আজকাল পাটের
চাষ প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। অল্প
অল্প বৎসরের জায় এ বৎসরও পাটের চাষ
যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাজারে ক্রেতা নাই,
কাজেই অতি অল্প দরেও পাট বিক্রয় হইতেছে
না, কাজেই দরিদ্র চাষা আজ “হা অন্ন, হা
অন্ন বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এখন
উপায় কি?

অনেকে বলিতেছেন যে, লোকের শিক্ষা
হউক যে, ধানের চাষ না করিয়া পাটের চাষ
করিলে ফল এইরূপই হয়। এখন শিক্ষা
দিবার ত সময় নয়। পাটের চাষ একটা
পাপ, বা করা উচিত নয় এ কথা অজ্ঞের
মুখেই শোভা পায়। যাহারা এ সম্বন্ধে
বিশেষ ধোঁজ খবর রাখেন, তাহারা সকলেই

জানেন যে, অনেক সময় কৃষককে বাধ্য হইয়া
পাটের চাষ করিতে হয়। তবে সে কথার
অবতারণা এখানে আজ করিব না।

ভারতের অধিকাংশ লোকেই চাষের উপর
নির্ভর করে। ভারতের রপ্তানির অধিকাংশ
জিনিসই কৃষিজাত, ইহাকে ইংরাজীতে raw
material বলে। রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ
হইয়াছে, কাজেই অর্থাগমের একটা প্রধান
দ্বার বন্ধ হইয়াছে। একারণে অধিকাংশ
লোকেই যে কষ্টে পড়িয়াছে, সে কথা অস্বীকার
করিবার উপায় নাই। আমাদের, দেশের
কৃষকগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অগ্নের
সংস্থান তাহাদের নাই। আপাততঃ কথাটা
ভাবিবার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, কি
উপায় অবলম্বন করিলে লোকের কষ্টেব
লাঘব হইবে, বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয়।

কৃতি যে যথেষ্ট হইয়াছে, ও হইবে, সে
বিষয় বলিতে হইবে না। এখন ইহা নিল-
রণ করিবার পন্থা চাই। একে আমাদের
দেশ রোগে উজাড় হইয়া যাইতেছে, তাহা
উপর অনশন আগিয়া জুটিলে কত লোক
মরিবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন?

এখন লাভের কথা বলি। কতকগুলি
লোক আছেন, যাহারা একটা কিছু জিনিস
মাত্রই লাফাইয়া উঠেন। সব দেশেই একরূপ
লোক আছে, তবে আমাদের দেশে অপেক্ষা-
কৃত কিছু বেশী। এই সমস্ত লোকের দাবণা
এই যে, ইউরোপ হইতে আমদানী যখন বন্ধ
হইয়াছে, তখন কাজেই প্রতিযোগিতা আর
নাই। এইবার আমরা ব্যবসা করিলেই লাভ
বান হইব—আমাদের ব্যবসা টেকিয়া যাইবে।
তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র মনে
মনে ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতে-
ছেন। বাস্তবিকই আনন্দে বিভোর হইবার
কথা বটে, কিন্তু সেই উত্তোগ—সেই উৎসাহ

“কাজের লোক” গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য—মেদিনীপুর হিতৈষী।

কোথার? সে ত্যাস—কবে সে আসতি কোথার?

“শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে”—কোথার—কবে—কিভাবে—কেহ ভাবিয়াছেন কি? বহুকাল হইতে “হইবে” ভাবিয়া আসিতেছি। হইয়াছে করটা? আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালার বড় বড় কারখানা আছে করটা? অবশ্য বড় বড় নামওয়ারা factory—manufactory প্রভৃতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের কারখোর খোঁজ খবর করজন রাখিয়াছেন? বাহা কিছু আছে তাহাদেরও অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়!! ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, আমাদের নিজেদের খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। অহুসঙ্কান করিতে হইবে যে, বিদেশী আসিয়া কি করিয়া সহজে ব্যবসায়ীতা হাত করিয়া ফেলে, আর কেন আমরা দেশে বসিয়া কিছু করিতে পারি না।

প্রথম কথা, মূলধনের অভাব। বাহার টাকা আছে, তিনি “কোম্পানির কাগজ” কিনিয়াছেন। কে ব্যবসারে টাকা দিয়া মাথা ঘামাইবে? নিশ্চিত হইয়া বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া যথা সময়ে সুদ পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশের লোক কি বাস্তবিকই এত স্বার্থপর না ইহার মধ্যে আরও কিছু গুঢ় তত্ত্ব আছে? লোক চরিত্র অল্প বিস্তার সব দেশেই সমান, তবে আমাদের দেশের এই বৈচিত্র্যের কারণ কি? আমাদের নিজেদের ঘোষাই, অনেক সময় মূলধন পাই না। আমরা একটা বড় লক্ষ্য চোড়া বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য আরম্ভ প্রস্তাবনা করিলাম, তাহার পর হয় মোটে কার্য আরম্ভ করিলাম না, আর নয় দুই দশ দিন কার্য করিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কারণের যে, আমাদের দেশে নতুন তাহা নহে। অল্প দেশে এ ঘটনা হয় না, আর আমাদের দেশেই কেবল এই ক্ষুদ্র ছাড়া ঘটনা ঘটে, এ কথাও ভাল নহে। তবে আমাদের

দেশে এই ব্যাপারটা এতই বেশী হইয়াছে যে, আমরা মহাজনদের বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাহার এখন আর বাহার তাগত হাতে টাকা ছাড়িয়া দিতে আদৌ রাজি নহেন। মোটো অনতিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের। আমাদের দেশেও লোকে বিলাতী (বা সাহেবী) কোম্পানীর সেবার বা অংশ কিনিতেছেন, কিন্তু তাহার যে সে কোম্পানীর সেবার কিনিতে নারাজ।

প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে যে, নামজাদা লোক ব্যবসারে না নামিলে আর কেহ টাকা দিবে না। লোকে সাহস করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের জ্বর নামজাদা কারখানার সেবার বা অংশ কিনিতে পারে, কিন্তু নতুন একটা কিছুর সেবার কিনিতে আর প্রস্তুত নহে। কাজেই এক্ষণে ব্যবসা চালাইতে হইলে বা নতুন শিল্পাদির কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নামজাদা ব্যবসায়জ্ঞ লোক কাজে নামা চাই; তবেই ব্যবসা চলিবে। সুখে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কাজে দেখান বড় শক্ত। দুইটা M. A. থাকিলে লোকে ভুলিবে না, সেকাল এখন গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অথচ মূলধন আছে, এমন লোক চাই। এখন একবার দেখুন যে, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান কি ভয়ঙ্কর শক্তকণা!!

তৃতীয় কথা হইতেছে যে, লোকের অভাব দেখিতে হইবে। স্বদেশীয় যুগে “ছাই ভয়” স্বদেশী বলিলেই লোকে কিনিত, কিন্তু এখন আর কিনিবে না। আমাদের দেশের অনেক কারবারেই জিনিস এখনও একটুও উন্নত হয় নাই, ক্রমাগত চেষ্টা করিতে হইবে যে, কিসে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এক্ষণে না করার অনেক কারবার মস্ত হইয়াছে। তাহার পুষ্টিগত বিস্তার ব্যবসা চালাইতে গিয়া মাটি করিয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন। নিজেদের Trade Secret রাখিতে হইবে। এ জিনিসটা কেহ কাহাকেও শিখায় না। এইটা

মাঝে মাঝেই বাহির করিতে হইবে। তাহার উপর, এককালে বাহাতে লাভ হয়, হারত আমাদের দেশে তাহাতে হইবে না। কাজেই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকে আমাদের দেশে ব্যবসারে কি করিয়া প্রতিপত্তি করিয়াছে? তাহার দেশের লোকের অভ্যাস কৃতি প্রভৃতি প্রত্যহ খোজ লইয়াছে। লোকে কি চাঙ্গ ব্যবসায়কে তাহা জানিতে হইবে। যে জিনিসটা ব্যবসায়ের মনোমত, তাহা লোকের মনোমত, বা কৃতি সমস্ত নাও হইতে পারে। বিলাতী বড় বড় কোম্পানির লোক এদেশে বসিয়া এ দেশবাসীর কৃতির পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, সে কথা কেহ কি জানেন? এই সব লোক মেলায়, ক্যাফে, ঘাটে ঘুরিয়া লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা জানিয়া লয় এবং প্রতি সপ্তাহে ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী পত্র প্রেরণ করে। লোকের কৃতি অহুযায়ী অনুনা প্রেরণ করে। এই সব লোক এখানে ছুই হাজার, তিন হাজার করিয়া মাহিনা পায়।

ইংল্যান্ড এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়া লোকের কৃতি জানিয়া লয়, বলিয়া আজ বিলাত হইতে পাছা পাড়ের কাপড় আসিতেছে। তাই আজ জার্মানী হইতে কফ, কালী প্রভৃতি পট বা ছবি বাজারে হাটে দোকানে বিক্রয় হইতেছে। তাই জার্মানী এদেশের কৃতি অহুযায়ী খেলনা পুতুল বিক্রয় করিয়া কোটি কোটি টাকা লইয়া যাইতেছে। তাই বাজারে দেশলাইয়ের উপর ভারতীয় ছবি দিয়া সুইডেন অগ্নি কত পরমা লইয়া যাইতেছে। জাপান আজ কত রকম জিনিস পাঠাইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

Only Keating's Powder can kill Bugs and Insects.

লোকের কতিপয় ব্যবসায়ী প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। লোকে কি চায়? আমি নিজের মত জিনিস করিব, আর লোকে কিনিতে থাকিবে, একথা অজ্ঞেরশোভা পায়। এদেশের বাংলা, বট বাটী সব রকম নমুনা জাপানি, বেঙ্গলিয়ান, অষ্ট্রীয় লইয়া গিয়াছে, তাহার উপর অজ্ঞ অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তবেই না আর এখানে তাহার ব্যবসারে একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। কত পরমা খরচ করিয়াছেন ভারত—প্রত্যেক নমুনা সংগ্রহ-কারীকে মাসে দুই হাজার তিন হাজার টাকা মাহিনা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বড় বড় নগরে এইরূপ এক একজন লোক থাকেন। ব্যবসায়ী কত সহজ একবার দেখুন!!

জাপান ইহার মধ্যেই রাশিকৃত জিনিস আনিয়া কেলিয়াছে। আমেরিকাও এসবকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হই ভাবিয়াছিলেন, তাহার দেখুন। ওরা অক্টোবর তারিখের "Scientific American" সম্পাদকীয় অংশে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"We have heard so much of the opportunity, that beckons the American manufacturer and merchant in foreign markets, now that all Europe is embroiled in war that it occurred to the Editors of the "Scientific American" to obtain from our representative business men their views on the possibility of expanding our export trade. * * * *

After we had read these admirable presentations of competent authorities, we are impressed with the fact that our more prominent manufacturers regard our foreign

opportunity not as a small manufacturers regard our foreign opportunity not as a small boy commercial problem, which must be thoroughly studied before it can be attacked with success. With one or two exceptions the letters are distinctly optimistic in tone. The writers, for the most part, realize that Germany and England have been successful in foreign markets, because they have ascertained the needs of those whom they wish to serve and because they have established adequate banking facilities. * *

Considered thus the problem is one with which we ought to be able to cope successfully. The scientific study of our home market began not more than a decade ago, and the establishment of an elastic home credit system, which would aid our businessman in financial crises dates back only a few weeks. If the same systematic study is conducted in foreign markets, if the same consideration shown for the banking requirements of foreigners as for Americans, there can be no reason, why we should not gain a permanent foothold in markets which have been hitherto close to us,"

আমেরিকা এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহার ভারতে ব্যবসা করিবে।

জাপানের চারিদিকেও ভারতে ব্যবসা করিবার জন্ম হই হই রব উঠিয়াছে। আর করিবার ভারত নিজ গর্ভেই বস্তু! এখন সময় আসিয়াছে—আমরা পারি বলিয়া বলিয়া থাকিলে চলিবে না। আর বুঝা জরুরী করনার কাল কাটাটলে চলিবে না। কার্যে তৎপর না হইলে শেষে হাত কাশড়াইতে হইবে, সে কথা যেন মনে থাকে।

ভারত গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অবশ্য প্রস্তুত আছেন, কেন না এখন ইংলণ্ড দেশের সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারিবেন না। এখন কি করিব বলিয়াও ভাবিতে হইবে না। অসংখ্য বার মুক্ত হইয়াছে, হেলান সময় হারাইলে বড় সুবিধা হইবে না।

এক জার্মানী হটেতে ভারতে কি না আসিত? এক পরমা মূল্যের চুঁচ, সূতা, নিব, কলম, হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ টাকা দামের কল কারখানা আসিয়াছে। বাহার বাহা সুবিধা, সেট ব্যবসা লইয়া উঠিয়া পড়। তবে লোকের অভাব ও কচির দিকে নজর রাখিতে হইবে। জিনিস কিসে উৎকর্ষতা লাভ করিবে নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে হইবে। লোক আর বাজারে কথার ভুলিবে না, কিছু দিন লোকে স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া লোককে ঠকাইলে চলিবে না। লোক যদি দেখে যে, একটা উৎকৃষ্ট লাভ করিয়াছে, সে আরও স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে; কিন্তু কাঁকা আগুয়াজে চলিবে না।

এক্ষণে চতুর্থ কথা বলা বাড়ুক। কথাটা এই যে, কোনও জিনিসের কাটুতি করিতে হইলে বিজ্ঞাপন দরকার। অনেকের বিজ্ঞাপন অর্থে সংবাদ পত্রে, মাসিক পত্রিকায়, দেওয়ালের গায়ে, ফাণ্ডিল বুকে। ইহা বিজ্ঞাপন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, হাটে, মেলায়, তীর্থে জিনিস লইয়া ঘুরিতে হইবে,

বাত্তের এবং আঘাতের বেদনার জন্য খোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সকলের দ্বারের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। অনেক স্থলে ব্যবহার করিবার জন্য বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করিতে হইবে। দোকানে দোকানে প্রথমে বিনামূল্যে জিনিস দিতে হইবে। তাহার পর বিক্রয় হইলে দাম লইবার প্রথা প্রচলন করিতে হইবে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া জার্মানী এতটা উন্নতি—মার্গে উঠিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন প্রথা সেরূপ হয় চলন নাই। এখানে বিজ্ঞাপন কথাটা Canvassing অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অনেক লোককে মাহিনা দিয়া রাখিতে হইবে; তাহারা কেবল দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিসের অবস্থা দেখিবে। লোকে কি চায়, তাহা দেখিবে। তবে বর্ণাধিক আভাব দূর হইবে। সমস্ত আরগার বাহাতে অতি অল্প আয়াসে জিনিস লাগুয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের মতামত উদ্ধৃত হইল :—

Fred'k S. Fish, President of the Studebaker Corporation লিখিয়াছেন :—

First learn the people, their characteristics, their methods and being properly introduced and accredited, observe their conventionalities.

Second, give them the goods they want, as they want them, and in quality as represented,

W. A. Marble, President, The Merchants' Association of New York বলেন :—

"* * * * But in order to accomplish this, it will be very necessary for the American manu-

facturers to "go after" the business in a systematic way and send their representatives to visit the merchants in those states and those representatives should be able to speak the local language, and thus come in personal contact with those whose trade they are seeking."

William C. Breed, Member of Breed, Abott and Morgan, Attorneys and Counsellor বলেন :—

"No better method can be adopted to secure and develop, South American trade than has been successfully employed by Germany, Great Britain and France. For example Germany's method has been to send a specially fitted representative to South America, make purchases of the product in actual use and demand, ascertaining selling costs, and then to manufacture these products, in the style, size and character demanded and at a price which will enable successful competition with existing trade.

একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যবসা করিতে হইলে লোকের পছন্দের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী কত দূরদেশের লোকে আসিয়া করিতেছে, আর আমরা করিতে পারি না ইহা বড়ই লজ্জার কথা!! আমেরিকা এখন দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী, ভারতে আসিতে তাহাকে অনেক টাকা, জাহাজ খরচ করিতে হইবে। সোভাগোর

কাজ যে, আমেরিকায় এখনও ভারতে আসিতে যত্ন করে নাই। তবে ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য জাপান বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মাহেস্ত্র সুযোগ আসিয়াছে। জাপান লড়াই করিতেছে নান্ন মাত্র। সমস্ত জাতিই এখন নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে ভারতে জাপানী দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন নিশ্চেষ্ট থাকিলে জাপান অতি শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

লাভ কি হইয়াছে, এইবার বুঝুন। আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কল কারখানা স্থাপনের, নিজেদের ব্যবসা চালাইবার মাহেস্ত্র সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এইবার Theoretical কথা ছাড়িয়া একেবারে হাতে কলমে লাগিয়া যান। আমাদের দেশে শুধী লোক বেগেট আছে। "আমাদের দেশে নাই" একথা বলা চলে না। এখন অধ্যবসায়, উত্তেজনা, স্বর্ণত্যাগ, কষ্টে আসক্তি চাই। এখন বস্ত্রের যত্নগণ! আপনারা লাগিয়া যান। দেশের কিম্বাত গণ্যমান্ত নেতাদের লইয়া পরামর্শ করিয়া এক কাৰখানা স্থাপন করুন। ইহাতে আমাদের সমুদয়, কারুণ্য-রক্তাকর, প্রজাবৎসল সম্রাট সম্রাট ব্যতীত অসম্মত হইবেন না। ভারতবাসীর বহু ভাগ্যবান যে, এ দেশে বোম্বোম ধর্ম্মরূপী সম্রাট তাহাদিগের শাসন-কর্তারূপে বর্তমান। তবে ভারতবাসীর আর কিসের ভাবনা—কিসের ভয়? ধর্ম্মের জয় অবশ্য হইবে।

আমাদের দেশে যে সকল কল কারখানা আছে, তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। প্রথমেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারিবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এখন দশগুণ বর্ধিত করা হউক। দেশের রাসায়ন-শাস্ত্রবিৎ যুবকগণকে একত্রিত করিয়া ইহাতে

নিম্নোক্ত কণ্ট্রি করিতে দেখা যাইবে। জার্মানী হইতে রাসায়নিক জব্ব আসিবে না, কোনও chemicals বা রাসায়নিক জব্ব আসিবে না। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া কার্যক্ষেত্রে লাগিয়া যাইল। ইংল্যান্ড নূতন নূতন বিভাগ খুলিয়া পুনরায় সেবার বিক্রয় করিয়া বা অন্য উপায়ে দেশকে বিদেশীর হাত হইতে রক্ষা করুন।

তথু যে বেঙ্গল কেমিক্যালের এইরূপ করিতে হইবে, তাহা নয়। আমাদের দেশের সমস্ত কল কারখানা দশগুণ হিসাবে বাড়িয়া উপযুক্ত লোক গ্রহণ করিয়া দিনের পর দিন কার্য্য করুন; এদেশে Industry বা শিল্পোন্নতি কিছুই নাই। সমস্ত কারখানা উন্নতি না হইলে একটার উন্নতি হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে এক সাল্ফিউরিক অ্যাসিড "Sulphuric acid" যে কত হাজার টন ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই জব্বের বিক্রয় নাই। এমন শিল্প নাই, বাহাতে Sulphuric acid ব্যবহৃত হয় না। এই জব্বের দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির অনুমান করা যাইতে পারে। আমি ডাক্তার পি, সি রায়ের কোন ছাত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের দেশে এই acid-এর বিক্রয় এত অল্প যে, অনেক সময় খরচে কুলাইয়া উঠে না। আমাদের দেশে সববৎ সোডাওয়ারলাদের কাছে যা বিক্রয় হয়!! এই কথাগুলো বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একের উন্নতি অপরের উপর নির্ভর করে।

এইবার পঞ্চম প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা বাউক। সকলেই জানেন, আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। কাজেই এখানে সস্তা দ্রব্যের জিনিস করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিসে অল্প মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। দুই চারি পরসার পার্থক্য

আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যধিক। দাবী জিনিস করিলে তাহা সাধারণের ব্যবহারের আয়তের মধ্যে আসিবে না। সর্ব সাধারণে না কিনিলে জিনিসের কাটুতি হইবে না, কাজেই ব্যবসা উঠিয়া যাইবে। এই দোষে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯টা কারবার উঠিয়া গিয়াছে; নূতন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় বাহাতে এ ভুল না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে জাপানী জিনিসের এত দীর্ঘ এত কাটুতি হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, জিনিসগুলি অতি সস্তা। তাহা বলিয়া কৃতিকর জিনিস দিলে চলিবে না। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইবে। আমাদের দেশে অনেকগুলি কারখানা আজিও এদোষে দূষিত। ইহা বাস্তবিক আক্ষেপের বিষয়। The cheapest and the best হইতে পারে না বলিয়া অনেক লোকের ধারণা, কিন্তু কারবারের কর্তৃপক্ষগণের এ ধারণা নিতান্তই সর্বনাশের মূল জনক। একথা ভুল। জার্মানীর জিনিস গুলি কিরূপ, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, অথচ অপেক্ষাকৃত অনেক সস্তা। এই কারণেই এই ইংরাজ শাসিত দূর ভারত প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেও জার্মান দ্রব্য অসংখ্য পরিমাণে আছে।

জাপানী জিনিসগুলিও মনোহর অথচ সস্তা, তাই জাপান ধীরে ধীরে ভারতের বাজার অধিকার করিতে বসিয়াছে। সস্তার জিনিস দিতে হইলে Raw material কোথায় কোথায় সস্তার পাওয়া যায় দেখা দরকার। এজন্যও লোক নিয়োগ আবশ্যিক। কারবার করিতে হইলে দস্তার মত খাটিতে হয়, খুঁজিয়া দেখিতে হয়, তবে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ব্যবসা বাধীন কাজ, তাহা বসিয়া না খাটিলে বড় কিছু হয় না। কোথায় কি অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে, এবং তাহা কিরূপে ব্যবহার করিলে

সস্তার কার্য্যোপযোগী জব্বাদি হইবে, তাহাই অনেক সময়ে ব্যবসায়ীর প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

এখানে আরও একটি কথা বলিতে হইবে। সস্তার জব্বাদি উৎপন্ন করিবার প্রায় সকল জিনিসই আমাদের দেশে বর্তমান। এক্ষণে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিব। জাপান প্রায় ৫০ বৎসর আগতে উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে অগত ওস্তিত। কাজেই আমরা যে ২৫ বৎসরে উন্নতি করিত পারিব না, সে কথা আদৌ বিখ্যাসযোগ্য নহে। ইচ্ছা করিলে সব হইতে পারে। কর্মে আসক্তি, একান্ত অধ্যবসায় এবং বদেশের প্রতি প্রগাঢ় তত্ত্বি চাই। উন্নতি করিতে কয়দিন লাগে? বিশেষতঃ ভারতের মত সংঘনী দেশে উন্নতির পথ প্রশস্ত, সাধুতাই সাফল্যের সহায়। এই ভারতের উচ্চত্তর হইতে নিম্নত্তরের সকল লোকেই সাধু। আমাদের দেশে মুটে মজুর যথেষ্ট সংঘনী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান, অথচ তাহাদের অতি অল্প দিয়াই সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। এ গুণ গুলি আছে বলিয়া আজ ভারতবাসী আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অভ্যাচারিত ও নিতান্ত হইতেছে। অল্প মূল্যে পরিশ্রম (labour) পাইলে অতি সস্তার কারবার চালান যাইতে পারে, সে কথা যাহারা কারবার সম্বন্ধে ক, খ, শিখা করিয়াছেন, তাহারাও বণিনেন। আমাদের লোক মিতাচারী, কাজেই যথা সময়ে কাজে পাওয়া যাইবে কোন প্রকার উচ্চ মূল্যে আমাদের দেশে নাই। কারবারের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা মঙ্গল।

আমি অনেকবার অনেক বিখ্যাত নাসিক পত্রিকার বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ দেখিয়াছি যে, ইউরোপীয় বা আমেরিকার প্রণয় আশা-

“কাজের লোক” গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য্য—মেদিনীপুর হিতৈষী।

দেশ দেশকে industrial countryতে পরিণত করিলে দেশে জোর করিয়া উচ্চ জ্ঞানতা আনা হইবে, দেশের লোক পাশে মগ্ন হইবে—দেশ উৎসন্ন যাইবে!! কথাগুলির সারবস্তা ও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে অক্ষম বলিয়া গুণিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাদের দেশের লোক না খাইতে পাইয়া প্রত্যাহ সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া দেশের যে কি উন্নতি সাধন হইতেছে বুঝিতে পারি না—আর সত্য কথা বলিতে কি বুঝিতে চাই না ইউরোপ প্রভৃতি দেশে মিটাচারী লোক বিরল বলিয়া তাহাদের গুণগোল উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্পের উন্নতি (Industry) সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ বলিতে পারি না। সেটা তাহাদের শিক্ষার দোষ, দেশের পারিপার্শ্বিক উত্তেজনার দোষ; সেটা কারবারের দোষ দিলে চলিবে না।

অতি অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকই কলে কাজ করিতে আইসে, তাহার উপর তাহাদের দেশের "সভ্যতা" (৭) ইত্যাদি প্রভাব থাকে, কাজেই লোকে উচ্চ জ্ঞান হইয়া থাকে। দেশে Industry বা শিল্পের উন্নতি করিলে দেশে নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি কলুষিত হয়। এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না বা করিতে বাধ্য নহি। এ সম্বন্ধে জাপানের দিকে দেখুন। এক্ষণে জাপানে যথেষ্ট কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু জাপানের লোকের কি সর্জনশ হইয়াছে বা হইতে চলিতেছে বলা দুষ্কর। লোকের চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে খাইতে পাওয়া চাই। না খাইতে পাইলে লোকের মাথা ঠিক থাকে না, তখন দুষ্কর করা স্বতঃ সিদ্ধ; যে খাইতে পাইবে, সেও দুষ্কর করিবে এ যুক্তির সার কথা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। যেটা বিলাতে ঘটিয়াছে, এখানে সেটা ঘটবে না; কেন না আমাদের দেশের

লোকের স্বভাব সেরূপ নহে। আমাদের দেশের লোকের চরিত্র পাশ্চাত্য দেশের লোকের চরিত্র হইতে একেবারেই ভিন্ন। তাহার শিক্ষার দোষে যে কুসংস্কার, আমাদের দেশের লোক সে কাজ করিবে না। কাজেই ওসব বাজে কথা বলিয়া লোককে বিরত করা অজ্ঞান। লোকে খাইতে পাইলে নিশ্চয়ই দুষ্কর ছাড়িবে। স্বদেশী আন্দোলনের পর অনেক বদমাইস লোকের অঙ্গ জুটিয়াছে; তাহার বিড়ী তৈয়ারী করিয়া খাইতেছে; কলিকাতার গুণামি অনেক পরিমাণ কমিয়াছে।

আমাদের দেশে কল কারখানার বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর লেখক, আর এক প্রকার অভিনব অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, দেশে কল কারখানা চলিলে চাষ বাসের অত্যন্ত অবনতি হইবে। এ কথা বাস্তবিক অমূলক। কতকগুলি লোক কারখানায় কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইবে সত্য। তবে তাহা বলিয়া সমস্ত দেশবাসী কারখানায় চাকুরি করিবার জন্য লালায়িত হইবে এ কথা কোনও রূপেই অনুমোদন করা যায় না। আমাদের দেশের কত লোক অনাহারে দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেয়, সকলেরই বোধ হয় জানা আছে। আবার তাহা ছাড়া খাইতে না পাওয়ার বা অতি সামান্য খাওয়া জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত রোগ প্রকোপ প্রতি-রোধ করিবার ক্ষমতা হারায় এবং সে কারণে লক্ষ লক্ষ লোক নানা রোগে মরিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় লোককে খাইতে দিলে তাহাদের কোনরূপ নৈতিক অবনতি হইবে না, বলা বাহুল্য।

দেশের industry বা শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে বাহ্যতে দেশের লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাজেই দেশের কৃষির উপর জননায়ক-

দিককে নীতিমত নজর রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে জাপানের একটা উদাহরণ দিই।

Such a population as 311 per square mile presents a great problem in the feeding of the people. In most European countries where the population is so dense, the importation of food products is a necessity. * * * * Germany has developed her power to feed her people within herself, and has applied the wonderful science of that country to the problem of taking care of the population within her boundaries. *

কৃষি ত্যাগ করিয়া কেহ কল কারখানা করিবার কথা বলিবে না। আমাদের দিন দিন যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের কৃষিরও উন্নতি হয়। কেননা ভারত হইতে আপাততঃ রপ্তানি করিবার এক মাত্র জরুরী কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য। যতই আমরা এই কৃষির উন্নতি করিব, ততই আমাদের লাভ হইবে। * * *

এক্ষণে আমাদের অভাব যন্ত্র, কল—ইত্যাদি। আমাদের দেশের লোকের এক মাত্র কল টাটার কারখানা। ইহাতে যতপি পাওয়া যায়, ভালই নচেৎ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের নানা প্রকার যন্ত্রাদি আনা ইয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

আমাদের দেশের লোককে সংযম, আত্ম মর্গাদা ব্যতীত অপর গুণ দুইটি আছে। এ সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আজিকার মত শেষ করা গেল :—

I think every student of industrial problem in Germany will

* Germany as an Industrial Power.

Only Keating's Powder can kill Bugs and Insects.

agree in the great advantage which Germany has in her military training. The influence of "two things" it seems to me is, Particularly marked in Germany—the German Schoolmaster, and the German drill master * * * I believe you can see in every man in that country the effect of training in habits of discipline, self-respect and honesty. In that particular, Germany has lead over both England and the United States and this probably we will be many years in overcoming, if we ever abopt such a system."

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

Hints on making your home happy.

সংসারকে সুখের করিবার
কয়েকটা সঙ্কেৎ।

—:—

এক মুহূর্তও বসিয়া গল্প শুভব করিয়া সময় অতিবাহিত করিও না। বাহাতে তোমার কারবারের, তোমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার, তাহা চিন্তা করিতে শিখিবে। সুখী হইবে।

স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখের আকর। স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না।

ঘোবনে মরগর্মে স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে বরষাকালে পরিতাপ করিতে হইবে। সাংসার যদি

২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংযমী হইয়া কটাইতে পারে, তাহার পর বাহ্যের বিশেষ কোন সাংসারিক অবস্থা হয় না। এক রকম অপ্রতি-
হতভাবে চলিয়া যায়। সেই জন্য সেকালের ব্রহ্ম চর্য্য যতদূর সম্ভব বালক বালিকাসমূহকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপার্জন কম হইতে হইবে, পরমুখ্য-
পেক্ষিতা ঘৃণিত ব্যবসায়। নিজে নিজে কিছু করিতে হইবে, একের উপার্জনে অলস ভাবে বসিয়া অন্নধ্বংস করা বাস্তবিক অতি বড় পাপ, নিজে খাটিয়া খাইবার জন্য জগতে স্থানান্তান হয় নাই। কেবল বৃথা আত্মসম্মতি পরিচয় করিলেই বহু স্বাধীন জীবিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

মারিভয়ে বরং কেহ বাচিতে পারে, কিন্তু অগ্নিভয়ে ধন প্রাণ বিপন্ন হয়। সংসারের সুখে থাকিতে চাহিলে প্রত্যেক গৃহস্থার অগ্নির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহ-
স্থের প্রত্যেক লোককে সতর্ক হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, একের অমনোযোগীতাগ সহস্র লোকের ক্ষতি হইয়া যায়।

নিকটে জল না থাকিলে সামান্য আশুপকে কঞ্চল দ্বারা চাপিয়া ধরিলেও নিবাহিয়া যাইবে। বালি, ধুলা চাপা দিলেও নিভাইয়া যায়, অথবা কতক গুলা গন্ধকের গুড়া অথবা ফটকির গুড়া দিলেও অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যাইবে।

ধরে অগ্নি লাগিলে আগিয়া থাকিলে প্রথমে জীলোক এবং শিত দিকে রক্ষা করিবার উপায় করিবে। গবাদি পশুদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবে, যেন জিনিস রক্ষা

করিতে বাইরা নিজেই জীবন বিপন্ন করিও না।

যদি নিজের কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে যেন দৌড়া দৌড়ি করিও না। জুনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে, অথবা সুবিধা থাকিলে কাপড় ফোলিয়া দিবে। ভয় করিও না।

জীলোকের কাপড়ে আগুন ধরিলে গড়াগড়ি দিতে বলিবে।

গৃহমধ্যে ধুমে ধূমধ্বং হইলে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। ধূম লঘু, উপরে উঠিয়া থাকে। নিম্নে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারা যায়, দাঁড়াইলে দম আটকাইয়া যাইবে।

—:—

চুণের জল এবং সুইট অয়েল ফেটাইয়া দ্রব স্থানে প্রয়োগ করিলে দীপ্ত হইবে।

সংসারে বিপদ হউক, আর নাই হউক, গন্ধকের গুড়া, লবন, বাসতি পূর্ণ জল প্রভৃতি শয়নাগারের নিকটে রাখা উচিত। বিপদের সময় এ সকল যেন হাতের নিকটে পাওয়া যায়।

খোলা কেরোসীনের ল্যাম্প বাহা-
দের ছোট ছেলে মেরে আছে, তাহার যেন ব্যবহার না করেন। অনেক ছেলেকে পুড়িয়া মরিতে দেখিয়াছি।

হারিকেন লণ্ডন ২টা হলে ৫টা করা ভাল অনেক নিরাপদ।

যত অগ্নিভয় হয়, তাহার কারণ অসুস্থকান করিলে প্রায় কেবল ৪৫টাই অনেকক্ষণে দেখা যায়। দেশলাই—লুসিকার বা গন্ধ-
কের দেশলাই উত্তাপে আগুন হইতে চলিয়া উঠে।

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য বোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দেশলাই ছেলেরা পাইরা আশিরা খেলা
করিতে করিতে আগুন লাগাইয়া ফেলে।

৩। তাহাকেবোরদের অসাবধানতার।

৪। বাহাদুরের খান চাণের কাছ, তাহার
তাল করিয়া আগুন নিবায় না, ক্রমে আগুন
কমিয়া খড় কুটার লাগিয়া যায় এবং মহা
প্রলয়ের জ্বালা হইয়া উঠে।

গ্যাস লিকু করিয়াও আগুন লাগে।

এই গুলিতে প্রত্যেক গৃহস্থের তীক্ষ্ণ
দৃষ্টি রাখা উচিত।

পল্লীবাসীগণের কর্তব্য। সহরের জ্বালা
পল্লীগ্রামে ফারার বিগ্রেড্ নাট, সুতরাং পল্লী
গ্রামে একটা সমিতি গঠন করিতে হয়।
বিপদের সময় প্রাণপনে সমস্ত লোক লাগিয়া
যাহাতে একের বিবাদে সকলেই সাহায্য করে
সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক
সংসারের অন্ততঃ ৩৫টি বালভী থাকা আবশ্যিক,
বিপদের সময় জল পাওয়া যাইলেও পাত্র
পাওয়া যায় না।

সাধারণে চান্দা করিয়া প্রচুর হাড়ি কলসি
লালতি রুদ্র করিয়া প্রত্যেক পাড়ায় অনায়াসে
পাওয়া যায়, এমন স্থানে জমা রাখা উচিত।

প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে অন্ততঃ ৩৫টা জল
পাত্র থাকা বিধেয়।

মানবের চতুর্দিকে বিপদ, অসতর্ক হইলেই
জ্বালা সংসার স্থানে পরিণত হইতে পারে।
সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন
করিবে এবং বালক বালিকাকে তাহা শিক্ষা
দিতে চেষ্টা।

অনর্থক কথ, আচার ব্যবহার লইয়া
আত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত বাকবিতণ্ডা
করিয়া সময় নষ্ট করার শুদ্ধ যে নিজের সময়
নষ্ট হয় তাহা নহে, অনেক শত্রু বৃদ্ধি করা হয়।

শান্ত, ধীর, নিরবতার হইবে, প্রতিবেশী
গ্রামবাসীকে কড়াচ কড়া করিও না, সুখী হইতে
পারিবে না। সংসারে থাকিলে মনুষ্যের সাহায্য
এবং সহায়ত্ব না পাইলে প্রকৃত শান্তিহীন
অবস্থায় উপভোগ করিতে পারা যায় না।

সরল, সত্যবাদী, দয়ালু, সদাশ্রয় হইবে।
কারণ জ্বালায় সংসার করা। উচ্চ আদর্শ
দেখাইয়া অসরলকে সরল করিয়া লইতে হয়।

সমাজকে সুশিক্ষা দিতে একটু সময় ব্যয়
করার মহৎ উপকার হইবে। এদেশে ইহা
কেহ মনে করে না। সেইজন্য বহু অশিক্ষিত
অপরিদর্শিত লোক লইয়া অনেক সময়
নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহ উপভোগ করিতে
পারে না।

তাল কাজে স্বার্থভাগ করিবে, ইহা স্বাভাবিক
জরুর উচিত হইবে, সমাজের উপকার হইবে।

তালকাজের জন্ত মুক্তহস্ত হওয়া উচিত,
নচেৎ সমাজের উন্নতি হইবে না।

পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যয় পরিমিত
কথা, এই গুলি সংগুন, এরূপ লোকের সংহনে
যে আসিবে, সেট সুখী হইবে। পরচর্চায় শত্রু
বৃদ্ধি হয়। নিজের মনের শান্তি নষ্ট হয়। এইটী
অগ্নে পরিবর্জন করিবে। বিশ্বাস শিক্ষা
করিবে, সকলকে আপনার ভাবিলেই সকলে
আপনার ভাবিবে। ইহাই জ্বালা উৎকৃষ্ট পন্থা
এবং সর্ব প্রভুত্ব। সর্বদা পবিত্র মনে থাকিবে।
ভগবান আছেন, ইহা বিশ্বাস করিবে, তিনি
জ্ঞান অজ্ঞানের বিচার করেন, ইহা ভুলিও না।

ধন, জন, পুত্র, কন্যা আমরা ভগবানের নিকট
প্রার্থনা করি, আমরা পাই, কিন্তু রাখিতে
পারি কৈ? সেইজন্য তাহার নিকট প্রার্থনা
করা উচিত, হে অপার করুণা সাগর! আমরা

তুমি তির ত্রুটিবাক্য, তাহা আমি বিশ্বাস করি,
তুমি বাহা আমার পক্ষে বিতর্ক করিবে না কর,
তুমি তাহাই দিও, আমি কিছু বিশেষ প্রার্থনা
আনি না। স্বরণ রাখিও, ভগবানের দেওয়া
কুসার না, আর মানুষের দেওয়া কুসার না।

জ্বালায় আবাস কোথায়? পবিত্র জমিনে,
সন্তোষের নিভৃত কক্ষে। যেমন অবস্থায়
থাক, তাহাতেই সমস্ত থাকিবে, সুখ দুখ
মনের উপরই নির্ভর করে। হা হতাশ
করিয়া কখন শোক হৃৎকম্পিত হইতে পারি না।
নির্জিকার হইতে শিক্ষা করাই সর্ব ধর্মের
মূলমন্ত্র। সাধনা করিলে ভেদনও হওয়া যায়,
তাহার এক মাত্র উপায়, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস।
বাহা তিনি করেন, মনুষ্যের জ্ঞান। এই বিশ্বাস
করিতে শিখিলেই অনেকটা নির্জিকার হওয়া
যায়।

Some-House-hold hints.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—:—

১। ঘরের কোনস্থানের বালীচুন গমিয়া
যাইলে মিষ্টির সাহায্য না লইয়াও নিজেস্ব
সেবায় করিতে পারা যায়।

বালি ২ফেরা চূণ, ১ফেরা

জলদিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া কর্কি করিয়া
লাগাইয়া একটা সমতল কাঠ দ্বারা তাহার
উপর ঘষিয়া যাইলেই অতিরিক্ত চুনরাগী
পড়িয়া যাইবে এবং জ্বালায় সেবায় হইবে।
ইহাকে একটু শুষ্ক করিতে হইলে কিছু সিমেন্ট
মিশাইয়া দিলে সুন্দর হইবে। পল্লী গ্রামে
সুর্কি পাওয়া চক্কর। বালী চূনের কাজ
হইলে নিজেও সেবায় করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার ।

Lamp Black	—3 part.
Soap	—4 "
Wax	—12 "
Shellack	—4 parts

প্রস্তুত প্রণালী পূর্ববৎ ।

—:—:—

একটা মোহার বাতাকে কেনন করিয়া
জলবৎ গলাইতে হয়, জানেন ?

লোহ দণ্ডকে হাপরে দিয়া বতকণ না
আগুনের শিখা সকল বেতবর্ণ হয়, ততকণ
পোড়াইতে হইবে, তাহার পর সেই লোহ
দণ্ডকে বাহির করিয়া গরুর বে লম্বা বাতি
বেনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, সেই
বাতি উপরোক্ত লোহ খণ্ডে উপব লাগাইলেই
লোহ কোঁটাভোঁটা করিয়া কলের মত
পড়িতে থাকে। এক বাতি কলের উপব
কেনিলে, এই লোহ গুলি গোলাকার হইয়া যায়।

LILLY OF THE VALLY

জনৈক গ্রাহক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "লিলি
অফ্‌ রি ভ্যালি এসেন্স" কিরূপে প্রস্তুত কবিতে
হয়।

Essence of Tube rose—8 ounces

" " Jasmin—1

" " Orenage Flower—1 "

" " Cassie 2 "

" " Rose — 1 "

" " Spirit of Rose 1 "

Tinct of vanilla —1 "

Oil Bitter Almond 2 Drops

একত্র মিশাইলেই উপবোক্ত এসেন্স
হইবে। ইহার সমস্ত সামগ্রী ভাল কেমিষ্টেব
দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। একরূপ
এসেন্স প্রস্তুত কবিতে এক পাইটে প্রায়
১০০ খরচ পড়ে।

S. A.

ROSE POWDER.

ইহা একপ্রকার এসেন্স পাউডার বলিতে
হয়, এই চূর্ণ বরাবিত্তে হুড়াইয়া, অথবা কুড়
গুলিয়ার পুরিয়া পকেটে রাখিলে (সুন্দর হারী
সোরতে পার্শ্ব ব্যক্তি হুড় হইবেন, অথচ ব্যয়
অল্পে গন্ধ হারী সোরভাবিত পোলাপের
পাবড়ী চূর্ণ ২ পাউণ্ড, উত্তম চন্দন কাট
চূর্ণ অর্ধ পাউণ্ড খুব সুগন্ধ চূর্ণই করিতে
হইবে, তাহা বৃষ্টিতে পারিতেছেন।
তাহার পর এই চূর্ণে ২ড্রাম oil of Rose
দিয়া উক্ত পাউডারের সহিত মিশ্রিত করিয়া
মাস ঈপাঠ শিশিতে রাখিয়া আবশ্যক মত
ব্যবহার করিতে হইবে। পিরিট মিশ্রিত
এসেন্সের গন্ধ পিরিট উড়িয়া বাইলে আর
থাকে না। কিন্তু এই চূর্ণের সামান্য পরিমাণ
একটু কাপড়ে বাকিয়া পুটলী করিয়া পকেটে
ফেলিয়া রাখিলে অনেক দিনই গন্ধ থাকিবে।
অথচ মিতব্যয়িতাও হইবে।

পল্লীগ্রাম এবং দস্যুভয় ।

—:—:—

বন্ধেব নানা স্থানে দস্যু এবং চোবের
উপজব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সংবাদ পত্রে প্রতি
নিরতই প্রকাশ পাইতেছে, গবর্ণমেন্ট পুথকাব
বোষণা পর্যন্ত করিয়াছেন। অনেকস্থলে দস্যু
হস্ত হইতে পরিভ্রাণের জন্ত আশ্রয় জনক
উপদেশও প্রদত্ত হইতেছে। পুলিশ হইতে
গ্রামবাসীগণকে ইষ্টক খণ্ড, তীব, ধনুক
রাখিতে বলা হইতেছে কিন্তু আমবা কুটীব
বাসী পল্লী নিবাসী, এই উপদেশের জন্ত চিব
বাধিত হইলে কিঞ্চিৎ আশ্রয়ও হইরাছি।
আমাদের খড়ের ঘর, খড়ের ঘরের ছাদত
কখনই থাকে না, তবে সেই খড়ের ঘরের
ছাদ ও অনালা বিহীন অকল্প সূচ গৃহ মধ্যে
হইতে কেনন করিয়া তীব ধনুক বা ইষ্টক

কিন্তু যে সময়কার কথা, তাহা এই সময়
কালের হারার আমাদের আশ্রয়স্থান হইয়া
বাই। আমরা চৌকীদারী টাংকস দিই কিন্তু
চৌকিদার অধিকার রাখে বাহির, হইতে
না। সমস্ত চোর এবং দস্যুগণ এই সকল
মহতের সংবাদ রাখে এবং অনায়াসে নির্ভয়ে
দস্যু বৃত্তি করিয়া চলিয়া যায়। প্রাণের দুই
চাঁরি জনকে বন্দুক ক্রয়ের লাইসেন্স দিলে
কতি কি? কাঁকা আগরাজ করিলেও দস্যু
গণ গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। নিরক্ষর
বা অল্প শিক্ষিত পল্লীবাসীগণ একতাই সম্রাটের
অতি রাজত্বক নিরীহ প্রমা, কিন্তু ইহার
নিজাতই অসহায়, ইহাদের রক্ষার জন্ত সমা-
প্ত গবর্ণমেন্টকে কিছু করিতেই হইবে, ইহাই
আমাদের করজোড়ে সাধুনের প্রার্থনা। অবস্থা
অনেকের সমান না হইতে পারে, কিন্তু চবির
বান লোককে বন্দুক রাখিতে দেওয়া অসম্ভব
উচিত, বেন মনে হয়।

EXPERTS ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ ।

—:—:—

বারণ ন্যাথন মেসর রথচাইন্ড জগতে
প্রসিদ্ধ ধন কুসের। এক সময় কোন সাক্ষ্য
ভোজে অনেক ভক্তলোক এবং ভক্তমহিলা
আহারে উপবিষ্ট। কথা প্রসঙ্গে জনৈক
মহিলা, ঠিক রথ চাইন্ডেব পাঠেই বসিয়া
ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি
এই জীবনে কর্মক্ষেত্রে বহু অর্থ এবং বহুদর্শিতা
অর্জন কবিয়াছেন, যদি দয়া করিয়া বলিয়া দেন
সে আমার একমাত্র সন্তানকে কোন ব্যবসারে
লাগাইলে তাহার উন্নতি হইতে পারে? জননী
সর্বদাই সন্তানের ওতাকাশিনী, কিন্তু এই প্রশ্নের
উত্তরে ব্যারণ কোম উত্তর প্রদান করিলেন

সেই সময়কার এক জন বিদেশী লোক
আমাদের কাছে এসে, কয়েক দিনের মধ্যে
সব কথা বললেন যত চাইতে মজার—“Mad-
am ! I will tell you, selling Luci-
fer Match is a very good business
if you have plenty of it.” অর্থাৎ
“যদি আপনার দেশলাই প্রচুর পরিমাণ থাকে
তাহা হইলে দেশলাই বিক্রয় করা উৎকৃষ্ট
ব্যবসায়। বলাবাহুল্য, মহিলা এই অল্প
উত্তরের প্রত্যাশা করেন নাই। কিন্তু বিবে-
চনা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে,
কথাটা ঠিক, উপহারের কথা নহে। অতি
সারবান। যে জিনিসের অহরহ আবশ্যক,
সে জিনিস প্রতিমিরই সরবরাহ করিতে
পাৰিলে অতি অল্প সময়েই ধন কুসের হওয়া
অসম্ভব নহে। খাড়া তাক প্রস্তুত করিয়া গাই-
লেট চলে না। লোকের আবশ্যক না বুঝিয়া
ব্যবসা করিতে বাইলে ঠকিতে হয়। ব্যবসায়
রথচাইলড্ সেইজন্য বলিয়া ছিলেন যে, যদি
তুমি যথাবশ্যক অভাবপূর্ণ করিতে পার, তাহা
হইলে দেশলাইয়ের কার্যই উৎকৃষ্ট ব্যবসায়।
এ দেশের ব্যবসায়ী একের অভ্যুদয় দেখিয়া
এবং নিজের খোঁজাল মত ব্যবসায় করিতে
প্রবৃত্ত হইয়া সর্বনাশ করিয়া বসেন। যে
জিনিস লোকের নিত্য আবশ্যকীয় এবং সুলভ,
তাহাই ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। নচেৎ
ক্রেতার অভাবে মূলধন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

মিটার উইলিয়াম গ্রে আমেরিকা
যোঁটন নগরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন
যখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া কর্কশ হইতে অবসর
গিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ঐশ্বর্য্য
সীমা ছিল না, কিন্তু ধন কুসের হইলেও তাহার
চিত্ত অত্যন্ত বশতঃ প্রত্যেক কার্য্যই তীক্ষ্ণদৃষ্টি
এবং মনোযোগ পেরিয়া তাহার একটা

কৃত্যবিক বন্দী ছিল। এক দিন তিনি
কয়েক মিত্রকে একটা কাঠের কার্য্যে লগাইয়া
তাঁহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু অতি
অল্প সময়ে বুকিতে পারিলেন, লোকটার
বয়স হইলেও অমনোযোগী এবং কাঁজকে
উপেক্ষার চক্ষে দেখা তাহার মজাগত
অভ্যাস। একজন কর্ম্মবীরের পক্ষে একপ
জটা অসহনীয়, তিনি মিত্রকে একটু অত্যন্ত
তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কিছু
মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উপেক্ষার সহিত
বলিল—“বিলি গ্রে, তুমি আজ আমাশ্রম
ধনী হইতে পার, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া
তিরস্কার করিতে আসিও না, তোমার স্বরণ
আছে কি, যখন আমরা শৈশবে বিভ্রান্ত
পড়িতাম, তখন তুমি কেবল রণডকা (Drum)
বাজাইতে, সে'কাজ অতি নিম্নোৎসব বলিয়াই
তোমাকে প্রমত্ত হইয়াছিল। উইলিয়াম
গ্রে হস্তমুখে বলিলেন, তাই কিন্তু বিবেচনা
কর দেখি, কেমন ঢাক বাজাইতে পারিয়া
ছিলাম। যদি তখন ঢাক বাজাইতে উপেক্ষা
করিতাম, তাহা হইলে জীবনের জঘডকা
বাজাইতে পারিতাম না কিন্তু এ বিষয়ে আমি
মগ্ন হইলাম, কারণ এত কালেও তোমার
সেই শৈশবের অমনোযোগীতা এবং কর্ণে
উপেক্ষার স্বভাব দ্ব্যুভূত হয় নাই। আমি
জীবনে কয়েক ভাগ মত বিচার কবি নাই,
যাহা পাইয়া ছিলাম, তাহাই অতি মনোযোগে-
সহিত পবিত্র জ্ঞানে সম্পন্ন করিতে শিখিয়া-
ছিলাম। জীবনের সাধনার সিদ্ধ হইতে
হইলেই প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার সাধনা আগে
না করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমি
ইহাই শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং জীবনের
লক্ষ্য পর্যাঁন্ত সেই অভ্যাসই বন্ধ করিব।
এস শৈশব সহচর। আজ আমি তোমার
আলিঙ্গন করিয়া লুই হই।” পাঠক! ধর্ম্ম
এবং কর্ম্ম উভয় সাধনার সিদ্ধি লাভের এক

মাত্র মূলধন। ঐকান্তিকতা... এই ঐক-
কান্তিকতা আমাদের কর্ম্মজনের আছে ?

“POOR RECHAR'DS,
SAYINGS.

বিবেক-বাণী।

—:—

ফ্রাঙ্কলিন বংশের প্রথমেই একখানি
পত্রিকা করিডেন, সেই পত্রিকার কতগুলি
জ্ঞানবর্ধ উপদেশ থাকিত। কিন্তু বহুকাল
লোকে সম্পূর্ণ উপদেশাবলী সংগ্রহ করিতে
পারেন নাই। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী সংগ্রাহক
ল্যার্ক সাহেবও যে এই অভিনব বাঁকাতলি
যে সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন,
তদ্বিষয়ে তিনি সংশয়বিশিষ্ট ছিলেন। তাহার পর
আমেরিকার বহু সম্রাট লোকে একত্র সমবেত
হইয়া কতকটা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়া ছিলেন।
সেই সংগ্রহ হইতে ইংলেণ্ডে সর্বপ্রথম নিম্ন
লিখিত বিবেক-বাণী গুলি প্রকাশিত হইয়া
ছিল। তাহা হইতে কতকাংশ সংগ্রহ করিয়া
আমরা সাধারণ পাঠকগণকে উপহাৰ দিলাম।

“To lengthen life lessen thy meal,
জীবন শ্রদ্ধার্থ করিতে হইলে আহার কমাইতে
হইবে।”

“Eat to live and not live to
eat,” জীবন রক্ষার জন্ত আহার করিবে, যেন
আহার কবির জন্মই জীবন ধারণ করিও
না। “He that drinks fast pay last,”
যে ব্যক্তি যত অমিতপ্যাসী, সে পানের মূল্য
দিতে তত বিলম্ব কবে (অর্থাৎ মাতালের পরশা
জুটে না।)

“He is ill clothed who is
bare of virtue” বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণ
নাই, সে যত বস্ত্রই পরিধান করুক, তাহার
হৃদয় বৈরাগ্য।

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য থোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুখের পৃষ্ঠা পূর্ণ অসহ্য, রোগ হয়, সেখানে
মুখের উত্তম কাজ করে।

রসটাকের বেদনা—উঠিতে চেঁচা
করিলেই বেদনা, আবার জ্বিত বেদনা, কোম-
রের কিং বেদনা চলাকালেও উপশম হয় না
এমন হলে রসটাকস ভাল।

কিন্তু বসিয়া থাকিলে কোমরে বেদনার
বৃদ্ধি হইলে, কোবাল্ট জ্বিত, সিনিয়া,
ক্যানাবিস ইত্যাদি প্রভৃতির দ্বারাও বেশ কাজ
হয়। তবে প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণের সহিত
মিলাইয়া যাযা উপযোগী হয়, তাহাই নির্ধা-
ন করা উচিত। যেহেতু অনেকরূপ বসিয়া থাকিলে
তখন কোন কষ্টই অতীত হয় না, কিন্তু
উঠিলেই কোমরের পশ্চাতে বেদনা বোধ হয়,
সেখানে গেডম দিলে উপকার হইতে পারে।
যেহেতু রোগী বসিয়া থাকিলে বেদনা হয়,
সেই জন্য রোগী চলিয়া বেড়াইতে চায়, সেহেতু
ক্যালিকার্স বা ষ্ট্রাক্সিমেট্রিয়া দিলে উপশম
হয়।

যেহেতু কোমরে বাত বেদনার মত
বেদনা, সে বেদনা ভোরের সময় অধিক হয়।
কিন্তু কাজেক্ষে লাগিলে বেদনা থাকে না,
তখন হলে কোন ঔষধ উপযোগী? প্রোটো-
লিয়ম অথবা রুটা। নকুন ভ্রমকার রুটা বেদনা
রাতে বৃদ্ধি পায়, রোগীপাশ করিতে হইলে
না বসিয়া পার্শ্বে কিরিতে পারে না।

এতরাত্তি, সিকেলি, কোনারম আনাকা-
ডিয়ম প্রভৃতি ঔষধের ও আবশ্যক হয়।

অনেক দিনের পুরাতন কোটা বেদনা,
নড়া চড়া বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম লক্ষণে
ব্রাইয়েনিয়া ২০০ দিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়া
ছিলাম। S. P.

মুতন রক্ষন প্রণালী।

—:—

মনোবী ডাক্তার ইন্সমাথব মলিক মহাশয়
ইকমিক কুকার নামক রোগ করিবার যত
আবিষ্কার করিয়া একটি মহোপকার সাধন
করিয়াছেন। যদিও ইহার মূল্য অনেক অধিক
বলিয়া সকলের পক্ষে ব্যবহার সম্ভব নয়,
তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা অতি
সুন্দর জিনিষ। ইহাতে বাষ্পের উত্তাপে এক
সঙ্গে অনেক প্রকার জিনিস রান্না হয়।

আমি বাষ্প দ্বারা রান্নার দুইটি অতি সহজ
উপায় নিম্নে বিবৃত করিলাম। ইহাতে যে
যন্ত্রের আবশ্যক, তাহার বিভিন্ন অংশ সর্বত্র
অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। বহু দিবস ব্যবহার
করিলেও ইহার কোন অংশ খারাপ হইবে
না। ইহার মূল্য ইকমিক কুকারের মূল্যের
এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। যে কোন
উননে (করলার উননই সর্বোৎকৃষ্ট) ইহা
দ্বারা রান্না হইতে পারে এবং আবশ্যিক মত
বাষ্পের নিমিত্ত কড়াতে জল দেওয়া হইতে
পারে। আমি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল
পাইতেছি বলিয়া সাধারণের উপকারার্থ
নিবেদন করিলাম। স্বয়ং চেঁচা কবিতা দেখিলে
ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

১। একটি কড়া কতকটা জল সহ
উননের উপর চড়াইয়া দিন। রান্না করিবার
জিনিষ গুলি পরিমাণ মত জল ও মসলা সহ
পৃথক পৃথক পাত্রে দিয়া উপরি উপরি পাত্র
গুলি স্থাপন পূর্বক তাহা একটি ২১ ইঞ্চি
চওড়া বেড়ের উপরে কড়ার মধ্যে স্থাপন
করুন। ঐ পাত্রগুলি একটি উত্তম মুখ
খোলা ধাতু নির্মিত চোঙ্গ দ্বারা এমন ভাবে
ঢাকিয়া দিন, যেন চোঙ্গের নীচের মুখটা সমান
ভাবে কড়াতে বসে। পরে উহার উপরের
মুখটা ভালরূপে ঢাকিয়া দিন, যেন বাষ্প বেশী

বাহির হইতে না পারে। চোঙ্গের নীচের
মুখটা কড়ার জলেতে একটু ডুবিয়া থাকিলে
ভাল হয়, কারণ ঐ মুখ দিয়া ঈষৎ বাহির
হইতে পারিবে না।

২। এক মুখ বন্ধ একটি চোঙ্গ এক ইঞ্চি
জল সহ কোন উননে বসাইয়া পূর্বোক্তরূপ
রান্না করিবার দ্রব্য সহ পাত্রগুলি উপরি
উপরি করিয়া তাহার ভিতরে স্থাপন করুন।
পরে চোঙ্গের উপরের মুখটা পূর্বোক্তরূপে
ঢাকিয়া দিন।

উপরোক্ত উভয় প্রণালীতেই পাত্রগুলি
অপেক্ষা বেশী চোঙ্গ ব্যবহার করিবেন না।
কারণ রাঁধিবার পাত্র গুলির বাহিরে ও
চোঙ্গের মধ্যে বেশী হান থাকিলে বাষ্প
ছড়াইয়া পড়ে ও উত্তাপ কম হয়। বেশী
লোকের রান্না করিতে হইলে বড় ও চেপ্টা
কড়া ব্যবহার করিবেন।

আঙুরের উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া পাত্র-
গুলির চারিপার্শ্বে যে উত্তাপ প্রদান করিবে,
তাহাতেই এক সঙ্গে খাজুর্য গুলি অল্প সময়ে
সুন্দর হইবে। আমি নিজে আধ ঘণ্টার
মধ্যে দুই জনের ভাত, মুসুরীর ডাল, মাছ
প্রভৃতি এক সঙ্গে রান্না করিয়াছি।

ডাল, তরকারীর প্রভৃতি পরে সাঁতলাইয়া
বা সম্ভার দিয়া লইলে ভাল হয়। টিন বা
লোহার চাদরে চোঙ্গ অল্প বায়ে প্রস্তুত করা
যায়। বাজারে ২২ বা ২৩ গেলের মিলিগুব
(পিপা) পাওয়া যায়, তাহার মুখ খুলিয়া
লইলে উত্তম চোঙ্গের কাজ চলে। যদি কোন
বিষয় বুঝিতে না পারেন, তবে নিম্ন ঠিকানায়
আমার নিকট লিখিবেন। সজ্জা:

ত্রীসিকলাল সেন, সব মানেজার।
পোঃ, ফরবিসগঞ্জ, জিলা পূর্ণিয়া।

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য থোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Cinchona.

সিকোনা।

—:—

ইহা একটা উৎকৃষ্ট অরুণ ঔষধ, ইহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, একথা এদেশের অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কল্পে সিকোনায় নাম করণ হয়, তাহা বোধ হয় আমা-
দের অনেক পাঠক মণি নাও জানিতে পারেন। সিকোনায় অল্পস্থান আমেরিকা, এই আমেরিকায় বহুস্থানে অরুণ প্রকোপ অধিক। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্ট সিকন্ড জেনেরেল স্পেনীয় সম্রাট ব্যক্তি পেরুর বড়লাট (viceroy) হইয়া সেখানে গমন করেন, এবং বাইরাই অরুণ হন। কিন্তু তৎকালকার অধিবাসীগণ এক প্রকার পাছের ছাল দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করেন। বড়লাটের স্ত্রী কাউন্টেস সিকন্ড যখন তাঁহার স্বামীর সহিত ইয়োয়োগে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ঐ বৃক্ষের কিছু বৃক্ষ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহার ভেষজগুণ সমগ্র ইয়োয়োগে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ল্যাট মহিবীর সম্মান এবং স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সিকোনা নাম হইয়া ছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যত্বের মধ্যে সিকোনাকে পেরু-
ভিয়ান বার্ক ও বলিয়া থাকে। সিকোনা বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় এন্ডেম প্রদেশে অর্থাৎ উর্দে প্রায় ২৫০০ হইতে ২ হাজার ফীট দীর্ঘ হইয়া থাকে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মার্ক হাম (Mark ham) নামক জনৈক জঙ্গলোকে আমেরিকায় ইহার বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং ভারতের নানা স্থানে ইহার চাষের চেষ্টা চলিতে থাকে। প্রথমে হিমালয় প্রদেশে নীলগিরী ভূমিতে সিকোনায় আবাদ হয়, ক্রমে ইহা এত প্রচুর জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট এখন এই সিকোনা জাত কুইনাইন অতি

মূল্যে ডাক করে বিক্রয় রাখিয়াছেন। সিকোনায় ছালকে শুষ্ক করিয়া আপে পাচ-
নের ভার তাহার কার্য্য ব্যবহার হইত, কিন্তু এখন বার্ক বা ছাল হইতে বেতবর্ণ কুইনাইন প্রস্তুত হইয়াছে। কুইনাইন অরুণ, তিক্ত, কল কারক। কুইনাইনই একমাত্র ম্যালেরিয়া বিনাশক বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(Special for Businessman.)

কাপড়ের উপর কটো
তুলিবার কৌশল।

—:—

আমরা সাধারণতঃ কাপড়ের উপরই কটোগ্রাফ তুলিয়া থাকি। নির্দেশিতের নীচে ঔষধ মাখান কাগজ রাখিয়া তাহার উপর আলো সাহায্যে কটো তুলি। হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাপড়ের উপর ও কটো তুলি বাইতে পারে। কেহ ইহা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? তবে কাগজ অপেক্ষা কাপড় অধিকতর সহিষ্ণু বলিয়া ইহার প্রস্তুত প্রণালী ঠিক কাগজের মত হইবে না। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে পাঠকগণ নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবেন।

এ স্থলে আর একটা কথা বলা আবশ্যক, আজ কাল অধিকাংশ কটোগ্রাফারই বিলাতী ঔষধ মাখান কাগজ ক্রয় করিয়া থাকেন। কারণ আমরা এদেশে বিলাতের মত অল্পব্যয়ে এত উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে পারি না। বাহা হউক তবুও বর্তমান প্রতিবোধনী-
তার দিনে যতদূর সম্ভব কাগজাদি এদেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। আমি আশা করি, “কাজের লোকের পাঠকগণ আমার বর্ণিত উপায়ে কাপড়ের উপর কটো

তুলিতে চেষ্টা করিবেন। আমি অন্য এক্ষেত্র কাগজের উপর ঔষধ মাখাইবার প্রণালী বর্ণনা করিব।

সমান্তরাল সংরক্ষণ রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি আর সকল প্রকার কাপড়ের উপরই ঔষধ মাখান বাইতে পারিবে। প্রথমতঃ কাপড়কে গরম জলে ভালরকম ধৌত করিয়া লইবে, তৎপরে ইহাকে নিম্নলিখিত ঔষধের মধ্যে কিয়ৎসময় ডুবাইয়া রাখিবে।

জিলেটিন — ১৬৥ গ্রেণ

আমারকট — ৪০ ”

ক্রিটকিরি — ২ ”

জল — ১০ আউন্স

আর ৫ মিনিট পর কাপড় খানা তুলিয়া এক খানা কাঠের উপর পিন দ্বারা টাইট জব্দে বসাইবে। কাঠের দুই প্রান্ত মধ্যদেশে হইতে উচ্চ থাকিবে যেন কাপড়কে উত্তর প্রান্তের উপর টাইট ভাবে স্থাপন করিলে ইহার মধ্যদেশে সূত্রে থাকিতে পারে অর্থাৎ কত দূর সম্ভব সূত্রাবহার অথচ টাইট ভাবে কাপড় খানা রাখিয়া ইহাকে শুষ্ক হইতে দিবে।

ক্রমশঃ

বিক্রেতা আবশ্যক।

—:—

বস্ত্রাদি ছাপা এবং রঞ্জের কার্য্যে মজিষ্টা আবশ্যক হয়, যদি কেহ বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে পারিবেন। প্রচুর লইতে পারা যাইবে কি দরে, বিক্রয় করিতে চাহেন, জানাইলে বাধিত হইব।

“কাজের লোক” কার্য্যাব্যাক।

নানা কথা।

এক—রে এর নৃতন উপকারিতা।

—:O:—

আমেরিকা হইলে মাল বোকাই হইয়া যে সকল জাহাজ জার্মানিতে বাইতেছে, সেই সকল জাহাজে কামান, বারুদ, তাম্র প্রভৃতি যুদ্ধোপ-
করণী জিনিষ গোপনে বোকাই হইয়া জার্মা-
নিতে বাইতেছে কিনা; তাহা দেখিবার জন্ত
নিউইয়র্ক সহরে ব্রিটিশ পরিদর্শক অবতান
করিতেছেন। এই পরিদর্শকের কার্য এক—
রে বারা সাধিত হইয়া থাকে। তুলার বস্তা
গুলি জাহাজে উঠাইবার পূর্বে এইগুলি এক-
খানি ছোট গাড়ীর উপর রাখা হয় এবং ঐবৎ
সবুজ রঙের একটি কাচের গ্লাস এই সকল
বস্তার পাশে রাখিয়া ছইনিকে ছইজন পরি-
দর্শক ক্রুরোফোপ নামক বস্ত্র লইয়া উপবেশন
করেন। ক্রুরোফোপ বস্ত্রের শেষভাগে একটি
পর্দা আছে। এই পর্দা রাসায়নিক দ্রব্যে
আবৃত থাকে। বখন এক—রে এই পর্দা
প্রতিঘাত হয়, তখন এই পর্দা উজ্জ্বল হইয়া
উঠে। এক—রে তুলার মধ্যে দিয়া নির্কিমে
বাতাসাতি করিতে পারে, কিন্তু ধাতুর মধ্যে
প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং বস্তার
কোন ধাতুর জিনিষ থাকিলে এক—রে খণ্ডিত
হইয়া যাইবে এবং পরিদর্শক জিনিষের প্রতি-
বিম্ব পর্দায় দেখিতে পাইবেন। এই পরি-
দর্শন কার্য কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া
যায়। এই উপায়ে শত শত বস্তা তুলা হু এক
ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষিত হইতেছে।

ফুডের কটো—কলিকাতা সহর নিবাসী
শ্রীযুক্ত প্রকৃতিনাথ বসু নামক একব্যক্তি
“এট্রনমিকেল সোসাইটি”র সভ্য;—নব্বয়
এবং ধুমকেতুর পর্যালোচনার ইনি বড় প্রিয়
এবং অগ্ররক্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

গ্রাফুরেট। “নেচার” নামক এক বৈজ্ঞানিক
পত্রিকার এক ধুমকেতুর চিত্র দেখিয়া ইনি
তদালোচনার বিতোর হইয়াছিলেন;—শ্রীযুক্ত
কালীনাথ বসু নামক তাঁহার এক বন্ধকে
ইহার কটো লইবার জন্ত ধরিত্তা বসিয়াছিলেন,
দক্ষিণাভার এক ছোট বাগানে এই কটোগ্রাক
গৃহীত হইয়াছিল। এই কটোগ্রাকের জন্ত যে
প্লেট ব্যবহৃত হইয়াছিল,—তাঁহার পূর্বদিন
মাত্র জীত হইয়াছিল। কটো গ্রহণের পর,—
নেগেটিভ—ডেভেলপের জন্য কলিকাতার
বিখ্যাত কটোগ্রাকার হপসিংহের বাড়ী প্রেরিত
হইয়াছিল। ডেভেলপ হইবার পর দেখা
গেল,—ধুমকেতু এবং তারকাবলীর চিত্রের
পার্শ্বে ধ্যানরত এক ব্রাহ্মণ-যুবকের প্রতিমূর্তি
যজ্ঞোপবীত হস্তে ধৃত,—সম্মুখে গঙ্গাজলের
এক আধার রক্ষিত;—যুবক ধ্যানমগ্ন। বিশেষ
পরিদর্শনে জানা গেল,—এই প্রতিমূর্তি,—
কণিত্বরণ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ যুবকের;—
অজমিন মাত্র এই ব্যাপার লইয়া খুব আন্দো-
লন চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই
ভবানীপুরেই এইরূপ আর একটা ঘটনা হইয়া-
ছিল। দেশ বিখ্যাত বিলাতী মাসিক পত্র
ব্রিটিশ অব রিভিউয়ের সম্পাদক পরলোক-
গত স্টেভ সাহেব “বর্ডার-ল্যাণ্ড” নামক মাসিক
পত্রিকায় এই তথ্যের অনেক আলোচনা করিয়া-
ছিলেন।

বাল্মীকী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।—ইউ-
রোপের যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের চিকিৎসা
করিবার জন্ত বঙ্গদেশ হইতে একদল স্বেচ্ছা-
সেবক প্রেরণ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই
বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্টের সম্মতি লাভের
জন্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্মাধিকারী
ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু দিল্লী যাত্রা করিয়া-
ছিলেন। ভারত গবর্নমেন্ট বঙ্গবাসীর এই সকল
অগ্রমতি দান করিয়াছেন। এই সেবকদলে

ছইশতসেবক ও পঞ্চাশ জন ডাক্তার যুদ্ধক্ষেত্রে
প্রেরিত হইবেন। ইতিমধ্যেই শান্তনু আবে-
দন আসিয়াছে। সেবকদলের ব্যয় নির্বাহার্থে
আবশ্যক ছইলক টাকার অধিকাংশই সংগৃহীত
হইয়াছে, অবশিষ্ট অর্থও অতি নীচই পাওয়া
যাইবে। মালগজ্ঞ ঔষধাদি বহিবার জন্ত এই
অগ্রহস্তানের অগ্রণী শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশ
প্রসাদ সর্মাধিকারী একখানি মোটর অ্যাট্‌লেস
ওরাগণ দান করিয়াছেন, ভারত গবর্নমেন্টের
চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার
পারডে লুকিস সমস্ত ঔষধাদি ও উপকরণ
সহ আর একখানি মোটর অ্যাট্‌লেস ওরাগণ
দান করিয়াছেন।

মহিলা শিল্প শিক্ষালয়।—জাপান প্রত্যাগত
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ
সাহিনী সহধর্মিণী শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার
মহিলা শিল্পাগার স্থাপন করিয়া নারীদের
হস্তনির্মিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া
দিয়াছেন। তাঁহারা এই শিক্ষালয়ে অবস্থিতি
করিয়া বিভাগের তত্ত্বাবধানে আপনাদের
শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-
ছেন। শিল্পশিক্ষালয়ে মাদুর পুতুল ও কল
দর্জির কাজ, চিকণী, বোতাম, ধাম, কাগজের
বাল্ল নির্মাণ, টাইপরাইটিং, ক্রজিন ফুল, মোজা
লেস ও টাই, মোমবাতি, ধোবার সাবান,
সুগন্ধি দ্রব্য, কল সংরক্ষণ, চাটনী ও জেলি
নিব ও চুলের কাঁধা, কলে কাপড় খোত করা,
সিঙ্কের কাপড় রং করা, আলোয়ান হইতে
শাল প্রস্তুত, জরীর কাজ, বড়ী বেরামত শিকা
সাইনবোর্ড লেখা, চিকনের কাজ পুস্তক
বাঁধাই, জমাট ছদ্ম প্রস্তুত, টুথ ব্রাস ও চুলের
ব্রাস ফ্রেট ওয়ার্কস, কদাল, তোরালো, প্রকৃতি
এবং কটোগ্রাকি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে।
কর্ম্ম পরিচালনের জন্ত শ্রীযুক্ত সুরেশ নাথ
বল্লভ্যাপাধ্যায় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কল-
কুমার বিত্র সম্পাদক হইয়াছেন। কাৰ্যালয়

“কাজের লোক গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য—মেদিনীপুর হিঠৈঘী।

—৮৩, দাশিকতলা স্ট্রিট, কলিকাতা। বহু উদ্দেশ্য সহায়ক।

পায়রার দৌড়—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কার্ফিউ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত পায়রার দৌড় হইয়াছিল। পায়রাগুলিকে কার্ফিউ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে এত দূরবর্তী স্থানের মধ্যে আর কখনও পায়রার দৌড় হয় নাই। যে পায়রাটি এই দৌড়ে প্রথম হইয়াছিল অর্থাৎ যে সর্বপ্রথম কার্ফিউ হইতে কলিকাতা পৌছিল, তাহার গতি প্রতি মিনিটে ১০২৩ গজ ছিল। দ্বিতীয় পায়রার গতি প্রতি মিনিটে ১০১১ গজ, চতুর্থের ১০০৬ গজের ১০০ গজ ছিল।

তৈলের খনির অহুসঙ্কানে—শীঘ্রই শ্রীহটে অনেক মূল্যবান লইয়া এক—কোম্পানী গঠিত হইবে। বাহারা এই কারবার আরম্ভ করিতে ছেন, তাহাদের বিশ্বাস যে, শ্রীহটে হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অভ্যন্তরে তৈলের খনি আছে। তাহার সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিবেন। চীফ কমিশনার আর্কডেল অর্সি মহোদয়ের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছে যে, “কালক্রমে এই নূতন খনির তৈল ব্রহ্মদেশে তৈল পরাকৃত করিবে”।

২০০ শত মাত্র।

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের টাইকয়েড্ চিকিৎসা ১ টাকা স্থলে ১০ আনার দেওয়া হইবে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক বা স্কুলের বিল দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে মূল্য ১ টাকা। সত্তর ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্য্যাদায়ক কাজের লোক।

১৭ নং অক্টুর দস্তের লেন (ওলিভটন স্ট্রিট) নতবাজার।

২৫।১এ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, বলিত প্রেসে, শ্রীমারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭নং অক্টুর দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ক্রেতা স্বীকার।

কলিকাতার এপিডেমিকের ভয় এবং নানা আপদ বিপদের—জন্য “কাজের লোকের” জাহাজ্যরী ফেব্রুয়ারী বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে আমরা অতি তৎপরতার সহিত উপযুক্ত পরি কয়েক সংখ্যা বাহির করিতেছি পাঠকগণ নিজ মহত্বের গুণে ক্রেতা মার্জনা করেন ইহাই ভীকা।

কার্য্যাদায়ক।

Businessman Stationery Department.

BUSINESSMAN OFFICE.

অত্যুৎকৃষ্ট “ইংলিস মেক” দ্রব্যগুলি মাত্র এক মাসের জন্য অতি সুলভে “কাজের লোক” পত্রের প্রত্যেক গ্রাহককে দেওয়া হইতেছে। নূতন আমদানী জিনিস কিন্তু টাকার দরকার সেইজন্য অভাবনীয় সুলভে বিক্রয় করিব। অতি অবশ্য অতি সত্তর অর্ডার করুন।

১ম লট—চিঠির কাগজ।

১। কামরে—১০০ শিট কাগজ সুন্দর প্যাড করা ঠিক বেন সিল্কের বোনা কাপড়ের মত, লিখিতে অতি সুখজনক অনেকেরই একরূপ সুন্দর কাগজে লিখেন নাই, ব্রটিং একরূপ সুকৌশলে স্থাপিত যে, পত্র লিখিয়া প্যাডের মলাট খানা ফেলিয়া দিলেই ব্লট করা হইয়া যাইবে। ৫০ আনা মূল্য, কিস্তি ১০ আনার বিক্রয় করিব।

২। ঐ প্রকার ১০০ শিট বিশিষ্ট ব্লুইস বা সাদা রঙের ১১৮ কিস্তি ১২ আনার দিতেছি লাভ চাই না।

৩। কমার্সিয়াল সুন্দর ফ্রাটিসিট ৬০ খানা কাগজ ও ১০ খানা ঐ কাগজের মাচ্ এন্ডেলপ সমেৎ প্রত্যেকটা ১২ স্থলে ৫০ আনা।

৪। খুবই উৎকৃষ্ট কল করা কাগজ ১০০, প্যাড প্রত্যেকটা ১২ স্থলে ১০ আনা।

৫। পার্চমেন্ট ৭২ খানা, কাগজ ৭২ খানা এন্ডেলপ অতি সুন্দর অতি সুন্দর ১১০ স্থলে ১২ আনা, অবশ্যই লইবেন।

৬। ফ্যানসি কাগজ ১২৭ ১৪ খানা অতি সুন্দর নানা রঙের পত্রপুস্তক সুসজ্জিত, বিবাহাদি এবং প্রণয়পত্রের উপযুক্ত ১১০ স্থলে ১০ আনা।

৭। ঐ আরও সুন্দর ১০ খানা কাগজ ও ১০ খানা এন্ডেলপ ১১০ স্থলে ১০ আনা।

৮। ব্রটিং প্যাড বড়, শুটাইলে ঠিক যে একখানি পুস্তকের মত, দিব্য মরক্কো লেদার শেয়ার দেওয়া, খুলিলে বেশ বড় প্যাড হইবে, মলাট ইহার তিতর পেন সিল, এন্ডেলপ, কাগজ, রাখিবার ক্লাপ দেওয়া, প্রত্যেকটা ১১০ স্থলে ১২ মাত্র।

মফঃসলে পরিব্রাজকগণের অপরিহার্য্য সামগ্রী।

সমস্ত দ্রব্যেরই প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র অল্প পত্র লিখুন।

Only Keating's Powder can kill Bugs and Insects.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৯০ টাকা ।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &co.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ ।

New Series.

নূতন সংস্করণ ।

Vol. IX.

২য় সংখ্যা ।

FEBRUARY 1915.

ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ ।

No. 2 .

বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শুদ্ধ যে
পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সংসারিক
জীবনে বহু বিষয়ে সাবধান সতর্ক হইয়াও
চলিতে পারা যায়। সেইজন্য “কাজের লোকে”
বহু বিষয়ের আলোচনা করা হইয়া
থাকে।

“কাজের লোকে” বিশ্রাম সময়ের বন্ধ
স্বরূপ জ্ঞান করিলেও করিতে পারেন, কারণ
“কাজের লোক” বাক বিতণ্ডা শূন্য বড় সিরীহ
পত্র। কেবল জনহিতার্থে এতাবৎ আত্মনিয়োগ

করিয়া আসিতেছে। অনেকে তাহা উপ-
লব্ধিও করিয়া থাকেন।

“কাজের লোকে” বাৎসরিক বেতন যায়
পাথের ২৯০ মাত্রা যদি অপব্যয় মনে না করেন,
দয়া করিয়া পাঠাইবেন। যদি মনে হয়
অপব্যয়, তাহা হইলেও লইতে হইবে, কেননা
আপনি হয়ত সমস্তই জানেন, কিন্তু আপনার
ছেলে মেয়ে প্রতিবাসী ইহারাত ত কিছু
শিখিতে পারে, এই মনে করিয়া ২৯০ টাকা
দিতে পারেন, সবই কি সম্ভব হয়, সমস্তই
মুনের বলের উপর নির্ভর করে।

MANAGEMENT OF ESTATE.

সম্পত্তি এবং স্ববন্দোবস্ত ।

সর্ব দেশেই সর্ব শ্রেণীর লোকেরই কিছু
কিছু বিষয় সম্পত্তি বা এস্টেট (Estate) আছে,
এই Estate বা সম্পত্তির মধ্যে পুঙ্করী বাড়ী,
বাগান, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি থাকে। তাহার
আয় হইতে সংসারের ব্যয় চলিয়া যায়।
সেকালের লোকের বিষয় কর্ম বোধ
ছিল, তাহার চাকরী করিতেন না কিন্তু এই
সকল সম্পত্তির আয় হইতে এত বড় বড়

“কাজের লোক” গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য—মেদিনীপুর হিতৈষী ।

কাজ করিতেন যে, আমরা এখন বড় বড় চাকরেও সেই সকল কাহিনী শুনিয়া বিষয় বিচারিত লোচনে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, একথা এখন আমাদের মাথার আসে না। আমরা নিঃকণ্ঠে কিছু কিছু মাসিক উপার্জন করিয়া কোনরূপে ভরণ পোষণ নির্বাহ করিয়াই আপনাদিগকে ধস্ত বিবেচনা করি এবং সেই অহঙ্কারে আমরা জগতকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিয়া। Estate বা সম্পত্তির সুবন্দোবস্তের কথা ত দূরের কথা, নিজের বিষয় সম্পত্তি দেশের প্রমজীবিকে বাৎসরিক অতি সামান্য টাকার বিলি করিয়া সহরে চাকরী করিতে আসি, কিন্তু চাকরীতে আমাদের অন্নের হাহাকার দূর করিতে পারি না—তা সৎকর্ম করা ত স্বপ্নাতীত ব্যাপার। এ সকল কথা শ্রমীর বৈরাগ্যের জায় আমরা অনেকবার যে না ভাবি তাহা নহে, কিন্তু কেমন আমাদের হুতাগ্য, আমরা সে দিকে মনোযোগ দিই না। দিতে শিক্ষাও করি না। যেহেতুক শ্রমসাধ্য বিষয় কর্ম দেখা যেন আমাদের বাবুদের হানিকর বলিয়া হীন কার্য মধ্যে গণনা করি।

কিন্তু বাহাদের অহুৎকরণে আমরা আজ বিলাসী হইয়াছি, সাহেব সাজিয়া সাছেবী চালে নাটক, নভেল, কবিতা লিখিয়া ধস্ত বিবেচনা করিতেছি, তাহারা আপনাদের বিষয় সম্পত্তিকে কিরূপে দেখে, তাহা আমরা কখন দেখিও না, ভাবিও না। সম্পত্তিকে আয়-কর না করিতে পারিলে সে সম্পত্তি থাকার কোন ফল নাই, বরং তাহা উপসর্গের মধ্যেই দাঁড়াইয়া যায়। সম্পত্তির আয় থাকে না, অথচ মামলা, মোকদ্দমার সর্বস্ব যায়। এই কারণেই যে এদেশের এত দুঃখ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদিকে বিষয় সম্পত্তি থাকিলেই এসমস্ত উপসর্গও অনিবার্য। সেই সকলের মিমাসার

জন্ত পবর্নেন্টকে অসংখ্য আইন আদালতও রাখিতে হয়।

কিন্তু যে দেশের লোকে সম্পত্তির আয় কর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে সকল দেশে সম্পত্তি যে মূল্যবান তাহার সন্দেহ নাই। ভূসম্পত্তির উৎকর্ষতা সাধন করিয়াই আমেরিকা আর-ল্যান্ড, ইংলণ্ড, জাপান ইত্যাদি বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের এত উন্নতি এবং জাতীয় সম্পত্তি এত অধিক। আমাদের দেশে সম্পত্তি আছে, অথচ আমরা খাইতে পাই না। অবশ্য অপরাপর দেশের সুবিধা স্বচ্ছন্দতার সহিত তুলনার এদেশের সুবিধা স্বচ্ছন্দতার পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু আমরা যে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্ত বিশেষ যত্নবান, তাহা নিশ্চয়ই বলা যায় না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যেরূপ সমগ্র শ্রম-সহিষ্ণু, বিষয়বুদ্ধিশীল ছিলেন, আমরা দাসত্ব-রক্ত হইয়া, বিলাসী হইয়া, অসংযমী হইয়া, সেই সকল মনুষ্য এবং মনুষ্যব্যাপক যাবতীয় সন্তান গুলি হারাওয়া বসিয়াছি। সেই কারণেই আমরা আর বিষয় সম্পত্তির কাছ দিয়াও যাইতে চাহিনা। মনের শক্তি হারাওয়া, শারীরিক বলহীন, একটুও শ্রম করিতে অক্ষম, ভয়ানক বিলাসী, অপব্যয়ী অবস্থার বাহিরে চলি, কাজেই অন্তঃশীলা কলঙ্ক জন্মিত অতঃসার ক্ষয়কারী একটানা শ্রোত ও নিবারণ করিতে পারি না।

পাশ্চাত্য জাতির যাহার বতটুকুই ভূসম্পত্তি হউক, সে তাহার প্রত্যেক ইঞ্চিকে আয়কর এলং মূল্যবান করিয়া থাকে, সে তাহার সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তি টুকুকে Estate বলিয়া গৌরব অহুৎব করে। নর নারী ও বালক বালিকা তাহাদের সেই ক্ষুদ্র এটেট টুকুর উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত প্রাণপনে লাগিয়া যায়। ভূমী লক্ষী, সেই সাধনার তাহার বাস্তবিকই লক্ষী লাভ করিয়া থাকে। কৃষি

কার্যকে তাহার যুগার চক্ষে দেখে না সমাজ ও কৃষককে যুগার চক্ষে দেখে না, কাজেই তাহার, সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তিই তাহার পক্ষে মূল্যবান এবং অর্থাগমের, স্বয়ংস্বচ্ছন্দতার আকর তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই পাঠক! আমাদের জমী আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে কিন্তু তাহার আয়ে আমাদের অনেকের রাজস্বেরও উপায় হয় না কেন? কিন্তু সেই গৈড়ুক সম্পত্তিতেই, যে কালের পূর্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া এত ধনৈর্ঘ্য করিয়া ছিলেন? সেই ধনে কত সং লোকহিতকর কার্য করিয়াছিলেন, এ কথা যদি আমরা অহুৎস্কান করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমাদের সম্পত্তির প্রতি উপেক্ষা এবং অহুৎকর একমাত্র কারণ, অতঃবিশেষ কারণ নাই আমরা এখন আর সে কালের মত ষ্টেট ম্যানজমেন্ট বা বিষয়ের হেপাজত করিতে জানি না, যাহারা বিষয় সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহাদের আজও সেই ধন ধান্যের সুখের সঙ্গার, এ দৃষ্টান্তের একালেও অভাব নাই। সমগ্র জীবন দাসত্ব করিয়া, বিদেশের অন্নল খাইয়া অনেকে এককালীন ২০০ টাকা বাহির করিতে পারি না, কিন্তু যাহারা চান বাস বিষয় সম্পত্তি লইয়া আছে, তাহারা এককালীন এমন ২৪ হাজার অনায়াসেই বাহির করিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহার রাশি রাশি মাসিক পত্র, পুস্তকাদি আছে, সেখানকার সর্ব শ্রেণীর লোকেই সাগ্রহে তাহা পাঠ করে। কিন্তু এদেশের বড় একটা সাংঘাতিক এবং সংক্রামক পীড়া আছে, এদেশের সকল লোকে-রই প্রায় ধারণা যে, শিখিবার কিছুই নাই, সব জানি” এই জ্যাটামী ছেলে, বড়ো, যুবক, যুবতী সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, সুতরাং “মূলে” কিছু শিখিবার প্রবৃত্তি নাই, পিতা-

মাতার সন্তান সন্ততিসকল সে সকল বিধাইবার আশ্রয় নাই। কাজেই হেলেরা ধানগাহ হইতে করবারা তুলনা এবং বরগা হইবে, যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্য দেশে এই সম্পত্তি কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহা শিক্ষাদিবার জন্য 'Hone firm বা Model firm' প্রত্যেক ভূস্বামীর অতি নিকটেই রাখিয়া বসিকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পিতামাতার সহিত সেই আদর্শ ক্ষেত্রে আমোদহলে কর্ম শিক্ষা করে, তাহার আর ব্যয় দেখিতে পায়, তাহার রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিতে শিক্ষা করে, তাহার প্রথম সহিষ্ণু এবং বলিষ্ঠ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের যাবতীয় ছোট বড় আবশ্যিকীয় সামগ্রী এই গাহ'হা ক্ষেত্রে হইতে নির্ম্মাণিত হইতে থাকে, সুতরাং আর বুদ্ধি হইয়া অন্নদিনেই অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। সকল দেশেই, সকল শ্রেণীর লোকেরই সরিকটে কিছু না কিছু পতিত জমী থাকে। এ দেশের কথাই নাই, অতি বড় দীন ও ভিক্ষা জীবিরও কিঞ্চিৎ জমী থাকে, কিন্তু আমরা সেই জমীর—তাহা যত ক্ষুদ্র বা বড়ই হউক, তাহাকে আরকর করি কি? বরং এদেশের মহিলাগণের এদিকে রুচী আছে, তাহার নিজেরাই মাটি খুঁড়িয়া ছটা লক্ক, না হয় দুটো শাক সবজী, দুটো বেগুন ছিঙ্গেরও আবাদ করেন, কিন্তু আমি শার্ট গায়ে দেওয়া বাবু ভোজনে দৃঢ় হটলেও সেদিকে দৃষ্টি করি কি? কি থাইবার সময় কোথা হইতে সে সকল আসিল, কাহার তাহার ক্রয়ক, তাহার অসুস্থস্থানও করি কি? তবেই বুঝুন, এদেশের দুর্দশা যদি না হয়, তাহা হইলে হইবে কাহাদের? এমন জাতীর বাহিরে কোঁচার পত্তন থাকিলে কি হইবে, বরং ছুঁচোর কীর্ত্তন অনিবার্য্য।

সেইজন্য বলিতেছি যে, সম্পত্তিকে আদর করিতে না শিখিলে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত না করিতে

পারিলে এদেশের হ্রস্বতা বুঝিবে না। এই জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। এই সম্পত্তি আমাদের দেশে কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতেছি এবং পাশ্চাত্য জাতি কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা করিয়া দেখাইলেই কতকটা শিক্ষা এবং জ্ঞান হইবে, যে কেন আমরা সম্পত্তি থাকিতেও থাইতে পাইনা ইংলণ্ডের লক্ষপ্রতিষ্ঠ জনৈক অভিজ্ঞ লেখক মিঃ রবার্ট হুট বার্ণের Out line of landed estate Management নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের আভাস হইতে দেখাইব যে, কেমন করিয়া সম্পত্তির উন্নতি করিতে হয়। অবশ্য প্রবন্ধ বড় হইবে এবং "কাজের লোকে" ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে বলিয়া এই ভূমিকাংশের এই স্থানেই অদ্য উপসংহার করিলাম। ভাল লাগিবে কি?

ফ্রান্সের বীরাজনা।

—:—

ফ্রান্সের নারীগণ অতি ধৈর্য্যশালী, অতি সাহসিনী, ভিলিপ্ গিব্‌স "ডেইলি ক্রনিকল এ লিথিয়াছেন :—

আমি তাঁদের বীর্য্য দেখিয়াছি। গ্রামগুলি গোলাবৃষ্টিতে ছাই হইয়া যাইতেছে, শত্রুদল অগ্রসর হইতেছে, ফ্রান্সের নারীগণ ধীর শান্তমনে জীবনের সমস্ত সম্পত্তি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। যে সব গাড়ীতে এই সব নারী ছেলেরা লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, সেই সব গাড়ীতে আমিও ছিলাম, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদের সুখভাব দেখিয়া আমার মনে হইল, "এই করাসী নারীরা অতি আশ্চর্য্য।"

করাসী গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে সম্মানিত করিয়া বুদ্ধিমত্তা দেখাইছেন। অর্ডার অব দি ডেভেট ইহাদের নামোল্লখ হইয়াছে।

তৎকালের অধ্যাপাত্রী বের্নার্ডিনার জর্জ-গরা দখল করিবার পূর্বে ক্রমাগত ১২ দিন শ্রীমতী নিকোল ৩০০ আহত করাসী সৈন্তকে ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত সেবা প্রদান করেন, জর্জগরা যখন ঐ জারগাটা দখল করে, তখন তিনি ৬০০ করাসী ও জর্জগরা আহত সৈন্তের সেবা করিয়াছিলেন, জর্জগরা ঐ নগর হইতে ১৬০ জন প্রবীন লোককে জামিন চাহিয়াছিল। শ্রীমতী নিকোলের চেষ্টায় ৬০ জন মুক্তি পান।

শ্রীমতী শূদ্র একজন শিক্ষয়িত্রী। একদা একটা শিশু শীতে কষ্ট পাইতেছিল। তখন বাহিরে ভীষণ গোলাবৃষ্টি। তিনি শিশুটির জন্য কাপড় আনিতে বাহির হইলেন, একটি গোলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে অমরধামে প্রেরণ করিয়া দিল।

শ্রীমতী বুরেং মেরেংসে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। জর্জগরার যখন সেই জারগাটা দখল করে, তখন তিনি একলা সেখানে ছিলেন। টাউন-হল যখন অগ্নিসং হইতেছিল, তখন, তিনি সরকারী খাতাপত্র উদ্ধার করেন। একটি আহত করাসীকেও তিনি প্রাণপণ বয়ে সেবা করিয়া বাঁচান।

ভগিনী গেব্রিয়েল সন্ন্যাসিনী। তিনি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য ভাবে সম্মানিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্য উপরিলিখিত কোন-টির অপেক্ষা কম নহে। ক্রায়মন্ড এন্‌ আরগোণ সহর হইতে যখন শত্রু আসিতেছে শুনিয়া সকলেই চম্পট দিল, তখন ভগিনী গেব্রিয়েল ও তিন জন সন্ন্যাসিনী সেই সহর ছাড়িলেন না; ৪২ জন বৃদ্ধ তাঁহার নড়িতে চড়িতে পারেন না। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার তাঁহাদের আশ্রমে রহিলেন! চারিদিকে সমস্ত সহরটি লক্ষ্মান নশালের মত হইল, জর্জগরা সৈন্তেরা আসিয়া তাঁহার আশ্রমে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল, বৃদ্ধ আশ্রমবাসীদিগকে শক্ত করিয়া তুলিল। শেষকালে গেব্রিয়েলের

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য ঘোঁকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নির্ভরতা ও হৃৎনিষ্ঠা দেখিয়া জৈনক-জগৎ-কর্মচারীর প্রাণে অত্যন্ত প্রভাব সঞ্চার হইল, সে তখন সেই আশ্রমটিকে অগ্নি ও মৃত্যু সৈন্ত-হইতে রক্ষা করিল। একটা অলস কড়িকাঠ হইতে একটা সুলভ পড়িয়া একজন অরণ্য সৈন্য আহত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গীরা বলিল, আশ্রমের কেহ তাহাকে গুলি করিয়াছে। তখন আশ্রমবাসীদের মরণ প্রায় আসন্ন হইয়াছিল। একজনকে নজরবন্দী করা হইল। কিন্তু প্রেক্ষিতের পূণ্য প্রভাবে তাহার রক্ষা পাইল।

একটা মহান সহরে আহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান জন্য ভগিনী জুলিকে ফরাসী পূর্ণ-ঘণ্টা বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন।

স্বংসাবশিষ্ট সহরের মধ্যে যে বাড়ীটাতে ভগিনী জুলি বাস করেন, সেই বাড়ীর ধার দিয়া একদা এক চতুর্ভুজ বাহিনী যাইতেছিল কাপ্তান তাহাকে ডাকিলেন। যখন তিনি হস্তমুখে বাহিরে আসিলেন, তখন কাপ্তান তাঁহার সৈন্ত দিগকে স্মরণ করিয়া দিলেন, যখন তাহার আর একবার এই জায়গা দিয়া যাইতেছিল, করুণ ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টি হইতেছিল, চারিদিকে আগুন আর আগুন, সেই আগুনটির মধ্যে এই নারী কেমন করিয়া আপন প্রাণের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া আহতদের কোলে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

কর্মচারী বলিলেন, “সৈন্তগণ, এই সেই নারী। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে ইহার বুকে গোরবচিহ্ন ক্রশ পরাইয়া দিয়াছেন। ইহাকে চল আমরা নমস্কার করি।”

খাপ হইতে এক নিমিসে ডরবারি খুলিয়া অধাক তাহা চুম্বন করিলেন, নমস্কার করিলেন; সৈন্তদিগকে উর্দ্ধে অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহার সম্মুখে কাণ্ডাজ করিতে বলিলেন, নারীর চোখ জলে ভরিয়া গেল।

কি চুম্বন নমস্কার! এ প্রণাম কেবল ভগিনী জুলিকে প্রণাম নয়, ইহা ফ্রান্সের সমুদয় নারীজাতিকে নমস্কার।

ফ্রান্সের নারীগণ! তোমাদের কোটা কোটা জন জগতুমির জন্ত যাহা করিতেছ, কেহ তাহার খবর রাখে না, তোমরা লোক চকুর অগোচরে স্বদেশের সেবা করিতেছ। তোমরা কোন রাজসম্মানের আশা কর না।

ছোট ছোট কুটীরেতে, তোমাদের দোকানে যেখানে তোমরা দিন রাত্রি শেলাই কর, ফরাসী সৈন্তদের জন্ত শেলাই কর, ছোট ছোট নিরিবিণি গ্রামে গ্রামে, যেখানে কেবল ১৮৭০ সালে যে ঠাকুরদাদারা লড়াই করিয়া ছিল, কেবল তাহারাই ঘরে আছে, আর সবাই মরণের খেলার গিয়াছে, এই বিষম প্রকাণ্ড প্যারী সহরে, এই অন্ধকারে এই শীতে, চারিদিকে দারিদ্র্য আর হুর্ভিক্ষ, কোনো আনন্দ নাই—ফ্রান্সের কস্তাগণ! পরিখাতে ফরাসী যুবকেরা যে কষ্ট করিতেছে, যে বীৰ্য্য দেখাইতেছে, তোমাদের বীৰ্য্য তোমাদের হৃৎ তাহা অপেক্ষা কম নয়। সম্ভবতঃ তোমাদের হৃৎখই পরিমাণে অধিক। কিন্তু, প্রিয় বালিকাবৃন্দ, স্বদেশের প্রতি এই পুণ্য প্রেমের প্রভাবে তোমাদের আত্মা অতি উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে—ফ্রান্সের উদ্ধারই যে তোমাদের ব্রত, তাহার জন্ত যে তোমরা সবই করিতে পারো।

একটা ফরাসী বালিকা এক সৈন্তদলকে সম্বোধন করিয়া তাহার বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ছিল:—“তত্ত্ব মহোদয়গণ! আপনাদের এক জনকে ও আমি চিনি না।” সেইজন্তই আপনাদের সকলের কাছেই লিখিতেছি, জীন—’র মৃত্যু ও তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে আপনারা কি জানেন? তত্ত্বমহোদয়গণ, আপনারা যদি এম্বন্ধে আমাকে যত বিস্তারিত খবর দিতে পারেন, তাহা লিখিয়া পাঠান, তাহা

হইলে আপনাদের কাছে পড়াত হইবে। আমরা এই হৃৎখের ঘটনাটি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ‘সে মরেছে’ কিন্তু কোথায়? কি রকমে এসব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আপনারা তার সাথী, তাই আপনাদের কাছে লিখি।

“আমি তার দুঃসম্পর্কীরা ছোট বোম, আমার সব বলুন, আমার খুব যত্না হইবে সেই ভয়ে গোপন করিবেন না। আমি সাহসী, কেননা, আপনারা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

“তার মৃত্যুর আগে সে আমার চিঠি ও আমার প্রেরিত দ্রব্য পেয়েছে কি? আপনারা জানেন কি? যদি তার মৃত্যুর পরে প্যাকেটটা পৌছিয়া থাকে, তবে সেটা আপনারা লইবেন আমি তাকে বলেছিলাম, এটা তোমার ও তোমার সখীদের জন্ত। আমি সে সব জিনিস পাঠিয়েছি, সে সকলের কিছু কিছু সে সম্ভবত আপনাদের দিয়েছিল?

“বিদায়, তত্ত্বমহোদয়গণ! আপনাদের জ্বলো হোক। আমার জীন বলিত, এতগুলি প্রাণের বিনাশ বৃথা যাইবে না, আমিও তাই বলি। ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক।

“পুনঃ—আমি কয়েকটা ফুল পাঠাইলাম, দয়া করিয়া জীবনের কবরের উপর স্থাপন করিবেন।” সন্তি:

Health Hygiene.

স্বাস্থ্য সমাচার।

—:—

শাকসবজীর চাটনি।

শাকসবজীর চাটনির মূল্য অধিক নহে বলিয়া অধিকাংশ লোকে সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লীগ্রামে পদিনা প্রভৃতির চাটনী পালী পর্কণে প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা যে অতি উপাদের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত তাহা

অনেকেই অবগত আছেন। বসন্ত শাকসবজি প্রভৃতিতে এতদ্রুপে চরবি রহিয়াছে। উহাতে লতকা দূই হইতে আট ভাগ কার্বোহাইড্রেট আছে। বাক্যে সাধারণতঃ খেতসার বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত চাটনী প্রভৃতি অবহেলার দ্রব্য নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে বিলাসে বয়স্কালে প্রস্তুত হইতে পারে। আরও উহার গুণ এই, উহা চাটকা ও মুগন্ধি-বুধ। উহা খাইলে অকতিগত ব্যক্তির খাণ্ডে কটি অগ্নি। বাহারা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছেন তাহাদের এই দ্রব্য ব্যবহারে ঔষধের কার্য করে এবং খাণ্ডদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। উক্ত চাটনী প্রভৃতির একটি বিশেষ গুণ এই যে, উহাতে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণাক্ত দ্রব্য রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমেরিকার একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার বলিতেছেন, "Further more, most of them contain a relatively large proportion of various mineral salts, all of which are useful and some like celery, appear to have a mild medicinal effect which is desirable. অর্থাৎ উক্ত ডাক্তার বলেন, অধিকন্তু, শাক-নিতে বহুল পরিমাণ খনিজ পদার্থের বিদ্যমানতা হেতু অধিক উপকারী হইয়া থাকে। শাকনিতে উক্ত ঔষধের নষ্ট করে, কিন্তু কেন উগ্রতাব নাই এবং উহা মনুষ্যমাত্রেরই উপকারী। বিলাত প্রভৃতি দেশে খাণ্ডদ্রব্যের কটি বাড়াইবার জন্য তিনিগার, পোলমরিচের গুঁড়া, বড়িশা বাটা এবং এই প্রকার বহু তেজস্কর দ্রব্য খাণ্ডের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাণ্ডের স্বাদ বাড়াইয়া তুলিয়া হয়। বাতবিক পক্ষে এইরূপ করা নিতান্ত অভ্যাস। উহাতে পরিপাক শক্তি বর্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া পড়ে। লাভ করিতে বাইরা ক্রমশঃ লোকসান হইতে থাকে। খাণ্ডের সঙ্গে তিনিগার মিশ্রিত করিয়া লওয়া

কর্তব্য নহে। উহাপেকা লেবুর রস অধিক উপকারী। তাহাই ব্যবহার করা ভাল। আরও তিনিগারের মূল্য অধিক, লেবুর মূল্য বৎ সামান্য। লেবু খাদ্যের পক্ষে উত্তম এসিড। বিশেষতঃ যাহাদের খাণ্ড দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, তাহাদের তিনিগার প্রভৃতি আদর্শেই ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য।

খাদ্যদ্রব্য সহজ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া আহার করাই যুক্তিসঙ্গত। চাটনীর মধ্যে লবণের অংশ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ক্ষতি হয় না। রোগী বা নিরোগী সকলেই লেবুর রস বাহির করিতে পারেন। শাকসবজীর চাটনী যাহাতে পচিয়া না যায়, তাহার উপায় করিয়া লওয়া উচিত। তন্মধ্যে বিদ্যমান জলপাইয়ের তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়। গুবাক তৈল (Nut oil.) মিশ্রিত করিয়া লওয়াও একই ফল। উভয় তৈল স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে সহজেই পরিপাক হয়।

ধূলা ও নির্মলবায়ু।

ধূলা সম্বন্ধে ডাক্তার মিচেল প্রডেন একটি বিশেষ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। Dr. T. Mitchell Prodden calls attention to the importance of a floating dust, and notes from careful experiments which have been made, that ordinary ventilation, however effective it may be in supplying fresh air and in removing contaminated gases, has no noteworthy effect in the removal of dust, either flowing or at rest. অর্থাৎ তিনি বলেন, "ধূলা বায়ু সংযোগে আকাশে উঠিয়াছে অথবা কোন স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহা বিদ্যুৎ বায়ু দ্বারা

দূরীভূত করিবে ও তাহা দ্বারা অতিষ্টসিদ্ধি হয় না। কোন স্থানে গ্যাস দ্বারা অধিক হইলে তাহা বিদ্যুৎ বায়ু পরিচালন দ্বারা মুক্তল প্রদান করে না।" আমরা সাধারণ চক্ষে কিছু কোন স্থানে বায়ু পরিচালিত হইলেই উক্ত স্থান নির্দোষ মনে করি। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উক্ত ধূলিকণার মধ্যে বিদ্যমান কীটাত্মক ও বিষ-মানতা হেতু সেই স্থান বিবেক আকর্ষণ করিয়া তুলে। মিথাস দ্বারা উক্ত স্থানের বায়ু মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে নানা পীড়া জন্মাইতে পারে। ধূলা পতিত দেখিলে তাহার উপর করাতের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে নাকি আর তদার বিবেক ক্রিয়া হয় না।

শ্রীগণপতি রায়।

ধূমপানের অপকারিতা।

—:—

(বিজ্ঞান)

ডাঃ জে গিণ্ডলান্ড বলেন—যে "ধূমপানে" বাবতীয় সারবিক রোগ ঘটতে পারে। তাহার মতে ইহা দ্বারা ভীষণতা অগ্নিমান্দ্য, কাম্পন, কান ও মাথা ভেঁ। ভেঁ, কার্যে অনিচ্ছা, অনমনোযোগিতা প্রভৃতি আসিয়া জুটে। তিনি আরও বলেন যে, ইহা ব্যবহারে সময়ে সময়ে arteriosclerosis ও উন্নততা হইতে দেখা যায়।

ডাঃ কর্নি বলেন যে, ফ্রান্সে গভর্নমেন্টের তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় সেখানে তাহারা তামাক হইতে nicotine বাহির করিয়া লন। কাজেই ইহা হইতে ততটা অপকার হয় না। তিনি ইহার অপকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য কতকটা দোকান ভিজা জল একটা ধরগোসের শিরার মধ্যে inject করিয়া দেন। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যে ধরগোসটি কালগ্রাসে পতিত

"কাজের লোক" গৃহস্থ লোকের অপরিহার্য—মেদিনীপুর হিঠেবী।

হয়। মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, যে ধরগোগ sclerosis of the aorta হইয়া মাঝা গিয়াছে। তিনি অপর একটি ধরগোগে নিকোটিন হীন তামাকের পাতার জলীয় সার (liquid extract) inject করিয়া দেন। তাহাতে ধরগোগটির বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নাই, ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে তামাকে nicotine এর দ্বারা বেশী, তাহাতে ক্ষতি সর্বাঙ্গের অধিক। তাহা হইলে বেশ প্রতীক্ষমান হইতেছে যে, অল্প মূল্যের তামাক বা সিগারেট বা অল্প কোনও প্রকারের ধূমপানে ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। আবার “তামাকের চাব” প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, অল্প মূল্যের তামাকেই নিকোটিন নামক পদার্থ সর্বাঙ্গের অধিক।

তামাকে হৃদযন্ত্রের সমধিক অনিষ্ট ঘটয়া থাকে, অনেকে এসব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহাদের ইহা “বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে”। কিন্তু তখন ফল বড় গুরুতর হইয়া উঠিবে। সকলেই জেনেন যে Prevention is better than cure; কিন্তু কল্পন এ কথা মনে রাখেন? আমাদের রোগ বহুল ভারতবর্ষের লোকে যদি উক্ত উপদেশটি মনে রাখেন, তাহা হইলে মৃত্যুর তালিকার শত করা দশজন অতি অল্প দিনের মধ্যেই মরিয়া যাইবে এ কথাই হাসিবার কিছুই নাই। একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই এ বিষয় বেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। Vaso motor system এর উপর তামাকের কার্যকারিতা আছে ইহা বাহ্যিক বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বলিতেছি যে তাঁহারা ধূমপানের পূর্বে ও পরে যেন নিজ নিজ নাড়ীর (pulse) বেগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তখন বুঝিবেন যে নাড়ীতে আমরা কি দেখি? বস্তু কি ভাবে কার্য করিতেছে তাই দেখি। প্রত্যেক হৃদযন্ত্রের চাপের সহিত ধমকিতে একটি আঘাত বা beat

পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাড়ী তত বহিলে হৃদযন্ত্রের কার্যও তত বেগে চলিতেছে। কিন্তু সকলেই জানেন, এই কার্যের জন্য অনেক শক্তি ব্যয়িত হয়। তামাক খাইলে ইচ্ছাপূর্বক হৃদযন্ত্রকে অধিক কার্য করান হয়, কাজেই শেষে ইহা দুর্বল হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ

THRIFT.

সঞ্চয়।

—:—

সঞ্চয় ব্যতীত অবস্থার উন্নতি কেহ কখন করিতে পারে না, তাহা হইবার নয়। সুতরাং সঞ্চয় শিক্ষা করিতে হইবে। গৃহস্থের প্রত্যেক বালক বালিকাকে অতি অবশ্যই তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।

“No idle nor thrift-less man ever became great” অলস এবং অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হইতে পারে না। জগতের সমস্ত ক্রোড় পতির এবং মহান ব্যক্তির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা, অতিশয় পরিশ্রমী এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতেই বড় লোক হইয়াছেন। সেইজন্য পাশ্চাত্য অর্থ নীতি দেখাইতেছেন “It is amongst those who never lost a moment, that we find the men who moved the world—by their science or their inventions.” সৌভাগ্য এবং যশ অনায়াস সাধ্য নহে। যাহারা জীবনের একটা মুহূর্তও ব্যথা নষ্ট করেন নাই, এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই সমগ্র জগৎ চলিয়া থাকে। যে সকল দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, সেই দেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। ইয়ো রোপ, আমেরিকা, জার্মান তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত।

এ দেশে এখনও কেহ সময়ের মূল্য বুঝিতেই শিক্ষা করে নাই, অর্থ সঞ্চয়ের কথা বলাজীতি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—“Order is the best manager of time unless work is properly arranged, time is lost.”

অর্থাৎ কার্যের কথাবোধ্য ব্যবস্থার ব্যতীত না হইবে ততক্ষণই সময় নষ্ট হইবে, কিন্তু “Time is money” কিন্তু এই সময়ই অর্থ। আমরা বস্তুতঃ প্রিয়, অভিজ্ঞতাবাক্য বাগিন্ এক মিনিটের কার্যে সমস্ত দিনের কাটাইয়াও ব্যবস্থাবদ্ধ করিতে পারি না।

সুতরাং আমাদের সময় নষ্ট অস্বীকার। অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ, আমরা কিলানী, অনাবশ্যকীয় ব্যয়ই আমাদের অধিক। তাহার প্রধান হেতু, আমরা বাস্তবিকই অবস্থার বাহিরে চলি, যাহা আমি নই, তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা। চাল, বলিয়া যে একটা স্থণিত আচার ব্যবহার, সেই “চালটা আমাদের প্রত্যেক লোকের মধ্যেই মজাগত হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং সঞ্চয়টা বাস্তবিক আমরা বড় উপেক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকি, এই রোগ—এই রোগটির প্রতিবিধান করিতে পারিলে ক্ষুদ্র আয়েরও আবার আমরা লক্ষী লাভ করিয়া নিজের এবং দেশের উপকার করিতে সক্ষম হইতে পারি। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বিষয়ে, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে কোনো গুরুত্ব অবলম্বন করিতে শিক্ষা করি নাই। ক্ষুদ্র কালুকা কণা হইতে যে বৃহৎ পরিমাণের সূচনা, বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ জল হইতে যে সরিষাখাদ্য উৎপত্তি হইয়া মহানদীর স্রষ্টি হয়, ইহা আমরা অগ্রাহ্যই দেখিয়াও ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া থাকি, এক অধঃপাতে যাই। শুদ্ধ ইহাই নহে, আর্ধ্য মনিষীগণ যে উদ্যোগীই পুঙ্খবৎ, এই কথা বাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষিত হইয়া তাঁহাতেও অনায়াস প্রদর্শন করিতে লিখিয়াছি। কিন্তু বাহ্যিক প্রকৃত পাশ্চাত্য

পতিত, তাহার কাপড়বস্ত্র ভাঙ, আবার
ভাঙ, এমন অশুভের সোহাই দেন না। আমরা
অতি বড় অকর্মণ্য জাতি, যখনই অর্থ এবং
উত্তোলের কথা কোন স্থানে উঠিয়া থাকে, তখন
সেই মাথা কণার ককাবাত হইতে আত্মসমর্পণ
কোন প্রকৃষ্ট কৈকির না দিতে পারি। অশু-
ভের সোহাই দিতে বাধ্য হই, বলি বল, বশ
অশুষ্ট সাপেক। কিন্তু আমরা হরের বাহির।
পাশ্চাত্য শিক্ষিত বলিঙ্গ অহকার করিলেও
তাহাদের নীতিতেই বা আহাবান কৈ? আমেরিকান
মনীষী এবং ক্রোড়পতিগণ বলেন;
যে "It is not luck but labour makes
man" অর্থাৎ মানুষ প্রভুত করে পরিভ্রমে,
অশুষ্ট নহে। তিনি বলেন যে, "Luck is
our waiting for something to turn
up, Labour with keen eye and
strong will always turn up some-
thing" অশুভবাদী আশার আশ্রয় বসিয়া
থাকে, কোন তেমন সুযোগ যদি ঘটে, তাহা
হইলে কিছু পাইতে পারি, কিন্তু প্রমণীয় সর্ব-
নাশ কিছু করিয়া কিছু পাইবার আশার
অনিশ্চিত। এমন মানুষকে মানুষ করে কিন্তু
অশুভের দ্বাধক আশার নিশ্চেষ্ট এবং অকর্মণ্য
হইয়া হতাশার করাল গ্রাসে প্রায় আত্মসমর্পণ
করিয়া চিরন্তনে নষ্ট হয়। আমরা প্রতিচা
এক প্রচা কোন দিকের এই সকল মহা
ধাক্কা যদি আহাবান হইতাম, তাহা হইলে
মানুষ হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা বাক্য-
বানীস, সফরীসদৃশ্য, উপরে চলবল করিয়া
লক্ষ্যকাম করি মাত্র, পতীর জলের কোন সংবা-
হই রাখি না। সে শিক্ষা আমাদের হয় নাই।
অমরা অধ্যয়ন করিয়া অন্ধ হইতেছি, কিন্তু
নীতিজ্ঞান আমাদের উৎকর্ষতা সাধন করিতে
পারে নাই। আমাদের Practical জ্ঞানের
অভাব, সেই জন্যই এতদুর্দশা।

কাক কথার কথার আমরা বিব-

যাতনের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলাম,
কথা হইতে ছিল, ক্ষুদ্র উপেক্ষাই অধঃ-
পতনের সোপান এবং আমরা সেই সোপান-
বলির প্রায় শেষ সীমার দিকেই অগ্রসর।
ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষাতেই বড় বড় সর্বনাশ
উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা তাহার
অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম। একটা ক্ষুদ্র
পেরেকের জন্য একজন সেনাপতির শরীর
রক্ষকের কিরণ অবস্থা হইয়াছিল দেখুন।
কোন যুদ্ধের সেনাপতির শরীররক্ষক যখন
শিবির হইতে রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হই-
লেন, তখন দেখিলেন যে, তাহার অর্ধের ক্ষুরের
নালের একটা পেরেক খুলিয়া গিয়াছে, একটা
পেরেক বলিয়া তিনি উপেক্ষা করিয়া সেনাপতির
সম্মুখীন হইলেন, সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহার
আদেশ অন্য সেনানীর নিকট পাঠাইবার জন্য
শরীর রক্ষককে আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে
তিনি সেনাপতির আদেশ লইয়া অতিবেগে
অর্থ চালাইয়া দিলেন, কিন্তু হার দুর্ভাগ্য। অর্ধের
নালা খসিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। অর্থ অক-
র্মণ্য হইয়া আর দৌড়িতে পারিল না এই সময়ে
শত্রুপক্ষের সেনাপতি সেই সংবাদবাহককে
আক্রমণ করিবার জন্য তুর্ধ্যক্ষনী করিলেন
মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নিময় গোলাঘাতে অর্থ ভূতল
পারী হইল, তখন সংবাদবাহক সেনাপতির
শরীররক্ষক ব্রহ্মত ভ্রমের জন্য হার হার করিতে
লাগিলেন। কিন্তু নিস্তার কি? অবিলম্বে শত্রু
পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দী হইলেন। অর্ধের এইরূপ
শোচনীয় অবস্থা না ঘটিলে তিনি স্বপক্ষের মধ্যে
অন্যারূপে উপস্থিত হইয়া তাহার সেনাপতির
আদেশ জ্ঞাপন করিলেই সেই যুদ্ধে তাহার
জয় হইতে পারিত কিন্তু শত্রু তাহার পকেট
হইতে তাহার বিপক্ষ সৈন্যপতির কুট
আক্রমণ তথ্য অগ্রে জ্ঞাত হইয়া অবিলম্বেই
বিজয়লবী লাভ করিয়া ফেলিল।
এরূপ কত দৃষ্টান্ত। কত লোকে যে প্রতিদিন

ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া ধ্বংস মুখে পতিত
হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না Neglect
little things has ruined many for-
tune and marred the best enter-
prises আমরাও ক্ষুদ্র ব্যয়ে উপেক্ষা করিয়া
শত্রুদের দারিদ্রের করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ
করিতেছি। সফরের আদর আমাদের নিকট
নাই, সেইজন্য জগতের সর্ব জাতি অপেক্ষা
আমরা দরিদ্র। সেই দরিদ্রতার ফলে আমরা
মহুত্ব, ধীরত্ব, কার্যতৎপরতা বৈষয়িক জ্ঞান
মনস্ত হারায়া বাক্যবাগিনে পরিণত হইয়া
পড়িয়াছি। আমাদের পরিজ্ঞানের উপায়,
বিলাস বিজ্ঞম পরিভ্রমণ করিয়া সফর করিবার
আকাঙ্ক্ষাকে ধেরূপেই হউক, উত্তোজিত করিয়া
অর্থশালী হইতেই হইবে। অর্থশালী হইলেই
আমরা শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের গৌরব বৃদ্ধিতে
শিখিব, তখন আমরাও দেশের মধ্যে একজন
হইতে পারিব। কেমনা অর্থের অভাবে
মূলধনের অভাবেই আমরা কোম কার্কেই
অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমাদের বর্ত-
মান সময়ে উত্তোগী জাতি সমূহের দুর্ভহ
প্রতিদ্বন্দ্বীতার পেথন যন্ত্রের ভিত্তর হইতে
পরিভ্রমণের একমাত্র উপায়, এখন সফর—অর্থ
সঞ্চয়। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য হইলেই আমরাও
উদ্যোগী হইব। সকলেই তাহাই হইয়া থাকে।
তাই বলি, হে ধীমান্ সর্ময় এবং অর্থের দিত-
বায়ী হও, সেকালের আদ্যগণের সংখম সহিষ্ণুতা
অভ্যাগ করিয়া আবার মানুষ হও, স্বাস্থ্য, অর্থ
ও সংখম হারাইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার তাহাদের
সদগুণ গুলি পরিভ্রমণ করিয়া কেবল এত
কাল ছোবড়া লইয়া টানাটানি করিয়াছি,
কর্মবীর ইংরাজের শাসনে এতকাল থাকিয়া
আমরা তাহাদের কোম সদগুণই লাভ করিতে
পারি নাই, ইহা কম পরিভ্রমণের বিষয় নহে।
এখন আর বাক্যের দিল নাই—কর্মের যুগ
উপর চালাকির দিন গিয়াছে। S. P. C.

বাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য বোকাবুনি হই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(বিভিন্ন সময়ের জন্য)

কবির বিষয়।

—: ০:—

প্রথম দৃশ্য।

(কর্তা ও গৃহিণী)

গৃহিণী। হাঁপা, ছেলের বয়স প্রায় ১৯।
২০ হতে বার, তা' বিয়ে দেবার তো কোন
চেঁটাই করছোনা, ওকে কি কার্তিকের মত
আইবুড় করে রাখবে নাকি?

কর্তা। ১৯। ২০ কেন, বয়স তো ২৪
২৫ হ'ল; কিন্তু এদিকে যে চারিবার এন্টে-
ফেল! এন্টেস পাশটা না করলে তো দিতে
পারি না।

গৃহিণী। ওমা ২৪। ২৫ কি গো? তুমি
ওকে দেখতে পারনা বলে, ঐ কথা বল,
আমি না, গর্ভধারিণী, তুমি কি আমার চেয়ে
ও'র বয়স জান।

কর্তা। মনে মনে কি তুমিই জাননা?
আচ্ছা তাই, তোমার ১৬ বছরের ছেলে, কিন্তু
এই পাশটা না হলে লোকে ওকে মেয়ে
দেবে কেন?

গৃহিণী। তুমি কটা পাশ করেছিলে?
যা বা কি আমার দেন নাই? আমরা গরিবে
মেয়ে নয়গে। আমাদের চার পাঁচটা পুরু
ছিল, ১টা ধানের মরাই, ২টা পুকুর, তাতে
বড় বড় পোনা কাতলা কিলমিল কচ্ছে;
৬৭ খানা মেটে ঘর, একটা পাকা বাইবেব
ঘর, আব একখানা বড় আটচালা ছিল।

কর্তা। আর কটা আর কাঁটালের গাছ
ছিল, তা'তো বললেনা?

গৃহিণী। ঠাট্টা? বেইমানি কিনা, মা
কত আরম্ভ দিয়ে পাঠিয়েছেন, কত এঁচোড়
কাঁটাল খেয়েছে; ছিলই তো গাছ, বড় বড়
ছোটো বাগান ছিল।

কর্তা। আর কি বেইমানি করছি?
তোমার বাপের বাড়ী কি কি গাছ আছে,
অনেক দিন ভনি নাই কিনা, তাই জিজ্ঞাসা
করছি যে আম কাঁটালের গাছ কটা ছিল।

গৃহিণী। আমার বাপ নগদ ৫০ টাকা
আর প্রায় ২০৭ টাকা বয়স দিয়ে ছিলেন।
তোমার কি আছে? এই বয়সগরে আরগার
খোপের মতন বাড়ীটা, মোটে, ৪টা ঘর, আর
তোমার এতকালে টেনে টুনে ৪০ টাকা
মাহিনা!

কর্তা। নলিনেবই কি আর মেয়ে জুটেবে
না, কিন্তু তা'তে কত পাওনা? এই পাশটা
হ'লে আমি যেমন কবে হোক, ছটা হাজার
টাকা আনবো।

গৃহিণী। সে কত টাকা গা? কুড়িশো
টাকা না।

কর্তা। ই্যা। এখনকার ছেলে তো ৯ ময়
একটা ছেলে একটা তালুক! তালুকেরও
খাজনা অনাদায় আছে, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি
কিন্তু ছেলের হাজারকো নাই।

গৃহিণী। দেখ, এই পিতলের মতন
বালা হুগাছি পবে থাকি, লোকের বাড়ী
নেমনতর যেতে লজ্জা হয়, এখন গয়না পবে
না গেলে লোকে কথা কর না, নেমনতর গেলে
ভাল জিনিষ খেতে দেয় না। নলিনেব টাকা
থেকে, আমার ভাল একছড়া হাব আব এক
জোড়া তাগা কবে দিও।

কর্তা। আমার সুদীর দোকানের দেনা
৫০০, কাগড়ের দোকান, আর এদিক ওদিক
দেনাও ৫০০, তাঁরা হয়তো হাজার টাকা
নগদ, আব হাজার টাকা গুইনা দিবে,
আমার আবাব বিয়ের খবচা কথতে হ'বে।
যা হোক, ও'র মধ্যেই তোমার হাব তাগা
হ'বে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(টিকনী ও দর্পন হতে সন্ধ্যা আগমন)।

নলিন। বাড় পর্যন্ত চুল মেখেছি, এতে
চেহারাটা মোরার ভাল, করির চেহারা, জীর্জী-
নদের স্বর্গীর হুতের মত বড়ো উজ্জ্বল, মধ্য
অবিক-কেশ, লক্ষণগুলি বিহীন দেবতাকল্প
সুখকণ্ঠ, উন্নত ইন্দ্র কণ্ঠ-অবচ্ছিন্ন জগোল বেই,
আপাদ লবিত সেমিজের মত আলখালা একটা
গাউস পরিধান। কিন্তু এই চল চল সৌন্দর্য
যে আমার বুধাই কেটে যাচ্ছে, বাবা তো
বিষেব মনেই করেন না। বুধা কেশ বিভ্রান্ত,
বুধা অঙ্গরাগ, আমার এই মাধুরীপূর্ণ রূপ-
সম্ভার দেখে, যদি কোন কিশোরী তাঁর
প্রমোদ উদ্ভানে আমাকে আহ্বান করত,
তাঁর জীবন যৌবন দিতে আমার বয়স করে,
তবেই সার্থক; এই সব বইরে কত পড়া বার,
শৈবলিনী। ভ্রমব, স্বর্ঘ্যমুখী, সব কষ্ট প্রেমিক,
যদি উপজাস জগতেব মানব হতেম তবে
জ্যেষ্ঠ সসোবে অবগাহন করতে পেতাম, এই
স্বস্তব জগতে বৃষ্টি প্রেম নাই, শুধু হা হা,
কুচৎ এই দীর্ঘ ২৪। ২৫ বৎসর বুধাই কেটে
গেল কেন? আব এই সংবাদ পত্রের সম্পাদক
জালা কি আর্কাটীন, কবিদের প্রেম উদ্যম
অনুরেই মঠ কবে দেয়, রশিবাবু, বক্রিম বাবু,
শাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র, একেবারেই হয় মি,
ক্রম তো হয়েছে, এরা নতুন কবিদের আমলই
দেয় না। তা'র পব সমালোচনার জালা, ক্ষিপ্র
দেখনে যেমন কাকে তাড়া করে, তেমনি নতুন
কবি দেখলে সমালোচকেরা তাড়া কবে,
কিন্তু নিজের বিষয় কি, তা'র ঠিক নাই। সেই
যে আমার কবিতাটা, “কুঞ্জ মিলন” আছি
কি মধুব কবিতা, “অর্ণনা সম্পাদক কি না
সেটা নিলে না। কাগজ ওলাদের দোবে
দোবে কবিতা হাতে কবে, কেউ গছে না।
তবু ছ'একখানা বতো কাগজ নেয় বটে, কিন্তু
সে তো প্রায়ই বেনেব দোকানে মল্লা বাধাই

কাজে লাগে। 'বাই' হোক, আমার প্রাণে
কিছু একটা, ভাঙেব ওঁজাস বনে বাটে,
সবর সবর মনে হয়, আমি মগেজ, কখনও মনে
হয়, রক্তি গোবিন্দলাল হতেম, ভাইলো, ভাল হ'ত
কিও আবার অবস্থাটা। বসিবার জনসিংহের
সঙ্গে খুঁ মিলে, কুমার, পিতার বিবারে দুকপাত
নাই, আগনি একটা জ্বলোক্তা। পাইজে সভা
কার চূর্ণেশনদিনি বাস্তব জগতে দেখাই।
আজ্ঞা, কাল স্নাত্তিতে টায়েব আলোর তরে
আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমি জনার কুমার
প্রবীর, চত্ৰালোকিত উজানে মদনমগ্নরী ও
সখীগণ বেটন করে রয়েছে। বাই একটু
কবিতা লিখি ? (নয়ন ও কাগজ গেনশিল
লইরা উপবেশন)

(পিতার প্রবেশ) ।

পিতা। বলি ইয়ারে নলিন। আমি
শিক্ষনে ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে দেখছি, কুবিভা
লেখা হচ্ছে বটে, দেখি কি লিখেছিস।
কাগজ লইয়া পাঠ—

• “নীলব হৃদয় থাকে,
কা’র ও মুখতি রাজে,
তা’র সন্নয়ন মণ্ডিত আঁধি
‘নীলনে চাহিয়া আহা।”

তবে যে পাজি, এই সব হয়? এই
জন্ত বুকি চারিবাঁদ ফেল হয়েছিল, ছিঃ! ছিঃ!
এত বড় হয়েছিল, এখনও জ্ঞান হ'ল না?
আমার দেনার মাথাব চুল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে,
কোথার তোর আশা ভবসা করি, তা না
তোর আকল? আমি আপনি এত কষ্ট
পাই, তবু তাঁকে কষ্ট করতে দিই না,
আপনি না খেয়ে না পরে তাকে পড়াচ্ছি,
ধিক্ তো'কে ধিক্!

নলিন। বাবা, “পিতা ধর্মঃ পিতা
 স্বর্গ পিতাহি পরমতপ” তোমার কথার উপর
 আমার কথা নাই।

‘পিতা’ বা ‘বা’ জ্যোতি কোর্সাকার,
এখন মনোবোগ করে পড়াশুনা কর, আর
এই সব কবিতা লেখা ছেড়ে দে, শুনছিন্ ?

নন্দিনী। তা' অবশ্য শুনবে। বাবা
এতো সামান্য কথা, তুমি যদি আমার বল
বে, ব্রজেশ্বর, তুই এই মুহুর্তে দেবী চৌধুরাণীর
বজ্রায় গিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে
আয়, আমি তা'তেই প্রস্তুত আছি বাবা।

পিতা। কি বলছিল্ যে, আমায় ঠাট্টা
 করছিল্ ? হতভাগা।—

নলিন। বাবা! তোমায় ঠাট্টা করতে
পারি ? তোমাব জন্ম আমি প্রকৃতক ভুলেছি
মাগর বোকে ভাড়িয়েছি, নলান বোয়েব
কটকময় সংসর্গ আমি অমৃতময় বোধ করি।
তুমি যে আমার দেবতা বাণ।

গৃহিণীর প্রবেশ ।

—:0:—

শিতা। কি হলো, এমন এলোমেলো
বকছিস্ কেন ?

নলিন। না বাবা। কিছু অন্যায় বলি
নাই, এই মা মাকী আছেন, প্রহ্ম দাসীসহ
এই মা'ব কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা কব্বে এনে
ছিল বাবা, আনি তোমাব কথায় তাড়িয়ে
দিয়েছি।

মাতা। ওমা নলিন ওসব কি বলছে ?
 পিতা। কিছু তো বুঝতে পারি না,
 ওর কি মাথা খাবাপ হয়ে গেল নাকি ?

মা। ওমা তবে কি হ'বে গো ? আমাব
বে ঐ একটা বই ছেলে নয় গো—

ପିତା । ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ ।

১ নলিন। হা প্রকুল, আনার পিতামাতা
তোমার শত্রু আমি তোমাব কি কবে
রাখি বল।

মা! ওগো সব মেয়ে মানুষের নাম
করছে! ওর এতদিন বিয়ে না দিয়ে

এইটী কবেছ। এখন শীঘ্র কবে বিয়ে দাও.
সব সেরে যা'বে।

পিতা। তুমি এক পাপল, ভয় কি হ'ল,
আগে সাবাই, বিশ্বে এঁখন কি ?

মা। না সে হ'বে না, আমার ছেলে
ভেবে ভেবে অমন হচ্ছে, বিয়ে তোমার দিতেই
হ'বে। না হলে আমি ছেলে নিয়ে বাপের
বাড়ী যাই।

নলিন। আহা মা, তোমার নাম দেশে
দেশে লোকে ঘোষণা কবে, জনার মত নারী
আব হয় নাট। বল নীলধ্বজ মহাবাজ,
এক গুটি পদাতিক সঙ্গে না লইব, পুত্রবে
সাজায়ে বধী, সাজিব সাবধী। আমার
জনা তুমি সংসার ছেড়েছিলে মা।

না। ওনা কি হ'বে গো, বাছাফে
আমার দূত টুতে পারনি তো ?

ମିଶ୍ର । ୧ । ୩ । ଦେବନା ଚୁମ୍ବନ,
 ଶୁଭାନୁବିଧି ।

५६१

[illegible]

চণ্ডী। এতদূর বাণ্ড কেচে, জীব
 বত ক'লি জ'ন পুশে আদান জ'ত শুকিয়ে
 গেছে, বৌদিদি এমন মেসে নয় যে আদান
 বেলা একটাব আগে কিছু খেতে দেয়, আদ
 দাবিনা। এখনো ও বলসী জল কুড়নো। তা—
 জল বসে বিধবা চরছে, আত্ম ২০ বসন্ত
 ক'ন, চঃখেট কাটিলো, আদ বন্দিন বাউরো
 চঃখেট কাটিলে, এ অজ্ঞাবে আদ আনো
 দৈখা ফেলনো ৬ আশা মের, ভবসা গেল, সু
 গেল, এডি গেল, মের আদ। কন পোশ না
 বাণ্ডি দাব আদ কেচে, একে একে ব'ল মন
 হয় যে মন ন প্রণা বুঝি তাঁর জিহ আদ সহ
 কন না (পোশ ম)।

ঘাতের এবং আঘাতের বেদনার জন্য থোকসিনাই উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নলিন। আঁহা কুন্দ! তোমার চক্ষের জলে
পুকুরিনীর জল বৃদ্ধি হচ্ছে, আমার বেগে এঁগ
ফেটে যাচ্ছে।

দুর্গা। নলিনদাদা, তুমি হুঃখ করছো
কেন? আমার মত অভাগিনীরা যে কাঁদতেই
অগতে এসেছে, বতদিন বালিকা ছিলাম, না
না বুছে হেসেছি, তা'তে লোকে নিন্দা করেছে
কিন্তু বড় হয়ে বুঝতে পারছি, কাঁদবার অজুই
আমার জন্ম।

নলিন। কেন কুন্দ, কাঁদবার জন্য
তোমার জন্ম নয়, স্বর্ঘ্যযুধীর মত হয়েছে,
আমি তোমার বিধবা বিয়ে কবে তোমার এ
অশ্রুবাণি মুচাব।

দুর্গা। নলিনদাদা তোমার কথা শুনে
আমার ভয় হচ্ছে, আমার ও সব কথা বলোনা।

নলিন। শুধু না। আজকাব এই
এই পুকুরিনীজীরে প্রত্যেক কথার কুন্দ আমার
জবাব দিচ্ছেন, শুধু “না”। যুহুভাষিনী কুন্দ,
আমি চোব নয়, নগেন্দ্র!

দুর্গা। ও মা, কি গো নলিনদা, কি সব
বলছ? আমি পালাই। (পলারনোদ্যোগ।)

নলিন। দাঁড়াও দাঁড়াও কুন্দ, হীরার
কুটীবে লুকালে আমি তোমার ঝুলে বার
করতে পারবোনা, একেবারে কথার মীমাংসা
করে কেলি এস।

(দুর্গার বৌদিদির প্রবেশ)

বৌ। বলি ঠাকুরকি, এক কলসী জল
আনতে যে বুড়ো হয়ে গেছ, এই রোদ কাঁ কাঁ
করছে, নিস্তরু ছপুব বেলা, তুমি নলিনের সঙ্গে
আড়ালে কি কথা বলছ? এ সব তো ভাল নয়
তাই তোমার লোকে নিন্দা করে। ও-মা ছিঃ
ছিঃ। আমি নিজের চক্রে দেখলুম, আমি না
বলতে পারবে না।

দুর্গা। না বৌদিদি, তোমার পায়ে হাত
দিয়ে বলছি, আমি স্বামী ছাড়া আনি।

(রোদন)

নলিন। স্বর্ঘ্যযুধী! এ কুন্দকে ভিরকান
নয়, আমাকে করা হয়েছে, তুমি যে কল-
ছিলে যে, চাকরকে ঘেরেছে, তার প্রতি আঘাত
আমার অঙ্গেই পড়েছে, এও ঠিক তাই।

বৌ। ওমা এসব কি বলছে গো, ঠাকুর
পো ছুটে এস—

(ঠাকুর পোর প্রবেশ)

নলিন। তাই ঐশ্বর্য! তুমি এসেছ,
তবে কুন্দের বিয়ের বোগাড়টা তুমি করে
দাও।

ঠাকুরপো। কি বলছ নলিন? তোমার
কথা যে কিছুই বোকা যায় না।

নলিন। তাই ঐশ্বর্য! কমলমনি সঙ্গে
এসেছে?

ঠাকুরপো। নলিনটা কেপে গেল নাকি?
বৌদি, দুর্গা তোমরা চলে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

(অমলা, সরলা, বিমলা, চন্দ্রযুধী কুবক
বালাগণ পুন্ডালা গ্রহণে নিযুক্ত)।

অবলা। চন্দ্রযুধী? তোর মালা ছড়াটা
ভাল হচ্ছে না, আমি সমস্ত ফোটা কুলে গাঁথছি
আমার বেশ হচ্ছে।

চন্দ্র। তা হোক, আমার এই ভাল,
আমি ঘরের কাজ সেরে কুল কুড়তে এসে-
ছিলাম, তাই ভাল কুল পাইনি, এইতে বা' হয়
তাই বেশ।

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। কোথা বিধুযুধী ইন্দিরা আমার,
তারা নাহি শোভে চন্দ্র বিনে।

চন্দ্রযুধী। কি বলছ বাবু, আমার নাম
চন্দ্রযুধী।

নলিন। বাথবিকা ইন্দিরা কোথায়?
কুন্দের চূর্ণের মাছে পশেনি তো চোর,
রিজিয়ার অহুচর?

পল্লী। ওরে, বাবু ইন্দিরাকে কোথায়
জোক আন। (একজনের বদন ও একটা
বালিকা সহ প্রত্যাবর্তন)

ইন্দু। ওকি, আমাকে কেন ডাকছে
তাই? আমি তো বাবুকে ডিনি না।

নলিন। তুমি বিধুযুধী ইন্দিরা আমার,
বহুদিন পরে, আশিরাছি কিরে, এল জিনে
তোম পাশে বসি।

(বালিকাদের গলায়ন সঙ্গে সঙ্গে মজিনের
পল্লীদাবন)।

ক্রমশঃ।

পল্লীশক্তির সদ্যববহার।

(সময়)

বঙ্গদেশের নগর ও পল্লীর সংখ্যা ২,২২,
৮৫৫। অধিকাংশ পল্লীতে নির্ধন ও নিরক্ষর
লোক বাস করে। কিন্তু এমন ১০ হাজার
পল্লী বঙ্গদেশে আছে, যেখানে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল
অবস্থাপন্ন ও লেখাপড়া জানা লোক বাস
করিতেছেন, ইহাদের অনেকেই বাঙ্গালা
লেখাপড়া জানেন' কেহ কেহ ইংরাজীতে ও
অভিজ্ঞ। কেহ ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি বা কৃষিকার্যের
আয় দ্বারা জীবিক নির্বাহ করেন, কেহ বা
ক্ষুদ্র ব্যবসায় করিয়া পরিবার প্রতিপালন
করেন।

পল্লীগ্রামের এই শ্রেণীর লোককে সারা-
দিন পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহাদের সময়
যথেষ্ট আছে কিন্তু কার্য নাই। সুতরাং
অনেকে গল্প করিয়া, 'তামাক সেবন করিয়া'
ভাসপাশা খেলিয়া বা নিদ্রাতে সময় কেপন
করেন। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের শক্তির
অপচয় হইতেছে।

টাকা জাতীয় ধন নয়। শক্তিশালী
মাহুবই জাতীয় ধন। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের
হাজার হাজার লোক যদি আপনাদের

সহিতক সম্মেলন কলিকাতা বিদ্যমান
কলম, তবে অবিলম্বে কলম দুইটি প্রস্তুত
করিতে পারে।

পল্লীবাণিজ্য কি কি কার্যে আশ্রয়
শক্তি নিবোধ করিতে পারেন, আশ্রয় নিয়ে
ভারতের এক আশ্রয় একাধিক করিতেছি।
এই আশ্রয় সম্পূর্ণ করে, ইহার হ্রাস ক্রটি
অনেকেই করিতে পারিবেন।

১। যৌথ ভরদান সমিতি সংস্থাপন।
২। বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পাঠ-
শালা স্থাপন।

৩। কৃষির উৎকর্ষ সাধন ও বণ্যসম্ভব
ফলা, বাস ও তরকারীর চাষ উৎসাহ দান।

৪। গোজাতির উন্নতিসাধন, আহার
ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৫। বাশ, বেত কাঠ, পিতল কাশার
জবা ও বস্ত্র প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পব্যবস্থাপনে
উৎসাহ দান।

৬। যৌথ দোকান স্থাপন।

৭। পানীয় ও সাধারণজলের ব্যবস্থা—
কূপ ও পুকুরিণী খনন বা পুরাতন কূপ ও
পুকুরিণী সংস্কার।

৮। পল্লীর অঙ্গল পরিষ্কার ও বস্ত্র
জল বিকাশের ব্যবস্থা।

৯। ম্যালেরিয়া, ওলাউতা ও বসন্ত রোগ
নিবারণের উপায় করা ও তাহার চিকিৎসক।

১০। নিঃস্বল জীলোক ও পুষ্করদিগকে
কার্যে নিযুক্ত করা।

১১। অক্ষয় লোকদের অন্নবস্ত্রের
যোগাড় করা।

১২। চোর, ডাকাইত ও বদমায়েস
প্রভৃতির সাহায্য করা।

১৩। অগ্নি নির্বাপনের উপকরণ সংগ্রহ
করিয়া রাখা ও কোথাও আগুন লাগিলে তাহা
নির্বাপন করা।

১৪। দুর্ভিক্ষের সময়কারের ব্যবস্থা করা।

১৫। সেপ্টেম্বর এপ্রিলের মাসেইটি
হাগল অর্থাৎ হাত পা ডালা, ফুস ও সর্পট
ব্যক্তির সাহায্য দান।

১৬। নির্দোষ ও হিতকর ক্রীড়া ও
আমোদ।

১৭। সাধারণ পাঠাঙ্গন স্থাপন।

পল্লীবাণী ব্যবস্থা কেন, যদি বুদ্ধিমান ও
দলবদ্ধ হইয়া এই সকল সংকার্যে নিযুক্ত হন,
তবে এক বৎসরের মধ্যে হস্তী পল্লীসমূহে
আবার আনন্দের ধ্বনি উঠিবে—শক্তি সামর্থ্য
ও কৰুণা পল্লীর স্বশীতল কোড়ে আবার
আবিষ্কৃত হইবে।

গ্রাম বন্ধুত্বের প্রত্যেক সত্তা। উৎসাহের
সহিত সংকার্যে নিযুক্ত হউন, তবে হৃৎ ধরিজ-
তার জীবন মূর্তি' পাপের পিণ্ডে প্রভৃতি পল্লীর
স্বপ্নাশি নষ্ট করিতে পারিবে না।

হতভাগ্য অন্নভূমির স্বস্বভাবগণ। ভোমরা
কি প্রতি গ্রামে অবিলম্বে সংকার্যের অর্থদান
করিতে আরম্ভ করিবে না?

জীনরেন চন্দ্র রায়।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—:—

(Special for Businessman.)

ABSORBENT COTTON

এব্‌সরবেন্ট কটন প্রস্তুত প্রণালী।

এব্‌সরবেন্ট কটন ডাক্তারদের অস্ত্রোপচারের
কার্যে ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহার একটা
ভাগ, ইহা কতদানের পূর্বে রক্ত টানিয়া লয়।
ইহার প্রস্তুত প্রণালী সহজ, কিন্তু এসেলে ইহা
প্রস্তুত হয় কিনা জানি না।

এখন দুই উৎকর্ষ জৈবীর ফুলা (Cotton)
কে পাতকরা ও পাতকরা কটক বোজার বা
কটক পটাপের জলে সলুইশনে ১৪ মিনিট
করিয়া লইতে হইবে, পাতকরা ও পাতকরা
অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে পাঁচ ভাগ কটক
সোটা দিয়া যে জল হইবে তাহাই লুইতে
হইবে। তাহার ফুলাটিকে নিজেইয়া বস্ত্রের
সমস্ত ইহার জল বাহির করিয়া। কেবলিতে
হইবে। তাহার সেই ফুলাকে পুনরায় ও
পাতকরা ক্রোয়াইড অক লাইসের সলুইশনে
ফুলাইয়া ১৫২০ মিনিট রাখিয়া তাহার পর
একটু জলে পুনরায় কাচিয়া লইতে হইবে।
এখন এই ফুলাটিকে হাইড্রোক্লোরাইড এসি-
ডের জলে দিয়া কাচিয়া লইয়া পুনরায় কটক
সোডার জলে ১৫২০ ফুলাইয়া লইয়া তাহার
পর সাদা জলে কাচিয়া নিজেইয়া সমস্ত জল
বাহির করিয়া শুক করিয়া লইলেই এব্‌সরবেন্ট
কটন হইয়া গেল। ব্যাপার বিশেষ কিছু শক্ত
নয়।

SHOW CARD INK.

শো-কার্ডের কালী।

বড় বড় দোকানের আমালায় ফুলাইবার
অন্য ভাল সাদা কাড বোর্ডের উপর জিনিস
পত্রের নাম ও বিজ্ঞাপন লিখিয়া ফুলাইয়া
দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যে সে কালীতে
তাহা লেখা হয় না, যে কালীতে তাহা লেখা
হয় তাহার নাম শোকার্ড কালী। ইহার
প্রস্তুত প্রণালী লিখিতেছি।

Pure Asphaltum	১৬ আউন্স
তিনিস টারপিন তৈল	১৮ আ:
লিথিট টারপিন	২ কোয়ার্ট
উৎকর্ষ ভূঁয়া	৪ আউন্স
উত্তমরূপে খুঁটিয়া মিশাইয়া কেল তাহার পর কাডের উপর তুলি দিয়া লিখিতে হয়। অবশ্য	

“কাজের লোক সৃষ্টি লোকের অপরিহার্য”—মেদিনীপুর হিঠেবী।

হাতের লেখা ভাল হওয়া চাই, কিন্তু তাহা না হইলেও এরূপ আনন্দকর কালী ক্রয় হইতে পারে।

STONE-WRITING INK.

পাথরের উপর লিখিবার কালী।

খোদাই করা নামের স্টেট আমেরিকার যাবে, মসিমে থাকে অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই সকল খোদিত অক্ষরের মত এক প্রকার স্থায়ী কালী ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ভারজিন ওয়াকস বা বোম	৫ভাগ
সাদা সাবান	১০ভাগ
গালা শেল লাক্স	৬ভাগ
ল্যাম্পের তুলা	৩ভাগ
চর্কি	৩ভাগ

একত্রে গলাইলেই এই কালী প্রস্তুত হইবে, তাহার পর তুলি দ্বারা খোদিত অক্ষরে লাগাইতে হয়। শুষ্ক হইলেই উজ্জ্বল স্থায়ী অক্ষর হইবে।

BEST INVISIBLE INK.

উৎকৃষ্ট অদৃশ্য কালী।

লিন্‌সিড অয়েল	১ ভাগ
লাইকার এমোনিয়া	২০ ভাগ
জল	১০০ ভাগ

এই মিক্সচারকে লিখিবার আগে মাড়িয়া লইয়া লিখিতে হয় এই কালীতে লিখিলে প্রায় ৫-৭ ঘণ্টা পরে একবারে জল দ্বারা ধুইবে, তাহার পর লিখিত কাগজকে জলে ডুবাইলেই পুনরায় লেখা হুটিবে।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—:—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ শ্রীবাসী।

গ্রাহক নং ৭৮১

প্রঃ। কাঁচ আঁটিবার পুড়ি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়?

উত্তর। ফুলপড়ি ১০ তোলা, মসিয়ার তৈল পাকা ২০ তোলা একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট পুড়ি হইবে।

শ্রীশ্রীহর্ষনাথ বোম নং ১২৩৩

প্রঃ। বিনা পুঞ্জিতে কি কি কাজ করা যায়।

উত্তর। “কাজের লোক” পুরাতন খণ্ড সমূহ বোধ হয় ভালরূপে পাঠ করেন নাই, অসংখ্য বিনা পুঞ্জিতে বেকার উপায়ের কথা লিখিত হইয়াছে।

বিনা পুঞ্জিতে ক্যানভাসিং, দালালী, কমিশন এজেন্টস প্রভৃতির অনেক কাজই করা যায়। “বেকারের উপায়” নানক আনাদের পুস্তকেও অনেক উপায় দেখিতে পাইবেন। এক নিখাসে কি আর রামায়ণ পাঠ হয়? এ সম্বন্ধে অসংখ্য বিষয় লিখিতে হয়, তবে বুঝাইতে পারা যায়। কাজের লোকের পুরাতন খণ্ড সমূহে বহুবার প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত জহরলাল দত্ত কলিকাতা।

প্রঃ। ফুলওয়াল রেশমী কাপড়কে পরিকার করিবার সহজ উপায় কি? রেশমী কাপড় কি ঘরে কাচা চলে না?

উঃ। নিশ্চয়ই কাচা চলে। ফুলওয়াল রেশমী কাপড় কাচিতে ইহা পোড়কটীর উত্তমের ছাগটাকে গরম জলে ফেলিলেই গলিয়া যাইবে সেই জলে কাপড় ধানিকে ডিজাইয়া

রাখিয়া তাহার পর কাচিয়া গুলেই রেশমী পরিকার হইয়া যায়। সাবান দ্বারা সিক্ত পরিকার হইলেও ইহার চাকচিক্য অনেক কম হইয়া যায়। কারণ তাহাতে বিবিধ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। এই ওয়াশিং বা কাচা সম্বন্ধে কতক তুলি বিশেষ তথ্য সমগ্রাকারে আমরা প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:—

আমরা অনেক ফরমুল্য “কাজের লোক” প্রকাশ করিয়াছি এবং বেথানে যাহা ভাল পাইব প্রকাশ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কাহারও বিশেষ কিছু আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের কাছে প্রশ্ন করিলে তাহার যথাযথ নিমন্ত্রণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। গ্রাহকগণ ব্যতিত অন্তঃকাহাকেও উত্তর দিই না উত্তর কাগজে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত উত্তর অবকাশ ও সময় সাপেক্ষ। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট দিতে হয়।

কাঃ সং।

Medical Homeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:—

ডাঃ আবু কুল চন্দ্র বিশ্বাস।

বেথানে, যে কোন রকম প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশান) হউক না কেন, প্রথম অবস্থায় ফেরাম কস প্রয়োগ করিলে প্রায়ই আর কোনও ঔষধের সাহায্য লইতে হয় না। চোখ

৩১) ফেরাস ফসফোরাস ফেরাস ফস (Ferum phos) বহন দেখে হলো এক গৃহস্থের বাড়ীর কর্তা কলিকাতা হতে চক্ উটা রোগ লইয়া বাড়ী আসেন। তিনি কলিকাতার অনেক ওষুধ পত্র দিয়ে, বাড়ী আসেন। চোখের বাতনা তো আছে, তা ছাড়া সর্কান চোখের ছই ধার দিয়া পাতলা পুঁজের জার গড়াইত এবং চোখের কর-করানিতে অস্থির হতেন। এ অবস্থার তাঁকে পিচুটা বা ঐ পাতলা পুঁজে নিবারণের জন্ত কেলী সাল্ফ ৩x (Kali sulph ৩x) ৩ গ্রেণ মাত্রার ৪৫ বার সেবন করিতে, এবং ওষুধ লোশান প্রস্তুত করে চোখে প্রয়োগ করবার জন্ত দিলাম, এবং বাতনা নিবারণের জন্ত ফেরাস ফস ও ম্যাগ ফস ৩x প্রত্যেক ওষুধ ২ গ্রেণ মাত্রার পূর্বের ওষুধ সহ পর্যায় ক্রমে ২ বটী অন্তর ব্যবস্থা করিলাম।

২৪ বটী ওষুধ সেবনের পর, পুঁজ পড়ার চেষ্টা কমে ছিল। রস জমার জন্ত, করকরাণি বাতনা কমেছে বলে স্বীকার করেন না। সে দিন কেলী সাল্ফ ৩ মাত্রা আর ম্যাগ-ফস ও ফেরাস-ফস ৩ মোড়া ২৩ বটী অন্তর পরস্পর জলের সহিত সেবন করিতে বলিয়া দিই। পূর্বে দিনমান অপেক্ষা রাতে বাতনা চেয়ে বেশী হতো, এবং রাতে আদৌ ঘুম হতে না। কিন্তু এদিন বেলা ৪টার পর থেকে ক্রমশঃ বাতনা কমে আরম্ভ হয়, রাত্রি ১১টার পর থেকে অনেক কম হয় এবং নিদ্রা আসে। ৪৬ দিন রাতে মোটে ঘুমাতে পারেন নাই। বেলা ৮টার সময় তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখি তখনও তার ঘুম ভাঙে নাই। ৯৮ সাড়ে নটার সময় ঘুম ভাঙে। এক লাঠি ধরে আমার বাড়ী আসেন। ৩৭ দিন আদৌ চাইতে পারেন নাই। পিঁচুটা পড়া খুব কম।

তখন ২ আউল গরম জলের সহিত,

কেলী সাল্ফ ৩x (Kali sulph ৩x) ১৬৫৫ মিশাইয়া বেশ করিয়া চোখ ধোয়াইয়া পরিষ্কার করিলাম। চোখের ভিতর কোথায় যা দেখতে পেলান না। কেবল চোখ লাল ছাড়া, আর কিছু দেখা গেলনা। পাতলা পুঁজ পড়া ছিল না, বরং চোখের কোণে মামড়া পড়া শক্ত পিঁচুটা ছিল। এই অবস্থার রোগীকে কেবল ফেরাস ফস ৩০ (Ferum-Phos 30) ২ গ্রেণ মাত্রার প্রত্যাহ দিন রাত মধ্যে তিনবার করিয়া খাইতে বলিয়া দিলাম। এবং রোদ বা জোর আলোর তাত লাগাইতে বারণ করিয়া, লাল বা সবুজ রংএর চশমা ব্যবহার করতে বলে দিলাম।

কর্তা একটু সুস্থ হইলে তার জ্বর ঐ রোগ হয়, এবং রোগের প্রথমাবস্থাতেই তাঁকে ফেরাস ফস (Ferum-Phos) দেওয়া হয়। নিম্নমিত ফেরাস-ফস (Ferum-Phos) সেবন করিয়া ৩দিন মধ্যেই আরাম হয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে সর্বশুদ্ধ ছেলে বুড়ো নিয়ে ৭৮টা লোক থাকেন।

কেহই এ রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পান নাই। সকলেই কেবল প্রথম অবস্থা হইতে ফেরাস ফস সেবন করিয়া ভাল হয়ে ছিলেন। কেবল একটা ২১/২২ বৎসরের বিধবা মেয়েকে নিম্ন লিখিত মত ওষুধ পত্র দিতে হয়ে ছিল। ইনি প্রথমে রোগ গোপন করিয়াছিলেন। এবং চখ ওঠা অবস্থাতেই ২৩ দিন কাঁচা জলে পুত্রে ডুব দিয়ে স্নান করেছিলেন। মেয়েদের স্বভাব সিদ্ধ মোব (বিশেষতঃ পাড়া গায়ের মেয়েদের) বৈকালে কাপড় কাচিতে গিয়া সর্কান ডোবাইয়া ধোয়া, তাও বাদ দেন নাই। কান্নাই পাঁচ রকম অত্যাচারের ফলে কয়েক দিন ওষুধ খেতে হয়ে ছিল। এ সময় চিকিৎসা না হলে চোখ দুটা নষ্ট হয়ে যেতে পারতো।

চোখ উঠার ১৪১০ দিন পূর্বে তার হাম হয়েছিল, হামের চিকিৎসা এদেশীয় প্রথা মত শীতলার পুকারীর দ্বারা করাইয়াছিলেন তিনিই চোখ উঠা সঙ্গে ও আরোগ্য স্নান করাইয়া দক্ষিণা লইয়া যান। প্রথমে চোখ কর কর করতে আরম্ভ হয়, এবং দুদিন এই রকমে কেটে গিয়া চোখে হল বেধাবৎ বাতনা আরম্ভ হয়। বাতনা সন্ধ্যার সময় হতে বেশী বাড়তে থাকে ও রাতে খুবই বাড়ে। ঐ বাতনা যে কেবল চোখেতেই হয় তা নয়, কপাল হইতে মাথা পর্যন্ত বন্ বন্ করতে থাকে। সকালে চোখের পাতা এমন রকম জুড়ে যায় যে খুব বেশী করে না ভিজালে খোলা যায় না। প্রথম ২১১ দিন চোখ দিয়ে খুব জল পড়তো, তারপর জলের পরিবর্তে পাতলা পুঁজ পড়তে থাকে। চোখের ভিতর খুব লাল, পাতার হলো ও খুব। এ অবস্থার চোখ পরিষ্কার করে চেয়ে দেখলেও ভাল রকম দেখতে পেতেন না এমন কি লোক অধির সামনে দাঁড়ালে ও তিনি কথা না কওঁরা পর্যন্ত চিন্তে পারতেন না। কেবল আত্মচারার জার একটা কি সামনে দাঁড়ালে, এই পর্যন্ত বুঝতে পারতেন। এছাড়া আর এবং আরের উপসর্গ গাবমি বমি, পিপাসা, মাথার বাতনা ইত্যাদি সবই ছিল।

রোগীকে প্রথম দিন ফেরাস ফস ৬x (Farum phos 6x) ২ গ্রেণ মাত্রার প্রতি দুই বটী অন্তর এবং পিচুটা পড়পুঁজের রং ইসৎ হলদে, ডান দিকের কোনে হলদে রঙের পিচুটা পড়া, চোখের পাতার ভিতর বালি পড়ার জার কর কর করা, দুটি শক্তি কম হওঁরার জন্ত কেলী মিওর ৬x (Kali mure 5x) এবং অতিরিক্ত শ্রাব নিবারণ জন্ত ও পড়ার আশঙ্কা থাকার কেলী সাল্ফ ৬x (kali sulph 6x) সর্বশুদ্ধ এই তিনটা ওষুধ পর্যায় ক্রমে প্রতি দুই বটী অন্তর

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

ব্যবস্থা করিতে হইল, এবং চক্ৰে প্রয়োগ করিবার জন্য কেলি সাল্ফার গেস্টার পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল।

তিন দিন ব্যবস্থা মত ওষুধ পত্র ধরে যাতনাদি চেষ্টা কম হয়েছিল, ৪ দিনের দিন সকালে দেখা গেল যে, চোখ জুড়ে আছে বটে, কিন্তু পূর্ণের মত পূজের পরিবর্তে ঘোব চন্দ্র বর্ণ পিচুটী চট (মামড়ী) রহিয়াছে। চোখ পরিষ্কার কবে দিবার পরে দেখা গেল, যে, লাল পূর্ণ চোখে কম, উপরের ফুলো ও কম অণুচ কর কবানি কিছুই কম হয় নাই। ঐ চোখ অপেক্ষা ডান চোখের যাতনা বেশী। চোখে বালি পড়লে যেমন কর কর কবে ঐ ডান চোখের যাতনা ঠিক সেই রকম। ডান চোখের কর্ণিয়া ঞ্জিরিয়ার এবং ধারে একটু ঘায়েব মত বোধ হওয়া এবং গাঢ় হলুদ বর্ণ পূর্ণ নিঃসৃত হওয়া পিচুটী জমা (চটা) ইত্যাদি থাকার পূর্বের ওষুধ বন্ধ করে, কেবল ক্যালি সাল্ফ ৩০x (kale sulph 30x) ও সাইলিসিয়া (Silicea 30x) পর্যায়ক্রমে তিন মাত্রা করিয়া ৬ মাত্রা হিসাবে ছদিনের ওষুধ দেওয়া হইল, পূর্বের লোশন পরিবর্তন করে ক্যালকেব্রিয়া সাল্ফ ৬ (Calc sulph 6x) এর লোশন প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করা হইল। এই মধ্যে এক রাত্রে তরানক যাতনা বৃদ্ধি হইয়া যুন্ না হওয়ার কেলী ফস ৬x ম্যাগ ফস ৬x একত্রে মিশাইয়া ২ মাত্রা দিতে হয়েছিল।

ফল কথা, শেষে সাইলিসিয়া ৩০x এবং ক্যালকেব্রিয়া সাল্ফ ৩০x (Silicea 30x calcarea sulph 30x) রোগীটী জীবিত হয়েছিলেন।

এই বাড়িতেই একটা ১৩ মাসের ছেলেব চোখে উঠে, চোখ খুব লাল হয়, এবং অনবরত জল পড়তে থাকে। সর্দরা হাত দিয়ে বগড়ে বগড়ে উপবেশ পাতা দুটা ফুলে গেছলো।

হয় হিগ না। ২০০ শক্তি প্রদান মিত্র (Natram mure) 200x) মাত্রা হিসাবে তিনদিন মাত্র সেবন করে, বিনা কষ্টে ক্রমশঃ সুস্থ হয়েছিল।

আগামী বাবে একটা গনোরিয়েল আই-রাইটস রোগীর চিকিৎসার বিবরণ বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাঃ শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র বিখাস।

অধ্যবসায়ের আদর্শ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে হুগলি জেলাব অন্তর্গত খানাকুল কৃষকগণের সন্নিকটবর্তী বাধানগর গ্রামে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতা বামকান্ত বারি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন, তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ একজন জমিদার ছিলেন। যে বৎসর ওয়াবেনহেষ্টিংস ভাবতবর্ষের শাসন কর্তারূপে আগমন করেন, সেই বৎসরেই রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন বারি মাতা একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও তেজস্বী বমণী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে “মূল ঠাকুর” বলিয়া ডাকিত। রামমোহন মাতার স্নায় স্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। লোকে বলে মায়ের গুণে ছেলে ভাল হয়, বাস্তবিক আমবা রামমোহনের জীবনে তালা দেখিতে পাইয়াছি।

যে সময় রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন আমাদের দেশে মূল কলেজ বা স্কুলের গাড়ী প্রভৃতি সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং রামমোহন লেখা পড়া শিখিবার তত সুবিধা পান নাই। তখনকার লোকে ইংরাজী পড়িত না, আরবী ও পারসী ভাষা পড়িত। লোক তখন

ও আরবী ও পারসী ভাষা আদিক শেখেন বড় বড় চাকরী হইত। রামমোহন, রাজাকাল, হইতেই আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন এবং নবম, বৎসর বয়সে উত্তমরূপে ঐ ভাষা গুলি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য পাটনার গমন করেন। তথায় ঐ ভাষা গুলিতে পণ্ডিত হইয়া তিনি সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশী গমন করেন, তথায় অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃতে পণ্ডিত হইয়া তিনি বেদবেদান্ত উপনিষদ শিক্ষা প্রভৃতি পাঠ করিয়া “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা” এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

রামমোহনের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি পুত্রের এবিধ আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পুত্র কোন রূপে প্রবোধ না মানিয়া তিনি তাহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং পরিশ্রমে তিক্ততে গিয়া এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তথাকার অধিবাসীগণ উচ্চাৎ এই মত প্রচারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে বন্ধ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তথা হইতে পুরার স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং গভর্ণর জেনারেল অধীনে একটা কর্মে নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পবেই রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৮০০ হইতে ১৮০৩ খঃ অব পর্যন্ত তিনি কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানী করেন। এই জন্য লোকে ইহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলিয়া ডাকিত।

এই কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বারগড় ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন এবং এই সময় তিনি অর্থ উপার্জন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার আগমন করেন এবং পৌত্তলিক

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পুত্রের বিবাহে পারস্য জামার একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন এবং কতকগুলি উন্মোচনী বস্ত্র বস্ত্র সাহায্যে ব্রহ্মসভা নামে একটি করেন এবং পৌত্তনিক পুত্রের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা ও ভাষণ করেন।

রামমোহন রায় প্রথম এদেশে ছাপাখানা করেন এবং নিজ ব্যয়ে বহু পুস্তকাদি ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন, তাঁহার সময়ে এদেশে গদ্য রচনার ব্যক্তি ছিল না। তিনিই প্রথমে গদ্য পুস্তক রচনা করেন, তখন বাংলা ব্যাকরণ ছিল না, তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এই রূপে ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া তিনি দেশের এবং দেশের প্রভূত উপকার সাধন করেন। এতদ্ব্যতীত রেকে তিনি এদেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের জন্তও অশেষ রূপ স্বীকার করেন। রামমোহন রায়ের দুইটা পুত্র এবং একটি পালিত পুত্র ছিল, তিনি পুত্রগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

পুত্রদের হলিবার জন্ত তিনি তাঁহার বাটার বাগানে একটি দোলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, একদা তিনি স্বয়ং ঐ দোলায় হুলিতে ছিলেন, এমন সময় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “রায় মহাশয় কি করিতেছেন?” রামমোহন উত্তর করিলেন, আজ্ঞে আমি জাহাজে করিয়া বিলাতে যাইব কিনা, সমুদ্রে জাহাজ বড় দোলে, তাই হুলিতে শিবিতেছি। নচেৎ সমুদ্র পীড়ায় বড়ই কষ্ট পাইব। রামমোহন রায়ই এদেশে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন। তজ্জন্ত ভারত-বঙ্গীর নিকট তিনি চিরআরাধ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবাসী হুংখী প্রজাগণের হুংখ আনাইতে সর্বদা ইংলণ্ডের পালিয়ার্মেন্টে কতই চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তিনি এই সময় দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে “রাজা”

উপাধী গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খ্রিঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং সর্বদা বৎসর তথায় অস্বাস্থ্য মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১৮৩৩ খ্রিঃ অব্দে ১২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ প্রদাহে রোগে শয্যাগত হন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২৪ ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সের ব্রিটল সহরের একটি সহরে উদ্ভানে তাঁহার ভৌতিক দেহ সমাহিত করা হয়।

পরে দায়কা নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনিষীর গণের চেষ্টায় তাঁহার সমাধি ঐ স্থান হইতে লইয়া আসিয়া আরনোল্ড ভেল নামক স্থানে সমাহিত করিয়া তথায় একটি মনোরম সমাধি মন্দির নির্মাণ হইয়াছে। তাঁহার অসীম অধ্যবসায় এবং স্থিরলক্ষ্যই তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দোপাধ্যায়।

কৃত্রিম মার্কেল প্রস্তুত প্রণালী।

মাস্টার অফ পারিসকে ফটকিরির জলে (অর্ধ ড্রাম এক আউন্স জল) দিয়া কর্দম মাখিয়া ফেলিয়া একটা তাওয়ায় দিয়া অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া ফেল, তাহার পর পুনরায়, তাহাকে শুঁড়াইয়া ফেল, তাহার পর পুনরায় জলে গুলিয়া কর্দমবৎ করিতে হইবে। তাহার পর ইষ্টক গড়া ছাঁচে দিয়া টালি বা পুতুল যাহা ইচ্ছা গড়িয়া ফেলিয়া খুব মৃদু কর, এই কম্পোজিশনের উপর হাইপালিস করা চলিবে। এইরূপ পারিস মাস্টারের টালি করিয়া ঘরের মেঝে প্রভৃতিতে দিলে মার্কেল প্রস্তুতের মতই দেখাইবে।

সাধুবচন সংগ্রহ।

—:—

১। অন্ন, মিষ্টান্ন, ফল, বস্ত্র, ধন, ফুল ও চন্দন দিয়া পূজা ও আরাধনায় যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা নয়, তিনি এই সকল দ্রব্য চান না, তিনি চান কেবল মন, অতএব মনকে স্থির করিয়া ভক্তি পুষ্প দিয়া তাঁহাকে পূজা আরাধনা এবং সাধন করিলে সাধনাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

২। আপনার উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপনা করিও, তুমি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইলে ঈশ্বর তোমার সেই শুভ ইচ্ছা সম্পাদনে সহায় হইবেন।

৩। উচ্চাভিলাষী হইও না, ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাকে সুখকর মনে করিবে।

৪। তোমার কোন গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অস্ত্রের আশ্রয় অধিক আছে, ইহা ভাবিয়া নম্রতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

জীবনী-সংগ্রহ।

মনিবের সহায়ত। হুগলির খ্যাতনামা উকিল ৮ শনীভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ মাসে অতীব প্রথম রোজে বেলা দুইটার সময় একটা ভাড়াটে গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বৈবাহিকের বড়োতে গিয়া-ছিলেন, তিনি যে কাজের জন্য আসিয়া ছিলেন তাহা একজন চাকরের দ্বারাও সম্পন্ন হইত। বৈবাহিক মহাশয়ের বাটীই কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, আপনি আমাদের জন্ত এই রোজে নিজে আসিলেন কেন? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, চাকর-বাকরদেরই পাঠ্য নহ্ন কবে ছিলেম, কিন্তু দেখলুম ভাবি রোজ কাজেই কোন চাকরকে

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

আগেই বসতে পারেন না। ডাক্তার প্রতি
সদয় ব্যবহার আধুনিক জগতে অতীব বিমল।

সদালাপ—

প্রতিজ্ঞা রক্ষা।

শান্তিপুরে কোন সময়ে এক মেছুনী দারুণ
গ্রীষ্মের সময় মাহ বেচিয়া তুফার ছাতি কাটিতে
কাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের
প্রান্তস্থ মূর্খীর দোকানের নিকট জল জল
বলিয়া বলিয়া পড়িল। উহার অবস্থা দেখিয়া
মুদী শীঘ্র জল লইয়া আসিলে মেছুনী বলিল,
না—না—বোঝ আমি সেই বোঝা গোস্বামীর
পুত্রের মাথা খাই, তবে ত জল খাব, মজনী
গোস্বামী ত্রীলোকটী গুরুজল খাইতে বাইরা
তাহার স্মরণ হইল, ইষ্ট মন্ত্র জপ করা হয় নাই।
অতিশয় শিলাসাৎ সময় মেছুবীর এমন বাগ
হইয়াছিল সে, যে তাহার গুরু নাম বিকৃত
করিয়া বলিয়া ফেলিল, এবং গুরু পুত্রের মাথা
খাটিতে চাহিল। কিন্তু তবু তাহার ইষ্ট মন্ত্র
জপ ভুল হইল না। সদালাপ।

Eyes and how to pre-serve them.

চোখের কথা।

—:—:

চক্ষু (চোখ) নানা কারণে দৃষ্টি শক্তিহীন
হয়ে পড়ে, সাবধান না হইলে চক্ষুর নানান
দীর্ঘতায় সেই অল্প চোখের সম্বন্ধে হুচল কথা
বলা মন্দ হবে না।

চক্ষু রক্ষা করিতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম-
গুলি অতি অবশ্যই পালন কর্তে হবে।

ডাক্তার লন্ডি (Dr. Lundy)
অনেক দেখে শুনে নিয়ম গুলি দিব বরে
দিরেছেন।

১। ক্ষীণ আলোকে কখন লেখা পড়া
কবিত্তে নাই, চক্ষু খাবাপ হয়ে যায়।

২। আলোক পাথ হইতে আবদ্ধ,
সমুদ্র বা পশ্চাতে আলোক রাখিয়া লিখিতে
পড়িতে নাই।

৩। পীড়া হইতে উত্তীর্ণ, ক্লান্ত পরীরে
পড়িতে বসিতে নাই।

৪। এক সময়ে অধিকক্ষণে চক্ষুকে
পরিশ্রান্ত কবিত্তে নাই।

৫। শরন কবিত্তা কখন অধ্যয়ন কবিত্তে
না, ইচ্ছাতে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইয়া বাইবার বহু
কাষণ আছে এবং প্রকৃতই দৃষ্টি শক্তি হীন হয়।

৬। অনেকে শরন করিয়া উবু হইয়া শরন
কবিত্তা পাঠ কবেন। ইচ্ছাতে চক্ষু এবং
মস্তিষ্কের বক্তাবিকা হইয়া দৃষ্টি শক্তি হীন হয়।

৭। অতি ক্ষুদ্র অক্ষরের পুস্তকাদি
পড়িতে নাই।

৮। চক্ষু বদোষ ঘটলে উপযুক্ত চসমা
ব্যবহার করিতে হইবে, নচেৎ চক্ষু অবস্থা
ক্রমেই খাবাপ হইয়া পড়িয়াইবে।

৯। শাস্ত্র রক্ষার দিকে দৃষ্টি বাধিতে
হইবে। মাদকদ্রব্য বধা মত্ত, তামাক, সিগারেট
চুট প্রভৃতির অমিতাচারে চক্ষু নানা রোগ
জন্মিয়া থাকে।

১০। প্রতিদিন খোলা বাতাসে কিছু
ক্ষণ ভ্রমণ কবা উচিত, পরিমিত পরিশ্রমও
আহাব দ্বারা শারীরিক অবস্থার উন্নতি কবা
উচিত। ইহা তিন্ন ল্যাম্প প্রভৃতির উজ্জ্বল
আলোকে উপর শেড থাকা উচিত। ইহা
দ্বারা বলা হইতেছে যে, অতি উজ্জ্বল আলোক
চক্ষুর পক্ষে নিবাপন নহে। অনেকেই
উপবোক্ত নিয়মে চলেন না, বিশেষ আমাদের
দেশের ছাত্রগণ, ইহা শরন করিয়া বাতীত
পড়িতে পারে না এবং অতি অল্প বয়সেই
চক্ষু দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া বসেন “সারেন্টিকিক
আমেবিকা” নামক প্রসিদ্ধ আমেরিকান
পত্র হইতে বয়েকটি সভাচর পীড়ার ঔষধ
আগামীবাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভক্তির ভগবান।

শ্রীমদ্ভক্ত

(গল্প।)

“খাও ভ্রামহন্দব খাও, নইলে দেখছ
চাক্কা, বাবা দিলে খাও শশীকাকা দিলে
খাও আমি দিলে খাওনা কেন? খাও নতুবা
মাথা গুড়া করে দেবো।”

এই কয়েকটি কথা বলিয়া একটা একা-
দশ বর্ষের ব্রাহ্মণ বালক তাহার পৈত্রিক
বিগ্রহ ভ্রামহন্দবের নিকট অনাবৃত দেহে
একটি অনতি ক্ষুদ্র বস্ত্র দণ্ড হস্তে লইয়া
দাঁড়াইয়া আছে।

বালকের সম্মুখে উচ্চ মুগুর বেনীব উপর
একখানি অতি পুণ্যতন কঠিনসনে সামান্ত্রিক
কায়ার লোহিতবর্ণের, ছিন্ন প্রায় ক্ষুদ্র একটা
জ্বাতপতলে, কক্ষ প্রান্তরের ভ্রামহন্দব বিগ্রহ
নিবাস কবিত্তেছেন।

এক সময়, এই বিগ্রহ, বালকের পিতামহ
পিতামহগণ কর্তৃক অতি মহামূল্যে বেশ
কায়ার অত্যধিক আদবে পূজিত হইতেন।
জ্বালের বৈচিত্র ময় ঘটনার আবর্তে আজ,
সেই বিগ্রহ, দারিদ্র্যের পূর্ণ পরিণতির আচরণে
একখানি জীর্ণ প্রায় গৃহে, ভগ্নপ্রায় চতুর্দোলে
ছিন্নপ্রায় জ্বাতপতলে, নষ্ট প্রায় শয্যায়,
সামান্ত মূর্ত্তিপ্রমাণ জ্বাতপতলে, তৈল—শূন্য
শাক সিক্তভোজ্যে, সহজ প্রাপ্যতুলসী জল
আব বনজকুসুম পূজিত হইতেছেন।

পূর্বের সম্পদ, দাবিজতার আবরণে আজ
দিত বলিবা ভ্রামহন্দবের বর্তমান সেবক এই
বালকের পিতা শ্রীমদ্ গোবিন্দ গোবিন্দ
পরিবারের গ্রামাচ্ছাদন আর স্বয়ং চিব
আরাধন গ্রহণে অর্জনাৎ জন্ম, তিকা প্রাপ্তি
আশার, আগাততঃ কিছুকাল স্থানান্তরে গিয়া-
ছেন। গৌন্দানী বাড়ী হইতে বাইবার সময়,

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

একটি প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ যুবকের উপর পূজার তার দিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি সকল সময়েই মানবের অত্যাচার করে। গৌরিচরণের স্ত্রী এবং ভগ্নি সকলদিন ঠাকুরের পূজার আয়োজন ঠিক সময় মত করিতে পারেন না বলিয়া প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক শ্যামসুন্দরের পূজার তত মনোযোগ প্রদান করিতেন না।

একদিন প্রাতে গৌরিচরণের সহোদর হরিদাসী প্রাতঃপূত্র রাধাচরণকে লইয়া কোন এক ধর্মীর গৃহে অর্ধাধেষণে গিয়াছেন। রাধাচরণের প্রতি কৃষ্ণদাসী ঠাকুরের পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য, একটি অর্ধ ভয় ফুলের সাজি লইয়া পুষ্পাদি চরন করিয়া তাম্রের শিখাগুলি পরিকার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেননা, আতপ চাউলের অভাবে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না, প্রতিবাসী দেবর শশীকে ডাকিতে সাহস হইতেছে না। বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। স্বর্গদেব ওরুগভীর মূর্তিতে গৌরিচরণ গোম্বারীর বিগ্রহ কুটিরের উপর তাপ বিকীর্ণ করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে বাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কুটিরের নিকটবর্তী নিম্নতরুর পত্রপল্লবদল ভাকররাগে রঞ্জিত হইয়া একরূপ অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। রাধাচরণের জননী সেই অর্ধ শীতল, অর্ধ উষ্ণ তরুণতলে বসিয়া পূজার দুর্গাদল উত্তির করিতেছেন। ঠিক এই সময় প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ স্নাত হইয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর গৃহের দ্বার খুলিয়া পূজার কোন আয়োজন না দেখিয়া মুগ্ধ ভক্তি করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল—“ওগো রাধারাম! আমি আর তোমাদের ঠাকুর পূজা করিতে পারিব না। বেলা দেড়প্রহর অতীত হইল, এখনো দুটো ফুল তুলিয়া সংগ্রহ করিতে পার নাই। আমি বেতনের

চাকর দই যে, তোমাদের হুঁসিয়া বুকিয়া হুঁসিয়া আনিয়া নানাহার পরিচর্যা করিয়া পূজার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। ঠাকুর দেবতার প্রতি বাহাদের ভক্তি নাই,—যত নাই, তাহাদের আবার ঠাকুর রাখা কেন? আমি হলে অমন ঠাকুর জলে কেলে দিতাম।”

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ দুই এক পদ করিয়া চলিয়া গেল। কৃষ্ণদাসী অদ্য আবার ঠাকুরের পূজা হইল না, তাহারা স্বামীর প্রতি অভিমান,—আর দারিদ্র জনিত দুঃখের চিন্তা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে কান্দিয়া ফেলিল। মর্যাদিক বেণনার অধীরা হইয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল, শ্যামসুন্দর আর বাতনা দিও না—ঠাকুর! এই চক্ষে এই পোড়াক্ষে, তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দেখিয়াছি, এই হাতে এই হতভাগিনী তোমার ক্ষীর সর নবনী দিয়া ভোগ দিয়াছে। আর আজ তোমার পূজার জন্য মুষ্টিমাত্র আতপ চাউলের অভাবে, নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে পারি না, তোমার সেবক গৃহত্যাগী, তাহার ভগ্নি ও পুত্র ভিক্ষা করিতে পরের নিকটে গিয়াছে। ঠাকুর! আর আমি সহ করিতে পারি না, হুদিন তোমার ভোগ দেওয়া হয় নাই, পোড়া উরুও তাই জলটুকু পর্যন্ত পড়ে নাই, আবার আজ বুকি, তোমার পূজাও করাইতে পারিলাম না, শ্যামসুন্দর! তোমার সেবক পুত্র রাধাচরণ বালক—পূজার ধ্যান মত্ত জানেনা, বিধি কিয়া জানেনা—হরি! তুমি কালালের ঠাকুর, আমার ন্যায় কালাল আর দুটি আছে? উঃ বুক ফেটে গেল যে ঠাকুর, তোমার পূজা পর্যন্ত হবে না, আমাকে তাও আজ দেখতে হলো।

ব্রাহ্মণ পত্নী আর বলিতে পারিল না— তাহার বাস্প বিরুদ্ধ হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল, চক্ষু জল ভরা, কিন্তু ঘোর চিন্তা,

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

অনলের তাপে দুই চক্ষু কণ্ঠ রক্তিম, খাল প্রস্থান করত অথচ গভীর।

এই সময় রাধাচরণ আর তাহার পিতৃ বঙ্গা দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণদাসীর বিষাদ বিহ্বল হৃদয় সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এনেছ”! চাউল এনেছ! দেও। হরিদাসী কহিল, বউ চাউল আঁচলা খানেক এনেছি—কিন্তু পরসে একটীও পাই নাই।

কৃষ্ণদাসী চাউল পাইয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইল, ক্রত গতি পুতুর হইতে নান করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিল। রাধাচরণ আর তাহার পিসি, প্রান্ত শরীয়ে প্রান্তনের নিম্নতরুতলে বসিয়া পূজার আয়োজন দেখিতে লাগিল। বৈশাখী রোজের অনন্ততঃ রাধাচরণ বেন অর্ধসিক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার জননী তাহাকে পূর্বের সেই বিরক্ত হৃদয় ব্রাহ্মণকে ডাকতে পাঠাইল। স্বর্গতল্য বালক বিশ্রাম রাখিয়া, শশীকাকা! শশীকাকা! বলিতে বলিতে তাহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। গিয়া ঘাং দেখিল, তাহাতে তাহার বালক হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। মাথার মধ্যে এক বৈদ্যাতিক কল্পনা উপস্থিত হইল। স্বর্গ-তাপে পঞ্চশমে শরীরের শোণিত যতটুকু উত্তপ্ত হইয়াছিল, এই ক্রিয়া দেখিয়া তাহার সেই শোণিত একেবারে জমাট বান্ধিয়া গেল। বালক জীবনে বাহা কখনো জানেনা, বাহা করনাও করিতে পারে নাই তাহা চিন্তা করিয়া চিত্র সুপ্তলিকার ন্যায় নিম্পন্দ নিরব হইল।

রাধাচরণ দেখিল—শশী আহা করিতে বসিয়াছে। উপায়?—শ্যামসুন্দরের পূজা কে করিবে? রাধাচরণ অবশ হইয়া শশীর সম্মুখে মাটিতে বসিয়া কান্দিয়া ফেলিল। বালক কাকা, তুমি খেতে বসেছ, ঠাকুরের

পূজা করলেন না।—ও শ্যামসুন্দর! তোমার পূজা হলো না। অন্য দুই দিন তুমি উপবাসী আছ, আজ আবার তোমার পূজা হবে না, উপায় কি, মম আর পিসিমা অন্যই মন্দির বাইবে। তোমার ভোগ দিতে পারেন না বসিমা মা আর পিসিমা অন্য দুই দিন নুখে জল পর্যন্ত দেন নাই। আমিও আহার করি নাই। কাল রাতে কেবল তোমার বৈকালির সামান্য একটুকু আদপাকা পেঁপে খেয়ে আছি। হার হার শ্যামসুন্দর, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া গোবাসীর পূজা হইয়া তোমার পূজা শিখি নাই—মন্ত্র জানি না, এই গ্রামে আর ত ব্রাহ্মণও নাই, এখন উপায়? কি হলো গো—

শ্যামসুন্দর রাধাচরণ এইরূপ বলিতে বলিতে কানিয়া আসিয়া পিসিমার পায়ে উপর পড়িল। বালকের মধ্যান্তিক কষ্ট দেখিয়া প্রভাত্যপন্ন মতি হরিদাসী বলিল—বাবা! তুমি কেননা—তোমার শশীকাকাকে আর ডাকিতে হইবে না। আমি মন্ত্র জানি—তোমাকে পড়াইয়া দিতেছি—তুমি বাবা পার, তাই হবে। তাহাতেই তোমার শ্যামসুন্দর তুষ্ট হবেন। তুমি যাও, স্নান করিয়া সন্ধ্যা সারিমা এসো, দুদিন মুখে মুখে মন্ত্র পড়িলেই শিখিতে পারিবে। হরিদাসী মন্ত্র জানে শুনিয়া বালক মহা-আনন্দিত হইল, তাহার ক্ষুধা পিপাসা পীড়িত হৃদয়ে এক বিহ্বলগতি ছুটিয়া গেল। আফ্রা-দের আবেগে রাধাচরণের দেহে এক অতুল পুরুষ আনন্দের খরস্রোত প্রবাহিত হইল। হাসিতে হাসিতে সেই বিহ্বলের গলিতাশ্রু মুছিয়া ফেলিল। তাহার বালক হৃদয়ে ভক্তি দেবী অঙ্গন পাতিয়া বসিলেন, রাধাচরণ জলভরা নেত্রে মধু পুলকে কহিল, পিসি মা!

আমি তবে স্নান করিয়া, শীঘ্র সন্ধ্যা করিয়া আসি। তুমি মন্ত্র পড়াইবে, আমি স্নান স্নানকে পূজা করিব। মা তুমি এই ঠাল

লইয়া তাত রাখি। আন—পিসিমা! আমি আন শ্যামসুন্দরের পূজা করিব। তাহার ভোগ দিব। আর শশীকাকাকে ডাকিব না—বসিমা! বালক মহা আফ্রাদে ছুটিয়া গিয়া জলে পড়িল। আজ আর তাহার আনন্দ ধরে না, ঠাকুর পূজা করিতে পারিবে ডাবিয়া বালক একেবারে আফ্রাদে ভরপুর হইয়াছে। আবার হুঁ পূজা নহে, ভোগ দিবে, আরতি করিবে এ আফ্রাদে আর রাখা-চরণ হৃদয়ে ধরিতে পারিতেছে না—অন্ত দিনের জ্বর আর রাখাচরণ জলে গিয়া স্তবরণ দিলনা, ডুব দিয়াই সিক্তগাত্রে অন্ত তাবে সন্ধ্যা করিয়া ঠাকুর গৃহের নিকট উপস্থিত হইল।

বালকের তত্ত্বপূত ব্যবহার দেখিয়া চিরব্রহ্মচর্যভ্রাতাশালিনী হরিদাসীর ভক্তির সর্বতোমুখী সূত্রা জাগিয়া উঠিল। বলিল বাবা! তুমি—ভিক্ষে কাপড় ছাড়িয়া এসো, এই দেখ তোমার পূজা লইবেন বলিয়া শ্যাম-সুন্দর হাসিতেছেন। তোমার পূজার ঠাকুর বড় তুষ্ট হইবেন।

এই সময় আকাশের স্বর্গ পশ্চিম ভাগে হেলিয়া পাড়িয়াছে। তাহার অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ রশ্মি জালে ভয় ঠাকুর গৃহের চাণা ভেদ করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের মুখে সমুদাসিত হইতেছে। ঠাকুর মূর্তীবন্দন যেন সেই আলোকে হাসির অভিনয় করিতেছেন। রাধাচরণ পিসীর কথার চাহিয়া দেখিল, প্রকৃতই যেন শ্যাম-সুন্দর হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। তখন রাধাচরণ কহিল পিসিমা! আমার শুক বস্ত্রখানা রাতিবাসের, তুমি মন্ত্র পড়াও আমি এই ভিক্ষা কাপড়েই ঠাকুরপূজা করিতেছি। এই দেখ, কাপড় শুখাইয়া উঠিল। ভিক্ষে কাপড় পরিয়া পূজা করিলে তো ঠাকুর অসন্তুষ্ট হইবেন না?

হরিদাসীর উপদেশানুসারে রাধাচরণ পূজার ক্রমগুলি করিয়া বাইতে গেল। আচমন করিয়া জলভক্তি করিল, স্বর্গার্থ দিল। পঞ্চমেকতাদির পূজার সময় গণেশের ধ্যান মন্ত্র, গজেন্দ্রবন্দন শুনিয়া একটুকু হাসিল—কেমনা বাবলা পাঠশালার তাহার হাতধুতি পর্যন্ত পড়া ছিল, বাহাতে অল্প বিত্তর ভাষা জ্ঞান হইয়াছিল। গণেশের ধ্যান মন্ত্র শুনিয়া বুকিয়া হউক, আর না বুকিয়া হউক, বালক তাই হাসিল, হরিদাসী বলিল, বাবা! অশ্রমক হইও না—ঠাকুর তাহলে রাগ করিবেন। বালক কিন্তু এই উপদেশ শুনিবার আগেই স্থিরচিত্ত হইয়া ঠাকুরের স্নানের জন্য কুণীতে জল লইয়া বসিয়াছে। হরিদাসী তখন বলিল বাবা! তোমার গায়ত্রী পড়িয়া ঠাকুরের ঘান করাও, বেদ মন্ত্র আমাদের বলিতে নাই। হরিদাসীর উপদেশানুসারে গায়ত্রী পড়িয়া স্নান করাইল, পরে বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া যথাস্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া চন্দনসংযুক্ত পুষ্প ও তুলসী দল হস্তের অঞ্জলি মধ্যে স্থাপন করিয়া রাধাচরণ বলিল, বল পিসিমা ধ্যান মন্ত্র বল। হরিদাসী পড়াইল, ধ্যান মন্ত্র সবিত্তমন্ত্রমধ্যবর্তী, নারায়ণ সন্নিসিদ্ধাসন সর্গিষ্ঠিঃ কেয়ুরবানকনক কুণ্ডলবান কীরীটাহারী, হিরণ্যর বপুর্ধৃত শঙ্ক-চক্রঃ, ধ্যানমন্ত্র পড়াইতে পড়াইতে হরিদাসী দেখিল বালক মুদিতনেত্রে—নিম্পন্দ—নীরব নির্বাক—নিশ্চল। যেন এক অপূর্ণ জ্যোতি রাধাচরণের সর্বদেহে আচ্ছাদিত। কটীকার অগ্রবর্তী প্রশান্ত প্রকৃতির জ্বর সুখবালক সংজ্ঞা শূন্য।

হরিদাসী বলিল—দাও, ফুল মাথায় দাও, রাধাচরণ ফুল তোমার মাথায় দাও। রাধা-চরণ নীরব। হরিদাসী ডাবিল—রোড়ে উত্তপ্ত বালক সহসা শীতল জলে অবগাহন করিয়া সদিগর্ম্মিতে এরূপ হইয়াছে। তাই কহিল—বাবা রাধাচরণ—এটা তোমার

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মাসিক ষাণ্মাসে আরার ধ্যানমগ্ন পড়িয়া কুল
ঠাকুরের পক্ষে বিদ্যা পূজা কর। পূজা সমাপন
করিয়া নৈবেদ্য হইতে কিছু লইয়া প্রসাদ
পাও, শরীর সুস্থ হউক।

রাধাচরণ কিছু অন্তরঙ্গ। এই ভাবে
প্রায় এক মিনিট অতীত হইল। তাহার
পক্ষ রাধাচরণ বলিল—গিদিয়া, ধ্যান মগ্ন
আবার বল। তোমার মস্ত পড়িতে পড়িতে
বাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে দেখি নাই
আহা এমন মিঠে মিষ্ট আলো! বল
গিদিয়া আবার ধ্যান মগ্ন বল,—আবার
পড়ি, আবার সেই আলো দেখি। বলিয়াই
বালক কান্দিয়া ফেলিল। পরে হরিদাসী
আবার পূজার ক্রমগুলি করাইয়া মস্ত পড়ে
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে বলিয়া পড়াইল।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গোত্রাঙ্গহিতায় চ।
অগচ্ছিতী ত্রীকৃষ্ণার গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায় বিশ্বহিতাত্ত্বহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

রাধাচরণ প্রণাম করিতেছে, এমন সময়
তাহার জননী একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণপ্রস্তরের
খালায় সেই তাহার পূর্বের তিলকাক আতপায়
আর তৈলশূন্য শাক সিদ্ধ আনিয়া কহিল—
নেও শ্যামসুন্দর এই নেও। ঠাকুর কি। ষাও
ভূমি স্নান করিয়া এসো। রাধাচরণ ভূমি এই
অন্ন তোমার শ্যামসুন্দরকে স্নিবেদন করিয়া
দাও, আমি আর কিছু অন্ন পাক করিগে। কৃষ্ণ
দাসী প্রস্থান করিলে পর হরিদাসী রাধা-
চরণকে সংক্ষেপে ভোগ নিবেদনের মন্ত্র শিখা-
ইয়া রান্নে গেল।

রাধাচরণ তখন পিতার দৃষ্টান্তে গৃহের
দরজা রুদ্ধ করিল। ভোগপাত্র ঠাকুরের সম্মুখে
রাখিয়া বলিল—ষাও শ্যামসুন্দর ষাও।

রাধাচরণ তখন ক্ষুৎপিপাসায় বড়
কাতর। ঠাকুর আহার না করিলে খাইতে
পারিবে না বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রত-

সেন বিগ্রহ মুরলী রাখিয়া আহার করিতে-
ছেন না, দেখিয়া কৃধাতুর বালক বিরক্ত হই-
তেছে। বিরক্তির পরিণতি ক্রোধ, তাহার
পর বালকের ক্ষুদ্র স্বরকে আক্রমণ করিল—
তখন ঠাকুর গৃহের দরজায় এক খণ্ড বংশদণ্ড
“লইয়া ক্রোধে বলিল, ষাও শ্যামসুন্দর ষাও
নইলে দেখছো, ঠাকুর ঘরে খাওয়াইব।”

ব্রজ বালক সখা ভক্তের হৃদয়মন শ্রীভগবান
তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না
বিগ্রহরূপী শ্রীহরি প্রকৃতই অস্থির হইয়া
পড়িতে লাগিলেন।

আহা ভক্তির ভগবান—ব্রজে গোপবাল-
কের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। ক্রোধান
একদিন শ্রীদামের বীরভাবমাধুর্য্যে উচ্ছিষ্ট
পায়সার পর্য্যন্ত আহার করিতে যে শ্যাম-
সুন্দরকে অস্থির হইতে দেখা গিয়াছে, তিনি
যে আজ এই বালকের ভক্তি পূর্ব বীরভাবে
বিতোর হইয়া শাকার আহার করিবেন, ইহার
আর বিচিত্রতা কি?

রাধাচরণের বাক্যে বিগ্রহ শ্যামসুন্দর
অধরের মুরলী জীবৎ সরাইয়া হাত বাড়াইয়া
অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দুইটা শাক সিদ্ধ
মিশ্রিত অন্ন মুখে দিলেন।

এই সময় ব্রহ্মচর্য্য শালিনী, হরিদাসী
আসিয়া ডাকিল—রাধাচরণ আমি তোমাকে
ভোগ নিবেদনের পর প্রণাম মন্ত্র না বলিয়া
স্নানে গিয়াছিলাম। দরজা খোল, প্রণাম
মন্ত্র পড়াইয়া দি। রাধাচরণ কপাটের অর্গল
মুক্ত করিল। হরিদাসী দেখিলেন—ঠাকুরের
শ্রীমুখে শাককণা ঝুলিতেছে—বলিল, ও কি
রাধাচরণ, তুমি কি শ্যামসুন্দরের মুখে ভাত
আর শাক গুলিয়া দিয়াছ; বালক বলিল
না—ঠাকুর আপনিই শাক দিয়া ভাত খাইয়া-
ছেন। তখন হরিদাসী স্তম্ভিত হইল। ভাবিল
সেকি—শ্যামসুন্দর সত্য সত্যই কি আহার
করিয়াছেন। তখন পূজার সময়ের ঘটনা সমূহ

তাহার মরণ হইল—দুই বড় ঘোড়ে এসো, দেখ
আজ তোমার রাধাচরণ রাধারমণকে প্রকৃতই
শাকার আহার করাইয়াছে। কৃষ্ণদাসী দুটো
আসিয়া ঘেবিল, শাককণা শ্যামসুন্দরের মুখে
ঝুলিতেছে তখন আশ্চর্য্যে—আনন্দে—
বিস্ময়ে—প্রেমে—ভক্তিতে—কৃষ্ণদাসী ভূমিষ্ট
হইয়া প্রণত হইল। হরিদাসী দাঁড়াইয়া দাঁড়া-
ইয়া নিম্পন্দভাবে নরুন জলে সিক্ত হইতে হইতে
সকল দেখিল। তার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া
বলিল—বউ! “আজ হইতে এই বংশ সিদ্ধ
হইল।” আর দরিত্রতার ভয় করি না—আজ
হইতে আমরা মহাধনী, অগভের সারধন নীল-
মণিকে হাতে পাইলাম। সংসারের মান সম্বল
ঐশ্বর্য্য আর চাইনা, এসো দুজনে রাধাচরণকে
কোলে করিয়া রাধারমণের নামগানে জীবন
ধন্য করি। আর এই মহাপ্রসাদ মন্তকে
করিয়া প্রসাদ পাই। আমাদের গাপভাপকিষ্ট
নর জন সার্থক হউক।

এই সময় বৈশাখের দিবা প্রায় অতীত
হইয়াছে। সূর্য্য কিরণ মিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।
সেইশ্রম রূপ উৎপাদক উষ্ণতা আর নাই।
দুই প্রহরে উত্তাপ পরিক্রিষ্ট সমীরণ এখন
একরূপ শীতল হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দে
প্রেমে ভক্তিতে রাধাচরণের মাতা আর পিতৃ-
স্বসা—রাধাচরণের সহিত সেই মহাপ্রসাদ
লইয়া প্রায় গোধূলি সময় সেই প্রাক্কনে
বসিয়াই আহার করিল। শ্রামসুন্দরের সেবা
পূর্ণ হইল। দরিদ্র গোবীচরণ—গোবামীর
পরিবার বর্গের অন্ন হইতে ইহপরকালের
সকল অভাব দূর হইল, এবং তাহার সিদ্ধবংশ
মধ্যে গণ্য হইল। ব্রাহ্মণ সমাজ।

ডাক্তার—শ্রীমোকদাচরণ ভট্টাচার্য্য

কাব্য বিনোদ।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

(চমক)

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় ঔষধের ব্যবহার।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত :—

কালমেঘ :—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ। বাংলাদেশ ইহাকে কালমেঘ, দেশ বিশেষে কলনাথ ও যবতিলা, উৎকলে ভুই নিম ও হিন্দীতে ববোচি বলে। ইহা দেখিতে লক্ষা গাছের স্তর। ইহার পত্র লক্ষা পাতার স্তর হ্রস্ব ও শ্রামল। পত্রের বর্ণ মেঘের স্তর শ্রামল বলিয়া, বোধ হয় ইহা ব নাম কালমেঘ হইয়া থাকিবে। ইহা বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র জন্মে, কোপ ও আগাছার মধ্যে ইহার জন্মস্থান। আয়ুর্বেদ মতে ইহা তিক্ত, অম্ল, রস, বিরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিবর্ণতা আম দোষ ও বিষদোষে উপকারক, এতদ্বিত্ত কাল মেঘ বেদনানাশক।

ব্যবহার—কোষ্ঠকাঠি, পেটকামড়ান বক্তের দোষ, বক্ত ও মীহা বৃদ্ধি সহ জ্বর-রোগ, প্রভৃতিতে ইহা মন্ত্রশক্তির স্তর কার্য করে। ইহার স্তর পিত্তনিঃসারক গুণ দেশীয় ভেষজবলীর মধ্যে আছে কিনা, আমার জানা নাই। বিশেষতঃ বালকদিগের ইন্ফেন্টাইল লিভারে (Infantile Liver) ইহার স্তর অধোপকারী মহৌষধ প্রায় দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষারমোহে পড়িয়া আমরা এমন একটা মহৌষধ ব্যবহার কবিত্তে আদৌ সক্ষম নহি। পূর্বে আমাদের প্রাচীন মহিলারা শিশুর জন্ম হইতেই শিশুকে “আলুই খাওয়াইতেন। এই কালমেঘই আলুইয়ের প্রধান উপাদান। শুটকরেক জোয়ান, লবঙ্গ ও বড় এলাচ সহযোগে প্রস্তুত, এই

আলুই দ্বারা তৎকালে শিশুর উন্নয়ন সাধিত বাবতীর পীড়াই আরোগ্য হইত। এমন কি শিশু দুধ তুলিলে তাহাকে কালমেঘের রস অর্ধ ঝিঙ্ক মাত্র খাওয়াইয়া আরোগ্য করিতেন। বাটা হউক, কালমেঘ যে বক্ত ও দোষের অমোঘ মহৌষধ, তদ্বিবরে বিস্ময়াজ মতভেদ নাই। এক্ষণে “একট্রাষ্ট কালমেঘ লিকুইড” অনেকে আলুইয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে ছেন। ডাক্তারগণ ইহার পিত্ত নিঃসারক গুণে মুগ্ধ হইয়া, এক্ষণে এই দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিতেছেন।

গুলঞ্চ :—ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ। বাংলাদেশ ইহাকে গুলঞ্চ বা গোলঞ্চ ও হিন্দীতে থড়ক বলে। গুলঞ্চ প্রায় সর্বত্রকার বৃক্ষের উপরে উঠিতে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত নিম ও মিসিন্দা জাত (অর্থাৎ বাহা নিম ও মিসিন্দা বৃক্ষে উঠে) গুলঞ্চই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্বেদ মতে গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায় রস, মধুর পাক, উষ্ণ-বীৰ্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, কুষ্ঠ, মেহদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, বমি, বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ ও হস্ত্রোগের উপশম কারক।

ব্যবহার :—আয়ুর্বেদোক্ত বাবতীর অব নাশক পাচনাবলির মধ্যে গুলঞ্চের বিশেষ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এতদ্বিত্ত প্রমেহ প্রভৃতি মূত্রবন্ত্র সংক্রান্ত রোগে গুলঞ্চের চিনি বা সারাংশ ব্যবহার করা হয়। গুলঞ্চ কটু তিক্ত কষায় রস সম্পন্ন বলিয়া ইহা অব বোগেব সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক বলিয়া এতাবৎ কাল আমাদের মহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

পেঁপে :—বঙ্গবাসী নিকট পেঁপের পরিচয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

বাঙ্গালার ইহাকে পেঁপে এবং উৎকলে অকুজাও বলে। আয়ুর্বেদ মতে কাঁচা ও পাকা উভয় পেঁপেই শীতবীৰ্য রুচিকর, অগ্নি বর্দ্ধক, পাচক, সারক, স্মৃটিকর ও বায়ুনাশক এবং অর্শ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, মীহা প্রভৃতি রোগে উপকারক। পেঁপের আটা মীহা ও গুল্ম রোগে উপকারক এবং আঁচিল ত্রণ ও জিহ্বা কত প্রভৃতির উপশম কারক। পেঁপের গুল্ম এই পেঁপের আটার উপরই নির্ভর করে, সুতরাং কাঁচা পেঁপেই অধিক উপকারী। কাঁচাও মতে পেঁপের আটার উপরোক্ত গুণ ব্যতীত ইহা দারু শৈথিল্যকারক পাচক জর দাহক, পিত্তনিঃসারকতা গুণ বহন নিবারণক।

ব্যবহার :—ইহার পিত্ত নিঃসারকতা গুণ থাকার মীহা ও বক্ত রোগে এবং পাচকতা শক্তি থাকার জ্বর, অজীর্ণ অগ্নি-মার্ক্য ও আমাশয়াদি পীড়ার সর্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। বিলাত হইতে “পেপেইন” নামক ঔষধটি এতদ্রূপে আমদানী হয়, পেঁপেব আটাই উক্ত ঔষধের প্রধান উপাদান। কিন্তু দেশের ও দেশের চর্চাপ্রাচলিতঃ আমরা এ দেশীয় দেশীয় মহৌষধটির গুণাবলী লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলেও অত্যাতি হয় না। আর এক কথা, বাহা সর্বত্র সহজে প্রাপ্য দ্রব্য, এক্ষণে ঔষধের গুণাবলীর প্রতি আমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই। জিজ্ঞাসা করি, শ্রীভগবান্ কি এতদ্রূপে বোগ সৃজন করিয়া তাহার ঔষধ প্রস্তুতের ভার সাত সমুদ্র তের নদীর পর পারের ব্যক্তিগণেরই অর্পণ করিয়াছেন? আমাদের বিলাস প্রবণতাই ইহার মূল কাবণ। শুধু এই পেঁপের আটাই কিঞ্চিৎ লবণ সহ কিছুদিন ব্যবহারে মীহা ও বক্ত আরোগ্য হইতে পারে এবং জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগেব উপশম হয়। তাহাতে পেঁপের আধার

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সম্পূর্ণ উপায়ে বর্তমান থাকে কি? চাটকা পেপের আটাই অধিক গুণশালী, অথচ 'পেপেইন'ের মূল্য এত অধিক যে দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অসম্পূর্ণ ব্যবহার করা হুজু বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন দাধ বিবাইজ, কাউর (Eczema) প্রভৃতি চর্ম-রোগ পেপের আটা হস্তিয়ার ওড়ার সহিত ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

চিতা :—চিতা এক প্রকার ক্ষুদ্র কৃমি বিশেষ। ইহাকে বালালার ও হিন্দীতে চিতা, উৎকলে রক্ত চিতা ও খুবচিতা কহে। খেত ও রক্ত পুষ্পভেদে চিতা দুই প্রকার। তন্মধ্যে রক্ত চিতাই সমধিক গুণশালী ও ঔষধে ব্যবহার্য। আয়ুর্বেদ মতে চিতামূল কটুবিপাক, উষ্ণবীৰ্য, রুক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মপিত্ত, ক্রিমি কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কাশ, গ্রহণী ও শোথ রোগে উপকারক।

ব্যবহার :—সাধারণতঃ অন্ন, অজীর্ণ, কুষ্ঠ এবং বক্ত্র ও গ্ৰীহা রোগে আয়ুর্বেদাচার্য-গণ চিতামূল ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক গুণে ইহা অত্যন্ত দেনীয় ঔষধ অশেষক্রেতা। এই জন্যই কবিরাজগণ উক্ত রোগ সমূহে চিতামূলের একান্ত পক্ষপাতী। কড়া ও হুড়ি এবং গ্ৰীহা রোগে ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে দাগ দেওয়া বলে। পল্লী-গ্রামে ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামেই বা বলি কেন, এই কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে বেলেগেছিয়ায় জনৈক বাগী জাতিয়া জীলোক চিতার শিকড় বাটা হুজু মাথাইয়া গ্ৰীহা ও বক্ত্র রোগগ্রস্তের বাহতে তাগা বাঁধিয়া দেয়। এই তাগা বাঁধিয়া অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

নিষ :—আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'নিম নিমিলা সেখা, মাহুদ মরে কি কি সেখা? বে নিম এতাদৃশ গুণশালী, আমরা তাহার ব্যবহার গুণালী অবগত নহি। আয়ুর্বেদ মতে নিষ কফ, পিত্ত, ত্বকদোষ, ত্রণ, কফ, ক্রিমি, শোথ, বমি, বমনেচ্ছা জ্বর, তৃষ্ণা, কাশ, অরুচি, প্রমেহ ও বহুবিধ পিত্ত বিকারের শান্তিকারক। এতদ্ভিন্ন নিষের আর একটি প্রধান গুণ, ইহা জননেদ্রিয়ার শিথিলতা কারক ও কাম নাশক। এই জন্তই বোধ হয়, শাস্ত্রকারেরা বসন্তকালে নিষ-ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ব্যবহার :—রক্তদোষ বা পিত্ত বিকারে নিষের কাথ বিশেষ উপকারী। জননেদ্রিয়ার শিথিলতাকারক বলিয়া প্রমেহ রোগে লিঙ্গোচ্ছাশে, ইহার কাথে লিঙ্গ ডুবাইয়া রাখিলে বা পিচকারি দিলে (Injection) শান্তি হয়। স্বপ্নদোষে নিষের ছাল দুই তোলা উত্তম রূপে কুটিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে রাখে ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জল প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক মাত্রায় কাশীর চিনি সহ সেবনে উক্ত রোগের শান্তি হয়। আমি বহুতর রোগীকে এই নিমের ছাল (শীত কষায়) সেবন করাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। জ্বররোগে নিমের বকলের জ্বর নাশের শক্তি অমোঘ। কবিরাজি মতের জ্বর নাশক মহৌষধগুলিতে প্রায়ই নিম ছাল ব্যবহারের উপদেশ আছে। আর "তিক্তো জরানু জয়েৎ" এই মহাবাক্যের সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে কালমেধ এবং নিম ইহার সম্যক পরিচয় দিবে না কি? হুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এতাদৃশ অসংখ্য জ্বরনাশক ঔষধ সমূহ বর্তমান থাকিতে তথাপি কেন যে তাঁহারা কুইনাইনের মায়া কাটাইতে পারেন না, ইহাই বিষয়ের বিষয়!

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

একগুণে উক্ত কালমেধ, পেপের আটা প্রভৃতি দ্বারা কিরূপে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক মহৌষধ প্রস্তুত করা হইতে পারে, তাহাই বলিতেছি।

কালমেধ চূর্ণ	১ ভরি
গুলকের চিনি	১ ভরি
পেপের আটা	১ ভরি
চিতামূল চূর্ণ (রক্ত)	১০

প্রথমে কালমেধ চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ এই দুইটা জব্যাকে তিন দিন নিমের কাথে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পেপের আটা ও গুলকের চিনি মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তমরূপে খুলে মর্দন পূর্বক ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরকালীন প্রতিদিন ইহার দুইটা করিয়া বটিকা ৩ বার সেবন করিবে। ইহাই পূর্ণ মাত্রা। বালকগণকে সেবন করাইতে হইলে বয়সের তারতম্যানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিয়া বাহাদের জ্বর বন্ধ হয় নাই, আমি এরূপ রোগীকে ১০ হইতে ২০টা বটিকায় আরোগ্য করিয়াছি। বাহারা ম্যালেরিয়া বিষ জরুরিত, আমার অহুরোধে তাঁহারা এক সপ্তাহ মাত্র এই বটিকা সেবন করিয়া দেখুন, পীড়ার অর্ধেক উপশম হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ

স্বাস্থ্য বাণী।

—:—

খুতু ও কফ

যেখানে সেখানে খুতু ফেলা কেবল যে কুঅভ্যাস তাহা নহে, ইহাতে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা।

ডিপথিরিয়া, সর্দি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি বীজাণু খুতুর সহিত নির্গত হয় এবং খুতু শুষ্ক হইলে তাহা ধুলির সহিত ইতঃস্তত

সংস্কৃত কইরা রোগ বিস্তারিত সহায়তা করে।

জুহু ব্যক্তির গুণ্ডেও অসংখ্য বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। আহারের সময় ব্যতীত কখনও মুখে আঙ্গুল বা পেনসিল ইত্যাদি দিবে না। হাতে কখনও গুণ্ড লাগিলে তাহা তৎক্ষণাত্ মুইয়া কেলিবে।

বইএর পাতা উন্টাইবার সময় কখনও আঙ্গুলে গুণ্ড লাগাইবে না।

গুণ্ড দিয়া স্নেট বা অপর কোম দ্রব্য মুছিবে না, কখনও গুণ্ড দিয়া খাম ট্যাম্প আঁটিবে না।

কাহারও মুখের নিকট হাঁচিবে না, বা কাশিবে না। হঠাৎ হাঁচি আসিলে হাত দিয়া মুখ আবৃত করিবে এবং পরে হাত মুইয়া কেলিবে।

কক প্রভৃতি মুছিবার জন্য রুমাল ব্যবহার করিলে প্রত্যহ তাহা কাটিয়া কেলিবে।

গুণ্ড কেলিবার জন্য সর্বদা পিকদানি ব্যবহার করিবে। পিকদানিতে ফেনাইল বা অপর কোন শোধক দ্রব্য দিয়া রাখিবে।

গুণ্ড কেলিবার জন্য বাটার স্থানে স্থানে পিকদানি অথবা কঠোর বাস্ত্রে ফেনাইলে তিজান কাঠের শুদ্ধ রাখা হইতে পারে।

বাস্থ্য-সমাচার।

Agricultural Notes.

কৃষিকথা।

বাঙ্গলার হৈমন্তিক ধাতু।—১৯১৩—১৪
অক্টে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ একর ভূমিতে ধাতু হইয়াছিল এবং গড় পুড়তার গত পাঁচবৎসরে বাৎসরিক ১ কোটি ৪৯ লক্ষ একরে এবং গত দশ বৎসরের গড়পড়তার ১ কোটি ৫১ লক্ষ একরে ধান হইয়াছিল বলিয়া সরকারী অনুমান হইয়াছিল। এবার দেড়কোটি একর ভূমিতে ধান আবাদ হয়। কিন্তু এখানে

বর্ষাশেষে বৃষ্টি না হওয়ার উৎপন্ন পরিমাণ ৯ কোটি ৫৭ লক্ষ হস্তর দ্বারা হইয়াছে। গত বৎসরে ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ হস্তর এবং গত ৫ বৎসরের গড়পড়তার বার্ষিক উৎপন্ন ১৫ কোটি হস্তর এবং দশ বৎসরে গড়পড়তার ১৪ কোটি ১৩ লক্ষ হস্তর উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ গত দশ বৎসরে ধানের চাষের বিস্তৃতি কমিয়াছে এবং উৎপন্ন এবারের অনেক কম হইবে।

বাগানের কথা।

আম উৎপাদনের জন্য নাইটেট সোডা ব্যবহার করিবার প্রশালী।

আম গাছ ফলবান হইতে আরম্ভ হইলে উহাকে সেই সময় হইতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যিক। উহা যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, উহার ফলও সেই সঙ্গে বেশী হইতে থাকে। সেই-জন্য ঐ গাছের পোষনোপযোগী খাদ্য, গাছের গোড়ায় দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল গাছ আঁঠিবিশিষ্ট ফল উৎপন্ন করে, তাহাদের সকলেরই এক বিষয়ে সমতা আছে, যে মাটিতে চুনের ভাগ বেশী পরিমাণে থাকে, উহাতে আঁঠিবিশিষ্ট বৃক্ষ স্থলরূপে জন্মাইতে পার।

যে সকল গাছের অবস্থা সন্তোষকর নয়, তাহাদের শিকড়ে কয়েক দিনের জন্য বাতাস লাগাইতে হইবে এবং শিকড় ঢাকিবার সময় শুকনা ঘাস কিংবা অন্য প্রকার শুকনা পদার্থ (যেমন সূর্য্যতাপে শুকনা খোয়াড়ের সার হয়) মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রশালী মত কার্য্য করিয়া মাটির অবস্থারূপ নিম্নলিখিত মিশ্রিত সার মসলা প্রতি ১ পোন্ড হিসাবে ফলবান গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।

বালুকানর ও কাদাটিয়া জমি।

সমভাগ নাইটেট অক সোডা এবং সুপার ফসফেট।

কার্য্যবিধি।

১ ভাগ নাইটেট অক সোডা।

২ ,, সুপারফসফেট।

কর্ম্মদয় মাটি।

১ ভাগ সুপারফসফেট।

২ ,, নাইটেট অক সোডা।

টুকু বৃত্ত বা জলের দ্বারা কাটবৎ করিয়া জমি।

অর্ধসের চুনের সহিত নাইটেট অক সোডা।

উপরোক্ত পদার্থগুলি ব্যবহারকালীন ১ সের পরিমিত ছাই প্রতি পাঁছে দেওয়া আবশ্যিক। গাছগুলি অতি বড় ও বেশী দিনের হইলে উহা প্রতিগাছে দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যবহার্য্য।

—:—

Hindu Girl's Page.

গৃহিণীর বৈঠক।

—:—

রাধাবল্লভী লুচি।

কাঁচা কলাইয়ের নাইলকে জলে ভিজাইয়া রাখিবে, উত্তমরূপে তিজিলে জলে লইয়া গিয়া কলাইরা কচলাইরা মুইয়া-তাহার খোসা ছাড়াইতে হইবে, সমুদয় খোসা ছাড়িয়া জ্বলে তাহাকে বাটরা কাদার মত করিবে।

সকল প্রকার লুচি অপেক্ষা রাধাবল্লভী লুচির আকার বড়, উপরিলিখিত ডালবাটার সৌচী করিয়া বেশিয়া দ্বিতে তাজিয়া লইলেই রাধাবল্লভী লুচী হইল। কেহ কেহ ডাল-বাটার সহিত অন্ন পরিমাণে ময়দা মিশাইয়া থাকে।

—:—

রাবড়ি।

প্রথমে ২৫০ সের দ্বিতে ১৫০ কাঁচা পাখুরে চুনের জল মিশ্রিত করিয়া কটাছে করিয়া উনানে চড়াইবে। উহা গরম হইলে বাম হস্তে পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাঁড়ান

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

করিতে, এবং তাইন হতে হাতা লইয়া ছুড়ের উপরে যে সর পড়িবে, তাহা কটাচের চারি ধারে ছড় লগেল করিয়া রাখিবে, এই উপায়ে যখন দেখিবে ২১০ সেরের মধ্যে কটাচের আকার ১১০ অর্ডসের ছড় আছে, তখন উহা জাল হইতে নামাইয়া পার্শ্বস্থিত সর সকল ছুড়ের সহিত মিশাইয়া দিবে এবং এই সময়ে উহাতে অর্ধ পোয়া মিহুরির গুঁড়া, সামান্ত এলাচের গুঁড়া এবং অল্প গোলাপী আতর দিয়া মাড়িয়া লইলেই রাবড়ি প্রস্তুত হইবে।

মোঙ্গীর উপযুক্ত ঘূষ বা ত্রব।

এক পোয়া আকার চর্কিনুয়া মাংস চারি সের জলের সহিত জালে চড়াইয়া দুই সের থাকিতে নামাইতে হইবে। শীতল হইলে মাংস গুলি সেই জলে বেশ করিয়া চটকাইয়া পুনরায় জালে চড়াইতে হইবে এবং যখন অর্ধ সের মাত্র জল অবশিষ্ট থাকিবে, যখন উহা নামাইয়া পরিকার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। একটা তির পায়ে ৪৫ ফোটা ঘৃত দিয়া তাহাতে দুইটা গোলমরিচ ও কয়েকটা ছোট এলাচের দানা দিয়া সাতালাইতে হইবে। তাল হইলে ঘূষ প্রস্তুত হইল।

লাউয়ের রেওতা।

ইহা অতিশয় সুখপ্রিয় সামগ্রী।

সর পাডমা পাডলা কুচান লাউ ১/১ সের, ঘূষ ১/১০ সের, লেবুর রস ১/০ ছটাক চিনি ১/০ রাইসরিষা ১১০ তোলা, লবন ২ তোলা লঙ্কা, সিকি তোলা, আমআদা অর্ধ ছটাক। লাউ সিদ্ধ করিয়া জল গালিয়া ফেলিবে, এখন তাহাতে লুচি চিনি, লেবুর রস, আম আদার রস, রাইসরিষা বাটা দিয়া চটকাইবে। তাহা হইলেই দিব্য রেওতা প্রস্তুত হইল।

সহজ উপায়ে আলুর দম।

খোসা ছাড়ান আত আলু এক সের, ঘৃত এক পোয়া, পাকা তেঁতুল আধ তোলা, বাদাম বাটা পাচ তোলা, ধনে বাটা দুই তোলা, লবণ দুই তোলা, গোলমরিচ ছয় আনা, ছোট এলাচ আড়াই আনা, দারুচিনি চূর্ণ আড়াই আনা, লবঙ্গ চূর্ণ আড়াই আনা, চিনি আধ তোলা।

প্রথমে আলুগুলিকে সর শলা দ্বারা ৩৪টা ছিদ্র করিয়া উন্নিখিত মসলাগুলি একেবারে আলুর সহিত রাখিয়া লও। সমস্ত মাখান হইলে হাঁড়িতে করিয়া জালে বসাও ও হাঁড়ির মুখে উত্তমরূপে চাপা দাও। এদিকে উনানে ঘূষ ঘূষ জাল দিতে থাক। পরে যখন কুটিবার বড় বড় শব্দ বন্ধ হইয়া ঘূষের তুর তুরে শব্দ হইবে, তখন নামাইয়া লইলে আলুর দম হইল।

—•—

হরিতকীর মোরঝা।

তাল বাছাই করা কাঁচা হরিতকী সিদ্ধ করিয়া কিম্বা ৭৮ ঘণ্টা গরম জলে ভিজাইয়া সিদ্ধ করতঃ উত্তম চিনির কাঁচা রসে পাক করিতে হইবে এবং তাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। হরিতকীর মধ্য হইতে জল মরিয়া যাইলে, এবং রস প্রবেশ করিলে পর জাল হইতে নামাইয়া কাচপাত্রে রাখিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে।

কীর ও ছানার লুচি।

লুচি প্রস্তুত করিবার নিয়মামুসারে টাটকা অথচ মিহি ময়দার প্রয়োগ দিয়া রাখ। এদিকে কঠিন আকারের কীর উত্তমরূপে বাটিয়া লও। মোমের ন্যায় নরম হইয়া আসিলে কীরের লেচি কাটিয়া ছোট ছোট লুচির ন্যায় বেলিয়া রাখ। পূর্বেকার মাখা

ময়দা হইতে কীরের লুচির ন্যায় একখানি লুচি বেলিয়া লও। এখন একখানি ময়দার লুচির উপর একখানি কীরের লুচি স্থাপন কর এবং তাহার উপর আবার আর একখানি ময়দার লুচি ঢাকা দাও এবং চারিদিকে একপা তাবে ঘুরিয়া দাও, যেন কীরের লুচি বাহির হইয়া না পড়ে। উক্ত নিয়মে লুচি বেলিয়া তাহা ঘূষে ভাজিতে হইবে। লুচি ভাজার নিয়মামুসারে তাহা ঘূষে উহা ভাজিবে, কারণ অল্প ঘৃত হইলে তাল ফুলিলে না। উনারের নিকট একটা পায়ে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এক একখানি লুচি যেমন ভাজা হইবে, অমনি রসে ফেলিয়া দিবে। উপযুক্ত স্নান করিতে হইলে কীরের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে আতর, পেঁজা ও বাদাম বাটা মিশাইয়া লইতে হয়। কীরের ন্যায় ছানার লুচি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানা ও কীরের লুচি প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই প্রকার। তবে ছানা টাটকা হওয়া চাই। *

P. M. B.

—••—

কলিকাতার কোন স্থানে কোন দ্রব্য
পাইকারী বিক্রয় হয় তাহার
তালিকা।

—••—

মকঃখলের লোক বাজার করিতে আসিয়া প্রায়ই ভ্রমে পড়িত হন, তাই-তাহাদের সুবিধার্থ ইহা প্রস্তুত হইল।

আলু, পটল, ককি, আত্র পেরাজ রসুন ইত্যাদি—বড়বাজার, পোতা (জগন্নাথ বাট)। ককি, কমলালেবু, কলাইসুটী ইত্যাদি—বড় বাজার পোতা (জগন্নাথ বাট)। বাটালের

* ভদ্র মহিলাগণ কোন একরকমের এক্সিয়া লিফিং পাঠাইলে আমরা সন্মানে একাংশ করিব।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

আমদানী কফি, আত্র ইত্যাদি—প্রাতঃকালে নৌকা হইতে নৌবহরবার্গে নামে, ঐ স্থানেও পাইকারী বিক্রয় হয়। দেশী কফি, সালগম বিট ইত্যাদি—মিউনিসিপাল মার্কেট ও নতুন রাস্তার (হারিসনরোডে পুলের ধারে) আমদানী হয়। সিগেট কমলালেবু নৌকার বেগিয়াবাটার আমদানী হয়।

কবণ (দেশী)—রাণী 'স্বর্ণময়ীর চক', বড়বাজার, (বিলাতী) রাধাবাজার চাননি ইত্যাদি। করলা—চিংপুরে বহুল পরিমাণে পাথরের করলা রাণীগঞ্জ আসনসোল, গিরিড প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়।

ঐ কাঠের করলা—খালধার, কাঁসারিপাড়া ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

কাগজ—দেশী টিটাগড় মিলস, চীনাবাজার দেশী ও বিলাতিঅনেক প্রকার কাগজ থাকে। রাধাবাজারে ভাল বিলাতি কাগজ পাওয়া যায়। বিলাতী কাগজের এজেন্ট—জন ডিকিন্সন এণ্ড কোং প্রভৃতি কোং।

কাগজ বড়বাজার হারিসন রোড।

২০০ শত মাত্র

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের টাইকয়েড্ চিকিৎসা ১ টাকা স্থলে ১০ আনায় দেওয়া যাইবে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক বা স্কুলের বিল দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে মূল্য ১ টাকা। সত্বর ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্য্যধ্যক্ষ "কাজের লোক"

১৭ নং অক্টুর দস্তের লেন (ওলিংটন স্ট্রীট) বড়বাজার।

২৫১৭ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, মলিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং অক্টুর দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ক্রুটী স্বীকার।

কলিকাতার এপিডেমিকের অন্তঃ এবং নানা আপদ বিপদের জন্য "কাজের লোকের" বাহুরারী কেন্দ্রকারী বাহির হইতে বিলম্ব হইরাছে, আমরা অতি তৎপরতার সহিত উপস্থাপন করিয়ৈ সংখ্যা বাহির করিতেছি, পাঠকগণ নিজ মহত্বের গুণে ক্রুটী মার্জনা করেন ইহাই ভীক্ষা। কার্য্যধ্যক্ষ।

Businessman Stationery Department.

BUSINESSMAN OFFICE.

অত্যুৎকৃষ্ট "ইংলিস মেক" দ্রব্যগুলি মাত্র এক মাসের জন্য অতি সুলভে "কাজের লোক" পত্রের প্রত্যেক গ্রাহককে দেওয়া হইতেছে। নতুন আমদানী জিনিস কিন্তু টাকার দরকার সেইজন্য অভাবনীয় সুলভে বিক্রয় করিব। অতি অবশ্য অতি সত্বর অর্ডার করুন।

১ম লট—চিঠির কাগজ।

১। কামরে—১০০ শিট কাগজ স্কন্দর প্যাড ক্রা টিক যেন সিল্কের বোনা কাগজের মত, লিখিতে অতি সুখজনক অনেকেই এরূপ স্কন্দর কাগজে লিখেন নাই, ব্রটিং এরূপ স্ক্রোকশলে স্থাপিত যে, পত্র লিখিয়া প্যাডের মলাট খানা ফেলিয়া দিলেই ব্লুট করা হইয়া যাইবে। ৬০ আনা মূল্য, কিস্তি ১০ আনায় বিক্রয় করিব।

২। ঐ প্রকার ১০০ শীট বিশিষ্ট ব্লুইস বা সাদা রঙের ১৮ কিস্তি ১ আনায় দিতেছি লাভ চাই না।

৩। কমার্সিয়াল স্কন্দর ক্রাটসিট ৬০ খানা কাগজ ও ৩০ খানা ঐ কাগজের ম্যাচ এন্ডেলপ সমেৎ প্রত্যেকটা ১ স্থলে ৬০ আনা।

৪। খুবই উৎকৃষ্ট ক্রল করা কাগজ ১০০ প্যাড প্রত্যেকটা ১৮ স্থলে ১৮।

৫। পার্চমেন্ট ৭২ খানা, কাগজ ৭২ খান এন্ডেলপ অতি স্কন্দর অতি স্কন্দর ১০ স্থলে ১। অবশ্যই লইবেন।

৬। ক্যানসি কাগজ ১নং ১৪ খানা অতি স্কন্দর নানা রঙের পত্রপুস্তক সুসজ্জিত, বিবাহাদি এবং প্রণয়পত্রের উপযুক্ত ১৮ স্থলে ১৮ আনা।

৭। ঐ আরও স্কন্দর ১০ খানা কাগজ ও ১০ খানা এন্ডেলপ ১৮ স্থলে ১৮।

৮। ব্রটিং প্যাড বড়, গুটাইলে ঠিক যে একখানি পুস্তকের মত, দিব্য মরক্কো লেদার পেপার দেওয়া, খুলিলে বেশ বড় প্যাড হইবে, মলাট ইহার ভিতর পেন-সিল, এন্ডেলপ, কাগজ, রাখিবার ফ্রাপ দেওয়া, প্রত্যেকটা ১৮ স্থলে ১৮।

মফঃবলে পরিত্রাজকগণের অপরিসীম সামগ্রী।

সমস্ত দ্রব্যেরই প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র অথ পত্র লিখুন।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক ।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ ।

New Series.

নূতন সংস্করণ ।

Vol. IX.

৩য় সংখ্যা ।

MARCH 1915.

মার্চ, ১৯১৫ ।

No. 3.

Estate management.

বিষয়ের সুবন্দোবস্ত ।

(২)

গতবারে আমরা পাঠকগণকে দেখাইয়াছি যে, বাহাৰ যতটুকু সম্পত্তিই হউক না কেন, তাহাকে আরকর সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারিলে বিষয়ের কোন মূল্যই নাই। কলিকাতা এবং অপর্যাপ্ত সহরের বাড়ীঘর বাগান পুকুর এগুলিও সম্পত্তি, শুদ্ধ সম্পত্তি নহে, অতি মূল্যবান সম্পত্তি। সহব বাসীদের এই সকল বাড়ী বাগানের বন্দোবস্ত কতকটা আপনা হইতেই সুবন্দোবস্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে, কারণ বাহারা ভাড়া লয়, তাহারাই নিজে দের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সম্পত্তির মালিককে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বাধ্য করিয়া তুলে এবং সুবন্দোবস্ত হইলেই সম্পত্তি আপনা

হইতেই আরকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সহরের ভূস্বামী আর পল্লী গ্রামেব ভূস্বামীর বন্দোবস্তের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

আমরা এক্ষণ সম্পত্তির বন্দোবস্তের কথা বলিতে যাইতেছি না, আমবা পল্লী সম্পত্তির উন্নতি কল্পেই কিছু বলিতে চাই এবং সেইজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

আন্তরিক চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা বাহাৰ যতটুকু সম্পত্তি, তাহাকেই আরকর কবা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমবা অতিশয় শ্রম কাতর এবং বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সম্পত্তির উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান কবিতে পরাশ্রুত হইয়াছি। কিন্তু পূর্বেও দেখাইয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, ভূসম্পত্তির উন্নতির জন্য সমগ্র সভ্য জগত বর্তমান যুগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান, পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

আইরল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সমুদয় দেশে সম্পত্তিকে মূল্যবান করিয়া তুলিবার জন্য অসংখ্য বৈজ্ঞানিক অহবহ চেষ্টা করিয়া একপ সফলকাম হইয়াছেন যে, দেশজাত উৎপন্ন দ্রব্যেব আয়ে প্রচুর জাতীয় ধনের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আমাদের দেশে সম্ভ্রান্ত লোকে দেশে কি উৎপন্ন হয়, না হয়, তাহার কোন সংবাদই রাখেন না। এ দেশের ভূসম্পত্তি (Landed Property) নিঃশ্রম প্রমত্তা দীন শ্রমজীবির হস্তে প্তত। কৃষি শিক্ষা নাই, ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা নাই, কবিতে কেহ জানেও না। লোক জন সরল নহে, সামান্ত সুবিধা অসুবিধাব জন্য মোকর্দমা করিয়া কৃষি কার্যে বা কৃষি ক্ষেত্রে মনোযোগ দিবার অবসর পায় না, কাজেই উর্বরা জমী অহুর্কর হইয়া দেশকে

দীনতার স্তূপ গড়ে নিমজ্জিত করিতেছে। এ দেশকে পুনরায় উদ্ধার করিতে হইলে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সম্পত্তি দেখিতে হইবে, সংস্কার করিতে হইবে, তাহা হইলে উৎপন্ন হইয়া উঠবে। তাহা হইলে আশ্রমের সর্বকষ্ট দূর হইবে। কারণ এ দেশের রপ্তানিজাত আর দ্বারা দেশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইলেই লোকে সেই অর্থ সাহায্যে এ দেশে উৎকৃষ্ট কলকারখানা এবং নানাপ্রকার বিদেশীয় দ্রব্য আমদানী দ্বারাও লাভবান হইতে পারিবে। মূলধনের অভাবেই এ দেশের কাঁচা মালকে আমরা আমাদের কাঁচা সন্ধ্যাক লাগাইতে পারি না, কিন্তু এ দেশের (Raw material) কাঁচা মাল আমরা অধিক উৎপাদন করিয়া বিদেশে চালাইতে পারি, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইলেই আমরা নতুন কলকারখানা আমদানী করিয়া দেশের শিল্পের উন্নতি করিতেও সক্ষম হইব, এইজন্য জাতির উন্নতির কল্পনা মাত্র থাকিলেও প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক লোকের স্ব স্ব ভূসম্পত্তিকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে।

দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যের সমৃদ্ধি দ্বারা প্রচুর কাঁচা মাল সংগ্রহ হইয়াই তবে বিদেশে রপ্তানীর উপযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই যদি স্ব স্ব বিষয় সম্পত্তির উৎকর্ষতা সাধনে যত্নবান হয়েন, তাহা হইলে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অধিক হইবার সম্ভাবনা আদৌ অসম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের যোকে যখন চাকরীর পক্ষপাতী ছিল না, তখন বিষয় সম্পত্তিরই প্রতি প্রগাঢ় আশক্তি ছিল, লোকে টাকার পরিবর্তে ভাল সংকল্প করিয়া রাজা জমিদার নবাব এবং বাদশাহগণের নিকট আয়গীর স্বরূপ ভূসম্পত্তিই প্রার্থনা করিত, তাহার পর উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে এত অধিক ধনে-

পার্কিন করিয়াছিল যে, শত শত বার ভারত বিদেশীয় আক্রমণও একবারে নিঃস্বার্থ হইতে পারে নাই। এক অর্থ ক্ষতিরই সম্পত্তি জাত উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই যে হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষে বলা যাইতে পারে। তাহার পর যখন এ দেশের লোকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমাদের প্রতি আসক্তি দেখাইতে শিখিল, তখন ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য কৃষি কল্যায়ের প্রতি দৃষ্টি-প্রদ হইয়া দাগে নিয়োজিত হইতে লাগিল, এবং স্ব স্ব সম্মান সম্বন্ধে চাকরীর উপযোগী করিবার জন্য সেইরূপেই শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। সেই সকল শিক্ষিত সম্মান সম্বন্ধের ক্রমে ক্রমে সম্পত্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া এখন আমাদের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এ দেশের, বিশেষ বাদশাহর ভূসম্পত্তির এখন আর তেমন আয়কর কিছুই নাই। কেহ কৃষি ক্ষেত্রে কখনও যায়ও না, দেবেও না। সেই জন্যই কৃষি ক্ষেত্রগুলি এখন অনাহার অহরীর মরুসদৃশ হইয়া দাঁড়াই-তেছে। স্থানে স্থানে তৃণও জন্মে না, গবাদি পশুর অবস্থাও এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা পরিচালিত লাগলের ফলক অল্পলি পরিমিত গভীর যুক্তিকা কর্তব্য করিতে পারে না। সুতরাং তেমন সমস্ত বিষয় হইতে কেমন করিয়া আশাহরুপ আয়ের আশা করা যাইতে পারে তাহা আমরা কেহ চিন্তাও করিতে পারি না। আমরা তদ্রূপেই যে স্ব স্ব ভূসম্পত্তি নিঃস্ব শ্রম জীবদের দ্বারা এবং বন্দোবস্তের উপর ফেলিয়া দিয়া অতি কষ্টোপার্জিত কিংবা খাজনা বা শুল্কের অতি সামান্য অংশ পাইয়াই নিশ্চিত থাকি, তাহাতে আমাদের নিজেদেরই সমস্ত বৎসরের ভরণ পোষণ চলে না, তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় বা রপ্তানি সম্ভবিত ব্যাপার। আমরা যে অর্থ অর্থ করিয়া সেনিহান কুসুরের দ্বারা

কুসুরে ঘুরির বেড়াই, সে অর্থ আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির যুক্তিকা হইতেই যে আমরা একটু স্বাধীনতা করিলেই অতি স্বাধীন ভাবে যে পাইতে পারি, একথা আমাদের মাথার মধ্যেও আনিতে প্রস্তুতি হয় না। এই জন্যই এত দুর্দশা।

কৃষি হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি, সেই বাণিজ্য হইতেই দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষতা হইয়া থাকে, ইহাই বিধি সঙ্গত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম। সমগ্র সভ্যদেশেই সেই জন্য আজ ভূসম্পত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের দেশে জমী জমা না পাইলেও আফ্রিকার দূর বিপদ শুল্ক দেশ সমূহে বাই-রাও তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জগতের বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন করিতেছে, আর আমাদের দেশে, বিশেষ বাদশাহর, বাদীর পার্শ্বেই পতিত জমীর বন্দোবস্ত করিতে জাতি না। এখনকার বর্তমান শিক্ষার কোন practical শিক্ষাই দেওয়া হয় না, কাজেই এ দেশের ছেলে বর্তমান শিক্ষার গুণে বাবু সাজিতে এবং চোখে চসমা দিতে শিক্ষা করে মাত্র, দেশের কথা, নিজের কথা তাহারা ভাবিতেও শিক্ষা করে না। ঘরে ঘরে অন্ততাব, পিতামাতার কঠোর হৃদশা, তথাপি সে সকল ছেলে সহরে কল্পিত উদারতা দেখাইবার জন্য কত ঠং করিয়া ঘুরিয়া সময় এবং স্বার্থ নষ্ট করিয়া ফাঁকতালে নান কিনিবার প্রয়াসী! ইহাদের নিজের লোক কদাচ তাহার নিকট এক কপর্দকও পায় না। এই অবস্থা দাঁড়াইতেছে কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির "Home life" হইতে আমরা আগামী বারে পাঠকগণকে দেখাইব যে, তাহারা আপনাদের শিক্ষিত সম্মানসম্বন্ধি নইয়া কিরূপে গৃহস্থের বড় একটা কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য, এদেশের কর্তৃপক্ষগণ যেন সেইরূপে আস্তে আস্তে স্ব স্ব সম্মানসম্বন্ধিকে বৈবরিক কাঁচো

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

নিয়োগিত হইয়া থাকিলে, তাহাদের
আমাদের নীরোগালগুলি কথাচিনি
সম্পত্তির আদর করিতেও শিখিবেনা এবং
রক্ষাও করিতে পারিবে না। (কম্পনঃ)

Modern Business and how to manage it.

আধুনিক ব্যবসায় এবং
কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত
করিতে হয়।

অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখিয়া যখন আমা-
দের যুবকগণ বাহির হয়, তখন প্রকৃতগণকে
কর্ম জগতের সকল বিষয়েই তাহারা অনভিজ্ঞ
থাকে, ছাত্র জীবনের কত উচ্চ আশা, কত
শ্রম করিয়া লইয়া কোন যুবক যখন জীবন যুদ্ধের
জন্ত সংসার ক্ষেত্রে দণ্ডারমান হয়, তখন সমস্ত
উত্তেজনা করিয়া অগ্ন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে
কোথায় চলিয়া যায় তাহার কুলকিনারা থাকে
না। সমগ্র জগত তখন অন্ধকার বোধ হয়।
সেই জন্ত ব্যবসা ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় মোটামুটি
কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করা যে নিত্য আবশ্যক
তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই আবশ্যকীয় বিষয়
গুলি জানিয়া রাখিলে চাকরী এবং নিজের
কারবারেও বিশেষ উপকারে আসিতে পারে।
সেইজন্ত আমরা ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে
নিম্ন প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপদেশ নভিস্
কর্মজগতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিব।
হয়ত বাতারা কর্মক্ষেত্রে আছেন, তাহাদের
পক্ষে এই জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নূতন বোধ
হইবে না, কিন্তু যদি কোন কর্মার্থী এই সঙ্কেৎ
গুলি হইতে কিছু শিখিবার ও জানিবার মত
দেখিতে পান, তাহাতে ক্ষতি কি? এই
উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য
নিয়মগুলি, বাহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ

করিতে চাহেন অথবা ব্যবসায়ীর হয়ে চাকরি
করিতে চাহেন, কেবল তাহাদের উদ্দেশ্যেই
লিখিত হইল।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার
জন্ত কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

কাজ করার করিতে বাহারা ইচ্ছুক।
তাহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক,
সেই গুণ গুলির অভাবে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে
সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য
ব্যবসায়ীগণ বলেন, জীবনে সর্ব বিষয়েই
সিদ্ধিলাভ করিতে যে সকল সদগুণের আব-
শ্যক, ইহাতেও সেই গুণ গুলিরই আবশ্যক।
সেই গুণ কি কি? Character, Thorough-
ness, Method, Punctuality, Accu-
racy, Tact, Sobriety, Hard work.

পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত কৃতি কর্মবীর এই
গুণ গুলির উৎকর্ষতার জন্ত তাহাদের দেশের
যুবকগণকে বামবার উপদেশ দিয়া থাকেন।
তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে, স্বভাব, প্রত্যেক
বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, সুশৃঙ্খলা, যথা
সময়ের কার্য যথা সময়ে সম্পন্ন করা, সম্পূর্ণ-
ভাবে কার্য শেষ করা, সুকোশল, শান্ত প্রকৃতি,
এবং শ্রমশীলতা এই গুণগুলি যে প্রত্যেক
কর্মীরই থাকা আবশ্যক এবং এইগুলির
অভাবে যে কোন লোকই কোনকার্যেই
প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় না,
তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কর্মক্ষেত্রে বিজয়ী হইবার চরিত্র একটি
প্রধান অঙ্গ, বিদ্যা বুদ্ধি অধিক না থাকিলেও
লোকে চরিত্রবানের পক্ষপাতী হয়। সেই
জন্ত চরিত্র রক্ষা করা প্রত্যেক যুবক,
প্রত্যেক কর্মচারী, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর
আবশ্যক। চরিত্র বলিলে কি বুঝিতে হইবে?
আমরা বলি, মনুষ্যত্ব, লোভ, হিংসা ক্রোধ
প্রভৃৎ পিপাসা হৃৎখতা এইগুলি মনুষ্যত্বের
অঙ্গরায়, বাহারা চরিত্রবান, তাহারা এইগুলিকে

যুগ্ম সহিত পরিবর্তন করিয়া থাকেন।
বাহারা চরিত্রবান নহেন, তাহারা কোন কার্যেই
সাকল্য লাভ করিতে পারেন না। স্পষ্টই বলা
ভাল, এদেশের ব্যবসায়ীগণের অনেকেরই মন-
যত্ন ব্যস্ত চরিত্রের অভাব বলিয়া এত দুর্দশা
যুগে না, ঠকানই বাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি,
তাহাদের কথা আলোচনা করা যথা।
পাশ্চাত্য কর্মী, বাহাদের নিকট হইতে আমরা
ইচ্ছা করিলেই কিছু শিখিয়া কর্মী হইতে পারি,
তাহাদের কথাই আমরা আলোচনা করি-
তেছি।

দ্বিতীয় গুণ :—“Thoroughness” প্রত্যেক
বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, এটা বিশেষ
আবশ্যকীয় গুণ—আমাদের দেশের ব্যবসায়ী
বা কর্মচারী এত ধর রাখেন না। অনেকের মত
কেনা বেচা করিয়া যায় মাত্র। জ্ঞান লাভ
করিবার কোন চেষ্টাই করেন না। কিন্তু
পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী জিনিস কোথায় জন্মায়,
কেমন করিয়া, কোনপথে আসে, কত মূল্য,
কিরূপ রাখিলে ভাল থাকে, কি প্রকার
ক্ষেত্রে আবশ্যক, এসকল জ্ঞান লাভ করিতে
সর্বদাই প্রয়াসী। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী
চিনির বলহ, কোনরূপ কান্দিয়া কাটায়া বেচা
কেনা করে, আর কোন সংবাদ রাখেন না। সেই
রূপ প্রত্যেক কার্যেই উপেক্ষা, ভাল করিয়া কিছু
শিখে না, শিখিতে চেষ্টাও করেন না। সে
কেবল কেমন করিয়া লোক ঠকাইয়া কোনরূপে
সে দিনের রোজ টালা কিছু উপার্জন করিয়া
যয়ে ফিরিবে, সেই কিকরের চেষ্টাতেই মজল
থাকে। এক্ষণে অর্থোপার্জন অতি যুগিত
উপায়, শিক্ষিত যুবক সর্বদা ক্রোধ, হিংসা
দ্বন্দ্ব, লোভ, বিধাশ্রিতকতা প্রভৃতি অপরি-
মার্জনীয় দোষযুক্ত হইয়া তবে কর্ম ক্ষেত্রে
অগ্রসর হইবেন, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় গুণ :—সুশৃঙ্খলা, কাজ করিয়া
বাইলেই হয় না, সুশৃঙ্খলতার সহিত কাজ না

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

করিলে সময় নষ্ট হইবে, সময়ে আবশ্যকীয় জন্ম না পাইলে কার্য হানি হইবে। ইংরাজ বালক বালিকা অতি শৈশব কাল হইতে এই সুশৃঙ্খলা শিখা করে। আপনায় জিনিস, ব্যবসায়ের জিনিস, ইগারা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছাইতে শিখা করে, কণ্ঠ ক্ষেত্রেও সেই শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। আবাদেব ব্যবসায় না কারবারের জিনিস, কাগজ পত্র, হিসাব নিকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আদৌ থাকে না। সে শিখা এদেশেব ব্যবসায়ীরা নাই। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের যেমন হিসাব রাখার জ্ঞান, সেইরূপ মোকামের জিনিস পত্র গোছানার জ্ঞান। আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্যে সুশৃঙ্খলা অপরিহার্য। নচেৎ অপরের সহিত কার্য করিতে পারা যায় না।

তাহার পর, সময়ের নির্দিষ্টতা রক্ষা একটা অতি বড় গুণ। ইহাকে Punctuality বলে এই সময়ের ঠিক না রাখিতে পারিলে কোন কাজই সুশৃঙ্খলার সুসম্পন্ন করা যায় না। সাক্ষাতেব সময়, লিখন পঠন, হিসাব পত্রের বখাযোগ্য সময় নির্ধারণ করা না থাকিলে তোমার সহিত সে কেহ কণ্ঠক্ষেত্রে সংস্রব রাখিবে, তাহাকেই অসুবিধা ভোগ এবং ক্ষতি প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের এই গুণটা নাই বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। সেইজন্য আমাদের হুর্দশা।

তাহার পর “কথার ঠিক” একটা অত্যাবশ্যকীয় গুণ, এটাত এদেশেব অতি অল্প লোকেবই আছে। কারনাব বা চাকরী বাহাই কর না কেন, কথার ঠিক রাখিতে না পারিলে লোক সমাজের বিশ্বাসী হইতে পারিবে না। যাহা বলিবে, ক্ষতি হইলেও ঐ কথার ঠিক রাখিতে হইবে। ইহা ব্যবসায়িক জগতের একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

তাহার পর উপরোক্ত গুণাবলী থাকিলেও

Tact—উপস্থিত বুদ্ধি, সুকৌশল এই শ্রেণীর গুণের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিবিধ চরিত্রের লোকের সম্মুখীন হইয়া কার্য হাসিল করিতে হয়। সুকৌশলে ক্রেতাকে হারী করিয়া বখানুল্যে বিক্রয় করিবার ক্ষমতাকেই Tact বলা যায়। সর্বোপরি প্রশম শীলতা আবশ্যক শরীরকে কঠোর পরিশ্রম সহিষ্ণু করিতে হইবে। ধৈর্য্যাবলম্বনশীল হইয়া প্রত্যেক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে হইবে। এই গুণগুলি যে সকল লোকের থাকে না, তাহার কখনও কাজের লোক হইতে পারে না। আমাদের দেশের যুবকগণ যখন স্কুল কলেজে পড়েন, সেই সময় বুক বালিশ দিয়া পড়িয়া পড়িয়াই অলস হইয়া পড়েন, কোমর সোজা করিবার ক্ষমতা থাকে না, কর্মী হইবে কিরূপে? কর্ম জীবন ত আগ্রাসের নয়, সেখানেত বাপের পরস্যা উড়াইবাব সুবিধা নাই, দস্তুর মত মাথায়বাম পায়ে ফেলিয়া একটা পরস্যা লাভের জন্য খাটিতে হয় তবে অর্থোপার্জন হয়, কিন্তু এই স্থানেই বাবাজীগণের প্রমাদ হয়। পাশ করা, আর কাজের লোক হওয়াতে অনেক তফাত। সেইজন্য পঠদশাতেই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত, কাবণ কণ্ঠক্ষেত্রে—শুধেব বিষয় বালিশের ব্যবস্থা থাকে না। তখন টেবিলে বসিলে ঘুম আসে, কোমর সোজা করিয়া বসা যায় না, নানা উপসর্গ আসিয়া জুটে। আমরা যখন স্কুল ছাড়িয়া কার্যক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, তখন এই রূপই ঘটিয়াছিল, সেই জন্যই কথাগুলি বহিলাম।

(ক্রমশঃ)

বহুদিন বাবৎ শরীরের কোন স্থানে কণ্টকবিদ্ধ থাকিলে হোমিওপ্যাথি সাইনিসিয়া ৬ ডাইনিউন ব্যবহার করুন, কাঁটা আগনিই বাহির হইয়া যাইবে।

Notes of Interest. বিবিধ আবশ্যকীয় কথা।

ভারতের বাহ্যের অবস্থা।—ব্রিটিশ ভারতবর্ষে মোট ২৩ কোটি ২০ লক্ষ রত্নমণ্ডর বসতি। প্রতিদিন তাহারের মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক কোন-না-কোন অল্পখের দরুণ শয্যাগত,—অনেকেই শয্যা বা কোঠ ঘর নাই।—অনেক ইংরেজ বলিতেছেন যে, তাহারের পীড়ার কারণ, সর্বত্র, অনাহারের খাঁট অথবা খাদ্যত্রব্যের অপ্রাপ্ত্য। ঠিকই তাই।

গম রপ্তানি।—ভারত গবর্ণমেন্টের আদেশে আশ্বিনী ৩১শে মার্চের পর এদেশ হইতে গম রপ্তানি বন্ধ হইবে, কর্তৃপক্ষ হুকুম দিয়াছেন, ঐ তারিখের পূর্বে আর দশ লক্ষ ইশ হাজার মণ আটা কমাটি বন্দর হইতে রপ্তানি হইবে।

বঙ্গের জেলা বোর্ড।—গবর্ণমেন্ট পাবলিক-ইন্সট্রাকশনের আর ২৯ লক্ষ টাকা জেলা বোর্ডের ইস্ত অর্পণ করিয়াছেন। জেলা বোর্ড সমূহ ২১,৫৮,৫৭৪ টাকা শিকার জন্ত ব্যয় করিয়াছেন, বঙ্গে মোট ২৫,১৭৯টি পাঠশালা আছে। বাহ্যের উন্নতির জন্ত গত পূর্ব বৎসর ৩০, ২৪৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল, গত বৎসর ৪৯, ৩৮৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। জলের জন্ত জেলা বোর্ড ২, ৯১, ৬০৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯১২—১৩ সালে ১, ৬২, ২৯৮ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলার বৎসরে অন্তত ৫ হাজার টাকা জলের জন্ত ব্যয় করিতে হইবে কিন্তু হাওড়া, নোয়াখালী ও পাবনা ঐ নিয়ম পালন করেন নাই।

ছাত্রদের বাৎসরিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

জর্জিয়ার অধ্যাপক ক্রীডেন্থ্যাল বেরিস্
খড় হইতে এক বকর মৃত্যু খণ্ড আবিষ্কার
করিয়াছেন। জর্জিয়ার খবরের কাগজগুলি
বলিতেছেন যে, এই আবিষ্কারে প্রকৃতি পুঞ্জের
খণ্ড সরবরাহ ব্যাপারে এক বিপ্লব আনয়ন
করিবে।

—:—

ম্যালেরিয়ার মৃত্যু।—সরকারী হিসাবে
প্রকাশ, সমগ্র ভারতে শুধু ম্যালেরিয়া রোগে
গড়ে বার্ষিক তের লক্ষ লোক শমনসদনে
আতিথ্য স্বীকার করিতে থাকে। এ ছাড়া
প্লেগ, বসন্ত, কলেরা আছে। দেশ ত বার বার।

—:—

নকল উপাধি।—এদেশে অনেক হাতুড়ে
ডাক্তার আপন আপন নামের শেষে নকল
উপাধি জুড়িয়া ময়ূরপুঙ্খধারী কাকের ন্যায়
বাহবা নইয়া থাকেন। তাঁহাদের জারি
জুরিতে আসল ডাক্তারগণের পসার মাটি হয়,
অশিক্ষিত লোকেও আসল নকল চিনিতে না
পারিয়া প্রবঞ্চিত হয়। কাজেই ভারত গবর-
মেন্ট নকল উপাধি দমনের উদ্দেশ্যে আইন
প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারত সচিব
এ প্রস্তাব অগ্রমোদন করিয়াছেন—শীঘ্রই
ব্যবস্থাপক সভায় নতুন বিল উপস্থাপিত হইবে।

—:—

স্বাস্থ্য-শিক্ষা।—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে
অনারেবল নবাব সৈয়দ সামসুল হুদা অনা-
রেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়কে
জানাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে
স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত গবরমেন্ট
অবস্থিত হইয়াছেন। ঠিক এক বৎসর পরে
গত ২রা মার্চ মঙ্গলবার সেই কথা আবার
বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় উঠিয়াছিল। অনা-
রেবল হুদা বলিয়াছেন, কি ব্যবস্থা করিলে এ
দেশের বালিকা ও মহিলাগণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু-
পালন যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারেন,

তৎসম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার জন্ত গবরমেন্ট গত
বৎসর এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
কমিটির সভাপতি আলোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া-
ছেন, কিন্তু তাঁহাদের রিপোর্ট এখনও গবর-
মেন্টের হস্তগত হয় নাই। তথাপি, সেই
রিপোর্টে অনেকগুলি আবশ্যকীয় প্রস্তাব
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, গবরমেন্ট রিপোর্ট পাইলে
সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিবেন।
এ দিকে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীগণ
লোকশিক্ষার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।
চেষ্টা ত বরাবরই হইতেছে, কিন্তু তাহার ফলে
ম্যালেরিয়া, বসন্ত ত' কমিতেছে না, বরং
বাড়িতেছে। বত ডাক্তার তত রোগ।

—:—

রাজপথে বসন্তরোগী।—সম্প্রতি কলি-
কাতা করপোরেশনের জেনারেল কমিটির
বৈঠকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত একটি
সমস্তাপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি
বলিলেন,—“আমি একদিন দেখিলাম, বেনে-
টোলা লেনের মোড়ে রাস্তার উপর একটি
বসন্তরোগগ্রস্ত বালক পড়িয়া আছে। অদূর-
বর্তী কয়েকজন পুলীশ কনষ্টেবলকে সে কথা
জানাইলাম, কিন্তু তাহারা রোগীকে স্থানান্ত-
রিত করিবার পক্ষে কোন বন্দোবস্তই করিল
না। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য? মিঃ এ'
সি, বানার্জি বলিলেন, “এরূপস্থলে রোগীর
সম্প্রতি ব্যতীত তাহাকে হাসপাতালে পাঠান
আইন সঙ্গত নহে।” মিউনিসিপালিটির
চেয়ারম্যানও এই মতের পোষকতা করেন।
তিনি বলেন এদেশের লোক স্বচ্ছন্দে হাস-
পাতালে বাইতে চাহে না, কাজেই ব্যাপারটা
আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে রায়
রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন, পুলীশ
কমিশনার যদি কনষ্টেবলগণকে হুকুম দেন যে,
তাহারা এইরূপ ঘটনা দেখিলেই তাহা দ্রুত
স্বাস্থ্যবিভাগের কিংবা স্পিটটারি ইন্স্পেক্টার-

গণের গোচরে আনে, তাহা হইলে রোগীকে
রাজপথ হইতে যথাসময়ে স্থানান্তরিত করা
বাইতে পারে। ঘটনাটা করপোরেশনের
রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

—:—

নতুন ধরণের জ্বর। গত ১১ই মার্চ
বৃহস্পতিবার হুগলীর উকীল শ্রীযুক্ত দ্বীকেশ
দত্তের বাড়ীতে এক হাদামা হইয়া গিয়াছে।
ঘটনার সময় দ্বীকেশ বাবু আদালতে ছিলেন।
তাঁহার বৃদ্ধ মাতা একাকী গৃহে ছিলেন। বাড়ী
খানি পিপুলপাট পুলীশ থানার অতি সন্নিকটে
ঘটনার বিবরণ এই—ঐদিন মধ্যাহ্নে জনৈক
প্রবীণ ও একযুবক দ্বীকেশ বাবুর বাড়ীতে
আসিয়া তাঁহার মাতাকে বলিল, আমরা
আপনার পুত্রের মকেল, হুগলী আদালতে
আমাদের একটি মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছে
তাই আপনার পুত্র দ্বীকেশ বাবু আজ আমাদের
এই বাড়ীতে থাকিতে বলিলেন। বৃদ্ধা অতিশি-
থ্যকে যথোপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া
তাহাদিগকে নানা উপচারে খাওয়াইলেন।
তাহারা আহাঁরাতির পর উপরের ঘর দেখিতে
চাহিল। গৃহকর্ত্তী তাঁহাদিগের হাবভাব
সন্দেহজনক বিবেচনা করিয়া বলিলেন—
“উপর ঘরের চাবি আমার নিকট নাই, দ্বীকেশ
কাছে আছে।” দ্রুতকারিগণ তখন নিজ-
মুষ্টি ধরিল। তাহারা বৃদ্ধাকে মার পিট
করিয়া উপরের বারান্দা হইতে নিচে ফেলিয়া
দিল। বৃদ্ধার চীৎকারে প্রতিবেশিগণ জড়
হইলেন, কিন্তু তখন তাহারা খিড়কির দ্বার
দিয়া পলাইয়াছে। বাইবার সময় তাহারা
নিতান্ত শুধু হাতে দ্বার নাই—সম্মুখে বাহা
পাইয়াছিল তাহাই হাতাইয়াছিল। এই দ্বীকেশ
বাবু হুগলীর পরলোকগত রায় জ্ঞানচন্দ্র
মিত্র বাহাদুরের দৌহিত্র। যখন হুগলী সহরের
মধ্যেও দিন দুপুরে এইরূপ ঘটনা, তখন ক্ষুদ্র
পল্লীবাঙ্গীর উপায় কে করিবে?

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বেলিরাখটার ডাকাতি—২২শে ফেব্রুয়ারি সোমবার রাত্রি ৯।০ টার সময় বেলিরাখটার ললিতমোহন বুদ্ধাবনচন্দ্রের চাউলের আড়তে হুখানা ভাড়াটে মোটর গাড়ি করিয়া ১৫ ২০ জন লোক কুঠার ও পিস্তল হস্তে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। কারমের ক্যাসিরার টাকা গুনিতে ছিলেন। তাহাকে ডাকাইত পাছার গুলি করে। অপর বাক্স ডাকিয়া ২২ হাজার টাকা নোটে ও নগদে মোটরে বোঝাই করিয়া প্রস্থান করে। উহাদের স্থানীয় লোকেরা ঘিরিবার চেষ্টা করার উঁহারা তাহাদের মাথার উপর গুলি চালায় এবং পথ খোলসা করিয়া লয়। একখানা ভাড়াটে মোটর চালকের মৃতদেহ খালপারে পাওয়া যায়। উহার নাম একবাল খাঁ। বাহুড় বাগান সেকেন্ড লেনে নং (৪৩৪) একখানা মোটর বাবু ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামীর বাড়ীর সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে একটা পিস্তল, হাতুড়ি, সাবল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে ঐ আড়তে লোহ সিন্দুক আরও দেড় লক্ষ টাকা ছিল। ডাকাতেরা লোহ সিন্দুক অপর ঘরে থাকার ভাড়া-ভাড়িতে ভাঙ্গার চেষ্টা করে নাই। পুলিশ বলিতেছে যে, বারওকোপে মোটর গাড়ী করিয়া আসিয়া ডাকাতি করার ছবি দেখান এই নুতন ধরণের ডাকাতির প্রবৃত্তি ঘটিল। জুক্রিয়া স্ট্রীট খানার এলাকার অনেক সন্দেহ-যুক্ত লোকের বাড়ীর খানাতল্লাসি হইয়াছিল। পিস্তলটী রডা কোম্পানির দোকান হইতে চুরী পাওয়া ৫০টার একটি।

—০—

নাটোরের ডাকাতি।—১২শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রে প্রায় ১০০ যুবক পিস্তলদি অস্ত্র লইয়া স্থানীয় অধিদারদিগের বাটী হইতে প্রায় লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি ডাকাইতি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ভারকেশ্বরের ডাকাইতি।—ভারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিতপুর গ্রামের ডান্না খোলিনীর বাড়ীতে যে ডাকাইতি হইয়াছিল তাহাতে মোহন্তের অধীনে ৮ ভারকেশ্বরের মন্দিরের ইজারাদার কালাচান পণ্ডিত গ্রেপ্তার হইয়া ত্রিপুরামপুর হাজতে প্রেরিত হইয়াছে। ডাকাতেরা ভ্রাতাকে মশালের ছেঁকা দিয়া টাকা আদায় করিয়াছিল।

—০—

রডা কোম্পানির টোটী চুরির মামলার অব্যাহতি প্রাপ্ত সেন্টরাল কলেজের ছাত্র বৈষ্ণনাথ বিশ্বাসকে ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে বি, এস, সি ছাত্র বিমানচন্দ্র ঘোষকে (এই আসামীকে পূর্বে মুসলমানপাড়া রোমার মামলার গ্রেপ্তার করা ও পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল) এবং মেটরাবুকজবাসী ঘটনা-স্থলের নিকটেই বাস) বিজয়কৃষ্ণ রায়কে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আহত মোটরচালক হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে মোটর গাড়ীখানিকে ডায়মণ্ডহারবারের রোডে পাওয়া গিয়াছে।

—০—

দোকানে ঘণ্টা।—বোঝাআরের কয়েকজন দোকানদার দোকানে ক্রমাগত ঘণ্টা বাজাইয়া নিলাম ডাকার জ্ঞায় জিনিস বিক্রয় করার অপর দোকানদারেরা ঐ শব্দে জালাতন হইয়া নাশিশ করে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদিগের সাবধান করিয়া এবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

—০—

গোথলে স্থতিচিহ্ন।—কাহার মতে পুণা সারভ্যান্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটী (ভারত সেবক সমিতির) জ্ঞায় কলিকাতার একটি সমিতি স্থাপন করা সম্ভব। সহযোগী বেঞ্চলি

ইন্সল বে, স্যাসিরাল সার্ভিস সীসেই ঐ স্থতি-চিহ্ন যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। পূর্বে পৃথক সমিতিতে কাজ ভাল হয় না।

—০—

ভাবী বড়লাট।

—০—

লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্যকাল শেষ হইবে আগামী নভেম্বর মাসে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, হয় ত এই যুদ্ধের সময় আর ভারতের রাজপ্রতিনিধি পরিবর্তন হইবে না—লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্যকাল আরও কিছুদিন বাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট বলিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কলিকাতায় শেষ আগমন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নভেম্বর মাসেই তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন; কারণ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে সন্ধির সময় তাঁহার মন্ত্রণা বিশেষ কার্যকারী হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ অনেক দিন বৈদেশিক লচিবের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সন্ধির সময় তাঁহার অভিমত অবশ্যই মূল্যবান বিবেচিত হইবে। তবে তাঁহার পদে কোন্ ভাগ্যবান এদেশে আসিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সহস্রশীর্ষ জনশ্রুতি সহস্রমুখে নানা জনের শুভাদৃষ্ট ঘোষণা করিতেছে। অনেকে বলিতেছেন লর্ড ইসলিংটনকে ঐ পদে মনোনীত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আবার অনেকে বলিতেছেন, বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বড়লাটের গদীতে উন্নীত হইবেন। আর এক দলের অনুমান, আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইলে লর্ড কিচেনার ভারতের ভাগ্যবিধাতা রূপে আবার এদেশে দেখা দিবেন। অল্প একদল বলেন, মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের নির্বাচন সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

—০—

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

ডাক্তারি ও বণিক সভা।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স নামক বণিক-সভা কলিকাতার ডাক্তারি সভাকে আপনাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। চেম্বার কলিকাতার ২২২ বণিকসম্প্রদায়ের মুখপাত্র, সুতরাং তাঁহাদের মতব্য নিতান্ত মূল্যহীন নহে। সভা বলিয়াছেন যে, আজকাল কলিকাতার পথে ঘাটে বেরূপ দস্যুতা বাড়িয়াছে, তাহাতে নিরাপ্রহরার ব্যাঙ্কে টাকা কড়ি পাঠান নিরাপদ নহে। এদিকে পুলিশ যে এই দস্যুতা নিবারণের কোন ভরিত উপায় বিধান করিতে পারিবেন, এরূপ আশা নাই। হয়ত কয়েক মাস পরে আদালতে কোন কোন আসামী অভিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আধুনিক আশঙ্কা ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। মফস্বলেও হুণ্ডগণের দোরাণ্ডা চরমে চড়িয়াছে। অনেকে বলেন, টাকা-কড়ি স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় প্রেরক যেন রীতিমত প্রহরার বন্দোবস্ত করিয়া টাকা চালান দেন। কিন্তু অস্ত্রহীন প্রহরী সশস্ত্র আততায়ীর সহিত লড়াই করিয়া কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? কাজেই প্রহরীদের হাতে বন্দুক দেওয়া আবশ্যিক। বণিকসভা বলিয়াছেন, প্রহরীর হাতে শুধু বন্দুক দিলে চলিবে না, তাহার বাহাতে নির্ভয়ে হাতিয়ার চালাইতে পারে, এরূপ খোলা হুকুম দিতে হইবে। হয়ত তাহার ফলে সময়ে সময়ে ছ'চার—জন ডাকাত নিমখুন হইতে পারে, কিন্তু তবুও যদি প্রহরীর পক্ষে ভবিষ্যতে ফৌজদারী সোপারদ হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে বিপৎকালে তাহার হাত খেলিবে না—সাহসে কুলাইবে না। অতএব সভা প্রস্তাব করিয়াছেন, অতঃপর বাহাতে সশস্ত্র পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়া সওদাগরগণের টাকার চালান পাঠান ও আনা বাইতে পারে, কর্তৃপক্ষ

তদনুসরণ বন্দোবস্ত করুন। সভা যৌগ নির্ণয় করিয়াছেন ভাল, কিন্তু তাহার যে ওষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা সর্বত্র প্রযুক্ত হইবে কিনা সন্দেহ।

—:—

শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁহার পত্নীর আগমন।

সেদিন প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁহার পত্নী হাওড়া টেসনে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার সঞ্চরনার অনুন ২০ হাজার লোক হাওড়া টেসনে সমবেত হইয়াছিলেন। কি অপূর্ব দৃশ্য! কলিকাতার ভারতের নানা প্রদেশের লোক বাস করেন—মাড়োয়ার, গুজরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীর সহিত মিলিত হইয়া মোহনদাস ও তাঁহার পত্নী কস্তুরী বাইএর অভ্যর্থনার যে মহা আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন দৃশ্য কলিকাতায় আর কখনও দেখা যায় নাই। মাড়োয়ারী ও গুজরাটীদের আশ্রয় উৎসাহ দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। কলিকাতায় প্রায় ১৪০০ গুজরাটী এবং ১৪ হাজার মাড়োয়ারী ব্যবসায়বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। কয়েক জন সংকল্পোৎসাহী লোক ব্যতীত ইহাদের প্রায় সকলেই ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন কর্মে বিশেষ অগ্রসার প্রদর্শন করেন না। বর্ধমানের বস্ত্রার সময় মাড়োয়ারীদের অসাধারণ কার্য-তৎপরতা দেখিয়াছিলাম, গান্ধি ও তাঁহার পত্নীর সঞ্চরনার গুজরাটী ও মাড়োয়ারীদের অসাধারণ জীবন্ত ভাব প্রত্যক্ষ হইল। গুজরাটী ও মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর সম্মিলনেই অপূর্ব অভ্যর্থনা ব্যাপার মহাসমারোহে নির্বাহিত হইয়াছে।

বেলা সাড়ে আটটা অতি অসময়; সে সময় সকলকেই ক্রায়ালয়ে বাইবার জন্ত প্রেরিত হইতে হয়। তবু ২০ হাজার লোক যে হাওড়া টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার। হাওড়া টেসনে প্রাতে ৭টা হইতে লোক সমাগম আরম্ভ হয়। রক্তবর্ণ বা হরিৎ, রক্ত ও পীত বর্ণের পতাকা লইয়া যুবক ও প্রৌঢ়গণ টেসন মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডারমান হইলেন। বয়োবৃদ্ধগণ পুষ্পমালা ও কুসুম-তবক হস্তে এক স্থানে দণ্ডারমান হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গুজরাটী, মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী ভাষাভিয়ারগণ জনসংঘের মধ্যে মৃদুস্বরা স্বাগনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, এরূপ দৃশ্য অনেক দিন দেখা যায় নাই।

—:—

বাঙ্গালী যি খাও, না গরু, শূর ও সাপের চরি খাও দেখ।

সহযোগী সজ্জিবনী বলিতেছেন :—

কয়েক দিন হইল, গোবিন্দ শীল নামক একব্যক্তি মাণিকতলার এক চর্কির কারখানা স্থাপন করিবার জন্ত মিউনিসিপালিটির সভাপতির নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী লিখিয়া ছিলেন, চর্কির ব্যবসায় অতি উত্তম, ইহাতে কোন হুগন্ধ নাই, ইহা মাহুষের খাদ্য দ্রব্য।

মাণিকতলা মিউনিসিপালিটির সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ আগস্ট সাহের মোলবী খলিল আহমদ নামক জনৈক কমিশনারকে কারখানার খবর লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মোলবী সাহেব কারখানা দর্শন করিয়া লিখিতেছেন :—

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

"It was in the premises for a considerable length of time, made thorough enquiry from the neighbours with the following result :— The factory to be started is ment for manufacturing adulterated Ghee made up of all ground-nut oil and fat of animal such as kine, goat, swine, sheep, even snakes, lizard and the applicant admitted that the product is made for human consumption. He further reports, that their process necessitates the accumulation of big piece of large quantities the of cattle bones for producing marrw which is mixed with the cencoction to give it a granulated appearance of Ghee. The neighbours protes. ted vehemently against the opening of any such factory."

এই কারখানা তৈজাল দি তৈয়ার করিবার জন্য স্থাপন করা হইবে। এই দি চিনা বাদামের তৈল ও গরু, ছাগল, শূকর তেড়া এমন কি সাপ ও টিকটিকীর চর্কি দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। দরখাস্তকারী স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের জন্যই ইহা প্রস্তুত করা হইবে। হাড়ের মজা না মিলাইলে চর্কির মধ্যে প্রকৃত বিষের মত দানা হয় না সুতরাং কারখানার মধ্যে অনেক হাড় মজুত করিয়া রাখিতে হইবে।"

এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া সভাপতি মিঃ আগস্ট গোবিন্দ শীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে এই কারখানা সম্বন্ধে বর্ধা কর্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

যত প্রকৃতির গোপনীয় কান্ডিনী প্রকাশ করালে আমরা মিঃ আগস্ট ও যোগবী খলিল আহমদকে ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছি।

—•—

Poor Rechard's sayings. বিবেক-বাণী।

(২)

"Would you live with ease, do what your ought and not what you please অর্থাৎ যদি স্বচ্ছন্দে সংসারে থাকিতে চাও, তাহাই হইলে বাহা করা উচিত, তাহাই করিও এবং নিজের খেয়ালে চলিও না।

—•—

"Better slip with foot than tongue" জিহ্বা পিছলান অপেক্ষা পা পিছলান ভাল, অর্থাৎ কথা—খেলাপি ভাল নয়, ফ্রাঙ্কলিন বলিতেছেন—

Take this remark from rechard

poor blame,

Whate e, r, began in anger ends

in shame"

অর্থাৎ দীন বিচার্ড বলিতেছেন যে, আমার পরামর্শ শুন, বাহা কিছু রাগের সময় বটে, তাহা লজ্জার শেষ হয়, অর্থাৎ রাগের কাজ করিয়া শেষে লজ্জার পড়িতে হয়।

—•—

All things are easy to industry,

All things are difficult to sloth.

অর্থাৎ অলসের সমস্ত কাজই কঠিন, কিন্তু পরিশ্রমীর নিকট সমস্ত কাজই সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের প্রতিই উপরোক্ত বচনটা খাটে, কেননা আমরা অতি অলস, সেইজন্য প্রমথীল জাতির কাজ দেখিয়া তাহা দৈবশক্তি বলিয়া ধরিয়া

নাই। মানুষকেই চালাকী—বাহ্যিক বলে কামিলি, সে সকলের আবশ্যক কম, আবশ্যক জানেন, একা জানই মানুষকে ধন ও সম্মানে বড় করিতে পারে। সেইজন্য ফ্রাঙ্কলিন উপদেশ দিতেছেন, "Be not silly nor cunning but wise" ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতগণও তাই বলিতেন যে, জান লাভ কর, সয়ল হও, প্রভাবশালী চালাকী আবশ্যক নাই।

কর্ণজগতের ফ্রাঙ্কলিন একজন বহুশি' কণ্ঠস্বর—তিনি দেখাইতেছেন, কাহাকেও হস্তগত করিয়া কার্যোদ্ধার করিতে হইলে শুধু যুক্তি দেখাইলে চলিবে না, তাহাকে আগে তাহার স্বার্থ দেখাইয়া দাও। তখন সে মনো-যোগী হইবে। অগতঃ শুদ্ধ যুক্তি দেখিতে চায় না, সে যুক্তিতে তাহার স্বার্থ কতটুকু, সেইটাই আপে দেখে। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন "Would you persued speak of interest not of reason"

তিনি বলিতেছেন যে, মানুষের একটু গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে নাই, ভাল বক্তা হইলেই যে সাধু সচরিত্র, ইহা সঙ্গতই নহে। অনেক গুলি সদগুণে মানুষের মূল্য অবধারণিত হয়।

"Don't value a man for the quility he is of, but for the quilities he possesses."

আবার বলিতেছেন—আপনার খেয়ালে আপনার মনেই সংসার পথে চলিলেই হইবে না, সম্মুখে দেখিতে হইবে অর্থাৎ সেই পথেরই পথিকগণ কতদূর, তোমাকেও সেইরূপে জ্ঞাত চলিয়া বাইতে হইবে, নচেৎ তুমি পশ্চাতে পড়িবে, "Look before or you will find yourself behind."

আক্ষেপ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন উপদেশ দিতেছেন যে গরীবকে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পাকস্থলীর জন্য

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

কিন্তু প্রকৃত ভাবে হর পেটের জন্য প্রচুর খাদ্য ও ধন আছে, নাই কেবল পেট অর্থাৎ পাকস্থলী। প্রমত্তবির ক্ষুধার অভাব নাই, কিন্তু তাহার আত্মতাব, কিন্তু ধনীর প্রচুর অর্থ, বসিরা বসিরা দিন যায়, তাহার পরিশ্রম মাত্র নাই। বিনা পরিশ্রমে পাকস্থলীও নিশ্চল, কাজেই খাদ্য থাকিলে কি হর, পেট যে খাইতে চায়না, তাই ধনী নাকি হরে কান্দে আর বলে যে, ভগবান এত ধন দৌলত খাদ্য দিরাছ, কিন্তু ভেমন ক্ষুধা বা পাকস্থলী কেন দাও নাই? গরীবের এত ক্রিমে কেন? তোমার কি একদেশ মনিতা। পাঠক তাই, বড়লোকের কাছে যদি যাওয়া আসা থাকে, তবে এই তুমিরা থাকিবেন। ফ্রান্সলীন সেইজন্য বলিতেছেন—The poor man must walk to get meal for his stomach, the rich man a stomach to his meal”

তিনি আর একটি কথা বড় মুন্সর বলিয়াছেন—তিনি বলেন “গরজের সময় লাভ জনক কেনা বেচা হয় না,, কথাটা বাস্তবিকই সত্যবান” Necessity never made a good bargain; গরজ পড়লে কখনও কমেও বেচতে হয়, বেশী দামেও কিনতে হয় লাভ হয়।

“যদি অহঙ্কার শকট চালকের কাজ করে, তাহা হইলে দীনতার চক্র তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে যদি অহঙ্কারী হইয়া চল, শেষে ভিক্ষা বৃত্তিই তাহার অবশ্য-স্তায়ী ফল, If pride leads the van, beggary brings up rear, অতি সত্য কথা।

ফ্রান্সলীন রসিক লোকের সম্বন্ধে বলিতেছেন —“কখনো তাহার প্রিয় রসিকভাড়া অনেক আছে, কিন্তু রসিকতার লোক হাসে, বলেও চান, কিন্তু তাতে যে পেট চলে না।” There

many witty men, whose brains fill their belly.

আজ এই পর্যন্ত রহিল। ফ্রান্সলীনের নীতি উপদেশগুলি যে অতি সারবান তাহা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতেছেন, আমাদের দেশের ছেলেরা যদি পড়েন, এই আশাতেই দেওয়া। কিন্তু বাঙ্গালী পুস্তকের সহিত ইহাদের যেন ছর সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইতেছে, কেই পড়ে না। প্রমান—বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণের অবস্থা, ২০ বৎসরে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের এক সংকরণের পুস্তক কাটে না। সাহিত্যিক নাম কিনিতে পারেন অনেকেই, কিন্তু পেট যে সাহিত্য পূজাতেই কৃতার্থ হয় না। যেদিন বঙ্গের সাহিত্যিকের পুস্তকের কাটতি বাড়িবে, সেইদিনই বুঝিবে যে, বাঙ্গালী সাহিত্যের আদর করিতে শিখিয়াছে। নচেৎ মেলা ভাবকের আধিক্য হইয়া দেশটাকে নিতান্ত অকর্ষণ্য অভ্যন্তর করিয়া তুলিবে মাত্র।

কবির বিয়ে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষকের কুটীর।

(অগ্র পলায়ন পরা বালিকাগণ, পশ্চাতে নলিনের প্রবেশ।)

সরলা। ও বাবা দৌড়ে এস, ও মা ছুটে আয়, দেখ এক জন বাবু আমাদের কি বলছে!

(কৃষক পত্নী ও লাঠি হস্তে কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। কি বাবু, কি বলছ, এ মেয়েরা তোমার কিছু করেছে কি?

নলিন। সরে যাও সমরেন্দ্র, ইন্দ্রির তব কোন অধিকার?

কৃষকপত্নী। বাবুটা সব কি ইংরাজী কথা বলছে।

নলিন। ওহো বুঝিয়াছি, ইহা রিজিয়ার

জারাগার; তুমি নহ সমরেন্দ্র, তুমি বাতক, এই যবনী সজিনী সব, ইন্দ্রিরে রহিয়াছে ঘিরে। (পুনরায়)

নলিন। রিজিয়ার! রিজিয়ার! এতক্ষণে ভাবিল স্বপন, এতক্ষণে বুঝিলার সব, এই দেববালা তব বাসনা সিদ্ধির অন্তরায়, তাই সর্যাতেছ এরে! ইন্দ্রির ইন্দ্রির কিরে আর, চলে যাই দৌড়ে, যথা নাই সংসারের হিংসাধে (ইন্দ্রিকে ঘিরিতে চেষ্টা ও কৃষকের বটীগ্রহণ খাইয়া নলিনের পলায়ন)

বন পথে।

(তমালিনী)

তমালিনী। আজ ১৭১৮ বৎসর বয়স হ'ল, বাবা পরমায়র অভাবে ঘিরে দিতে পারছেন না। পাড়ার লোকেরা কত হাসি ঠাট্টা করে, সেই নিষ্ঠুর দানবেরা কি এক পরমা দিরে সাহায্য করবে? বয়স বিয়ের মাত্র এসে লুচী খেয়ে যাবে, আর সন্দেশে চিনি বেশী, লুচীতে ময়দান কম বলে সন্দেশোচনা করে যাবে। আহা, বাবার মলিন মুখখানি দেখলে প্রাণ কেটে যায়, ঘরে ঘরে মেয়েরা মেহলতার মত প্রাণ বিসর্জন করুক, শুনেছি রাজপুতনার আগে মেয়ে হলেই মেয়ে ফেলতো, বঙ্গদেশে সেই উৎকৃষ্ট নীতি চলিত হোক। না, আমি এসব কি ভাবছি, আগ্নেয়তা মহাপাপ! এই যে কতকগুলি মেয়ে না বুকে আগুনে প্রাণ দিলে, এরা বুদ্ধিমত্তীর কাজ করেনি। ও কে? এমন উঁকি দিয়ে আমার দেখছে? ও সেই নলিন বাবুটা বুঝি? ও তো একটা প্রেমের পাগল!

(তমালিনীর তাই বিপিনের প্রবেশ)

বিপিন। দেখ তমালিনী, লাজলজ্জা খেয়ে বলছি, ঐ নলিনটাকে একটু পাকড়াতে হবে, ঐ টার সঙ্গেই তোর বিয়ে দিব, এক পরমা লাগবে না, অথচ স্নেহে থাকবি, না হ'লে বাবার তো মান থাকবে না। ও

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রেমের পাগল, ও'র সঙ্গে নভেলের এক করে
বেতে হবে।

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। কে তুমি? এই শুক বনপথে?

বিপিন। প্রভু এ বনপথ নয়, শিবমন্দির
আমি বিভাদ্রিগঙ্গা, আর ইনি বিমলা।

নলিন। বিমলা! তুমি কি দুর্ঘোগ
মাজে তিলোত্তমাকে নিয়ে শিবিকার অপেক্ষা
কচ্ছ?

বিপিন। (তমালিনীর প্রতি চুপি চুপি)
ধপড়নায়! লজ্জা করিসনি! বল বল বিমলা
হ'রে জবাব দে।

তমালিনী। কুমার জগৎ সিংহ! তা'
নয়; আমি গজপতি বিদ্যাদিগজকে সঙ্গে
নিয়ে, আপনাকে গড়মান্দারনের বীরেন্দ্র-
সিংহের দুর্গে আশ্রয় করতে এসেছি।

নলিন। (সাক্ষাৎ) বিমলে! এই মুকু-
তার তোমার পুরস্কার! (জাহাঙ্গীর শূন্যকণ্ঠে
হস্ত প্রদান করিতে দেখিয়া, তমালিনীর কণ্ঠ
হইতে হার লইয়া বিপিনের নলিনের হস্তে
প্রদান, নলিন হার লইয়া) বিমলা!
এই লও।

তমালিনী। (জাহাঙ্গীর) যুবরাজের অমুগ্রহ
শিরোধার্য্য, তবে আশ্রয়।

নলিন। দাঁড়াও, একটা কথা আছে,
দুর্গস্বামীর অমুমতি ব্যতীত দুর্গ প্রবেশ
করতে পারি না।

(কানে কানে কথা ও সকলের গমুন)

পঞ্চম অঙ্ক।

নলিন ও তমালিনী।

নলিন। রোহিণী! তুমি ভ্রমরের কাছে
আমার নামে এ সব কলঙ্ক রটিয়েছ কেন?
আমি এখানে ছিলাম না, তুমি সর্পিনী,
তোমারই জরে আমি হলুদগ্রাম ত্যাগ করে-
ছিলাম।

তমালিনী। আমরা গ্রন্থ লোক,
ভাই বা ইচ্ছা বলতে পারেন। যেখা যো
ঠাকরণ গায়ের আগার রটিয়েছেন, যে আপনি
আমাকে ২০০০ হাজার টাকা রহনা, আর
বেনারসী সাড়ী দিয়েছেন, পাড়ার লোকে
মলে মলে আমার দেখতে আসে। আমার
দেখযুড়ে কলঙ্ক হয়েছে, অথচ খেলাশ না,
হুঁলেম না।

নলিন। তাই সত্য, ভ্রমরই গায়ের
আগার এই সব রটিয়েছে। যদি দেখ যুড়ে
কলঙ্কই হয়ে থাকে, তবে এস, এত দিন গুণের
সেবা করেছে, এখন কিছু দিন রূপের
সেবা করি।

তমালিনী। তবে ধর্ম্মসাক্ষী করে দিয়া
কর, যে কখনও ভুলবে না।

নলিন। ধর্ম্মের নাম করোনা, তা'হলে
আমাদের মাথার বজ্রাঘাত হ'বে, আমি
পাপী, তুমি পাপিনী; আমি পিশাচ, তুমি
পিশাচিনী, ধর্ম্মের নাম নিয়ে না।

তমালিনী। আচ্ছা তাই, তবে আমার
মাথায় হাত দিয়ে দাঁক কর, তা'তো পারবে?
দাঁড়াও, আমি আসছি, ব্রহ্মনন্দন গুড়া বুঝি
আমায় ডাকছেন। (প্রস্থান)

(বিপিনের প্রবেশ।)

বিপিন। মল্ললাল, আমি তো'কে আজ
কচ্ছি, তুই বিবাহে প্রস্তুত হ! তা'রা বিস্তর
টাকা দিচ্ছে, আজ রাত্রে তো'র বিবাহ।

নলিন। বাবা আমি কিন্তু তোমার বলে
রাখছি, আমি ৬০০০ হাজার টাকা চাই,
তবে কুমুদিনীকে বিয়ে করবো। (অক্ষুটস্বরে)
টাকা না হাতে গেলেই, সকালে বিলাতে চম্পট
দিব, কিরে এসে বিলাসিনী কারমারকে বিয়ে
করবো।

বিপিন। সব টাকাই তোকে দিব।

(বিপিনের বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু। নললাল! বিয়েতে আমরা

নিমন্ত্রিত হ'ব তো? কিন্তু এই বিবাহ করে,
মিসেস কারমারকার কাছে বড় লজ্জা পাবেন।
নলিন। মিঃ সিং, আসি কিরে এসে
মিসেস কারমারকে বিয়ে করবো।

—

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(নলিনের পিতার বাড়ী)

কর্তা ও গৃহিণী।

গৃহিণী। ওমা কি করে, জীবন করে
খাবিবে, আমার একটা বই ছেলে নয়, আজ
১৫ দিন তার উদ্দেশ্য নাই। তুমি ভাল করে
খোঁজ করলে, কি আর তাকে পাওয়া যেত
না।

কর্তা। কি করি বল! আসে পাশে
হুঁতে তো বাকি রাখিনি, বা হোক,
ভেবনা, পাওয়া যাবে।

গৃহিণী। তুমি বিয়ে না দিয়েই এইটি
করলে, বাছার আমার মাথা খারাপ হয়ে
গেল।

কর্তা। মিছে বকোনা, ছোঁড়াকে এক-
বার পাইতো, তিন জুতার ঠিক করি।

(দাসীর প্রবেশ)

কর্তাবাবু। আপনাকে একটা লোক
ডাকছে, শীগ্গীর এস।

(কর্তার প্রস্থান ও কণপরে আগমন)

কর্তা। ওগো আর কান্ডেতে হবে না, খুব
সুখবর, তোমার গুণধর ছেলে বিয়ে করে
যে আসছে। আর তোমার হার তাগা তো
চুলার বাক, উশ্টে তোমার বউমা কাঁচের চুড়ি
হাতে নিয়ে য়ে আসছেন।

গৃহিণী। কে বললে? কে বললে?

কর্তা। কনের ভাই, জামার আমার
হাতে পারে ধরতে এসেছেন, যে নলিন ইচ্ছা
করে তার বোনকে বিয়ে করেছে। তা'রা
পত্নীর বলে কিছু দিতে পারেনি, এখন
দমা করে তাদের ধরে-নিন। তাদের বাড়ী

পুত্রাতন কাঁজের লোক শেষ হইতে চলিল।

কৃত্তে দেখনা, পাগল পেয়ে ক'কি দিবে বিয়ে
দিয়ছে আর কি?

কুহিলী। বা হবার তা হয়েছে, তাকনে
তা'দের পরিত্যাগ কর্তে পারিনা, ছেলে বো
নিরে এস।

কর্তা। আমার দ্বারার সেটা হবেনা।

সপ্তম অঙ্ক।

তমালিনীর কক্ষ।

(তমালিনী ও নলিন)

(বিপিনের প্রবেশ)

নলিন। নিশার স্বপ্ন সব তোর এ বারতা,
রে দ্বত! অমরবৃক্ষ যার তুল্যবলে
কাতর, সেই ধ্বংসের স্বাধব ভিখারী,
বখিলা সমুখ রণে? ফুলদল দিরা,
কাটিল কি বিধাতা শালসী তরুণের!

বিপিন। প্রভু আমি ভগ্নদূত নই, এ
স্বাধের সত্য নয়, আমি দিখিজয়। স্বাধবা
চাৰ্য্য ওরুদেব যখন অজুহতি দিয়েছেন, আমি
নোকা এনেছি, আপনি ঠাকুরাণীকে সঙ্গে
নিরে আনুন, সকলে নবদীপ পরিত্যাগ করে
যাই। (জনাস্থিকে) তুই এখন মুনালিনী ওকে
এই কন্দীতে গাড়ীতে তুলি আর। তো'র
শান্তী তো'দের দেখবার জন্য কান্দাকাটা
করছেন, না হ'লে তোর শব্দের প্রথমে মত
ছিল না।

নলিন। দিখিজয়! গিরিজায়া ভিখা-
রিনীও তো আমাদের সঙ্গে যাবে, সে কই?
সে আমার মুনালিনীর পরম উপকারিণী।

বিপিন। প্রভু। সে তা'র আশ্রিত কাছে
বিদায় নিরে আসছে, ঐ যে সে! এস
গিরিজায়া।

(স্বাক্ষর প্রকৃতি লইয়া বিপিন প্রবেশ)

নলিন। গিরিজায়া! তুমি আমাদের
পরম বৃদ্ধ, দিখিজয়ের সহ তোমার বিয়ে
দিব।

কি। তমালিনী বাবু বলে কি গো?
আমার যে চারকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

গিরি। কি ভাবছো গো, আমার তো
লোকে মনার বা বলে ডাকে।

নলিন। কি তুমি মনোরমা? তবে কি
তুমি পণ্ডিতের সঙ্গে চিতারোহণে গমন করছ।
ভগ্নিনী মনোরমা! একি?

বিপিন। প্রভু আনুন, সকলে একসঙ্গে
অশ্রানে গমন করিয়া, পরে চিতারোহণ কার্য্য
সমাপ্ত হইলে পৌড় পরিত্যাগ করিব।

(সকলের প্রস্থান)।

অষ্টম অঙ্ক।

(নলিনের বাটা)

মা। বেশ বো হয়েছে, মুখ খানি যেন
সোনার চাঁদ, নাইবা কিছু দিয়েছে, নলিন
আমার ভাল হয়ে ঘরকরা করুক, কুটুমের
ধনে কে বড় মানুষ হয়েছে?

নলিন। (স্বগত) এত দিন যেন কি
রকম পাগলের মত হয়েছিলাম, এখন হাসি
পাচ্ছে। তা একটা বড় ভাল হয়েছে, অমন
রূপবতী তমালিনী পেয়েছি। বাবা হলে
অনেক টাকা নিয়ে, একটা পেদীর সঙ্গে বিয়ে
দিতেন। আর মধ্যে মধ্যে প্রাণের ভিতর যে
ভাবের জ্যোৎস্না বয়ে যায়, তমালিনী তার
উপযুক্ত বাতাস দিতেও পারে। যাক এখন
কবিতা কবিতা ছেড়ে দিয়ে, সংসার রক্তালয়ের
বা প্রকৃত অভিনয় করা যাক। (প্রকাশ্যে)
মা! আমার লেখাপড়া হবেনা, এটেশ পাশ
আর এ স্বাক্ষর দিতে পারবো না, তার চেয়ে
বাবাকে একটা চাকরী করে দিতে বলো,
চাকরী করে ছপরা আনতে পারলে সংসারের
হুঃখ ঘুচেবে।

মা। কে হ'লি! আমি তোমায় ২০ টাকার
হরিরলোট দিব, নলিন আমার ভাল হয়েছে।

বাবা। তোর মুখে এসব কথা, তুমি আমি
জীবন পেলাম। কদিন এসে পৰ্য্যন্ত পাগলের
মতন খালি সব বকেছিস, এখন তো বেশ কথা
কচ্ছিস। বাই কর্তাকে এ খবর দিয়ে আসি।
(প্রস্থান)

(তমালিনীর প্রবেশ)

তমালিনী। মহারাজ; এই শত্রুতার
প্রমোদ উদ্যানে এসেও কি দেববানীর চিন্তার
কাতর হয়ে থাকবেন? তবে আমি বাই,
আপনি দেববানীকে চিন্তা করুন, আমি তো,
আপনার কেহ নয়।

নলিন। হ! কদিন ধরে তোমার আমার
খুব বাদর বামিয়েছিলে, না জানি মনে মনে
কতই হেসেছি! এখন একটুকু সাদা কথা বল
তমালিনী। সাদা কথা! তবে কি
কিরণী হ'ক, না দেবী পাগলী?

(মৃদুস্বরে গীত)

“বিলিয়ে দিচ্ছি পেটের মেরে,

বাজ বুকে ধরে সাধে,

মরে যদি ঘোচে জালা,

পাখী কান্দে ব্যাধের কান্দে।

রাত দিন খেটে খেটে,

অনজল পাবেনা পেটে,

কেটে ২ হুনের ছিটে,

তার হাত নাড়া দেয় কতই ছাদে।

নিতি কথা উঠবে কানে,

বাজ জেঁতে তোর পড়বে প্রাণে,

মাগের ব্যথা মাই জানে,

ভাসিয়ে দিয়ে সোনার চাদে।”

নলিন। তমালিনী! চুপ কর, আমার
কি পাগলই পেয়েছ তোমরা! বাই হোক,
তোমাদের ভাই বোনের বাহাদুরী, যে
ডাক্তারি শাস্ত্রে যে রোগের চিকিৎসা নাই,
সে রোগ তোমরা আরাম করলে! (সমাপ্ত)।

শ্রী হেমনলিনী বসু।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বীরভূম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

—:0::0::—

গত বর্ষে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে ৮কালী-বাটে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। বীরভূম প্রদেশের কতিপয় উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি ঐ সভাতেই আগামী বৎসরের জন্ম বীরভূমে সভার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার ফলে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অস্থগীতবর্গ এবং বীরভূমে উক্ত সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সভাতে চট্টগ্রাম হইতে ৮কালীধাম পর্যন্ত দেশ সমুহের পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদত্ত হইতেছে। অসংখ্য ভিন চারি হাজার ব্রাহ্মণ উহাতে উপস্থিত হইবেন। রাজা, মহারাজা, জমিদার, সমাজ-পতি ও অধ্যাপক শ্রেণীর অধিকাংশই ইহাতে আহৃত।

আগামী ২০২১ চৈত্র সভার দিন ধাৰ্য্য হইয়াছে। ই, আই, আর (লুপলাইন) সাঁইথিরা ষ্টেশননের নিকট ৬নন্দেশ্বরী মহা-পীঠ সম্মিলনে সম্মিলনের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। অন্ততঃ পাঁচ সহস্র লোকের উপবেশন যোগ্য প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে। সিউড়ী, হুবরাজপুর, বোলপুর, রামপুরহাট, কুওলা প্রভৃতি স্থানের উকিল, মোক্তার, অফিসার, বিচারপতি, সমাজপতি, জমিদার প্রভৃতি বীরভূম জেলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্মিলন সাধন করে বন্ধ পরিকর।

জগদীশ্বরবরের কৃপার নিরীক্সে সম্মিলন কার্য সম্পন্ন হইলে সকলের আশা পূর্ণ হয়।

হার্ডিং ব্রীজ।

বৃহস্পতিবার প্রাতে: সারা বাটের পুল খোলা হইয়াছে। এই পুলের নাম হইয়াছে হার্ডিং ব্রীজ। ঐ দিবস বড়লাট বাহাদুর

এই পুল খুলিবার জন্য সারা বাটে গমন করিয়াছেন। খুব জাঁকজমক ও ধুম ধামের সহিত এই পুল খোলার উৎসব অনুসম্পন্ন হইয়াছে। বহুতর ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্র-লোক এই সময়ে তথায় সমুপস্থিত ছিলেন। এই পুল খুলিবার সময় বড়লাট বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই পুলটি নির্মাণ করিতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই পুল দ্বারা পাট ও চা রপ্তানির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে ও বাতারাতে অনেক সুবিধা হইবে।

এই পুল নির্মাণ কার্যে চীক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর আর গেলস সাহেবের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২০ বৎসর ধাবৎ এই পুল নির্মাণ সম্বন্ধে জরনা কল্পনা চলিতে ছিল। পরে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট ইহা নির্মাণে অনুমোদন করেন। তারপর পুলের স্থান সম্বন্ধে নানারূপ কথা উঠে। শেষে সারাবাটে পুল নির্মাণ ব্যবস্থা হয়। ১৯০৮ সালে মিঃ গেলস ইহা নির্মাণের জন্য এদেশে আইসেন এবং তদবধি তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ গেলসের এদেশে এক অপূর্ণ কীর্তি রহিল।

—:~:—

রাজপথে ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রতি আক্রমণ।

যুগায় লজ্জায় যুবতীর আত্মহত্যা।

দেবীপুরের নিকট এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমরা এই সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ৪৫ট ভদ্র যুবক এই ঘটনার সংস্ফট শুনিয়াই আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ব্যাপারটি শুদ্ধন :—

সহযোগী এম্পায়ার বলিতেছেন, গত ২২শে জানুয়ারি তারিখে মোড়লজোনা গ্রামের পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

সুযোগিনী দেবী নারি এক ব্রাহ্মণমহিলা প্রয়োজন উপলক্ষে পদব্রজে নিশাগড় নামক পার্শ্বস্থ গ্রামে গমন করেন। সঙ্গে পাঁচুবালা দাসী নারী এক দাসী ছিল। দেবীপুরের ভিতর দিয়া ঐ গ্রামের বাইতে হয়। এইরূপ প্রকাশ, দেবীপুর হইতে কয়েকটা বাঙ্গালী যুবক তাহার পাছু লয় এবং ত্রীলোক দুইটা একটা নির্জন স্থানে পৌঁছিলে ৫ জন যুবক তাহাদের নিকটে বাইরা ব্রাহ্মণ যুবতীকে আক্রমণ ধরে। যুবতী আতঙ্কে পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকেন এবং প্রতিবেশীরা তাঁহার আর্দ্রবর শুনিয়া ছুটিয়া আইসে। হুর্কৃতেরা তখন যুবতীকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। শুনিতেছি, যুবতী এইরূপে পরপুরুষ-স্পৃষ্টা ও নিগৃহীতা হইয়া যুগায় ও লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়াছেন। নিত্যানন্দ সিদ্ধান্ত ও পাঁচুগোপাল সুখোপাধ্যায় নামক দুইজন যুবক বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ব্যাপার সংগ্রহে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট দুইজনকেই হাজতে পাঠাইয়াছেন। যে জাতির যুবকগণ এখনও নারীর সম্মান করিতে অক্ষম, তাহারা আবার ভদ্রলোক? সমাজে শিক্ষার বড়াই করে? কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা পল্লীবালকগণকে সংযতকরা উচিত।

ধূমপানের অপকারিতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সেনাবিভাগের কাগজপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শতকরা ৮০ জন লোককে tobacco hearts বলিয়া Army Dept. এ লওয়া হয় না। উক্ত দেশের লোকই যখন সেনা বিভাগের কার্যের অনুপযোগী, তখন কিরূপে জীবন নির্বাহ করিবেন এবং তাঁহা-

কেন বংশধরের কি ছদ্মশা হইবে তাহা অস্বপ্নের।

তামাকের দ্বারা রক্তপ্রণালী ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে। আমাদের সকলেই জানেন যে রক্ত প্রণালী আবশ্যকমত বাড়িতে ও কমিতে পারে (স্থিতি স্থাপক)। যদি কোনওরূপে ইহার এই গুণ নষ্ট হয়, তখন অস্বপ্নেরই ইহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া glandular degeneration of artery নামক রোগও অনেক সময় ধূমপান জনিত। ধূমপায়ির বংশধরের অনেক সময় এই রোগ হইয়া থাকে। আবার যদি কু অভ্যাস ত্যাগ না করিয়া এই বংশধরও অবাধে ধূমপান করেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র এই রোগে আরও অধিক ভুগিয়া থাকেন। ডাক্তার T. H. Kellogg বলেন—“Tobacco habit is the worst vice of civilisation” বিখ্যাত ইংরাজ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার Abernethy বলেন, তামাকে বুদ্ধি ও সঙ্গুণের লোপ হইয়া থাকে; আবার Kuleyর মতে ক্ষুধা মান্দের জন্ত ইহা লোককে অস্থিচর্মে বিশিষ্ট করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাহার মত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

“Tobacco enfeebles digestion, produces emaciation and general debility; it lays the foundation of every nervous disorder now common to the American people, it produces colour blindness partial or total loss of vision, various forms of insanity, epilepsy, bronchitis, rheumatism, asthma, dyspepsia, catarrh, Tobacco heart and cancer of the stomach.”

বাঙ্গালী যুবকগণ একবার দেখুন, ধূম পানের কি বিষম ফল। আমাদের এই

চির দারিদ্র্য পূর্ণ দেশে রোগের অন্ত নাই, তাহার উপর আপনারা ইচ্ছাপূর্বক পরমা দিয়া কি ব্যাধি না ক্রয় করিতেছেন? ইহা আমার কথা নহে—এ পাগলের প্রলাপ নহে, বিজ্ঞানের সেবার ও লোকের সেবার বাহারা জীবনঅতিবাহিত করিয়াছেন, বাহারা অপরের জন্ত আহার নিজে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কি বলিতেছেন দেখুন। আপনারা ইচ্ছাপূর্বক স্বাস্থ্য চিরজন্মের জন্ত ভারত হইতে তাড়াইবার জন্ত উত্তত হইয়াছেন কেন? আজ ভারতের কিছুই নাই, এমন কি স্বাস্থ্যও নাই; তাহার উপর যেটুকু আছে, তাহা আপনারা তাড়াইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? আপনারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানে বুক ফুলাইয়া গর্ব করিয়া বেড়ান, কিন্তু আপনারা শিক্ষা কোথায়? আপনারা কোথায় আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত উপদেশ দিবেন, তাহা না করিয়া আপনারা তাহাদের কাছে অবাধে ধূম পান করিতেছেন? তাহার আর কি শিখিবে? চিরকালই জগতে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে, সহরবাসীর দেখিয়া গ্রামবাসী শিখিবে, জ্ঞানীর দেখিয়া অজ্ঞানী বা মূর্খ শিখিবে, কিন্তু হায়, আপনারা কি শিক্ষাই আপনারা দেশবাসীকে দিতেছেন!

আমি অনেকবার দেখিয়াছি যে, অনেক শিক্ষিত লোকে জানিয়া তাহার পুত্রকে ও আত্মীয় পরিজনবর্গকে ধূমপান করিতে দেন। কলিকাতায় অনেক সাহেবী মহাবলধী লোকে পিতা পুত্র এক সঙ্গে ধূম পান করেন। একেই বলে সভ্যতা? ইংরেজ ছদ্মের গুণ শুলা লইতে পারিলে না, কিন্তু দোষটি ঠিক লইয়াছে ত? তাহাতে কোনও প্রকার লজ্জা নাই। বীরত্ব, স্বদেশ প্রেমিকতা অধ্যবসায়, কর্মে আসক্তি, জ্ঞান লিপ্সা কত পরিমাণে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে একবার

ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শুধু গভর্ণমেন্টের নিকট স্বাস্থ্যের জন্ত আবেদন চলিতেছে! দেশে বড়ই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একটা Commission বহুক ইত্যাদি মন্তব্য প্রায় কাগজে দেখিতে পাই, কিন্তু তোমরা নিজেরা কি করিতেছ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? স্বাস্থ্য বিষয়ে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করা ত অনেক বড় কথা হইল, তাহাত কেহ করিবেই না, বরং দেশে কিসে রোগ হইবে, তাহারই নানা প্রকার প্রণালী-বাহির করিয়া দেশের ও দেশের সর্বনাশের প্রশস্ত পথ নির্ধারিত করিয়া দিতেছেন। অনেক কথা বলিলাম, ইচ্ছা হইলে মার্জনা করিবেন।

লণ্ডনের চক্ষুর বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার জর্জ ক্রিট্‌চেস্টে বলেন যে তিনি অসংখ্য লোককে কেবল ধূমপান জনিত অন্ধতার প্রতি-কারের জন্ত চিকিৎসা করিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের ম্যাক্সাচুসেট্‌স প্রদেশের পাগলাগারদের ডাক্তার উড্‌ওয়ার্ড বলেন যে, ধূমপানে যে লোক পাগল হয়, সে কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। উক্ত প্রদেশের বিখ্যাত ডাক্তার স্মিথান বলেন যে, ধূমপানে মাহুষের বিবেক ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পাশবিক ভাবটা মাহুষের অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোটেন নগরের ডাক্তার ও এম, টোন বলেন যে ধূম-পায়ী যখন কোন malignant রোগে ভুগিতে থাকে, তখন তাহার আরোগ্য লাভের আশা শতকরা ৫০ ভাগ কম বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। ডাক্তার কাওএন আবার এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

Next to transmitted tendencies the use of tobacco is the great cause of both moderate and excessive alcohol drinking” ডাক্তার উইলার্ড পার্কের মত এই।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বলেন যে তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মজ্ঞ অপেক্ষা যুগপানে অনিষ্ট বেশী হইয়া থাকে তাঁহাদের মত যে ধুমপানে যত শীঘ্র যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদের শরীর পতন হয়, এত শীঘ্র স্ত্রীতে হয় না। তাঁহারাও বলেন যে, এই কুঅভ্যাস ক্রমে পানদোষে পরিণত হয়।

বোধ এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধুমপানে আমাদের করুণ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

বিঃ

—:—

ভারত-রক্ষা আইন।

সন ১৯১৫ মার্চ দিল্লীতে গৱর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় একখানি আইন প্রণীত হইয়াছে।

বৃটিশ রাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে সর্বসাধারণকে নিষিদ্ধ ও বৃটিশ ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্ত এবং যুদ্ধের পর ভারতের কোন কোন স্থানে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল স্থলে বিশেষ শ্রেণীর মোক্ষ-দমন বিচার ক্রম নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই আইন যত কাল যুদ্ধ থাকিবে, তত দিন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ৬ মাস কাল প্রচলিত থাকিবে। এই আইনের ২য় ধারায় দিখিত হইয়াছে যে, এই আইন অনুসারে সকোল্লিঙ্গ গৱর্ণর জেনারেল নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়ম করিতে পারিবেন।

১। শত্রুপক্ষের সংবাদ দেওয়া বা সংবাদ দিবার জন্ত কোন খবর সংগ্রহ করা নিবারণ।

২। বৃটিশ রাজের সৈন্য ও জাহাজ রক্ষা বৃটিশ সৈন্য বা বৃটিশের মিত্র শক্তির সফলতা লাভে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্ত কোন মতগত করিলে তাহা কার্যে পরিণত করিতে বা শত্রুর সাহায্য করিবার চেষ্টা নিবারণ করা।

৩। মিথ্যা সংবাদ প্রচার বা যে সকল সংবাদে ভয় বা রাজার প্রতি অত্যাচার জন্মাইবার অথবা ব্রিটিশ রাজের সহিত বিদেশী রাজাদের সৌহার্দ্যের বিষয় অথবা বৃটিশ রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিবারণ করা।

৪। রেলওয়ে, বন্দর, জাহাজনির্মাণস্থান, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, গ্যাস, বিদ্যুতালোক ও জল সরবরাহের কারখানা, জলাশয়, বাতাসের পথ রক্ষার জন্ত সিভিল অথবা মিলিটারী কর্মচারীদিগকে ক্ষমতা দান।

৫। জল বা স্থল সৈনিক কর্মচারীদিগকে জলযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধের জন্ত কোন স্থাবর অস্থাবর ব্যক্তি সর্বসাধারণের নির্দিষ্টতা বা তাহার কোন অংশ রক্ষার জন্ত যে কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোন আদেশ বা কার্য্য করিবার অধুমতি দান।

৬। যদি সিভিল বা মিলিটারী কর্তৃপক্ষের এইরূপ সন্দেহ করিবার কারণ হয় যে, কোন ব্যক্তি সর্বসাধারণের নির্দিষ্টতার ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করিয়াছে করিতেছে বা করিবার উত্তোগ করিয়াছে; তাহা হইলে সিভিল মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যাহাতে তাঁহাদিগ কতৃক লিখিত নির্দিষ্ট স্থানে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ, বাস বা অবস্থিতি করিতে না পারে, বা তাঁহাদিগ কতৃক নির্দিষ্ট স্থানে ঐ ব্যক্তি বাস বা অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে চলা ফেরা করিবে এমন কার্য্য করিতে নিবৃত্ত থাকিবে, তাহার দখলের বা তাহার অধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে এমন কার্য্য করিবে, যেরূপ কর্তৃপক্ষ আদেশ করেন।

৭। বিস্ফোটক দ্রব্য, দাহ্যপদার্থ, অস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ রাখা সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বা নিষেধ।

৮। ব্রিটিশ রাজের সৈন্যদের শিক্ষা বা

শাসনের বিষয় সম্বন্ধে পারে, এমন কার্য্য নিবারণ ব্রিটিশরাজের সৈন্যদের রাজত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা নিবারণ, মিলিটারী ও পুলিশের কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে লোককে নিষেধ করা।

৯। সিভিল বা মিলিটারী কর্তৃপক্ষের যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু থাকে যে, কোন স্থান সর্বসাধারণের নির্দিষ্টতা বা বৃটিশ ইণ্ডিয়া রক্ষার হানিকর কোন কার্য্যের জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে, তবে তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহা তল্লাস করিবার এবং ঐ কার্য্যের সহায়ক বলিয়া যাহা মনে হইবে, তাহা ধরিবার ক্ষমতা দান করা হইবে।

১০। এই ধারানুসারে যে নিয়ম করা হইবে, যে সকল ব্যক্তি তাহা ভঙ্গ করিবে বা যাহাদের ভঙ্গ করিবার সম্ভাবনা তাহাদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে র সকারী কর্মচারী ও অস্ত্রাস্ত্র লোকের কর্তব্য নির্ধারণ।

১১। এই ধারানুসারে যে সকল নিয়ম প্রণীত হইবে, তাহার ভঙ্গ নিবারণের জন্ত সরকারী কর্মচারী ও অস্ত্রাস্ত্র লোকের কর্তব্য নির্ধারণ এবং যাহারা নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে কেহ শাস্তি হইতে রক্ষার চেষ্টা করিলে তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম নির্ধারণ।

১২। শত্রুকে সাহায্য করা বা যুদ্ধের সকলতায় বিঘ্ন জন্মান নিবারণ।

এই ধারায় নিয়ম ভঙ্গ করিলে ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। যদি কেহ বৃটিশরাজের শত্রুকে সাহায্য বা বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড, যাবজ্জীবনের জন্ত দীপান্তর বাস দণ্ড এবং ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসঙ্গে অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে। এই বিধির ধারানুসারে যে সকল নিয়ম প্রণীত হইবে, তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইলে এই আইনের বিধি রূপে গণ্য হইবে।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল তৎপর লউন।

৩য় ধারার ১ম প্রকাশ। প্রাদেশিক গবর্ণ-
মেন্ট লিখিত অমুজা দ্বারা এই আদেশ করিতে
পারিলেন যে, ২য় ধারামুসারে যে সকল নিয়ম
প্রণীত হইবে, যে তাহা ভঙ্গ করিবে, অথবা-বে
এমন অপরাধ করিবে, প্রাণদণ্ড, বীপান্তর
দণ্ড বা ৭ বৎসর কারাদণ্ড বাহার শাস্তি অথবা
যদি অপরাধ মূলক বড়বস্ত্র করে বা করিবার
সহায়তা করে বা যে এইরূপ অপরাধ করিবার
বা তাহার সহায়তা করিবার চেষ্টা করে,
তাহার বিচার এই আইনামুসারে নিযুক্ত
কমিশনারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে।

১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি অমু-
সারে যে সকল লোকের মোকদ্দমা হাইকোর্টে
বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে, অথবা ১৯০৮
সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন বিধি অমু-
সারে যে সকল লোকের মোকদ্দমা বিচারের
হুকুম দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রাদেশিক
গবর্ণমেন্ট কমিশনারদের দ্বারা বিচারে আদেশ
দিতে পারিবেন না। কিন্তু ৩য় ধারার ১ম
প্রকরণে উল্লিখিত অপরাধ অত্র যে সকল
লোক করিতেছে তাহা এই আইন পাশের
পূর্বেই হউক কি পরে হউক, তাহাদের বিচার
কমিশনারদের দ্বারা করান যাইতে পারিবে।

৪ ধারা। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট এই আই-
নামুসারে অপরাধের বিচারের জন্য কমিশনার
নিয়োগ করিবেন।

এই আইনামুসারে যে সকল মোকদ্দমার
বিচার হইবে, তাহা ৩ জন কমিশনারের দ্বারা
নির্দ্ধারিত হইবে। কমিশনারদের অন্যান্য ২
জন এমন লোক হইবেন, যাহারা অন্যান্য ৩৭-
সর কাল সেসন জজ বা অতিরিক্ত সেসন জজের
কার্য্য করিয়াছেন অথবা যাহারা হাইকোর্টের
জজের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য, অথবা ১০
বৎসরের অভিজ্ঞ চীফ কোর্টের এডভোকেট
বা উকীল।

৫৫ ধারা। আসামীদিগকে কমিশনারদের

নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে না,
কিন্তু তাহারা নিজেরাই বিচার আরম্ভ
করিবেন।

মাজিষ্ট্রেটেরা ওয়ারেন্ট মোকদ্দমার বিচার
যে প্রণালীতে করেন, ১৮৯৮ সালে ফৌজদারী
কার্য্যবিধি আইনের সেই বিধান অনুসারে
কমিশনারগণ মোকদ্দমার বিচার করিবেন কিন্তু
তাহাদের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত নিয়মা-
বলী মানিয়া চলিতে হইবে।

যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহিত হইবে,
তাহার মর্ম্ম মাত্র কমিশনারগণ লিখিয়া রাখি-
বেন। কেবল সুবিচারের জন্য মোকদ্দমা
মূলতবি রাখিতে পারিবেন, অত্র কোন হেতুতে
মূলতবি রাখা হইবে না।

কমিশনারদের মধ্যে মতভেদ হইলে অধি-
কাংশের মত প্রবল হইবে।

৬ ধারা। কমিশনারদের হকুমের বিরুদ্ধ
আপীল হইতে পারিবে না। এই আইনামু-
সারে যদি কোন আসামীর বিচার আরম্ভ হয়
এবং বিচারকালে যদি দেখা যায় যে, আসামী
৩ ধারার বা সেই ধারার অমুজামুযায়ী কোন
অপরাধ করিয়াছে, তবু কমিশনারগণ তাহার
বিচার করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে
পারিবে না।

এই আইনের বিধানের সঙ্গে ফৌজদারী
কার্য্য বিধির যে সকল বিষয়ে অমিল হইবে,
তাহা কমিশনারদের প্রণালীর উপর
ধাটিবে না।

কমিশনারগণ যে দণ্ড দান করিবেন,
তাহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল হইতে
পারিবে না কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বা প্রাদেশিক
গবর্ণমেন্ট সে দণ্ড সম্বন্ধে যথোচিত হুকুম দিতে
পারিবেন।

ভারতরক্ষা আইন।—১৯এ মার্চ ভারত
রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ২২এ তারিখ
ভারত গবর্ণমেন্টের আদেশে পঞ্জাবের অন্তর্গত

লাহোর বিভাগের লাহোর, অমৃতসর, শিৱাল-
কোট ও গুজরগালা, জলন্ধর বিভাগের
কানুয়া, হসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর ও
ভিরোজপুর জেলা এবং মুলতান, বাজ, লারাল
পুর মণ্টগোমারি, ডেরাগাজি খাঁ ও মজফরগড়
জেলার উহার প্রচলন হইয়াছে।

নানাকথা।

লবণের মূল্যবৃদ্ধি। বিদেশী লবণের আল
দানী দ্রাব হওয়াতে লবণের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি
হইতেছে। ১৯১৪ সালের ৩১ এ অক্টোবর
লিভার পুলের ১০০ মণ লবণের মূল্য ৫১৮/০
৩১ এ ডিসেম্বর তাহা ৮৬ টাকা মূল্যে বিক্রিত
হইয়াছে।

বাণিজ্য সংবাদ।

জোঁকের চালান।

এক প্যারিসেই পূর্বে ৫২ কোটি জোঁক
ব্যবহৃত হইত; এখন আর তেমন হয় না।
তবু ইউরোপে জোঁকের কাটতি খুব বেশী।
যুদ্ধান্তের পরে ইউরোপের যে সব স্থানে
জোঁক জন্মে, সে সব জায়গা হইতে চালান বন্ধ
হইয়াছে! ইদানীং ভারতবর্ষ ইউরোপকে
জোঁক সরবরাহ করিতেছে। ভারতবর্ষীয়
জলোকা ও বিলাতী জোঁক এক জাতের নহে।
ভারত হইতে বিলাতে দীর্ঘ নৌযাত্রায় ভার-
তীয় জোঁকগুলি একটুও ক্ষীণ হয় না। জোঁক
বিক্রীর টাকাটা বেলজিয়ান্ রিলিফ ফাণ্ডে
দেওয়া হইতেছে।

ভারতের শিক্ষা।—গত মঙ্গলবার বড়-
লাটের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভার-
তের আয় ব্যয়ের সমালোচনা হইয়াছিল।
মিঃ সার্প শিক্ষা সম্বন্ধীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে বলি-
য়াছেন, এবার টাকা নাই সুতরাং কোন

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

নূতন কার্যের জন্ত দান করা হয় নাই। ১৯১২ সনের মার্চ হইতে ১৯১৪ সনের মার্চ পর্যন্ত ৩ বৎসর হাজিরখা ৭,৩৭,৪২৭ ও ব্যয় ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে।

—:—

বসন্তরোগের প্রতিষেধক।

প্রাতঃকালে খালিপেটে উচ্ছে পাতার রস ৭/৮ কাঁচা ও কাঁচা হরিদ্রার রস এক কাঁচা একত্র মিশাইয়া ঈষদ্বক্ষ করিয়া ৭ দিবস সেবন করিলে একবৎসরের জন্ত বসন্তের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। আমাদের বাড়ীতে ও আশ্রয়গণের বাড়ীতে আমরা ইহা প্রতিষেধক স্বরূপ ব্যবহার করিতেছি।

আমি একটা ঔষধ জানি। ইহা দ্বারা বহু লোককে আরোগ্য করা হইয়াছে, সকল রোগীকেই বহুবৎসর বাবত বিনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে, এবং এ বৎসরও তজ্রপ দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। পাছে ইহা দ্বারা কেহ কোন ব্যবসা করেন, এই ভয়ে ঔষধটির প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করা হইতেছে না।

যদি কেহ বিশ্বাস করিয়া ইহা ব্যবহার করেন তবে ইহার অদ্ভুত শক্তি বৃদ্ধিতে পারি বেন ইহা সেবনে কোনও আলা যন্ত্রণা, বা উদ্বেগ হয় না। তিন দিবস সেবনে আরোগ্য হয়। কলিকাতাবাসীয় সুবিধার জন্ত কিছু ঔষধ “১৩৩ নং রামকান্ত বসু’র ষ্ট্রিট, বাগ-বাজার কলিকাতা” এই ঠিকানায় সহরই পাঠান হইতেছে। এই ঔষধ পূর্বে ই ১৮৮৫-ই বাড়ীতে রাখা বাহনীয়। “৩৬টি পাকার পূর্বে যে কোন সময় ইহা ব্যবহার্য্য। কলিকাতায় উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ দাস ওপ্ত মহাশয়ের নিকট ইহা পাওয়া যাইবে।

শ্রীরজনী কুমার রায়,
১০নং নবরাসের লেন, নবরাসের বাড়ী, ঢাকা।

স্বদেশী শিল্পের সাহায্য।—সত মঙ্গলবারের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবী এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে স্বদেশী শিল্পের সাহায্যার্থ ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হউক। মিঃ গজনবি রায়’ সীতা-নাথ রায় বাহাদুর, কাশী মসজদরের মহারাজা নশীপুরের মহারাজা ও মিঃ এবট উহার সমর্থন করেন। ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ ক্লার্ক বলেন, নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ১২লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে কি কেহ রাঙ্কি আছেন? শিল্পে উন্নতির জন্ত গবর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্য করা ভাল নয়।

১৪ জন সভ্য প্রস্তাবের পক্ষে ও ৩৬ জন বিপক্ষে মত দেওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

—:—

জাপানী বাড়ীঘর এবং আচার ব্যবহার।

জাপান দেশের বাড়ী ঘর সচরাচর এক তালি ও কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হয়। কাঠ দিয়া বাড়ী করিবার একটি কারণ এই যে, ভূমিকম্প হইলে বাড়ী চাপা পড়িয়া মরিবার ভয় থাকে না। দেশের সর্বত্র বাড়ী ঘর একই প্রকারের।

আমাদের দেশে নাতিতে খুঁটা পুতিয়া, সেই খুঁটার উপর লোকে ঘর-বাঁধে, কিন্তু জাপান দেশের সাধারণ ঘর মাটির উপরে এক প্রকার বসান। বড় বড় পাথরে ছিদ্র করিয়া সেই বিদ্রে খুঁটা পোতা হয়; আর পাথর গুলি মাটিতে বসাইয়া রাখা হয়। এই খুঁটির উপর লোকে ঘর বাঁধে। ঘরের চাল খড়ের, তক্তার বা খোলাস্ত, কিন্তু দিলক্ষণ ভারী। এই প্রকার চাল মজবুত তীর আড়ার উপরে থাকে। আমাদের দেশের খড়ের, ও আসাম দেশের উলু খড়ের

আটচালার মত ইহাদের ঘরেও বারান্দা থাকে। এদেশের ঘরে স্থায়ী দেওয়াল নাই, চারিদিক খোলা। কিন্তু কলিকাতার দোকান ঘর যেমন তক্তা দিয়া রাতে বন্ধ করা হয়, ইহারা তেমনি কতকগুলি তক্তা দিয়া রাতে ঘর বন্ধ করে। তক্তা গুলি দিনের বেলায় কাঠের বান্ধে রাখিয়া দেওয়া হয়। গ্রীষ্ম কালে ঘর খোলাই থাকে। শীতকালে দিনের বেলা তক্তা না দিয়া, এক প্রকার পাতলা কাগজ দিয়া রাখে, সেই কাগজ কতকটা কাঁচের মত, বাহিরের সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজের পর্দা দিয়া ঘরে কুঠরী করিয়া লওয়া হয়, এই পর্দার কাগজ উপরে ও নীচে কুঁচি করা। এই পর্দা গুটাইয়া এক পাশে রাখিলেই ঘর খানি একটা বড় কুঠরী হইয়া পড়ে।

যে কুঠরীতে লোকে বাস করে ও রাতে শুইয়া থাকে, সেই কুঠরীতে লোকে থাকে এক প্রকার পাটা বা মাহুর পাতে। এই মাহুর তিন হাত লম্বা, দুই হাত চওড়া, এবং চারি আঙ্গুল পুরু। কলিকাতায় ইংরেজদিগের ঘরে যেমন লম্বা লম্বা মাহুর জুড়িয়া পাতিয়া দেওয়া হয়, ইহারাও তেমনি ঐ মাহুর দ্বারা কতকগুলি পরস্পর জুড়িয়া ঘরের মেঝেরাতে পাতিয়া দেয়। এই প্রকার মাহুর দ্বারা ঘরের লম্বাই উড়াই মাপ হইয়া থাকে। আমরা বলি, এক রশি, দুই রশি; উহার বল, অমুক ঘরের মেঝিয়া দুই মাহুর লম্বা। রান্নাঘরে, ও ঘরের যেখান দিয়া যাওয়া আসার পথ, সেখানটায় তক্তা পাতিয়া দেয়, সে সকল তক্তা খুব পরিষ্কার।

দোতালি বাড়ীও আছে। সচরাচর বাড়ীর সম্মুখের ভাগ এক তালি, আর পিছনের দিকটা দোতালি, কাজেই সম্মুখের চাল নীচু, আর মাঝখানের মটকা উচু, সকলের পিছন দিকে দোতালি। বাড়ীর

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভিতর দিকের ঘরগুলি ভাল; আর বাড়ীর
পিছন দিকেই বাগান, সমুখের দিক নহে।

রাজিকালে তক্তাগুলি সারি সারি বস-
ইয়া দিয়া, আমাদের দেশের দোকান ঘরের
মত হাড়কা দিয়া বন্ধ করা হয়। ঘরজা এক
একবার বন্ধ হইয়া খেলে যদি কেহ আসে,
এবং ঘরে প্রবেশ করিতে চাহে, সে তক্তার
কাছে দাঁড়াইয়া, বলে, “তাই ত, কিছু মনে
করবেন না, কিন্তু এ হইল ভদ্রতার কথা, কেহ
যদি এতটা ভদ্রতার পরিচয় না দিতে চাহে,
তবে বলে “অহে, অহে” তা ছাড়া হাততালি
দেয়, আমাদের মত কড়া নাড়ে না। ঘরের
ভিতর বাহ্যার থাকে, তাহার কেহ আসিয়া
ঘরোজা খুলিয়া দেয়।

আমাদের পল্লীগাম্ভূ গৃহস্থের বাড়ীতে
যেমন মেজ, চৌকি ইত্যাদি ইংরেজী ধরণের
তৈজস পত্র নাই, জাপানের এই প্রকার
বাড়ীতেও তেমনি ও সকল জিনিস নাই।
ঘরের মেঝেরাতে চাটাই বা মাছুর পাতা
থাকে, লোকে তাহাতেই শোর, তাহাতেই
বসে। বোধ হয় আমাদের মত তক্তাপোষ
উহারে নাই। আমাদের দেশে, ছবিতে
বুদ্ধদেব যেমন ষোগাসনে বসিয়া আছেন, লোকে
তেমনি ষোগাসনে বসে, আর তাহাই
ভদ্রতার পরিচায়ক, কিন্তু জাপান দেশের
লোকে, হাঁটুতে ভর দিয়া, নামাজ পড়িবার
সময়ে মুসলমানেরা যেমন করিয়া বসে, তেমনি
করিয়া বসে। লোকে খড়ম পায়ে দেয়,
কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ কালে খড়ম বাহিরের
বারান্দায় রাখিয়া আইসে, ইহা করাতে
মেঝিয়ার মাছুর অপরিষ্কৃত হয় না। বলা বাহুল্য
এ সমস্ত হিন্দুগণেরই ব্যবহার।

ইংরেজদিগের, বা আজি কালিকার
বাজালি সাহেবদিগের মত জাপানীরা টেবিলে
বাসন রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া আহার করে না।
মাছুরে বসিয়া খাওয়ার মত বড় বাসনে ভাত

ভরকারি সমস্ত লইয়া; আহার করে।
আমাদের মত তক্তাপোষও নাই; রাজিকালে
লেপ বিছানা মাছুর পাতিয়া লোকে শুইয়া
থাকে। খাঁজ কাটা কাঠের বালিসে কাগজ বা
তুলার গদির মত বাধিয়া তাহারই উপর বাড়
রাখিয়া লোকে শোর। সময়ে সময়ে মশার
উৎপাতও হইয়া থাকে, তখন লোকে,
আমাদেরই মত মশারি খাটায়।

আমাদের পল্লীগাম্ভূ গৃহস্থের গৃহে যেমন
আঙনের মালসা ও তামাকের ডিবা না
থাকিলেই চলে না, জাপান দেশের গৃহস্থেও
ঘরে তেমনি ঐ ছইটাই থাকা চাই, তবে কথা
এই, আমাদের মত শুড়ুক তামাক উহার
ধার না, তাই এক খানা সরায় বা বাসনে
করিয়া শুখা তামাক রাখে। আর উহার
যে পায়ে আঙন রাখে, তাহা আমাদের
মালসার মত নহে। একটি পিতলের বগুনা
ভিতরে মাটির পুরু লেপ দেওয়া একটি
কাঠের বাজে করিয়া উহার কাঠের কয়লা
দিয়া আঙন করে, আর সেই আঙন ছাই
চাপা দিয়া রাখে। আমাদের তুব ও
খুঁটিয়া ভরা আঙনের মালসাও নিম্নার জিনিস
নহে। উহার ঐ আঙনে চুঁকট বা তামাকের
পাইপ ধরায়, আবার শীতকালে আঙন
পোহার, তবে কাস্মীরের লোকদের মত
আঙনের মালসা বোধ হয় কোলে করিয়া
বসিয়া থাকে না। তামাকের বাসন কতকটা
ঐ প্রকার বটে, কিন্তু একটু ছোট।

জাপান দেশের লোকেরা ঘরের মেঝিয়ার
মধ্যস্থলে একটি গর্ত করে, সেই গর্তের ভিতর
দিকটা শক্ত মাটি দিয়া খুব পুরু করিয়া
লেপিয়া দেয়। এই গর্তে কাঠের কয়লা
দিয়া আঙন করে, সেই আঙনে ছাই চাপা
দেয়। শীতকালে বাড়ীর সকলে লেপ বালা-
পোষ পায়ে জড়াইয়া, এই আঙনের কুণ্ড
ঘেরিয়া বসে। আমাদের দেশে ও পল্লী

গ্রামে লোকে বড় বা আর কিছু দিয়া আঙন
করিয়া শীত কালের রাজিকালে বিলিয়া
আঙন পোহার।

গৃহসজ্জার প্রধান সামগ্রী নানা প্রকার
চীনা বাসন, অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত পর্দা,
নানা প্রকারের কাগজ ও খাতুনিস্রিত
জিনিস।

লোকে রাজি কালে ঘরে মোম বাতি বা
প্রদীপ জ্বালে, কাগজের অতি সুন্দর লঠন ও
অনেকের ঘরে আছে। এই লঠনের তৈলের
প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলে, ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতেও
এই লঠন থাকে। আজ কাল কেবলমাত্র
তৈলের দীপও বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে।
একটা কুঠরী ঠাকুর ঘর, এই কুঠরীতে একটি
বেদী আছে। তাহাতে ছোট ছোট চাক্তি
আছে, সেই চাক্তিতে নানা দেবতার ও পূর্ব
পুরুষদিগের নাম লিখিত আছে। এই খানে
বসিয়া বাড়ীর কর্তা, বৈদিক কালের হিন্দু
গৃহপতির মত, প্রতিদিন নিরমিত সময়ে সন্ধ্যা
আহ্নিক ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

জাপান দেশে বাহার বাড়ীতে জায়গা
আছে, তাহারই বাড়ীর পিছন দিকে ছোট
বা বড় বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। এই
প্রকার বাগানে “টবে” করিয়া নানা প্রকার
ফুলের গাছ রাখা হয়,—বেশি নহে। কিন্তু
এই প্রকার বাগানে প্রায়ই একটি করিয়া
ছোট পুকুরি (বোধ হয়, আমাদের ডোবার
মত,) তাহার উপর অতি সুন্দর ও ছোট
ছোট পুল থাকে। আবার পাথরের চাপ
পাহাড়ের আকারে সাজাইয়া রাখা হয়। এই
বাগানে অনেক গাছপালা থাকে, কিন্তু সে
গুলি ছাঁটিয়া দেওয়াতে বেশি বাড়িতে পার
না। পুকুরিগীতে নানা প্রকার মাছ থাকে।
কোন কোন গাছ বাড়িতেও দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় লোকেরা জাপান দেশের
বাড়ী পছন্দ করেন না, তাহাদের বিবেচনার

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আপানী বাড়ী আরামদায়ক নহে। এই সকল বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরী না থাকতে অনেক বিষয়ে অসুবিধা হয়। শীত কালে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস আইসে। আবাব দিবা ভাগে বৃষ্টি হইলে ঘরের এক দিক বন্ধ করিতে হয় অন্ধকার হইয়া থাকে। বাহাদিগের এই প্রকার গৃহে বাস করা অভ্যাস হইয়াছে তাহাদের তত কষ্ট বোধ হয় না। আমাদের দেশের আধুনিক ধনবান লোকদিগের মত, আপানের সৌখীন লোকেরা ও বিলাতী ধরণে বাড়ী তৈয়ার করাইতেছেন।

আমাদের পল্লী গ্রামের খড়ের ঘরে যেমন আগুন লাগিবার ভয়, আপান দেশের ঘর খড়ের ও কাঠের বলিয়া আগুন ঘন ঘন লাগিয়া থাকে। ঘরে আগুন লাগাতে অনেকে বয়সের মধ্যে সাত আট বার কষ্ট পায়। রাত্তার প্রায় দেখা যায়, এক থানা কবুল, একটা সিঁড়ি, সিঁড়ির নিকটে একটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই সিঁড়িতে উঠিয়া লোকে দেখে, গ্রামের কোথাও আগুন লাগিয়াছে কি না, লাগিলে অমনি ঘণ্টা বাজাইতে থাকে। বাড়ী হইতে একটু দূর, মহাজন ও অল্প ধনবান লোকেরা খুব পুষ্ক দেওয়াল দেওয়া ঘরে বা গুদামে আপনাদেব দামী জিনিস পত্র রাখিয়া দেয়।

দূরবর্তী উচ্চ স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে আপান দেশের গ্রাম চালে চালে সংলগ্ন এক রাশি খড়ের ঘর মাত্র। কেবল খড়ের বা খোলার চাল, এবং মধ্যে মধ্যে শাদা শাদা গুদাম মাত্র চক্ষে পড়ে, আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিচিত্র কারুকার্য যুক্ত ছাদ বিশিষ্ট বৌদ্ধ মন্দির লোকের বাস ঘর অপেক্ষা একটু উচ্চ, বটে কিন্তু চূড়া যুক্ত যে প্রকার বৌদ্ধ মন্দিরকে ব্রহ্মদেশে পাগোদা বলে, সেপ্রকার মন্দির খুব কম, কিন্তু পাগোদার চারি দিকে বিস্তার উচ্চ বৃক্ষ থাকতে দূর হইতে মন্দির গুলি ভাল দেখিতে

পাওয়া যায় না। তবে, এসের স্থানে স্থানে অনেক বৃক্ষাদি আছে, যে গুলি দেখিতে জঙ্গল। যদি সমর ও সুবিধা হয়, তাহা হইলে আর একবার আপানের কথা বলিব ইচ্ছা রহিল।

—

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

FRICKLE LOTION.

ত্রণের আরক

(আমেরিকান)

No 6	
Sulpho-carbolate of zinc	1oz.
Glycerine	12oz.
Rose water	12oz.
Spt. Neroli	1oz.
Al chohal	5oz.

একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রণহুই মুখে দিবসে ২ বার লাগাইতে হইবে, অর্ধ ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টা লাগাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাব পর্ব শীতল জলে মুখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ কিছুদিন ব্যবহারে ত্রণ হইবে না, এমন জিনিসের বাজারেও আদর হইতে পারে।

Druggists circular—নামক একখানি কাগজে আমরা নিম্নলিখিত ঔষধটি ত্রণের পক্ষে হিতকর বলিয়া দেখিয়াছিলাম। ইহা নিরাপদ এবং নির্দোষ দ্রব্য সমূহে প্রস্তুত।

আমন ক্রোবাইড	১ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৭ আউন্স
কলোজ ওয়াটার	২ ড্রাম

ইহাও উপরোক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয়।

HARNESS OIL

ঘোড়ার সাজের তৈল।

আন্ কাল্টম ২ আঃ
মৌ রোম ৩ আঃ
অগ্নির উদ্ভাপে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে অর্ধ আউন্স লাম্পের খুব ভাল তুঁবা এবং আধ ড্রাম প্রসিয়ান রুর হুন্স চূর্ণ মিশাইয়া খুব ঘুটিতে থাক, তাহার পর ইহাতে Neatfoot oil মিশাইয়া পাতলা করিয়া লও। ইহা কাল চামড়ার ঘোড়ার সাজের উৎকৃষ্ট তৈল।

BEST HAIR WASH FOR BALD HEAD.

টাক বিশিষ্ট মস্তিষ্কের ঔষধ।

ইহাব দ্বারা টাক নষ্ট হইয়া চুল গজাইয়া থাকে।

টাটকা ক্যাফরাইড, পূর্ণ ২ হইতে ৩ ড্রাম,
ফুটন্ত জল ১ পাউন্ড

একটা পরিষ্কার পাত্রে উপরোক্ত ২টা একত্রে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়িত করিয়া নাও। যখন শীতল হইয়া যাইবে, তখন তাহার জলীয় অংশ ঢালিয়া লও এবং ক্যাফরাইডসের শিটে-গুলিও নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত জলীয় অংশ বাতির করিয়া লও। ইহাতে সামান্য Spt. of Rose merry বা Thyme মিশাইয়া লইলে উত্তম সৌরভময় হইবে। এই জলীয় অংশ চুলের গোড়ায় দিয়া মস্তক ধোত করিলে প্রচুর কেশ গজাইয়া থাকে।

সার্গেণ্টীফিক আমেরিকা

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

KRUGAR'S ZINK ENGRAVER.

ক্রুগারের চক্কার উপর খোদাই
করিবার লোশন।

Nitric acid	১ ভাগ
জল	১০ ভাগ
বিভী প্রকার।	
সলফেট অফ কপার	২ ভাগ
ক্লোরাইড অফ কপার	৩ ভাগ
জল	৬৪ ভাগ
মিউরিটিক এসিড	৮ ভাগ

এই সলুশনে দস্তার পাত চুবাইলে কয় হইয়া যায়। কোন জিকের উপর খোদাই করিতে দস্তার গীট খানার প্রথমে মোম বা লিথো-গ্রাফের কালী দ্বারা লিখিয়া গুল হইলে এই সলুশনে ডুবাইলে দস্তার আশে পাশে সমস্তই সমান ভাবে খাইয়া যায়, এবং লিখিত অংশ গুলি উঠু হইয়া উঠে। এই প্রক্রিয়ায় জিকের রক প্রস্তুত হইয়া ছাপাখানার ছাপা হয়। ইহাকে প্রোসেস রক কহে। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় এই এটিং সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব বলিয়া অতঃপর আমরা এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম।

— — —

মুক্তিযোগ সংগ্রহ।

১। বক্ষ্যারোগে—

(অ) আলকুসীর শিকড় ও কয়েতবেলের শাস গোছকে পেষণ করিয়া ত্রীকে পান করিতে দিলে পুত্র সন্তান হয়।

(আ) অখগন্ধার কবার হৃৎসহ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে গব্য ঘৃত দিয়া ঋতুনাশী ত্রীকে প্রাতঃ-কালে খাওয়াইলে বাধকের দোষ দূরীভূত হইয়া গর্ভ ধারণ ক্ষমতা জন্মে।

২। অনেকের ত্রী অনবরত প্রসব করিয়া রক্ত হইলে নিম্নের ঔষধ সেবন করাইলে আর গর্ভ হইবে না, ঋতু সময়ে শিশুল,

বিড়ক ও সোহাগার ঐ এই সকল ব্যবহার চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া হৃৎসহ পান করিলে ত্রীর কখনই গর্ভ সঞ্চার হইবে না। ঐ সময়ে জবা ফুল কাঁজিতে বাটিয়া তিন দিন খাওয়াইবার সময় ৮ তোলা পুরাণ শুড় খাইলে গর্ভ হয় না।

পোষ্টাই স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি—আলকুসির বীজ, স্বকরহিত ১ পোয়া কার্পাসবীজ, ১ পোয়া বাদাম, ১ ছটাক, বাবলার গদ ১ ছটাক, তালমাখানা ১০ পোয়া, রহমন্ (সফেদ) ১ ছটাক, ঐ (ভূকথ) ১ ছটাক, রক্তচন্দন ১ ছটাক, খেতচন্দন ১ ছটাক, সফেদ মুহুলী (তালমুলী) ১ ছটাক, সকাবুল মিশ্রি ৪ তোলা, সালেম মিশ্রি ৩ তোলা, তুফমালকা ১ ছটাক, পেস্তা ২ ছটাক, কিসমিস ২ ছটাক গব্য ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া অন্ন ভাজিয়া চিনির রসে পাক করিয়া মোহনভোগের জায় প্রস্তুত করিবে। রাত্রা ১ তোলা, আধসের হৃৎ সহ। বালক দিগের ইহার সিকি।

আমাশয়ের পেট কামড়ানি—জোয়ান বাটিয়া তাহার রস দিয়া অগ্নিকুমার রস সেবন করিলে ইহার উপশম হয়।

ঘুসঘুসে জরে—পলতা ২ তোলা, নিমের ছাল ২, বাসক ২, বনশঙ্গা ২, গুরিচ ২, চিরেতা ২, ধনে ২, ইজ্জব ২, লাল চন্দন ২, সাদা চন্দন ২, পিপুল ২, ধনপাপর ২, মধু ২, মোট ২৬ তোলা, সমস্তগুলি কুটিয়া মিলাইবে। তাহার পর ১১ ভাগ করিয়া পুরিয়া বাধিবে। ১ পুরিয়া আধ সের জলে রাখে ভিজাইয়া প্রতি মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইবে।*

কোষ্টবদ্ধতা।—

(১) গুলকন্দ রাখে ১ তোলা। (২) মনকা আধসের আনিয়া তাহার বীজ বাহির করিয়া ধুইয়া রোদ্রে শুকাইয়া খলে কুটিবে। শয়নের পূর্বে রাখে অন্ন পরিমাণে সেবন করিবে। এডুকেশন পেজেট।

* সেবনের পরিমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

কাঃ সঃ

Mothers Page.

জননীৰ অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা।

উদরাময়ের সময় শিশুকে হৃৎ দেওয়া উচিত নয়।

একবারের পরিত্যক্ত হৃৎ অস্ত্রবার খাওয়ান উচিত নয়।

শিশুকে বাসি, মাটা তোলা বা ঘন হৃৎ দেওয়া উচিত নয়।

যথা সম্ভব পেটেন্ট ফুড খাওয়ান উচিত নয়।

লম্বা মলযুক্ত কিড়িং বোতল ব্যবহার করান উচিত নয়।

শিশুর মুখে রবারের চুবি দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে দস্ত বিকৃতি ঘটয়া থাকে।

খাওয়ানার পর শিশুকে দোল দেওয়া উচিত নয়।

প্রত্যেকবার কাঁদিলেই শিশুকে খাওয়ান উচিত নয়।

বধূক ব্যক্তির খাওয়া শিশুকে দেওয়া উচিত নয়।

চিকিৎসকের আদেশ ব্যতীত শিশুকে ঔষধ খাওয়ান উচিত নয়।

সুখ্যাতির পর শিশুকে বাহিরে রাখা উচিত নয়।

মেঝেতে কিংবা প্রবল বাতাসে শিশুকে বসাইয়া রাখা উচিত নয়।

ময়লা মেঝেতে শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেওয়া উচিত নয়।

অপর লোকের সঙ্গে শিশুকে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত নয়।

শিশুকে বন্ধ বায়ু চলাচল হীন গৃহে রাখা উচিত নয়।

শিশুকে জাঁটা পোষাক পরান উচিত নয়

শিশুকে সকল সময় পরিষ্কার ও শুকনো রাখা উচিত।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শিত্তর চক্ৰ প্রতিদিন একবার খোঁট
করিয়া দেওয়া উচিত।

শিত্তকে তত্ত্বাবধানের পর তত্ত্বাবধানীকে
খোঁট করিয়া পরিকার করা উচিত।

শিত্তর হুঙ্ক প্রস্তরের পূর্বে হুঙ্ক এবং
ব্যবহারের পাত্র, বোতল ইত্যাদি উত্তমরূপে
পরিকার করা উচিত।

শিত্তর হুঙ্ক পরিকার পাত্রের করিয়া,
পরিকার ও বাহুপূর্ণ স্থানে চাকিয়া রাখা
উচিত। তাক না হইলে খুন্স বা বাহি দ্বারা
স্থিত হইবার সম্ভাবনা।

শিত্তকে নিয়মিত সময়ে খাওয়ান উচিত।

শিত্তকে নিয়মিত ভাবে ঘুমপাড়ান উচিত।

শিত্তকে অনেকক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬
হইতে ১৮ ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া উচিত।

শিত্তকে তত্ত্বাবধান করানই সর্বাপেক্ষা
উত্তম।

শিত্তকে তত্ত্ব দেওয়া ও তৎসঙ্গে বোতলে
করিয়া ও হুঙ্ক পান করান মন্দ নয়।

মাতার শরীর দুর্বল হইলে বা স্তনে দুগ্ধ না
থাকিলে, কেবল মাত্র বোতলে করিয়া হুঙ্ক
পান করানর উপর নির্ভর করা যাইতে
পারে।

বোতলে করিয়া হুঙ্ক পান করানর জন্য
জুইটা বোতল রাখা উচিত।

বোতল প্রত্যেক বার অদল বদল করিয়া
ব্যবহার করা উচিত।

বোতলের গঠন উপযুক্ত হওয়া আবশ্যিক।
গঠনের দোষে বোতল পরিকার করার বিশেষ
অসুবিধা হয়।

স্বস্থ শিশু ১০ হইতে ১৫ মিনিটের মধ্যে
স্তন নিঃশেষ করিয়া পান করে।

২০০ শত মাত্র

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আবাবের
টাইকয়েড্ চিকিৎসা ১ টাকা স্থলে ১০ আনার
দেওয়া যাইবে। কিন্তু স্থলের শিক্ষক বা
স্থলের বিল দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে
মূল্য ১ টাকা। সত্বর ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া

জর করন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিতরিত
রেপার্টারী সম্বিত, সেখানেই লইতে হইবে।

কার্যাদায়ক “কাজের লোক”

১৭ নং অক্ষর দস্তের পেন (ওয়েলিংটন
টাই) বহুবাজার।

২৫১৫ মেছুয়াবাজার ট্রিট, কলিকাতা,
ললিত প্রেসে, শ্রীমদ্রাধাক্রম চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্ষর
দস্তের পেন হইতে প্রকাশিত।

Businessman Stationery Department.

BUSINESSMAN OFFICE.

অতুৎকৃষ্ট “ইংলিস মেক” দ্রব্যগুলি মাত্র এক মাসের জন্য অতি স্থলভে “কাজের লোক”
পত্রের প্রত্যেক গ্রাহককে দেওয়া হইতেছে। নূতন আমদানী জিনিস কিন্তু টাকার দরকার
সেইজন্য অভাবনীয় স্থলভে বিক্রয় করিব। অতি অবশ্য অতি সত্বর অর্ডার করন।

১ম লট—চিঠির কাগজ।

- ১। কামরে—১০০ শিট কাগজ স্থলদর
প্যাড করা ঠিক যেন সিল্কের বোনা
কাগজের মত, লিখিতে অতি সুখজনক
অনেকেই এরূপ স্থলদর কাগজে লিখেন
নাই, ব্রটিং এরূপ স্থলকোশলে স্থাপিত যে,
পত্র লিখিয়া প্যাডের মলাট খানা
ফেলিয়া দিলেই ব্রুট করা হইয়া যাইবে।
৬০ আনা মূল্য, কিন্তু ১০ আনার বিক্রয়
করিব।
- ২। ঐ প্রকার ১০০ শীট বিশিষ্ট ব্রুইস বা
সাদা রঙ্গের ১১০ কিন্তু ১০ আনার দিতেছি
লাভ চাই না।
- ৩। কমার্সিয়াল স্থলদর ব্রুটিংসিট ৬০ খানা
কাগজ ও ৩০ খানা ঐ কাগজের ম্যাচ
এসভেলপ সমেৎ প্রত্যেকটা ১০ স্থলে
৬০ আনা।

- ৪। খুবই উৎকৃষ্ট রুল করা কাগজ ১০০
প্যাড প্রত্যেকটা ১১০ স্থলে ১১০।
- ৫। পার্চমেন্ট ৭২ খানা, কাগজ ৭২ খানা
এনভেলপ অতি স্থলদর অতি স্থলদর
১১০ স্থলে ১১০। অবশ্যই লইবেন।
- ৬। ক্যানসি কাগজ ১১০ ১৪ খানা অতি
স্থলদর নানা রঙ্গের পত্রগুণ্য স্থলজ্জিত,
বিবাহাদি এবং প্রণয়পত্রের উপযুক্ত
১১০ স্থলে ১১০ আনা।
- ৭। ঐ আরও স্থলদর ১০ খানা কাগজ ও
১০ খানা এনভেলপ ১১০ স্থলে ১১০।
- ৮। ব্রুটিং প্যাড বড়, শুটাইলে ঠিক যেন
একখানি পুস্তকের মত, দিব্য মরক্কো
লেদার পেপার দেওয়া, খুলিলে বেশ বড়
প্যাড হইবে, মলাট ইহার ভিতর পেন
সিল, এনভেলপ, কাগজ, রাখিবার
ক্লাপ দেওয়া, প্রত্যেকটা ১১০ স্থলে ১১০

মকঃবলে পরিত্রাজকগণের অপরিহার্য সামগ্রী।

সমস্ত দ্রব্যেরই প্যাকিং ভিঃপিঃ স্বতন্ত্র অদ্ব পত্র লিখুন।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গাহ্‌স্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।	} New Series.	নূতন সংস্করণ।	} Vol. XI.
৬র্থ সংখ্যা।		এপ্রেল, ১৯১৫।	
	APRIL 1915.	*	No. 4

শিল্পোন্নতিকল্পে কাসিমবাজার মহারাজের নূতন আয়োজন।

আজ আমবা একটি অতি বাহু-
নীষ এবং অতি আবশ্যকীয় অসংবাদ প্রদান
করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। দেশেব প্রকৃত
মঙ্গলকামনার দেশীষ শিল্পেব উন্নতিকল্পে কাসিম
বাজারেব মহামাঞ্জ মহাবাজা বাহাজুব বহু
দিনই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উদ্যোগ করিয়া
আসিতেছেন, পাঠকগণ তাঁহার বহু সদহুষ্ঠানে-
বই পবিচয় অবগত আছেন। সম্প্রতি তাঁহাবই
উদ্যোগে বহরমপুর “সেলুক মপোর্টিং ইন্ডা-
ষ্ট্রিয়াল কোং নামক একটা কোম্পানী প্রকৃত-
পক্ষে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-
গারে হাতে হেতেরে দেশেব ছেলেদিগকে কাজ
শিখাইয়া এমন সুশিক্ষিত এবং মাহুয করিয়া

ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, প্রত্যেক বালক
তাহার পব নিজেনিজে উপার্জন করিতে সক্ষম
হইবে। ইহা “Indian Self Supporting
Industrial Colonies Association”
নামক সভাব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়। এই সভাব
সেক্রেটারী কার্পেন্ট জে, ডবলিউ, পিটাভেল
মহোদয় ইহাব তত্ত্বাবধাবক। মাননীয় কাসিম
বাজারের মহাবাজা বাহাজুব ইহাব পৃষ্ঠ-
পোষক এবং স্থাপন কর্তা। তগবান তাঁহাকে
দীর্ঘজীবী করিয়া দেশেব প্রকৃত কল্যাণ
সাধনে নিয়োজিত বাখুন, আমরা মুক্তকণ্ঠে
ইহাই প্রার্থনা করি।

এই বিদ্যালয়ে কাঠ, ধাতু, কল কাষখানা,
ইলেকট্রিকের কাজ, তাঁতের, চামড়াব এবং
আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা
দেওয়া হইবে। স্থানান্তরে কার্পেন্ট জে,

ডব্লিউ পিটাভেল মহোদয় আমাদিগকে যে পত্র
দিয়াছেন, আমবা সাদবে অবিকল তাহা
প্রকাশ করিলাম, ইংবাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণ
পাঠ করিবা আনন্দিত হইবেন। সন্দেহ নাই
ইংবাজী অনভিজ্ঞ পাঠকগণকে আমবা
সংক্ষেপে জানাইতেছি যে, এই বিদ্যালয়ে যে
সকল কর্তৃপক্ষ আপনাব সন্তানকে শিক্ষাব
জন্য পাঠাইতে চাহেন, তাঁহাবা অবিলম্বে
বহরমপুরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন
ককন, যে সকল বালকের স্থান্য ভাল এবং
পাবিত্রমে সক্ষম, তাহাদেব আবেদন সাদবে
গৃহীত হইবে। ছেলেদের আহাবাদিষ বাম
স্বরূপ মাসিক আট টাকা মাত্র দিতে হইবে,
তিন মাস পরেই প্রত্যেক ছাত্র স্ব স্ব বাম
সংকুলানে সক্ষম হইবে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ইহাই
আশা করেন, যদি কোন কাষণে বালক তাহা

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

না পারে তবে নিশ্চয়ই তাহা বালকের দ্বারা।
মহারাজা বাহাদুর ছাত্রদের থাকিবার জন্য
স্থান বাসস্থান বাসস্থান দিয়াছেন।

এখনে কতকগুলি উপযুক্ত স্থানকার
সকলি বালককে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে লওয়া
হইবে, এখন হইতেই বাহাদুর জি হইবার
প্রয়াসী, তাহার অবিলম্বে আবেদন করিয়া
এই সুযোগ এবং সুবিধা উপভোগ করিতে
পারেন।

দেশের Practical অর্থাৎ হাতে হেতের
শিক্ষার ভেতন কোন রূপ শিক্ষাগার ছিল না,
মহারাজা এবং ক্যাপ্টেন পিটার্স সাহেব
বহাদুরের চেষ্টায় এবং উভয়ে বাকালার সে
অভাব আজ পূর্ণ হইতে চলিল, ইহা বাস্তবিকই
আমাদের পক্ষে এবং সমগ্র বাকালার পক্ষে
অভাবনীর সুসংবাদ সন্দেহ নাই। এখন
এদেশের ছেলেরের কর্তৃপক্ষগণ যদি স্ব স্ব
সহানগণকে শিল্প শিক্ষায় উৎসাহ দান
করেন, তাহা হইলেই সোনার সোহাগা
হইবে।

Cossimbazar E. B. S. R.
Bengal.

27th March 1915.

To the Editor "Businessman"

Dear Sir,

Some times ago I sent you a copy of the correspondence between Mr. Gourlay, the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal, the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar and myself on the subject of industrial training establishments to solve the difficult problem, now so much in evidence, of employment of middle class youths offering them good prospects.

A start is to be made at once and I am sending you a copy of the prospectus.

We shall be very much obliged, if you will kindly give some publicity to the matter. We shall be able to do good work only if, by the Press helping us in that way, we obtain suitable pupils and helpers.

I shall be very happy to keep you informed of the developments of this enterprise, if you care to have reports.

Hoping to have your kind help.

I remain, Dear Sir

Yours truly.

J. W. Petavel.

Self-Supporting Industrial Company. In conjunction with the Indian Self-Supporting Educational Colonies Association.

The object is to form an industrial and educational organisation in which young men and boys will be trained to support themselves and pay for their training by their labour, and in which it is hoped, that they will be able afterwards to remain, earning good remuneration and forming the nucleus of an industrial and agricultural organisation on the co-

operative principle. After a year's training, however, they will be free to leave if they find that the experience they have gained opens up better prospects to them elsewhere.

The general plan is to employ the young men and boys under training about six hours a day on practical industrial work and to give them one and a half hour, mostly in the evening, of literary and theoretical instruction.

Training will be given at first **ELECTRICAL** and **MECHANICAL. METAL** and **CARPENTERING** work for about fifteen pupils, **TANNING** about five, **WEAVING** and **SCIENTIFIC AGRICULTURE** about ten.

The establishment is under the immediate charge of captain J. W. Petavel, Organising Secretary of the Educational colonies Association, and under a Committee presided over by the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar who is founder and patron of the establishment.

The committee will be pleased to hear from the guardians of young men who desire to join. They must be industrious and fit, physically and otherwise, for the work.

A limited number of suitable candidates are being received free of

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

board and all charges from the beginning.

The regular charge for board is Rs 8 per month, but after three months all will be expected to earn their board by their labour. Those failing to do that, will not be kept in the Institution unless there is some reason for their failure.

Pupils reside at Berhampore, Bengal, in a house lent by the Hon'ble the Maharajah for the purpose.

Applications to be addressed to
CAPTAIN PETAVEL,
Cossimbazar, E. B. S. R.
Murshidabad District) Bengal.

The causes of failure.

অধঃপতনের কারণ ।

ব্যবসায়ের অধঃপতন হয়, কর্মের অন-
ভ্যস্ততায়। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া
বলিতেছি, কর্মক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেক বিষয়ে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে নানাদিকে
ক্ষতি ও চুরি প্রভৃতি হইয়া লাভের কথা হুবে
থাকুক, আসল মূলধন ও উড়িয়া যায়। কিন্তু
যদি এই অধঃপতনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান
করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই
যে, এদেশের ব্যবসায়ীর কাজ করিবার অভ্যাস
নাই। এদেশের ব্যবসায়ী শ্রম কাঁড়, কর্ম
ক্ষেত্রে যাইয়া আলস্তে ঘুম আসে, হাই উঠে,
ভয়ানক অনাবশ্যকীয় বক্তা, সময়ের মূল্য বুঝে
না, কাজেই গলদ হইয়া পড়ে। কারণ তেমন
লোকের কোন কার্যেই স্নেহশ্রদ্ধা থাকিতে
পারে না, ক্ষতি অনিবার্য, সেই জন্য কোন
ইংরাজী অভিজ্ঞ কর্মবীর বলিতেছেন।

"Men are beginning to see, that
the failures in life are mainly due
to the want of Business habit, to
Incapacity to manage, to want of
method, to lack of thoroughness, in
the knowledge of the work in
hand."

ঠিক কথাই তাই। আমরা ছেলে বেলা হতেই
হুকের গোপাল, ননীষ পুতুল! Business
habit আমরা অভ্যাস করিলাম কখন? বাঙ্গালী আমরা, কোমর সোজা করিয়া একটা
ইংরাজী বা আপানী এমন কি পারসী কর্ম-
বীরের মতন বসিতেই কখন শিক্ষা করি না,
কাজেই আমাদের, ব্যবসায়, বাণিজ্য কৃষি শিল্প
ক্ষেত্র যুগে না পড়িয়া যায় কোথা বল?

ছেলে আমার কলেজে পড়ে, চমকা চোকে
জ্ঞান, কবিতা লিখিতে পারে, মেয়েদের মতন
নাঁকি সুরে কথা কয়, কত চাল দেখায়,
বালিস বুকে না দিয়ে লিখতে পারে না, এই
তেই বাপ মায়ের "গরবে পা পড়ে না ভূমে।"

তাহার পর গোপাল যখন জীবন যুদ্ধের সম্মু-
খীন হয়, তখন সে যে জগত অন্ধকার দেখিয়া
কর্মক্ষেত্রে "পপাত ধরণীতলে" হইবেই, এত
জানি কথা! কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কারবার
গেল কিসে? তখন শুনিবে—কপাল, অদৃষ্ট,
লোকজন চুরি করিয়াছিল আর কি?" কোমর
ভেঙ্গে দিয়েছে গো, আর বাহুর ওঠবার
ক্ষমতাটা নাই। বাস! এ সকল লোকের এই
খানেই কাজের খতম। এমনি লোক লইয়া
বাঙ্গালীর ব্যবসায় বাণিজ্য। গলদ যে কোন্
স্থানে, তাহা যে বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। সে
শিক্ষাই যে এদেশের যুবকদের হয় না, ছেলের
কর্তৃপক্ষও তাহাতে উৎসাহ দেন না, শিক্ষা
হয় কোথা হইতে?

শিতা বাভা ছেলের পাশ হওয়া পর্যন্ত বৈধ
ধরিয়া কোনরূপে বসিয়া থাকেন, ছেলে পাশ

হইলে তাঁহার পাঠ্য বিজ্ঞানের ব্যবসায়টা আর
যায় কোথায়? কোনরূপে কন্ডাকটরী ভিটা,
বাটা বিক্রয় করিয়াই হউক, আর বেরপেই
হউক, হাজার হইতে হাজার ৪ হাজার টাকা
পাইলেই তাঁহার তৃপ্তি হইয়া গেল। তাহার
পর ছেলে বেচাবা অকূল পাথারে সান্ত্বনা
দিবে না ত দিবে কাহার? কাজ কর্ম শিক্ষা-
ইতে পবিত্র পট্ট করিতে এদেশের শিতার
বন্ধ কৈ? ছেলেকে বিলাসী বাবু করিতে বড়
প্রকাব পুঁথি পেতে আছে, তাহা পড়িতে দিতে
এদেশের শিতার আপত্ত্য নাই, ছেলের
পুস্তকের রাশির মধ্যে যে কত মজা থাকে,
তাহা কর্তৃপক্ষের দেখিবার ও শব্দসর নাই।
কখন কোন শিল্প বা কৃষির পুস্তক ছেলেকে
পড়িতে দেখিলে যে দেশের শিতা সমর নষ্ট
বিবেচনা করিয়া থাকে, সে দেশের ছেলে
"বাড়ের গোবর" কেন হইবে না বলুন
দেখি? বাপ "বিয়ের টাকাকেই সহজসাধ্য
ব্যবসায় বলিয়া জানে" এবং তাহাতেই উৎসাহ
দেয়, কিন্তু ছেলে যখন এম এ পাশ করিয়া
কোথাও অরসংস্থান করিতে না পারিয়া
করিয়া ৮০ টাকা বেতনে কুলেব হেড
মাষ্টার হইবার জন্য ছুটাছুটি কবে, তখন
এই জ্ঞানকৃত পাপের ফল কলিতে থাকে।
আমরা বলি, দেশটার প্রকৃতই অর্থের অভাব
হইয়াছে, ছেলেকে সর্বপ্রথমেই কর্মপটুতা
শ্রমশীলতা শিক্ষা দেওয়ার দিকে আমাদের
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের
পুস্তকাদি পড়িতে দিতে হইবে; তাহাছাড়া
প্রকৃতিতে শিল্প কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে
টানিয়া আনিবার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে
হইবে, তবে সে কর্মক্ষেত্রে কর্মী হইতে
পারিবে। তখন সে ব্যবসায়, বাণিজ্য কি
ওকালতি, বাহাতেই যাইবে, তাহাতেই কৃতিত্ব
দেখাইতে পারে।

ইংরাজ বালকের জ্ঞান বাহাতে আমাদের

পুরাতন "কাঁজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ছেলেরা কোমর সোজা কবিতা বসিতে শিকার করে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাস্তবিক কথাটা ছোট নয়, বড় কথা।

বাঙ্গালীর ছেলের বেশ এবং বোডিং:এ তক্তাপোষ এবং বিছানার বাধান, "বিছাঙ্গা" পাইলে কেহ বসিয়া পড়ে? গড়াগড়ি দিবার প্রবৃত্তি অনিবার্য। এই স্থানে ঘোড়ারোগের আরম্ভ, কৰ্মক্ষেত্রেও সে কিছুতে হেলান না দিলে থাকিতে পাবে কে? habit বা অভ্যাস দ্বারা কোথা? জিজ্ঞাসা কবিতা পাবি কি ছেলের কোন কর্তৃপক্ষ এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে দুষ্টি রাখিয়া ছেলেকে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করেন? এই মানুষ গড়ার ছাঁচ এখনও এদেশে প্রস্তুত হয় নাই। জাতি এত গলদ, এত অধঃপতন, এত অসাব্যস্ত, এত দৈন্তদশা, ছেলেকে ঠিক যোগ্য মত তৈয়ার কবিলে তবে সে ছেলে খোপে টাকিবে। যে কার্যেই মানুষ এই সত্যতাব যুগে অগ্রসর হউক, তাহাকে শ্রমশীলতা, কৰ্মপটুতা, শিষ্টাচার, বিনয় নম্রতা দৃঢ়তা থাকে Steadyness বলে তেমন গুণে বিভূষিত হইতে হইবে। তবে আজ কালিকাব দিনে সে কিছু কবিতা পারিবে। কিন্তু অতি পবিত্রতাব সহিত বলিতে হয়, বাঙ্গালীর অধিকাংশ ছেলের উপরোক্ত একটি গুণও নাই, এতদ্বারা শিক্ষা এবং কর্তৃপক্ষের উপেক্ষাই সম্পূর্ণ দারী। আশু প্রতীকাবেব চেষ্টা হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাচা বলাই বাহুল্য মাত্র। ছেলে বরং মুখ' থাকাত ভাল, তবু শিক্ষার অছড়তে অলস, অকৰ্মণ্য, নাটুকে 'খি পেটা' ছেলে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। মুখ' বরং মানাভিমান না কবিতা দেশের শ্রম সাধ্য কার্যে লাগিতে পাখে, কিন্তু ঐ খিপেটা শিক্ষিতাভিমানী গোবর গণেশে দেশেব ও দেশের কোন কাজেরই আশা কম। অবশ্য সকল ছেলেবই একদশা নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমবা উপরোক্ত গুণগুলি অভাবই দেখিবা

থাকি। ভিত্তিতেই গলদ হইতেছে, বলিয়াই এত কথা বলিলাম। শিক্ষার পৌরব চিরদিনই আছে, কিন্তু তাহার সহিত নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তবে তো। এদেশের বর্তমান শিক্ষার বাঙ্গালীর নৈতিক উন্নতি বা উৎকর্ষতা দেখি কে? শিক্ষার যদি পাটোয়ারি বৃদ্ধিবই উৎকর্ষতা বুঝায়, তাহাহইলে দেশের হিত হওয়া হবে থাক। অনিষ্টই হইয়া থাকে, এই নৈতিক অবনতির মূল, আমাদের অভাব, অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইতেছে, সেই অভাব মোচনের অনন্তোপায়—শিল্প কৃষি এবং ব্যবসায়, তাহা হইলেই অবস্থাব অচিরে উন্নতি হইলেই স্বদেশের উন্নতি আপনা হইতে বৃদ্ধি হইবে। তখন মানুষ আপনাব স্বার্থেই নীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশ ও দেশে উপকৃত হইবে। এ তথ্য যখন এ দেশেব যুবক, বৃদ্ধ বৃদ্ধিতে শিখিবে, তখনই বৃদ্ধিতে হইবে, ঔষধ ধরিয়াছে, শিক্ষার প্রকৃতই দেশেব কাজ হইতেছে।

ফলতথ্য।

উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাহ্যিক ভিতরে বীজ থাকে, তাহাই ফল। কিন্তু খাদ্য তত্ত্বের হিসাবে, একরূপ অনেক বীজাধার বা ফল শাক সজীর জ্ঞান ব্যবহৃত হয়, যেমন কুমড়া ইত্যাদি; এবং যে অংশে বীজ উৎপন্ন হইতে পাবে না, একরূপ বৃক্ষাংশও ফলের জ্ঞান ব্যবহৃত হয়, যেমন খাঁকআলু মূলা ইত্যাদি।

খাদ্যের গুণ এবং উপকারিতা হিসাবে ফলের মূল্য অতি অল্প। কেননা ইহাতে শরীরের পুষ্টিবাক্য প্রোটিন বা নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান এবং মাখন জাতীয় উপাদান অতি সামান্য। কিন্তু ইহাব আবাদ, মিষ্টতা সুস্বাদু ইত্যাদি হইতে বৃদ্ধিতে পাবা যায় যে, একরূপ প্রিয় এবং মুখ মিষ্ট খাদ্য দ্বিতীয় নাই। শিশুকে ফলের মিষ্ট আশ্রমে আকৃষ্ট হইয়া

থাকিতে ইচ্ছা করে। বাহার্য অপূর্ণিভা ভোজী, তাহাছের শরীর বয়স ফলের দ্বারা উপকার পাইয়া থাকে। অতএব কল্পপ্রায়োজনীয় খাদ্য প্রেমীর অন্তর্গত। কাজেই খাদ্য হিসাবে ফলের মূল্য রাসায়নিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে নির্দিষ্ট হইতে পাবে না; জনসাধারণের ভোজন প্রবৃত্তি ইহাব মূল্য নির্ধারক। ফলের রূপ, বস, গন্ধ অবয়ব ইত্যাদি দ্বারা প্রবণেজিব ব্যতীত অন্ত সমস্ত ইঞ্জিয়ই তৃপ্তি লাভ কবে।

সাধাবণতঃ ফল প্রচুর না থাকিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেই পারে না। ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ৮৫ হইতে ৯২, প্রোটিন ০.৩ হইতে ২ ভাগ, মাখন জাতীয় উপাদান ১০, শর্করা জাতীয় বা অঙ্গার হাইড্রোজেন ঘটিত উপাদান ২৫ হইতে ১৫, খাতব পদার্থ ০.২ হইতে ১ এবং উদ্ভিদ জীবক ০.৫ হইতে ৭।

অম্লতা।—ফল রসনার সংস্পৃষ্ট হইলেই অম্লাস্বাদ অনুভূত হয়। ইহাব কারণ এই যে, হৃদয়ে অম্লজ (free) অম্ল থাকে, অথবা পটাস, লাইম বা সোডা অম্লতাবিশিষ্ট লবণ থাকে। লেবু, বাতাবী, কমলা, টোম্যাটো, টম্পাবীতে সাধাবণতঃ সাহট্রিক জীবক থাকে। ন্যাসপাতি আপেল ইত্যাদিতে ম্যালিক জীবক থাকে। রেডার্টান, টোম্যাটো, ইত্যাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্সালিক জীবক স্বভাবতঃই পাওয়া যায়। কন্নাত গুড়ার সাহায্যে এই জীবক ক্রীম উপায়ে প্রস্তুত কবিবার প্রণালী আবিস্কৃত হইবার পূর্বে এসিটোসেলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই জীবক প্রচুর উৎপাদিত হইত। টারটারিক জীবক তিস্তিড়িতে প্রচুর বর্তমান আছে। এই জীবকের অতিশয় আকুরেব বিশেষত্ব। অতএব সাহট্রিক, ম্যালিক এবং অক্সালিক জীবকই উদ্ভিদের মধ্যে বর্তমান আছে। কোন কোন উদ্ভিদে বেনজোয়িক জীবকও পাওয়া যায়। এই সমস্ত জীবকের

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অধিকশিই হয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পোটাসিয়াম বা লাইমের সহিত রাসায়নিক যৌগিক হইয়া বর্তমান থাকে।

পকতা।—ফল পাকিয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ফলের চৌচ (fibre) অল্প, পেকটিন এবং খেতসার ইত্যাদি অল্প হয় এবং শর্করা ইহার ও তৈল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আর ইত্যাদি ফলে ইহা বেশ বৃদ্ধিতে পায়। ফলে একরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হইলে ইহা পাকিয়া উঠে। একরূপ গাঁজন (fermentation) দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংরাজিতে এই গাঁজনকে অক্সিডেসেস (oxydases) বলে।

যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, অক্সিজেন প্রস্তুত করিবার জন্য পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার অক্সিজেন, পোটাসিয়াম এবং ক্লোরিনের যৌগিককে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয়। তবে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে অক্সিজেন বিস্ফোট হয় না। কিন্তু ইহার সহিত পরিমাণ অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড নামক এক প্রকার দ্রব্য অথবা সাধারণ বালি মিশাইয়া দিলে অতি অল্প উত্তাপেই পোটাসিয়াম ক্লোরেটের অক্সিজেন বিশিষ্ট হয় অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড বা বালির কিছুই পরিবর্তন হয় না। যে দ্রব্য নিজে পরিবর্তিত না হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্তনে সহায়তা করে তাহাকে ইংরাজিতে ক্যাটালিটিক দ্রব্য বলে, এই ক্রিয়াকে ক্যাটালিটিক ক্রিয়া বলে এবং এই প্রণালীর নাম ক্যাটালিসিস। পূর্বেকৃত অক্সিডেসেস ক্যাটালিটিক ক্রিয়ার দ্বারা ফলের অঙ্গবর্ণের উপাদান সমূহকে জলীয় করিয়া তুলে। সাধারণ আনারসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিডেসেস বর্তমান আছে।

পাচ্যতা—আমরা যত প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহা প্রায় সমস্তই পরিপাক পায় না।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ফলের পাচ্যতা সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশই পরিপাক হয়। ফলের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই শরীরের ব্যবহারে লাগে। অতএব ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলেই অনারসে শরীর ক্ষুণ্ণ এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকিতে পারে। যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে দ্রবীভূত করিতে অন্ততঃ ১ পাউন্ড জল প্রয়োজনীয়। সেই জল খাদ্যকে তরল করিয়া শরীরে চলাচল করে। এক্ষণে কোন লোক যদি ৩৫৭ ক্যালরি তাপ উৎপাদক কোন ফল যেমন নারিকেল ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ফলে এত জল থাকে যে তাহাকে পুনরায় জল পান করিতে হয় না। কাজেই যাহারা ফলভোজী, তাহাদিগকে মাংস ভোজীর ত্রায় অত্যধিক জলপান করিতে হয় না।

ধাতব পদার্থ।—ফলে যে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহা পরিমাণে অতি সামান্য হইলেও শরীর রক্ষার্থে অগ্র প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবের বহুবিধ পীড়ার কারণ শরীরের ধাতব পদার্থের অসামঞ্জস্য—অধিক বা অল্পতা। কাজেই ফল ভোজনে শরীরে ধাতব পদার্থের সামঞ্জস্য বেশ রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আপেল উল্লিখিত হইতে পারে। অক্সেস আপেলে প্রায় ১/৩ গ্রেণ লৌহ আছে। সেইরূপ ত্রাসপাতিতে লৌহ অপেক্ষা পোটাসিয়াম অধিকতর বর্তমান এই ধাতব যৌগিক পদার্থ বা ধাতব লবণ এবং অম্লকৃত অল্পতা বর্তমান থাকায় গ্রীষ্মকালে ফল অতি উপাদেয় এবং মৃৎকর হইয়া থাকে। ঘৃণাদির সহিত শরীর হইতে এই সমস্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং ফল ভোজনে তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

আব, জাম, আনারস আদি ভোজনে শরীর নবজীবন লাভ করে।

কদর্য ফল।—ফল নানাকারেণে ভোজনের অঙ্গপযোগী হইয়া উঠে। ইহার ভোজ্য অংশ নানাবিধ উদ্ভিদ পদার্থ এবং জল সহযোগে উৎপাদিত হয়। কাজেই ফল অতি অল্প কারণেই খারাপ হইয়া পড়ে। বাজারে যে সমস্ত ফল আমদানী হয়, তাহাদিগকে প্রায়ই কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। ফল অতিশয় পাকিয়া যাইলেও আহারের উপযোগী থাকে না। ফল এইরূপ কোন অবস্থায়—অর্থাৎ গুলিত, অতিপক বা কাঁচা—উপযুক্ত আহাৰ্য্য নহে। ইহারা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং রোগ উৎপাদক। যদি ফলের খোসা কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফল অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু খোসা কোনরূপে ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পচন উৎপাদক পদার্থ বা ছাতার বীজ প্রবেশ করে এবং ফলটিকে পচাইয়া ফেলে। ফলকে ক্রিয়াকাল রক্ষা করিয়া পাকাইয়া তুলি প্রায় সর্বত্রই অনিবার্য্য। একরূপ করিতে হইলে যে গৃহে ফল রক্ষা করা হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুষ্ক এবং দুর্গন্ধ বা সর্সগন্ধ বিহীন হওয়া উচিত। কোন সময়ে এক গৃহস্থ ২০১২৭ কান্ডি ফল যে ঘরে পাকাইতে ছিল, সেই ঘরেরই এক কোনে হামে আক্রান্ত একটা শিশু শুইয়াছিল, অন্ত কোনে রক্তন সহযোগে তরকারী পাক হইতে ছিল। একরূপ গৃহের পক ফল তত নিরাপদ নহে।

শুকফল।—পূর্বে ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী অতি কদর্য ছিল; তখন ছাদের উপরে ধূলি, জঞ্জাল, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিব্যাপ্ত স্থানে স্থোতাতে ফল শুষ্ক বা দধ হইত। ইহাতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণ দিশ্রী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা

প্রভুতি দেশে কলগুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে
তরু করা হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও
ইহার স্বাদ ইত্যাদি নষ্ট হয় না। আপেল
নাশপাতি, কুল ইত্যাদি এই সমস্ত তরু
ফলের প্রধান। সমান ওজনের টাটকা কুল
অপেক্ষা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত
ফলের পুষ্টিকারিতা আট গুণ অধিক। ইহার
মধ্যে যে অম্লতা থাকে, তাহা কোনরূপে
অপচিত হয় না।

উপসংহার।—উপরে যাহা বিবৃত হইল,
তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ
ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, সুগন্ধি এবং প্রিয়
স্বাদ। আশাদেয় দেশে ফল বেরূপ প্রচুর,
তেননি মিতমারিতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অমূল্য
ফল। ভোজনে উদর স্নিগ্ধ থাকে, এবং বক্রপাতলা
যে। ফলের দ্বারা পোহ, পোটাসিয়াম লাইম
বাগনেসিয়া, সোডিয়াম ইত্যাদি স্বাস্থ্য বন্ধাব
প্রধান ধাতব উপাদান সমৃদ্ধ যথোপযুক্ত
পরিমাণে গৃহীত হয়। যাহাদের দান্ত পবিত্রাব
হয় না, ফল তাহাদের মতোপকারী ঔষধ।

যে ঋতুতে শাক সজী বা ফল উৎপন্ন
হয়, সেই ঋতুতেই সেই ফল নিশ্চয়ই উপকারী।
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক সজী ভোজনে
শরীর সুস্থ থাকে। “গাছ পাকা” ফল
ছলভ বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পাকান
ফলও বিশেষ হানিকর হয় না। ঐচ্ছ
প্রধান দেশে যখন অতিমাত্রায় ঘর্ষানিঃসৃত
হয়, তখন ফল ভোজন স্বাস্থ্য সাধক।

বিজ্ঞান।

For the leisure hours.

(বিশ্রাম সময়ের জন্য)

আমার বন।

(দ্বিতীয় গল্প)

—:—

ছেলেবেলা হ'তেই বউদিদিকে খুব ভাল
বাসতাম। বউদিদিও আমায় প্রাণ—খুবই
ভাল বাসতেন। আমার নাম শৈলবালা।
আমি এখন একটু বড় হয়েছি—আমাব বে'
হ'য়েছে—বব হয়েছে। আমার বয়স ১৫
বৎসব। আমার বউদিদির বয়স আন্দাজ
২০ বৎসব কিন্তু বোঝাব যো নাই, দিবা
ছবি খানি মত—আর ভারি সুন্দরী, বং যেন
চাঁপা ফুলের মতন। আমার দাদা, বউদিদি,
আমি, আব একটা দামী সংসায়ে থাকি।
আব আমাদের কেউ নাই। দাদা আসেন-
সোলে চাকরী করেন। মা, বাপ অতি শৈশ-
বেই আমাদেরকে অদৃষ্টের কোলে সমর্পণ
ক'বে ইহসংসার হতে অবসর গ্রহণ কবেছিলেন,
দাদা ১০১৫ দিন অন্তর বাড়ী আসেন।
এই ত বাপাব।

একদিন ফান্ডন মাসের বিকাল বেলায়
বউদিদি আমাদের চান্দর একটা কোণে
আলসেব উপর বুক দিয়ে পশ্চিম আকাশেব
বাল্যাবস্কা মেঘগুলি পানে তাকিয়ে উদাস
প্রাণে কি ভাবছেন; এমন সময়ে আস্তে—
আস্তে খুব পা টিপে টিপে—বউদিদিব পিছনে
গিগা ঠাড়াগেম—বউদিদিব সংজ্ঞা নাই।
আমি চুপ কবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বউদিদি একটু নিশ্বাস ছাড়লেন। আমি
কারও ভাবনা দেখতে পাবি না, কারও কান্না
শুনতে পাবি না, কেন না আমি বুঝতে পাবি
না যে, মানুষ কি ভাবে, কেন ভাবে, কার
অন্ত ভাঙে; কার জন্ত চক্ষের জল ফেলে।
আমার হাতে একটি পায়বাব পালক ছিল,

সেইটার খুব খুব স্নিক ক'রে বেশ আস্তে আস্তে
কাছে গিয়ে কাণের মধ্যে দিয়ে দিলেম;
বউদিদি শিউরে উঠলেন, গা হাত বেশ কাঁটা
দিয়ে উঠল। কাণে হাত ঝুলতে বুঝতে—
বিবক্তি ও হাসিমাখা বেশ হগোজু নিটোল মুখ-
খানিকে কাঁচু মাচু কবে বললেন—আঃ কি—
করিস? “আমি বললেম—সেই যা আমার
রোগ—কাণে পায়বাব পালক দেওয়া।

বউদিদি বলেন—এ রোগের জন্তে কি
কবি বল দেখি আমি?

“চিকিৎসে ক'বাও—কব্বেজ ডাক,
বোগ কি অমনি সাববে?”

বউদিদি বলেন—কব্বেজ পাউ কোথা
বল দেখি?

আমি বললেম—“ওবে বাবা! কব্বেজের
অস্তাব কি? তা আমার বোগ আমি দেখব
তোমাব বোগেব ওষু কি কবি বউদি।”
বউদিদি বলেন—“আমাব আবার বোগ কি?”

“ঐ আকাশ পাতাল ভাবা, ঐ নিশ্বাস
ছাড়া, এ যে ভাবি বিষম বোগ বউদি,
কোথেকে এত ভাবনা পাও?”

“তোব সে এত খোঁজে দবকাব?
আদাব বাপাবাব জাহাজেব দবকাব কি?”

“মানুষেব ভাবনা কেন আসে বউদি?”

“আবও দিনকতক গেলে বুঝবি, সব এই
সময়ে বৈত নয়।”

“কেন—এখন বুঝতে দোষ কি
বউদি?”

“আঃ এ কি মেয়ে, এব সঙ্গে বকা যে দায়
হ'ল দেখছি।”

বউদিদি বিবক্তি ভাব দেখিয়ে কথাটা
চাঁপা দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি সে
নেয়েই নই, বললেম—সুখখানা একটু গজীব
কবে বললেম—“বউদি” তুমি যদি না বল যে
কেন ভাবছিলে, তা হ'লে আমি সমস্ত রাত্রি
কাণে পায়বাব পালক দেব।”

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বাস্তবিক জটা আমার ভারি বিষম রোগই বটে। কেহ বুঝে, আমি তার কাণে পারার পারলক দিয়ে দিই। সে যখন ভেগে মুখ কাঁচুমাচু করে উঠতো, আমি তখন হেসে আকুল হয়ে উঠতাম। আমার বউদিদির কাণে কাটা দেওয়ায় আমি ভয়, আমার হাতে পারার পারলক দেখলে বউদিদি ঘরে খিল দিয়ে বসতেন। এই ত বউদিদির অবস্থা। আবার আমার বর—তার নাম করবার যো নাই! লোকের নিকট বরের নাম করলে নাকি পাপ হয়! একদিন নাম ক'রে কেলেকিলে, সেই দিন “দুখ ভাত” খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। তা—সে যাক, আমার বরের একটা রোগ আছে—সে রোগটা বিয়ের ছ'মাস পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ত্রিপুর বরের পেটের দিকে ছটা আঙ্গুল সোজা করে দেখালে একাবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতেন, সে আঙ্গুল পেটে ঠেকালে একবারে তড়কা গরুর মত লাফিয়ে উঠতেন। কতবার শৈল তোমার পায়ে পড়ি পর্যন্ত বলেছেন। সেই জন্তু আর কখন কাঁইকুতু দিতাম না। আমার বর বি-এ পড়েন। আমার সঙ্গে বের পরেই একবার কেল হয়েছেন। তিনি বলেন,—বিয়ে না কলে হয় ত বি-এ, পাশ হ'তেন। তা' হবে!

(২)

হাঁ—কথায় কথায় বৌদিদির কথা ভুলে গিয়েছি। বউদিদি বলেন, “একলা থাকলেই ভাবনা আসে।” “কার ভাবনা বউদি দাদার জন্তে ভাবছিলে?” বউদি বলেন—“দাদার জন্তে কে বলে?”

আমি বলি—“তোমার দাদা নয় আমার দাদার জন্তে”—

আমি ভারি মজা দেখেছি, দাদা ১০।১৫ দিন অন্তর যখন বাড়ী আসতেন, বউদিদির

মুখখানি তখন পদ্মকুলের মত হয়ে উঠত, দাদাও যেতেন, বউদিদিরও মুখখানি শুকিয়ে যেতো। সে পদ্মকুল যেন মলিন হয়ে, আলুখালু হয়ে পড়ত, আমি তখন মনে মনে বলতাম, লোকের বরের সঙ্গে কিছু আছে, নইলে বর আসলে লোকে হাসে, বর চলে গেলে লোকে এমন হয় কেন? বউদি বলেন, “সন্তি তোর দাদা গেলে আমার মনটা কেমন একতর হয়ে যায়।” আমি বলি, “কেন বউদি, দাদা কি তোমার এত ভালবাসেন? আমার মনে হয়, ওরা যত বলে, তত ভাল বাসেন না।”

“তুই ভাল বাসার কি জানিস?”

“মোটটো জানি না?”

“কি জানিস বল দেখি?” “তা বলতে জানি না? আচ্ছা পরীক্ষা কর।”

“কি পরীক্ষা করব।”

“আচ্ছা আমার বরকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখ দেখি।”

“কেন অল্পকুল কি তোকে ভালবাসে না?”

“ওরে বাবা, সে আবার সকলের উপর যায়; বলে—শৈল তোমার জন্তু আমি প্রাণ তুলুজ্ঞান করি—শৈল তোমার অভাবে আমি একদিন ও বাঁচি না, আবার বলে—

শোন বৌদিদি—

আমি নিশিদিন তোমায় ভাল বাসি

তুমি অবসর মত বাসিও।”

বউদিদি বলেন, “তা তুই বাসিস না কেন? আমি বলি, “অবসর কৈ যে ভালবাসি, আমার সারাদিন ত কাণে কাটি দিতেই সময় যায়, তা যাক, আমার বরকে লেখ দেখি, কেমন সে ভালবাসে।” “কি লিখব?” “ঐ লেখ—শৈল মরেছে।”

বউদি শিউরে উঠে বলেন “ঘাট্ ঘাট্! যত কি তোর অন্যায়।”

“বউদি, মর বলিই কিম্বদন্তি মরে যায়?”

“আমি ও সব পারব না” “দোহাই বউদি— তোমার পায়ে পড়ি একবার তোমার দেখাও সন্তি সন্তি সে ভালবাসে কি না? ভারি মজা হবে বউদি।” বউদিদিকে অনেক দিব্যি দিলাম, বউদিদি শেষে সম্মত হলেন, সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। পর দিন আমার বরকে পত্র লেখাও হ'ল।

পত্র পেয়েই আমার বর এসে পড়লেন, আমি লুকিয়ে পড়লুম। এ সংসারে মজা দেখবার লোকের অভাব নাই, পাড়াপড়ুসী চোখে লক্ষ্য ধরে আমার জন্তু শোক প্রকাশ করতে লাগল। আমার বর চোখে রেশমী কামাল দিচ্ছে নীরবে রোদন করতে লাগলেন, আমি আড়াল থেকে দেখলাম—বর কাঁদছেন! নটবর শ্রাম চক্ষে কামাল দিয়ে রোদন করছেন!

(৩)

তা, আমি এতবড় শৈলটা বিনা আরোজনে নিঃশব্দে মরে গেলুম; হুঃখ এই, বেশ সোরগোল হলো না, সকলে কাঁদল বটে, কিন্তু সে কান্নায় গোটা পোড়াটা “ওরে মারে—কোথা গেলিরে” শব্দে মাথায় করতে পারল না! আহা, মানুষের বড় দুঃখ যে, সে যখন মারা যায়, তখন আত্মীয় স্বজনের কান্নার ছাঁদন বাধন শুনে যেতে পার না। তা'হলে মরেও তার কতকটা আপশোষ মিটে যায়। তা—সকলেই আমার জন্তু কাঁদলে বটে, কিন্তু ফোঁটাকতক সাধের কাঁদনের জল, কত রগড়া রগড়ী করে কাপড়ের আঁচল ভিজাতে পেরেছিল কি না সন্দেহ; আমার বরের সেই বি-এ পড়া, চাচা-ছোলা কান্না টুকু দেখে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল। মনে মনে বলি মার রে! এদের আবার ভালবাসা—যারা এত আদব কায়দায় মানুষ মলে কাঁদে, তারাও আবার ভালবাসে! যারা ভালবাসে, তারা কি মরমের কান্না—সামান্য লজ্জায়—না—কমালে ঢাকা দিতে পারে?

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

তা বউদিদি অনেক অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক বুঝালেন। জল ধাবারের আয়োজন করে দিলেন। আমার বব অনেক অল্পবোধে একটু ভলমাত্র মুখে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কি ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বলেন, “কি করে ম'লো বউদিদি?”

“ঐ যেমন সবাই মরে ভাই, হঠাৎ চোক মুখ হিব করে ক্রমে হাত পা ছড়িয়ে মরে গেল আব কি!”

“না না ভা বলছি না, বলি কি ব্যারামে ম'লো?”

“ব্যারাম? ব্যারাম খুব শক্ত, ফুল্লো অ'লো ম'বে গেল!”

“ফুল্লো আব ম'লো?—ক'দিন ফুলে ছিল?”

“আ—ক'দিন কোথা! হঠাৎ ফুল্লো—আব নাই।”

“আহা! একবার শেষ দেখা দেখতে পেলেন না,—চিবদিন এই এই ক্ষেদ ব'য়ে গেল।”

বউদিদি সন্তিই কান্দতে কান্দতে বলতে লাগলেন।

“তা কি কববে ভাই,—হাত ত নাট। যে মরে, সে ত বলতে পারে না—যে কবে মববে, তা'হলে সব উত্তোগ আয়োজনের সময় পাওয়া যায়।”

আমার বব আমার চক্ষে কমাল দিলেন। আমার মনে কষ্ট হ'তে লাগল। বউদিদি বলেন—“ব'ল না, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তোমার মত জামাইকে আব দেখতে পাব না। তুমি ব্যাটাছেলে, তোমার আবার বিয়ে হবে, কিন্তু আমাদের মেয়ে আব হবে না”, বলিয়া বউদিদি চাঁদবদনে বসন দিলেন। আমার বরও কান্দলেন।

তাবপর পাঁচজনের অল্পবোধে সামান্য একটু খাবার মুখে দিয়ে যে ঘরে আমি শুইতাম,

সেইঘরে গিয়ে শয়ন করলেন; কিন্তু ঘুমতে পারলেন না। বরমর আমার জিনিসপত্র—এখানে নগেন সেনের “কেশরজন ভেল” ওখানে এন্স, এন্স, বহুব পুস্পসার, সেখানে এন্স পাল কোম্পানির গোলাপের উৎকৃষ্ট আতর শিশিটা, ওখানে কেরেলাইনা পাউডার, এখানে বানার্জি মল্লিকের জ্যাকেট, ওখানে ত খানা পার্শী সাদী, সেখানে ছ' গাছা বালা প'ড়ে রয়েছে, সে গুলি প্রতিনিমিষে আমার ছবি একে দিতে লাগল। সব আছে, কেবল আমি নাই। আমার একটা ময়না পার্শী ছিল, বউদিদি সকালে আমাকে উঠতে এসে বলতেন, “শৈল ওঠ না”। ঘবে আশোক দেখে ময়না বলে উঠল “শৈল ওঠ না”—আমার বব চমক উঠলেন বললেন “শৈল—আব উঠবে না বে।—আমার শৈল আব নাই। আমি সবচেয়ে এই সকল দেখে মনে মনে বললেন, মব'তে হয়ত সন্তি সন্তি মবাই ভাল, মিছামিছি মরে চক্ষে এসকল দেখা যায় না। (৪)

পাড়াব কান্তিচরণ মুগোপাধ্যায় আমাদের ঠাকুর দাদা জন, ঠাকুরগ দিদিটি আমার ঠাকুর দাদাব দোজ পক্ষের বউ। কান্তিঠাকুর দাদাব প্রথম পক্ষের ইন্দিবা নামে একটি কস্তা আছে, এখনও বিবাহ হয় নাই, কিন্তু ইন্দিবা প্রায় তেব বছরের হয়েছে। ঠাকুরগদিদি বরম কম, স্ত্রুতবাং তিনি আমাদের দলেবই লোক, এই ব্যাপারের তিনি এক প্রধান উদ্বোধিনী। আমরা তাঁকে বাজাদিদি বলি।

প্রাতঃকাল হ'ল। যাক্তন মাসের মৃদুমন্দ হাওয়া কুলব গন্ধ নেখে বাগান হতে বাহিব হয়ে ঘবে ঘবে প্রবাহিত হতে লাগল। কোকিল গুলো কুহ কুহ বাবে দিগ্দিগন্ত মা'তিয়ে তুলে, আমার বব উঠে বাহিবে এলেন। মুখে হাতে জল দিয়ে বললেন “বউ দিদি! তবে আমি চলেম।”

“কোথায় বাবে, আর থাক!”

“না আর থাকিতে পারব না।”

কেন অ'লুকল! শৈলর সঙ্গে কি আমাদের সব ফুরায়? বউদিদি কান্দতে লাগলেন। “এমন সময় বাজা-দিদি এলেন। বলেন, “অ'লুকল! তুমি চিবকালই আমাদের জামাই থাক, এই আমাদের ইচ্ছে। ব্যাটাছেলে, মন থাপাপ কব না। আমরা তোমাকে ছাড়তে পার না। তা আমাদের ইন্দিবাকে তুমি দেখেছ? বেশ মেয়ে, প্রায় ১৩ বৎসরের হ'ল। আমি বলি, ইন্দিবাকে বে কব, বলে যেমন তুমি আমাদের জামাই ছিলে, তেমনি থাকবে, যেমন?”

আমার বব বলেন “আমি আব বিবাহ করব না। আমি এ জীবনে আর কাঠাকেও ভাল বাসতে পারব না। অনেক উপবোধেও যখন বাজাদিদি পারলেন না, তখন ইন্দিবাকে সজিয়ে ওড়িয়ে আমার ববের সম্মুখ আনলেন। ইন্দিবা যথার্থই সন্দবী। বেশ টানাটানা চোখ, ছোট কপালটুকু, ঠোঁট দুটি বেন সদাই জালতা মাখান—কুঞ্চিত একঠাল চুল, শবীৰ বেশ মোটা সোটা। ইন্দিবা আসিয়া আমার ববকে প্রণাম কবে নতমুখী হয়ে দাঁড়ায় বইল। আমার বর মুখপানে তাকাতে—দেখলেন, লজ্জাবনতমুখী ইন্দিবা একটি যে সে সুন্দরী নব।

বাজাদিদি বলেন, “অ'লুকল! ইন্দিবা কি তোমাব উপযুক্ত নব?”

বউদিদি বলেন, “অ'লুকল বা' হবার তা' হয়ে গিবেছে, আব কিববে না। ইন্দিবাকে বে' কর, আমাদের তা হ'লে তুমি পব হ'বে না। দেখ দেখি, ইন্দিবা পাড়িয়ে বইল, ইন্দিবাকে হাতে ধ'বে বসায়।”

আমার বব তাই কবলেন। অবশেষে আর কি বলব, পাঁচ জনের কথার বিবাহেও সম্মত হ'লেন। ইন্দিবাব বিবাহের দিন পূর্বেই

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দ্বিঃ দিন সেই তারিখেই বিবাহের দিন হ'ল। আজ দেখলাম, ইন্দিরা পাশে বোস দেবতা বসে বসে কুঁকর কুঁকর ক'রে চলে গেল, আমার বর অজিবেশে আছেন তত্বর দেখতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললেন—ভালখাশা নয় রে—এর নাম কুঁকরা।

(৫)

আমার বর সেই দিনই চলে গিয়েছেন। আমি বাঁচিয়া আবার ঘরের কাজকর্ম করছি। আজ দশ দিন হ'ল, তিনি গিয়াছেন, এর মধ্যে দশ খানা পত্র পিণেছেন। সমস্ত পত্রই বউদিদিকে লেখা হয়েছে, ইন্দিরা কেমন আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্রমে বিবাহের দিন এসে পড়ল। ইন্দিরার আজ বিবাহের দিন ত স্থিরই ছিল। আমাদের গ্রামটা ছোট গ্রাম, তার মধ্যে আমরা আর মুখুজ্জেরাই একটু বড় ঘর, আর অধিকাংশ লোকই মধ্যাচিত ও চাষাখাশী।

মুখুজ্জদের বাড়ীতে আজ ধুম পড়ে গিয়েছে। ইন্দিরার বিয়ের জন্ত নহবৎ বসেছে, লোকজন কুঁকরসজ্জনে বাঁচাখানা মাথায় করে তুলেছে। মুখুজ্জদের কণ্ঠী কাজে ভারি ব্যস্ত, এমন সময় রাঙ্গাদিদি এসে কণ্ঠীকে বললেন :—

“দেবতা প্রণাম হই।”

“আবার দেবতা কোথা হতে শিখলো?”

“দেবতাকে দেবতা বলতে শিখতে হয় না ঠাকুর।”

কণ্ঠী। ষটে তা, আমি যদি দেবতা, তবে বর প্রার্থনা কর।

রাঙ্গাদিদি তাঁহার আঁচলটা গলায় দিয়ে কান্তি ঠাকুরদার চরণে প্রণাম করে বললেন, “কি বর চাইব বল।”

ঠাকুর দা' বললেন, “তা আমি দেবতা, আমি কেন বলব?”

আমার রাঙ্গাদিদি বললেন, “যদি কি বর চাইব বলিয়াই দিব, তবে তুমি কিসের দেবতা, দেবতা না অন্তর্গামী?”

ঠাকুর দা একবার এদিক ওদিক দেখে রাঙ্গাদিদির চাঁপাব কলির মত আঙুলগুলি ধরে উঠিয়ে বৃকের মধ্যে টেনে নিলেন।

আমি এতক্ষণ ঘরজার পাশেই মাথুবীকুণ্ডে লুকিয়েছিলো, হেসে উঠলেন, বললেন “রাঙ্গাদিদি ঠাকুরটা জাগ্রত দেবতা বটে।” ঠাকুর দা মুজ্জিত হ'লেন বললেন—“শৈলি না কি?”

“না ঠাকুরদা, শৈলি মরেছে।” আমি দৌড়ে পলালোম।

রাঙ্গাদিদি বললেন, “নাও, এখন কথাটা শোন।”

“যে আজ্ঞে, বলগিই হয়, এ কাণ শোনার জন্তই পাতা রঞ্জেছে।” রাঙ্গাদিদি বললেন—“এক কাজ কর্তে হবে।”

“সে কথাত পুরান হয়ে গেল, কি কর্তে হবে, আগে বলো তবে ত করব?”

রাঙ্গাদিদি বললেন, বিয়ের ছটো আসর কর্তে হবে, একটা বার বাড়ীতে, আর একটা ভিতর বাড়ীতে, বা'র বাড়ীর বৈঠক খানার ইন্দিরার বের আসর হ'বে, আর ভিতরের বাড়ীতে অন্য বরের আসর হ'বে।

কণ্ঠী অনিরা অবাক! বললেন, “সে কি? আবার কার বে হবে?”

রাঙ্গাদিদি বললেন—“তোমার।”

“আপো রান! আমার আবার কে কেন?”

“দেবতার দেবী না হ'লে মানার না ভাল।”

কণ্ঠী ভাবে গদগদ হয়ে বললেন, কেন দেবী ত তুমিই! রাঙ্গাদিদি বেশ চোখ মুপের হাসি চাপা দিয়ে কৃত্তিম নিরক্টিভাব দেখিয়ে বললেন—“এ মিন্সের বুদ্ধি মাত্র নাই—তুমি যদি দেবতা হইলে, আর আমি যদি দেবী হইলে,

গেলাম, তা পূজা করবে কে? তাই আমি তোমার একটা দেবী কুঁটরে দিই যুগল মৃতিম উপাসনা করব।”

“ও—এতক্ষণে বুঝলেন—তারপর?”

“তারপর যা হবে দেখতেই পাবে।”

“তা এ বিয়ের ঘটক কে?”

“ঘটক আমিই, কিন্তু ভাল ক'রে বিদ্রোহ করা চাই।”

রাঙ্গাদিদি চলে গেলেন। কণ্ঠী রাঙ্গাদিদির পায়ে চুটকীর কুমঝুম শব্দ শুনতে শুনতে ভয় হ'য়ে রইলেন।

(৬)

সন্ধ্যা হ'ল, নহবৎ বেঞ্জে উঠল, দরজার সব বাতি জালা হ'ল। ইন্দিরার বে' অপেক্ষা আমার বে' দেখবার জন্তই গ্রামগুরু হেঙ্গে এসে পড়ল, কথাটা শুনে সকলেই হেসে খুন, বা'তে নিলিয়ে উদ্বেগ সফল হয়, সকলেই তাহার চোটা করতে লাগলেন। আমি আড়াল থেকে দেখলাম, হাসি ছ'জনেরই সমান, আমার বরের যেন একটু বেশী ক্ষুধা—আমি ত আবার!

আমাকে সকলে ধ'রে কনে সাজিয়ে দিলে, অলকা তিলকা দিয়ে দিলে। সমস্ত গহনা পরে ক'নে সেজে একটা কাজললতা হাতে করে ব'সে রইলাম, হুঃখও হলো, কিন্তু কাষ্ঠ-হাসি হেসে তাহা চাপা দিতে লাগলোম। বউদিদি বললেন, হাসিস যদি তবে দেখনি।

আমি বললোম, “রান বল বউদিদি, এতেও হাসি আসে? তা আমি সাজা, কনে আমার হাসতে দোষ কি?”

“না, সাজা হ'লেই বা—হাসতে পাবিনা, ক'নেকে যেমন চুপ ক'রে মুখ নামিয়ে থাকতে হয়—তেমনি থাকি—মনে হাসির লহর ছুটুক না কেন, ঠোটে বেরলেই মার খাবি।” মনে মনে ব'লেম, এত কম কর্ত্তোভোগ নয়! মধ্যাহ্নে মুখুজ্জদের বাড়ী এলাম, আমার

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বর ও আমি বধ্যাগারে ছাওনাকালার বধ্যাগার, মুখুজে ঠাকুরনা অতি কষ্টে হাসি চেপে মর-করটা ব'লে বিনাহি শেব করেন, উলুখানিতে আকাশ নিবানিত হয়ে উঠল।

মুখুজেকর্তা বলেন, “অম্বুজল বাবু! ক'নে একটু বড়, তা দোজ বরে বরের ক'নে একটু বড় হওয়া ভাল।” আমার বর একটু হাসলেন, আমি মনে মনে বল্লম, বে'ত করে চাঁদ, কিন্তু এরপর মজা দেখবে কে? আমার বর কলিকাতার মেসে থাকেন, মেসের বাসা হ'তে জনকরেক ছোঁকরা বাবু সঙ্গে এনেছিলেন, তাদের মহা জেব, ব'রের মুখ দেখাটতেই হবে, কিন্তু মুখুজে কর্তা বলেন, কনে বড়, আপনাদেরই ত বউ, এরপর বরে গিয়ে দেখবেন। যেমন চব্বাকান্ত রাজা, তেমনি তার গবাকান্ত মন্ত্রী—তারা তাই বুকিয়া গেল।

বাসর বর মেয়ের দলে পরিপূর্ণ। আমার বর চোরটীর মতন বসে রইলেন, হ' একটা কথা যদিও কইতেছিলেন, তাহাও যেন নিতান্ত নিম্ন সুরে; তাই রাঙ্গা-দিদি হুটটা চড়াইবার জন্ত মাঝে মাঝে কান মোড়া দিয়ে ছিলেন, কিন্তু সুর চড়ল না। খানিক পরে বউদিদি এলেন, বলেন “ভাল আছ ত?” আমার বর একটু হেসে বউ দিদির প্রণাম করেন—বলেন, “আছি ভাল” বউ-দি' আশীর্বাদ করেন। বলেন, জন্ম জন্ম নতুন পটকে নিয়ে বর কর। তা ক'নে পছন্দ হয়েছে ত?

বর বলেন—“সেই ত নিমিষের তরে দেখা।” “তা দেখ একবার” বলে বউদি আমার মুখের একটু ঢাকা খুলেন—আমি চোক মুজলেন, ওমা! আমি যে কনে বউ, চোক চাইতে আছে কি? খুব সরম দেখিয়ে মুখের কাপড় টেনে দিলেন, যেন লজ্জার মরমে মর গেলেন। বউদি বলেন—“কেমন?

শৈল্য চেবে সুন্দরী বটে ত?” আমার বরের মুখে আর হাসি ধরে না, বলেন, “তা বটে।

আমি মনে মনে বল্লম, পুরুষগুলো কি নীরেট বোকা! ঘোমটা ঢাকা মেয়েমানুষকে এরা কি সকলেই নতুন দেখে! আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না, বাহিরে উঠে এসে একটা সিঁড়ির নীচে ব'লে প্রাণ খুলে হাসলেন। বউদিদি বাইরে এলেন, আমি বল্লম, বউ-দিদি, আমার বরের বিদে দেখলে? আমি সেই জল-জ্যাস্ত শৈল এক ঘণ্টার মধ্যে এত সুন্দরী কিসে হয়ে গেলুম?

বউ-দিদি বলেন—ও ঐ ঘোমটার গুণে। আমি বল্লম, “সে কি রকম।” বউদিদি বলেন, ঐ ওদের চোকের দোষ লো! ওরা ঘোমটা দেওয়া নিজের স্নীকেও যদি রাস্তার দেখে, তা'হলে মুখখানি দেখবার জন্ত পাগল হয়ে উঠে। ওদের ও প্রায় সবারই এক রোগ। ঘোমটা দেওয়া মুখের উপর এদের ভারি ঝোক, দেখবার জন্ত এরা যেন উন্মাদ, কত ছল করে নানা প্রত, রাস্তার কোঁপে বসে থাকে!

“তা—পরের মেয়ের মুখ দেখে কি হয়? বউদিদি?”

জানি না—ঐ রোগ ওদের। তা ও বাক্। বরে যেরে বোস। আমি বল্লম, “আমি ইন্দ্রির বর দেখতে চলেম—তা আর কেন?

“আর কেন কিসে, আট দিন এমনি রাখতে হবে।” আমি বল্লম, আর কাজ নাই বউদিদি, খুঁ ঠকেছে” বউদিদি বলেন, “কেন ভাতার বলে মায়া হচ্ছে নাকি?

কে পারবে বাবা! আমি আস্তে আস্তে ইন্দ্রির বর দেখিতে চলে গেলাম।

(৭)

প্রাতঃকাল হ'ল। কান্তি ঠাকুরনা এসে বলেন; অম্বুজল বাবু! তোমার সঙ্গে ত তাই ক'নে পাঠাইবার সুবিধা নাই, আট মজলার

কর অবত লব্ধ। আস্তে সেই সময় তাই কবর জা' করা যাবে। আর তোমার বাড়ীও ত নিরুট নয়—অনর্থক ব্যয়ও হয়।

আমার বরের বাড়ী আমাদের বাড়ী হতে তোরো কোশ দূরে। আমার কষ্টে কমে বস্তুর শাওড়ীও নাই, হুতরাং আমার বর তাতেই অগত্যা সন্ত হবেন। কুসৃতিকার পর কলিকাতার ফিরে গেলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু একবারও মুখ খুলি নাই, ইন্দ্রির বর ও গোকজন বিদায় হ'রে গেল।

আট দিনের দিন আমার বর এলেন। মেয়ে মাহুকের পেটে কথা থাকে না কে বলে? আমার বর আজও এত বড় ব্যাপারটার বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেন নাই। আজ ইন্দ্রিরও আট মজলা। তা'রও এসেছে। বাড়ীতে মেয়ের দলের মজলিগ মসেছে। বর ঠকাবার মন্ত আরোজন পড়ে গিয়েছে। দিন কেটে গেল। বর ম'শাররা সামাদিনটা বেশ আমোদে কাটালেন।

রাত্রি আন্দাজ ৮টা হ'বে! শিলমুজে প্রাণীপ জলচে। শোবার ঘরে আমার বর এক খানি সোফার উপর বসে আছেন। ৮।১০ জন মেয়েতে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার বরের পাশে বসিয়ে দিয়ে শিক্কা দিয়ে চলে গেল। আমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল,—ঘাম হতে লাগল, আমার বরের নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠতে লাগল। হু'জনের হোস কোঁস শব্দে যেন মনে হতে লাগল, আমরা ঘরে দুটো সাপ চুকেছি। এ আবার কি রোগ?

অনেকক্ষণের পর আমার বর আপে কথা কইলেন, অতি কল্পিত স্বরে বলেন, “ভর কি তোমার।” হ্যা—এ ক্ষেত্রে পুরুষ

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কলিকাতার লোকের কাছে বলতে হয়, আমাদের ও কথাটা মনে না,—বলেন “তবু কি তোমার” আমি মনে মনে বলি—“তবে ও মনে বাচি আর কি?” বা, হ’ক আমি কথা কইলাম না। বর বলেন, একবার মুখখানি খোল” আমি কথা কইলাম না। বর বলেন “তোমার কি একটু হাঁসিও নাট” আমি কথা কইলাম না; কাপড়ের হুঁপী পাকাত লাগলেম, দাঁত দিয়ে ঘোমটার কতকটা চেপে ধরলেম। বর বলেন, “তুমি আমার কি ভালবাস না?” তুমি যদি না কথা কও তবে”—এইবার আমি কথা কইতে বাধ্য হলেম। বর দিবা দিতে আসেন। আমি জানি, সে রোগ বরাবরই ছিল। পুনরায় বললেন, “তুমি কি ভালবাস না?” আমি হেসে উঠলেম, বললেন, “যদি অবসর পাই।” কি কি? বর বলেন “অবসর আবার কি, ভালবাসার আবার অবসর কি?” আমি বললেন “সেই সে সে দিন বাসরে গেয়েছিলে—

“আমি নিশি দিন তোমার ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও”—

বর বলেন, “ওরে বাবা। এ যে বেজার চালাক কেন?” “তা ঘোমটাই খোল”; তা খুলব না। “কেন—কেন?” “যদি ভালবাস তবে খুলব।” বর হেসে বলেন—“ও এই কথা সেত যখন দেখেছি, তখনই—মন প্রাণ সব দিয়ে কেলেছি।” আমি এই ডাফা মিথো কথাগুলো শুনে অবাক হলেম যে, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে আজীবন এরা মনপ্রাণ বিলিয়ে বেড়ায়। এত প্রাণ পার কোথা? বললেন, “এখনও চোখে দেখনি শুধু বাঁসি শুনেছ মন প্রাণ বা ছিল তা দিয়ে কেলেছ?”

আচ্ছা, শৈল দিদির কত ভাল বাসতে? আমার বর একটা দীর্ঘবাস ফেলে বলেন, সে কথা আর তুলো না, তা’কে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেম। আমি বললেন “তা বটে? জানি,

একদিন শৈলদিদিকে বলেছিলে যে, শৈল তুমি ম’লে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করব—অথবা গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কত কষ্টে খাবি খেয়ে খেয়ে মরব, যদি তা না পারি, তা’হলে নিম্নে কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসী হয়ে বেড়াব।” “আহা শৈল”—আমার বর যেন একটু পূর্ক স্থিতিতে কাতর হয়ে বলেন ইন্দিরা তোমার না পেলে আমি তাই হতাম, কিন্তু তোমার ঐ আঁখি দুটোতে পাগল করেছি।” “আচ্ছা আবার আমি যদি আজ মরি, যদি আমাকে চেয়েও ভাল পাও? বর বলেন, সে কথা ছাড়িয়া দাও না, এখন মুখখানি খোল,” “আমি বললেন, তা খুলিব না, আচ্ছা শৈলদিদি যদি না মরে থাকে? আবার আসে, তা’হলে কি কর?” “আঃ—সে সব কিছু চাই না গো,—তোমার মুখখানি দেখতে চাই,—কথাটা শেষ না হতে হইতে বো-দিদি এক দিকে রাজা দিদি ও আরও মেয়েরদল অল্প দিকে ঘুরে চুকে পড়ল। আমার বর সবে মাত্র আমার ঘোমটাটা উঠাতে বাচেন, অরি হাতের ঘোমটা হাতেই থেকে গেল, বেচারী ভেবাচেকা খেয়ে সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বেকুবের একশেষ।

আমি সেই দলে মিশে পড়লেম, বোদি’ বলেন “খুব পুরুষ, এত ভালবাসা কোথায় পেলে? এত ভাল যেসে মাথা গরম হয়ে উঠবে যে?” এত বলে বোদি, আলমারির ভিতর হইতে একটা বোতলের ছিপি খুলে আমার বরের মাথায় ঢেলে দিলেন। আমার বর বলেন, “বো-দিদি কর কি—কর কি এ যে গোলাপ সিরাপ, গোলাপ জল নয়! চট চট করে, আমি বললেম বেশ হ’য়েছে, এখন একটু তুলো লাগিয়ে দিগেই হয়”। আমার বর বলেন “আরে কর কি? আমাকে কি হৌদলকুঁতকুঁতে সাজাতে হবে নাকি।” আমি বুঝলাম বো-দি’ ঠিকই তুল করেছেন, সেই

আলমারিতে গোলাপ জল ও কৈশোর গোলাপ সিরাপ থাকত, বো-দি’ গোলাপ জল ভেবে গোলাপ সিরাপ ঢেলে দিয়েছিলেন। বো-দি’র মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়া হ’ত, সেই জন্ত মাথা কলকাতা হ’তে বোদিদির জন্ত কৈশোর সিরাপ এনেছিলেন, বো-দি’ তুলে সেই সিরাপটা মাথায় ঢেলে দিলেন, আমার বরের টেরী ভেঙ্গে গেল। বর মহাশয়দের বতই ভালবাস যতই আবদার কর, কিন্তু কেউ যদি বাবা টেরিতে হাত দিয়েছ, ত অমন ভালবাসার খেই ছিঁড়ে গ্যাঃহ!

তা বাহু। আমি আর কেন ঘোমটা দিয়ে থাকব? আমি একটু ঘোমটা খুলে সেই বকেরা শৈলবালা হয়ে আমার আঙ্গুল দুটা বেশ শক্ত এবং বিলক্ষণ সোজা ক’রে আমার বরের পেটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমার বর লাকিরে উঠলেন, বলেন, এ কি? এ যে আবার শৈলর মাড়ে চাপে দেখছি,” আমি বললেন, “কি বর! বে’ ক’রে কেমন আছ? আমার বরের এইবার চমক তাকল, বলেন—“আরে? শৈল নাকি?” আমি বললেন “বিচিত্র কি?” কত ভালবাসা ঐ পেটের মধ্যে আছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখব বলে এসেছি। স্রীমান্ বরজ্ঞ ত অবাকজ্ঞ! একেবারে মুখখানি নিচু করে নখের ময়লা তুলতে লাগলেন, আমি বললেন “বে করে কেমন আছ? বর মুখ তুলে আমার পানে তাকালেন, সে বেকুবের মত—অপ্রতিভের চক্ষু দেখে আমার দয়া হতে লাগল। বর কেবল বলেন “ব্যাপার কি?” আমি বললেন, “ব্যাপার শক্ত, দেখলেম বত বলতে তত নয়।” বর সাত দিন কথা কইতে পারেন নাই, কেবল আমার মুখ পানে তাকিয়ে ছিলেন, আর মুচ্কী মুচ্কী হেসে মুখ কিরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষে একদিন আমি কাঁইকুড় দিয়া আপনা আপনীর বগড়া মিটিয়ে নিলেম।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

দিনকরেক পরে দাবা এসে বৌ-দ্বির
নিকট সব শুনে খুব হাসলেন। আমি আড়াল
হ'তে দেখলাম, বৌদি' দাবার মুখে
গোড়ার হাত নেড়ে বলছেন—

“দেখো সখা ভালবাসি ভালবাসি বলো না,
প্রাণেব যে ভালবাসা কথাতে তা মিলে না।

আমরা ভালবাসি দিতে প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান,

সারীর সবল প্রাণে নিচ্ছে দোষ দিও না।

দেখো যেন ভালবাসি ভুল ক'রে বলো না।”

আমাব বব শোবার ঘবে আমাব অপে-
কার বসে আছেন। আমি যেয়ে গলবস্ত্র হলে
চরণতলে সূঁটরে বেশ সাধুভাষায় বল্লেম,
দেবতা কমা কমন, আমি আপনাকে লইরা
এত নাস্তানাদ করিয়াছি, কিছু মনে করিবেন
না, আমি সখা বালিকা, আমি যেনন আপ-
নাকে চক্ষেব অনুরাগ করিতে পারি না, সেই
বিখ্যাসে মনে করিতাম, যাকে এত ভালবাসি,
সে কি এনি ভাল বাসে না—তাই দেবতার
সঙ্গে তোলা বসিতে গিয়াছিলাম, শৈলবালা
আপনার দান।

আমাব ৭৭ সেন্টে আকুল। হাত ধবে
উঠিয়ে বল্লেম, “তবাস্ত্র।”

আমরা এখন চুটীতে বেশ আছি, আমিও
একদণ্ড না দেখে থাকিতে পারি না।

S. P. C.

“শৈলবালা।”

নারী নিগ্রহ।

(“সন্নিবন”-এ নিম্নলিখিত পত্রখানি
প্রকাশিত হইয়াছে।)

মহাশয়—

মহাশয়, আমি নিয়ে আমার জীবনের
একটি শেষ হুঃখাহিনী লিখিতেছি। আশা
করি, আপনি তাহা আপনাদের পত্রিকাত
স্থান দিবেন—

আমি গ্রীষ্মী নাগরিকের দৌ আন
প্রায় দেড় বৎসর বাবত এইখানে গ্রীষ্মী.....
ভৌচাখোব সহিত বিবাহ হইয়া বাস করিতে
ছিলাম। স্বামী আমাকে খুব ভাল
বাসিতেন। বিশেষতঃ আমি আমাদের
গ্রামের মধ্যে সুনন্দী বগিরা খ্যাত ছিলাম।
স্বামী জীতে প্রায় দেড় বৎসর বাবত মুখে
বাস করিতেছিলাম। আমার প্রায় ১৬
বৎসরের সময় বিবাহ হয়। এখন আমি
প্রায় ২০ বৎসরের চটরাছি। ছুটিয়াবশতঃ
আমাব এপর্যন্ত সন্তান আদি না হওয়াতে ও
তাহাব কোন লক্ষণ না দেখা যাওয়াতে
আমার শাওড়ি ঠাকুরবাণী পুত্রকে আবাব
বিবাহ করিতে বলেন। আমাব স্বামী
প্রথমতঃ তাহাতে বাধী হন না। ইতিমধ্যে
একজন সাধুসন্ন্যাসী আমাদের গ্রামে আসেন।
কয়েক দিন থাকার পর সে আমাব স্বামীকে
বলে যে, সে ২৩ দিনের মধ্যে মন্ত্রবলে আমাব
সন্তান হওয়ার কথা বলে। তখন আমাব
শাওড়ি ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসীকে অতি যত্নে
বাটীতে আনেন। সন্ন্যাসী বলে যে, সে একটা
যন্ত্র কবিবে। আমাব স্বামীর নিকট সে
বলে যে, তোমাব স্বীকে ২ দিন ও ২ বাত্র
একটি গৃহে থাকিতে হইবে। গৃহে অল্প
লোক এমন কি আমাব স্বামীকে পর্যন্ত
যাইতে দেওয়া নিষেধ। আমি ইহা শুনিয়া
আমাব শাওড়ী ও স্বামীর নিকট কান্দাকাটি
করিয়া বলি যে, আমি অজ্ঞানা লোকের সহিত
২ দিন ও ২ বাত্র একলা থাকিতে পারিব
না। আমাব খুব ভয় হয় তাহাতে আমাব
শাওড়ি উত্তর দেন, তবে তোমাকে বাটীতে
আব থাকিতে দিব না। গৃহেব আবাব
বিবাহ দিব। আমার স্বামী বলিলেন যে,
আমাদের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী যন্ত্র কবিবেন
তোমার না গেলে ভাল হবে না। অগত্যা আমি
ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে ২ চলিতে লাগিলাম,

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাব খুব ভয় পেল।
দেখিয়া, গৃহের এক কোণে গিয়া উল্ল
অবস্থায় বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া
বসিতে বলিলেন। তাবপর তিনি কতক
গুলি সংকৃত শব্দ করিলেন। তাহার পর সেই
পাখও আমাকে বলিল যে, তোমাব একমঙ্গল
মধ্যে সন্তান হওয়ার লক্ষণ আমি করিব।
তখন সেই পাখও আমাকে বলিল, তুমি
আমাব নিকট ২ বাত্র থাকিবা, আমি তাহাতে
রাজী না হওয়াতে সে আমাকে নানারূপ
খাবাপ গালি দিতে লাগিল এবং আমাকে
উল্ল কবিয়া আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা
কবিল। আমি বাধা দিতে লাগিলাম, কিন্তু
এই পিশাচ আমাকে ধবান্দ্রী করিয়া
ক্রমাগত আমাব প্রতি পামন অত্যাচার
করিতে লাগিল। ক্রমাগত দুঃখল হইতে
লাগিলাম, আমাকে শব্দ কবিতে নিষেধ
কবিল। আমি তাহা না শুনাতে আমার
মুখ বাঁধিয়া দিল। আমাব স্বামী কিঞ্চিৎ
কেন্দ শব্দ শুনিয়াও আনিগেন না। পিশাচ
ক্রমাগত অত্যাচার বর্ধিত হইল।
এইরূপে ২ দিন কাটিল, তাব পরদিন আমাকে
সম্পূর্ণ উল্ল অহাঙ্গ হাত পা ও মুখ বাঁধিয়া
করিয়া সে ব'ত্রে পলায়ন কবিল। আমি
ইহাতে দুঃখ ও মৃতপ্রায় হইলাম। ৩ দিন
কিছু আহার না কবাত আমি অতি কাতব
ছিলাম। প্রাতে আনিয়া আমাব শাওড়ি
আমাকে এইরূপ বাঁধন দেখিয়া আমাব
স্বামীকে জানাইলেন। তিনি আসিয়া আমাকে
অতি ক্রোধে পদাঘাত কবিয়া বাগে চরিয়া
গেলেন। তাহাব পর স্বামী আমাকে
বেথা, ব্যতিচারিণী বলিয়া আমাকে আর
গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আমাকে
পরিভ্যাগ করিলেন। আমি অনেক
অনুন্নয় বিনয় করাতোও তাহার মনে দয়া
হইল না। আমি একটা লোকের বাটীতে

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এখন আছি। এখন আমার জীবনের এইরূপ
দৃশ্য হওয়াতে আমি শোকে লজ্জায় মৃতপ্রায়
হইরাছি। আমার বিনা দোষে আমাকে
তিনি পরিত্যাগ করিলেন। সেই নরাধম
সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করিয়া তাহারাই আমার
সর্বনাশ করিলেন। আমার জীবনের আশা
আকাঙ্ক্ষা সব এক মুহূর্তে শেষ হইল। কত
আশা কি হইল। কোথায় স্বামীর সঙ্গস্থলে
এই জীবন কাটাষ্ট তাহা না হইয়া পথে
পথে ঘুরিতেছি। আমার জীবনে
বড়ই দুঃখ যে বিনাপরাধে পরিত্যক্ত হইলাম।
এসবত বিষয় খুলিয়া লিখিলাম ক্ষমা করিবেন।

১৩২১ সন। এই চৈত্র।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী।

করিমপুর।

কুৎসিত কাহিনী।

—:—:—

‘সঙ্গীত’ গত ১৮ই বৈশাখ এক
কুৎসিত কাহিনী প্রকাশ করিয়া-
ছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, করিমপুরবাসী
কোন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিংশবর্ষীয়া যুবতী
পত্নী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সন্তানসম্ভাবনা
নাই দেখিয়া কোন এক সন্ন্যাসীকে যজ্ঞ
করিবার জন্ত আপন গৃহে ডাকিয়া আনেন।
যজ্ঞ সম্পাদনের ছলে পাশ্বে সন্ন্যাসী লাবণ্য
প্রভাকে গৃহে একা পাইয়া তাঁহার উপর দুই
দিন যাবৎ পাশ্বে অত্যাচার করিয়াছিল।
ঘটনার সময় যুবতীর স্বামী ও স্বজ্ঞ বাড়ীতেই
ছিলেন কিন্তু তাঁহার বধূর কাতর চিৎকারে
কর্ণপাত করেন নাই। লেখিকা লাবণ্যপ্রভার
বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিলে ক্ষোভে, দুঃখে,
লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে মৃত ব্যক্তির অঙ্গেও
প্রতিহিংসার তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া যায়; কিন্তু
আমরা তাঁহার উক্তি আস্থা স্থাপন করিতে

পারি নাই। এদেশে এমন কাপুরুষ, এমন
দুষ্ট, এমন কুকুর কে আছে যে, সে স্বয়ং
তাঁহার পত্নীর ইচ্ছত নাশের জন্ত কোন
যজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিবে।
অথবা যদি তাঁহার কপট সন্ন্যাসী ছদ্মভূষিত
পূর্বে বৃষ্টিতে না পারিয়া থাকেন তবে শ্রীমতী
লাবণ্যপ্রভার কাতর চিৎকারে তাঁহার
নিশ্চেই ছিলেন কেন? সহযোগিনী হিন্দু
সমাজের কুৎসাদগ্ধ পাইলে উল্লাসে আট থানা
হন, সুতরাং তিনি উল্লিখিত বিবরণে সম্পূর্ণ
আস্থা স্থাপন করিলেও স্মরণ সহজে ইহা
বিশ্বাস করিবেন না। আশা করি, আমরা
শীঘ্রই প্রতিবাদ দেখিতে পাইব।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

বীরভূম জেলার সাঁইখিয়া সহরে গত শনি
ও রবিবারে—২০শে ও ২১শে চৈত্র—বঙ্গীয়
ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন
হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী৭নন্দেশ্বরীর মন্দির
সান্নিধ্যে প্রকাশ পট-মণ্ডপে সভা বসিয়াছিল।
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন,—
যনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর
তর্কচূড়ামণি মহাশয়। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা,
আসাম প্রভৃতি বহু স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
মণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল। তাহা ছাড়া,
রাঙ্গা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, উকীল,
মোক্তার, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি
বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত স্মৃধী ব্রাহ্মণ এই সভায়
সমবেত হইয়াছিলেন। সূর্য্যের মহারাজ-
কুমার, তাহিরপুরের রাজা, হেতমপুরের
মহারাজ-কুমার, পাকুরের ও চৌগাঁওর কুমার
এবং গোরাপুরের, কীর্ত্তিহারের কুণ্ডলার,
বাল্লভপুরের, পাঁচড়ার, লাভপুরের, গুজুরার
এবং গঙ্গাটিকুরীর জমিদারদিগকে সভায়

উপস্থিত দেখা গিয়াছিল। সর্বসম্মত সভায়
লোক হইয়াছিল অনান দুই হাজার।
পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রী৭নন্দেশ্বরীর মন্দিরে চণ্ডী-
পাঠাদি অমুষ্ঠান এবং সভাধিবেশনের প্রারম্ভে
বৈদিক প্রশস্তি পাঠ হয়। তাহার পর,
হেতমপুর গোরাঙ্গমঠের যুবক ব্রহ্মচারী
শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত মহিষারঞ্জন চক্রবর্তী আভ্যর্থনা
সমিতির সভাপতিরূপে সমাগত ব্রাহ্মণ ও
পণ্ডিতমণ্ডলীর সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।
সভাপতি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আসন
গ্রহণের পর আভ্যর্থনাসমিতির সহকারী
সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ
মুখোপাধ্যায় বলেন,—হিন্দুসম্প্রদায়ের বহু
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভার কার্যাবলী সমর্থন
করিয়া সহায়ত্ব জ্ঞানাইরা পত্র-লিখিয়াছেন;
ইহারা অনিবার্য্য কোন কারণ বশতঃ সভায়
উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পার্শ্বতা
ত্রিপুরার মহারাজ ইহাদের অন্ততম। তাঁহার
পত্রখানি সভায় পাঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের
বক্তৃতা। তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রবীণ দার্শ-
নিক ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী। এই বক্তৃতায়ও
তাঁহার সে প্রসিদ্ধির পরিচয় পূর্ণ প্রতিভাত।
তর্কচূড়ামণি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর-পণের
দীড়ন জনিত সামাজিক দুরবস্থার কথা
তুলিয়াছিলেন। অনেক বরের মাতা পিতা
আজকাল কল্যাণকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে টাকা
আদায় করিবার জন্ত কল্যাণ—নিজের পুত্রবধূর
—প্রতি ঘেরাপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে,
বক্তৃতায় ভাবার তরঙ্গে নাচাইয়া তিনি যখন
সেই চিত্র সকলকে দেখাইয়াছিলেন, সভাস্থ
সকল লোকই তখন অন্তরে অন্তরে প্রকৃত
অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাধিত হইয়াছিলেন,
—অনেকে চোখের জল রাখিতে পারেন
নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন,—পুত্রবধূর

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

প্রতি স্বল্প-স্বল্প এই যে নির্মূলের ব্যবহার, ইহাতে পুত্রবধূর প্রদত্ত স্বতঃই যে বিষ সঞ্চিত হইয়া থাকে, শেষে তাহাই সংসারের পীড়নাশের প্রধান কারণ হইয়া উঠে। তিনি রপণ প্রথার উচ্ছেদকরে সকলকেই যত্নবান হইতে অহরোধ করেন। কি ভাবে কার্য্যতঃ এই পণপ্রণয় উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে কি একারে ব্রাহ্মণ বালকগণের ও পুরো-হিতগণের দ্বারী শিকার ব্যবস্থা হইতে পারে, মন্দির রক্ষা, গোরক্ষা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সকলের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে ও সংপারামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ছাত্রগণের জ্ঞান ধর্ম-বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হউক এবং ব্রাহ্মণসভার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের জ্ঞান বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হউক,—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বহুতায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছিল। কালীধামের ব্রাহ্মণসভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীকুমার স্মৃতিভাষী মহাশয় পাণ্ডীয় প্রমাণ প্রয়োগে ব্রহ্মসংসারের অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া-
ছিলেন।

মোমাংস সমিতিতে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়,—বাধ্যতামূলক ব্রহ্মসংসার গ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সুতরাং এই পণগ্রহণ প্রথা রহিত করিতে হইবে; ছাত্রগণের শাস্ত্রশিক্ষার জ্ঞান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, বর্তমান টোলগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে; আবশ্যক মত সংস্কার প্রদান করিয়া টোলগুলিকে উন্নত করিতে হইবে; বীরহুমে অবিলম্বে একটি ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহার অধীন একটি আদর্শ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক জমিদার বাহাতে তাহার জমিদারীর মধ্যে প্রভূত পণ্ডিত ভূমি বিনা করে রক্ষা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা বাহাতে নিজ নিজ গৃহে গোর পোষণ, তাহার উপায় করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্রাহ্মণই বাহাতে নিম্নমিত্তরূপে সন্ধ্যাবন্দনা করেন এবং সর্বতোভাবে সদাচার রক্ষা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় শেষে সকলকে নিঃস্বার্থ-ভাবে—সকলেই বাহাতে নিজের বিজ্ঞাপন জাহির করিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া—ধর্মের ও সমাজের জ্ঞান প্রাণপণে কাজ করেন, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলেন,—একরূপ করিতে পারিলে, নিশ্চিতই চতুষ্পাঠীর আশীর্বাদে আবার বর্ণাশ্রমধর্মের পূর্ণ প্রভাব পরিস্ফুট হইবে।

স্থানীয় অধিবাসীরা এই মহা সম্মিলনে সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সুব্যবস্থার গুণে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই। প্রত্যহ সভাশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পারের দুল সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মণ জমিদারের সম্মানগণ সভাস্থলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গ্রীষ্ম নিবাস জ্ঞান স্বস্তে ব্যয়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ঘোষণা হয়—আগামী বৎসর মূর্শিদাবাদ জেলায় মহা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

—•—

সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণ।

আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি কৃতজ্ঞ। আমি বারুক্যের চরম দশায় উপস্থিত, স্বাস্থ্য ভগ্ন, আমার কার্য্য-ভার আমি আমার কমতার অতীত বলিয়া

বোধ করিতেছি। আমার প্রতি আপনাদের যে ভালবাসা আংশিকভাবে তাহার জ্ঞান আর অংশত কর্তব্যের আহ্বানে আমি এই তরু-কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছি। আমার খুব ভয় এই যে, আমি হয় ত যথার্থভাবে নির্বাহ করিতে অক্ষম হইব। আমাদের এই জীবনত জাতিকে কি রক্ষা করিয়া যে ভুলিতে হইবে সেই বিষয় সমস্তার সমাধান এতই দুরূহ যে আমি জানি না যে এ বিষয়ে আমি কি বলিব।

অন্ততঃ এক বিষয়ে আনন্দ করিতে পারি। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সমিতিতে আমাদের দলাদলি নাই। “মোডারেট” “একট্রিমিষ্ট” প্রভৃতি শব্দ এখানে আমাদের অজানিত। আমাদের ভক্তি প্রমাণ করিবার জ্ঞান এখানে আমাদের কোন খাতাপত্রে নাম সহি করিতে হয় না। আমরা সবাই স্বাদেশিক ও রাজতন্ত্র আমাদের মাতৃভূমির কাজে আমার সবাই “একদল।”

জগদ্বিখ্যাত উইলিয়াম হেড্ একবার “রিভিউ অব্ রিভিউজ” কাগজে লিখিয়াছেন ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার দরুণই ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছিল, ভারত-বাসীদের এই যে ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি কিছুতেই দূর হইতেছে না ইহাতে বাহিরের লোকে ইহাই বুঝিবে যে ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসন অত্যন্ত শক্ত।

অমিরা কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি? এই গরিব দেশে কৃষকদের একটুকরা জমিতেই জীবন মরণ, সেইজন্য তাহারা প্রাণপাত করিয়া ঝগড়া করে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বদেশহিতৈষিরা যে কেন পরস্পরের প্রতি এপ্রকার তিক্তভাবাপন্ন তাহা আমার কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

স্বাধীন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে মারামারি করেন, তাহার একটা অর্থ

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শাওয়া যায়। তাঁহারা কমতা লাভ করিবার জন্য কাটাকাটি করেন। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রের নেতৃত্বের একটা গুরুত্ব ও গরিমা আছে। এখানে কোন কমতা আমাদের লাভ করিবার নাই। কর্তৃত্ব এবং ছাত্রদের দ্বারা গাড়ী টানা ছাড়া আর কোনও মাল নেতাদের পাইবার নাই। তবে কেন আমরা এইরূপ ভাবে ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিতেছি?

আমাদের জাতির ঘোর দুর্গতির কথা একবার ভাবুন দেখি। আমাদের ঘরে এখন আগুন লাগিয়াছে, তখন কি আমরা হাইএ ভাইএ ঝগড়া করিয়া মরিব? মিঃ ষ্টেড আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আরও যদি আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহই না থাকিত তবে ভারত কদাপি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না।

আমাদের কংগ্রেস, লীগ, কন্ফারেন্স আদি আমাদের কিরূপ ভাবে চলে তা'ত আমরা সকলেই জানি। বসিয়া বসিয়া দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করা, বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব করা; কোনো ক্রটির প্রতিকারের সাধ্য নাই। দেশের শাসনকর্তাদের সদয় বিবেচনার জন্য সভার সিদ্ধান্তগুলি তাঁহাদিকে জ্ঞাপন করিতে হয়। আমাদের শাসকেরা নিঃশঙ্কে ও স্বেচ্ছায় আমাদের এ সব কাণ্ড কারখানা দেখেন। এই ভাবেই কি আমরা চলি? না আর কোনও ভাল পন্থা ধরিব? এই প্রশ্নটির উত্তর চাই। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কুস্তিগুলি বেটে বেটে করিতে থাকে, কেহ যখন কান দেয় না, তখন তাহারা নাজেই সেটে সেটে ছাড়িয়া দেয়,—তাহাদের পশুজনোচিত স্বাভাবিক বুদ্ধি ও তাহাদিগকে এই শিক্ষা দেয়।

হুই পন্থা আছে; এক রাজনৈতিক আন্দোলন, আর, আত্মশক্তির সাধন। রাজ-

নৈতিক আন্দোলন না করিয়া আমাদের নিজস্ব নাই, কিন্তু আমাদের নিজের ঘর ঠিক করিবার দিকে আসল মনোযোগ দিতে হইবে।

আমাদের অনেকগুলি দুঃখ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছি। গবর্ণমেন্টের নীতি অপ্রত্যক্ষরূপে নানাতরমে মস্তপানে উৎসাহ দেয়? আমরা মদ না খাইলে গবর্ণমেন্ট কি আমাদের জোর করিয়া মদ খাওয়াইতে পারেন? বৈদেশিক শিল্পজাত আমাদের দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ করিতেছে। বিদেশী জিনিস যথাসম্ভব বর্জন করা সে ত আমাদের হাতে। মামলা মোকদ্দমার আমাদের দেশ ছাড়বারে গেল। কেন আমরা আইনের হারায়ে যাই? নিজেদের বিবাদ নিজেরা কি নিষ্পত্তি করিতে পারি না?

এদেশে পুলিশ প্রায়ই অত্যাচারী; অনেক বিচারক বড় শাস্তি দেন, ফৌজদারী আইনগুলি বড় কড়া; শাস্তির পরিমাণ অত্যধিক; উচ্চতম বিচার আদালতও অনেকটা শাসকদের প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করি, তবে কোন পুলিশ কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কোন সেন্সন কাজের সাধ্য নাই আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে পারেন, হাইকোর্টের সঙ্গেও আমাদের কোনো কারবার নাই। যদি ঝগড়া করিতেই হয়, সালিশি নিষ্পত্তি করি না কেন?

বস্তুত আমরা মামলা মোকদ্দমার আর বিদেশী জিনিস ব্যবহার যদি ছাড়িয়া দি, তবে আমরা পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। এখন আমরা আমাদের গৃহে থাকি তখন আমরা ঠিক ইংরেজদেরই মত স্বাধীন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমরা একটা আদালতের চৌসীমানার মধ্যে পা দিই তখনই আমরা অস্বস্তক করি কেন কোন এক স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তখনি আমাদের শোচনীয়

নিঃসহায় অবস্থার কথা মনে পড়িয়া যায়, অজ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ কর্তারী এমন কি কন-টেবল ও পেরানগুলির মহামহিমার আমরা তরু হইয়া যাই। বস্তুত আপিস আদালতের সমস্ত সাজসজ্জা তেমন সাহসিক অন্তঃকরণকে এ নিরীহ ও অসাড় করিয়া দেয়। এখন আমরা একটু সাবধান ও বিজ্ঞ হইলেই এই সমস্ত দুর্নীতিজনক প্রভাবের হাত এড়াইতে পারি তখন কেন আমরা এগুলির কাঁছে যাই? ম্যান্চেষ্টার কাপড় আর লিয়ারপুল লবণ না পাঠাইলে যদি আমাদের নেংটা ফিরিবার জো হয়, তবে ইহার চেয়ে লজ্জার কথা কি হইতে পারে?

আমাদের কুবকেরা শিল্পীরা জ্ঞানভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। শিল্পকর্ম দেশ-বাসীরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মোটামুটি জ্ঞানের অভাবে দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে। ইহাই সবাই ইহাদের অবস্থান করিতে ব্যগ্র। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ইহাদের সেই বান্ধব কোথায় যিনি ইহাদিগকে শাস্ত্র ও সম্পদের রাজ্যে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন?

জমিদারে জমিদারে, রায়তে রায়তে জমিদারী দারে রায়তে অহর্নিশি ঝগড়া চলিয়াছে। এমন কি স্বদেশপ্রেমিকেরা একে অন্তের সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করিতেছেন। গ্রামবাসীর অনন্তকাল যাবৎ দলাদলিতে ব্যাপৃত। ভাই ভাইএর, বন্ধু বন্ধুর মাথা ভাঙিতেছে। এই সমস্ত ঝগড়া বিবাদে দেশের মধ্যেই কি অসীম দুঃখই না সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কি রকম করিয়া উত্তম ব্যবহার করিতে হয় ইহাদিগকে সেই শিক্ষা দিবেন যিনি সেই মহাপুরুষ কৈ? খৃষ্টানদের দেশে পুরোহিত আছেন কিন্তু আমাদের দেশে ইহাদিগকে পরামর্শ দিবার কি সাহায্য করিবার কেহ নাই। কখনগণে

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

বাহারা আজ মিলিয়াছেন, তাঁহারা দেশের নব জাগরণের পন্থা উদ্ভাবনে নিরত হউন।

একটি প্রস্তাব।

সমস্ত এদেশের কাজকারবারের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি জনীর দুই চার জন এবং কলিকাতা হইতে ২৫০০ জন প্রধান লোককে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সমিতি সংগঠিত হোক। প্রত্যেক জেলার জন্য একজন কি দুই জন কর্মকর্তা নিযুক্ত হউন, তাঁহাদিগকে মাহিরানা দিতে হইবে।

এই কর্মকর্তারা জেলার মধ্যে বাইয়া জনসাধারণের চুঃখ ও অভাব প্রভৃতি দেখিবেন ও তৎপ্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করিবেন। জেলার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলোচনা রাখিবেন, এবং তাঁহাদের সহযোগিতা আকর্ষণ করিবেন। যদি কোনও নেতার সহায়ত্ব না পান, তবে তাঁহার দ্বারা ধর্য্য দিবেন।

গ্রামে গ্রামে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মত প্রচার করিবেন। গ্রামে গ্রামে শাস্তি এবং সৌহার্দ্য স্থাপন করিবেন, বিবাদ মিটমাট করিবেন। সালিশ করিবেন, আদালতের শরণ লইবার অপকারিতা বুঝাইয়া দিবেন।

নূতন নূতন শিল্প শিক্ষা দিবেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান প্রচার করিবেন। হিন্দু এবং মুসলমানের কাছে জোড়হাত করিবেন, যেন তাঁহারা ঝগড়া না করেন।

জলাভাব ও খাদ্যভাবের বিপদ আলস হইলে কর্মী পূর্ব হইতে তাহা লক্ষ্য করিবেন। সরকারী ও বেসরকারী যত রকম অজ্ঞায় আছে সমস্ত উদ্ঘাটন করিবেন।

কর্মী জেলার মধ্যে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিবেন। এই ভাবে জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষা

দিতে হইবে। যদি অন্তত ৬টা জেলায়ও এইরূপ অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে দেশের মধ্যে এমন এক শিক্ষাদানী দলের সৃষ্টি হইবে যাহার দিকে গবর্ণমেন্ট, অধ্যকার মত স্বর্ণাচ্ছক ব্যক্তদের তাকাইতে পারিবেন না। আমাদের কংগ্রেস, লীগ, কনফারেন্স প্রভৃতির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ যে গবর্ণমেন্টের আঁহুই হয় না তাহার কারণ এই যে আমাদের এই সমস্ত অনুষ্ঠান বাস্তব নয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ, হঠাৎ আমরা আবেগে উদ্বেজিত হইয়া উঠি, ধীর সহিষ্ণুভাবে কাজে লাগিয়া থাকি না। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় জাতিটাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, এবং একতায় সংবদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট আমাদের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবেন।

একটি অত্যাৱশ্যীয় অভাব।

এদেশের ব্যবসায়ী দোকানে জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া হাত পা গুড়াইয়া রাস্তার লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। দোকানদারীরা সে আর কিছু বোঝেনা—জানেনা, শিক্ষার আবশ্যকতাও জ্ঞান করে না। কিন্তু কয়েকটা উপায় দ্বারা সে অনাগ্রাসেই বাহিরের পরিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারিত।

১ম উপায়—মফঃস্বলের ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ, বাহির হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করা ব্যবসায়ের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় কর্তব্য কাজ।

এদেশের ছাপাখানা ওয়ালাদের অনেকেই দেশের একটা বড় অভাব মোচন করিতে পারিতেন। অনেক নাটক নভেল ছাপিয়া উই ইন্সুরের দ্বারা কাটতি করা অপেক্ষা মফঃস্বলের প্রকৃত জীবিত ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা পেশা

প্রভৃতি সম্বন্ধিত নামের তালিকা বাহির করিলে তাহার বেশ কাটতি হইতে পারে। দোকানদার সংবাদপত্রের ম্যানেজারগণ, পুস্তক বিক্রেতাগণ তাহা প্রচুর ক্রয় করিবেন। এইটর এদেশে অভাব—এদেশের Village Directory নাই, এটা অতিশয় অভাব। কোন ছাপাখানা এই কার্যটিতে হাত দিলে আমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিব। দেশের শিল্প ব্যবসায়ী এইরূপ নাম সংগ্রহের তালিকা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

নাম সংগ্রহের উপায়।

মফঃস্বলবাসী লোকগণকে কিছু উপহার স্বরূপ দিয়া নাম সংগ্রহ হইতে পারে।

দোকানদারগণ যে সকল চিঠি পত্র পান তাহাদের কার্য শেষ হইলে সেই সকল চিঠি পত্র কিছু কিছু মুখ্য দিয়া ক্রয় করিয়া নাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এক্ষেপে অনেকে নাম সংগ্রহ করিয়াও থাকেন। ইহা নূতন কথা নহে।

অন্য একটি উপায়, একখানি নাম সংগ্রহের পকেট বুক সর্বদা কাছে রাখা। মফঃস্বলের বহুলোক কলিকাতায় থাকেন আমাদের সহিত অহরহই লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের গ্রামের এবং নিকটবর্তী গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণের নাম ঠিকানা জানিয়া পকেট বুকে সংগ্রহ করিলে অচিরে বহু জীবিত ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যাইতে পারে। আধুনিক অনেক Directory বাহির হয় বটে কিন্তু তাহাতে গ্রাম্য ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যায় না যাহা পাওয়া যায় তাহাদের অনেকেই মৃত বা স্থানান্তরিত। কিন্তু রাজা জমীদার গ্রাম্য ভদ্রলোক বাহাদের গ্রামেই বাড়ীদর আছে এমন লোকদের নামের তালিকার সহসা পরিবর্তন হয় না কার্যব্যাপদেশে আমরাও তাহা দেখিতেছি।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এই সকল কার্যের তালিকা দ্বারা ব্যবসায়ী-বহু উপকৃত হইবেন। তাহাদের জিনিসের তালিকা-পাঠাইলে সকলের ক্রেতা পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তখন সকলের মাল পাঠাইয়া দৈনন্দিন লাভ এবং কাজ শেষ হইবে। অনর্থক পথিকের মুখের দিকে তাকাইয়া আশা এবং হতাশার সহিত যুক্তিতে হইবে না।

কিন্তু সেলাইয়ের, মসলার, খাতজবোর পুতকের কোন দোকানদার যদি দোকানে হাত ওটাইয়া দিন না কাটাইয়া কতকগুলি লোক রাখিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী জব্য পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হতাশ হইতে হয় না।

আর একটা উপায় আছে, তাহাও বলিতেছি। আমরা দেখিয়া লিখিতেছি যে ফেরিওয়ালারা দোকানদারগণ অপেক্ষা অধিক মাল কাটাইয়া থাকে। কারণ এদেশের দোকানদারগণের নৈতিক ব্যবহারের অভাবে লোকে ঘরে জিনিস পাইলে দোকানে বা বাজারে বাইতে চাহেনা। বিশেষতঃ প্রত্যেক দোকানদারের অতি অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল দেশেই স্ত্রীলোকই উৎকৃষ্ট ক্রেতা, এদেশের মহিলাগণ বাজারে বাইতে চাহেন না, বাইতেও পারেন না। কারণ ইচ্ছত সন্ধান বাইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমরা জানি, পার্কস্ট্রীট অঞ্চলের মিসেস উড্ নামক কোন ইংরাজ মহিলা বিলাতি আমদানি নানাপ্রকার ছেলেদের এবং মেয়েদের পোষাক প্রতিদিনই তিনি প্রায় শতাধিক হিন্দুস্থানী ভেরিওয়ালার দ্বারা ইংরাজ এবং বাঙ্গালী মহলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার জিনিস আমরা অনেকবারই ক্রয় করিয়াছি। কাটছাঁট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিলে ক্রয় না করিয়া অনেকেই থাকিতে পারেন না। তিনি প্রত্যেক জিনিসেই এক একটা দামের টিকিট

কাটিয়া ঐসকল ফেরিওয়ালাকে সমস্ত কলিকাতা সহরে প্রত্যহই ছাড়িয়া দেন। কোন ভুললোক আর দর করে না। ঐ ফেরিওয়ালাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, তাহারা বেতনও পায় এবং বিক্রিত জব্বোর টাকার কিঞ্চিৎ কমিশনও পাইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যেকে বিশেষ চেষ্টার সহিত বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক ফেরিওয়ালার সহিত কুমাল, ছেলেদের পেনিকোট, মেয়েদের সেমিজ সেফ্টা পিন, ড্রয়, বোতাম চিরলী সাবান, ফিতা, এসেল কোমর বন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকারের অতি সুন্দর সুন্দর জব্য থাকে, বড় বড় টিনের বাক্সে সেইগুলি স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেওয়া থাকে। বাক্সের উপরে বড় বড় সাদা অক্ষরে মেম সাহেবের নাম লেখা থাকে, সে সকল বাক্স ওয়ালা কলিকাতার সাহেব, মেম, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্র লোকের ঘরে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী পরম্পরের দেখা দেখি অনেক সেলাই ও কাটা কাপড়ের দোকান করিয়াছে বটে, কিন্তু কখনও এরূপ উপায় অবলম্বন করে নাই।

অনেক মুসলমান ফেরিওয়ালারা ১০টার পর হইতে এই রূপে পাড়ায় পাড়ায় ফেরী করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু প্রত্যাহনা করা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। উদ্দেশ্য খারাপ বলিয়া ইহারা বাবুরা আফিসে না বাহির হইলে কদাচ পাড়ায় ঘোরেনা। তাহারপর প্রত্যেক বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক দিগকে চারিগুণ দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়, পুরুষকে ইহারা কদাচ বিক্রয় করিতে চায় না, করেও না।

আমি তাহাদের নিকটও শুনিয়াছি যে, বাঙ্গালী দোকানদারগণের নিকট এরূপ ভাবে তাহারা কাজ করিতেছে না, তাহার কারণ, তাহারা বলে যে দোকানদারগণ

ফেরিওয়ালাদের টাকা বাড়িয়া দিয়া পালাইয়া যায় এবং নাম ভাড়াইয়া অল্পকালে দোকান করিয়া বসিয়া থাকে। এইজন্য এই প্রকৃত কাজের লোক হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালারা বাঙ্গালী দোকানদারগণকে আদৌ বিশ্বাস করিয়া টাকা ডিপোজিট রাখিয়া কাজ করিতে চায় না। এইজন্য বাঙ্গালী দোকানদার গণের মাল কাটাইয়া দিবার জন্য Consumers জোটেনা। সেইজন্যই পিপাসী চাতকের ভায় সমস্ত দিন দাঁত খিচাইয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে দেউলিয়া হইতে হয়। পুরাণ বটী চোরের স্বভাব বতদিন না ঘুটিবে, বতদিন প্রকৃত নীতি জ্ঞানের প্রভাব বাঙ্গালীর মধ্যে বিস্তার না হইবে, ততদিন ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর হৃদশা ঘুটিবে না। কিশোর অভাব আমাদের? ধর্ম এবং নীতিজ্ঞানের। নেতাই হইতে সামান্য ফেরিওয়ালার পর্য্যন্ত যখন আমরা পরস্পর বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত, তখন এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া আদৌ সম্ভব নহে। এদেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নাই, প্রত্যাহনা করাই উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বুদ্ধি মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। স্থায়ী কাজ এদেশের ব্যবসায়ী চায় না। চোরের রাজি বাসই লাভের মধ্যে গণ্ড করিয়া লওয়াই এদেশের লোকের উৎকৃষ্ট নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য অধিকাংশ ব্যবসায়ীর হৃদশা। যাহারা সং, তাঁহারা প্রকৃতই স্থায়ী ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এখন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এই নীতির অভাবেই এদেশের বহু ব্যবসায়ের পসার প্রতিপত্তি হইতে পায় না। একেবারে প্রত্যাহনা প্রত্যাহনায় দেশটার এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এখন সাধুরও পদক্ষেপের স্থান নাই। এই কারণেই দেশের শিক্ষিত ব্যবসায়ী ধ্বংসগুণে অগ্রসর।

শিক্ষিত দোকানদারগণ প্রকৃত মূল্য ঠিক সাহেবদের মত পরিকার পরিচ্ছন্ন জব্য

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এরূপে একদলের টিকিট আটকা ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান কার্য চালাইতে পারেন। প্রত্যেক ফেরিওয়ালাকে যে পরিমাণ টাকার জিনিস দেওয়া হইবে, সেই পরিমাণ টাকা ডিপোজিট রাখিয়া অনায়াসেই মাল ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। মিসেস উদ্ভও তাহাই করেন এবং বিক্রয় না হইলে জিনিস ফেরৎ লইয়া ফেরিওয়ালার টাকা উৎসর্গ করে দিয়া থাকেন। কেবল তাঁহার সততার গুণেই তুমিয়াছি, ফেরিওয়ালারা উৎসাহের সহিত কার্য করিয়া থাকে। ইহারও অনায়াসে বাজারে প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছে, কারণ তাহার বুদ্ধি আছে এদেশের ব্যবসায়ী দ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং মূল্য কমিলেও ইহার পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহেনা। যেখানে গৃহবিবাদ, সেইখানেই বাহিরের লোকের সুবিধা। কিন্তু এদেশের শিক্ষার বড়াইয়ের মুখে ছাই, ইহারাই এই সামান্য রহস্য বুঝিতে পারেনা অথচ ঘরের টাকা বাহির করিয়া বাবু সাজিয়া ব্যবসায় করিতে যায়।

অভিজ্ঞের উপদেশ।

আমিই সর্বস্ব লইব, আমিই স্বর্কস্ব খাইব, এই পিপাসা দ্বারা মানব শুদ্ধ যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ফেলিয়া ধ্বংস হয়, তাহাই নহে, এই কুৎসিৎ আচরণের বশবর্তী হইয়া সে সমাজের নিকট স্থগার পাত্র হইয়া, আত্মীয় স্বজনদের সহানুভূতি, সাহায্য, সম্মান, স্নেহ প্রভৃতি পার্শ্ব হইতেও বঞ্চিত হইয়া ইহ জীবনেই নারকীয় বিকট যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য লোভ সংবরণের আবশ্যকতা আছে। জ্ঞানের মর্যাদা রাখিতে শিখিও,

মহত্ব রক্ষা করিতে শিখিও, তবে তব বলিয়া পরিচিত হইবে এবং সুখী হইবে।

প্রতারক, ভণ্ড, বিভ্রাল তপস্বীতা অল্প দিনই অপ্রকাশ থাকে, আত্মপ্রসাদের মধুর আশ্বাদ যে কখনও আশ্বাদন করে নাই, সেই অপরের সর্বনাশ করিয়া ভণ্ডামির বাচালতার জনসমাজকে প্রভাবিত করিবার প্রয়াসী হয়। মাহুষের মহত্ব না থাকিলে ঐশ্বর্য এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও সে পণ্ড—এই পণ্ডতেই আজ সমাজ পরিপূর্ণ, সব মাসভূতো তারের দল! জ্ঞানের প্রত্যাশা আর চলে না। ও পণ্ডর ভাষা পণ্ডতেই বুঝে। দিক শিক্ষায়, দিক পাণ্ডিত্যে!

সম্মান লাভ জোরে হয় না, যোগ্য ব্যক্তির সম্মান নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু সেটা আদায় করিতে জানা চাই। ক্রোধাবতার, বোকা পাটার মত অহরহ যাহাকে তাহাকে ভঁতাইতে যাওয়াটা একটা বিষম মূর্খতার পরিচায়ক, বোকা পাটার সম্মান আমরা পল্লী গ্রামে দেখিয়াছি, যে সে পিছনে লাথি মারিয়া মজা দেখে, আর সে পা তুলিয়া বো, বো, করিয়া সকলের পিছনে ধাওয়া করিয়া যায়। এই শ্রেণীর সম্মানের কঁাল, ক্রোধাবতার, নীচ প্রকৃতির লোকে আজ সমাজ পরিপূর্ণ চহিতেছে। কিন্তু সকলেরই সীমা আছে—ইহাই রক্ষা। এ দেশের মান ধোপে টিকে না, এই ত হুঃখ।

কমাই মহত্ব—এই কমাত্তে তোমার হৃদয়ে অপার আনন্দ হইবে—জগত তোমার মহত্ব দেখিয়া চরণে লুপ্তিত হইবে। তখন যে সম্মান লাভ হইবে, কখনও তাহার নষ্ট হইবে না। কেন হিংসা, এবং প্রতিহিংসার বিবে জর্জরিত হও, নিজের ঘরে আগুণ

আলিয়া কেহ কি সুখী হইয়াছে কেবিরাহ? ক্রোধ সংবরণ কর, হৃদয়ে শান্তির লবিত্ত রাজ-সিংহাসন স্থাপন করিয়া, আত্মপদ ভেদাভেদ তুলিয়া পিঞ্চপ্রেমের উপাসনা কর—দেখিবে এই সংসারই তখন স্বর্গ, এ সুখ বুঝি কখন অমুভব কর নাই?

তোমার কোশা ঠা: ঠা:, টিকি নাড়িতে বত খানা না ধর্ম আছে—আত্মপ্রসাদে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী সুখ ও ধর্ম আছে। তুমি নিজেকেই ভাল বাসিতে জাননা, অপরকে ভালবাসিবে কেমন করিয়া? নিজের আত্মা তোমার ভূমিত আত্মভরিতায় কলঙ্কিত, হিংসা বিবে জর্জরিত, ক্রোধে কম্পাঙ্কিত। তোমার আত্মা যেন অহরহ উত্তপ্ত লৌহ শলাকায় পিঞ্জরে, ধড়কড় করিতেছে—রাজে হুশিতার তোমার নিজা নাই, তোমার স্বামী জী, অকুমাৰ শিশু তোমার বিভৎস চণ্ডাল মূর্তি দেখিয়া হাসিতেও লাহস করে না! হা! হা! ঈশ্বরের কি অলঙ্কিত কঠোর দণ্ড! জীবন্তে নরক যন্ত্রণা! অহরহ হুশিতক দংশন! অহরহ হুশিতার দাবানল! ষা: ! কি চমৎকার কর্তব্য! কিন্তু আশ্চর্য্য—অরকের কীট এই নরকেই সুখ অমুভব করে! সাধ করিয়া লোকে এই অগ্নিহার গলায় পরিয়া বুক ফুলাইয়া নিজের পণ্ডত্বের কৃতিত্ব দেখাইয়া বেড়ায়, এত বড় বেহায়া কোথাও দেখিয়াছ? দোহাই তোমার, একবার নির্জনে ভাবিয়া দেখ বাস্তবিক তুমি কি? সমাজ! গোটা কতক শেখা বুলি তুমিয়া পাণ্ডিত্যের বহর মাগিয়া মুগ্ধ হইও না, সয়তানেও অনেক মধুর ভাষা জানে—দেখ, শিক্ষার কতদূর, জ্ঞানেরও কতদূর মহত্বের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে। যদি তাহা তাহাতে না থাকে, তাহা হইলে ক্রুরের পূজা করিলেও তোমার পূণ্য আছে। এক মুষ্টি অরপালিত কুকুরের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

কৃতজ্ঞতা বহুগুণে প্রেত, তাহাও মহাবীর্যজনক
বাহা মহাবীর্য, তাহাই দেবতা।

শিকার মহাবীর্যের উৎকর্ষতা সাধিত
হইয়া থাকে। বাহার তেমন শিকার হয়
নাই, ভগ্নানি করিয়া জন্ম সমাজকে
প্রভাবিত করে, সেও কিও সম্মানের যোগ্য
শত্রু? দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, চৈতন্য
অবশ্যত্বাবী। পণ্ডিত কে? যে প্রকৃত
জ্ঞানী—যিনি লোভ, হিংসা, ঘেবাদি বর্জিত।
মূলো বাড়ান রোগ থাকিলে, বিড়াল তপস্বী
আর পণ্ডিত পার্থক্য কি? পণ্ডিতের
মূলো সংঘত হইলেই সে পণ্ডিত, তাহার
আর ভুলে নাই, কিন্তু ঐ রোগেই ত
ঘোড়া মরিয়াছে।

বিচিত্র সংবাদ।

—:—

এডিসন আমেরিকার এক অদ্ভুত সন্তান।
তিনি সম্প্রতি সবমেরিন পরিচালনের জন্য এক
যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের
সাহায্যে সবমেরিন ১০ দিন জলের তলে
ডুবিয়া থাকিতে পারিবে, অথচ কোন
নৌসৈন্য ক্রোরাইন দ্বারা বিধ্বস্ত হইবে না।

১৩ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের কোন প্রসিদ্ধ
মহাজনের পুত্র সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াইতে গিয়া
ছিলেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন, তথায়
১৮ বর্ষ বয়স্কা এক সুইস বালিকা কাপড়
ইত্তি করিত। রূপে গুণে তাহাকে অতুলনীয়
দেখিয়া মহাজন পুত্র তাহাকে বিবাহ করিতে
সক্ষম করেন। কিন্তু পিতা বাধা দেওয়াতে
স্বপুত্রের জায় পিতার আদেশ শিরোধার্য
করেন কিন্তু আর কাহারও পাণিগ্রহণ করা

ধর্মসঙ্গত কার্য নলিয়া মনে করেন নাই।
সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।
মৃত্যুকালে সুইস বালিকার অল্প ৬০ হাজার
টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কয়েকদিন
হটল, এই টাকা সেই রমণীর হস্তে অর্পণ
করা হইয়াছে। নিখার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত বটে।

(সংগ্রহ) কৃষি সংবাদ।

—o—

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ হাড়ের
গুঁড়া ক্ষেত্রে দিলে কিরূপ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে
একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা
তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।—

হাড়ের গুঁড়া একটি বিশেষ সার, ইহার
ব্যবহারে শস্যের ফল, ফুল, বীজ ও মূলের বৃদ্ধি
হয়, ফলমূলের মিষ্টতা বাড়ে এবং শস্য শীঘ্র
পাকে। ধান, গম, যব, আলু, ইক্ষু, মূলা,
শালগম, কপি ইত্যাদি শস্যের পক্ষে হাড়ের
গুঁড়া বিশেষ উপকারী। রোয়া ধানে ইহার
ফল অতি চমৎকার। যেখানে বিনা সারে
সাধারণতঃ ৬৭ মণ ফসল হয়, হাড়ের গুঁড়া
ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯১০ মণ ফসল
পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি ১/
একমণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার
দাম সাধারণতঃ ৩ তিন টাকা মণ। হাড়ের
গুঁড়ার গুণ জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত
থাকে। জমি প্রথম চাষিবার সময়, হাড়ের
গুঁড়া ভাল করিয়া জমির উপর ছিটাইয়া দিয়া
ক্রমে চাবের সঙ্গে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে
হয়। যত আগে হইতে গুঁড়া জমিতে দেওয়া
যায় ততই ভাল। কেন না হাড়ের গুঁড়া
মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া শস্যের ব্যব-
হারোপযোগী হইতে একটু সময় লয়। সকল

জমির পক্ষে হাড়ের গুঁড়া সমান উপকারী
নহে। বিয়ার জমি, লাগমাটা, ভিটা জমি
ইত্যাদিতে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। বেশী
পরিমাণ জমিতে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার
করিতে হইলে, পূর্বে একটু পরীক্ষা করিয়া
মান্যমানি একটি আইল তুলিয়া লইয়া, এক
ভাগে হাড়ের গুঁড়া দিয়া ও অপর ভাগে
বিনা সারে রাখিয়া, এক বৎসর ধান জন্মাই-
লেই ঐ জমিতে হাড়ের গুঁড়া কেমন কাজ
করিবে, বাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে।
হাড়ের গুঁড়া কলিকাতার কৃষিবিভাগের
ডিরেক্টর বাহাদুরকে লিখিলে তিনি যোগাড়
করিয়া দেন।

রোয়া ধানে সাররূপে হাড়ের গুঁড়ার
উপকারিতা দেখাইবার জন্য প্রথম বৎসর
প্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে কিছু হাড়ের গুঁড়া
রায়তদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল;
ইহার ফল এত সন্তোষজনক হইয় যে, পূর্ববঙ্গে
কোন কোন স্থানে জমিদারগণ, তাহাদিগের
রায়তদিগকে হাড়ের গুঁড়া সরবরাহ করিবার
জন্য অগ্রিম টাকাও দিয়াছেন। এই সার
ব্যবহার করিয়া, রায়তগণ প্রথম বৎসরেই
যে পরিমাণ ফসল পাইয়াছে, তাহাতে সারের
দান উঠিয়াও লাভ রহিয়াছে।

টাকা, রাজসাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগে
হাড়ের গুঁড়া সম্বন্ধে প্রদর্শন কার্য, খুব বিস্তৃত-
ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। হাড়ের গুঁড়া
ব্যবহার করিয়া নানা স্থানে ভাল ফল পাওয়া
গিয়াছে।

বহু আপদ বিপদে কাগজ বাহির হইতে
বিলম্ব হইয়াছে প্রস্তুত কাগজও পাঠাইতে
পারি নাই। ক্রটি মার্জনা করিবেন।

কাঃ সঃ

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

HOME INDUSTRIES.**গাইস্‌ম্য শিপ্প।**

(SOMETHING NEW.)

কয়েকটি অভিনব দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

কৃত্রিম ব্রুটার

—:—

জিপ্সম (gypsom) ওজনে ১৪ভাগ
আগুন গুড়া— ... ২ভাগ
একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন প্রকার ছাচে
ঢালিয়া জমাইয়া লইতে হইবে। অবশ্য
ভাল দিয়া মিশ্রিত করিয়া আটাল কর্দমবৎ
করিয়া তাহার পর ছাচে যেমন আকৃতির
ইচ্ছা করিয়া বড় বরফীর মত করিয়া লইতে
হইবে। যখন শুক হইয়া কঠিন হইবে, তখন
ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। ইহার
পড়তা দেখিয়া দাম নির্দেশ করিয়া বিক্রয়োপ-
যোগী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার অজ্ঞ
দেওয়া যাইতে পারে। ইহা লেখার উপর দিলে
ব্রুটিংএর কাজ ও কাগজ চাপারও কাজ
হইবে।

**VACELINE COLD
CREAM.****ভেসিলাইন কোল্ড ক্রিম।**

সাদা মোম (সৌ মোম)	...	১০ আ:
স্পারমা সেটা	...	২১ আ:
অয়েল আলুমড	...	১৪ আ:
সাদা ভেসিলীণ	...	৬ আ:
ভিস্‌টিল্ড ওয়াটার	...	৬ আ:
বোয়াল	...	১৫০ গ্রাণ
কমারিণ	...	৫ গ্রাণ
অয়েল অফ্রোজ	...	১৬ ফোঁটা
অয়েল বারগামট	...	১৬ ফোঁটা
ফ্রোফ্রোজেরিনিয়াম	...	৫ ফোঁটা
অয়েল ডোডিরম্	...	২ ফোঁটা
অয়েল ওরিস	...	১ ফোঁটা
এসেন্স অফ সিডেট (১.১০)	...	৫ ফোঁটা

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমে মোম, স্পারমামেটা ভেসিলিন
আলুমড অয়েল এই সমস্ত গুলিকে উত্তমরূপে
এনামেল পাত্রে গলাইয়া স্থির ভাবে এক স্থানে
রাখিয়া দাও, যেন একেবারে জমিয়া না যায়,
এমন অবস্থায় খুব নাড়িতে থাক, এখন
মাখমের মত অবস্থায় দাড়াইবে। খুব
তরলও নহে, খুব জমাটও নহে এইরূপ
অবস্থা। তাহার পর ইহাতে ডিস্টিল্ড
ওয়াটার দিয়া পুনরায় নাড়িতে হইবে
কিন্তু তৎপূর্বে এই জলে বোরাক্সটাকে
গলাইয়া রাখিবে। তাহার পর বাকী যুগন্ধ
দ্রব্য গুলি দিয়া অনেকরূপ ঘন ঘন নাড়িয়া
মিশাইতে হইবে, যেন দধির মত হইয়া যায়।
এখন ইহা প্রস্তুত হইল। ইহা অজ্ঞাত কোল্ড
ক্রিমের মত মুখে গওদেশে ব্যবহার
করিতে পারেন। ইহাতে চর্মে লোলতা, মুখের
ভাঁজ ঠোঁট মুখ ফাটা নিবারিত হইয়া
মুখশ্রী অক্ষুন্ন থাকিবে। ইহা মূল্যবান
প্রস্তুত প্রণালী।

lease Note.

For anything from Calcutta, ask
THE ECONOMIC CALCUTTA
SHOPPING MODEL AGENCY
COMPANY,

71, South Road Entally, Calcutta.
Special Features, No Commission
charged to customers, First rate
efficiency, thorough reliability.

অবসর সময়ের কাৰ্য্য দ্বারা মাসিক ১০০
টাকা উপার্জন করিতে হইলে ১০ অর্ধ
আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র
লিখুন:—

এম, বিখাস পিপল্‌স এড্‌ভাইসরি এসোসিয়েশন
৭১ নং সাউথ রোড, ইটালি, কলিকাতা।

মেডিকেল পণ্ডিত শ্রী ব্রজেনচন্দ্র বসু সেন

কাব্যার্থ—বাচস্পতি-সম্পাদিত।

“প্রাণো বা অন্ততম”

আয়ুর্বেদ-বিকাশ।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, চিকিৎসা ও নীতিবিষয়ক
বঙ্গভাষায় একমাত্র উচ্চশ্রেণীর অত্যাশ্চর্য
সচিত্র মাসিক পত্র। বহুসংবাদ পত্রে ও
জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।
প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবোধ ও চিকিৎসা-
ব্যবসায়ীর একান্ত পাঠ্য। অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য ২, কার্য্যাধ্যক্ষ-আয়ুর্বেদ বিকাশ, ঢাকা।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

বিবিধ প্রকারের আধুনিক উৎকৃষ্ট
কামেরা, প্রেট, মাল মসলা, প্রচুর এবং টাটকা
আমদানী হইয়াছে। এখানে ফটোগ্রাফ
হইতে উৎকৃষ্ট ব্রোমাইড্‌ এনলার্জমেন্ট করা হয়
দর সুলভ—এবং জিনিস সমস্তই ভাল।
একবার পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিবেন।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

৮/২ হস্পিটাল ষ্ট্রিট, হার্ট ব্রাদার্সের পশ্চিম
ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

২০০ শত মাত্র।

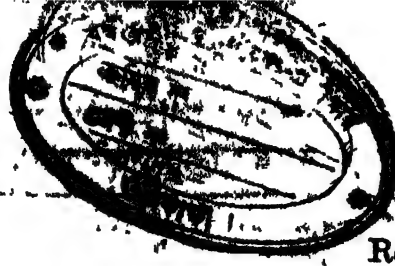
হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের
টাইফয়েড্‌ চিকিৎসা ১ টাকা স্থলে ১০ আনার
দেওয়া যাইবে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক বা
স্কুলের বিল দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে
মূল্য ১ টাকা। সমস্ত ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া
ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত
রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড দরবার লেন (ওয়েলিংটন
ষ্ট্রিট) বহুবাজার।

২৫১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা,
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭নং অক্সফোর্ড
দরবার লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।



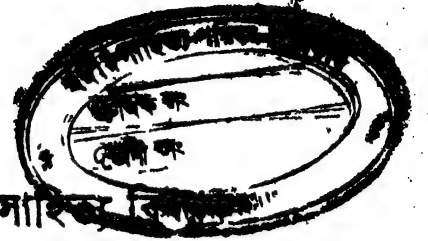
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫ টাকা।

Registered No. C. 124.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।



কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক।

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।

New Series.

নূতন সংস্করণ।

Vol. V.

৫ম সংখ্যা।

MAY 1915.

মে, ১৯১৫।

No. 5.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

—

বহুমূল্য লেখনী।

যুদ্ধের পর সংগ্রামোত্তর রাজাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সুবন্দোবস্তের জন্য যে লেখনী দ্বারা শান্তি পত্র লিখিত হইবে, সেই লেখনী বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে তাহার দাম যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহা নিশ্চয়।

কবিরা ও জাপানের মধ্যে যখন শান্তি স্থাপনবার্তা সর্বসাধারণকে জ্ঞাপিত করা হইল, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে লেখনী নিৰ্ম্মানকারকগণ কবিরা ও জাপানের নিকট কলমের নমুনা পাঠাইয়াছিলেন।

উৎসাহা অংশা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের লেখনী দ্বারা শান্তি পত্র লিখিত হইবে। কলম প্রস্তুতকারকদিগের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ দেখাটবার জন্য এই শান্তি পত্র হাঁসের কলম দ্বারা লিখিত হইয়াছিল।

আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধের পূর্ব যখন স্পেনের কমিশনারগণ যে শান্তিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে হাঁসের পেন ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এট কলমটি ৪০০ চাবি পত টাকার বিক্রয় হইয়াছিল।

প্যারিসটি টী দস্তখত কবিবার জন্য যে কলম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা তৃত পূর্ব রাজী ইউজেনিয়ার হস্তে পতিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ইহা ব মূল্য অধিক হইলেও কলমটির আরও বেশী দাম ছিল।

কাবণ ইহা অর্পে নির্মিত ও হীরক খচিত ছিল।

মহাবাহী ভিক্টোরিয়া যে সকল কলম দ্বারা মৃত্যু দণ্ডদেশ নামক্য করিতেন, সেইরূপ কলম তাহার অনেকগুলি ছিল। প্রসিদ্ধ বংশীবাদিকা ম্যাডেম স্যালবাণী মহারাজী ভিক্টোরিয়াকে এইরূপ একটি কলম উপহার দিয়াছিলেন, এই কলমটি মণি দ্বারা খচিত ও ইহাও দাম অনেক ছিল।

বহুমূল্য মুদ্রা—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতে সম্প্রতি একটি বৃহৎ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মন্ত্র বিভাগের সেক্রেটারী প্রকাশ করিয়াছেন, যে আড়াই সের ভারি একটি কিলোর মধ্যে এই মুদ্রাটি পাওয়া যায়। আধারটি ১।০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১ ইঞ্চি প্রস্থ এবং আর এক ইঞ্চি

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

পড়ার ছিল। এই অধ্যয়ন, দ্বিধা করিলে দেখা গেল যে, ইহার ভিতরে ১০০ একশত প্রায় একটি সম্পূর্ণ গোল বৃত্ত প্রদর্শিত। পরিকার করিয়া দেখা গেল, ইহার ওজন ১৬ গ্রাম। এই বৃত্তটির দান অত্যন্ত অধিক এবং যদি বেশ করিয়া পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইতে অত্যন্ত প্রভা বিকীর্ণ হইবে এবং ইহার দান ১২০০০০ একশত কুড়ি হাজার টাকা হইবে।

সবাবের পাত্র।—রজারের সমস্তের অস্ত্র যে সকল কাঠ ও কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিবর্তে সবার ব্যবহারের অস্ত্র চোটা হইতেছে। সবাবের দ্বারা রজারের সমস্ত প্রস্তুত হইলে অপেক্ষাকৃত প্রকৃত বস্তুর দ্বারা দেখাইবে এবং স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইবে। এই সকল সবাবের সবার নির্মিত কাপড়ে প্রস্তুত হইবে এবং প্রয়োজন মত বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। ইহা অত্যন্ত সহজে নড়াচড়ে চড়াইতে পারা যাইবে। সম্ভ্রান্তি একটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একটি সবাবের বৃত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং অতি নিকট হইতেও ঠিক প্রকৃত বৃত্তের দ্বারা বোধ হইয়াছিল। এই রূপ সবাবের প্রস্তুত অতি প্রকৃত ও বৃত্ত কৃত্ত আধারে অনায়াসে মোড়াই করা যাইতে পারে।

অস্ত্র কটি প্রস্তুত।—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেরিলি বোনে যে অস্ত্র কটি তৈয়ারের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। দুইজন ক্রেতাদান বলিয়াছিলেন যে, তাহার, এক খণ্ডে মরদা হইতে ২ সের ওজনের ১৫০ একশত পঞ্চাশ খানি কটি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ এক খণ্ডে মরদা হইতে এইরূপ

২০ হইতে ১০০ খানি পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেরিলি বোনের কর্তৃপক্ষগণ পরীক্ষা করিবার পক্ষে তাহারের কটি তৈয়ার করিবার জিম্বা পত্র দিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই কটি তৈয়ার করিলে বেরূপ আদ হইয়া থাকে এই কটির সেইরূপ আদ হইয়াছিল এবং কটিতে বাহ্যের কঠিকর কোন জিনিস ও ছিল না। কিন্তু এইরূপ কটি নির্মাণ কোমল উক্ত দুইজন কর্মসী প্রকাশ করেন নাই। এই পরীক্ষা শেষে সকল হইয়াছিল। দুই খনিয়া মরদা শিলবোহর করিয়া কর্তৃপক্ষগণ এক খনিয়া একজন ইংরাজ কটি ওয়ালাকে ও অস্ত্র খনিয়া একজন কর্মসী কটি ওয়ালাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইংরাজ কটি ওয়াল ২০ খানি কটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ইহার ওজন প্রায় ৪০ সাড়ে চারি মণ হইয়াছিল। কর্মসী কটিওয়াল ১৩৫ খানি কটি তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ইহার ওজন প্রায় ৩০ সাড়ে চার মণ হইয়াছিল। মরদা কিন্তু ঠিক সমান ছিল। অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত এই পরীক্ষার উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাহাবাও কর্মসী কটিওয়ালার রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

এই বৃত্তে ভারতবর্ষ কি করিয়াছে—তাব-
তের রাজস্বমন্ত্রী সাব উলিয়ারাম দ্বারা বলিয়া-
ছেন, ভারতবর্ষ ২ লক্ষ সৈন্ত ও বহু গোলা-
গুলি পাঠাইয়াছেন। যদি এই সৈন্ত ও
গোলাগুলি না পাঠাইতেন, তবে বৃত্তের ফল
যাহা হইয়াছে, তাহা কখনও হইতে
পারিত না।

গোথলের “অমিতব্যয়”।—একদা কোন
একটি মহিলা গোপালককে বলিয়াছিলেন,
“আপনার মত শুধী লোক দাসিক ৭০
টাকাতে সস্তাই থাকেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত

বিস্ময়বিত্ত আছি।” গোথলে উত্তরে বলিয়া-
ছিলেন, “আপনার মত একজন পুরুষের
কিন্তু এই কথা উচ্চারণ করিলেন, ইহাতে
আপনার আরো বিষয় হইতেছে। প্রত্যেক
ভারতবাসীর দাসিক আর পক্ষে মত পড়ে,
আপনার কথা বিবেচনা করিলে মনে পড়ে, টাকা
ব্যয় করা-ত বোরডার অমিত ব্যয়।”

—০—

কলিকাতার খাদ্য অব্যয় মূল্যবৃদ্ধি।—
খাদ্যবস্তুর পূর্বে প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তু-
গুলির বে মর ছিল, তাহার মধ্যে ১৮ মার্চের
মরের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চাউলের
মূল্য ৫, মরের ২৫, বরের ২২, ডুটো ৮,
জি ১৫, চিনি ৫৫, বিদেশী লবণ ৪২ ও দেশী
লবণ ১৬ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

—০—

গমের রপ্তানি।—১লা এপ্রিল হইতে
১৯১৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন বণিক
জীবনবর্ষ হইতে গম রপ্তানি করিতে পারিবে
না। কেবল গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে রপ্তানি
করিতে পারিবেন। গবর্ণমেন্ট গম ক্রয় কবি-
বেন, মূল্যাদি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

—০—

নাথান মেয়র রথচাইল্ড।

ধনকুবের পরলোকে।—গত ৩১শে মার্চ
লংবাদ আনিয়াছে, ইংলণ্ডের অধিষ্ঠার ধন-
কুবের লক্ষ্মীর বসপুত্র লর্ড রথচাইল্ড আর
ইহ জগতে নাই। তাহার পুরা নাম ছিল
নাথান মেয়র রথ চাইল্ড। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে
লণ্ডন সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেম-
ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে আলফ রথচাইল্ড
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে
ফ্রাঙ্কফোর্টের কার্লস চার্লস ডি রথ চাইল্ডের
কন্যা একদা সুইসার সহিত তাহার পরিণয়
হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি দিল

হাটের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বৎসরকাল তিনি কলকাতা সত্ৰের আলোচনার
একেশের উদ্যোগ নৈতিক সত্ৰাঙ্গের বিরাজ
করিয়াছিলেন। পরলোকগত সত্ৰাট সত্ত্ব
এভোয়ার্ডের সহিত লর্ড রথ চাইল্ডের বিশেষ
বন্ধু ছিল। জীবিতকালে আলোচনার ও বোকা-
দোকে তাঁহার বিশেষ অঙ্গুরাগ দেখা বাইত।
তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই
বংশে পূর্বে এনয়েন মোজেন বরার নামে
অনেক ইহুদি, জর্জের 'য়েন' মল্লী উপকূল-
বর্তী ফ্রান্সিস্ট্রাফ্ট সহরে কারবার করিতেন।
তিনি পুত্র 'মার্সার এনয়েন'কে ধর্ম্মশিক্ষার
নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু
পুত্রের অসুস্থতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে
পরিচালিত করিল। মার্সার এনয়েন বাই-
বেলের পরিবর্তে লেনদেনের খাতার মন
দিলেন। এই মার্সার এনয়েনই রথ চাইল্ড
বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেসি ক্যাসেলের জন্ম-
দার উইলিয়মের সহিত তাঁহার সৌহার্দ
জন্মিয়াছিল। ঘটনাচক্রে উইলিয়মের অনেক
ধনরত্ন মার্সার এনয়েনের হস্তগত হইয়া ছিল।
তিনি ওলন্দাজ গবরনেন্টকে প্রায় তেইশ লক্ষ
টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। ইহারই এক পুত্র
নাথান মেরর লণ্ডনে পিতার কারবারের
তত্ত্বাবধান করিতেন। নেপোলিয়ানের সহিত
যুদ্ধে করাসীর বিপক্ষীয় গবরনেন্টসমূহ ইহা-
দের মারকতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া-
ছিলেন। তদবধি বিলাতে তথা সারা ইউ-
রোপে রথচাইল্ড বংশ বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ বলিয়া
পরিচিত হন। অধুনা লোকান্তরিত নাথান
মেরর রথচাইল্ড উল্লিখিত নাথান মেররের
পৌত্র। বৃত্তাকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল
পঁচাত্তর বৎসর।

—•—

সত্ৰাটের স্ত্রী বর্জন।—সত্ৰাট পঞ্চম জর্জ
মিঃ লয়েড জর্জকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, হার

মারকতারি জর্জই বৃহৎক্ষেত্রে সৈন্য সৈন্যে ও
কারখানা হইতে অত্র শত্ৰাসি পরবর্তীকালে
বিলম্ব ঘটতেছে, অতএব তিনি বৃদ্ধিসম্পন্ন
বিবেচিত হইলে অত্র স্ত্রী বর্জন করিতে
প্রস্তুত আছেন এবং রাজপরিবারকৃত সকলেই
বাহাতে তাঁহার আদর্শে স্বীকৃতি প্রাপ্ত করে,
তদনুসারে আজ প্রচার করিতেও তিনি
প্রস্তুত। সত্ৰাটের সংসাহস দেখিয়া আল
কিচেনার, ক্যান্টারবেরির আর্ক, বিশপ, লর্ড
ব্রাসি, লর্ড কাউন্সেল প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ
যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী বর্জন করিতে
স্থির-সকল হইয়াছেন। তার চার্লস ম্যাকারা
বলিয়াছেন, মদের পিপাসামূহের সুখ বন্ধ করা
হউক। কানাডা রাজ্যেও স্ত্রী ত্যাগের সঙ্কল্প
প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছে। নিউ ব্রান্সউইক
ও নব স্কোশিয়া গবরনেন্ট তত্ত্ব প্রদেশে স্ত্রী
নিবারণের জরুরী করিতেছেন। পরবর্তী
সংবাদে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল হইতে
সত্ৰাট জর্জের আদেশে বিলাতে রাজপ্রাসাদের
ত্রিভুজের মধ্যে কোন প্রকার ওয়াইন,
স্পিরিট, ব্রিয়ার প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রবেশ
নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ
সত্ৰাটের সংসাহস দেখিয়া তাঁহার প্রশংসিত
পথাবলম্বী হইতেছেন। মাদ্রাজ টাইমস
বলিতেছেন, ভারতের অনেক গণ্য-মান্য পদস্থ
ব্যক্তি সত্ৰাটের আদেশে কিছুদিন স্ত্রী বর্জন
করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন। আশা করি,
এই সুযোগে ভারতে স্ত্রীত্যাগে কতকটা
মনীভূত হইবে। সমুদ্র মহানে অমৃত উঠিয়া-
ছিল, এবার ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য
রাজ্যসমূহে যদি মদের আধিপত্য কিছু কমে
তবে বলিতে হইবে—অন্ততঃ স্ত্রীত্যাগ উৎ-
পাদক।

—•—

পুত্রীতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

(Special for Businessmen)

লৌহ ও ইস্পাতের উপর তাত্র গিল্টি।

১৯১৩সনে "কাজের লোক" বৈঠকের
সাহায্যে গিল্টি করিবার কৌশল শীর্ষক একটি
স্বীর্ষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই
প্রবন্ধে গিল্টি করিবার যে সকল ভিন্ন ভিন্ন
উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা লৌহ ও ইস্পা-
তের উপর কার্যকরী হইবে না। তাহাদের
উপর গিল্টি করিতে হইলে পৃথক সলিউশন
আবশ্যক হইবে। আমি "কাজের লোকের"
পাঠকগণকে আজ সেই কৌশলটি শিক্ষা দিব।
তাত্ত্বিক উপর স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি যে কোন
ধাতুরই গিল্টি বসে, কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের
উপর সেরূপ বসে না। ইহাদের উপর প্রথ-
মতঃ তাত্ত্বিক পদ আঘাত বসাইতে হয় এবং
তৎপরে সেই তাত্র আঘাতের উপর যে কোন
ধাতুর গিল্টি করিতে হয়।

বৈঠকের সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাতের
উপর তাত্র গিল্টি করা যায়। এই কার্যের
জন্ত তিনটি (অন্ততঃ দুইটি) বুনসেন বৈঠকী
আবশ্যক। বুনসেন বৈঠকীর সচিহ্ন বর্ণনা
"কাজের লোক" পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে,
সুতরাং ইহার সুবিধিত বর্ণনা এখানে অনাব-
শ্যক। তবে আমি নূতন গ্রাহকগণের জন্য
সংক্ষেপে নিম্নে ইহার বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে
দিতেছি। বাহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক,
তাঁহারা যেন পুরাতন "কাজের লোক"
দেখিয়া লন।

বুনসেন বৈঠকী—

একটি মাটির আয়ের ভিতরে (ইটাক
Stone ware Jar বলে) এক খণ্ড দস্তার
পাত চূড়ির আকারে বন্ধ করিয়া রাখা হই-
য়াছে। এই চূড়ির ভিতর পোরাস পট

(Porous Pot) নামক একটি পাত্র আছে। এই পাত্রটির ভিতর একটি কঠিন পাত্রের মতো বস্তু রাখা হয়। কার্বন রক্ত হইতে একখণ্ড তার এবং পাত্রের পাশে হইতে একখণ্ড তার বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই তার বকু সংলগ্ন হইলেই ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয়। বাহিরের পাশে ডাইকিউট সালফিউরিক এসিড এবং পোশাক পট্টে ট্রাইনাইট্রিক এসিড থাকে।

সলিউশন—

নিম্নোক্ত সলিউশনের তালিকা দেওয়া গেল। ১নং সলিউশন ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু ২নং সলিউশন গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

১নং সলিউশন—

সোডা বাই সালফাইট—	১৮ আউন্স
পোটাসিয়াম সাইরেনাইড—	১৮ ”
সোডা কার্বনেট—	৩৬ ”
কপার এসিটেট—	১৭ ”
লিকুইড এমোনিয়া—	১২ ”
জল—	৫১ ”

২নং সলিউশন—

সোডা বাই সালফাইট—	৭ আউন্স
পোটাসিয়াম সাইরেনাইড—	২৫ ”
সোডা কার্বনেট—	১৮ ”
কপার এসিটেট—	১৮ ”
লিকুইড এমোনিয়া—	১০ ”
জল—	৫১ গ্যালন

মিশ্রিত করিবার সময় এমোনিয়া ও কপার এসিটেট ব্যতীত সমস্ত ঔষধই ৫ গ্যালন জলে দ্রব কর এবং উক্ত ঔষধ ১১ গ্যালন জলে দ্রব করিয়া উহার জল একত্র মিশ্রিত কর।

উক্ত প্রণালীতে গিণ্টি করিবার প্রক্রিয়া স্বর্ণ যন্ত্রে গিণ্টিব মত। বৈদ্যের দত্তা সংস্কৃত ভাষায় অগ্রভাগে গিণ্টির জিনিস এবং কার্বন সংলগ্ন ভাবে অগ্রভাগে একখণ্ড তার

পাশে (যদি কোনো পাত্রের সহিত) রাখা হয়। সলিউশন মধ্যে রাখিতে হয়। গিণ্টির পূর্বে জিনিসটি ভাল রকম পরিষ্কার করা আবশ্যিক, নতুবা উহাতে গিণ্টি বসিবে না। ১নং সলিউশনে অর্ধ ঘণ্টার এবং ২নং সলিউশনে ৪।৫ মিনিটে গিণ্টি শেষ হইবে। গিণ্টি শেষ হইলে জিনিসটি সলিউশন হইতে তুলিয়া গরম জলে ধুইয়া শুক হইবার জন্য উক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে।

এই গিণ্টি করিবার প্রক্রিয়া স্বর্ণ গিণ্টির মত বলিয়া এবং পূর্বেই “কাজের লোকে” স্বর্ণ গিণ্টির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি অতি সংক্ষেপেই ইহার ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করিলাম। এই সম্বন্ধে তাহারও কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে সাদরে উত্তর দেওয়া যাইবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস।

বিন্নানিবাআর (সিলেট)।

বজ্রের প্রমজাত শিল্পের অবস্থা।

—:—

বজ্রের প্রমজাত শিল্পের অবস্থা পবিতর্কন ও তাহার উন্নতির উপায় নির্ধারণার্থ ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট মিঃ সোরান বাবলা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম নিয়ে প্রকাশিত হইল।

১৮৮৯ সালে মিঃ কলিক বজ্রের প্রমজাত শিল্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন দশজনকে অর্থ পরিচালিত কোন শিল্প কারখানা ছিল না।

১৯০৭—০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থে ও বাণিজ্যীর তত্ত্বা-

বর্তন অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নানা কারণে তাহার মধ্যে এই কারখানাগুলিই উল্লেখ্য। গিলাজ, দুই একটা কোল ভাঙার মতি কটে বাঢ়িয়া আছে। শিল্পের উৎকর্ষ জন্ম, হুনিপুণ কারিকর ও ব্যাংকিং, বণিক্যের অভাবে অনেক কারখানা-উদ্যোগ, গিলাজ, কিন্তু প্রধানতঃ যে দুই কারণে সমস্ত ক্ষেত্র ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এই :—

১। কম মূলধন

২। অযোগ্য লোকের তত্ত্বাবধান

কোন কোম্পানীর মূলধন ছিল ৪ লক্ষ। তন্মধ্যে ৮৫ হাজার টাকার অংশ গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু অংশীদারগণ কেবলমাত্র ৬৫ হাজার টাকা দিয়াছিল। তবু কল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, ইহার অব্যবহিত পরেই বেশী মূল্যে টাকা খার করিয়া কারখানা চালাইতে হইয়াছিল। এমনভাবেই কোম্পানীর কোন লাভ না হওয়াতে অবশিষ্ট অংশ আর বিক্রয় হইল না, সুতরাং ঐ খণ্ড তার হইতে আর মুক্ত হইতে পারিল না। আর এক কোম্পানীর মূলধন ছিল ২ লক্ষ, তন্মধ্যে ৯০০০ টাকা অংশ বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। ঐ টাকার ব্যয়াদি ক্রয় করিয়া কার্য আরম্ভ করা হইল, কিন্তু কর্তৃ চালাইবার টাকা হাতে না থাকিতে কাঁচ মাল ক্রয় করা গেল না—কারখানা বন্ধ হইল।

ভারতবাসীদের অর্থে ও তত্ত্বাবধানে যে সকল কারখানা পরিচালিত হয়, যথেষ্ট টাকা না থাকিলে তাহাদের কার্য চলিতে পারে না। কারণ ব্যর্থ হইতে তাহারা টাকা পাইবার আশা করিতে পারে না, যে সকল কোম্পানী বস্ত্র ও কাঁচা মাল সরবরাহ করেন, তাহারা কোন জন্ম ধারে দেন না। সুতরাং হাতে যথেষ্ট টাকা না থাকিলে এই সকল কারখানা চলিতে পারে না।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে শ্রম শিল্পের জন্ত ভারতবাসী যে অর্থ নিয়োগ করিবে, এমন আশা করা যায় না। ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে অনেক টাকা আছে, এদেশে তেমন নাই। মাদোয়ারী ছাড়া কেবল জমিদার ও ব্যবসায়ী লোকের হাতেই টাকা আছে। তাহার জমিদারী ক্রয় করিতে বা লগ্নিকারবারে অর্থ নিয়োগ করাই ভাল মনে করেন। বন্ধক লইয়া ঋণ দান করিলে নিরাপদে শতকরা ৬ টাকা পাওয়া যায়। যদি লোকলানের ভয় না করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুদ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং লোকে শিল্প শ্রম নির্মাণের জন্ত অর্থ দিতে রাজি নয়। শিল্প কারখানা হইতে নিরাপদে অর্থলাভ করা যাইতে পারে, যদি কেহ ইহা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিতে পারে, তবে লোকে অর্থ দিতে পারে।

যে সকল স্বদেশী শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, উকীল ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার কবি রাজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ তাহার পরিচালক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবশায়ে, কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শিল্প শ্রম নির্মাণ ও কারখানা পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন কোম্পানী অনেক কল কিনিয়াছিলেন কিন্তু তদ্বারা কোন কার্য্য না হওয়াতে তাহা বর্জন করিতে হইয়াছিল।

কারখানার ম্যানেজারের কার্য্য করিতে পারেন, এমন লোকের অভাবও বেশ অনুভূত হইতেছে। বাহারা জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে শিল্প শ্রম নির্মাণ কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই সচরাচর ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা শ্রম নির্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা হিসাবপত্র রাখা ও শ্রমাদি ক্রয় বিক্রয় কার্য্য শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা ম্যানেজারের কার্য্য চলিতে পারে না।

দশ জনের অধিক কারখানা ভাল চলে নাই বটে, কিন্তু এক জনের বা অল্প লোকের অর্থে যে সকল কারখানা স্থাপিত, তাহার কার্য্য লাভজনক হইয়াছে। ইহার তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাসুসারে কর্ত্ত্ব করেন এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে কারখানা বড় করিয়া থাকেন। ১৮৯২ সালে অল্প কতিপয় লোক মিলিত হইয়া বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানী স্থাপন করেন, এখন উহার মূলধন ৩৯ লক্ষ টাকা, অংশীদারগণ নিয়মিত-রূপে লাভ পাইতেছেন।

মিঃ এফ্. এন, গুপ্ত ১৯০৫ সালে সূত্রাকারে এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার কারখানা বৃহৎ হইয়াছে এবং তথায় পেনহোল্ডার, নিব ও পেন্সিল তৈয়ার হইতেছে। গবর্ণমেন্টের কন্ট্রোলার অব টেসনারী তাঁহার নিকট হইতে পেনহোল্ডার প্রভৃতি ক্রয় করিতেছেন।

১৯০৮ সালে মিঃ পি, এন, দত্ত প্রতিদিন তাঁহার কারখানায় ৫৮ ডজন বালুতি তৈয়ার করিতেন, এখন প্রতিদিন ১৫০ ডজন বালুতি তৈয়ার হইতেছে।

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস চীনা মাটির নানা প্রকার শ্রম নির্মাণের নূতন শ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

মোজা, গেঞ্জি, তৈয়ার করিবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—তাঁহার কার্য্যও বেশ চলিতেছে।

বেঙ্গল জ্বাসনেল ট্যানারির কার্য্যও বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসর অনেক কারখানা অকৃতকার্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই একজনের চেষ্টায় যেসকল কার্য্য সফল হইয়াছে, তাহা দেখিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এই আশা হইয়াছিল

যে, ঔষধ, পরিষ্কৃত চর্ম, কাচ, দেশলাই ও পেন্সিল প্রভৃতি এদেশেই প্রচুর পরিমাণে নিশ্চিত হইবে। কিন্তু পাট বিক্রয় না হওয়াতে লোকের টাকার অভাব হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত লোকে কোন কার্য্যে টাকা খাটাইতে সাহস করিতেছেন না।

জনসাধারণের চেষ্টায় উপর শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টেরও কর্তব্য আছে। গবর্ণমেন্ট যদি কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেখাটতে পারেন যে তাহা লাভজনক, ব্যবসায়, তবে অনেকে তাহা আরম্ভ করিতে পারেন।

১৯১০ সালের ২৯এ জুলাইয়ের পত্রে ভারতসচিব ভারত গবর্ণমেন্টকে শিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি লাভের প্রত্যাশায় কোন নূতন শ্রমজাত শিল্পশ্রম নির্মাণে প্রবৃত্ত হন, তবে বেসরকারী লোকের সেই ব্যবসারে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং ব্যবসায় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রদানের ভার গবর্ণমেন্ট নিজ হস্তে রাখিতে পারেন, কার্য্যতঃ কোন ব্যবসারে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মাস্ত্রাজ গবর্ণমেন্ট ব্যবসারে লিপ্ত হইয়া জনসাধারণকে দেখাটতেছেন যে, কোন ব্যবসারে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা; উক্ত্রপ না করিয়া কেবল ব্যবসায়ের সংবাদ সংগ্রহ দ্বারা কোন বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

মাস্ত্রাজের শ্রমশিল্পের ডিরেক্টরের অধীনে অনেক অভিজ্ঞ লোক আছেন। তাঁহার অধীনে শ্রমশিল্প স্কুলের ইন্সপেক্টর, কুপ, খনক, রঙ্গদার, চর্ম্মপরিষ্কারক ও একজন মিকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার আছেন। এতদ্ব্যতীত ১২ জন সুপার ভাইসার, ২৪ জন মিক্যানিক ও ৬০ জন দিল্লী আছে। এই কার্য্যের জন্ত ৩ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় হয়—ইহার অর্দ্ধাংশ শ্রমজাত শিল্পশ্রম নির্মাণ প্রণালী শিক্ষা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

দানের জন্ত খরচ করা হইয়া থাকে। যুদ্ধাক্ষত হওয়ার পরে ডিরেক্টর চীনাবাদামের তৈল, সানান, কাচ, বাশ ও কাঠ হইতে কাগজ নির্মাণ, দেশলাই ও পেন্সিল তৈয়ারী হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইতেছেন।

কিছুদিন পূর্বে মাস্ত্রাজে এক কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সোডাওয়াটার বোতল নির্মাণের যন্ত্র আনা হইয়াছিল। এই কারখানার কার্য বন্ধ হইয়াছে। ডিরেক্টর অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন, যে কারণে কারখানার কার্য বন্ধ হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা বাইতে পারে। কারখানার মালীক যন্ত্রাদি ডিরেক্টরের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সোডাওয়াটার বোতল ও চুড়ি প্রস্তুত করিবেন। যদি সফল হন, তবে মালীকের হস্তে কারখানার ভার অর্পণ করিবেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পেন্সিল ও কাগজ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা লাভজনক হয় নাই। ডিরেক্টর ঐ দুই কারখানার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডিরেক্টর ইতি পূর্বে ফোম চর্ম ও এলুমিনিয়াম ও চাউল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়া তাহা যে লাভজনক ব্যবসায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এবং ঐ সকল ব্যবসায় চালাইবার ভার বেসরকারী লোকের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে কাচ ও দেশলাইর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সোদপুরের কাচের কারখানার ভার কোন ইউরোপীয় কোম্পানীর গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। যদি তাহারা গ্রহণ না করেন, তবে গবর্ণমেন্টের তাহার কার্যভার গ্রহণ করা উচিত। আমি দুইটা দেশলাইর কারখানা দেখিয়াছি, একটার কার্য বন্ধ হইয়াছে, অপরটাও শীঘ্র বন্ধ হইবে। অর্থাৎ বাই তাহাদের অকৃতকার্যতার কারণ। দেশলাইর

উপযুক্ত কাঠ পাওয়াও কঠিন, কিন্তু বনবিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যে সে বিষয় অতিক্রম করা বাইতে পারে।

এদেশে যে সকল দ্রব্য নির্মিত হয়, গবর্ণমেন্টের তাহা ব্যবহার করা উচিত।

অতএব তাঁতী, রেশমী বস্ত্র বয়নকারী কাঁসারী প্রভৃতির সাহায্যের জন্ত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অর্থাৎ যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপন করা উচিত।

২। কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থানে দ্রব্য নির্মাণ প্রণালী প্রদর্শন করা উচিত।

৩। দেশলাই, পেনহোল্ডার ও পেন্সিল তৈয়ারী প্রভৃতি কার্যের জন্ত বনবিভাগের উপযুক্ত কাঠ সরবরাহ করা উচিত।

এতদ্বিন্ন গবর্ণমেন্টের আর কিছু করা সম্ভব নয়। জনসাধারণের চেষ্টার উপরই শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। দেশের অর্থ দ্বারা এই কার্য সম্ভব নয়। ব্যক্তিবিশেষ যখন প্রতিপন্ন করিবেন যে, ইহা বেশ লাভজনক, তখন সাধারণে ইহার জন্ত অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইবে।

মিঃ সোয়ান তাঁহার রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে নানা প্রকার ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

তিনি শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্ত যে ৩ উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্টের আরও কয়েকটি কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের মধ্যে রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া, বিদেশ হইতে স্থানিগুণ কারিকর সংগ্রহে সাহায্য করা ও মূলধন প্রাপ্তির সহায়তা করা প্রধান কার্য।

মিঃ সোয়ান যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করি গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে তাঁহার পরা-

মশাহুসারে নিজে কাচ দেশলাই প্রভৃতি নির্মাণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণের শেষ অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

—:—

ম্যালেরিয়া সমস্তার সমাধানের উপর আমাদের জাতির মরণ বাঁচন নির্ভর করিতেছে। দারিদ্র্যই আবার এই ম্যালেরিয়ার আদি কারণ। লোকেরা বাইতে পাইতেছে না, পরিতে পাইতেছে না, বাস করিবার ভাল বাড়ী নাই। যদি ম্যালেরিয়া দূর করিতে চাও, তবে মশকবংশ ধ্বংস এবং গুইনাইন বিতরণ ত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্রের অর্থসমস্তার সমাধান কর, পাইয়া পরিয়া চাপের নীচে ঘুমাইয়া বাঁচুক, নন্দীমা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া অস্বাস্থ্য দূর করুক।

পরিস্কার জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, জঙ্গল মাফ করিতে হইবে।

পূর্বে স্বাস্থ্য, পরে শিক্ষা।

শিক্ষা।

অর্দ্ধভুক্ত পিতামাতার, আশ্রয়িতা সন্তান স্কুলে প্রবেশ করিয়াই বাড়ির উপর নানা বিষয়ের অসংখ্য পুস্তকের চাপ দেখিতে পারা তারপরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ। ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ পরিণত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক ব্যাধিতে তাহার দেহখানি একখানি খাঁচার আকার ধারণ করে।

একটা কমিটি গঠিত হউক, কমিটির সভ্যগণ দেশের সর্বত্র ছাত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

ছাত্রদের বাষক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

করুন। বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালী পরিবর্তিত হউক।

আকাশের তলে স্থল করার প্রথা প্রবর্তিত হোক। ছাত্রদের জ্ঞান স্থানে স্থানে স্বাভাবিক নির্মাণ করা হউক।

পুলগুলি গবর্ণমেন্টের হাতে বাইবার কথা হইতেছে। ইহার মত বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়ম-পরায়ণ করিতে গেলে ছেলেদের ভাল অপেক্ষা মন্দ করা হইবে বেশি। জোর করিয়া নিয়ম মানাইতে গেলে ছেলেদের মন প্রতিবাদী হইয়া উঠে, এবং সেই রকম সব ছেলে বড় হইয়া সাধু নাগরিক হইবার পরিবর্তে মরীয়া উচ্ছ্বলের দল হইবারই বেশি সম্ভাবনা।

জেলাভাগ।

জেলাভাগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ব্যাপারটা সোজা ব্যাপার নয়। ইহা বঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা কম গুরুতর নহে।

ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার গুরু কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না তাই বড় বড় জেলা ভাগ করিতে হইবে, ইহাই বলা হইতেছে।

ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার তাঁহার খাড়ের উপর কতগুলি কাজ রাখা আপনা হইতেই লইয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটি জেলা বোর্ড প্রভৃতি জন-সাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিই না কেন? অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদিগকে আরও একটু বিশ্বাস করিয়া তাঁহার বিচার স্বত্বীয় কর্মভারের লাঘবতা সম্পাদন করিতে পারেন।

আর এক কথা বলা হয়, বড় বড় জেলার তাঁহার জমণ অতি হ্রঃসাধ্য। কেন মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, লঞ্চ এ সব কিছুই ত অভাব নাই।

আর এক কথা বলা হয়, জেলাগুলি ছোট হইলে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার জনসাধারণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ হইতে পারেন। তাই নাকি? দুই লক্ষের স্থানে এক লক্ষ

অধিবাসী হইলেও ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের জন-সাধারণের সঙ্গে পরিচয় সমানই থাকিবে।

আর এক কথা বলা হয়, জেলাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করিলে রাজবিস্ত্রোহের আন্দোলন দমনের সুবিধা হইবে। কলিকাতা ও ঢাকা সহরে কি পুলিশের অভাব? অথচ এই সব সহরেই রাজবিস্ত্রোহের আন্দোলন এত প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে কেন?

আর এক কথা বলা হয় শাসন সৌকা-র্যার্থে জেলা ভাগ আবশ্যক। আচ্ছা, গুড়া, মালদহ, পাবনা প্রভৃতি ছোট জেলাগুলির শাসন কি বর্তমান, চব্বিশ পরগণা, বহরমপুর ও কলকাতার প্রভৃতি বড় জেলার শাসনের চেয়ে উৎকৃষ্টভাবে চালিত হইতেছে?

জেলাভাগ প্রভৃতি ব্যাপারে কত খরচ পড়িবে, গবর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট বলেন, এখনো ঠিক জানি না। অল্প অল্প দেশে আগে খরচের হিসাব ধরিয়া পরে কোনও একটা নূতন কাজে হাত দেওয়া হয়। এদেশে তাহার বিপরীত।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র টাকা আরো বেশি খরচ হইবে। নূতন নূতন মহকুমা হইবে। শিভিল সার্ভিসের বিলাস বৃদ্ধির জন্য বৃত্তবৃদ্ধদের যুগের গ্রাস কাড়া হইবে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা যেমন লম্বা মাহিরানা ভোগ করিয়া থাকেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয়।

একতারই বল, বিচ্ছেদে দুর্ব্বলতা। এই ভাগের দ্বারা জাতিবোধ হ্রাস পাইয়া জন-সাধারণের শক্তির খর্ব্বতা জন্মাইবে।

দুই ভ্রাতা একটা দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। এক মাতব্বর সালিসি করিলেন, গরুটাকে মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত সোজা দুই ভাগে কাটিয়া লও। কাজীর হুকুমে তাহাই করা হইল। দুখ ত গেলই, গরুটাও জন্মের মত গেল। এই জেলাভাগও

সেই রকম। রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস সেসের কোটি কোটি টাকা বখাযখভাবে ব্যয়-হৃত হোক।

চৌকিদারদের কথা বলিতে বাইরা মতি বাবু বলেন, চৌকিদারদের কোনও প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা কোনও কাজই হয় না। গ্রামবাসীদের হাতে বন্দুক দেওয়া বিধেয়।

অতঃপর মতি বাবু স্বায়ত্তশাসনের সম্বন্ধে বলেন। কতিপয় বৎসর পূর্বে “পাইওনিয়ার” প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীদের হাতে বাঙলা দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি?

বাঙ্গালীরাই ইংরেজকে এদেশে আনি-য়াছে। বাঙ্গালীরাই শতপ্রকারে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছে। ইংরেজের জন্য অনেক করিয়াছে। বাঙ্গালীকে বারবার আখ্যাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আমাদের দিগকে দেওয়া হোক। এই যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জন্য বাহা করিল, তাহার পুরস্কার-স্বরূপে এই সামান্য প্রার্থনাটুকুও কি আমরা করিতে পারি না। যদি আমরা এই সামান্য দামটুকুও না পাই, তবে কার্ডিন্যাল উল্ফের সঙ্গে আমার সম্মুখে বলিব,—

“আমরা রাজাকে যেমন সেবা করিয়াছি, পরমেশ্বকে যদি তেমন সেবা করিলাম ইত্যাদি।”

হে আমার দেশের যুবকগণ, তোমাদের সম্মুখে অতি হ্রঃসাধ্য বৃহৎ কাজ। তবু আশা নিরাশ নই।

তোমাদের প্রাণের মধ্যে স্বদেশবোধ প্রচণ্ডভাবে জাগিয়াছে, আমি জানি। সেই বোধকে কাজে লাগাইতে হইবে। ধর্ম্মবিগ-

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

হিও প্রণালীতে উদ্ভেদ সিদ্ধি কদাপি হইবে না।

গৌরাক্ষের কথা মনে কর ; প্রেমের দ্বারা সাধন করিতে হইবে। (সঞ্জি)

আলকাতরা।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে, বি, এস সি, লিখিত।

—:—

আলকাতরা জিনিসটা দেখিতে অতি কদর্য। বিশ্বে চট্‌চটে জিনিষ। কিন্তু এই কুৎসিত দ্রব্যের মধ্যে যে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর রঙ, সুগন্ধ এসেছে প্রভৃতি নিহিত আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সৌখিন বিলাসী রত্নিন শিকের রুমালে এসেছে ছড়াইয়া পথে কদর্য্য আলকাতরা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া যান। তিনি কি একবারও ভাবেন, ওই কদর্য্য আলকাতরা হইতেই তাঁহার সমস্ত বিলাসিতা। হং এবং এসেছে বিলাসীদের বিলাসদ্রব্য। এ ছাড়া আলকাতরা হইতে কত প্রকার যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা নাই।

কাষ্ঠ কিম্বা পাথুরে কয়লা বায়ুর সংগ্রহ বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত (Destructive distillation) করিলে, আলকাতরা প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠ বা কয়লা হইতে বিভিন্ন প্রকার আলকাতরা পাওয়া যায়। কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত টেকহলুম বা আর্ক এঞ্জেল আলকাতরা রুসিয়া সুইডেন প্রভৃতি দেশের পাইন বনের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত করা হয়। কাষ্ঠ বা লৌহ দ্রব্যের যে স্থান গলিত বা জীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই স্থানে এই আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়া হয়। আলকাতরা মাখান দড়ি প্রস্তুত করিতে এবং অতি শীত প্রধান দেশে মেঘের শরীরের

উত্তাপ রক্ষার জন্যও আলকাতরা ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে পাথুরে কয়লা হইতে যে রূপ ভাবে আলকাতরা প্রস্তুত হইত, তাহাতে অনেক পরিমাণে আলকাতরা নষ্ট হইয়া বাইত। আজকাল কোল গ্যাসের প্রচলন প্রত্যেক সহরেই বর্তমান। এই কোল গ্যাস প্রস্তুত করিতে পাথুরে কয়লাকে বায়ুর সংস্পর্শ রহিত করিয়া উত্তাপ দিতে হয়। কোল গ্যাসের সহিত এমনিয়া গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আলকাতরা চোলাই হইয়া আসিয়া কতকগুলি টাকে জমা হয়। যদি কেহ নারিকেলডাঙ্গার কোল গ্যাস ওয়ার্কস দেখিতে যান, দেখিবেন কি প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন এদেশে আলকাতরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় বড় চৌবাচ্চায় এই আলকাতরা থিতান হয়।

এই আলকাতরা কখনও তরল রূপে, প্রস্তুত, ইষ্টক প্রভৃতি সামগ্রীর উপর লাগাইতে বা ভূষা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজকাল এই আলকাতরার অধিকাংশই বায়ুর সংস্পর্শ রহিত করিয়া চোলাই করা হয়। চোলাই নানা-প্রকার সামগ্রী আলকাতরা হইতে বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন তাপ মাত্রায় বিভিন্ন পাত্রের ইহা সংগ্রহ করা হয়। লাইট অয়েল, কার্বলিক অয়েল, (creosote) ক্রিয়োসোথ অয়েল, আনধাসিল অয়েল প্রভৃতি ইহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্য চোলাই হইয়া সাইবার পর যে সামগ্রী পড়িয়া থাকে সে দ্রব্য হইল পিচ। আজকাল চৌরাকীতে যে চকচকে পরিষ্কার রাস্তা দেখিতে পান আসফাল্ট নামক দ্রব্যের প্রস্তুত এই আসফাল্টের প্রধান উপকরণ পিচ। ইউরোপে বড় বড় রাজধানীতে সমস্ত রাস্তাই আসফাল্ট হইতে প্রস্তুত। জাফাণি হইতে প্রত্যগত

এক বছর নিকট গুনিয়াছি, বাগিনের রাস্তা এমন চমৎকার ভাবে আসফাল্ট হইতে প্রস্তুত, যে তথাকার সুলের ছাত্র সকল ছোট্টে করিয়া সাধারণ রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়। ইলেকট্রিক তার রাস্তার মধ্য দিয়া লইয়া বাইতে পিচের কিরূপ ব্যবহার তাহা কলিকাতা বাসী সকলে জানেন।

ক্রিয়োসোথ অয়েল কাঠের কড়িতে লাগাইবার জন্য এবং পিচ নরম করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্বলিক অয়েল হইতে কার্বলিক এসিড প্রস্তুত হয়। এই এসিড প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কার্বলিক অয়েলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কঠিক সোডা মিশ্রিত করিয়া থিতান হয়। পরে শিশার পাত্রে উপরের জলীয় ভাগ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে অধিক পরিমাণে সলফিউরিক এসিড যোগ করিলে কার্বলিক এসিড উপরে জাসিতে থাকে। ইহা উপর হইতে আলাদা করিয়া পরে পরিষ্কার করা হয়।

বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই কার্বলিক এসিড ও তাহার ব্যবহার দেখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ডাক্তারী এক পা চলে না। বধনই অঙ্গের কোনও স্থানে অস্ত্র করা হয়, অস্ত্রের পূর্বে সেই স্থান, অস্ত্র, হস্ত, প্রভৃতি সকলই কার্বলিক এসিডের দ্বারা ধুইয়া লওয়া হয়। ইহাতে যদি কোনও বিষাক্ত বীজাণু থাকে, তবে তাহা মরিয়া যায়। কোনও বিষাক্ত অস্ত্র দংশন করিলে কার্বলিক এসিড তাহার মহৌষধ। ক্ষত স্থানে তখনই লাগাইয়া দিলে সেই স্থান পুড়িয়া যায় এবং বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কার্বলিক এসিড শুধু যে ডাক্তারীতে ব্যবহৃত হয় এমন নহে। যে এজো এবং ডাই এজো এনিলিন রঞ্জক ব্যবহার করা জরুরী প্রসিদ্ধ এবং বাহা উৎপাদনের জন্য

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ইংলণ্ড আজ বড়, সেই এনিলিন রং, কার্বলিক এনিল প্রভৃতি এই আলকাতরা হইতে চোলাই করা দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। মরিচে ও মারিতে কার্বলিক এসিডের বড় কম প্রচলন নয়। কার্বলিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা প্রায়ই ঘটয়া থাকে। বর্তমান ইউরোপীয় মহা সমরের অধিকাংশ শেল যে পিকরিক্ এসিডে প্রস্তুত, সেই পিকরিক্ এসিড এই কার্বলিক এসিড হইতে প্রস্তুত। টি, এন, টী নামক যে ভয়ানক বিফোরক পদার্থ শেল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা টোলুইন নামক একটি তৈল হইতে প্রস্তুত। এই তৈলও আলকাতরা চোলাইয়ের লাইট অয়েলে থাকে। কার্বলিক এসিডের ব্যবহার এত বেগী যে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

আমরা বস্তুর বা পুস্তকের দেয়ালে জাপ-থেলিনের গুলি রাখিয়া থাকি। ইহাও আলকাতরা চোলাই করিয়া যে ক্রিয়োজোট অয়েল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে থাকে। কার্বলিক এসিড বাহির করিয়া লইবার পর ক্রিয়োজোট ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিলে জাপ-থেলিন দানা বাধিয়া যায়। রং প্রস্তুত করিবার জন্য জাপথেলিনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাফেট্টার ইয়োলা এবং সুন্দর লাল রং জাপথেলিন (Naphthol) হইতে প্রস্তুত হয়। আজ কালের ম্যানটেল বার্ণার হাওয়ার গ্যাসের দহনে উদ্ভাপেরই বেশী আবশ্যক হয়। পূর্বে সামান্য পরিমাণে জাপথেলিন মিশাইয়া গ্যাসের আলোকের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করা হইত। এতদ্ব্যতীত বেনজিন, টোলুইন, আইলিন প্রভৃতির কত প্রকার দ্রব্য আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হয় তাহা বলা যায় না। ইহার সকলগুলিই অসংখ্য কার্যে ব্যবহৃত হয়।

এই আলকাতরা চোলাই করা দ্রব্যের ব্যবসা জার্মানিতে বড় অধিক, এত আর

জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সেই জার্মানি এখন আমাদের শত্রু হওয়ায় তাহার সহিত ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে। দেশে কার্বলিক এসিড প্রভৃতি অভাবশূন্য দ্রব্যের অভাব পড়িতেছে। যে দেশে প্রাচীন যুগীয় মহামতি তাতা নোহের কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যে দেশে মাননীয় অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাট্টা বেঙ্গল কেমিকেল সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করিতে বহুৎ কারখানার স্থাপনা করিয়াছেন সে দেশে এমন একজন কি উঠিবেন না, যিনি আলকাতরা চোলাইয়ের ব্যবসা করিয়া নিজের ও ও দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করেন। আরও একটি কথা, গবর্ণমেন্টের সাহায্য না পাইলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্যক্রূপে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আজকাল ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সদয় হৃদয় গবর্ণমেন্ট শিল্প প্রদর্শনি (Exhibition) ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে লোকের মনে সাস্তনা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। আনাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচলন না থাকাতে লোকের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। বাণিজ্য জগতে আমরা এখন নাবালক। এসময়ে আমাদের সাধারণ লোকে প্রচুর অর্থ দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে ভরসা করেন না। জাপান প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেন্টের মতন আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি অর্থ সাহায্য করিয়া দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য প্রচলন করেন, যদি শুধু প্রদর্শনির (Exhibition) ব্যবস্থা না করিয়া তৎসঙ্গে প্রকার অর্থ, প্রকার হিতকর লাগাইয়া, গবর্ণমেন্টের বা গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বড় বড় কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন, তবেই আমাদের বাণিজ্য জগতে উন্নতির আশা, তাহা না হইলে আমরা “যে তিমিরে, সে তিমিরে”।

বিজ্ঞান।

(Special for Businessman.)

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

ওয়াটার প্রুফ চর্মসংরক্ষক।

Leather Preservation

water-proof.

—:—

মধুসোম	১৮ ভাগ
স্পারমাসেটী	৬ ভাগ
অয়েল টারপেনটাইন	৬৬ ভাগ
অ্যাসফ্যাল্ট বার্ণিস	৫ "
সোহাগা চূর্ণ	৩ "
ভাইনটুইগ ব্লাক	৫ "
প্রসিয়ান ব্লু	৩ "
নাইট্রো বেনজোন	১১ "

মিশ্রণ প্রণালী।

প্রথমে একটা কটাহে মোম এবং বোরাক্সকে সোহাগা চূর্ণকে অগ্নির উত্তাপে একত্রে গালাইয়া নাড়িতে নাড়িতে রাখিয়া দাও। তাহার পর দ্বিতীয় কটাহে স্পারমাসেটী টারপিন তৈলের সহিত গলাইয়া তাহাতে বার্ণিসটা দিয়া খুব নাড়িয়া এইটা প্রথম কটাহের মোম ও সোহাগার কটাহে ঢালিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করতঃ ইহা হইতে সামান্য ভুলিয়া একটা প্রস্তরের দ্রব্যে প্রসিয়ান ব্লু এবং ভাইনটুইগ ব্লাকে তাহার সহিত ঘর্ষণ করিয়া মিশাইয়া সেই মিশ্রণটাকে উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যটার সহিত মিশাইয়া পুনরায় নাড়িতে থাক। উক্তন-রূপে এই রংটা মিশিয়া যাইলে স্ফুটকের জন্ম নাহিট্রো বেনজোন মিশাইয়া বোতলে করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ো-পযোগী কর। ব্যবহার প্রণালী, কালবুট, ঘোড়ার সাজ, চর্মের বিবিধ জিনিসে সস্তায়ে একবার রূপ অথবা স্ফাকড়া দ্বারা লাগাইয়া

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

একটু শুক হইলে পুনরায় শুক শুক বা ক্রস্‌
 দ্বারা বর্ণন করিলে চামড়া চিকন কোমল
 এবং জলসহন শীল হইয়া বহুকাল স্থায়ী
 হইয়া থাকে। বাহ্যদের গাড়ী ঘোড়া
 চামড়ার জুয়াড়ি আছে, তাহার ক্রস্‌ করিয়া
 থাকেন। ঘোড়ার সামের দোকানে ইহার
 কাটতি অধিক হইবার সম্ভাবনা, তাহা
 সহজে অনুমের। এইরূপ জুয়া প্রস্তুত
 করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া কাটতি করিতে হয় ও
 দেশ বিদেশে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে
 একটা জুয়া দ্বারাই প্রচুর উপার্জন হইয়া
 থাকে। শুক মাথার তৈল করিয়া কি
 হইবে, স্থায়ী কার্যের চেষ্টা কৈ?

SHOWCARD INK

সাইন বোর্ড লিখিবার কালী—

—:—:—

খাঁটা আস্‌ক্যালট— ... ১৬ আ:
 ডিনিস টারপেনটাইন— ... ১৮ আ:
 লাল্প ব্লাক— ... ৪ আ:
 স্পিরিট টারপিণ— ... ২ কোয়ার্ট
 খলে করিয়া অতি উত্তম রূপে মিশাইলেই
 কাল সাইন বোর্ড বা শোকার্ড লিখিবার
 কালী হইবে।

* উপরোক্ত প্রক্রিয়ার প্রসিয়ান ব্লু মিশাইলে
 ব্লু, গ্রীন বা জাঙ্গাল মিশাইলে সবুজ এবং
 সিল্কুর মিশাইলে লাল হইবে।

—:—:—

MEDICAL

Asthma-Inhalation.

—:—:—

নিম্নলিখিত ঔষধটা হাঁপানী রোগের
 উৎকৃষ্ট উপশমকারী ঔষধ বলিয়া "সায়েন্ট-

কিফ" আমেরিকান নামক আমেরিকার
 প্রসিদ্ধ পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল।

Rx

Grindalia— ... 8 Dram
 Jaborandi— ... 8 dram
 Eucalyptus— ... 4 "
 Digitalis— ... 4 "
 Cubebes— ... 4 "
 Stramonium— ... 16 "
 Nitrate potash— ... 12 "
 Cascarella Bark— ... 1 "

এই গুলি ব্যবহার পিথিয়া স্তম্ভচূর্ণ পরিণত
 করিতে হইবে। তাহার পর একটা কুচ টিনের
 বাক্সে জলন্ত আগুনের আঁহরার উপর
 উপরোক্ত চূর্ণ দিয়া বাক্সের ডালা বন্ধ
 করিয়া ঐ ডালার উপর একটি ছিদ্র করিয়া
 দিলে সেই দিক দিয়া ধূম বাদির হইবে।
 সেই ধূম খাস টানিয়া গ্রহণ করিলে সেট
 মুহূর্ত হইতে খাস কষ্ট নিবারিত হইতে
 থাকিবে।

সমস্ত ঔষধই ডাক্তারখানা হইতে পাওয়া
 যাউবে। এরূপ চূর্ণ কর্ক বন্ধ শিশির মধ্যে
 রাখিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যায়।

—:—:—

WATERY EYES

চক্ষের জল পড়া।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—:—:—

অনেক সময় চক্ষের জল পড়ে আলো
 সহ্য হয় না, প্রাতে চক্ষু জড়িয়া যায়, পিচুটি
 কাটে।

যদি এই সকল উপসর্গ কোন আঘাত
 জনিত বা তরুণ হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত
 ঔষধ দিলে উপকার হইবে।

(১) গরম জল—১ ভাগ, পোস্তর

চেষ্টা সিদ্ধ জল এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত
 করিয়া চক্ষু ধুইলে বেদনা কমিয়া যাইবে
 এবং জল পড়া বন্ধ হইবে। কিন্তু যদি উপরোক্ত
 উপসর্গ সমূহ পুরাতন হয়, তাহা হইলে কোন
 সংকোচক ঔষধ ব্যবহার করাই যুক্তি সম্মত।
 নিম্নে কয়েকটা উৎকৃষ্ট ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া
 গেল।

যথা :—আলমলোশন।

(২) কটকিরি— ... ২ গ্রেণ
 গোলাপ জল— ... ১ আউন্স
 গোলাপ জল না পাইলে পরিকৃত (Dis-
 tilled water) অথবা বৃষ্টির জল দিলেও
 চলিবে।

(2) Sulphate of Copper 1 ½ gr
 Water 1 oz

—:—:—

(3) Nitrate of silver 1 ½ gr
 Water 1 oz

(4) Acetate of Lead 11 gr
 Water 1 oz

(5) Di-acetate of Lead 11 gr
 Water 1 oz

পাঁচ প্রকার দেওয়া গেল। ব্যবহার বিধি,
 চক্ষে দিবসে ২৩ বার নূতন কুইলপেন দ্বারা
 ফোটা ফোটা করিয়া দিলে চক্ষু ভাল হইবে।

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধই বিধাক্ত, সুতরাং
 সাবধান। ছেলের হাতে না দাও, সে ভুল
 সতর্ক হওয়া উচিত।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Homeopathic Notes. LIVER COMPLAINTS

যকৃতের পীড়া।

লিভার অর্থাৎ যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি হটিলে যকৃত প্রদেশে বেদনা, চক্ষু হরিজা বর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাব হরিজা বর্ণ, সমস্ত শরীর কামলা অর্থাৎ পীত বর্ণ হইয়া যায়। শিশুদের পক্ষে এই পীড়া ভয়ানক এবং সাংঘাতিক। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা ইহাতে সফল ফল পাওয়া যায়। এই যকৃতের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিবিধ ঔষধ আছে, কিন্তু ঔষধ নির্বাচন করা কঠিন। এই যকৃতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মার্কিউরিয়স। মার্কিউরিয়সের রোগীর চক্ষুর ষেতাংশ পীত-বর্ণ হইয়া যায়, সর্কাস ও প্রস্রাব হরিজাবর্ণ। যকৃত প্রদেশে বেদনা, এমন কি রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে কাতর হয়। এই লক্ষণ গুলি দেখিলেই আপনার মার্কিউরিয়সের কথা মনে পড়িবে, কিন্তু গোলোবোগ এই যে, প্রায় ঐ সমস্ত লক্ষণ ল্যাপটিন্ড্রাতে ও দেখা যায়। তবে এই উভয় ঔষধের কোনটি নির্বাচিত হওয়া উচিত, নূতন শিক্ষার্থীর এই স্থলেই সংশয় উপস্থিত হয়। সেই জন্য এ স্থলে কতকটা সেই পার্থক্য আর পার্থক্যগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

মার্কিউরিয়সের উপরোক্ত লক্ষণ ব্যতিত ইহার মলের বর্ণ মৃত্তিকার স্থায় দেখিলেই বোধ হয় সম্পূর্ণ পিস্তের অভাব। কখনও কখনও হরিজাত বা সবুজ বর্ণও হইতে পারে।

মার্কিউরিয়স নির্দেশক রোগীর মল বাহির করিতে অতিশয় বেগ দিতে হয়, কৌথানী বেশী। রোগীর জীহ্বা খেত

স্বেদাযত, তাহাতে দাঁতের দাগ পড়ে, বাস প্রাশে দুর্গন্ধ অস্বভব হয়।

মার্কিউরিয়স এবং ল্যাপটিন্ড্রাতে অনেক লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। তবে পার্থক্য কোথায়? মার্কিউরিয়সের মল মৃত্তিকাবৎ কিন্তু ল্যাপটিন্ড্রার মল পীচের মত কাল—তরুল মল। মার্কিউরিয়সের কৌথানী বেশী, মলত্যাগের পরও, পেটে মৃদুমন বেদনাও থাকে।

কিন্তু ল্যাপটিন্ড্রামের ভেমন বেগ নাই কিন্তু Colicky শূলবেদনার মত বেদনার রোগী অস্থির হইয়া পড়ে।

মার্কিউরিয়সের যকৃতে স্পর্শ করিলে বা টিপিলে বেদনা বোধ হয়।

ল্যাপটিন্ড্রামের লিভারের কামড়ানী aching pain, যকৃত প্রদেশে এবং তাহার পার্শ্বদেশেও সর্কাস মৃদুমন কামড়ানী বেদনা, এখন বোধ হয়, মার্কিউরিয়স এবং ল্যাপটিন্ড্রা লইয়া গোলোবোগ হইবে না। তারপর মৃত্তিকাবৎ মলেরও গোলোবোগ দেখিতেছি।

মার্কিউরিয়সের যেমন মেটে রঙ্গের মল, তেমনি পডোকাইলমের মলও ত মৃত্তিকা বর্ণ, তবে পার্থক্য করি কেমন করিয়া? বলিতেছি—

মার্কিউরিয়সের মল মৃত্তিকাবৎ বটে, কিন্তু পডোকাইলমে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, ইহাতেও কখন কখন পাতলা বাহ্যেও হয় বটে কিন্তু অনেক স্থলে কোষ্ঠবদ্ধতাই দেখা যায়, এবং মার্কিউরিয়সের মত কৌথানীর অভাব।

পডোকাইলম—পুরাতন যকৃতের পীড়ার বেশী উপযোগী। বদন চক্ষু এবং মুখ হলুদে হইয়া আসিতেছে, তখন পডোকাইলম অধিক উপযোগী। তারপর আরও গোলোবোগের কথা আছে। মার্কিউরিয়সে রোগীর জীহ্বার দস্তের দাগ পড়ে, এই দেখিয়াই মার্কিউরিয়স দিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

জীহ্বার দাঁতের দাগ পড়া লক্ষণ মার্কিউরিয়স, পডোকাইলম, রসটকুল, ট্রামোনিয়ম, প্রভৃতি ঔষধেও আছে। সেইজন্য ঐ সমস্ত ঔষধ গুলির লক্ষণ গুলির সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে আর ঔষধ নির্বাচন হয় না। তৈবজ্যাতম পাঠের সময় বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া প্রত্যেক ঔষধের পার্থক্য অতিক্রম চিকিৎসকগণের দ্বারা জানিয়া লইতে হয়। ডিউই সাহেবের থিরাপিউটিক অফ হোমিওপ্যাথি মেরিকার এইরূপ পার্থক্য অনেকটা দেখান আছে। পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষা বোধ হয়, ৫., ৫৪ হইবে।

আরও মলা আছে।

পডোকাইলমের বাহ্যে মাটির মত, কিন্তু কেবল প্রাতে এইরূপ পরবর্তী মল তত মলীন হয় না।

ল্যাপটিন্ড্রা—পিচের বা আলকাতরার মত কাল, অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত, তবে তাহা বৈকাল হইতে লক্ষ্যপাণ্ড এইরূপ রঙ্গের থাকে, তাহার পর কিঁকে হইতে থাকে। মার্কিউরিয়স ডল্—কাল বাহ্যে বটে, কিন্তু গুহ্যবাহের এক পার্শ্বে যেন চাপ পড়ে বোধ হয়।

আইরিসেরও কাল মল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে পরম বর্ণ হইতে থাকে, গরম বোধ হয়, জীহ্বা খেতবর্ণ এবং মাথা ধরা থাকে। তারপর চায়না, কুপ্রম, আর্সেনিক, ট্রামোনিয়ম ইহাদের মলও মলীন বা কাল হয় বটে, কিন্তু মল কখনও কঠিন হয় না, পাতলা মলের মত।

S. P. C.

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অজিতের সন্ধ্যা।

(গল্প)

বেলা অবসান প্রায়, হুইলী ঘুস্ক, আগ্রার তাজমহলের ভিতর, একটা প্রবেশ দ্বারের উপর বসিয়াছিল, অন্তর্গামীস্বর্গের স্বর্ণবর্ণ কিরণছটা উত্তানের কক্ষের শাখায় ও তাজের চুড়ায় উপর খেলা করিতেছিল, স্থানটা শান্ত ও নিস্তর। একজন ঘুস্ক অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “অজিত! আজ কি গভীর প্রেমের স্বপ্ন, প্রেমের কি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন! এখানে বসলে কি আর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়? অজিত বলিল, “আহা! সাজাহান এই বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষপত্রে বুঝি প্রিয়তমার সুখচ্ছবি দেখতে পেতেন, এখানেই নাতাসে প্রেমময়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। সত্য বলছি উপেন, এখানে বসলে বাড়ীর কথা একটুও মনে হয়না, বনে যেন কি একটা ভাব আসে। আজ কি ঐশ্বর্য, কি বিলাস, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি শিল্পের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু দেখ, জগতে কিছুই অধীনস্থ নহে, এই শিল্পি, এই ধনবান, এইাদের ও তো বিনাশ আছে।

উপেন। তা আছে বৈকি! আরো দেখ, কাল পরিবর্তনশীল, যে স্থান একদিন প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়া লোক লোচনের অগোচর ছিল, আজ তাহা আমাদের মত নগনা লোককেও দেখা দিয়া তৃপ্ত করিতেছে। আজ যে সুখী, কাল সে হুশী, আজ যে ধনবান কাল সে নিধন। আজ আমরা গরীব কাল হয়তো বড়লোক ও হ’তে পারি।’

অজিত। আমার পক্ষে আর তা হইবে না।

উপেন। তা’ বলা যায় না। বিশেষ তুমি

এম এ পাশকর হলে, তোমার উন্নতি হয়েই আছে।

অজিত। সে কাল আর নাই, এখন এম এ পাশের ভাগ্যে ৫০ টাকা মাহিনার চাকরি! তবে যদি আলফলায়লার, আবু হোসেনের মত কোন দিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি, যে সন্ডাট হয়েছি, সে কথা স্বতন্ত্র!

উপেন। দেখ অজিত! একটা কথা মনে হ’ল, তুমি বিয়ে করবে? আমার ভক্ত একটা সন্ধক এসেছে, কিন্তু আমার মন নাই, তুমি করতো দিবে দিই।

অজিত হাসিয়া বলিল, “বেশ বলেছো; এদিকে ন পিতা, ন মাতা আপনার বলতে একটা পরসা নাই, মেসে থাকি, স্কুলে নাট্যর করে দিন চালাই, এই বিয়ের উপযুক্ত অবস্থাই বটে। তুমি বরং কর, তোমার অবস্থা অনেক ভাল, ও সব সন্ধ্যাস ফরাসের মতলব ছেড়ে দাও, বিয়ে হ’লেই মনের বৈরাগ্য কমে যাবে।

উপেন। না অজিত! সন্ধকটা খুব ভাল, বাপের একটা মেয়ে, তা’দের অগাধ পরসা, তা’রা একটা ভাল ছেলে চায়, নিজের বাড়ীতেই রাখবে। আমি তো কিন্বোই না, যদি তুমি কর, তো এখন দিবে দিই।

অজিত। মন্দ নয় বটে, কিন্তু তারা কি আমার পছন্দ করবে? যদি হয় তো দেখো।

উপেন। আমার মনে হয় হ’বে। তখন তুমি আবার কত বড়লোক হ’বে, আমার চিন্তেই পারবে না।

অজিত। আমার যদি কখনও পরসা হয়, অহঙ্কার বলে জিনিসটা আমার শরীরে স্থানই পাবে না। এই দরিদ্রাবস্থা থেকে যদি কখন উন্নত হ’তে পারি, দেখো জগতের কত উপকার করবো। গ্রামে গ্রামে জলাশয় স্থাপন করবো, দরিদ্রের ভক্ত অভিযালা করবো, দুঃস্থ ছাত্রের ভক্ত স্কুল খুলবো, কল্যাণার্থীকে সহায় করবো—

উপেন। বাবা! সিন্ধু, হাতি, হাতিতে বলিল, “থাক থাক আর না, আর পেয়ে উঠবে না। পরসা হ’লে কি ওসব মনে থাকে? তখন চেরীসর ভাব কি ইসনাহানা ভাল, স্বদেশী পমেটর ভাল না ভিনোলিয়া পমেটর ভাল, কুড়ীচড়া সেকালে ফ্যানান, মটর কার কিনবো! অজিত বলিল, “আজ্ঞা যদি কখনও পরসা হয়, দেখো পরোপকারে আত্ম-জীবন নিরোগ করবো। এসো একটু গেড়াই।’ উভয়ে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, যেত প্রস্তর নির্মিত তাজমহল, মধ্যে একটা গম্বুজ এবং চারিপাশে চারিটা মিনার, ভূমিতলে স্থানে স্থানে নানাবর্ণের প্রস্তরে গালিচা অঙ্কিত, অট্টালিকার গাত্রে অতি অপূর্ণ কারুকর্মা, সুন্দর নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত লতাপাতা পার্শ্বে ও উপরে স্তম্ভগাত্রে শোভিত আছে।

গোর স্থানে মধুর মৃগনাভির সুগন্ধ, তাজমহলের উত্তানে হরিৎ লোহিত নানা বর্ণের তৃণ গালিচা বিনির্মিত হইয়া দর্শকের ভ্রম ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, প্রবেশ দ্বার হইতে তাজের সোপানে উঠিতে গথের হুই পার্শ্বে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে আবার ২১টা পদ্ম প্রক্ষুটিত হইয়াছে, এ বাটীতে মধুমক্ষিকা চাক প্রস্তুত করিয়াছে। তাজের পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিত, তাহার অপর পারে হরিৎ শস্ত ক্ষেত্র, তাহার পার্শ্বে গ্রাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের কুটারশ্রেণী দূর হইতে যেন খেলাঘরের মত দেখাইতেছে। অজিত ও উপেন্দ্র প্রীতি বিকাশিত নয়ান সমস্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

উপেনের যত্নে কলিকাতার সেই ধনী কল্যাণকরীর সহিত অজিতের বিবাহ হইয়াছিল, অজিতের সুগঠিত অবয়ব, সৎ-চরিত্র, বিদ্যান ও নম্রস্বভাব ধনীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেইজন্য দীনহীনকে জামাত্বে বরণ করিয়া নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অজিতের বাহিরের ঘর উজ্জল বীপালোকে প্রতিকলিত, সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অজিত নরন মুদিত করিয়া মথলমথিত চেয়ারের উপর অঙ্গ শায়িত রহিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তের কুল গৌরবর্ণ অঙ্গুলির উপর সীরকাছুরী বীপালোকে ঝক ঝক করিতেছে, মাথার উপর পাখা চলিতেছে, অজিতের সুবিনয় কেশের গন্ধতৈলের সৌরভ বায়তে উড়াইয়া লটরা যাইতেছে। উপেক্ষা আসিয়া ঘরের উপর দাঁড়াইলেন, সেট শীর্ণ দীনদীন বুকের পরিবর্তে, এই কষ্টপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া যেমন সুখী হইলেন, তেমনই সেট নম সঙ্কোচময় সরল মুখের পরিবর্তে অসংভাব-প্রতি-কলিত দান্তিক স্বপঙ্কজি দেখিয়া আরো অসুখী হইলেন, কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন অজিত! আহ্বানে চকু চাহিয়া অজিত বলিলেন “উপেন এসেছ? ওস! তুমি যে তারি সন্ন্যাসী হ’য়ে পড়লে, একেবারে পরিভ্রাজক হয়ে কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ খুঁজেই পাই না। কবে এসেছ?”

উপেন অল্প চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, “এ দেশে ছিলাম না, সম্প্রতি এসেছি,” ২১টা কথাবার্তার পর উপেন বলিলেন, আমি ৫৫ বৎসর আগে যখন বাই তখন দেখিয়া গেলাম, তোমার খণ্ডর লোচার কারবার করে দিলেন, তা’তে খুব উন্নতি করেছিলে, আর নিজের পরসায় নানা সংকার্য করতে, এতচরিত্র ছিলে। কিন্তু এই কয় বৎসর পরে এসে দেখি, যে সে স্বভাব একে-বারে হারিয়েছে। লোকের সঙ্গে অসং বাবহার কর, লোককে ফাঁকি দাও, কোন রকম সংকার্য আর কর না, নিজের চরিত্রও নষ্ট করেছ, অজিত! তোমার মত শিক্ষিত যুবাব কি এই পরিণাম হলো?

অজিত। নিজের চরিত্র কি নষ্ট করেছি

আর কী? বা কী দিয়েছি? বাঙ্গালীর স্বভাব, লোকের ভাল হ’লেই তার সঙ্গে লাগে।

উপেন। তুমি কি ইংরাজ? বাঙ্গালীর নিন্দা অল্প জাতি করলে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বাঙ্গালী করলে বড় প্রাণে লাগে। বাঙ্গালীর সহস্র দোষ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু তার নিন্দা না করে সংশোধনের চেষ্টা করাইতো উচিত। একটা বিশাল জাতি, বড় পুরাতন হইয়া আসে, তাহাতে নানা প্রকারের লোক জন্মিয়া তাহাকে কতকটা খারাপ করে, কিন্তু আবার তেমনই মনস্বী ব্যক্তি জন্মিয়া তাহার দোষ সংসারে প্রসূত হন। তোমার চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করছো? তোমার মুখে এখনও কিসের গন্ধ বল দেখি? অজিত উগ্রভাবে বলিলেন, “ও সব কথা লেকচার দিতে তুমি এসোনা, ও সব কথা বলতো তোমার আসবার দরকার নাই, আমার ঢের বন্ধ আছে। উপেন ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন তা’রা তোমার বন্ধ না শত্রু? যা’রা তোমার পরসায় তোমার নষ্ট করে, সেটপশুওলা কি তোমার মত শিক্ষিত যুবাব উপযুক্ত?

অজিত সম্বরে গাত্রোপান করিয়া বলিলেন, “রাতি ৮টা বাজে, আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, এ সময়ে আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না, তুমি বিদায় হও।” অজিত অন্ধরে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

অজিতের চরিত্র দোষ দেখিয়া তাহার শত্রু বড় বিরক্ত হইতেন এবং অজিত ও তাহা বুঝিয়া বিরক্ত হইতেন, এইরূপে দিন দিন উভয়ের মনোমালিখ জন্মিতে লাগিল।

এক দিন সন্ধ্যার পরে অজিত আসিয়া আপন শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন, তাহার চরণ মূগল টলিতে ছিল। গৃহ মধ্যে পঙ্কজিনি পালঙ্কের কাছলগ্নে নতক রক্ষা

করিয়া ভূমিতলে বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন, পঙ্কজিনির কিসের চিন্তা, কিছু অসংবাহীর পতীর আবার চিন্তার অভাব কি? চিন্তা এবং অশ্রুজল তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ মুখের মলিন এবং ক্ষুদ্রিশূদ্ধ ভাব, নরনের বিষাময় দৃষ্টি, তাহাদের মনোবেদনার সাক্ষ্য প্রদান করে। দময়ে সন্তত যে একটা বেদনার গুরুভার অনুভব করেন, অল্প শত আনন্দে তাহা অপসারিত হয় না, সে বেদনা হীরার নেক্লেস, মুক্তার মালা, শিকের জ্যাকেটের অন্তরালে থাকিয়াও, অভাগিনীর জীবন তিল তিল করিয়া হরণ করে।

পঙ্কজিনির ছোট ছোট ও মেয়েটা নিকটে বসিয়া থেলা করিতেছিল, মেয়েটা মাতার নরনে অশ্রু দেখিয়া জীড়া পরিতাপ করিয়া নিকটে আসিল, এবং মাতার কণ্ঠ-বেটন করিয়া বলিল, “মা তুমি রাতদিন কাঁদ কেন?” অজিত ঘরের উপর হইতে বলিলেন, “ঠিক কথা, রাতদিন কাঁদা আর ভাল লাগে না।” পঙ্কজিনি স্বামীকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাহাকে ধরিয়; ধরিয়; আনিয়া শয্যায় বসাইয়া দিল, অজিত শয্যায় বসিয়া বলিলেন, “এ কারার একটা নিষ্পত্তি কর, রাত দিন যে ভাল লাগে না।” পঙ্কজিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তুমি কাঁদাও তাই কাঁদি।

অজিত। কিন্তু আমি ভে: তা’ ভাল বাসি না, তা’ হলে তোমার অল্প জায়গায় গিয়ে থাকতে হ’বে।

পঙ্কজিনির পিতা গৃহের বাহির দিয়া যাইতে ছিলেন, তিনি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, “ও’র অল্প জায়গায় গিয়ে থাকবার কথা নয়, তুমি এখন অল্প জায়গায় গিয়ে থাকো।”

অজিত আরক্তমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “এই চলেম, তোমার নতন দশটা শত্রুকে

ছাত্রদের বার্ষিক গুলা এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চ'কর বাগদার আমার কুমড়া আছে, তোমাদের সঙ্গে এট পণ্য, কালই আবার নিয়ে করবো।" অজিত সজোরে টলিতে টলিতে চলিল, শব্দর একটু জোরের সহিত বলিলেন, "আর খবরদার, এমুখো তরো না, পক্ষজিনি তুট মনে করিস, তুট বিধবা। রামদয়াল! তুই পাড়েকে বলে দে, এট লক্ষী-ছাড়াকে আর সেন কটকের এদিকে আসতে না দেয়।

অজিত চলিয়া গেল, পক্ষজিনী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল।

(৫)

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে অজিত একটা সামান্য ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন। "কালের কি বিচিত্র গতি! এক মুহুর্তে ভিখারীকে রাজা ও রাজাকে ভিখারী করে। গরীবের ছেলে কত কষ্টে লেখাপড়া শিখ লাম, আবার অদৃষ্টে কত উন্নতি হ'ল, আবার শত্রুর সঙ্গে লগড়া করে চলে এলাম, এখনও মধ্যের মধ্যে কারবারে লোকমান হয়ে আজ পথের ভিখারী হলেম। এখন চলে এলাম, শত্রুর কারবার কেড়ে নিতে পারতেন, শুধু পক্ষর জন্ত লন নাট, পাছে খেতে না পাই। আচ্ছা আমার অসংপ্রস্তুতে সতী কত কেঁদেছে, এখন চলে আসি কতচিঠি দিয়েছে, লোক পাঠিয়েছে, আমি যাই নাই, চিঠির উত্তর দিই নাট। আমার প্রাণের নলিনাক্ষ চাকহাসিনী এখন কত বড় হয়েছে, আমি পামর পিতা, তা'দের ভুলে আছি। এখন এই সব উৎকট প্রকৃতি আমার সাক্ষ্য! ভগবানের চরণরূপায় আমার চিত্তের সন্তাপ দূরে গা'বে নাকি?"

উপেন্দ্র আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "অজিত বরে আছি? এসেছ উপেন এসেছ? আমি যে এখন রোজ তোমার মনে করি! "বলিতে বলিতে অজিত ছুটিয়া গিয়া বালকের

জায় উপেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন বলিলেন, "অজিত, অজিত, আজ যেন তোমাদের শৈশবকাল আবার ফিরে এল, এখন দুজনে ফুলে পড়'তাম। "উপেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

অজিতের শার্ণদেহ, মলিনবর্ণ, স্নানমুখ দেখিয়া উপেন্দ্র অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

যখন অজিত আচীরের পরে রাত্রে একটি ক্ষুদ্র ট্রাকে আপন পুস্তকগুলি গুছাইতে ছিলেন। দ্বারের উপর যেন একটা স্ত্রীলোকের ছায়া পড়িল, অজিত মূগ্ধ তুলিয়া দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে গেলেন, এবং আগন্তুককে হাত মরিয়া বলিলেন, "পক্ষজিনী আজ আমি মনে করছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি যে কত যেতে বলেছ, আমি যে যাই নাই, তাই আজ যেতে লজ্জা হচ্ছিল, পক্ষজিনী।

পক্ষজিনী স্বামীর কথালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অন্ত লোকের কাছে লজ্জা হয় বলে কি আমার কাছেও লজ্জা করবে? স্বামীর শার্ণদেহ, দীন গৃহসজ্জা, অন্ধকার অপ্রশস্ত গৃহ দেখিয়া সতী অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কয়েটা কথার পরে পক্ষজিনী বলিলেন, "বাবা মারা গিয়াছেন। আমি তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি, ঘরে এস।" শব্দরের কথা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া অজিত বলিলেন, "আমি একবার গিয়ে মাপ চাইবার সময় পেলাম না। "উভয়ে অনেক কথা হইল, অজিতের বিপদের কথা, কারবারের কথা, অন্ধকের কথা শুনিয়া কতবার পক্ষজিনীর হৃদয় দ্রুত দ্রুত করিতে লাগিল, কতবার ইন্দ্রিয় নৈত্রে শিশিরবিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু প্রকাশ পাইল। পক্ষজিনীর মনকটের কথা, কিরূপে চিন্তায় দিন যামিনী কাটাইয়াছে, বিনিদ্র নয়নে নিশিষাপন করিয়াছে, পিতার নিকট যাইতে চাওয়ায় কিরূপে রোক্তমান

শিশুপুত্রকে সাক্ষ্য দিয়াছে, সমস্ত শুনিয়া অত্যাগা পতির বক্ষ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকটা কথার পরে অজিত বলিলেন, "পক্ষজিনী!- আমি আর ঘরে ফিরে যাবনা, কয়েক মাস ধরে আমার ভগবানু মন হয়েছে, আজ উপেনের সঙ্গে নেপালে যাব। তা'র সঙ্গে পক্ষতে পক্ষতে কাননে কাননে বোড়িয়ে বেড়াব, ভগবানের লীলা দেখে দেখে তাঁর আরাধনা করবো। অনেক বাদামুবাাদের পর পক্ষজিনী বলিলেন, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। নলিনাক্ষ চাকহাসিনী আর কাছে থাকবে। তোমার যে গতি আমারও সেই গতি!" অনেক কথার পরে তাহাই ঠিক হইল।

পরদিন অজিতের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া কস্তিয়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পক্ষজিনী গেকিয়া বসন পরিধান করিলেন, ও অজিত সার্ট কোট খুলিয়া গেকিয়া বস্ত্র পরিলেন। অজিত হাসিয়া বলিলেন, "পক্ষজিনী! বিবাহেই রাতে দুজনে যে সেজেছিলাম, সিদ্ধ, ভৈরবেট, হীরা মুকুট, পুষ্প চন্দন প্রভৃতিতে, আজ আজ এই সাজ; কোনটায় আমাদের মানাইয়াছে বল দেখি?"

পক্ষজিনী হাসিয়া বলিলেন, "এইতেই মানাইয়াছে, কিন্তু বাহ্যিক গেকিয়া পরিলে চলবে না, হৃদয় যখন গেকিয়া পরিয়া বৈরাগ্যের পরিচয় দেয়, তখনই প্রকৃত গৈরিক ধারণ করা হয়। নচেৎ গৈরিক ধারণ কেবল মাহুকে প্রতারণা করা, ও ভগবানের কাছে অপরাধ করা হয় মাত্র।"

অজিত বলিলেন, "আমার মতে বাহ্যিক গৈরিক ধারণের কোন প্রয়োজন নাট, অন্তর যদি গৈরিক ধারণ করে, ভগবান তাহাতেই আগমন করেন।

শ্রীহেমবলিনী বহু।

সমাপ্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Agricultural Notes.

কৃষিতথ্য।

—:—

ভোঁরাকাটা মারিসস ইক্ষু—

জমি উর্বরা হইতে পারে, কিন্তু বিষয় ৭০।৮০ মণ গুড় উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষেত্রে কেবল গোবর সার দিলে চলিবে না, বিষয় ২।৩ মণ হিসাবে বেড়ীর গৈল দিতে হয়।

বরিশালে কৃষি-ভবন—

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বরিশালে কৃষি প্রদর্শন ভবন খুলিবেন, তাহার উদ্বোধন চলিতেছে।— নানা স্থানে যে সকল উৎকৃষ্ট ফসল জন্মে, তাহা এই ভবনে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইবে। (কাশীপুর নিবাসী)

চিরুণীর কারখানা—

লর্ড কারমাইকেল আদেশ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহার নিজের জন্ত আবশ্যক চিরুণী যশোহরের কারখানা হইতে গৃহীত হইবে। বঙ্গদেশের স্বদেশী প্রীতির পরিচয় আমরা বহুবার পাঠিয়াছি;—বর্তমান সহস্রাব্দিও তাঁহার সঙ্গদয়তাসুচক।

কৃত্রিম তুফ—

ইংরেজীতে একটি প্রচলন আছে অতাব আবিষ্কারের জনয়ত্রী। আজ কাল খাঁটি তুফ পাওয়া যেমন তুফ হইয়াছে, তাহাতে লোকে যে গব্য তুফের পরিবর্তে কৃত্রিম তুফ আবিষ্কারে সন্তোষ প্রাপ্ত: চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরীক্ষার জন্য গিয়াছে যে, সোয়াবিন নামক এক প্রকার সীম হইতে কৃত্রিম তুফ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালী এই—সিমগুলিকে কিছুক্ষণ

পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তার পর তাহাকে মাত্রাভাষায় চিনি ও কসভেট অব পটাস সহযোগে সিদ্ধ করিতে হয়। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহাকে জমাট তুফের জায় ঘন ও সাদা দেখায়। কি স্বাদে, কি পাক্য হিসাবে ইহা জমাট তুফ অপেক্ষা কোন অংশে নিকট নহে। অবশেষে জল মিশাইলে কৃত্রিম তুফ ও খাঁটি তুফে কোম পাথকা বদলা যায় না। আজকাল বাজারে যখন সকল জিনিসেরই নকল বাজার হইয়াছে, তখন তুফের নকল না কাটাবে কেন? রু:

তালের গুড়—

বিহারে বিস্তর তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তালের রস হইতে কি উপায়ে গুড় প্রস্তুত হয়, বিহারবাসিগণ তাহা অবগত নহেন। তাই বিহার উড়িয়া প্রদেশের 'কৃষক' পত্রিকায় তাল গুড় প্রস্তুতের কথা আলোচিত হইয়াছে। বাল্লালায় মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর তালগুড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। ফলবান বৃক্ষেই রসের সঞ্চয় অধিক। প্রতিবৎসর ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত তালগাছের রস পাওয়া যায়। উল্লিখিত কৃষি পত্রিকায় প্রকাশ,—বিহারে ইতর লোকেরা গুড় প্রস্তুত না করিয়া, তালের রসে তাড়ি জমাটয়া থাকে। তাল রসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতকরা বারভাগ শর্করা পাওয়া যায় অর্থাৎ একসের রসে আধপুয়া চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। পেজুব রসে শর্করার অংশ এত অধিক নহে। এক একটা তালগাছ হইতে গড়ে বার্ষিক আড়াইমণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে তালরস অধিকণ তাহা রাখা সহজ নহে, তজ্জন্ত গাছে বাধিবার পূর্বে ভাঁড়গুলিকে ভাল করিয়া আগুনে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে অন্ন চুণের গোলা

দিতে হয়। এ আকিয়া বাহালার মিউনিমণ ভালরূপ জানে। কৃষিপত্রিকায় প্রকাশ, ইহার পরিবর্তে অন্ন মাত্রায় 'ফার্মেলিন' ব্যবহার করিলে আরও শুকল পাওয়া যায়। ফলতঃ একই স্থানে প্রচুর তাল ও পেজুব গাছ থাকিলে বারমাস চিনির কাববার চালান বাইতে পারে।

আম্ন ধানের ক্ষেতে হাড় সার—

প্রায় অধিকাংশ আম্ন ধানের ক্ষেতে জল থাকে। এই সকল ক্ষেতে পাণ্ডুর জন্ত হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কি ফল হয় তাহা দেখিবার জন্ত থানিয়া ও জৈন্তিয়া পাঠায়ে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আসাম কৃষি-বিভাগের স্বনাম খ্যাত মাননীয় মিঃ বি. সি, বহুর এই সম্বন্ধে মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। যে সকল ধানের ক্ষেতে জল থাকে তাহাতে একর প্রতি ৩/ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ধানের ফলন ১০ মণ হইতে ২০।০ মণ দাঁড়াইবে। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারে আর একটা গুণ এই যে, এক বৎসর হাড় সারের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় না। তিন বৎসর পর্যন্ত ইহার শক্তি থাকে, সুতরাং পরপর তিন বৎসর পর্যন্ত যে অধিক মাত্রায় ধান পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য অনেক। পাছাড়িয়া একপে হাড়ের গুঁড়ার গুণ বৃদ্ধিতে পারিয়াছে। তাহার একপে প্রতি পাঁচ ছয় শত মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতেছে। মিঃ বহু বলিতেছেন যে একর প্রতি ৩/ মণ হাড়ের গুঁড়া পর্যাপ্ত। ধানের ক্ষেত প্রথম চষিবার সময় ইহা ক্ষেতে ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। গুঁড়া যত মিহি হয়, ততই ভাল। হাড়ের গুঁড়া গলিয়া জমির সহিত মিশিয়া গলিতে বিলম্ব হয় সেইজন্য ধান নপনের বা বোপনের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রদান করাই কর্তব্য।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

উদ্ভানের শাকসবজি উৎপাদনে নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

—:০:—

বাধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, কসেরুকা, টোমাটো এবং ঐ প্রকার লতা সবজীর বিষয় এত প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। এই সকল উদ্ভিদ জমিতে ভাল উৎপন্ন হয় এবং অনুরূপ জমিতে উদ্ভাদিগকে ভাল করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে গোময় দ্বারা জমিকে উৎকর্ষণে সাবলুপ্ত করিয়া লইতে হয়।

জমির উর্বরতা শক্তির উপর গোময় বান-হারের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রতি কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫৫০ গজ দীর্ঘ ও ৫৫০ গজ প্রস্থ সাধারণ উর্বর জমিতে অর্ধমণ, অল্পকরা জমিতে ১ মণ এবং সম্পূর্ণরূপে অল্পকরা জমিতে ২ মণ পৰিমিত গোময় প্রয়োজনীয়। সীত-কালের প্রারম্ভে বাধাকপি যখন উত্তোলন হইবে 'অনিয়' রোপণ করা হয়, তখন উপ-বাক্ত পৰিমিত গোময়, যে যেরূপ জমি তাহাতে স্থানচ্যাব করিতে হয়। গাছ তুলিয়া অনিয়, রোপণ করিবার দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রতি কোয়ার রড্ জমির উপর অর্ধসের সুপার ফসফেট ছড়াইয়া দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বোপিত চাবাগাছগুলি হইতে দিকড বাতিব হইলেই সেই জমিতে একপোনা নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। পুনরায় ৪ সপ্তাহ পরে আর এক পোনা ঐ সোডা ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য।

লেটুস, এসপিক (কসেরুকা), টোমাটোস প্রভৃতিতে ঠিক পূর্বোক্ত পৰিমিত সাব এবং গোময় ব্যবহার করা কর্তব্য। বীজ বপন করিবার ছয় সপ্তাহ পরে নাইট্রেট অফ সোডা দ্বিতীয়বার যে পরিমাণে উপবোক্ত ফসলে

দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পোনা এই সকল সবজির গাছের মাটিতে দিতে হইবে।

ফুলকপি সবজি সামাজ্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কারণ ফুলকপির ফুলই আমাদের প্রয়োজনে আইসে। উপরোক্ত পরিমিত গোময় এবং নাইট্রেট অফ সোডার সহিত ১ সেব সুপার ফসফেট প্রতি কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫৫০ গজ দীর্ঘ ও ৫৫০ গজ প্রস্থ জমির উপর ছড়াইতে হইবে। অভিজ্ঞতাব দ্বারা ইহা বুঝা গিয়াছে যে, এই শাক সবজি বনাবর পাটতে হইলে সার জলে গুলিয়া নিয়মিত সময় ব্যবধানে নিম্নলিখিত মিশ্রিত দ্রব্যগণের সহিত প্রদান করা হয়। তাহা হইলে জমিতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সুফল প্রাপ্ত হওয়া বাইতে পারে।

বালুবিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফসফেট	..	১ ভাগ।
কাষ্টভ	...	৬ ভাগ।

গুরুতাব বিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফসফেট	...	১ ভাগ।
কাষ্টভ	...	১ ভাগ।

খড়িমাটি ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফসফেট	...	২ ভাগ।
কাষ্টভ	...	৭ ভাগ।

বাসের চাপড়া বিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
কাষ্টভ	...	৪ ভাগ।

উদ্ভানের পরিমাণ মাপিয়া ব্যবহারের পূর্বে মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ৪ গ্যালন জলের সহিত এই মিশ্রিত দ্রব্য একছটাক দ্রব করিয়া সপ্তাহে একবার বাগানের সমুদয় শাক সবজির উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ কথা—সবজির উপর অর্পণ করা হইলে, গাছের অধিক নিম্নে বাহাতে সার ছিটান না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আবাদিগকে অর্ডার দিলে আমরা এই সার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

কাঃ সঃ

গাভীর দুগ্ধপ্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির উপায়।

—:০:—

বিচালী অপেক্ষ কাঁচাঘাসে দুগ্ধ বেশী হয় লাউ, কাঁটা নটে, কচুর ডাঁটা ও কন্দ একসঙ্গে সিক করিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বেশী হয়, এ সকল কথা সকলেই জানেন; নিয়ে দুগ্ধ বৃদ্ধি কব কতকগুলি নূতন প্রণালী লিখিত হইল।

১। বাশপাতা, কাটাল পাতা, তিমসাগব পাতা এবং যৎসামান্য ঘোঁরী—৬ সের আলাত জলে সিক করিবেন, ৩ সেব আলাত থাকিতে নামাটের সেই জলে ১ মুঠা তিল দিয়া গুলকে খাইতে দিবেন।

২। আধসের খেসারী ভিজাইয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় কদের সঙ্গে কুলেব লবন ও কাঁচা নটে দিলে দুগ্ধ বাড়ে।

৩। দুগ্ধ কুমড় এক ছটাক, মুগ এক মুঠা, আতপা চাউ ২ মুঠা—২৫ নিকটা জ্বালা সিক করিয়া পূর্বদিন রাখিয়া দিবেন। পরদিন চটকাইয়া আরো ২৫ নিক জ্বালাইয়া খাইতে দিবেন। ইহাতে অত্যন্ত দুগ্ধবৃদ্ধি হয়।

৪। ১৫ দিন ধরিয় ৯০ আন পরিমাণে তেঁতুল মাটি কদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৫। বন চাসতেব পাতা, তিল, ২৫ কুচি বন আদা কদের সঙ্গে সিক করিয়া খাওয়াইবেন

পুরাতন “কাজের লোক” খেব হইতে চলিল।

৬। ছাড় জোড়া গাছ খাইলে হুঙ্ক বাড়ে।

৭। কেতোর পাতা, কিসাই পাতা, ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে হুঙ্ক বাড়ে। এই ব্যবহার পর, রাত্রে ১ সের ছোলা ভিজান খাওয়াইবেন।

৮। প্রত্যহ ১ মুঠা যব, ১ খানা রান্ধা আলু, আধখানা মোটা একত্র করিয়া খাওয়াইবেন।

৯। রাখাল শশার গেড়ো ১টা, চুপড়ী আলু ১ চাকা, জলে বাটীয়া ভাতাতে কিকিং কোংরা শুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে অসম্ভব রূপে হুঙ্ক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে কঁচা বেলও দিলে হয়।

১০। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৮।১০ সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক লবণ ও ১ ছটাক বন মুগের পাতার রস নিক্কেপ করিয়া ইচ্ছামত গরুকে পান করিতে দিবেন। এত উপায়ে বিগুণ হুঙ্ক বৃদ্ধি হয়।

১১। আধখানা নারিকেল কোরা, ১০ পোরা কোংরা শুড়, ১ ভরি গোটা গোটা সরিষা মিশাইয়া, খাওয়াইলে হুঙ্ক বাড়ে।

১২। রাখপাতা সিদ্ধজলে ২ ভরি জোয়ান, আধ পোরা ইক্ষু শুড় গুলিয়া খাওয়াইলে হুঙ্ক বাড়ে।

১৩। মাষকলাই সিদ্ধ আধসের, ভাতের মাড়, এক পোয়া শুড়, আধভরি পিপুল চূর্ণ, লবণ এক ছটাক,—প্রত্যহ রাত্রে এই যোগটি খাওয়াইলে অত্যন্ত হুঙ্ক বৃদ্ধি হয়।

১৪। মাষাগীর গাছ কুচি কুচি করিয়া বিচালীর সঙ্গে খাওয়াইবেন।

১৫। শিমূল ফুল, চালুতের ভিতরের শাঁস, শতমূলি, চাকুলের পাতা, মানক—এই গুলি একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে এত হুঙ্ক বৃদ্ধি হয় যে—১০ সের মাষকলাই খাওয়াইলেও তত হয় না।

১৬। ৫।৭ টা ভেরেণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিবেন, ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে থাকিতে গরম পালনে দু'উপর দিয়া কাপড় বাধিয়া দিবেন। আধ ঘণ্টা পরে গুলিয়া দোহন করিবেন, এই উপায়ে অত্যন্ত হুঙ্ক বৃদ্ধি হয়।

১৭। ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে কিকিং শুড় নিক্কেপ পূরক সেই জল গরুকে পান করিতে দিবেন।

১৮। কাঁজিতে খড় ভিজাইয়া সেই সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবেন।

হুঙ্ক বৃদ্ধি পক্ষে আধসের শুড়, দেড় সের খেলের কাজ করে।

এই সকল প্রক্রিয়া লেখকের পরীক্ষিত।

বসুধা।

Curious Facts. বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

ইয়োৰোপে ইন্দুরের ইতিহাস।

—:—

ইয়োৰোপের ইতিহাসে বলে যে, ইন্দুর কখন ইয়োৰোপে ছিল না। এমিয়া হইতে কাল ইন্দুরের আমদানী। ইহাদের ইতিহাসে প্রকাশ, "The Black rats first came to Europe from Asia in 16th century and about the begining of the 16th century they arrived America." ইংরাজ গণ বলেন, প্রাচীন ইয়োৰোপে কখন ইন্দুরের কথা শুনা যায় নাই। তারপর ১৭৭৫ খ্রীঃ খেত ইন্দুর এবং ধূসর বর্ণের ইন্দুরের ইয়োৰোপে আবির্ভাব। ইহারা বলে, কটা ইন্দুরও এমিয়া হইতে রুসিয়া ভিতর দিয়া আসিয়া সমগ্র ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। কেহ কেহ বলে

যে, নয়ওরে হইতে খেত এবং কটা ইন্দুরের ইংলণ্ডে আগমন, সেটা ভুল। এমিয়া হইতে কোনরূপে ইউরোপে যার, সেখান হইতে আবার আমেরিকায় গমন করে, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ইহাদের বংশ ছড়াইয়া পড়িয়া অগতাকে বাতিবাস্ত করিয়াছে।

ইয়োৰোপে রং এর ইতিহাস।

—:—

কোচিল হইতে নানা প্রকার নামের লাল রং হয়। এই কোচিল এক প্রকারের কীট, ইহা হইতে কারমাইন, ক্রানলেট প্রভৃতি স্বন্দর স্বন্দর লোহিত বর্ণের উৎপত্তি। কটেলকিস নামক এক প্রকার মাছ হইতে সিলিয়া রং উৎপন্ন হয়। এই মৎসগণ জলে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রকার কালীর মত পদার্থ নিঃসরণ করিয়া দেয়, যাহাতে জল কাল হইয়া যায় এবং তাহাদের শত্রু আর দেখিতে পায় না। ইয়োৰোপের উদ্ভাবন শক্তি তাহাকে এখন চিত্র কার্যে নিয়োজিত করিয়াছে, ইহা হইতে ঔষধও প্রস্তুত হইতেছে। হের্মিন্গাম্বার সিলিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Indian Yellow নামে যে রং ইয়োৰোপে প্রসিদ্ধ, তাহা উষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত। আইভরি ব্ল্যাক হাতীর দাঁত হইতে প্রস্তুত। প্রসিয়ান রু নামক রং ধোড়ার পুঁব এবং পরিত্যক্ত পদার্থ অপরিষ্কৃত পটাসিয়াম কারবনেট মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। প্রথমে দৈবঘটনায় এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়। এখন নিজ্ঞান বলে ইহার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।

ব্লু ব্ল্যাক রং প্রথমে ত্রাঙ্কালতার করলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। টার্কিস রেড বা ঘোরলাল—যেমন সালু কাপড়ের রং, তাহা

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভারতের Madder নামের গাছ হইতে প্রাপ্ত।

শ্যামদেশের গাছোজ রং নারকেলের মালা হইতে উৎপন্ন। ইটালীর সিরেনা নগরের মৃত্তিকা হইতে সিরেনা রংয়ের স্ফটিক নানা প্রকার গাছের ছাল মূল হইতেও পারে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর স্ফটিক হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রথমে তুলা।

—:—:—

১৬০০ শতাব্দীতে সর্ব প্রথম ইংলণ্ডে লাইপ্রস্ এবং স্মারগী হইতে তুলা আনীত হয়। ১৬২৭ সালে ২০০০০০ পাউণ্ড তুলা আমদানী হয়। তখন কলকারখানা হয় নাই। ছেলে মেয়েরাই এ দেশের মত তুলা ধুনি, জু কাপড়টি।

পক্ষীর গতিশক্তি।

শুকুন ঘণ্টার ১০০ মাইল উড়িয়া ঘাইতে পারে। বস্ত্রহংস এবং শোয়ালো (Swallow) পাখী ঘণ্টার ৬০ মাইল হিসাবে উড়িতে পারে। ঈগল পাখী প্রায়ই ১ ঘোড়ার বেগ, সাধারণ কাক ঘণ্টার ২৫ মাইল, একধানা ট্রেনের সমান যায়।

পারাবৎ বাহারী যুদ্ধেব সংবাদাদি বহন করে, তাহার ৬০ হইতে ৮০ মাইল হিসাবে প্রতি ঘণ্টার উড়িতে পারে, এবং ২৪ ঘণ্টা এই ভাবে ঘাইতে পারে। এতদ্বির বহু প্রকারের পাখী আছে, বাহারী উড়িয়া ৬০।৭০ মাইল প্রতি ঘণ্টার হইতে পারে।

স্ত্রীর অশ্রু।

অনেক ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছে :—

“Never witness a tear from your wife with, apathy or indifference. Words, looks, action all may be

artificial, but a tear is unequivocal; it comes direct from the heart and speaks at once the language of truth, nature and sincerity.”

অর্থাৎ স্ত্রীর অশ্রু মূল দেখিয়া উপেক্ষা করিও না। তাহার কথা, কাজ, দৃষ্টি সমস্তই কৃত্রিম হইতে পারে, কিন্তু অশ্রু একেবারে হৃদয় হইতে প্রধাবিত হইয়া তাহার অন্তরের ভাষা তাহার স্বভাব, মনের গতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে।”

কিন্তু একথা কি প্রকৃত? অনেক স্ত্রীলোকের মাঝাকারী দেখিয়াও কতলোকে প্রতারিত হয়। এইজন্য আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

“স্ত্রীয়া-চরিত্রে পুরুষস্ত ভাণ্ডাং

দেবা ন জানামি বতো মনুষ্যম্।

স্ত্রীর চরিত্র, পুরুষের ভাষা দেবভাণ্ড গণন বিশেষ অবগত নহেন, তখন মানুষ কোন ছার বে স্ত্রী চরিত্র পাঠ করিতে পারে।

স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড বলিয়াছিলেন যে, আমি মানুষের তিনটি চিহ্ন দেখিয়া জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীতে পার্থক্য স্থির করিতে পারি। (১) ক্রোধ সংবরণ, সাংসারিক অশৃঙ্খলতায় নৈপুণ্য এবং একই কথার পুনরুক্তি দোষ বর্জিত পত্র। প্রত্যেক জ্ঞানীর এই তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

“TRIFLES MAKE PERFECTION.”

একটি ক্ষুদ্রগর।

ক্ষুদ্র উপেক্ষাব নয়, কাবণ ক্ষুদ্র হইতেই সম্পূর্ণতাব স্ফটিক, ক্ষুদ্র বালুকাকণা উপেক্ষাব হইতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালুকা কণার সমষ্টিতে সম্পূর্ণ ও বৃহৎ পর্বতমালার স্ফটিক হয়। মাইকেল এনজিলো একজন ভুবন বিখ্যাত

ভাস্কর ছিলেন, প্রথমে খোদাই করিয়া জীবিত বা মৃত মানুষের অবিকল মূর্তি প্রস্তুত করিতেন।

একদিন তিনি একটি বন্ধুর প্রতিমূর্তি খোদন কার্যে নিয়োজিত আছেন, এমন সময় তাহার সেই বন্ধু উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সপ্তাহ পূর্বে যেমন দেখিয়া গিয়াছিলেন, আজও যেন সেইরূপই দেখিলে বোধ হইল এবং বন্ধু মাইকেল যে তাহার কার্যে এতদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহাই ধারণা দাঁড়াইল, বলিলেন “দেখিতেছি তুমি এ কয়দিন মোটেই একাধারে হস্তক্ষেপ কর নাই।” এঞ্জিলো বলিলেন “সে কি কথা, এই দেখ, মূণ্ড চক্ষুতে কত ভাব আনিরাছি, হাতের প্রত্যেক শিরটি প্রকাশ করিয়াছি।”

বন্ধু বলিলেন “ওসব ক্ষুদ্র, সামান্য কাজে আর কত সময় লাগিয়াছে।” এঞ্জিলো—বলেন—“But recollect, trifles make perfection and that perfection is not trifle” অর্থাৎ প্রত্যেক নগ্ন ক্ষুদ্র সমষ্টিতেই গন্ত সম্পূর্ণতার উৎপত্তি। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখি, তখন কি ক্ষুদ্রের স্মৃতি বলিয়া কেহ উপেক্ষা করে?” বন্ধু নীরব হইলেন। আমাদেরও ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া বহু সর্বনাশ হইয়া থাকে। স্বভাবের ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র ব্যয় প্রভৃতি আমরা উপেক্ষাব চক্ষুতে দেখি, কিন্তু যখন সেই সকল ক্ষুদ্র দোষ একত্রীভূত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, তখন অমুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। তাই বলি ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষার কিছুই নাই। মানুষ, জীব শরীর, জড় অজড় সমস্তই পরমাণু সমষ্টি মাত্র—“Trifles make perfection”

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

ভারতে জাপানের

বাণিজ্য।

জাপানের 'পোয়াবার'।—ভদিকে ইউরোপীয় সমর প্রাদুর্ভাব বিবদমান শক্তিসমূহ যখন বল পরীক্ষার ব্যস্ত, তখন এদিকে জাপান যে শনৈঃ শনৈঃ ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আপন অধিকার বিস্তার করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। আজ কাল অষ্ট্রিয়া ও জার্মান দেশের মাল এদেশে আসিতেছে না, কাজেই জাপানের 'পোয়াবার' পড়িয়াছে। পূর্বে অষ্ট্রিয়া-দেশজাত কাচের জিনিস ভারতে অনেক বিকাইত। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছিয়ানী লক্ষ টাকার কাচের বাসন কেবল অষ্ট্রিয়া হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৩-১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের দরুণ উহা অনেক পরিমাণে কমিলেও মোটের উপর অষ্ট্রিয়ার আমদানী অল্প কোন রাজ্য আপেক্ষা নূন হয় নাই। এ বৎসর অষ্ট্রিয়া মালের আমদানি একেবারে নাই, কাজেই জাপানী কাচ দ্রব্যের কাটতি ভারতে বহুল বাড়িয়াছে। জাপান হইতে এদেশে কাচের জিনিস আসিয়াছিল ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ১২, ৮১, ২২২ টাকার এবং ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ১২, ৬৫, ২৩২ টাকার। পক্ষান্তরে খাস ইংলও হইতে আমদানির পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হ্রাস হইয়াছে। বিগত মার্চ মাসে বিদেশ হইতে ষড় টাকার কাচের জিনিস এদেশে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্ধেকের উপর আসিয়াছে শুধু জাপান হইতে। কেবল কাচের ব্যবসারে নহে, দেশলাইর বাণিজ্যেও জাপান ভারতের বাজার একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিরূপ তড়িদ্গতিতে জাপান বর্তমান সুযোগের সম্বাবহারে প্রাণপণে লাগিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে সহজে বুঝা যাইবে;—

জাপানী দেশলাই আমদানির পরিমাণ।

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ৩২, ০৬, ৮২৪ টাকার
১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ৬২, ০৭, ৬১৬ টাকার
১৯১৪ খৃঃ মার্চ মাসে— ৩, ১২, ৮৭৬ টাকার
১০১৫ খৃঃ মার্চ মাসে— ১১, ৬৮, ১৪৯ টাকার
গত পূর্ব মার্চ মাস আপেক্ষা বিগত মার্চ মাসে নয় লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জাপানী দেশলাই এদেশে আমদানী হইয়াছে। জাপান শুধু অধ্যবসায় বলে এখন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর এদেশবাসী ধনাঢ্য সম্প্রদায় কোম্পানির কাগজে লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিয়া নিশ্চিত মনে দিন বাপন করিতেছেন। হায় রে অদৃষ্ট!

—•—

টাকা ও বিবি।

—:—

টাকা ও বিবি।—পজাব-লাহোরের "দীপক" সংবাদ পত্রে প্রকাশ,—মোরাদাবাদের আদালতে এক বিবির নামে এক মামলা রুজু হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ,—একজন উকিল ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসিতে ছিলেন; পরে এই গাড়িতে এক বিবি উঠিলেন। উকিল টাকা গণিতে ছিলেন;—এ টাকা তাহার ফিয়ের টাকা। বিবি এই টাকা উকিলের নিকট চাহিলেন,—বলিলেন,—যদি টাকা না দাও,—তাহা হইলে, আমি শিকল টানিয়া ট্রেন থামাইব, পরে বলিব, তুমি আমার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিয়াছিলে।" উকিল শুনিলেন,—কিন্তু কিছুই বলিলেন না; আবার বিবি এই কথা বলিলেন,—এবারও উকিল কোন উত্তর দিলেন না। তখন বিবি সত্য সত্যই শিকল টানিবার দৃষ্টি উঠিলেন। এই সময় উকিল উঠিয়া বিবির নিকট গিয়া বলিলেন,—“আপনি করিতেছেন কি? আপনি চেন

টানিতে চাহিতেছেন কেন? যদি আপনার বক্তব্য আপনি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহা আমি যথাসাধ্য আপনার চেষ্টা করিতে পারি।” বিবি তৎক্ষণাৎ কাগজে আপনার বক্তব্য লিখিয়া, উকিলকে তাহা প্রদান করিলেন। উকিল পরবর্তী ট্রেনেই পুলিসকে ইহা জানাইলেন। অতঃপর মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা বলিতেছেন,—বহু বৎসর পূর্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্টার মহিম চন্দ্র পাল এক শনিবার বারাসত হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন। এ দিন ইনি মাহিনা পাইয়াছিলেন,—মাহিনার টাকা লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আসিতেছিলেন। সমদয় ট্রেনে এক বিবি ইহার গাড়িতে উঠিল। ডেপুটি ম্যাজিষ্টার বিবিকে দেখিয়া একপ্রান্তে সরিয়া গিয়া বসিলেন। বিবিও তাঁহার নিকট গিয়া বসিল। উভয়ে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। বিবি জানিতে পারিল,—ডেপুটির নিকট টাকা আছে। তখন বিবি ডেপুটির নিকট টাকা চাহিল; বলিল,—না দিলে আমি তোমার ঘোর বিপদে ফেলিব।” মহিম বাবু বেগতিক বুঝিয়া টাকাটা বিবিকে প্রদান করিলেন, আর সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—“রেল ট্রেনে কেবল মাত্র ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে আর কখনও ভ্রমণ করিবেন না।” দেখা বাউক, মোরাদাবাদের মোকদ্দমার কিরূপ ঘটে। এ সকল পাপ ইউরোপেই আছে, এখন আবার ভারতে আসিতে আরম্ভ হইল! কর্তৃপক্ষের নিয়ম করা উচিত, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরুষের গাড়ীতে মেয়ে মানুষ উঠিতে পারিবেন না; স্ত্রীলোকদের নির্দিষ্ট গাড়ীতেই স্ত্রীলোক উঠিবে। এ দিকে উকিলের উপস্থিত বুদ্ধিও চমৎকার।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভারতের Madুতি-যোগ

প্রাথ।

সংগ্রহ

দত্তকপুত্র।

—:—:—

চলিত কথায় ইহাকে দাঁত কড়মড়ি কহে। কেহ বা নিদ্রিত অবস্থায়, কেহ বা জাগিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া থাকেন। কুককার অর্থে পুচ্ছের সাতগাছি লোম লটরা তাহার বেনী প্রস্তুত করিয়া গলায় বাধিলে ইহা আরোগ্য হয়। (২) কঁকড়ার একটা পা হৃদয়ের সহিত পাক করিয়া সেই হৃদয় বন হইলে নামাইয়া নিমার্ণ শরনের পূর্বে তাহা দ্বারা পদবর লেপন করিলে। ইহাতেই দত্তকপুত্র হইবে।

দাঁতের পোকা—বিচিকলায় শিকড় কিবা কেতুতার শিকড় পোকা ধরা দাঁতে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। ২। সিজের শিকড় অথবা বড় পানার শিকড় কিবা ক্রিয়াট্রের মূঃ রোণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে পোকা পড়িয়া যায়, অথবা মরিয়া যায়।

৩। বটগাছের আঠা পোকা ধরা স্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

৪। রক্তন অগ্নিতে উত্তম করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়।

দাঁতের নালি ঘা—রক্তন হিং এবং আক-
নের আঠা একত্র করিয়া দাঁতের গোড়ার
নালিতে লাগাইলে আরোগ্য হয় এবং পোকা
ধাকিলে মরিয়া পড়িয়া যায়। ২। পাকা
তেঁতুল ও লবণ একত্রে বাটীয়া দস্তহানে
লাগাইলে কথকিত জ্বালা করে বটে, কিন্তু
বিশেষ উপকার দর্শে।

Please Note.

For anything from Calcutta, ask
THE ECONOMIC CALCUTTA
SHOPPING MODEL AGENCY
COMPANY,

71, South Road Entally, Calcutta.
Special Features, No Commission
charged to customers, First rate
efficiency, thorough reliability.

অবসর সময়ের কাৰ্য্য দ্বারা মাসিক ১০০
টাকা উপার্জন করিতে হইলে ১০ অঙ্ক
আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র
লিখুন:—
এম, বিখাস পিপলস এড্‌ভাইসরি এসোসিয়েশন
৭১ নং সাউথ রোড, ইটালি, কলিকাতা।

বৈষ্ণবাজ' পণ্ডিত শ্রীধরশঙ্কর সেন
কাব্যতীর্থ—বাচস্পতি-সম্পাদিত।

“প্রাণো বা অমৃতম্”

আয়ুর্বেদ-বিকাশ।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, চিকিৎসা ও নীতিবিষয়ক
বঙ্গভাষায় একমাত্র উচ্চশ্রেণীর অত্যাংকুট
সচিত্র মাসিক পত্র। বহুসংবাদ পত্রে ও
জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।
প্রত্যেক জিজীবিবুগ্ধ ও চিকিৎসা-
ব্যবসায়ীর একান্ত পাঠ্য। অগ্রিম বার্ষিক
মূল্য ২/ কাৰ্য্যধ্যক্ষ-আয়ুর্বেদ বিকাশ, ঢাকা।

কলিকাতা কামেরা কোর।

বিবিধ প্রকারের আধুনিক উৎকৃষ্ট
কামেরা, প্রেট, মাল মসলা, প্রচুর এবং টাটকা
আমদানী হইয়াছে। এখানে ফটোগ্রাফ
হইতে উৎকৃষ্ট ব্রোকাউট এম্বলার্মেন্ট করা হয়
দর মূল্য—এবং জিনিস সমস্তই ভাল
একবার পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিবেন।

কলিকাতা কামেরা কোর।

৮/২ হম্পিটাল স্ট্রিট, হার্ট ব্রাদার্সের পশ্চিম
ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

২০০ শত মাত্র।

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের
টাইকয়েড্‌ চিকিৎসা ১/ টাকা স্থলে ১০ আনার
দেওয়া বাইবে। কিন্তু স্কুলের শিকক না
স্কুলের বিল দেপাইতে হইবে। অপরের পক্ষে
মূল্য ১/ টাকা। সমস্ত ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া
ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত
রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্য্যধ্যক্ষ “কাজের লোক”

১৭ নং অক্টুব দস্তের লেন (ওয়েলিংটন
স্ট্রিট) বহুবাজার।

২৫।১৫ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা,
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭নং অক্টুব
দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্র মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ ।

New Series.

নূতন সংস্করণ ।

Vol. IX.

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

JUNE 1915.

জুন, ১৯১৫ ।

No. 6.

Notes of Interest.

ভারত রক্ষা বিধি ।

—:—:—

নবপ্রবর্তিত ভারতরক্ষা-বিধির প্রথম ধারার অন্তর্গত তৃতীয় উপধারা অনুসারে বড়গাট লর্ড হাডিঞ্জ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর নিম্নলিখিত জেলা-সমূহে ঐ আইনের ৩ ধারা হইতে ১ ধারা পর্য্যন্ত বিধি আপাতত কার্য্যকরী হইবে । জেলাসমূহের নাম—মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, খুলনা, ঢাকা, করিমপুর, মৈমনসিংহ, বাথুরগঞ্জ, বাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, পাবনা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম । যেটি কথা প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গে এবং মাত্র কয়েকটি জেলা বাদ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে এই নব বিধি কার্য্যকরী হইল । পশ্চিমবঙ্গে কেবল বর্ধমান, বাঁকুড়া

বীরভূম, নদীয়া, মুন্সীগাঁদাবাদ ও যশোহর এই কয়টি জেলা পূর্ববঙ্গের দার্জিলিং, মালদহ ও বগুড়া জেলা এবং খাস কলিকাতা নগরটি বাদ রহিল । ইতিপূর্বে ঐ নূতন আইন পঞ্জাবে কার্য্যকরী করা হইয়াছিল, এইবার বাঙ্গালাতেও হইল । এই নূতন আইনের মূল কথাটা এই যে, কোন পুলিশ-চালানী ফৌজদারী মামলা গবরনমেন্ট ইচ্ছা করিলে সাধারণভাবে বিচারে পরিবর্তিত একবারে এক বিশেষ আদালতে বিচারের অস্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন । এই আদালতে তিন জন বিচারক থাকিবেন, ইহার গবরনমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক কার্য্যকরী পুরুষ । এই তিন জনের অধিকাংশের মতে বিচার কার্য্য হইবে । ইহাদেব বিচারই চূড়ান্ত বিচার, ইহার উপর আপীল নাই । ইহার প্রাণশব্দ পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন । বিচারকজন্ম যদি

স্বাধীনচেতা বিচক্ষণ, নিবপেক্ষ, আইনজ্ঞ হন, তাহা হইলে এই আইনে নির্দোষের কোন ভয় নাই । আশা করি, গবরনমেন্ট এই বিচারক নিয়োগ খুব বুদ্ধিগা করিবেন । বঙ্গবাসী

কাশীমবাজারের মহারাজা ।

—:—:—

কাশীমবাজারের মহাবাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা প্রীত হইলাম । মহারাজ দাতা ও বিদ্যাংসাহী । তাঁহার উত্তমে, ব্যয়ে ও উৎসাহে বাঙ্গালীসমাজে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । সাহিত্যক্ষেত্রে দিকে দিকে তাঁহার কীর্ষি বিরাজিত । ইহাকে সম্মানিত করিতে সরকারের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।

পুরাতন “কাজের লোক” শ্রেণী হইতে চলিল ।

ধানকুড়িয়ার জমিদার ও ব্যবসায়ী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসন্ত মহাশয় এবার রায়
লাহোর হইলেন। বসন্ত মহাশয় বশীরাট
অঞ্চলের 'দাতাকর্ণ' বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।
ইহার পিতা স্বর্গীয় শ্রীমন্ত বসন্ত মহাশয়ের
অমুগ্রহে এই অঞ্চলের লোক গত দুর্ভিক্ষের
সময় প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।
বসন্ত মহাশয়ের এই সম্মানলাভেও আমরা
স্বাগী।

—:—
রেশম সূত্র
—:—

সম্প্রতি পুন্না কৃষিকলেজ হইতে রেশমসূত্র
নির্মাণ সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে
লেখক বলেন, বাঙ্গালার রেশম সূত্রনির্মাণ
শ্রমিকগণেরা জানেন না যে, তাহাদের মাল
কোথায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।
কাজেই তাহাদিগকে মধ্য-ব্যবসায়ী মাড়োয়ারি
মহাজনগণের মারকতে মাল বিক্রয় করিতে
করিতে হয়। ফলে সেরা লাভের অংশ
মাড়োয়ারিগণ মারিয়া লয় এবং লেখকের মতে
ইহাই বাঙ্গালার রেশমশিল্পের অবনতির
অন্ততম কারণ। লেখকের মত কতটা
সমর্থনযোগ্য, তাহা বিবেচনা করা বাউক।
মধ্য ব্যবসায়ী (middlemen) সকল কার-
বারেই আছে এবং চিরকাল থাকিবে;
মধ্য-ব্যবসায়ী ব্যতীত কোন কারবার চলিতে
পারে না, তবে এক্ষেত্রে যে রেশম সূত্রের
ব্যবসায়ী অধুনা কেবল মাড়োয়ারি মহাজন-
গণের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে, তাহার
হেতু লাভের আধিক্য নহে বরং রেশমের
ব্যবসায়ের রস নাই বলিয়া। যখন কারবারে
রস ছিল, তখন বড় বড় বিলাতী মহাজনেরা
এদেশে রেশমের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা
মূলধন নিয়োগ করিতেন। আজকাল লাভ
কমিয়াছে, সুতরাং তাহারা একে একে

কারবার ওটাইয়াছেন। গত কয়েক বর্ষের
মধ্যে বেঙ্গল সিক কোম্পানি, সুইপেন
কোম্পানি, এন্টারপ্রাইজ কোম্পানির বড় বড়
ফ্যাক্টরি বন্ধ হইয়াছে। এই সকল সাহেব
কোম্পানি পৃথিবীর কোন স্থানে বাঙ্গালার
রেশম উচ্চমূল্যে বিক্রীতে পারে, তাহা কি
জানিতেন না? ফল কথা, বাঙ্গালার রেশম
কিছু এতই নিকট যে, শুদ্ধাচার রেশমের দ্বারা
চীন-জাপানের জহিত প্রতিযোগিতা চলে
না, কাজেই এই দারুণ অধঃপতন। বাঙ্গালা
কৃষিনির্মাণ রেশমের চাষে বর্ষে বর্ষে বহু
অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সকল
চেটেই বিফল হইতেছে; দিন-দিন এদেশের
রেশমশিল্প ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে। এ গতি
রোধ করিতে হইলে এদেশে উৎকৃষ্টতর
রেশমকীট জন্মাইতে হইবে, নচেৎ শুধু ফাঁকা
কথায় বা বাজে রিপোর্টে কাজ হাসিল
হইবে না।

—:—
মহাকালী পাঠশালা।
—:—

কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা ১৮৯২
সালে মাতাজী মহারানী তপস্বিনী কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষার
নিমিত্তই এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। অনেক
রাজা মহারাজাই এই পাঠশালার পৃষ্ঠপোষক।
৬৯ নং স্ক্রিফা স্ট্রিটে এই পাঠশালা অবস্থিত।
মহারানী তপস্বিনী এই বাটী ক্রয়ের নিমিত্ত
প্রায় ৪২ হাজার টাকা খণ করিয়াছিলেন।
সময়ে সময়ে তিনি এই টাকার কতক কতক
শোধ করিতেন;—ফলে তাহার জীবদ্দশায়
এই খণ প্রায় ২৮ হাজার টাকার দাঁড়াই-
য়াছিল। কলিকাতা ব্যাঙ্কের স্তর ডেবিড
ইয়ল সাহেবই অল্পে অল্পে তাহাকে এই টাকাটা
ধার দিয়াছিলেন। এখন এই টাকা স্তরে

আসরে প্রায় ৩৮ হাজার দাঁড়াইয়াছে।
মাতাজী এক্ষণে পরলোকগতা; আর কলিকাতা
ব্যাঙ্কও এক্ষণে মারকেটাইল ব্যাঙ্কে স্থান-
ান্তরিত, এই শেষোক্ত ব্যাঙ্ক এই টাকা আদায়ের
জন্ত হাইকোর্টের আদিম বিভাগে বালিশ ক
করিয়াছিলেন। আদালত এই টাকার ডিক্র
দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বাটী ব্যাঙ্কের
নিকট বাধা আছে। যদি ব্যাঙ্কের ডিক্রীতে
ইহা বিক্রীয়া যায়, তাহা হইলে, সেই সঙ্গে
সঙ্গে পাঠশালার অস্তিত্বও তিরোহিত
হইবে। ইহারা এই পাঠশালার স্থিতি এবং
উন্নতিকামী—তাহারা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত
হইয়াছেন,—এবং এই বাটী ও পাঠশালা রক্ষার
নিমিত্ত অর্থসংগ্রহে উৎসাহী হইয়াছেন।
যিনি বাহা দিবেন,—তাহা নিম্নলিখিত যে
কোন ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেই চলিবে,—

(১) অনন্দির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল
উকীল হাইকোর্ট। ১৭ নং প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জির
রোড, টালা, কলিকাতা।

(২) কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র মল্লিক
বাহাদুর। মার্কেলপ্যালাস। মুক্তারাম বাবু
স্ট্রিট, কলিকাতা।

(৩) কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
জমিদার,—উত্তরপাড়া।

(৪) শ্রীযুক্ত রমণলাল খাঁ, বেকার।
১৪৭ বেগিরাটোলা লেন, হাটখোলা
কলিকাতা।

মহাকালী পাঠশালা হওয়ার মিশনারীদের
এবং ব্রাহ্মদের বালিকা বিভাগেরে হিন্দু
বালিকা প্রেরণের স্রোত অনেকটা কমি-
য়াছিল। যদি মহাকালী পাঠশালা উঠিয়া
যায়, আবার সেই স্রোত বহিবে। তাই
বলি সাবধান! বাহারা মেয়েদের স্কুলে
পাঠাইবেনই, তাহারা মহাকালী পাঠশালা
রক্ষার জন্ত প্রাণপণ বন্দ করুন। তাহা

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

না হইলে মহাকালী পাঠশালা অভাবে তাঁহাদের মেয়েরা কুশিক্ষার বিধি বন্নিয়া যাইবে। সেটা নিশ্চয়ই এখনও বাঞ্ছনীয় নহে।

—:—

ভারতে জাপানী ব্যবসায়।

—:—

অন্ধর্থে হৃদয় চিত্র দেখান বৃথা, কারণ জন্মব অশ্রুতবের ধারণা যাহাব নাট সে তাহার কি বুঝিলে? সহযোগিনী “সঞ্জিবনী” ভারতে জাপানের ব্যবসায়ের একটা চিত্র এবং হিসাব দেখাইয়াছেন, উদ্দেশ্য, সেই হিসাব দেখিয়া যদি আমাদেরও কয়ে প্রযুক্তি জন্মে, আমরাও উদ্যোগী হইয়া কিছু কিছু নিজেদের অভাব পূর্ণ করিবাব জন্য বন্ধ পবিকব হই। কিন্তু সে আশা হুবাশ। দাস্ত্র নিয়ত বাঙ্গালীসে চক্ক নাই, সে জ্ঞান নাই, আমবা যে চিবনিজিত? বুকি কেবল টাকার হৃদ, আব চাকরী, উমেসারী। উদ্যোগী পুরুষ যাচাবা, তাহারাই এই ডমক ধবনী শুনিয়া কালকনির জ্ঞার স্বীয় বিবব হইতে বাহির হইয়া স্বকাথো প্রযুক্ত হইত। এ ডমক ধবনিতে টোড়া জাগেনা আমবা আব এখন মাগুয নহি, উদ্যোগ, অশা হীন মৃতবং জাতি, জগতে উপেক্ষাব অবজ্ঞার আবর্জনার মধ্যে দিব্য মৃতপ্রায় জীবন অতিবাহিত করিয়া নিঃস্বপ্নাটে জীবন কাটাই তেছি। ইহাই আমাদের ভাবিক এবং বিশেষ বব। এই ঘোব সময়ের মধ্যেও উদ্যোগী জাতিগণ আপনাদের স্বার্থসাধনে যত্নবান, কেবল আমবা যে তিমিবে সেই তিমিরেই থাকিব এবং পবমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন কাটাইব। ইহাই বাঙ্গালীর বিধির্দি।

“সঞ্জিবনী” দেখাইতেছেন, যুদ্ধাবস্তার পর হইতে ভারতবর্ষে জর্জরী ও অসুখাব বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। জাপান

তাহারের স্থান অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছে।

১৯১৩-১৪ সালের আগষ্ট হইতে মার্চের শেষ পর্যন্ত ৮ মাসে জাপান হইতে কলিকাতায় বত টাকাব যে জিনিস আমদানি হইয়াছে, তাহাব সঙ্গে যুদ্ধের পব এই ৮ মাসে কত টাকাব জব্বা আসিয়াছে, তাহাব তুলনা করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

পূর্বে দেশলাই ১,৮২৬,৩২৫ গ্রোস আসিয়াছিল, তাহার দাম ৯,৫৭,১২৮ টাকা। যুদ্ধের পব আটমাসে ২, ১১৫, ৪৫৫ গ্রোস আসিয়াছে, তাহাব দাম ১৫, ৩৩, ৮৩১ টাকা।

গত মার্চের শেষ পর্যন্ত জাপান ভারত বর্ষে ৩২৬০০ গ্যালন নিরাবদম্য পাঠাইয়াছে, মূল্য ৫১ ৯৯৭। ১৯১৩-১৪ সালে এই সময়ে ৫৮৬ গ্যালন পাঠাইয়াছিল, দাম ১০২৭ টাকা।

কাচের মুক্কা প্রভৃতি জাপান গত আগষ্ট হইতে ৪লক্ষ টাকাবও বেশি পাঠাইয়াছে, গত বর্ষে পাঠাইয়াছিল ২,৭৮,০০০ টাকাব। অস্ট্রিয়া বংসবে ১৮ লক্ষেরও উপরে পাঠাইত।

১৯১৩-১৪ সালে মোটরবৈব সাজসবজ্ঞামেব জগ্গ এদেশে কেচ জাপানের দিকে তাকান নাই। যুদ্ধাবস্তার পব হইতে এদেশে ১,১১,৭০২ টাকাব মোটরবৈব সবজ্ঞান আসিয়াছে।

১৯১৩-১৪-ব আগষ্ট হইতে মার্চ পর্যন্ত জাপান আমাদেরিগকে ১৮,২৮৮ টাকার সাবান দিয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে ২৪,০৫৬ টাকাব দিয়াছে।

ছোট ছোট জিনিসপত্র ফিতা বাশী, সাবান এসবস্ত বিক্রয়ে জাপান গ্রেট ব্রিটেন ও জর্জরীকেও হাবাইতে চলিয়াছে। কেননা ১৯১৩-১৪-ব আগষ্ট হইতে মার্চের মধ্যে ছুতা-নাড়ী করিগী আমাদের কাছ থেকে ২,০৬, ২২৯ টাকা লইয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে

২,১০,৩০১ টাকা লইয়াছে। যুদ্ধাবস্তার পর হইতে কার্পাসের কাপড় জাপানের কাছ থেকে ৬,৭৪,৮৯৪ গজ লইয়াছিল, দাম ১১, ১৭,৪৬৪ টাকা। পূর্বে কিন্তু ১,৫৮৫,৬৫০ গজ আসিয়াছে, তাহার দাম ৩,০০,৫০২ টাকা মাত্র।

যুদ্ধের পর চা'র বাস্স আসিয়াছে ২, ৩৯, ০২১ টাকাব। ১৯১৩-১৪ আগষ্ট মার্চে ৬২,২৪৩ টাকাব আসিয়াছিল।

১৯১৩-১৪ এ মিষ্ট জব্বা (barley-sugar) কেবলমাত্র ৫০ টাকাব আসিয়াছিল। যুদ্ধাবস্তার পব হইতে হাজার টাকাব মিষ্ট জব্বা আসিয়াছে।

১৯১৩-১৪ সালে জাপান হইতে বস্ত্রাদি খেতবর্ণ করিবার মসলা আনা হয় নাই। গত আগষ্ট মাস থেকে ৬,৬০০ টাকার মসলা আসিয়াছে।

এইরূপ আরো নানা ছোট ছোট জিনিসের বাজাব জাপান দিনের দিন একেবারে গ্রাস করিয়া বসিতেছে।

অস্ট্রিয়া হাংগেরি ও জর্জরীসেব মজা বিপদ। কেননা ১৯১৩-১৪ সালে জর্জরী বঙ্গদেশে ৩,৭৪,২০,১৩০ টাকা লইয়াছিল। গত মার্চের শেষ পর্যন্ত ১,২৭,৮৩,৩২৭ টাকা লইয়াছে। অস্ট্রিয়া হাংগেরি ১৯১৩-১৪ সালের ৮ মাসে ১১,৫৬,২৮৮ টাকা লইয়া গিয়াছে। জাপান, পক্ষান্তরে ১,৫৫,৫২,৩০৪ টাকাব স্থলে ১,৬১ ৪২,১৪৮ টাকা লইয়া গিয়াছে।

আব আমবা বিষয় বিক্ষুব্ধিত নেত্রে দেখিয়া কেবল ভাবিক করিতেছি মাত্র। উদ্যোগের কথা ত ছুরের কথা, স্বপ্নেও কিছু করিবাব চিন্তাও এখন জদবে স্থান দিই নাই এই টুকুট আমাদের বিশেষ আব কি।

‘মুক্তান্তর’ ‘কাঞ্চন লোক’ শেষ হইতে চলিল; তৎপন্ন লটন।।

Condition of crops. বাঙ্গালার কৃষির অবস্থা।

—:—

রাজ্যের সহিত প্রচার কর্তৃক যেন এক-
হত্রে বাঁচা, আমরা হিন্দু একথা বেশ বুঝি।
রাজ্যের অমঙ্গলের সময় প্রচার যত্নের আশা
হয়না। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা বাঙ্গালার
পত বৎসর হইতেই ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া
দাঁড়াইতেছে, কারণ পত্রের হিসাবে আমদানী
রপ্তানির শোচনীয় অবস্থা না হইতে পারে,
কিন্তু সাধারণ দেশীয় ব্যবসায়ীর অবস্থা
শোচনীয় হইয়াই উঠিয়াছে, বহু ব্যবসায় বন্ধ
হইয়াছে, বাহারা এখনও আছে, তাহাদের
অস্তিত্ব লোপ হইতে বড় বিলম্ব নাই—ক্রমা-
গত ক্ষতি স্বীকার আর কত করিবে? ক্রেতার
অভাব। সহরের লোকেরই ব্যয় সংকুলান
করা কঠিন হইয়াছে, পল্লীবাসীর অবস্থা যে
কত শোচনীয় হইয়াছে তাহা অমুমের।
সেইজন্য ক্রেতা নাই। এই সকল অব-
স্থার উপর অনেক স্থলেই আদৌ বৃষ্টি হয় নাই।
জলশয়ে এখনও জল হয় নাই, কৃষিকাজে
এখনও খুলা উড়িতেছে। কলিকাতা এবং
নিকটবর্তী স্থানের লোকে এ অবস্থা বুঝিতে
পারেন না, এখানে সামান্য বৃষ্টিতে যখন রাজ-
পথ ভাষিয়া যায়, তখন সমগ্র ভারতের অবস্থা
উঁহারা অনারামেই কলিকাতার মত ভাবিয়া
লইতে পারেন। কিন্তু বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া,
পূরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বহু স্থানেই
প্রাণহানি হইতে চলিল, এখনও কৃষিকার্য
আরম্ভ হইতে পারে নাই। যেখানে ক্যানেল
কাছে, সেই সকল স্থানে কিছু কিছু আবহ
হইয়াছে যাত্র, সুতরাং অবিগড়ে যদি বৃষ্টি
না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার অবস্থা এবার
অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে তাহার
আর সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গের বহু স্থানেই

ইহার মধ্যেই দারুণ অরুণ হইয়াছে।
সাবধান হইয়া না চলিলে সমগ্র বাঙ্গালার অরু-
ণ কষ্টের হাহাকার উঠিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ
আবার সতর্ক হইতে হইবে কিরূপে? বলি-
তেছি।

যুদ্ধের ব্যয় হইতেছিল দুই কোটি
টাকা, এখন হইতে ৩ কোটি টাকা দৈনিক
ব্যয় হইবে এইরূপই স্থির হইয়াছে। এবার
অবস্থার পূর্ববর্তী বিলাতে মিতব্যয়ের জন্য
প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেছেন। এই
সকল দেখিয়া প্রাজ্ঞবাক্তি রাজ্যেরই এদেশেও
ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হয়। যুদ্ধ যে কতদিনে
শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারেন না বরং আরও
ভয়ঙ্কর যুদ্ধেরই আয়োজন হইতেছে। এদেশের
বিলাসময় লোকগণের এই সময় হইতেই
সাবধান হইতে হইয়াছে। কারণ দুর্ভিক্ষ হইলে
এবারে রক্ষা করে কে? রাজা যুদ্ধে ব্যাপৃত,
দেশের ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ লোকের
হাহাকার সঞ্চল, এমন অবস্থার যতদূর সম্ভব
সকলেরই বিলাসিতা, মারলা, মোকর্দমা প্রভৃতি
সাংঘাতিক উপসর্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া
বথাসম্ভব সঞ্চয় ও সঞ্চিত শক্তির অপচয় নষ্ট
করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাতে হইবে।
তাহা হইলে রাজা ও রাজকর্মচারীকে
আমাদের জন্য বিব্রত করা হইবে না
এবং কোনরূপে আমাদের জীবন রক্ষা
হইবে। এদেশের মিতব্যয়িতার ধারণা নাই।
অল্পদেশে পান ভোজনের খুঁটি নাটি ব্যয়ের
সংক্ষেপ করিয়া অনেক অর্থ বাঁচাইতে
পারেন। এদেশের আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষার
বিলাসিতার অপব্যয় বেশী, আর অপেক্ষা
ব্যয়ের পরিমাণ অধিক, সেই জন্য অসম্ভব
অভাব। আজ যদি আমরা অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়
ব্যতীত, অপব্যয় কুসাই, তাহা হইলে সঞ্চিত
অর্থ এবং শক্ত হারা কোনরূপে রক্ষা পাইতে
পারি।

পল্লীগ্রামের বিলাস বিক্রম সমস্তই কৃষি-
জাত শত্রু হইতে। সেই শত্রু অপব্যয়ে মট
কয়িলে এবার দুর্ভিক্ষের সীমা থাকিবে না।
এইজন্য প্রত্যেক লোকেরই মিতব্যয়ের স্লিকে
দৃষ্টি পতিত হওয়ার দিন আসিতেছে।
ভগবান করুন, যুগান্তে শান্তি স্থাপিত হউক,
নচেৎ সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ অশেখা
অভাগিনী ভারতেরই দুর্ভিক্ষা অধিক হইবে।
এদেশের শিল্প বাণিজ্যে অমঙ্গল, বিলাসী
উদ্যোগহীন, মোকর্দমাবাজ, লোকই মরিবে
একথা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। তাই
বলি, সকলে সাবধান হও—ব্যয় সংক্ষেপ কর,
আমাদেরই দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।
আমাদেরই মাতা, ন পিতা বলিলেও অত্যাচার
হয় না।

—:—

Business Education. ব্যবসায় শিক্ষা।

—:—

আমাদের দেশের ব্যবসায়ী না পড়িয়াই
সব-জান্না, ব্যবসায়ের যে কিছু শিখিবার
আছে, এ ধারণা এদেশের নাই, সেইজন্যই
অবিকাশের গরব্যব্যসায়ীর দুর্ভিক্ষা, একথা
আমরা বহুবার দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশ
সমূহের যুবকগণকে প্রথমেই কোন বাব-
সায়ীর ঘরে শিক্ষানবিশ হইয়া বিনা বেতনে
প্রবেশ করিতে তাহার পিতামাতা নিয়োজিত
করিয়া দেন, তাহার বোগ্যতা অমুসারে সে
কিছু কিছু পাইয়া এমন দক্ষতা লাভ করে,
যে, সেই শিক্ষানবিশ কালে কারবার অংশীদার
হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের ব্যবসায়ী একথানা
গোছাইয়া চিঠি লিখিতে জানে না, অধিক
কথা বলি কি? বাহু, প্রত্যেক যুবকের
মহার কোন হুলস্থল নাই, তাহাকে সর্ব-

জ্ঞানদেয় বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

একটাই কথা—সকল পণ্যই করা উচিত। সে কালিটো এমন লাভ জনক এবং আমোদ জনক ও শিক্ষা প্রদ বটে। বিলাতের অনেক ছেলেকে প্রথমেই তাহার বৃত্তাব, পরিশ্রমশীলতা উত্তেজিত, পরীক্ষার জন্য এই কাজটি দেওয়া হয়। সেটি কি, ? তাকে বলে “Soliciting Business” অর্থাৎ “কাজ ও ক্রেতা সংগ্রহ করা” অপরের মানবিকতার জন্য খরিদার জোগাড় করা। নিজের কোন মূলধন চাই না—চাই কেবল বিখ্যাততা, মিষ্টভাবিতা, ধৈর্য এবং জিমিসের গুণ বৃদ্ধি। ক্রেতার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা। ইহার নাম ক্যানভাসিং বা দামালী বাহা ইচ্ছা আখ্যাও দিতে পার। আমরা ১৯০৯ সালের “কালের লোকে” বিবৃত্ত ভাবে “Art of canvassing” শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু পড়ে কে? এই আর্ট অফ ক্যানভাসিং আমেরিকান পদ্ধতি, একটা প্রকৃত বিজ্ঞান সমস্ত কাজ। এদেশের ছেলেকে আমরা ১৫১২০ টাকার চাকরি করিতে পাঠাইব, তথাপি ব্যবসায় শিক্ষা দিতে প্রস্তুত নহি। আবার এদেশের ব্যবসায়ীগণও এবিষয়ে উদাসীন। এইরূপ Business solicitor এর যে এদেশে অতিশয় আবশ্যকতা, তাহা বলাই বাহ্যামাত্র। গ্রাহকার, লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি সামান্য ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ কারবার, সকল স্থানেই আমরা এইরূপ লোক লোকের অভাব অনুভব করিতেছি। দোকান করিয়া দোকানদারগণ মালপত্র ঢাল বোকাই করিয়া পথের পথিকের মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু তেমন লোক থাকিলে লোকের বাড়ী বাড়ী ক্রেতা জোগাড় করিয়া বেড়াইয়া দোকানের খরিদদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিত। প্রত্যেক ব্যবসায়ির কিছু কিছু কৃত্রিম শিক্ষিত যুবকগণকে এই কার্যে উৎসাহিত করা উচিত। তাহা হইলে ব্যবসায়

ব্যুপযোগ্য উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা যে বেকারের উৎকৃষ্ট উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই, এইরূপ কার্যে স্বেচ্ছা লাভের বাজাণার কোন পুস্তক নাই। কেবল আমরা “কালের লোকে” ১৯০৯ সালে বহুগুণে সমস্ত গুঢ় রহস্য অকপটে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কোন উত্তেজিত যুবক কেবল উপরোক্ত ভলুউম খানি চাহিলে আমরা ০. টাকা হলে মাত্র ১১০ টাকার দিতে প্রস্তুত আছি। শুধু ক্যানভাসিং শিক্ষারই যে উক্ত ভলিউমে উপদেশ আছে তাহা নহে, উক্ত বৎসরের প্রত্যেক বিষয়েই উৎকৃষ্ট এবং সমস্ত সংবাদপত্রে তুলসী প্রসংশিত। এদেশের ব্যবসায়ের প্রব্য সম্ভার লইয়া বসিয়া থাকা আর উচিত নয়। বহু ব্যবসায় প্রত্যেক বর্ষেই দেউলিয়া হইয়া পড়ে, পৃথিবীর সমস্ত স্রুত্যা জগতেরই ক্যানভাসার আসিয়া এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করিয়া প্রতিবৎসরই যথেষ্ট উপার্জন করে, ইহা আমরা ব্যবসায়ী মাঝেই জানি ও দেখি, কিন্তু নিজেদের ব্যবসায়ে সেই পদ্ধতি প্রচলন করিতে জানি না, চেষ্টাও করি না। জার্মানী আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অতি সফল সেখানকার যুবকগণ এই কার্য সাগ্রহে শিক্ষা করে, কিন্তু এদেশের অধিকাংশ যুবক শিক্ষিত হইয়াও মুখচোরা গোবেচার, ভ্রম-লোকের সহিত কথা কহিতেও শিক্ষা করে না। বিলাতের মহিলাগণ ধেরূপ এই ক্যানভাসিং কার্য দ্বারা দৈনিক উপার্জন করে, এদেশের বড় দেশী ব্যবসায়ী তাহার সিকিও সমস্ত দিবসে উপার্জন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই ক্যানভাসিং কার্য দ্বারা লোক চরিত্রে, বাজারের দরে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ক্রমে ক্যানভাসারগণ পাকা ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে লাভও যথেষ্ট। ভাল ক্যানভাসারকে আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

ছোট ও বড় হয়।

—:—

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, উচ্চ ও তুচ্ছ বিভ্রম। নৌর জগতের কাছে পৃথিবী তুচ্ছ, রাজ্যের নিকট একটা নগর তুচ্ছ, একটি নগর অপেক্ষা পল্লী তুচ্ছ, পল্লীর নিকট একটি গ্রামস্থানী তুচ্ছ, একটি গ্রামস্থানী আবার কত উচ্চ ও তুচ্ছ পরিপূর্ণ। এইরূপে যেখানে দেখিবে উচ্চ, সেই খানেই দেখিবে তুচ্ছ। তুচ্ছের সংহতি উচ্চের গৌরব নষ্ট করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার তুচ্ছ ও একদিন উচ্চ পদে আরূঢ় হইতে পারে। ‘সংহতি: কার্য সাধিকা’ বটে; কিন্তু ঘটনা-চক্রে পড়িয়া—সময়ের স্রোতে—একটি তুচ্ছও উচ্চ হয়। কে বলিবে,—যে তুচ্ছ, সে চিরকালই তুচ্ছ থাকিবে? ভাগ্য পরিবর্তন সকলেরই আছে। জড় বা চেতন উভয়ই এই চিরন্তন প্রধার অধীন। তাই বলি, উচ্চ ও তুচ্ছ কিছু বেশী প্রভেদ নয়! একটি গরম মনে পড়িল;—

একটি টাকশালের টেবিলে একটি সদা: প্রস্তুত মোহর ও একটি পরসা স্থাপিত ছিল। ক্ষণেক পরে মোহর পরসাটিকে সন্ধান করিয়া বলিল,—“হে পরসা, তোমার আজ বড় অহঙ্কার দেখতেছি! তুমি ক্ষণিক একটু চাকচিক্য লাভ ক’রে আমার সমান আসনে বসেছ! তুমি ক্ষুদ্র, কিছুদিন পরে তোমার এই চাকচিক্য কোথায় থাকিবে? তোমা অপেক্ষা আমি ১০২০ গুণে বড়! আমার এ চাকচিক্য চিরস্থায়ী! ধনীরা তোমাকে স্পর্শও করেন না! আর আমাকে বক্ষে, কণ্ঠে, কপালে এমন কি মুকুটোপরি ধারণ করিয়া নিজেকে গর্ভিত ভাবেন। তোমার যদি মঙ্গল বাসনা থাকে, আমার আসন হ’তে দূর হও! তোমার এ স্পর্ধা আমার সহ্য হয় না!”

পুরাতন কালের লোক শেষ হইতে চলিল।

এই কথা শুনিয়া, লম্বা কপড়ের নীরব থাকিয়া কহিল,—“হে দৈবত মোহর, আপনি বাহা বলিলেন, সে সমস্তই সত্য; আপনার নিকট আমি কুজাদশি কুজ রূপেও অতিহীন বটে; আমি স্বয়ং গর্ভিত হ'য়ে আপনার আসনে বসি নাই। আপনার ও আমার সৃষ্টি-কর্তা আপনাকে ও আমাকে একাসনে রাখিয়াছেন। স্বয়ং বিধাতা হয় ত একদিন আপনাকে অতি কুহানে এবং আমাকে অতি উচ্চস্থানে রাখিয়া আপনার অপেক্ষাও আমার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন! সেজন্য আমি নোখী নহি। আমাকে আপনি অকারণ তিরস্কার করিতেছেন?”

এমন সময়ে টাকশালে একটি দরিদ্র বালক আসিয়া একটা পরস ভিক্ষা চাহিল। টাকশালের অধ্যক্ষ সেই পরসটি তাহাকে দান করিলেন। মোহরটা ক্রমশঃ এক কুপণ ধর্মীর হস্তগত হইল।

কিছুকাল পরে ধর্মীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, ধর্মী ভাবিলেন,—“আমার বহুকষ্টে সঞ্চিত বহু অর্থ কেন অশ্রুে থাইবে? এগুলিকে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখি।” কুপণ ধর্মী নিজের বহুতর অর্থ মৃত্তিকা-মধ্যে নিহিত করিলেন। আমাদের পূর্ব-পরিচিত গর্ভিত মোহরটাও সেই সঙ্গে সমাধি প্রাপ্ত হইল।

বালকের হস্তে চাকচিক্যশালী পরসটি দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভ্রমী কান্দিতে লাগিল;—“তজ্জ্বল বালক সে পরসটি বালিকাকে দিয়া লুপ্ত করিল। বালিকা আনন্দে বিস্তোর হইয়া মা'কে দেখাইতে দৌড়িল। যখন বালিকা মাতাকে উক্ত পরসটি দেখাইয়া আনন্দ করিতেছে, এমন সময় একটা ভিখারী আসিয়া বলিল,—“মাগো, একটা পরস দাও, কিছু খাবার খাই; আমি কুখার বড় কাতর।

জানি না কেন, সে বালিকাটি তৎক্ষণাৎ সেই পরসটি ভিখারীর হস্তে সমর্পণ করিল।

ভিখারী এক দোকানে দিয়া দেখে, সেখানে একজন ককীর বালকদিগকে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি বিলাইতেছে এবং কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ভিখারী ককীরকে জিজ্ঞাসা করিল,—“মহাশয় আপনি ককীর হইয়া এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?” ককীর কহিল,—“এখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত আমাদের পরম পুণ্যার্থী আক্কালামে আছে। সেখানে আমাদের জাগকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্যু হয়। আমি তাঁহার সমাধি স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিব এবং তুরঙ্গদিগের নিকট হইতে আমার এক স্রাতাকে উদ্ধার করিব। এই জন্তই এই অর্থ সঞ্চয় করিতেছি।” ভিখারী এই কথা শুনিয়া পরম আশ্চর্যে পরসটি ককীরকে দান করিল; বলিল,—“মহাশয় আমার এ দান ক্ষুদ্র হইলেও গ্রহণে কৃতার্থ করুন।” দোকানী, ভিখারীর এই দান দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে কিছু খাবার দিল।

নানা জনপদ নানা নদনদী পার হইয়া যথাসময়ে ককীর জেরজ্বালামে উপস্থিত হইলেন এবং গুপ্তের সমাধি স্থলে উপাসনা-পূর্বক স্বীয় ভ্রাতার উদ্ধার জন্ত তুরঙ্গ দেশে জলতানের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার মনস্তষ্টির জন্ত বহুতর অর্থ দান করিলেন। কিন্তু জলতান তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আরও অর্থের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তখন ককীর কহিলেন,—“আপনাকে আমি আর কিছু দিই, এমন আমার সাধ্য নাই। তবে আমার আসিবার কালে দরাপরবশ হইয়া একটা কুখা-পীড়িত গরীব ভিখারী এই পরসটি দান করিয়াছেন। ইহা আপনি গ্রহণ করুন। তাহার জ্ঞান আপনি দরাস

হউন। আপনি যুক্তিযুক্ত ভাবে পরসটি মূল্য কত বেশী? জলতান এই কথা শুনিয়া দম্বাজ হইলেন এবং সেই পরসটিকে লইয়া বন্দীকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু পরসটি জেবের ভিতর রাখিয়া দিয়া তৎক্ষণে সে বিবর ফুলিয়া গেলেন।

এই সময় খ্রীষ্টানদিগের সম্রাট জেরজ্বালামে আক্রমণ করেন। তাহাতে জলতানের সহিত সম্রাটের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এক দিনকার যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একটি ভয়ানক বাণ জলতানের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল; কিন্তু বস্ত্রশূল ভেদ করিয়াই ভূতলে পতিত হইল। জলতান যুদ্ধাবশেষে বাড়ী গিয়া এই অসম্ভাবিত রূপে প্রাণরক্ষার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখেন,—বক্ষের জেবে একটি পরস, আর ঐ পরসটি তাঁর প্রাণ-রক্ষার কারণ। তখন, ঐ তাত্রণগুণী তাঁর মাণিক অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল এবং তিনি একটি সুবর্ণ-শৃঙ্খলে সংলগ্ন করিয়া ঐ পরসটি তরবারির বাঁটে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে আর এক যুদ্ধে জলতানের পরাজয় হইলে, ঐ তরবারি খ্রীষ্টানদিগের হস্তগত হইল।

সম্রাট খ্রীষ্টানদিগের ভোজনে বসিয়া এক পানীয় হস্তে লইয়াছেন, এমন সময় রাজ্যী জলতানের তরবারি দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। সম্রাট তাহা তৎক্ষণাৎ আনিতে আদেশ দিলেন। পানপাত্র রাখিয়া সম্রাট তরবারি দেখাইতেছেন, এমন সময় তরবারির সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ তাত্রণগুণী পানপাত্রে পতিত হইল। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তাহা তুলিয়া লইলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে পাত্রস্থ হুয়া হরিৎ বর্ণ ধারণ করিল। হুয়াতে নিশ্চরই বিষ ছিল। কোনও হুটীশ্বর ভৃত্য এই কার্য করিয়া থাকিবে। অমুসন্ধানে এক ভৃত্যের প্রাণশূল হইল এবং পরসটি প্রাণদাতা

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বলিয়া সস্ত্রাটের শিরোভূমিতে বান পাইল। পরসম্মুখী হইতে উচ্চ হইল। উহা এখনে একটা কলিকার আনন্দ বর্জন করিল। পরে এক ক্ষুধার্ত ভিখারীর আহ্বান ধোপাইল; একজন বন্দীকে মুক্ত করিল; স্থলতানকে তীরাধারিত হইতে রক্ষা করিল; অবশেষে বিষ হইতে সস্ত্রাটের প্রাণ রক্ষা করিল। এরূপ কার্যের পুরস্কার স্বরূপে সে যে সস্ত্রাটের শিরোভূমি হইবে, তাহার আর আশঙ্কা কি?

এদিকে গর্ভিত স্বর্ণমোহর মাটির মধ্যে মাটি হইয়া বাইতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়? উত্তর এইরূপেই নম্র ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। সাঃ সং

Words of Wisdom

“Misfortune is the spur of ambition” মন্দ ভাগ্য উচ্চাশাকে দ্রুত পরিচালিত করে, সুতরাং হ্রস্বকালে কাতর হইও না, দুর্দশার মা পড়িলে মানুষ উত্তোষী হয় না—উচ্চাশা আলিতে ঘুমাইয়া যায়, অস্বা-রোগীর পাঙ্ককার লোহ কঠক যেমন অস্বপ্না-প্পন নাজেই অস্বপ্নে দ্রুতগামী করে, মানুষের দুর্দিনও সেইরূপ পার্শ্বদেশে আঘাত না করিলে মানুষও সচেতন হয় না। সেই জন্ত মানুষ বলেন, দুর্দিন সুদিনের দ্রুতস্বরূপ। হতাশ হইও না, উত্তোষী হও, দুর্দিন দূর হইবে। তাহাই হইয়া থাকে। দুর্দিনে যে হাত পা ছড়াইয়া কাতরাইয়া পড়ে, সেই চিরদিনের মত ধ্বংস মুখে পতিত হয়, জীবনে আর উঠিতে পারে না।

“Character is the poor man's capital” সব পিরাছে, কিন্তু তবু যদি চরিত্র-বিক রাখিতে পারে, আবার উন্নতি করিতে

পারিবে, চরিত্র থাকিলেই সবই যায়। কারণ চরিত্রই হ্রস্বকাল মূলধন। যদি মূলধন না থাকিয়াও, আবার উঠিতে পারিলে, ইহা স্থানান্তিত।

“Charm strikes the sight, but merit wins the heart” মৌল্য মায়াবের চক্ষুকে ধরিতে পারে, কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে। শুদ্ধ শিশুর মূলের জায় মৌল্য বুদ্ধির জন্ত লালাইত হইও না, গুণ না থাকিলে হৃদয় জয় করিতে পারিবে না, মৌল্য এবং গুণের একত্র সমাবেশ হইলে নয়ন এবং মন উভয়ই জয় করা যায়, একথা ভুলিও না।

“The lucky man is the one who grasps the opportunity” নৌভাগ্য কোন গাছের ফল নয়, যে সুযোগ না হারায় সেই নৌভাগ্যবান হয়। যে যত বড় কল্পক্ষম উদ্যোগী, সেই তত ভাগ্যবান পুরুষ, যে উত্তোষী, সেই লক্ষীমন্ত পুরুষ।

“Every man is a volume. if you know how to read him” প্রত্যেক মানুষই যেন এক একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ স্বরূপ কিন্তু যদি তাহাকে তুমি পড়িতে জান, তাহা হইলে তাহাতেই ভাল মন্দ অনেকই শিখিবার আছে। কিন্তু মানুষ পড়িতে শেখে কে?

Disclosure of a trade-Secret.

একটি ব্যবসায়ের গুপ্ত রহস্য।

অনেকেই ধাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সংবাদ রাখেন, তাহার জানেন যে, এক সময় ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে কুমুমবীজ বিদেশে রপ্তানী হইত। এই কুমুম বীজের জার্মানীতেই বিশেষ আবশ্যকতা অনুভূত হইত। কিন্তু কেন যে এই কুমুম বীজ ভারত হইতে বিদেশে যাইত, সে রহস্য কখনও প্রকাশ পায় নাই। গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত Agricultural Ledger এর এক সংখ্যায় কিছু দিন পূর্বে ইহার অনেকটা বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইহা একটা মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছিল।

বঙ্গালা দেশে ইহাকে “কুমুম” গাছ বলে, হিন্দুস্তানীতেও ইহাকে কুমুম বলে, ইহার বীজ “পাকা” নামে কলিকাতায় বিখ্যাত। এই কুমুম গাছে লা ধরিয়া উৎকৃষ্ট কুমুমী গালায় স্থিতি। বিলাতে এই কুমুমী গালায় এখনও আদর আছে। ইহার ফুল ঘোর হরিজা বর্ণ, ইংরাজিতে ইহাকে Safflower plant বলিয়া থাকে। ইহার পুষ্প হইতে উৎকৃষ্ট পাকা কুমুমী রং প্রস্তুত হইত বলিয়া পুষ্পও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। তাহা ইতি পূর্বে আমরা “কাজের লোক” কেমেন করিয়া কুমুমের চাষ হয়, কেমেন করিয়া কুমুম ফুলের রংবকী প্রস্তুত করা হয়, তাহা সুবিস্তারে লিখিয়া ছিলাম। কিন্তু কুমুম বীজ হইতে যে জার্মানী প্রভৃতি দেশে কি করা হইত, সে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

রহস্য কেহ জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহার বীজ হঠাৎ এক প্রকার বৃক্ষ এবং শুভ্র তৈল বাহির হইত, সেই তৈল ম্যাকাসার অয়েল নামে বিখ্যাত। ইহা উদ্ভিদ জাত তৈল, শিথলকর ইত্যাদি কারণে ইয়োরোপে এই তৈলের বিশেষ আদর হইয়াছিল কিন্তু এ রহস্য উহাদের নিকট কেহ জানিতে পারে নাই ইহার ইতিহাসে দেখা যায় যে, "It has been discovered in Germany an oil is extracted from the seeds of this seeds and has entered into the German market under the name of macassar oil" এই কুসুম বীজের তৈলেব এ দেশের দ্বী পুরুষও ব্যবহার জানিতেন এবং বোধ হয় তাহার উচ্চ ব্যবহার কবিতেন বলিয়াই সেকালের লোকের প্রচুর কেশ এবং তাম্বুর পাবি পাটাও ছিল, এই ম্যাকাসার নাম বোধ হয়, মালদা নাম, ম্যাকাসার হইতে গৃহীত, এই মাগয়ে কুসুমকে সেলিনিস বলে, কিন্তু যে যে স্থানে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়, সেই স্থানেব নাম ম্যাকাসাব, বোধ হয় ইয়োরোপীয় বনিক গণ সেই হইতেই ইহা নাম ম্যাকাসাব রাখিয়া থাকিবেন।

এই কুসুমের চাম বাঙ্গাল, পঞ্জাব, মধ্য ভারত, মাদ্রাজ, বোম্বে, বঙ্গা, এবং মালয় প্রভৃতি স্থানে হঠাৎ প.এ এবং হঠাৎ থাকে। মূল্য ১১ হইতে তিন বিশেষ ৬০ ৭০ টাকা মণ এবং ৪০ টাকা টন ও নিম্ন হইয়া থাকে। ইহা তৈল ম্যাকাসার অয়েল ২ আউন্সের শিশি দাম ৮০ ৮৫ হইতে ১০ এখনও আছে। স্ত্রীবাং ইহা বালু এবং কল কম মূল্যেব হইলেও উৎপন্ন তৈলের ইউরোপে মূল্য অল্পেক অধিক, এবং সেখানে হঠাৎ এদেশে আমদানী হইয়া মূল্য যে আরও

বাড়িয়া যায় তাহা সহজেই অনুমের। এ দেশে এমন কি কেহ নাই যে, এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিক্রয় এবং প্রকৃত হিতকরী কেশ তৈল প্রচলন করিয়া অচিরে যথেষ্ট অর্থ কবিত্তে প্রয়াসী হইবেন? এ দেশের প্রস্তুত বহু কেশ তৈলে পরিষ্কৃত কেরোসীন বা white oil প্রভৃতি বহু অনিষ্টকারক পদার্থ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সংকোচক গুণ বিশিষ্ট। কারণ তাহা খনিজ তৈল। সহজেই লোম কুণ অবরুদ্ধ করিয়া অকাল পক্কতা, বিবিধ শিরোগ আনয়ন করে, কিন্তু বিলাসিতার দাসে আমরা বিবকুসুম হইলেও তাহা ব্যবহার করি। এদেশেও প্রচুর ম্যাকাসার অয়েল বিদেশ হইতে আমদানী হয় এবং বহু লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, আমরা ১১০ টাকা মণ কুসুম বীজ বিক্রয় করি, তৈল কিনি এক ছটাক এক টাকার, অর্থাৎ ৬০০ টাকা মণ। হতভাগ্য দেশ। কেবল Raw material জোগাইয়াই মরিয়াছে এবং সেই জিনিসই শত গুণ সহস্র গুণ অধিক মূল্যে ক্রয় কবিয়া নিঃস্ব হইয়াছে! এমন দেশ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি? একথা দেশেব কৃষক শু জানেনই না, শিক্ষিত লোকেরই মধ্যে বা কয়জন জানে বা জানিবার চেষ্টা করে? একটা শিক্ষিত বলিয়া শুদ্ধ ফাঁকা আশ্রয়িতা আমাদের শিক্ষাব পরিণাম ফল মাত্র। বাহাতে জাতীয় উন্নতি, জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয়, সে শিক্ষা এদেশে কই? যতদিন দেশের ছেলে তেমন শিক্ষার দিকে আগ্রহ না হইবে, তত দিন সমস্ত শিক্ষাই অসার শিক্ষা। দেশের বর্তমান শিক্ষার সে কাজ হইবে না।

কুসুমের বীজ খেতবর্ণ পল্লীবাণীগণ ইহা যে তৈলাক্ত বীজ তাহা অনেকেই জানে। সেই কুসুম চালভাজার সহিত ভাজিয়া খায়। নিম্নেরই আধুনিক oil mill বাবা ইহা তৈল বাহির করা যায়, তবে দেশীয় হানিতে

ইহার উৎপাদন বাহির করা সম্ভব কিনা জানি না। আগে কুসুমের কুলের রং হইত রক্তাক্ত কুসুমের চাব এদেশে প্রচুরই হইত, কিন্তু জার্মানীর মূলত Aniline রঙের দৃষ্টি হওয়া কুসুম কুলের আদর কমিয়া গেল। কিন্তু কুসুমের বীজ হইতে যদি তৈল বাহির করার ব্যবস্থা পুনরায় হয়, তাহা হইলে পুনরায় কুসুমের চাবে যে মনোযোগী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিবে? I. E.

নকল পাট।—পাটের পরিবর্তে অন্য কোন গাছের আঁশে দড়ি, চট ও থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা নানাহানে হইতেছে। "ব্রিটিশ ট্রেডস জার্নাল" পত্রে প্রকাশ, কাষোড়িয়ার করাসী কর্তৃপক্ষ "ওয়াটার হিয়া সিংহ" নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের আঁশ হইতে থলিয়া প্রস্তুতের চেষ্টা করেন। কাষোড়িয়ার সেন্ট্রাল জেলে উহার পরীক্ষা হইয়াছিল, চেষ্টা প্রথমতঃ কতকটা সফল বলিয়াও বোধ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পাটের থলিয়াব তুলনার হিয়ারসিংহের থলিয়া নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিয়ারসিংহের থলিয়া মজবুত বটে কিন্তু তারি এবং উহা নরম নহে। আর একটা অনুবিধা, উহা সহজেই আঁর্জ হইয়া উঠে। এই সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত নানানিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কাষোড়িয়া হইতে ভারতে ও চীনে চাউল রপ্তানী ব্রহ্ম বার্ষিক প্রায় তিন কোটি টাকার থলিয়া লাগে। এদিকে কাষোড়িয়ার সেকড় নদী সমূহে এত অধিক "হিয়ারসিংহ" জন্মিয়া থাকে যে, তাহার ফলে নৌকাদি বাতায়নের বড়ই অনুবিধা হয়। এখন এই গাছের আঁশে ব্যবহারোপযোগী থলিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে নদীগর্ভ পরিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পছা আবিষ্কার হইবে বলা বাহুল্য, নকল পাটের পসাব বাড়িলেই বাঙ্গালার পাটের আদর কমিবে।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

Editor's Note Book.

সম্পাদকের পকেট বুক।

থাইমলের অশেষ গুণ।

থাইমলের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু জিনিসটা কি তাহা আমরা অনেক জানি না। থাইম (Thyme) নামক এক প্রকার শাক বা মশালার গাছের তৈলাংশ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। অল্পচিকিৎসকগণ ক্ষত বাহাতে বিষাক্ত না হয়, তৎক্ষণ ইহা ব্যবহার করেন। একমাত্র জরুরীতে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধে হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে, সুতরাং প্রচুর থাইমলের প্রয়োজন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ক্রিমিয়ার থাইমল চুলভ হইয়াছে। থাইমলের জন্মস্থান জরুরীতেও ইহা চুলভ হইয়াছে—যে পদার্থ হইতে থাইমল প্রস্তুত হয়, তাহা জরুরীতে জন্মে না।

এত কাল পরে ইংরেজেরা জানিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের ষোয়ান গাছও থাইম গাছের মত। ইহা হইতেও থাইমল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙলা ভিন্ন আর কোথাও থাইমল জন্মে না। জরুরী বণিকেরা বাঙলা দেশ হইতে ষোয়ান স্বদেশে পাঠাইতেন, তথাকার রসায়নবিদগণ তাহা হইতে থাইমল প্রস্তুত করিতেন। জগতের সমস্তদেশে তাহা বিক্রয় করিয়া জরুরী ব্যবসায়েরা ধনোপার্জন করিতেন।

ষোয়ান হইতে থাইমল প্রস্তুত করা অতি সহজ। ইংলণ্ডে সম্প্রতি থাইমল প্রস্তুতের আয়োজন করা হইতেছে। বাঙ্গালী কেন এই নূতন ব্যবসারে ত্রুটি হইবে না? আমাদের বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস এই ব্যবসার আরম্ভ করুন, ও অপর দল জনকে শিক্ষা দিন।

সিমুল তুলা।

—*—

বঙ্গে সিমুল তুলার অভাব নাই। ইহা গদি ও বালিস তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহার এক নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নাবিকদের ওয়েষ্টকোট অর্থাৎ সিনাবন্ধের ভিতর সিমুল তুলা দিলে কর্ক অপেক্ষা হালকা হয়। নাবিকগণ জলে পড়িলে জলমগ্ন হয় না। ইহার আরও গুণ, এই সিমুল তুলা ভরা সিনাবন্ধ করিলে বুক বেশ গরম থাকে, ইহার আর এক গুণ এই যে, এই তুলা ভরা সিনাবন্ধ পরিলে বন্ধকের গুলি সহজে তাহা ভেদ করিয়া বন্ধস্থল বিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং সিমুল তুলার আদর খুব বেশী হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সিমুল তুলার জলে ভাসিয়া রাখিবার শক্তি কর্ক অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী। এক জনের যদি তুলাভরা সিনাবন্ধ থাকে, তবে ২ জন লোক তাহার বলে ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভাসিতে পারে। আমাদের দেশের সিমুল তুলার ব্যবসায়ীগণ এই বিষয়ের তথ্যলোচনা করিলে ভবিষ্যতে লাভবান হইবেন।

রেল ও স্বদেশী।

—*—

সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের রেলভাড়া কমাইবার জন্ত এদেশের সকল রেল কর্তৃপক্ষের নিকট এক একখানি কমিউনিক পাঠাইয়াছিলেন। কমিউনিকের মর্ম এই যে, রেলের মাওল কমাইলে রেল অধিক পরিমাণে স্বদেশী মাল যাতায়াত হইবে এবং তাহার ফলে রেল কর্তৃপক্ষও সংখ্যক বৃদ্ধি এই গোশালা হইতে বিক্রীত

বদেশী ব্যবসায়ীদের পরস্পর অধিকতর লাভবান হইবেন। রেলের এক্সেস্ট সাহেবেরা যে এ সাদা যুক্তিটুকু বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু জবাবিশেষের মাওল কতটা হ্রাস করিলে যে উহার আমদানি রপ্তানি আশঙ্ক-রূপ বাড়িতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেল কোম্পানির আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসহ।

—*—

গোজাতির উন্নতি।

—*—

গোজাতির অবনতিই ভারতীয় কৃষির অধঃপতনের অন্ততম হেতু। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর বাবৎ গবাদি জন্তুর উন্নতির দিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার নামক স্থানে একটা সরকারী গোশালা আছে। তথায় শিকানামুদিত উপায়ে সুস্থ-সবল বৃষ, দুগ্ধবতী গাভী পালন ও প্রজননের পন্থা অমূল্য হইয়া থাকে। হিসারের সরকারী গোশালা ও তৎসংলগ্ন গোচরণের ভূমি যেমন সুবৃহৎ, তাহার পরিচালনের ব্যবস্থাদিও তদনুরূপ। গত ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, ঐ বৎসর পর্য্যন্ত উপর্যুপরি তিন সন ঐ অঞ্চলে জলাভাবহেতু সরকারী গো-গৃহে তৃণাদি অভাব অনুভূত হইয়াছিল, কাজেই পশু-পালনের ব্যয় কিছু বেশী পড়িয়াছিল। কিন্তু এই লোকসান অপরদিক্ দিয়া পোহা-ইয়াছে, অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে উক্ত গোশালায় রক্ষিত পশুসমূহের মূল্য চারি লক্ষ বাবুট হাজারের স্থানে পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজারে উঠিয়াছে এবং গোশালায় বার্ষিক আয় ৮৬, ৩৬৬ টাকার স্থানে ১৭,৩৮৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর সরকারী এমিক

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

হইয়াছে। পক্ষান্তরে নানাহান হইতে উৎকৃষ্ট
বুদ সংগ্রহের জন্যও চেষ্টার ক্রটি হয় নাই
প্রকাশ, একটি বুদ তের শত টাকা মূল্যে
ক্রীত হইয়াছিল। এই সরকারী গোশালা
হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক বলদ স্থানীয় ব্যবসায়ী
ক্রয় করিয়া থাকে ও তাহার ক্রয়ঃ মহিষের
পরিবর্তে বলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে
তৎপর হইয়াছে। কলতঃ পত্রাধে গোবংশের
উন্নতির চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া সকলে সুখী
হইবেন; কিন্তু শুধু উৎকৃষ্ট গোপ্রজননের
চেষ্টা করিলেই উল্লিখিত না—গোবংশ রক্ষার
বিধানও করিতে হইবে। এদেশে বুদ, গবী,
বংশাদির অবাধ হত্যাও যে, গোবংশের
অবনতির অন্ততম হেতু, তাহা কর্তৃপক্ষ কত
দিনে বুঝিবেন? উপরোক্ত প্রণালীতে দেশীয়
লোকের গো-পালন করিয়া লাভবান হওয়া
অসম্ভব নহে কিন্তু দেশের ব্যবসায় এবং গৃহ-
স্থের গরুর দশাও শোচনীয়। গো পালন ব্রতও
বন্ধালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাই এত
দুর্দশা।

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Powders.

মুখে মাখিবার পাউডার।

Rose-Powders.

গোলাপ পুস্ক— ১ পাউণ্ড
চন্দনকাষ্ঠ চূর্ণ— অর্দ্ধ পাউণ্ড
অরেল রোজ— ২ ড্রাম
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা
ছাকিয়া লইলেই সুন্দর গোলাপ পাউডার
প্রস্তুত হইবে, তাহার পর লেবেলাদি দিয়া
বিক্রয় করা যাইতে পারে।

গোলাপ সাচেট পাউডার।

—o—

ইহা মুখের জন্য নহে। বস্ত্রাদিতে দিয়া
রাখিলে সুন্দর গোলাপের গন্ধ বাহির হইবে।
তরল এসেন্সের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার
করিতে হয়। মূল্যও অল্প অথচ একটা
অভিনব জব্বা হইবে, সুতরাং বাজারে বিক্রয়
হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের
বাজারে এসেন্স বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু সাচেট
পাউডার বিক্রয় জন্য কেহ প্রস্তুত করিয়া
বাজারে যেন নাই। উদ্ভোগী হইয়া কেহ
করিলে বেশই বিক্রয় হয়।

গোলাপ চূর্ণ— ১ পাউণ্ড
খেত চন্দনকাষ্ঠ চূর্ণ— ১ পাউণ্ড
অটো অফ রোজ— সিকি আউন্স
উত্তমরূপে মিশাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতীন বা
সিকের খলিয়া করিয়া তাহাতে পূর্ণ করিয়া
কোথাও বাহির হইবার সময় পকেটে লইয়া
যাইতে হয়। সে সৌরভ স্পিরিট মিশ্রিত
এসেন্সের মত নহে যে হাঁওরায় উবিয়া যাইবে।
ইহার স্থায়ী গন্ধ বহু বর্ষ একরূপই থাকিবে।
এই জন্য বিলাতের লোকে বিশেষতঃ মহিলা-
গণ সাচেট পাউডারের পক্ষপাতী।

VIOLET POWDER

ভাওলেট পাউডার।

—o—

লণ্ডন কেনিষ্ঠ এবং ড্রিজিষ্ট পত্রে নিম্ন
লিখিত ফর্মুলাটা প্রকাশিত হইয়াছিল।
Powdered Starch or—
potato Farina— 28 pound
Orris powder— 1 pound
উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া যেমন গন্ধ
বাহার রচীকর, সেইরূপ গন্ধ দিয়া লইলেই
হইবে। উপরোক্ত পরিমিত চূর্ণে যে কোন

এসেন্সের সহায় পরিমিত ১ আউন্স লই
থাকে। অনেক বলেন যে, এখান গ্রিস এবং
বার্গামট ইহার সহিত সামান্য মাত্র Musk
বা মৃগনাভী চূর্ণ মিশাইয়া উপরোক্ত পাউডারে
মোট এক আউন্স মাত্র মিশাইয়া খুব সুন্দর
বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলেই সুন্দর পাউডার
হইবে। ইহা মুখে মাখিবার পাউডার।

“Druggists Circular” নামক একখানি
পত্রে ভাওলেট পাউডারের জন্য নিম্ন লিখিত
রূপ সূচক জব্বা দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

Bargamot oil—	20 parts
Lemon oil—	20 "
Clove oil—	10 "
Neroli oil—	10 "

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা গ্রাস টপার্ড
শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে।

মিশ্রণ প্রণালী।

—o—

সম পরিমাণ টার্চ ও অরিস চূর্ণ লইয়া
একত্র মিশাইয়া ইহারই প্রত্যেক ১ পাউণ্ডে
উপরোক্ত সূচক জব্বার ১ ড্রাম মাত্র দিলেই
সুন্দর পাউডার হইবে। বলা বাহুল্য, যে
সমুদয় মুখের পাউডার বাজারে বিক্রয় হয়,
তাহাপেক্ষা এই সকল পাউডার উৎকৃষ্ট
প্রকার হইবে।

Dr. KIRKLAND'S MOUTH WASH.

যে সকল দস্ত গলিত, অরগাপ্ত, পতনো-
মুখ, বাহাদের দস্তে কাল কাল দাগ হইয়াছে,
অথবা বাহাদের মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ, তাহার
নিম্নলিখিত মিশ্রণ দ্বারা প্রত্যেক মুখ দুইলে
উপরোক্ত উপসর্গ গুলি নষ্ট হইবে এবং
দোহলামান দস্ত পংক্তির মোড়া দৃষ্ট হইবে।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

Tincture Myrrh—

1 Part.

Lime water—

1 Part.

(অনুবাদ)

টিংচার মায়র

১ ভাগ

পরিষ্কার চুণের জল

১ ভাগ

ব্যবহার বিধি।

মিশ্রিত করিয়া একটি পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া দিতে হয়। যখন ব্যবহারের আবশ্যক তখন উপরোক্ত মিক্চারে ২ আঃ আন্ডাজ লীতল জল ঢালিয়া দস্ত ও মুখ ধুইতে হয়, তাহার পর পুনরায় পরিষ্কার লীতল জল দ্বারা দস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিতে হয়।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

পত্রাদি।

সম্পাদক মহাশয়, কলকাতা পোষ্টম্যান্স হইতে আপনার “কাজের লোক” দ্বারা সত্য প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, সত্য অতি শুদ্ধ এবং রেশম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূতা, কিন্তু এক্ষণে সত্য এদেশে কোথায় ক্রেতা পাওয়া যায়, যদি জাত করেন, তবে বাধিত হইব।

বশব্দ

শ্রীবনমালী গুপ্ত।

গ্রাহক নং ৯১৭।

উত্তর। আপনি Fibre Experts office নামক কলিকাতা Write's Buildingএ একটি অফিস আছে, তথায় অনুসন্ধান করুন, সম্ভবতঃ সবিশেষ তথ্য জানিতে পারিবেন।

কাঃ সঃ

নিঃ সৈয়দ আহমদ নবী—কুসুম গ্রাম, গ্রাহক।

আপনার ব্যবস্থা মত কাপড় কাচা

সাবান প্রস্তুত করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা

যারা কাপড় কাচিলে অতিশয় হাত জালা করে প্রতিকারের উপায় কি? উত্তর।

আমাদের মনে হয়, আপনার সাবানে তৈলের পরিমাণ কম হইতেছে এবং কঠিক সোডা বা চুনের পরিমাণ অধিক হইতেছে, তৈলের পরিমাণ একটু বাড়াইয়া দিয়া দেখুন, সম্ভবতঃ জালাকর হইবে না। ১৯১২ সালের “কাজের লোক” উন্নত প্রণালীর টিপি সাবান প্রস্তুত প্রণালী সাহিব হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গও পাঠ করুন, সকল হইবে।

কাঃ সঃ

(উক্ত)

বেলজিয়মের মহাবিনাশ।

—:—:—

বেলজিয়ামের গৃহ ভাঙিত নরনারীর অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সার গিলবার্ট পার্কার চল্যাও গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর লিপিয়াছেন:—বর্তমান দিন পর্যন্ত আমি হলেণ্ডের প্রান্তদেশে এবং বেলজিয়ম ভুক্ত মাট্রিট, ইম্ডেন এবং অস্ত্রাজ স্থানসমূহে পহুছি নাই, ততদিন পর্যন্ত বেলজিয়মবাসিগণের হুঃখ দারিদ্র্য জানিতে পারি নাই। ইম্ডেনে আমি দেখিলাম, হলেণ্ডের প্রান্তদেশ পার হইয়া, কেহ তাহাদের সমস্ত সাংসারিক জিনিষপত্র হাতে কাঁধে লইয়া কেহনা কিছু না লইয়া, আশ্রয়ের আশায় হলেণ্ডে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে—যে হলেণ্ডে নিজেই যুদ্ধের চাপে ও ব্যয়ভারে বিশেষ ক্লান্ত। হলেণ্ডে নিজেই যুদ্ধের চাপে ও ব্যয়ভারে বিশেষ ক্লান্ত। হলেণ্ডে সাহসের সহিত বতবুদ সম্ভব তাহাদের সাহায্যে করিয়াছে। কিন্তু হলেণ্ডে একা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না।

দ্রুতিক আগন্তু প্রায়।

মাট্রিটে বেলজিয়মের মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিবর্গের সহিত আমার দেখা হইল। তাহারা বলিলেন যে, তাহাদের কেবল এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহের খাদ্য আছে। এবং সেই খাদ্যের পরিমাণ হইয়াছে, প্রতিজনে দৈনিক একজন সৈনিকের দৈনিক খাবারের এক তৃতীয়াংশ, লিপ, সার্নেরথ এবং নেমুরে গত শুক্রবার কেবল তিন দিনের খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। এখন বেলজিয়ামবাসীরা চায় কি? চায় শুধু একটু রুটী আর লবণ। এবং ইহাও তাহারা পাইতেছে না। কেবলমাত্র ক্রসেলসেই দশ লক্ষ লোক প্রতিদিন বেলজিয়ম রিলিফ কমিশন হইতে সরকারী সাহায্য পাইতেছে।

আমেরিকা হইতে সর্ব প্রথম খাদ্য জাহাজ যখন আসে, তখন কেবল ১০০ নরশত বস্তা মরদা অবশিষ্ট ছিল।—এদিকে সাধারণ সময়ে রাজধানীর সমুদয় লোকদিগকে খাওয়াইতে দৈনিক তিন হাজার বস্তা মরদার দরকার হয়।

বটাডামে মাস নদীতে একখানি মালের নোকাতে কয়েক শত গৃহশূন্য লোক বাস করে। উহাতে একটি মাত্র প্রবেশদ্বার আছে যাহা দ্বারা উপর হইতে মই লাগাইয়া তিতবে প্রবেশ করা যায়।

উহারা দিবসের অনেক সময়ই মাল রাখিবার ধোপটীতে কাটাইয়া দেয়। উহার উপর ছাদ আর্দ্র, বৃষ্টি আসিলে জল চুষাইয়া পড়ে। উহার মেঝেটি কখন শুকনো থাকে না এবং সর্বদাই একটি সূর্যালোকবর্জিত ওহাওয়ার দ্বারা ভূর্ণকপূর্ণ। সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোক ও শিশু সমস্ত একত্রে বাস করে। দৃশ্যটি আরও মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। এই জগৎ যে কেহই কোনরূপ হুঃখ জানায় না—সকলেই নীরবে সহ করে।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রমেশলাল, বাটরিষ্ট, সেভিয়েন, ইমডেন, ফ্রান্সিৎ এবং অন্যান্য স্থানেও এই অবস্থা কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়, শৌচনির্মিত স্থানের নোকা পত্তরও থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। আর উহারা ত স্তম্ভ্য মানব।

হলও শত সহস্র লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু হলও আর উপ-যুক্ত আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না—সুখস্বচ্ছন্দ্য বিধান ত দূরের কথা। মানব জাতির জন্ত এবং সম্মান রক্ষার জন্য হাজার হাজার বেলজিয়মবাসীদিগকে ইংলণ্ডে আনিতে হইবে।

বুধবারদিন আমি যেখানে গিয়াছিলাম, সেই বার্গেন অন্ধকূপের মধ্য দিয়া এনটোয়া-রপের পতনের পর-হইতে এপর্যন্ত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ক্ষুধার্ত লোক চলিয়া গিয়াছে। উহারা নিজেরা বাহা বহন করিয়া লইয়া বাইতেছিল, উহাই তাহাদের সব। এই ক্ষুধা সহরের দেড় সহস্র অধিবাসী বধাসাধ্য সাহায্য করিয়া ছিল এবং নিজেরা না খাইয়া আশ্রয়ার্থেবর্ণকারীদিগকে খাওয়াইয়াছিল। গবর্নমেন্ট যখন আশ্রয়ার্থেবর্ণকারীদের জন্য শিবির সংস্থাপন করিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে এই বিশৃঙ্খলাব পরিবর্তে কিছু শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল এবং চরমস্থা ও কিঞ্চিৎ কমিল। এখন বার্গেনে অপ জন্মের একটি ভাল বারগার শকটে শিবিরে প্রায় চারি সহস্র লোক অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদের ন্যায় বাস করিতেছে। শিবিরগুলি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং জীবন ধারণ করিতে হইলে যাহা না হইলে না হয়, কেবলমাত্র তাহাই উদ্যোগ পাট-তেছে। গড়, খাদ্য কয়েকখানি কবল এবং একটি গাটুরি ইহাই এক একজন লোকের সম্বল।

ফ্রান্সিৎ এ আশ্রয়ার্থেবর্ণকারীদের শিবির।

ডিসেম্বর বুধবার আমি ফ্রান্সিৎএ

আশ্রয়ার্থেবর্ণকারীদের শিবির দেখিয়াছিলাম। হলও দেশস্থান লোকদের সম্বন্ধে ইহাই আমার সর্বশেষ বৃত্তি এবং এই বৃত্তি মুহিবাব নয়। যে ছাত্রলো এবং মালের নোকাগুলি নিরাশ্রয়দের বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলি বখন আমি দেখিতেছিলাম, তখন রাজি হইয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর আমার মনে হইয়াছিল, যেন কতকগুলি খড় বিছানো রহিয়াছে এবং সেই খড়ের উপর কতকগুলি গাটুরি পড়িয়া আছে। কিন্তু কতক্ষণ পরে বখন অন্ধকার আমার চক্ষে সরিয়া আসিল, তখন সেই গাটুরিগুলি ক্রমে মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাহাদের সামান্য গাতাবরণ তাহাদের পাগুলি ঢাকিয়া দেওয়ার পক্ষে নিতান্ত অসুপযুক্ত, কাজেই পা গুলি বাহির হইয়াছিল। সেখানে কোন আশ্রয় পর্যন্ত ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল, নীচে খড় ও উপরে কেবলমাত্র ছাদ। আর ছিল মানুষের মরা, বাহা তাহাদিগকে কেবল অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সামান্য একটা কুকুরও উহার নিজের গর্তটিতে গিয়া সন্নিহিত থাকে, কারণ গর্তটি উহার নিজের। একটা জাতির এই হতভাগ্য লোকেরা যে খড়ের উপর শুইয়াছিল, সেগুলি যদি উহাদের নিজের হইত, যে ছাদের দিকে তাকাইয়াছিল, উহাকে যদি আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিত, তবুও ইহা এতটা কষ্টদায়ক হইত না। কিন্তু ইহারা শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত বাড়ীঘর, নিহত আত্মীয় পরিজন, পিতা, ভাই ভ্রাতৃ সকলই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই প্রকাণ্ড গৃহটির আর এক অংশে একটু অপেক্ষাকৃত ভাল বারগার দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ খড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আমি গণনা করিয়া দেখি-লাম, তাহারা সংখ্যায় আট জন। স্ত্রীলোকটির প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীমুখিত মুখমণ্ডল দেখিয়া

আমার মন হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ আটজন তাহার আটটি সন্তান। উহার সর্ব জেষ্ঠ্যটি একবিশ বছর বয়স্ক, আর সর্ব কনিষ্ঠটি আড়াই বৎসর বয়স্ক শিশু। হায়! হায়! যুদ্ধের কি ভীষণ পরিণাম।

বোরিক কটন—অল্প চিকৎসায়

বোরিক কটন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে তুলার অভাব নাই কিন্তু উৎসাহ উত্তমের অভাবে কেহ বোরিক কটন তৈয়ারি করে না। ইহার জন্ত বিদেশের সুপাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার যুগেন্দ্রলাল মিত্র বোরিক কটন প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সেই কারখানার জন্য বাজারে বিক্রয় করা হইবে।

যুদ্ধে লোকসংখ্যা।—বিশ্বাভ্যন্তর প্রধান মন্ত্রী আন্থনিও সাহেব এক তালিকা দেখাইয়াছেন, —গত ৩১শে মে পর্যন্ত ফ্রান্স এবং দারদা-নেলিসের যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে নিহত হইয়াছে অফিসার তিন হাজার তিন শত সাতাশ, সৈন্য সাতচল্লিশ হাজার এক শত তিন, মোট পঞ্চাশ হাজার চারি শত ত্রিশ; আহত হই-রাছে, অফিসার ছয় হাজার চারিশত নিরা-নব্বই, সৈন্য এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারি শত বিরাশী, মোট একলক্ষ ত্রিশ হাজার নয় শত একাশী;—নিরুদ্দেশ,—অফিসার এক হাজার একশত ত্রিশ, সৈন্য বায়ান্ন হাজার ছয়শত সতের, মোট ত্রিশ হাজার সাতশত সাতচল্লিশ;—দরাসাকলো দুই লক্ষ আটান্ন হাজার একশত আটান্ন। যুদ্ধ বিরাম জীবন-ভাবে চলিতেছে, এই হিসাবেই তাহা অসুসঙ্গ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

Medical Notes.

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক।

সার সংগ্রহ।

“চিকিৎসা প্রকাশ হইতে সংগৃহীত।”

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত হরীকেশ
গুপ্ত বিচারক।

(১) চালুগুগরা।

প্রাচীন আর্যবর্ষে এই ঔষধ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কুষ্ঠ রোগে নানা প্রকার গ্রাম্য ঔষধে চালুগুগরার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ খণ্ডে এই ঔষধের ব্যবহার পূর্বে অতি অল্পই পরিজ্ঞাত ছিল। চালুগুগর ফল গাছের গুড়িতে এবং বড় বড় শাখার সংলগ্ন থাকে। সিকিম প্রদেশে পার্বত্য জাতিরা এই ফলের শাঁস দিয়া মস্ত মারিয়া থাকে, এবং জলে সিদ্ধ করিয়া আহাৰ করে। মরিসস দীপে সম্প্রতি ইহার রপ্তানি হইতেছে। হাকিমি চিকিৎসাগ্রন্থে চালুগুগরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থে কুষ্ঠ এবং অস্ত্রান্ত চর্ম রোগের চালুগুগরার আত্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগের উপদেশ আছে। দেশীয় চিকিৎসকেরা ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংরাজ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে সম্প্রতি আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গা রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। লণ্ডন নগরে অনেক হাসপাতালে পুরাতন গেটেবাত রোগ চালুগুগরার তৈল মালিস করা হয় 'কখন বা ওঃ কোটা মাত্র ইহার সেবনও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে গাঁটের বেদনা এবং বাতরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মোট কথা চালুগুগরার তৈল একটি সহজ ঔষধ, যদি কোন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করেন—এ কথা জানিয়া আমাদের উপকার কি, তাহার উত্তর এই, আমাদের দেশে এমন অনেক রোগ আছে, যাহা অধিক দিন স্থায়ী হইলে ছেলের হটক বা বৃদ্ধের হটক, শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলে, কিন্তু রোগে শরীর ক্ষয় হইলে রোগীকে তৈল মাখাইয়া যেমন শরীরের পুষ্টিসাধন করা বাইতে পারে, আমাদের মনে হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আবার শরীর ক্ষয় যদি পুরাতন কোন চর্মরোগ, পুরাতন কাসরোগ বা পুরাতন বাত রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা হইলে চালুগুগরার তৈল গৃহস্থ চিকিৎসকের উপদেশ বিনা গায়ে মাখিবার অল্প নির্ভরচিত্তে ব্যবহার করিয়া অনেক উপকার পাইতে পারেন। আমাদের দেশে এই অনার্যসঙ্গ দ্রব্যাদিতে এত মহৎ গুণ দেখিয়া গৃহস্থের মনে কি ইচ্ছা হয় না যে দেশীয় অস্ত্রান্ত ঔষধও এইরূপ ইংরাজি চিকিৎসকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জনগণের মধ্যে ছড়ায়।

পাঁচড়া রোগে চালুগুগরার তৈল প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে দেখায়।

(২) বচ।

ইহার ইংরাজী নাম সুইট ফ্ল্যাগ রুট (Sweet flag Root) অল্প মূল্যে এ দেশের সর্বত্রই বচ জন্ম করিতে পাওয়া যায়। ছোট বড় নানা আকারে বচের টুকরা বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা বৃদ্ধান্তের জায় মোটা একটু চেপটা, স্পঞ্জের মত, অনেকগুলি কোষবৎ পদার্থে পূর্ণ। ইহার এক রকম সুগন্ধ আছে, স্বাদ একটু ঝাল, উগ্র। ব্রিটিশ ফার্মা-

কোপিরাতে কিছু দিন হইল পরীক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় গৃহচিকিৎসার জন্য ইহা সর্বভেষজভাবে উপযুক্ত। ইহা খুব আশ্চর্যজনক বলকারক না হইলেও, কাণ্টরপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্ধ ছটাক বচ চূর্ণে আধ পাইন্ট সুইট জল দিয়া কাণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ কাণ্ট আধ ছটাক মাত্রার দিবসে দুই তিন বার ব্যবহারযোগ্য। এ দেশের লোকেরা সন্ধ্যার পরে চিরতার সহিত ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। সামান্য রক্তের জর ইহা দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, অস্ত্রান্ত জর নিবারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, সকল জর বন্ধ হইবার পর ট্রফল অবস্থার চিরতার কাণ্টের সহিত সমভাগে ব্যবহার করা বাইতে পারে, তাহাতে যাবপর নাই উপকার ঘর্শে। অজীর্ণ Dyspepsia, অগ্নিমান্য Loss of Appetite এবং শারীর বিধান সম্বন্ধীয় দৌর্বল্য Constitutional Debility তে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

এদেশের লোকের অতিসার রোগ, বিশেষতঃ এদেশের শিশুদিগের পক্ষে ডাক্তার এভাসের মতে, বচের নির্যুক্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত কলদায়ক। জল দেড় পোরা, বচ এক ছটাক, গোলমরিচ আন্দাজ পাঁচ আনা কোরিয়েত্তার সীড আন্দাজ পাঁচ আনা একত্র ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া নামাইতে হইবে, তাহার পর শীতল হইলে, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে অর্ধ ছটাক মাত্রার দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিতে হয়। শিশুর পক্ষে চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক হইতে তিন চা চামচ মাত্রার দিবসে ২৩ বার প্রয়োগ করা যায় ম্যালেরিয়া জনিত রোগে আবহ্রাক বোধ করিলে উহার সহিত কুইনাইনও দেওয়া বাইতে পারে, নতুবা কোন প্রকার সঙ্কোচক ঔষধ দিখাইয়াও দেওয়া যায়। ডাক্তার

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এভাস' উপরোক্ত ভিকটরস্ যে কেবল মাত্র অতিসার ও উদরাময় রোগেই প্রয়োগ করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নহে, শিশুদিগের কাস রোগেও ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহার আরও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যিক। টাটকা বচের মূল সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাল ভাল চিকিৎসক বলেন, তাহার গন্ধে কীট পতঙ্গাদি থাকিতে পারে না। একজন রোগীর গৃহে ও অস্ত্রান্ত হানেও কীটাদি তাড়াইবার জন্য রাখা বাইতে পারে।

—o—

৩। কালমেঘ।

—o—

ইহার ইংরাজী নাম Kariyat ক্যারিয়েট। এই উদ্ভিদের মূলসহ ডাঁটাগুলি বাজাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহাকে গুল বলা বাইতে পারে, কালমেঘ প্রায় এক ফুটের ক্রান্তিত অধিক লম্বা হয়। ডাঁটাগুলি গোল নহে, চতুর্ভুজ এবং কটা রং; আশ্রয় ভিত্ত। চিরাতার সহিত একত্র রাখিলে ইহাকে বাছিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। কালমেঘ বলকারক। সাধারণ দৌরল্যে, অরুণ্ডির পর দুর্বল অবস্থায় আর অভিশারের (Dysentery) পরিণত অবস্থায় ইহা মনোপকারক বলিয়া পরিগণিত। ইহার প্রয়োগবিধি এইরূপ বর্ণনা,—কুট্টিত কালমেঘ এক কাঁচা কুট্টিত বচ, মলুকা রীক্ প্রত্যেকে ৩০ গ্রেণ, কুট্টিত জল অর্ধ পাইন্ট। এক ঘণ্টা কাল একত্র ঢাকা দিয়া রাখিবে, তাহার পর ছাঁকিয়া দিবসে দুই দিন বার খাইতে দিবে।

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই সুখ্যাতি করেন। ছোট ছোট কালমেঘের টুকরা ৬ আউন্স, মসকর ও মারের মোটা

চূর্ণ প্রত্যেক আউন্স, ত্রাতি ২ পাইন্ট, একত্র বন্ধন্থ পায়ে সাত দিন রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে। সাত দিনের পর উত্তম-রূপে সিংড়াইয়া কিংটার করিয়া লইবে। তাহাতে বতটুকু করিয়া খাইবে, ততটুকু ত্রাতি মিশাইয়া পুরা দুই পাইন্ট করিবে। এক হইতে চারি চা চারচ মাত্রার কিছু জল মিশাইয়া খাইতে দিলে চলে, নানা প্রকার Dyspepsia (অজীর্ণ) রোগে—বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কাহারও উপকার দর্শে, এবং মুহু বিরেচকের কাজ করে।

শিশুদিগের উদরাময়ে তাহা কালমেঘ পাতার কাথ খাওয়াইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। প্রাচীন গৃহিণীরা কালমেঘ পাতার রস শিশুদিগের কৃমি নিবারণার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কালমেঘ পাতার কাথ নিম্নোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়। টাটকা কালমেঘ পাতা আড়াই আউন্স, দেড় পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিলে যখন ৬ আউন্স থাকিবে, তখন নানাইয়া ছাঁকিবে। দুই দিন ঘণ্টা অন্তর এক আউন্স মাত্রার সেবন করাইবে। আবশ্যিক মত ইহা অল্প ঔষধের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায়। শৈশবীর বন্ধত এবং বন্ধতের দোষ সংযুক্ত জরে কালমেঘ দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

একট্রাষ্ট কালমেঘ লিকুইড—

যাহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা অর্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঠকঠকি তাঁত।

এখন তত্ত্বাবধ প্রণীত মধ্যে ঠকঠকি তাঁতের বেশ আদর হইয়াছে। ইহা আজ কাল বীরভূম জেলার বিদ্রুতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, হুগলি জেলার আশামবাগ মহ-কুমার জমিদার ইহার প্রচলন হইতেছে।

৪। যমানি—(জুরান)।

—o—

ইহার ইংরাজী নাম Ptychotis (টাইকোটীশ)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদৃশকৃক কাল নানাগুলিকে এদেশের লোকে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানে। লক্ষ্য, মরিচ অথবা সর্বপের উত্তেজক গুণ, চিরাতার ভিত্ত উপাদান এবং হিঙ্গুর আকর্ষণ নিবারক গুণ এই কয়টাই ইহাতে আছে। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন—যমানি উৎকৃষ্ট মাত্রার ব্যবহার করিলে Saliva (লালাস্রাব) বৃদ্ধি করে, Gastric Juice (পাচক রস) অধিক পরিমাণে নির্গত করিয়া থাকে, এবং উত্তেজক পুষ্টিকর ও বায়ুনিঃসারক রূপে ব্যবহৃত হয়, পুরাতন কঠিনত রোগে ইহা সংকোচকের কাজ করে। তিনি আরও বলেন যে, কোন ঔষধের অপ্রীতিকর দ্বাদ টাকিবার ও বমনোদ্বেগ নিবারণার্থ ইহার মত ঔষধ আর নাই। উক্ত সাহেব ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

এদেশের লোকে আধাডোলা আন্ডাক যমানি একটু লবণের সহিত চিবাইয়া খানিকটা জল পান করেন; কেহ কেহ ইহার কাথ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ উতাপ দ্বারা জমানির অভ্যন্তরস্থ তৈল উড়িয়া যায়। ঐ তৈলই উপকারজনক পদার্থ। যমানি চূরান জল, দেশীয় তারত-জাত ইংরেজদিগের পক্ষে ডিপেন্সিয়ার সাধারণ ঔষধ। ভারতের সকল স্থানেই যমানি চূরান জল কিনিতে পাওয়া যায়। যেখানে না পাওয়া যায়, সেখানে যে কোন ব্যক্তি মনে করিলেই উহা চূরাইয়া জল প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। তাহার জন্য কল কারখানার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কৃত্রিম বমানি ও পাউণ্ড, ছত্র বোতল জলের সঙ্গে চুয়াইয়া চারি বোতলের উপর রাখিতে হইবে। বমানিগুলি পাত্রের গায়ে বা তলার লালিলে তাহা ঘারা চৌরাটে গন্ধ হয় একত্রে সেগুলিকে এক খণ্ড কাপড়ে বাধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া হয়। অবস্থান্তরসারে ইহা এক হইতে দুই আউন্স মাত্রার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়। বমানি চুয়ান তৈল এক হইতে তিন বিন্দু মাত্রার কিছু চিনির উপর দিয়া খাওয়ার ক্ষুদ্রাংশ উপায়। আরবি গন্ধের সঙ্গে উহার Emulsion হইয়া থাকে।

কোন কোন Dyspepsia (অজীর্ণে) ভোজননদোষ ভক্ত উদরাময় বা পেট কামড়ানি উদরাময় নে, দৌরঙ্গলো, অস্ত্রাক্ষেপে, বিস্ফটিকা ভাবের উদরাময়ে, কোন কোন প্রকার শূল ও ভিষ্টিরিয়া রোগে কেবল মাত্র ইহারই প্রয়োগে অভ্যাসচর্যা ফল লাভ হয়। শিশুদিগের উদরাময়জনিত শূল ও উদরাময়ে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। যদিও ইহার বিস্ফটিকারোগ-গ্রস্ত নাই, তথাপি এদেশের লোকে এবং ভারতবাসী ইংরাজেও ইহাকে তাহার বিশেষ প্রতিকারক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিস্ফটিকা রোগে বমানির জল বা অর্ক প্রথমাব্যহার প্রয়োগ করিলে মলমত্রা ও বমন বন্ধ হয়, এবং শারীর বিধানের উত্তেজনা জন্মায়। কেবল মাত্র ইহার উপর নির্ভর করা না রাইলেও অস্ত্রান্ত্র ওষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করা যায়।

অত্যন্ত সুরাপান বা মাদক দ্রব্য পানোচ্ছার (জমানির অর্ক) পরীক্ষার যোগ্য। এ সম্বন্ধে ডাক্তার উড বলেন,—কিছুদিন পূর্বে ইহার উগ্র ও সুরাদ জল পাকস্থলী মধ্যে উত্তেজনা জন্মায় বলিয়া বাহ্যাদিগের পানোচ্ছা বলবতী, তাহাদিগের ভক্ত ব্যবস্থা করা হইত। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে দত্ততা জন্মায় না বটে, কিন্তু মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিলম্ব উত্তেজনার

ক্রিয়া দণ্ডিত থাকে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—ইহা পান করিয়া সুরাপান-ভ্যাসের দাস হইতে অনেকেরই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ষায়ের চিকিৎসা।

—০—

—শায়কে চূর্ণ ও গব্যদুগ্ধ সমপরিমাণে একসঙ্গে মিশাইলে যে মলম হয়, উহা ব্যবহারে সকলপ্রকার বা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

আমলী পাতার উপর পিঠ ষায়ে লাগাইলে বা শীঘ্র পরিষ্কার হয়! গব্যদুগ্ধে নিমপাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত দিলে বা শুকাইয়া যায়। বাসকপাতা ষায়ের পরিমাণে কাটিয়া তেলাপিট সুগম্যুত ঘারা (খুঁ) লাগাইয়া দিনে ৪৫ বার পরিবর্তন করিলে ৪৫ দিনে নিশ্চয় পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি তরানক বা আরোগ্য হয়।

কম্ব পাতা, খানকুড়ে পাতা বা বাপাতা অথবা স্থল কমলির পাতার তেলাপিঠ ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়। বিপরীত পিঠে বা পরিষ্কার করে।

মল্লু মস্তকের খুলি বা নরদেহাহি গোমূত্র সহ ঘষিয়া লেপ দিলে প্রশস্ত হয়। পুরাতন খুলি বা অস্থিই অধিক গুণকারী। বহু ওষধ প্রয়োগে নিফল হলেও এই ওষধ বিফলকাম হয় না।

যষ্টিমধু ও ডিল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে দৃষিত মাংস দূর হইয়া ক্ষত স্থান পূর্ণ হয়।

নিমপাতা ও ডিল বাটরা মধুসহ বা ঘন পেষণ করিয়া ঘৃতসহ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুক হয়।

পাতাড়ির পাতা বাধিয়া দিলে উরুস্তম্ভ, ওষ্ঠরূপ ও বাধী প্রভৃতি রূসাধ্য ক্ষত ও আরোগ্য হয়।

নালী বা—

মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র আল দিয়া বতি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া নালীবাএ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শান্তি হয়।

দাকহরিজ্রা ছালের রস অম্লিতাপে গাঢ় করিয়া মধুসহ প্রয়োগে সুখরোপ, রক্তদোষ ও নাড়ীরূপ (নালীবা) ভাল হয়।

শিবালমোতরা গাছের শিকড় নালীতে ভরিয়া দিলে বা শুকাইয়া সার এবং ক্রমশঃ শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিয়া ফেলে।

মটুরা (আটকিকা) মুলের বাকল ও আদা একত্রে বাটরা এঁটে কলার নরম পাতা দিয়া পটি দিলে সারে।

এলাইকার (হেলাকের বা হিঙ্কের) শিকড় ও ঐ শিকড়ের রস একত্র নালীবার দিলে আরোগ্য হয়।

মৌন্টার (পাতার বিশেষ উগ্রপত্র; গোটা হয়) শিকড় চন্দনের জ্বার ঘষিয়া উক্ত ঘটে পদার্থে একটা গোল মরিচ ঘষিয়া ক্ষয় করি-বেন। ঐ পদার্থ নালীবারের চতুর্দশাংশ চন্দ্রো-পরি ৩৪ দিন প্রলেপ দিলে বিনা বহুগার নালী আরোগ্য হয়।

বটের আঠা গুলিয়া শিহকারী সাহায্যে অথবা অপামার্গের বীজ চূর্ণ করিয়া মাখনসহ নালীতে প্রবেশ করাইলে সত্তর আরোগ্য হয়।

কাটানটের মূল (সুদরিয়া ডাটা) অন্ন আদাসহ বাটরা ক্ষত স্থানে পটি দিলে পচা মাংস দূর করিয়া বাবতীর বা আরোগ্য করে।

কডকগুলি সংগৃহীত কচি নিম পাতার শির চাত বা কাঁচি ঘারা ফেলিয়া দিয়া অন্ন জলে পাতাগুলি পিষিবেন যেন মোমের ন্যায় নরম হয়। পরে টাটকা গব্যদুগ্ধ উহার সহিত সংমিশ্রণ করিবেন, যেন চুয়াইয়া না পড়ে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

পরে একখানা লোহার (পরিষ্কার) হাতার উক্ত নিম্নতর রাধির উপর উক্ত কবুতঃ নালি-বাতে লাগাইয়া দিবেন এবং অতি কোমল কদলী পত্র দ্বারা ঢাকিয়া স্থাপিত দ্বারা রাধিবেন। ইহাতে কঠিন নালী আরোগ্য হয়। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, কত নীচ দিক হইতে আসিয়া কমে যুগ্ম পূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়।

আদা, কাঁচলাষানের মোথা (ফুল কেচলা বা মালকান্ধা), হাগড়ার মোথা ও ভালেস পাতা সমভাগে জল দিয়া পিষিয়া একখানা কোমল কলাপাতা ছিঁড় ছিঁড় করিয়া তথায় এই ঔষধ রাধিবে ও অপর অংশ কলাপাতা দ্বারা ঢাকিয়া ছিঁড় অংশ সমুখে স্থাপন করিয়া একখানা নেড়ুড়া দ্বারা জড়াইয়া রাধিবে। অসাধ্য নালী বা সত্বর এই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

বেলের শিকড়, ছোট গিরাজ, কলমীর ডগা, কটোনটের মূল (ফুলের ডাল) একত্রে পিষ্ট করিয়া ইহার ঠিক উপরের লিখিত ঔষধের মত নিরমালুসারে 'বা'এর উপরে পটা বান্ধিলে নালী-বা সত্বর আরোগ্য হয়।

কেচলার শিকড় বা মানকচুর শিকড় পরিষ্কার করতঃ নালী মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে। রাত্রিতে এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়। নালী ভিতর দিক হইতে বড়ই তরিয়া আসিয়া এই শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিতে থাকে, ততই উহা একখানা কাঁচি দিয়া কত মুখের উপরে কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে সহজেই নালী শুকাইয়া যায়।

আয়ুর্বেদ বিকাশ্য।

শ্রীগোপিনাথ দত্ত,

রাজবাড়ী, ঢাকা।

মহুর ডাল।

১। মহুর ডালের যুগ্ম মাংসের কোল বা ছপ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর কিন্তু মাংসের যুগ্মে এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে বাহা মহুর ডালে নাই। সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্রে মাংসের যুগ্ম ব্যবহৃত করা যায় তাহার পরিবর্তে অনারামেই মহুর ডালের যুগ্ম ব্যবহার করা বাইতে পারে। মহুর ডাল কখন কখন বিকৃত হইয়া থাকে; এরূপ ডাল অনেককাল ধরিয়া অনবরত ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাতের দ্বারা এক প্রকার ব্যাধি হয়; ইহাকে ইংরাজিতে Lathyrism বলে। এই ব্যাধি কদাচিত দেখা যায়।

বাঃ সঃ

চিকিৎসা তত্ত্ব।—সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে রক্তনের মধ্যে ক্ষয় রোগের বীজাণুর সংহারিত্বী শক্তি বিস্তারিত আছে।

এলবার্ট ভিট্টর কলেজ।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজই উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা বিজ্ঞানিকার একমাত্র স্থান কিন্তু এই কলেজে প্রতি বৎসর ১২০ জনের বেশী ছাত্রকে ভর্তি করা হয় না। বর্তমান বর্ষে ১০০০ ছাত্র কলেজে ভর্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহার এক অষ্টমাংশের বেশী ছাত্রের আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সুশিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন এই ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালা দেশে অভিশয় বেশী হইয়াছে। সুতরাং এলবার্ট ভিট্টর মেডিকেল স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ উহাকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন।

স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ আপনাদের কার্য-ক্ষমতার পরিচয় দিতে ক্রটি করেন নাই। ১৮৮৭ সালে শিরালদহের নিকট এক ভাড়াটীয়া বাড়িতে ৩ জন ছাত্র লইয়া এই মেডিকেল স্কুল স্থাপন করেন। এখন এই স্কুলে ৫০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে; ১৫

বিদ্যা ভবির উপর স্থল ও হাসপাতাল নির্মিত হইয়াছে তাহার মূল্য ৫১ লক্ষ টাকার মূল্য হইবে না। হাসপাতালে ১০০ রোগী বাস করে, বাহির হইতে বৎসরে ২৫ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে।

ডাক্তার নীলরতন সরকার, সুরেশ প্রসাদ সর্কাধিকারী, যুগেন্দ্রলাল মিত্র, কলমরী-বোহন দাস, আর, জি, কর, এম, এন বহু প্রভৃতি যে বিভাগের শিক্ষক সে বিভাগের যে উন্নতি লাভ করিবে, তাহা আর বিস্তৃত বিবরণ নহে। গবর্ণমেন্ট এই স্কুল কলেজে পরিণত করিতে অস্বমতি দিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট একলা ৫ লক্ষ ও বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। জন সাধারণ যদি ২১ লক্ষ টাকা দান করে, তবে অতি শীঘ্রই বঙ্গে এক বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইতে পারে।

সার টি পালিত তাহার উইলে এই কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। সার রাসবেহারী ঘোষ ৫০ হাজার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সি, আর দাস, বি, সি, মিত্র প্রভৃতি এক এক জনে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী এই কলেজের জন্য যুক্ত হস্ত হইবেন এবং এই বৎসর হইতেই বঙ্গদেশে এক বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রজন বিদ্যালয়—আগামী ১৫ই জুলাই হইতে কানপুরে কয়েককালের জন্য এক রজন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রধানতঃ রজন ব্যবসায়ীদিগকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইবে। আপাততঃ ৮ জনের বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হইবে না। ১০ মাসে শিক্ষা শেষ হইবে। কার্ণাট, রেসন ও পদ্ম রজন কার্য শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মক্ষিকা।

—০—

মক্ষিকারা পাইখানা, নর্দমা ও সকল প্রকার আবর্জনার স্তূপ হইতে ময়লা এবং রোগ বীজাণু বহন করিয়া আনিয়া দুধ ও খাদ্যাদিতে মিশ্রিত করে।

মক্ষিকা টাইফয়েড জ্বরের বীজাণু বহন করে মক্ষিকা বাহাতে দূষিত করিতে না পারে, এজন্য দুধ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সকল সময় আবৃত রাখা উচিত। দোকান ও হোটেল ইত্যাদিতে বাহাতে মক্ষিকার উপদ্রব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মক্ষিকা বা পত্ৰবিষ্ঠা ও আবর্জনার স্তূপে ডিম পাড়ে। বাটার উঠানে, বাগানে বা পুকুরালয় কোনরূপ আবর্জনা বা বিষ্ঠা ইত্যাদি জমাই রাখা উচিত নয়।

আধ সের দুধে ১ চামচ “ফার্মালিন” মিশাইলে, মক্ষিকা বিনাশের অতি উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয়। শিশুরা বাহাতে ভাত না পার, এরূপ স্থানে এই মিশ্রিত ঔষধ পালয় করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। স্বাঃ সঃ

—

একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব।

—০—

(১২৮৫ সালের “বঙ্গদর্শন” হইতে)

এখন লোকের দেশভিত্তিকতা বড় প্রবল হইয়াছে। পুরাণ পুথি, খোদা পাথর ভাষ্যশাসন পড়িয়া আমাদের পুরাণ গৌরবের কথা অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সেকালে আমাদের সোণাল অট্টালিকা ছিল বলিয়া গুজব করিয়া বেড়ান কাপুরবের কাজ, এ কথাটা কেহ বুঝেন না। আবার অনেকে গোমর করেন যে, সেকালে বাঙ্গালিরা

বড় লড়াইএ মজবুত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ লড়াই করিতে করিতে উড়িয়া হইতে কিরিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য দিনকতক অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু বাঙ্গালির লড়াইয়া বিস্তা কেমন ছিল, একবার দেখান উচিত। দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, উদাহরণ রায় ভল্লভরাম।

রাজা ভল্লভরাম রাজা জানকীরামের পুত্র। রাজা জানকীরাম সুবে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান। তখন আলিবর্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার, ভল্লভরাম উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন। যে আফগান সেনাপতির হস্তে উড়িষ্যার নবাবী ছিল, সে রাজবিরোধী হওয়ায়, এবং অল্প লোক উপস্থিত না থাকায় উড়িষ্যার নবাবী ভল্লভরামের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবর্দী রাজা জানকীরামের অমুরোপে তদীয় পুত্র ভল্লভরামকে উড়িষ্যার কায়েমী নবাব করিয়া দিলেন। আতা উল্লা খাঁ তাহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রাদিগের বড়ই উপদ্রব। কিন্তু উহার বড় চতুর, উড়িষ্যা উদ্বিগ্নের পথ, উড়িষ্যায় কোনরূপ গোলাযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চন্দননগর কাটোয়া এমন কি মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠ করা যায়। ভল্লভরামকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য উহার সন্ন্যাসী পাঠাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা বলে, মহারাষ্ট্রা আর আসিতেছে না, আমরা এই নাগপুর চইয়া আসিতেছি। আর নানারকম পূজা অর্চনা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উহাকে অন্তমনস্ক করিয়া রাখে। এদিকে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। আতাউল্লা খাঁ নিত্য সংবাদ আনিতে লাগিল, যে মহারাষ্ট্রা সসৈন্তে অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই ভল্লভরামকে উদ্বিগ্নকে ভাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। ভল্লভরাম সন্ন্যাসী-

দের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বলেন, যে তাহারা আজও নাগপুর ছাড়ে নাই।

শেষ একদিন সকালে কটকের এক পার্শ্বে মহাগোব্রহ্মোণ উঠিল, চারিদিকে লুণ্ঠপাট, খুন হত্যাকাণ্ড, আরম্ভ হইয়াছে, বর্গী আসিয়াছে, অতাউল্লা সংবাদ পাইয়াই শশব্যস্তে ভল্লভরামের দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের হুকুম ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া? বেলা নয়টা, তখনও নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আতাউল্লা যত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রায় ঘণ্টা-খানেকের পর, মহারাষ্ট্রা যে দিকে পড়িয়াছিল, সেইদিকে ঘর সব আগাইয়া দিতে লাগিল। তখন প্রজাবৃন্দের দারুণ আর্তনাদে ভল্লভরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাতিয়াই শুনিলেন, বর্গী কটকের উপর পড়িয়াছে। ভল্লভরামের আর কাপড় পরা নাই। সেই রাত্রিবাসের পাঁচগাতি ধুতিতে বিশাল উদর কপকিৎ আবৃত করতঃ দৌড়। একে স্থা-লোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণ ভরে দৌড়। দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? কটকের কেলায়। সেখান হইতে আধক্রোশ দূরে। বাড়ী হইতে গজেন্দ্র লম্বোদর ছলাইতে ছলটিতে ছুটিতেছেন; পা উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাউল্লা খাঁ তাঁহাকে ধরিল। নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি বর্গীতে ধরিল। অনেক কণের পর আতাউল্লার গভীর অশ্রু ধীর স্বরে তাঁহার চেষ্টা হইল। তিনি শুনিলেন, সেনাপতি বলিতেছেন, আমরা শীঘ্র হুকুম-নামা দিন, আমি সসৈন্তে উদ্বিগ্নকে সহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি। ভল্লভরাম পাড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বলিলেন, সে সব কেলায় গিয়া দেওয়া যাইবে। আতাউল্লা বেশী জোর করার নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বুঝা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বুঝিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা একটু পাড়ান না হর পাড়ী আনাইয়া দিই।” নবাব বলিলেন, “আর পাড়ীতে কাজ নাই দেরি হবে”—বলিয়াই ক্রতপদে কেল্লার দিকে ছুটিলেন। একে নবাব তাতে রাজাজ্ঞানকী-রামের পুত্র, আতাউল্লা নীচ পাড়ী আনাইয়া খানিক দূর গিয়া উঠাকে ধমিলেন; ধরিয়া পাড়ীতে পুরিয়া কেল্লার পাঠাইয়া দিলেন।

কেল্লার গিরাই নবাবের বোধ। যত সৈন্য ছিল, নীচ সজ্জিত হইতে হকুম দেওয়া হইল। আতাউল্লাকে উপর কটক হইতে বগী তাড়াইয়া দিবার হকুম জারি করা হইল। কেল্লার কোথায় ভাগা আছে, সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তখন কটকের আর্দ্রক বগীর দখল হইয়া গিয়াছে। আতাউল্লা খাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ রক্তাক্তির পর সৈন্যে পিছু হটিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারিদিকে মারহাটা সেনা স্থাপিত হইল, নবাবের যে সাহসটুকু হইয়াছিল, রায়ে সে টুকু তিরোহিত হইল; ৮।১০ জ্যোশ দূরে আলিবর্দি এক দল সেনা বগীর হাঙ্গামের জন্য সর্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্যদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা হউক; উহার আসিলে দুর্গ রক্ষার উপায় হইবে। নবাব বলিলেন, যদি এই দণ্ডে মহারাষ্ট্রা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় থাকিবে? আমার হকুম—এই দণ্ডে মহারাষ্ট্রাদিগকে কেল্লা ছাড়িয়া দাও, এই মাত্র নিষয় কর যে আমরা নিকটকে দেশে বাইতে পারি! ধূর্ত বগী সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল। পাইয়াই সর্ব প্রথমে দুর্গভরামকে বন্দী করিল। কিন্তু বীর আতাউল্লা দুর্গের যে ভাগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই তিন মাস পর্যন্ত বগীদেব সকল

আক্রমণ সহ করিয়াছিল। তিনিই হুগলীর রামকে উদ্ধার করিবার জন্য আলিবর্দি খাঁর তিনটা লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

এই এক বাঙ্গালির বীরত্ব। বাঙ্গালার অর্ধ স্বাধীন অবস্থার দুইজন হিন্দু নবাব হই-রাছিল—এক রামনারায়ণ, আর এক ভল্লভ রাম। তাহার মধ্যে ভল্লভরাম অপূর্ণকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেবার ভল্লভরামের অনাবধানতাবশতঃ বগীদিগের দূর করিতে আলিবর্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, উহার কাটোরা পর্যন্ত লুণ্ঠ করিয়াছিল।

আমাদের কত পুরুষ যে ভল্লভরাম আছেন, তাহার ঠিকানা নাই। আমাদের বীরত্ব পুরুষাত্মক।

Cough (কাশী চিকিৎসা)

(হোমিওপ্যাথিক)

চিকিৎসক এবং ছাত্র।

—০—

ভাঃ। তুমিও ত পড়ছ, আজ্ঞা বল দেখি, একটা রোগীর কাশীর নিয় লিখিত লক্ষণ সমূহে তুমি কি ঔষধ দিস।

ছাত্র। বলুন, যদি পারি।

ডাঃ। রোগী ছোট শুষ্ক কাশী কাশে, গলায় শুষ্ক শুষ্ক হইয়া কাশী আরম্ভ হয়, খোয়ট লাগিলে ধূমপান অথবা

জলপানে কাশীর বৃদ্ধি। রাত্রিতে কাশীর বৃদ্ধি, বৃকে খাস টানিতে গেলে খোচা বেজা বেদনা, বাধা প্রাপ্ত খাস প্রশ্বাস, মনে করে তাহার ফুসফুসটা প্রসারিত হইবে না। স্নেহা প্রধান ধাতু, ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশীর উৎপত্তি।

ছাত্র। এমন অবস্থায় একোনাইট দিতে পারা যায়।

চিকিৎসক। কেন, আসেনিক, বেলোডোনা দিতে কি দোষ হইত?

ডাঃ। বেলোডোনার আকস্মিক-রমকা কাশী, —রোগীর মুখ লাল হইয়া যায়। উল্লে-ডোনার কাশীতে মনে হয় যেন গলায় ধূলা ঢুকিয়াছে—বৃকে টাটানী থাকে, ছেলেরা কাশীবার সময় কান্দিয়া উঠে, এমন বেদনা। কাশীবার দুর্দমা ইচ্ছা, তত্ত্বির শিরঃপীড়া—মাথার উপরে দপ্ দপ্ করিতে করিতে থাকে। সুতরাং বেলোডোনার কাশী আর একোনাইটের কাশীতে পার্থক্য অনেক। তারপর আর্দ্রনিকের কথা। ইহাও .রায়ে বৃদ্ধি বটে—শুষ্ক কাশী, যদিও সন্ধি উঠে, তাহা খুব কম, অতি কষ্টে বাড়ির করিতে হয়, তাতে রক্তের ছিট থাকিতে পারে। শ্বাস কষ্টের জন্য রোগীর মুখে উৎকর্ষার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। আর্দ্রনিকের বিষয়ে উৎকর্ষা, অস্থিরতা

পিপাসা কিন্তু অল্প জনপানেই পরিতৃপ্তি। এই কয়টা লক্ষণ আসেনিক নির্দেশক প্রায় সমস্ত রোগেই থাকে—সুতরাং একোনাইটের কাশী আর আসেনিকের কাশীর পার্থক্য অনেক।

চিকিৎসক। গয়রের সঙ্গে আর কোন কোন ঔষধের রক্ত থাকিতে পারে?

ছাত্র। আর্গিকা, চায়না প্রভৃতিতেও রক্ত থাকিতে পারে।

আসেনিকে স্নেহাত্ত সহিত রক্তের ছিট থাকে, আর্নিকাতেও রক্ত থাকে, তবে তাহা যেন জমাট রক্তের রূপের মত (Coagulated) আর্নিকার কাশীতে সুচীবেদনং পার্শ্ব বেদনা থাকে, আসেন-

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

নিকে তাহা থাকে না। এই সূচীবিদ্ধ
বৎ বেদনা কাশিলে বৃদ্ধি হয়।
আসেন নিকে তেমন কিছুই নাই। আর্নি-
কার কাশী প্রাতে উঠিলেই আরম্ভ,
আর সে কাশী আসেন নিকের মত দম আট-
কান নয়। ছোট ছোট শুকনো কাশী।
আসেন নিকের কাশী রাত্রে বৃদ্ধি।

চিকিৎসক। পার্শ্ব সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাত
ব্রাওনীয়াতেও আছে, তবে কেমন করিয়া
পার্থক্য করিবে।

ছাত্র। ব্রাওনিয়ার সূচীভেদবৎ বেদনা খুব
গভীর শ্বাস টানিবার সময় অসহ্য
হয়। কিন্তু আর্নিকার বেদনা কাশিলে
বৃদ্ধি এবং অনুভব হয় কিন্তু শ্বাস
প্রশ্বাস গ্রহণে অনুভূত হয় না।

তারপর ব্রাওনিয়ার রোগীর একটা
বিশেষ লক্ষণ, কাশিতে কাশিতে রোগী
হইয়া থাকিলে উঠিয়া বসিতে এবং চুই
হাতে বুক ও পার্শ্ব চাপিয়া ধরিতে বাধ্য
হয়। মনে করে যেন কাশীর চোটে বুক
ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া বাইবে। ব্রাওনিয়ার
কাশীতে গলা শুড় শুড় করিয়া যেন
পাকস্থলীর ভিতর পর্য্যন্ত তাহা যায়, সেই
জন্য রোগী বমি করিয়া ফেলে। তারপর
কঠিন দগ্ধবৎ মল ইহার একটি
বিশেষ নির্দেশক লক্ষণ। আর
একটি লক্ষণ রোগী ভয়ানক খিটখিটে।

চিকিৎসক। কাশিতে কাশিতে বমি হওয়া
লক্ষণ আর কোন ঔষধ আছে কি?

ছাত্র। ইপিক্যাকেও এ লক্ষণ আছে। টপি-

কাকের রোগীর গা বমি বমি করা
এবং শ্লেষ্মা বমি করা লক্ষণ।
ব্রাওনিয়ার শুড়শুড়ি পেটের
ভিতর পর্য্যন্ত যায় বলিয়া বমির

উদ্রেক, শ্লেষ্মা বমি করিয়া
ভুলিয়া ফেলাত দেখা যায় না।
ইপিকাকে মনে হয়, যেন বক্ষস্থল শ্লেষ্মার
পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু কাশিয়া সে শ্লেষ্মা
তোলা কঠিন। এমন লক্ষণ টাটার
এমিটিকেও দেখা যায়, তাহার পার্শ্বকোর
কথা পরে বলিব। ইপিকাকের কাশী—
গলার মধ্যে উপরাংশে লেরিংসে শুড়
শুড় করিয়া কাশী আরম্ভ ও দম আটকান
কাশী। ছেলেরা কাশিতে প্রায় দম
আটকাইয়া মুখ বেগুনী রঙ্গের
হইয়া যায়। গা বমি বমি, বমিতে
শ্লেষ্মা উঠে, কিন্তু কাশিয়া সর্দি তোলা
কঠিন। ইহাই ইপিকাকের বিশেষ
লক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

Homeopathic Notes. হোমিওপ্যাথিক নোটস।

(Collections)

—:~::~—

কাশীতে বেলেডোনা, সাবুনেরিয়া,
ল্যাকেসিস্ এবং কুপ্রম ব্যবহার হয়। আরও
অন্যান্য অনেক ঔষধ আছে বটে, কিন্তু এই
চারিটি ঔষধ লইয়া কেমন গোলোবোগ ল গে
তাগা বলিতেছি। বেলেডোনা দমকা কাশী
(Spasmodic) কাশিলে চোখ মুখ লাল
হইয়া উঠে গলা, শুড়শুড় করিয়া দমকা কাশী
এমন হয় যে, রোগীর মুখ চোখ লাল হইয়া
উঠে। কাশিতে কাশিতে ঘাম বাহির হয়।
বেশ কথা। কিন্তু এমনি দমকা কাশী ত
সাবুনেরিয়াতেও আছে তাহাতেও ত ঘাম হয়,
এপিগাস্ট্রিসে শুড়শুড় করিয়াই কাশী হয়।
তবে বেলেডোনা দিই, কি সাবুনেরিয়া দিই,

এইখানেই ত বত গোপ। তবে তকাং করি
কিভাবে?

বলিতেছি। বেলেডোনার কাশিতে
সম্মুখে মাথা নীচু করিলে মুখের
লাল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাবুনেরিয়ার
কাশীতে রোগীর শুইলে মুখ লাল হয়
তকাং এই স্থানে। এতটুকু লক্ষ্য না রাখিলে
ঔষধ নির্বাচন করিলে বেলেডোনার কাশী
সাবুনেরিয়ার কেন পারিবে?

তারপর আরও মজা আছে। ল্যাকেসিস্,
এতেও গলা শুড়শুড়ানী হইয়া কাশী, সেই
মুখ লাল, একটু ঘাম ও যে না হয়, তাহা নয়,
তবে উপরের হৃতির সহিত ল্যাকেসিসটা তকাং
করাত কঠিন কথা। কিন্তু তকাং আছে।
ল্যাকেসিসের রোগীর কাশীর বৃদ্ধি রাত্রে,
রোগী কাশীর চোটে রাত্রে ঘুমাইতে
পারে না বেলেডোনাও সাবুনেরিয়া এমন
লক্ষণ নাই। তারপর কুপ্রমের কথা বলি-
তেছি। কুপ্রমের কাশীও আক্কেপিক, দমকা
(Spasmodic) মুখ ও লাল হয়, ঘামও
হইতে পারে। তাহলে পার্থক্য করি কেমন
করিয়া? পার্থক্য আছে বেশ! কুপ্রমের
একটি বিশেষ পার্থক্যের লক্ষণ, রোগী শ্বাস-
টানিলেই কাশী, ইহাতে গলার শুড়শুড়ানি
নাই, শ্বাস টানিলেই পুনঃপুনঃ কাশী—সেই
দমকা কাশী সেই মুখলাল। ইহাই এই
চারিটি ঔষধের পার্থক্য।

(Medical Advance.)

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

ECHINACIA AUNGSTIFOLIA.

এচাইনেশিয়া।

—:~:~:—

ডাক্তার এ. ডি হার্ড (Dr. A. D. Hard) বলেন :—বেথানে গ্রন্থতির পেরিনিয়াম রপ্তার হইয়া পড়ে, শুনে ফোটকের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে, হৃদয় নারায়ণ জন্ম গ্রন্থতির তৃতীয় দিনে জর হয়, জরায়ু প্রদেশে চিকিৎসা করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়; যে গ্রন্থতির জরায়ু মধ্যে ফুলের ক্রিয়াদংশ কুচি থাকিয়া যাওয়ার জন্য গ্রন্থতির “সেপটিমেনিয়া” নামক বিপজজনক পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে তদ্বিবারণ জন্য আমি “এচাইনেশিয়া” দিয়া অনেক গ্রন্থতির জীবন রক্ষা করিয়াছি, ইহার দ্বারা গ্রন্থতির ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারিত হইয়া থাকে।

WART বা আঁচিল।

ইহার অন্যান্য ঔষধ আছে কিন্তু কাল-কেরিয়া ও দিয়াও অনেক আঁচিল আরোগ্য হইয়াছে।

Important household informations.

আবশ্যকীয় গাইড
জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:~:~:—

দুগ্ধ।

দুগ্ধের শত্রু আলোক, আলোকে দুগ্ধের ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধ যদি কোন রঙ্গিন বোতলে রাখা যায়, তাহা হইলে ইহার গুণ নষ্ট হয় না।

সম্মুখে।

কোন স্থান পুড়িয়া বাইলে মধু এবং লবণ একত্রে ফেঁচিয়া লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

আঙ্গুল হাড়ায় হিং।

আঙ্গুল হাড়া বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। যখন দপদপানী ও যন্ত্রণা অথচ পূজা থাকে নাই, সেটরূপ অবস্থায় একটু হিংকে গরম জলে গুলিয়া তাহাতে হাতটি ডুবাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা উপশম হইয়া যায়। এইরূপ দিবসে ২৩ বার করিলে আর যন্ত্রণা থাকে না। তবে পূজা থাকিলে এ উপায়ে উপকার হয় কি না, তাহা সাধারণের পরীক্ষা সাপেক্ষ।

Please Note.

For anything from Calcutta, ask
THE ECONOMIC CALCUTTA
SHOPPING MODEL AGENCY
COMPANY,

71, South Road Entally, Calcutta.
Special Features, No Commission
charged to customers, First rate
efficiency, thorough reliability.

অবসর সময়ের কাধ্য দ্বারা মাসিক ১০০ টাকা উপার্জন করিতে হইলে ১০ অর্ক আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন:—
এম, বিখাস পিপলস এড্‌ভাইসরি এসোসিয়েশন
৭১ নং সাউথ রোড, ইটালি, কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীমধাৎকৃষ্ণ সেন

কাব্যার্থ—বাচস্পতি-সম্পাদিত।

“প্রাণো বা অমৃতম্”

আয়ুর্বেদ-বিকাশ।

স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, চিকিৎসা ও নীতিবিষয়ক বস্তুতাবল্য একমাত্র উচ্চশ্রেণীর অত্যাশুষ্ক সচিত্র মাসিক পত্র। বহুসংবাদ পত্রে ও জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবস্তু ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর একান্ত পাঠ্য। অত্রিম বার্ষিক মূল্য ২০ কাব্যার্থ-আয়ুর্বেদ বিকাশ, ঢাকা।

কলিকাতা কামেরা। ফোর

বিবিধ প্রকারের আধুনিক উৎকৃষ্ট কামেরা, প্রেট, মাল মসলা, প্রচুর এবং টাটকা জামদানী হইয়াছে। এখানে ফটোগ্রাফ হইতে উৎকৃষ্ট ব্রোশাইড এনালার্জমেন্ট করা হয়। দর মূল্য—এবং জিনিস সমস্তই ভাল। একবার পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিবেন।

কলিকাতা কামেরা ষ্টোর।

৮/২ হস্পিটাল স্ট্রীট, হাট ব্রাদারশের পশ্চিম ধনুতলা, কলিকাতা।

২০০ শত মাত্র।

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের টাইকয়েড চিকিৎসা ১০ টাকা স্থলে ১০ আনার বেওয়া দাইবে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক বা স্কুলের বিল দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে মূল্য ১০ টাকা। সমস্ত ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট সেন (ওয়েলিংটন স্ট্রীট) বহুবাজার।

২৫১২ এ মেছুরাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রীট সেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ ।

New Series.

নূতন সংস্করণ ।

Vol. IX.

৭ম সংখ্যা ।

JULY 1915.

জুলাই, ১৯১৫ ।

No. 7.

Notes of Interest.

বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ।

—:o:—

ডাই বোন—গ্রীসের রাণী জর্জনা সম্রাটের ভগিনী। ডাই বোনকে টেলিগ্রাম করি-
রাছেন “উত্তর দিকেই আমাদের আক্রমণ
সফল হইতেছে। যুদ্ধান্ত হইতে এ পর্য্যন্ত
৭ লক্ষখণ্ডিক সৈন্য ও ১০ হাজার সৈনিক
কর্তৃতারী হত হইরাছেন। পশ্চিমদিকে
ফরাসীরা কয়েকটা বড় যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে
বটে, কিন্তু তাহাদের এত লোকক্ষয় হইয়াছে
যে ঐরূপ আর কতগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে
আমাদেরই আশা পূর্ণ হইবে। চরমে
অবিরাহী জয়ী হইব। বাহারা আমাদের
বিকল্পে অস্ত্রধারণ করিবার কলনা করিতেছে,
তাহাদের হৃৎপিণ্ড নীচা থাকিবে না।

টাইনোকে (গ্রীসের রাজা কনষ্টান্টাইন)
আমার নমস্কার জানাইবে।

গ্রীসের রাণী বলিয়াছেন, গ্রীকগণ যদি
জর্জনির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে তিনি
গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া জর্জনি গমন
করিবেন।

টাইপ রাইটারের কল। ম্যাকটোর
টেলিগ্রাফ আকিস এবং লণ্ডন সেন্ট্রাল টেলি-
গ্রাফ আকিসে একরূপ নূতন কল দ্বারা টেলি-
গ্রাফে সংবাদ প্রেরণের পরীক্ষা চলিতেছে।
টাইপ রাইটারের দ্বারা একটি মেশিনের
সাহায্যে এক টেনন হইতে সংবাদ পাঠাইলে
তাহা অন্য টেননে আপনা আপনি কাগজে
লিখিত হইয়া বাইবে, কাহাকেও সেই সংবাদ
গ্রহণ করিতে হইবে না। এই নূতন যন্ত্রের
সাহায্যে মিনিটে ৫০টা শব্দ প্রেরিত হইবে,

বর্তমানে মাত্র ২৫টা শব্দ প্রেরিত হইয়া
থাকে। আমেরিকার বোষ্টন নগরে এই
কলের সাহায্যে সংবাদাদি প্রেরিত হইতেছে।

ঋণ গ্রহণ।—যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের ঋণ
অপেক্ষা বার ৭৭৭ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে,
৮৯৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হই
য়াছে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট নূতন ঋণ করিতে
সক্ষম করিরাছেন। সম্ভবতঃ ভারতবাসীদিগকেও
এই ঋণ দানের অধিকার প্রদান করা হইবে।

নূতন উপগ্রহ।—চন্দ্ৰের দ্বারা বৃহস্পতির
৮টি চন্দ্র আছে। ইহাদিগকে উপগ্রহ বলে।
সম্প্রতি ইহার একটি নূতন উপগ্রহ কালিকর্ণিমা
দেশে স্থিত নিকলসন সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত
হইয়াছে। ইহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস ১০ মাইল
মাত্র। বৃহস্পতি হইতে প্রায় ১৬ নিযুত

পুস্তাক “কাজের লোক” প্রের হইতে চলিল।

মাইল দূরে অবস্থিত। ৬০০০ গুণ বড় করিলে
তবে ইহা দেখা যায়।

ঘূর্ণমান বাড়ী।—পারিস শহরের একজন
আবিষ্কারক নতুন ধরনের ঘূর্ণমান বাড়ী
নির্মাণের মতলব করিয়াছেন। তাঁহার
অভিপ্রায় যে, ইচ্ছা করিলেই সেই কলের বাড়ী
ভিন্নদিকে ঘুরাইতে পারা যাইবে এবং তাহা
হইলে সব ঘর দালান সমভাবে আলোক,
উত্তাপ ও বাতাস পাইবে। কোনও ঘর
স্বাস্থ্যপ্রদ, কোনও ঘর স্যাঁতসেঁতে হইতে
পারিবে না। এই সকল ঘরে রক্ত ব্যক্তিগণ
সুখে থাকিতে পারিবে এবং রোগ হইতে
মুক্ত হইতে পারিবে। কয়েক বৎসর পূর্বে
নর্মাণ্ডিতে এইরূপ ঘূর্ণমান একটি বাড়ী
নির্মিত হইয়াছিল। দরজাগুলি পাতলা
কাঠে নির্মিত, বাড়ী সরাইলে সেই তক্তাগুলি
সরিয়া যাইত এবং পরস্পরের উপর জমা
ঠাইত। একবার এই তক্তাগুলি জড় না
হইয়া পাথার দ্বারা প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং
বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যায়। গৃহ-
স্থিত ব্যক্তি ব্যাপার দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া
পড়ে। অগত্যা ঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

ছানাবড়ার পাহাড়।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ,
কাশিম বাজারের মহারাজ বাহাদুরের
দৌহিত্রী মুলশ্যাতবে ভাগ্যকুলের রাজ-
বাটিতে সৈদাবাদ রাজাগঞ্জের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত
মিষ্টান্ন বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র সিংহ যে
একটি ছানাবড়া দিয়াছেন, উহার ওজন ১১২।০
একমণ সওয়া বাইশ সের হইয়াছিল।

বিজ্ঞান কলেজ।—সার তারকনাথ পালিত
ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের বদান্ততার
পার্শ্ব বাগানের আপার সাফুলার রোডে
বিজ্ঞান কলেজের সুবৃহৎ বাটি নির্মিত হই-
য়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে এই

বাটিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দান আরম্ভ হইবে।
বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সাজসজ্জার জন্য ২০
হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

কবিতা সম্রাটের সম্পত্তি।—কবিতা
সম্রাটের নিজের অধিকারে পৃথিবীর মধ্যে
যে কোন ব্যক্তির অপেক্ষা বেশী সম্পত্তি
আছে। ইহার নিজের নামে ১৮টি প্রাসাদ,
১২০টি নিদ্রার জমিদারী, অসংখ্য ধর্ম্মমন্দির,
ঘরবাড়ী এবং গোলাবাড়ী আছে। সম্রাটের
অমুচর, ম্যানেজার ও ওতারসিয়ারের সংখ্যা
৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার। ইহা ছাড়া ইহাদের
অধীন কর্মচারীবর্গ আছে। ইহার এক
লক্ষেরও অধিক গরু, বাছুর, ত্রিশ হাজার
ঘোড়া এবং শূকর ও ভেড়া অসংখ্য। উরুল
নদীতে মূল্যবান খনি আছে এবং অনেক
প্রয়োজনীয় চাষ আবাদের সরঞ্জাম রহিয়াছে।
তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ট্যাক্স দিতে হইলে
প্রতি বৎসর ৮০০০০০০ আট কোটি টাকা
যায় হইত।

মহীশূরের বত প্রকার তৈল ও চর্কি
পাওয়া যায়, তাহা হইতে সাবান প্রস্তুত
হইত। একজন বাঙ্গালীকে এই
কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মহীশূরের কাচের চড়ি নির্মাণাদিগকে
ভারতের অন্যান্য স্থানের কারখানা দর্শনের
জন্য প্রেরণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাচ নির্মাণের
আয়োজন করা হইবে।

মহীশূররাজ বহুদিনই স্বীয় রাজ্যের
শিল্পোন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা
দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন
আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

জার্মানীর হেকমত।—তুলা না হইলে
বিস্ফোরক গোলা তৈয়ারি হয় না। জার্মানী
ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর তুলা লইয়া যাইত, কিন্তু
সে পথ বন্ধ হইয়াছে। বিস্ফোরক-গোলা
না হইলে যুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং জার্মান
রাসায়নবিদগণ তুলার পরিবর্তে অন্য কোন
পদার্থ দ্বারা বিস্ফোরক গোলা নির্মাণ করা যায়
কিনা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার
সম্প্রতি কাঠের মজ্জা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া
তদ্বারা তুলার মত পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।
তাহা দ্বারা বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণ করিতে
হইত। ভারতের পাটের আমদানি বন্ধ হও
য়াতে রাসায়নিক উপায়ে কাগজ শক্ত করিয়া
জার্মানিয়া খলিয়া প্রস্তুত করিতেছে, ভারতের
তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে কাঠের মজ্জা
হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তুলা তৈয়ারি
করিতেছে।

সার তারকনাথ পালিতের দান।—সার
তারকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৪ লক্ষ টাকা দান
করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র মিঃ
জিতেন্দ্র নাথ মল্লিক সেট দান রদ করিবার
জন্য হাইকোর্টে নালীস করিয়াছিলেন। জুটিস
ইমান ও গ্রিডস সেই মোকদ্দমার বিচার
করিতেছেন। বাদী পক্ষ মিঃ এইচ ডি, বন্স,
ল্যাংফোর্ড জেমস, এন, এস, চট্টোপাধ্যায় ও
অরবিন্দ রায় ও বিবাদী এডভোকেট জেনারেল
মিঃ বি, চক্রবর্তী, মিঃ মেটা, পিয়ার্সন উপস্থিত
হইয়াছেন। বাদী পক্ষ বলিতেছেন, বিশ্ব
বিদ্যালয় আইনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কোন
ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কোন
দান গ্রহণ করিতে পারেন না।

এই মোকদ্দমার উপর বিজ্ঞান কলেজের
তত্ত্বাবধ নিৰ্ভর করিতেছে, সুতরাং সমস্ত
শিক্ষিত সমাজ এই মোকদ্দমার ফল জানিবার
জন্য উৎসাহিত হইয়া রহিয়াছেন।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বাণিজ্য সংবাদ।

—:—:—

রং এর ব্যবসায়।—পূর্বে ভারতে পাছ গাছড়া হইতে লাল, নীল, গোহিত প্রভৃতি নানা প্রকার সুন্দর রং তৈয়ার হইত, কিন্তু জর্জী কৃত্রিম উপায়ে উজ্জল রং তৈয়ার করিয়া যে দিন সস্তায় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে ভারতবাসী রং তৈয়ারের কারবার ছাড়িয়া দিয়াছে। জর্জী হইতে রং আমদানি বন্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষের তাঁতীরা কাপড়ের পাড় রং করিতে পারি তেছে না। ভারতের কাপড়ের কলওয়ালারা রং পাটতেছে না। ভারতের অধিকাংশ স্থানের জীলোকেরা রঙ্গিন কাপড় বই অল্প কাপড় ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের সাদা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে। কাল রং এর মূল্য পূর্বে সের প্রতি ১।০ ছিল, এখন তাহার দাম সের প্রতি ২০ টাকা হইতে ২৪ টাকা হইয়াছে। জর্জী ভারতবর্ষকে একবারে পঙ্গু করিয়াছে।

মুদ্র আরম্ভ হওয়াতে চামড়ার রপ্তানি অতিশয় হ্রাস হইয়াছে। হংকং নিবাসী চীনা সওদাগর মিঃ হো পেনাঙ্গে চামড়া পরিষ্কারের জন্য অতি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কিয়দিন কলিকাতা আসিয়া চামড়া ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ প্রতিমাসে ৭ হাজার চামড়া ক্রয় করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের গরুর গাত্রে লাগ দেওয়া হয়, এই দাগী গরুর চামড়া পরিষ্কার করিবার সময় উহা ছিঁড়িয়া যায়, ইহাতে চামড়ার মূল্য অর্ধেক হ্রাস হইয়া থাকে।

গমের মূল্য।—গবর্ণমেন্ট গম ক্রয় বিক্রয়ের কর্তৃত্ব আরও প্রবৃদ্ধ করিতে উহার মূল্য ক্রমশঃ

হ্রাস হইতেছে। কলিকাতার গমের মূল্য ৪।০/১৫ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তবে ভারতবর্ষে গম হুতাপ্য ও মহার্ঘ হইত।

মহীশূরে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি।—মহীশূরে কাগজ নির্যাতনের উপযোগী বাস ও বাশ প্রচুর উৎপন্ন হয়। ৫৪০ মণ বাশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে কোন কাগজের কারখানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। সে মণ্ডে ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহাতে কি ব্যয় হয়, ইত্যাদি নির্ধারণ করিয়া মহীশূরে কাগজের কল স্থাপন করা হইবে।

২৫০০০ চরকা ও ৫০০ তাঁত লইয়া কাপড়ের কল স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। এই কলে ১৬ লক্ষ সের সুতা ও ১ লক্ষ সের বস্ত্র তৈয়ার হইবে। ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন এই কলে খাটিবে।

সিমোগা নামক স্থানে দেশলাইর কারখানা স্থাপিত হইবে। প্রতিদিন এখানে ৩০০ গ্রোম দেশলাই হইবে। ইহার ৫০ হাজার টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে।

ঝিহুকের বোতাম।

বাক্সালার বিল ও বিলে প্রচুর ঝিহুক জন্মে। পূর্বে এই ঝিহুক হইতে লোকে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া ঝিহুক পোড়াইয়া চুণ তৈয়ার করিত। পশ্চিমবঙ্গে পূর্বে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার মণ ঝিহুক সংগ্রহ হইত।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বেহারের অন্তর্গত চম্পারণ ও ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণ-গঞ্জে ঝিহুকের বোতামের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারণে “ত্রিহৃত বটন ফেট্টরী” নামে এক কারখানা ১৯০৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানা হইতে প্রতিমাসে

৬০ হাজার বোতাম তৈয়ার হয় এবং তাহা মুক্ত প্রবেশ ও পত্রাবে চালান হয়। নারায়ণ গঞ্জের অন্তর্গত লালবন্ধ ঝিহুকের বোতামের প্রধান ব্যবসায়স্থল। পূর্বে চারি আনা মণ দরে একমণ ঝিহুক পাওয়া যাইত, এখন ঝিহুকের দর ৩ টাকা হইয়াছে। তেরোসিন তৈল ও নাইট্রিক এসিডের দ্বারা ঝিহুক পরিষ্কার করিয়া যেত ও শানের দ্বারা বোতাম তৈয়ার করে। ১৫ শত লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। ১৯১৩-১৪ সালে প্রায় ৩১৪ মণ ঝিহুকের বোতাম বাক্সালা দেশ হইতে ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত কিন্তু ক্রমে ঝিহুক হুতাপ্য হইতেছে। বিল বিল ক্রমে শুকাইতেছে, ঝিহুকও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে।

The value of a Canvas-ser in Bengal.

বাক্সালার ক্যানভাসারের মূল্য।

—:—:—

গতবারে আমরা বুকাইনার চেষ্টা করিয়াছিলাম, যে সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ীগণই Business solicitor বা ক্যানভাসার বা এদেশের কথায় বাহাকে দালাল বলে, তাহার সাহায্যের আশ্রয়তা বিবেচনা করেন। কারণ ফারমের প্রতিনিধি স্বরূপ সাধারণ লোকেব মধ্য হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া ইহারাই বড় বড় ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। এই তত্ত্ব ইহাদিগকে উচ্চহারে কমিশন ও বেতন দেওয়া হইয়া থাকে এবং কোন কোন যোগ্য লোককে কারখানার অঙ্গীকারও পছন্দ করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, জর্জী

পূর্বাভাস, কালের লোক শেষ হইতে চলিল।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি এমন কি এদেশের বোধে, বাঙালী, হিন্দুস্থানী বাঙালীরীগণও সত্য জাতীর সংগ্রহে থাকিয়া এই ক্যানভার ও দালালের আদর লিখিয়াছে। শিখেন নাই, কেবল বাণিজ্য জগতে অতি নগণ্য বাঙালী। ইহারা ক্যানভার বা দালালকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এইরূপে যদি বাঙালী দোকানদারের কোন প্রতিনিধি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে জিনিস দেখাইয়া দিক্র করিতে যায়, এবং তাহার যদি সেইরূপই অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে কেমন অবস্থা দাঁড়ায় সেটা প্রত্যেক সাধারণ ভদ্রলোক এবং দোকানদারের বিবেচনা করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশ ব্যবসায়ীর দেশ, সেখানে লর্ড হইতে অতি দীন হুণী পর্যন্ত জানে যে, ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি তাহার পরিদর্শন করিবার জন্য আগিবেই। সেইজন্য তাহার ইহাতে অত্যন্ত, কদাচ বিরক্ত হয় না। দালাল এবং ক্যানভারকে কোন অর্ডার না দিলেও শিষ্টাচার দেখাইবার ক্রটি করে না, সেইজন্য সে দেশের অসংখ্য নর নারী বালক বালিকা এই কার্যের জন্য ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কাজের ঘোষণা করে। এদেশের সাহেব ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ বখেই কাজ জোগাড় করে, বাঙালীর কারমেও কাজ পায়, কারণ বাঙালী রাজাঘরের নিকট সর্বদাই নতনিব, শিষ্টাচার বিপর্যিত ব্যবহারে তাহার প্রীতি পাতিতে পারে, তখন সে জানে যে: প্রবৃত্ত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সাহেব দোকানে আসিলে বাঙালী নিত্য ভূতর্ষ নম করিয়া Thanks এর আশায় অসংখ্যকর হইলেও তাহাকে বখালাধ্য লম্বা করিয়া অর্ডার বিদ্যার করিয়া থাকে। বাঙালীর প্রতি বাঙালীর যেমন ঘৃণা, এত ঘৃণা জগতের অন্য কোন জাতিই

করিতে শিখিয়াছে কিনা জানি না। এই কারণেই এদেশে Business solicitor এর অভাব। তাহার কলে ব্যয়সাধনের এত অধ্য-পত্তন। কিন্তু এদেশে এই শ্রেণীর লোকের অভিশর আবশ্যক দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক ব্যবসায়ী যদি অন্ততঃ এই ক্যানভারগণকে, দালালদিগকে ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, যদি তাহাদের প্রতি অন্ততঃ একটু শিষ্টাচারও প্রদর্শন করেন তাহা হইলে এদেশের ক্যানভারগণ দ্বারাও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বাঙালী স্বজাতি, স্বদেশ বাসীকে যে আদৌ বচকাল দিয়া আদরের চক্ষে দেখিতে অনন্তাত, সে কুম্ভভাগ কেমন করিয়া সহজে বিদূরিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। এসকল অভিশর সত্য কথা, সেইজন্য ক্যানভারিংএর কাজ অন্তদেষে সম্মানের কাজ হইলেও কোন ভদ্র সম্মান এদেশে একারণে বাইতে চাহে না। কারণ ক্যানভার বাঙালী ব্যবসাদারের দ্বারে বাইলেই প্রায় অপমানিত হয়। নিত্য গর ব্যবসাদার জাতি, ব্যবসায় নীতিতে মোটেই অভিজ্ঞতা নাই, কেবল পৈত্রিক টাকা লইয়া হতভাগ্য বখেচ্ছাত্রী বাঙালী ব্যবসায় করিতে বার্ষিক মাত্র, লোকাচার, শিষ্টাচার বর্জিত—স্বদেশের স্বজাতির প্রতি সততই ঘৃণা পরায়ণ, আস্ত্র পৌরবেই অগতকে সন্না দেখিয়া থাকে। কাজেই এসকল কথা সে বুঝে না যে ব্যবসাদারের ক্যানভার একটা মূল্যবান বস্তু। তাই এদেশের গোবর মনেশ ব্যবসাদার দোকানে জিনিস পত্র সাজাইয়া রাতার লোকের মুখের পানে তাকাইয়া সমস্ত দিন তীর্থের কাকের মত সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত থরথ থরচা বাবে লজ্জাশে গাঢ় টাকা পাইয়াই কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া থাকে। আমার প্রতিনিধি জেয়ার করে কার্য সংগ্রহের জন্য বাইলে জুনি যদি তাহাকে অন্ততঃ ভদ্রদেখি বলিয়া নিউক্লি

করিতে না পার, জেয়ার প্রতিনিধিও সেই ব্যবহার অপরের নিকট পাওয়া অসম্ভব নহে। বাস্তবিক এইরূপেই ক্যানভারের প্রতি ঘৃণা করার এদেশের এত আবশ্যকীয় একটা ব্যবসায়ের উপকরণ ক্যানভারের নষ্ট হইতে পারে নাই।

লেখক বরং রাধাবাজারের একটা বড় দোকানে দেখিয়াছেন, কোন বিশিষ্ট সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন। দোকানদার মহাশয় প্রস্তাব করিবার জন্য এমন মুখ ভঙ্গি করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা সূচক প্রত্যুত্তর করিলেন যে, ভদ্রলোক নিত্য ক্রমমতে গ্রহণ করিলেন। আমিও কোন জিনিস ক্রয়ের গিয়াছিলাম, তাহার ব্যবহার দেখিয়া আস্তে আস্তে ঘোব কোম্পানীর দোকানে চলিয়া ফেললাম। আসিবার সময় কোম্পানীর বিনিমেল মাটারই বসুন, আর মানিকই বসুন, বলিলেন, মহাশয় চলিলেন যে। আমার নিত্য ক্রম হইয়াছিল, বলিলাম, মহাশয় সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি ঐ ভদ্রলোকটির সহিত-যে রূপ ব্যবহার দেখাইলেন, তাহাতে আমার এখানে ক্রয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনি উহাকে বিজ্ঞাপন দিতে নাও পারিতেন কিন্তু মুখভঙ্গি করিলেও পারিতেন ত। দেখিলাম, তিনি দ্বান্তিক, মদগন্ধিত দোকানদার, আস্তে আস্তে বহুদিনের পরিচিত দোকানে চলিয়া বাইলাম।

তবে বাঙালী ব্যবসায়ীর মধ্যে যে সংলোকও নাই এমন কথা বলিতেছি না। বাহার ব্যবসায় করিয়া লক্ষীর শ্রী করিয়াছেন, তাহাদের আচার ব্যবহার যে স্বভাবতঃই ভদ্রমনোচিত, তাহা সহজেই অস্বীকার্য।

বহু অর্থ লইয়া যদি সাধারণের অসুগ্রহ-কাজী হইয়া প্রকৃত রাজপথে ব্যবসায় করিতে আসিয়া থাক, তবে যে কেহ জেয়ার দোকানে আসিবে, গীল হটক, তত্ত্ব হটক,

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অত্যন্ত হটক, সকলের সহিত সম্বন্ধের দেখান ব্যবসায়ীর একটা অতি আবশ্যকীয় ধর্ম। আত্মসম্মতি, ধনগর্ভ লইয়া বাজারে বাহির হওয়া চলে না। একদিন যে উদ্বার এবং কার্যের সংস্থান করিবার জন্য তোমার ঘরে উপস্থিত, কে জানে কোন্ অলঙ্কিত শক্তির বলে কাল যদি সে ধন কুবেস হইয়া দাঁড়ায়, তখন তোমার মত মদগর্ভ দোকানদারের ব্যবহার সে ভুলিতে পারিবে কি? এইজন্য সমস্ত জগতের ব্যবসায়ী তিক্কুর সহিতও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখান না। একথা ব্যবসাদার হউন, সাধারণ ভদ্রলোক হউন, সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু ছুৎখের বিষয়, এদেশের অনেক দোকানদার এবং ভদ্রলোক অনেকেরই নিকট ক্রেতা বা ক্যানভাসার কেহই শিষ্টাচার পান না। এ সমস্তই অব্যবসায়ীর ধর্ম। সেই জন্য এদেশের ব্যবসায়ের এত অধঃপতন।

ব্যবসায়ীর যে বহু শিক্ষার আছে, একথা এদেশের ব্যবসায়ীর জ্ঞান নাই। সমস্তই ভুলি কোঁড় ব্যবসায়ী। পৈতৃক টাকা আছে, মদগর্ভে গর্ভিত, তাই শিষ্টাচার শিক্ষার অভাব। কাজেই লোকের সঙ্গে সম্বন্ধের করিতে অপারক হয়। এই দোষেই এদেশে ক্যানভাসার বা Bussiness Solicitor এর অভাব। কিন্তু ইহা বাহ্যিক, এই শ্রেণীর লোকের এদেশে একান্ত প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ভাল ক্যানভাসার থাকিলে পল্লীগামের মধ্যে তাহারাই যাইয়া সহরের ব্যবসায়ীর জন্য বহু পরিশ্রম সংগ্রহ করিতে পারিত। তাহাতে ক্রেতার আধিক্য বশতঃ ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া জাতীয় ধন পুষ্টতা লাভ করিতে পারিত।

যে কোন ব্যবসায় হটক না কেন, সাধারণকে দেখাইবার জন্যই বহু এমনি

কিছু আবশ্যক, বাহা বাহা সাধারণ লোকের মনোযোগ আকর্ষিত হইতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ ২টা প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ১ম প্রতিনিধি বা ক্যানভাসার প্রেরণ, ২য় বিজ্ঞাপন। তাহারাই এই দুয়েরই আশ্রয় লয়েন। বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ লোকের কিনিবার আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত করেন, প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় দোকানদারকে হোলসেল বা পাইকারী ক্রেতা করিয়া তাহার নিকট মাল রাখিয়া দেন। বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সাধারণে জিনিসের আবশ্যকতা ও সুবিধা বুঝিয়া স্থানীয় দোকানদারের নিকট ক্রয় করিতে থাকে। যদি ক্যানভাসার যাইয়া নমুনা দি দেখাইয়া স্থানীয় লোককে পরিশ্রম দান না করিত, তাহা হইলে লোকের আবশ্যক হইলেও অনার্যাসে পাইতে পারিত না বলিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রয় করিবার প্রণালী চলিত হয় নাই। এইজন্য দেশে যাহারা Consumar অর্থাৎ ক্রেতা, তাহারাই সকলেই কিছু সহরে আসিয়া ক্রয় করিতে পারে না, কারণের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনা দি দেখাইয়া তাহাদিগকে ক্রেতা করিতে পারিত ও জিনিসেরও কাটতি হইত। তাহা হইলে পথিকের মুখপানে তাকাইয়া এদেশের দোকানদারকে বসিয়া থাকিতে হইত না।

বাহারা বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক, তাহারাই ক্যানভাসারের সাহায্যেও জিনিস বিক্রয় করিতে পারিতেন। তাহার কমিশন ও খরচা বাদেও প্রচুর লাভ থাকিত। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী সমস্ত লাভ একাই ভোগ করিবার প্রয়াসী, এইজন্য সে শ্রম বিভাগ করিয়া দশ জনের উপর দিতে নারাজ। এই সংকীর্ণতার জন্য সকলদিক একা দেখিতে না পারিয়া অবি লম্বে দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এসকল দেখিলে স্বভাব মনে হয় যে, এদেশের লোকে ব্যবসায়ের কুট নীতিতে অনভিজ্ঞ।

সর্বদেশেই প্রতোক ব্যবসায়ীরই ক্যানভাসার বা Representative এর সাহায্যের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবসায়ী ইহার আবশ্যকতা আরো উপলব্ধি করেন না, করিতে শিক্ষাও হয় নাই। এইজন্য পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেও প্রতি বৎসরই এদেশে তাহাদের ক্যানভাসার পাঠাইয়া নতুন নতুন নমুনা দেখাইয়া আদর আপ্যায়ন করিয়া সুপরিচিত হন এবং নিজের দেশের ব্যবসায়ীর জন্য প্রচুর টাকার অর্ডার সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। বহু অর্থ ব্যয়ে তাহা দিগকে সাত সমুদ্র পারে আসিতে হয়, কিন্তু সে ব্যয় ব্যর্থ হয় না। এদেশের ব্যবসায়ী নিতাই ইহা চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহা শিক্ষা করে না, ইহা পক্ষা পরিভাষার বিষয় কি আছে? বহু শিক্ষিত যুবক সামান্য চাকুরীর জন্য উমেদারী করেন, তাহারাই বৈদ্যাবলম্বন পূর্বক এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলে দেশের ব্যবসায়ীর এবং তাহাদের উত্তর পক্ষেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

দেশীয় শ্রম শিল্পের ভবিষ্যৎ।

প্রতিবৎসরই বৎসরান্তে অথবা নববর্ষের প্রারম্ভে গুডফ্রাইডের অবকাশে একবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয় এবং তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে দেশীয় শিল্পাদির আলোচনার জন্য একটি শ্রম সমিতিরও অধিবেশন হইয়া থাকে। মাসুলী প্রথা অনুসারে এবারেও সেইরূপ হইয়াছিল। বিহার Industrial conference এর সভাপতি এবার ছিলেন মাননীয় মিঃ লি। তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত বিষয়ের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে শ্রমশিল্পের স্বনামের অন্যতম কারণ এই যে, দেশের লোকে এত দিন পর্যন্ত চাষ আবাদ করিয়া এত সুখ

পূরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

সম্মুখে কাটাইয়া আসিয়াছে যে, তাহার।
সহজে কল কারখানার দিকে ঘাইতে চায় না।
যে দেশে কৃষিকার্যে অধিক ব্যয় অথবা অন্যান্য
কারণে কৃষিকার্যে অধিক ব্যয় অথবা অন্যান্য
প্রমসাদ্য, সেই দেশেরই লোকে শিল্পের দ্বারা
জীবিকা উপার্জননের চেষ্টা করে কিন্তু বর্তমান
ভারতের সংঘর্ষে আসিয়া কোন জাতিই শুধু
কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে
পারে না। উন্নত সুসভ্য এবং অন্যান্য
উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হইতে হইলেই
শিল্পকলার চর্চা ও শিল্পের বিস্তার একান্ত
সাব্যবসায়িক।

কিন্তু কি করিয়া দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা
ও উন্নতি হইতে পারে? শুধু উপযুক্ত যুবক
বৃন্দকে বিদেশে পাঠাইয়া বিশেষ বিশেষ শিল্প
শিখাইয়া আনিলেই হইল না। অনেক এই
ভ্রান্ত ধারণায় দেশে শিল্প শিক্ষাগার স্থাপনের
প্রয়াস ব্যতিব্যস্ত। গি সাহেব সেই ব্যক্তিগণকে
স্বাক্ষর করিয়া বলিয়াছেন যে—“Instructions
which train students in the science
underlying manufacturing opera-
tions and in modern industrial
processes only prepare them to
conduct industries and do not
make the industries themselves.
Industries come from the people,
not from institutions nor from the
Government and unless the people
of the country have the desire to
found and promote and foster
industries, there will be no indus-
tries.” অর্থাৎ যে সকল শিক্ষাগারে শিল্প
কার্যের মূল্যধার বিজ্ঞান অথবা আধুনিক
শিল্পাদি প্রভৃতির প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়,
সেই সকল শিক্ষার কেবল শিল্পাদি কার্য
পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি গঠন করে মাত্র;

তাহাতে কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় না।
শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশের জনসাধারণের দ্বারা
হয়। শিক্ষাগারের দ্বারা শিক্ষা পূর্ণবয়স্কদের
দ্বারা ইহা হয় না। যতক্ষণ না জনসাধারণের
শিল্প স্থাপন, পোষণ ও উন্নতির চেষ্টা না
হইবে, ততক্ষণ কোন শিল্পেরই উদ্ভব হইবে না
—এই উক্তিটিই ঠিক, আমরা এ সম্বন্ধে
অনেক বার অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছি।

কৃষি কলেজ সম্বন্ধে গি সাহেবের অভিমত—

কৃষি কলেজ সমূহের বর্তমান অবস্থা
দেখাইয়া তিনি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ মন্তব্যের
যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া-
ছেন। কৃষি কলেজগুলিতে উন্নত প্রণালীর
কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্রও যথেষ্ট
আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ
শিক্ষা পাইলে দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির বিস্তার
হইত, তাহার সাধারণতঃ কলেজে আসে না।
যাহারা আসে, তাহারাই কেহই কৃষিকার্যকে
জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করে না। কেবল
বিশেষ বিশেষ পদের উপযুক্ত হইবার জন্যই
কলেজে অধ্যয়ন করে। এইরূপ হওয়ার
একটা কারণ আছে। বড় বড় ভূস্বামীগণ
বলেন যে, কৃষি শিক্ষায় তাঁহাদের কোন লাভ
নাই। কারণ তাঁহাদের যথেষ্ট জমি
থাকিলেও তাহার অধিকাংশই বন্দোবস্ত
হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে প্রজা উঠান
অসম্ভব। অত্বেদিকে যাহা সামান্য দখলে
আছে, তাহা চাষ করিলে তাঁহার অবস্থার
লোকের কোন সুবিধা হয় না। সুতরাং
কৃষি কার্যে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। এরূপ
অবস্থার বর্তমান কারণ সমূহ দূরীভূত না
হইলে বড় বড় জমিদারেরা যে কৃষি কার্যে
মনোনিবেশ করিবেন না, তাহা একপ্রকার
নিশ্চয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

মিঃ গি সাহেবের ঠিকই অবস্থা বুঝিয়াছেন।
প্রকৃতই কৃষি পবেষণার সাধারণ কৃষকের
কোন হিতই সাধিত হয় না।

কৃষি কলেজ ভিন্ন অন্যান্য শিল্প কলেজেরও
অবস্থাও একই প্রকার; নির্দিষ্ট বেতনভোগী
কর্মচারী হইবার জন্যই এসকল স্থানে
ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে আসে। উপযুক্ত
জ্ঞানার্জন করিয়া তাহা কার্যে পরিণত
করিবার জন্য নহে, সেই জন্য বয়ঃ কতকগুলি
শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া অনির্দিষ্ট
সংখ্যক শিল্প শিক্ষা না দিয়া যে সকল শিল্পের
দেশে প্রকৃত অভাব আছে এবং যাহা প্রতি-
ষ্ঠার জন্য লোকে ইচ্ছুক, সেইরূপ শিল্প
শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না
করিয়া যে সকল শিল্পের লোকের আস্থা নাই,
অথবা যে সকল শিল্পের নিকট ভবিষ্যৎ বিশেষ
আশা প্রদ নহে, সেই গুলি কতিপয় যুবক
বৃন্দকে শিক্ষা দিয়া কেবল কতকগুলি অসম্মত
চিত্তব্র্যাক্তর সৃষ্টি করা মাত্র।

এইত মেল জনসাধারণের সহিত বর্তমান
সময় প্রায় শিল্পাদির সম্বন্ধের বিষয়। স্মরণ
করিলে বঙ্গদেশের মধ্যে দেশে শিল্পাদি সম্বন্ধে
যতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা
করিলে দেখিতে গেলেও বিশেষ সন্তোষলাভ
করা যায় না। কিয়দবিস পূর্বে মিঃ সোয়ান্
বঙ্গদেশীয় প্রশিক্ষিতদের অবস্থা অনুসন্ধান করি-
বার জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া-
ছিলেন। সম্ভ্রতি তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে
একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও
দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনের
প্রথম বিকাশে যে সকল নূতন নূতন শিল্পাদির
স্থাপন হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন
অদৃশ্য হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যৌথ কারবার স্থাপন অতি
অল্পদিনই হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে মিঃ কলিন
বখন শিল্পাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে

নিযুক্ত হন, তখন একটিও ছিল না। ১৯০৭-০৮ সালে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পরে পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গে যখন মিঃ কামিং ও মিঃ গুপ্ত এই কার্যে নিযুক্ত হন, তখন অনেকগুলি যৌথ কারবার হইয়াছিল; আর বৎসর পরে অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ২৫ বৎসরের ভিতর বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের উত্থান ও পতন উভয়ই হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সাবান, দেশালাই, মোজা, গেঞ্জি, কাপড় ও রন্ধক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে এতগুলি কল কারখানা স্থাপন হইল ও কি কারণে এবং কি প্রকারে অন্তর্হিত হইল, তাহা একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

মিঃ সোয়ান বলেন, এইরূপ অবস্থা প্রধা-নতঃ দুইটি কারণের সংযোগে সংঘটিত হই-য়াছে—১। অপর্যাপ্ত মূলধন। ২। অসু-পবৃক্ত তত্ত্বাবধান। বস্তুতঃ উক্ত নূতন নূতন কারবার সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোন কারণটাই অলৌকিক বলিয়া বোধ হয় না।

যে সমুদায় লোকের উদ্যোগে এই সমুদায় কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, তাহা প্রায় কাহারই ছিল না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। সুতরাং কি পরিমাণ মূলধন হইলে কার্য স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। কিবা তাঁহারা অনেক স্থলে কার্য আরম্ভ করিলে টাকা আসিবে এ ধারণার বশবর্তী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশেষে দেখিতে পাওয়া গেল যে, প্রয়োজিত মূলধনের সামান্য অংশ মাত্র সংগৃহীত হইল এবং যে স্থলে উক্ত বর অর্ধেক কার্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল, সে স্থলে আর মূলধন উঠিল না—সেই জন্য

কোথাও হয়ত কল কজা ক্রয় করা হইল, আবশ্যকীয় উপাদান ও মজুরি যোগাইবার আর উপায় থাকিল না এবং কোথায় হয়ত অভাব পরিপূরণের জন্য এত অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করা হইল যে, কারখানায় লাভ হইলেও সুদের টাকা দিতেই তাহা খাটিয়া গেল।

এখানে সোয়ান সাহেবের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কারণ কথাটা বড়ই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন যে “Adequate capital is particularly necessary in the case of industries run by Indian capital and under Indian management, owing to the reluctance of banks and of firms that supply machinery and raw materials to give them credit. When a concern has to play cash for its raw materials and at the same time to allow credit to its customers, it must have at its command much more working capital than a similar business which enjoys the usual banking facilities.” অর্থাৎ যে সকল কারবার ভারতীয় মূল ধনে এবং ভারতবাসীগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাঁহাদের মূলধন পর্যাপ্ত পরিমাণে হওয়া অধিকতর আবশ্যক। কারণ ব্যাংক কিবা কলকজা অথবা মূল উপা-দান ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে ধার দিতে চায় না। যখন কোন কারবারকে নগদ টাকা দিয়া মূল উপাদান ক্রয় করিতে হয় এবং খরিদারগণকে ধার দিতে হয়, তখন যে সকল কারবারকে উক্ত রূপ করিতে হয় না, সে সমুদায় কারবার অপেক্ষা ইহার আরম্ভাবীনে অধিকতর মূলধন থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বলা বাহুল্য যে, বিদেশীয়গণ পরিচালিত কারখানাকে ব্যাংক অথবা ব্যবসায়ীগণ ধার দিতে সকল সময়েই ইচ্ছুক। ভারতবাসীগণ যে সুবিধা পায় না এবং তাহাই নূতন কার-বারের উন্নতির একটি প্রধানতম অন্তরায়। কার্য পরিচালনার সুদক্ষ লোক-বে দেশীয় দিগের মধ্যে নিতান্ত কম, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আজ কাল ইংলণ্ড, ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ শিল্পে কতিপয় ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা আবশ্য-কীয় দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে সর্বোপেক্ষা সুলভ মূল্যে মূল উপাদান ক্রয় করিয়া সর্বোচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়, কিরূপভাবে মূলধন ব্যয় করিলে কারবার অক্ষুণ্ণ থাকে, বাজার হিসাবে কি রকমে পণ্যের দাম অথবা প্রকৃতির পরি-বর্তন করিতে এ সকল বিষয় অবগত নহেন। ইহারা বড় বড় কারবারে লিপ্ত থাকিয়া হাতে কলমে এই সকল কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা ই কার্য পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদেশীয় যে কোন কারবারের ডাইরেক্টরগণের তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলে বড় বড় জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির নাম অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক কাজের লোকের নাম বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রকমের লোক দেশে কম সত্য। কিন্তু কারবারে যখন অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হয়, তখন কারবারের স্ততা-কাজায় বিদেশ হইতে ঐ প্রকার লোক সংগ্রহ করার আপত্তি কি?

বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের সাধারণ অবস্থা এইরূপ হইলেও মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কার্যাদির ভবিষ্যৎ যে একবারে অন্ধকারময় নয়, তাহা দুই চারিটি কারবারের অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এগুলি অবশ্য

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

প্রস্তুত প্রত্যাবে বোধ কারবার নহে। দুই চারিজন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেঙ্গল কেমিকেল ও কারমিউটিকাল ওয়ার্কস, পেনসিল নিব প্রভৃতি প্রস্তুত কারক মেনাস' এক, এন, ওপু কোম্পানি, কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল স্ট্রাসনাল ট্যানারি প্রভৃতির বিষয় বলিতে পারা যায়। এই সমস্ত কারবারের আর্থিক অবস্থা আপাততঃ উত্তম এবং ইহা-
- ক্রম দ্রব্যাদির কাটতি দেখিয়া বোধ হয় যে, এইগুলি বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অল্প সংখ্যক অংশীদার থাকায় তদ্ব্যবহারণ অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই হউক, কিম্বা মূলধনের প্রাচুর্য্যতা বশতঃই হউক বা যে কারণেই হউক, এই সকল কারবার মোটের দ্বারা সফলতা লাভ করিয়াছে এবং তদ্বারা দেশেরও নাম রক্ষা করিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু কখন কোন বিষয়ে সরকারী সাহায্যও বাঞ্ছনীয়। যদি গবর্ণমেন্ট উহা দেখাইতে পারেন যে, কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত পরিমাণ লাভে বিক্রয় হইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত কারবার প্রতিষ্ঠার সুযোগ যে কেহ অবহেলা করিবে না, তাহা স্থিরনিশ্চয়। সোয়ান সাহেবের মতে গবর্ণমেন্ট যদি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে শ্রমশিল্প বিস্তারে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

১। গ্রাম্য শ্রমজীবীগণের (যেমন তাঁতি, রেশমী বস্ত্র ও পিত্তলের দ্রব্য প্রস্তুতকারীগণ) মধ্যে যোগাযোগ দান সমিতি সংস্থাপন। উক্ত সমিতির কার্যাদ্যক্ষ শ্রমজীবীগণকে মূল উপা-
দান ক্রয় করিতে এবং প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি

বিক্রয় করিতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিবেন।

২। উন্নত প্রণালীর কল কলার উপ-
কারিতা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে প্রদর্শন। তাঁতিদিগের এইরূপ প্রদর্শনীতে স্থানে স্থানে অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু তসর বস্ত্র ও পিত্তল বাসন প্রস্তুতকারকগণের এই উপায়ে অনেক শিক্ষা দিতে পারা যায়।

৩। বনবিভাগের সাহায্য প্রদানে বাহারা দেশলাই, পেনহোল্ডার ও পেনসিল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চান, তাঁহাদিগকে বন বিভাগ উপযুক্ত কাঠ বিশেষ বন্দোবস্তে সরবরাহ করিয়া উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন। ফলতঃ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের আয়ত্বাধীনে যে সমস্ত জাতীয় তথ্য আছে, তাহা জানাইয়া এবং মূল উপাদান উপযুক্ত মূল্যে দিয়া শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন কার্যো হস্তক্ষেপ করিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন।

শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ স্বতরাং দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করিতেছে। যে কারবার সফল হইবার আগে দুই চারিজন মিলিত চেষ্টার প্রতিষ্ঠিত কারবার কৃতকার্য হওয়া আবশ্যিক। কারণ উহাই যৌগ কারবার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিষ্ঠাকাজী ব্যক্তিগণের শিক্ষা স্থল। ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে কারবারের যুগ যখন ইংলণ্ডে আসে, তাহার বহুপূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে কিম্বা দুই চারিজন মিলিয়া বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে যখন ঐ সমুদয়ের কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশাল শিল্পশালায় পরিণত হয়, তখনই তাঁহারা সাধারণকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। ইহাতে সাধারণের বিবাস

ক্লম হয় না এবং কোন প্রকার হুণ্টনার আশঙ্কাও কম থাকে। এতদেখে তাহাই প্রথমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Agricultural Notes.

কৃষিতথ্য।

ইক্ষুর বীজ আছে, সেই বীজ হইতেও চারা প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতেও শুড় ও চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে বীজ হইতে চারা উৎপন্নের কেহ চেষ্টাও করিয়া-
ছেন এমন শুনা যায় নাই কিন্তু জাভা ও মরিশাস প্রভৃতি দীপপুঞ্জের বীজ হইতে চারা উৎপাদনের পরীক্ষা সফল হইয়াছে এবং বীজ হইতেই ইক্ষুর চাষ করিয়া বেলাভ হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কৃষিক্ষেত্র সমূহে ইহার পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। বীজ হইতে চারা করিবার একটা সুবিধা যে, ডগা হইতে চারা অপেক্ষা বীজোৎ-
পন্ন চারার পোকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইক্ষু-
রোগ জন্মিতে পারে না। এই বীজ হইতে চারা করিবার প্রণালী এবং বীজ Messrs Endmaun and Seilckih of sauarang Java এই ঠিকানায় পাওয়া বাইতে পারে।

আনারস।

আনারস একটা উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যব-
সায়, আনারস গাছে কৃষককে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না ফলের মাধ্যমে যে আনারসের কতকগুলি পাতা থাকে আনারস ছাড়াইবার সময় কতকগুলি চোন্ধু সমেৎ মাটিতে পুতিলেই গাছ হয়। ইহার কল বিক্রয়ে, আনারসের মোরব্বা প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর লাভ হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন, এতদতির ইহার পত্রগুলি হইতে একপ্রকার Telese বা পাটের মত আশ পাওয়া যায় তাহা হইতে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাসে শেষ হইল এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রপা হকি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহাও উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহারও মূল্য ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকা বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের প্রচুর পণ্ডিত জমি পড়িয়া থাকিলেও এদেশের লোকের বেতন সর্ব বিষয়েই উদারীণতা, কৃষি কার্যেই সেইরূপ তাচ্ছিল্যতা আছে। এতৎ সত্বে িশেষ বিবরণ জানিতে হইলে Director of Economic Products, Calcutta, এই ঠিকানার পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। ইহার বিলাতে রপ্যনী হয়, এবং সেখানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

গোলাপ চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী।

নবেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত গোলাপের চারা পুষ্টিবার প্রকৃষ্ট সময়। বর্ষাকালে গোলাপের চারা বসাইলে বিকল মনোরথ হইতে হয়।

গোলাপ চাষের মাটি।

গোলাপ চাষের ক্ষেত্রটি পার্শ্ব জমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কারণ কোন গাছের গোড়ার জল না বসিতে পারে। জমির মাটিকে কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। কলম হইতেই গোলাপ চাষ হইয়া থাকে। ভাল ভাল গোলাপের কলম নসারি হইতে ক্রয় করিতে হয়। কারণ দলীলের নিকট হইতে কলম কিনিয়া আরি অনেকবার প্রত্যর্জিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কলমটি ৪/৫ হাত অঙ্গুরে বসাইতে হয়।

কলম বসাইবার নিয়ম।

প্রত্যেক কলম প্রস্তুত করিবার সময় নিম্ন প্রকৃষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে। গোলাপের চাষের ক্ষেত্রটি ভাল মাটি হইয়া

থাকে। উত্তর ভালে জোড় লাগিয়া বাইলেই আগাছা গোলাপের ডালের মাথাটি বাকনের উপরেই কাটায়া দেওয়া হয় সুতরাং তাহার গোড়াটি মাটিতে পোতা হয়, সেই আগাছা গোলাপের দ্বারা রস টানিয়া লইয়া উচ্চ শ্রেণীর ভাল গোলাপের জোড়া ডালটিই বাঁড়িয়া উঠিয়া উৎকৃষ্ট পুষ্প প্রদান করে। পুষ্টিবার সময় ঐ জোড়ের কিঞ্চিৎ নীচ পর্যন্ত মাটি দিতে হয় এবং একটা ককি বা বাখাড়ীর সহিত গাছটিকে বাকিয়া দিতে হয় কারণ প্রবল ঝড়, বাতাসে জোড় খুলিয়া যাইতে পারে।

গোলাপ গাছে প্রচুর জলের আবশ্যক, ইহারা ক্ষেত্রে গোলাপের চাষ করেন, তাহারা গোলাপ ক্ষেত্রে একেবারে জলে প্রাণিত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রচুর জল জমীতে নাড়াইয়া না থাকিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য না রাখিলে গোড়া পচিয়া গিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

কোন গোলাপ গাছের বদি মাটির গোড়া হইতে শাখা পড়াইয়া উঠে, তাহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। কারণ ইহাকে 'এলা কাটা' বলে। ইহা সেই নিরশ্রেণীর গোলাপের শাখা মাত্র, তাহা নষ্ট করাই উচিত। অক্টোবর মাসে গোলাপের শাখা ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং গাছের গোড়ার সার প্রয়োগ করিতে হয়। নবেম্বর ডিসেম্বরে পুষ্প ধরিয়া থাকে। খোল পচা, গোবরের সার, গোলাপ গাছের পক্ষে বিতর। কিন্তু মাটির সহিত পচাইয়া ঐ সকল ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ গোড়ার উই লাগিতে পারে। ভাল গোলাপ মূল্যবান। কল কলিকাতার চালায় দিলে হগ সাহেবের বাজারে এবং অল্প বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কল ওজনমতে বিক্রয় হয় এবং এমনি ঠাইকে বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে পরীক্ষা করিলে কতি কি?

গোলাপ চাষে লাভ।

গোলাপের সার সৌরভময় নরনানন্দকর পুষ্প অতি বিরল। এই গোলাপ চাষে যথেষ্ট লাভও আছে। কিন্তু এদেশের সহরের লোক তির কুলের চাষে পল্লীবাণীর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। ধান ইক্ষু চাষের ন্যায় ভাল গোলাপের চাষেও লাভ যথেষ্ট, কিন্তু পল্লীবাণী কুঁড়ের বাদসা, কৃষি কার্যের মধ্যে ধান ও পাট চাষ করিয়া সে ইপাইয়া পড়ে, এবং সমস্ত বর্ষ আলভে কাটাইতে থাকে। সুতরাং এদেশে কৃষি সত্বে কিছু বলা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। কে তাহা জানিতেই বা চায়, এবং কেই বা কাজ করে।

রেডির খইল— ইক্ষু, গোল আলু, গোলাপ প্রভৃতি গাছে রেডীর খইল ব্যবহার করিলে গাছে উইয়ের উপদ্রব হইয়া থাকে। সেইজন্য ঐ সকল চাষে রেডীর খইল না ব্যবহার করাই উচিত।

খালের আবশ্যিকতা।

বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় চাষ প্রাতি বৎসরেই জলাভাবেই নষ্ট হয়। আকাশের জল না পাইলে এসকল জেলার অনেক স্থলেই কিছু হয় না এবং হাহাকার উঠিয়া থাকে। সকল স্থানে নদী, বিল বা কলমও নাই। লোকে ক্রমশঃ কৃষিকাৰ্য্যে কতি স্বীকার করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় এই সকল কৃষি প্রদান জেলার খাল ক্যানালদি ব্যতীত পঙ্কোদ্ধার

হইতে পারে। ইহা হইলেই চাষের উন্নতি হইবে।

নাই। ক্যান্টন করিতে যে মহলা গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ কতকগুলি বাধা হইয়াছিল, আর ১৯১০ বৎসর ইহার আনয়নই জরুরী কল্পনা তুলিয়া আসিতেছি। এদেশের কৃষকগণকে যদি প্রকৃতই গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে জেলা-বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের দ্বারা মাঠের পুষ্করীস্বরূপ ক্ষমতা হওয়া উচিত। তাহা হইলে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। এই অঙ্গকঠোর জমাই অনাহার জনিত উৎকট পীড়ার প্রতিবৎসর প্রকাশ্য হইতেছে। আর কি ক্ষমানে পরিণত হইলে প্রতিকারের উপায় কল্পাই হইবে? গবর্ণমেন্টের ঋণ সহিতে প্রকার সাহসে কুলার না, সেই সকল সম্মেহ এবং ধারণা ধারণা প্রকার মন হইতে অপসারিত করিবার জন্য কোন উপায় করা হউক, সর্ব সমূহকে অনাহার সাধ্য করা হউক। আইন কাছন বোঝাত ত অজ্ঞ লোকের সম্ভব নহে, সেই গুলি সোজা করিয়া প্রত্যেককে বুঝাইলে হয়ত অনেক প্রজ্ঞাও ঋণ গ্রহণ করিয়া কতক সংস্কারও করিতে পারে। ক্যান্টন করিলে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয় না। তাহারও রাজস্ব আদায় হইয়া খরচা উঠিয়া যায়। ঐ সকল জেলার সম্ভাবজনক চাব কখনই হয় না, ইহার কি প্রতিকার হওয়া আবশ্যক নহে?

কৃষির প্রধান আবশ্যকীয় উপকরণ জল, যদি জলাভাবেই চাব হইতে পারিল না, তবে কৃষিকৃষি গবেষণা, গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ এবং তাহার রিপোর্ট এ সকলে প্রকার কোন দুঃখই মোচন হইবে না। প্রকার অবস্থা, কৃষির অবস্থা, বাহাতে উন্নত হয়, তেমন উপায় না হইলে কাগজের লিখিত, পঠিত, গবেষণার প্রকার হাহাকার ঘুটিবে না। প্রজা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, কাহারও কিছু নাই যে তাহার নিজে কিছু করিতে পারে। আমদের এ

কীভর ভিত্তিক কি রাজার কর্ণে প্রবেশের এবং প্রতিকারের কোন উপায় নাই? বহু কালই এই কৃষি ক্ষমতার গবেষণা তুলিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রতিকারের ত কিছুই হইল না। ইহার আন্ত প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। নচেৎ দেশে ক্ষমানে পরিণত হইতে চলি-
য়াছে। পল্লীর দুঃখ, পল্লীর অবস্থা পল্লী-
বাসীরা জানে। গবর্ণমেন্ট হয় ত প্রকৃত
অবস্থাতেই অনভিজ্ঞ কি না কে বলিতে পারে।
কারণ কর্মচারীর রিপোর্ট দেখিয়াই গবর্ণ-
মেন্টকে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বস্ত কমিশন
বসাইয়া যদি প্রত্যেক গ্রামের প্রকৃত তথ্য
অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সদাশয় গবর্ণ-
মেন্ট বাস্তবতার কৃষকের জন্য কিছু না করিয়া
থাকিতেই পারেন না। কিন্তু দেশের যোগা-
লোকগণ পল্লীবাসীর দুঃখের আলোচনা খুব
কমই করিয়া থাকেন। তাহার দক্ষিণ
অ্যাক্রিকার ভারতবাসীর জন্য বরং আলোচনা
করিবেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে অহরহ অঙ্গকঠোর
হাহাকারের জন্য কোন আলোচনা করিতে
অগ্রসর হয়েন কে? দেশের দুর্দৃষ্ট।

বজ্রাঘাতের দুর্ভাগ্য নির্ণয়।

—:—:—

যখন বজ্র পাত হয়, তখন আলোক দেখি-
য়া এবং শব্দ শুনিয়া তাহার দুর্ভাগ্য স্থির করিতে
পারা যায়।

বজ্রের শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ১১২৫ ফিট
গমন করিয়া থাকে। যদি আলোক এবং
শব্দের মধ্যে ১ সেকেন্ড ব্যবধান হয়, তাহা
হইলে বুঝিতে হইবে যে, ১১২৫ ফীট দূরে
বজ্রপাত হইয়াছে। যদি আলোকে এবং শব্দের
মধ্যে ১ মিনিট ব্যবধান হয়, তাহা হইলে বজ্র
পাতের দূরত্ব ১৩ মাইল, দূরে বজ্রপাত
হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞানবিদ বলেন যে,

আলোক দেখিবার ১ মিনিটের উপর ব্যবধান
হইলে অথবা ১৩ মাইল দূরে বজ্রপাত হইলে
শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আলোক
দেখিতে পাওয়া বাইতে পারে। কিন্তু কান্নামের
শব্দ ১০০ মাইলের উপর হইলেও শুনিতে
পাওয়া যায়।

পেনসিলের কারখানা।

—:—:—

ষ্ট্রেটসম্যান বলেন যে, কয়েক সম্ভাব্য পূর্ণ
পর্যন্ত এটি পেনসিলের মধ্যে এখানে এটি
পেনসিল অন্ততঃ ফেবার কোম্পানী অথবা
ভিয়েনার হার্ডিম কোম্পানীর ছিল, কিন্তু
যুদ্ধের জন্ত আমদানী বন্ধ হওয়ার এবং এখান-
কার বাজারে যাত্রা ছিল, তাহার নিঃশেষ
হওয়ার এইবার পেনসিলের এদেশে প্রকৃতই
অভাব হইবে। গবর্ণমেন্ট টেক্সনারী বিভাগে
সমস্ত বৎসরের জন্ত পেনসিল এবং পেন
হোল্ডার ক্রয় করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।
এখানকার কন্ট্রোলার মহোদয় এদেশের
পেনহোল্ডার প্রভৃতি চালাইয়া পরীক্ষা করিতে-
ছেন যে, এদেশের উপরোক্ত দ্রব্য সমূহে
এ দেশের অভাব পূর্ণ হয় কি না? সকল
পেনসিল এবং পেন হোল্ডার সিডার
নামক এক প্রকার কাঠেই প্রস্তুত হয়, এদেশে
এই কাঠের যথেষ্ট অভাব অনুভূত হইয়াছিল।
সেইজন্ত এদেশে প্রচুর পরিমাণ পেনসিল এবং
পেনহোল্ডার প্রস্তুত হইতে পারিত না।
এক্ষণে আফ্রিকাতে প্রচুর কাঠ পাওয়া
বাইতেছে, ভারতবর্ষের ধনীগণ এখন এই
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সফল কাম হইতে
পারেন এবং এদেশের পেনসিল ও পেন
হোল্ডারের অভাব এদেশ হইতেই মোচন
হইতে পারে। পেনহোল্ডার এবং পেন-
সিলের বেঙ্গল নিত্যবায় এবং ইহার আরও যে
যথেষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য নয়। কিন্তু এদেশের
লোকের শিল্প কার্যে তেমন প্রভৃতি নাই।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

এক সময়, অস্বাভাবিক কোন ডেপুটি কমিশনার বলিয়া ছিলেন যে, "A nation of officials and lawyers would starve, অর্থাৎ কেরানী এবং উকিলের দেশের লোকে অনাহারেই মরিতে বাধ্য, কারণ শির এবং ব্যবসায়ের আলোচনা গবেষণা তাহাদের দ্বারা হয় না। সামান্য আয়ে, মোকদ্দমা মামলার দেশ উৎসর্গ দায় এবং দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এদেশে এইরূপ উপকরণই অধিক। ফলং বড়কং।

বঙ্গের দুর্দিন !

—:—

এবংসর বাঙ্গালার দুর্দিন উপস্থিত। পূর্ববঙ্গে প্রাবন এবং দুর্ভিক্ষে হাহাকার উঠিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে ছই একটা স্থান ব্যতিত সর্বত্রই অসামান্য, কাজ কারবার ভীষণ সংগ্রামের অস্ত্র অতি শোচনীয় অবস্থার দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই অসামান্য হাহাকার উঠিয়াছে, দস্যুত্বের লোকের ধন শ্রীণ বিপন্ন—কে এইদিনে চিরদুঃখী বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবে? দেশের মটরকার গাড়ী, ঘোড়ার বঙ্গের ঐক্যের নিদর্শন ঘোষনা করিলেও শুনা যায়, পূর্ব বঙ্গের সাহায্য ভাণ্ডারে দেশের লোকের বক্ষা এখনও ৭ হাজার টাকার সংস্থান হয় নাই!

কিন্তু দেশ এবং দেশবাসীর বাহাদুরের সহায়ত্ব এবং শিক্ষার পরিণতি হইয়াছে, তখন জাতি ঐক্যিত্ব মাজেই লক্ষ লক্ষ টাকা সম্ভাব্য অর্থ উঠাইয়া লইতে পারেন, তাহার আশঙ্ক্যস্বরূপ প্রমাণ, টেটনম্যানের বুদ্ধির টীকা।

অসামান্য অসামান্য হইতেছে, "বঙ্গের দুর্দিন" স্মরণ, অসামান্যের কোটার পড়ন, নেতৃত্ব এবং অসামান্যের দুর্দিন।

সহায়ত্ব থাকিলে ভাবনা কি ছিল।

আমাদের এবার দুর্দিনের সীমা থাকিবে না।

জীবন রক্ষা কার্যে মাজেয়ারী মহাত্মারা যেন স্বত প্রবৃত্ত হইয়া সমস্তই সাহায্য করিতে অগ্রসর। ইতি মধ্যেই পূর্ব বঙ্গে হুহ নরনারী গণের আনন্দ রক্ষার জন্ত লাগিয়া পড়িয়াছে। আর আমার বাঙ্গালীরা ৭ হাজার টাকাও নাছি তুলিতে সক্ষম হয়েন নাই। বাস্তবিক সকল কার্যেই দেশটার তারিফ আছে, বলিতে হইবে।

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Toilet Preparations.

Rose-salve.

রোজসাল্ভ।

—:—

এ জিনিসটা ইয়েরোপীয়ান মহিলাগণ গুটের মৌল্য বৃদ্ধির জন্ত ব্যবহার করেন। এদেশের সৌখীন বহু মহিলাও যে ব্যবহার না করেন, এমন নহে। কিন্তু ইহা অতি সহজে এদেশেও প্রস্তুত করা যায়, এবং বিক্রয় করা যায়। কারণ, ইহার এখনও এদেশে অভিনব আছে। লোকে বিলাতি আমদানী দ্রব্যই ক্রয় করিয়া থাকে। এদেশে কেহ করিয়া অনার্যাসে বিক্রয় করিতেও পারেন।

প্রস্তুত প্রণালী।

বাদাম তৈল — ৩ আং, ইহাতে ১ আউন্স আলকানোট (Alkanet Root) কেিয়া ৫৫ দিবস রাখিয়া দাও। বদন তৈলটা ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে, তখন খেত মোম ১৯ আউন্স এবং স্পারমাসেটা ১ আউন্স ওজন

করিয়া লইয়া ঐ তৈলে দিয়া সাদা এনামেলের পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেল, এবং খুব ঘন ঘন নাড়িয়া মিশ্রিত কর। বদন ঘন হইয়া আসিলে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল হইতে দাও এবং ঈষৎ থাকিতে থাকিতে ইহাতে ১০ ফোঁটা অটোডি রোজ বা ভাল গোলাপের আতর মিশাইয়া পুনরায় নাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া দাও। তাহার পর ছোট ছোট পোদিলেন পট বা প্লাসের শিশিতে প্রত্যেকটায় ১ ড্রাম আন্দাজ দিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়যোগ্য করিতে পার। ইহার তুমি নিজের মনোমত বাঙ্গালা নাম দিতে পার, প্রত্যেকটি ১০ নামে বিক্রয় করিলেও ক্রেতার অভাব হইবে না। ১০ মূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতি নাই। লেবেলাদি খুব সুন্দর দিতে হয় ও বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

TOOTH WASH.

দন্তধাবন

অনেকেই দন্ত ধারনের চুপই বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমরা একটা দন্ত ধাবনের আমেরিকান অভিনব সামগ্রীর বিবরণ বলিতেছি, দস্তের পচাভাগে জমাট চুনের দস্ত একপ্রকার কঠিন আবরণ আপনা হইতে জন্মে এবং তজ্জন্ত দস্তের ঘোর অনিষ্ট হয়, দস্ত মজান উপরের ময়লা পরিষ্কার করিলেও তিত্তের এবং দস্তের পার্শ্ব সমূহের ময়লার কিছু করিতে পারেনা। নিম্ন লিখিত দ্রব্য দ্বারা তিত্তর বাহির অতি সহজে পরিষ্কার হইবে এবং ঠিক মুক্তার জায় দেখাইবে। অথচ ইহা যথেষ্ট নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসুবিধাদিত। ইহাও বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালোও ইহার আদর হইবে।

হাজিরের কারিক অর্জ লুয়া এই নাম হইতে আর লইব না।

প্রস্তুত প্রণালী।

দুই আউল—“সোহাগা, Borax কে ৩ পাইট হুটু গরমজলে গলাইয়া ফেলিয়া যখন পীতল-হইবে, তখন ইহাতে চা খাইবার চামচের ১ চামচ স্পিরিট ক্যাকর বা কপূরের আরক মিলাইয়া বোতলে রাখিয়া দিবে।

ব্যবহার বিধি।

যখন আবশ্যক হইবে, ঐ বোতল হইতে চা খাইবার চামচের ১ চামচ আরক এবং ১ চামচে ঐষহক জল একত্র মিলাইয়া নরম ক্রম দ্বারা দস্তে ব্যবহার করিলে আপনা হইতেই সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং দস্তের শোভা বর্ধিত হয়। জিনিসটা খুবই সহজ।

মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপায়।

ওটমিল চূর্ণ এবং টাটকা দুধ একত্র মিশ্রিত করিয়া “Sun burn,” বা স্বর্ষাদগ্ধা বাহা আধাবের দেশে মেহেতা নামে আতিথিত, তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা অতি সহজ সাধ্য এবং নিরাপদ উপায়। অনেক সাবান প্রকৃতি ব্যবহার করিয়া মুখট্রী নষ্ট করেন, কিন্তু এই ঐষহকী ব্যবহার করিলে অতি অল্প সময়ে কাব্যসিদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

চিনা মাটির খেলনা পুতুল

প্রকৃতি জুড়িবার সিমেন্ট।

আরবি গঁদ—খুব গাঢ় এবং পারিস্ প্রাট্রি বতটুকু আবশ্যক, এই উভয়কে মর্টারে দিয়া মাড়িতে হইবে। যখন স্তলর রূপে মিশিয়া থিচ পুত হইয়া মোলাএম হইবে, তখন ভাল জিনিসের খণ্ড গুলির ভাল মুখ গুলিতে তুলি দ্বারা লাগাইয়া উত্তর মুখ জুড়িয়া আঁটরা বাকিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুক হইয়া যাইবে তখন ঐ জোড়মুখে ভাল একেবারেই অসম্ভব হইবে এমন আঁটরা যাইবে।

ELECTRIC POWDER.

ইলেক্ট্রিক পাউডার।

—:—

জিনিসটার তরানক কাটুতি, কলিকাতার রাতার একটা লোক শুধু এই পাউডার মাএ ৫ প্যাকেট বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জন করে। “তাহাকে পিতলকো চানীকা মর্কিক বানার দেগা, এক পইসা ইত্যাদি ইহার বোল প্রত্যেক রাতাতেই সকলেই গুলিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক, ইহা দ্বারা সোনা, রূপা, তামা অর্দ্যান সিলতারের জিনিস মুহূর্ত মধ্যে পরিষ্কার হইয়া নুতনের স্তার আকার ধারণ করিয়া থাকে। বাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা বিলাতি জিনিস। কিন্তু এদেশে অতি অল্পবয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়া একটু ভাল লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই পাউডার ছোট ছোট কাঠের দেশলারের মত বাক্সে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। প্রতি বাক্সে অন্তত ২ আউল জিনিস দিতে হয়, এবং পড়তা দেখিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। প্রস্তুত প্রণালী—

Best quality whiting 4 Pound
Cream of Tartar 1/4 Pound
Calcined Magnisea 3 Ounce
Mix thoroughly, Box and label.

উপরোক্ত দ্রব্য গুলিকে উত্তমরূপে মিলাইয়া লেবেল দিয়া বাজারে দিতে হইবে।

“অনেক ইংরাজ অভিজ্ঞ বলিয়া ছিলেন যে, “India is impoverished not only by number of livings in idleness from false idea of labour, but from manufactures left to uneducated class of people.”

Thrift

সঞ্চয়।

—o—

অগতের অধিতীয় ধন কুণের মিঃ এন্ড্রু কার্ণেলী বলিয়াছেন “The first thing that a man should learn to do is to save his money. By saving his money he promotes Thrift—the most valued habits. Thrift is the great fortune maker, it draws the line between savage and civilized man. Thrift not only develops the fortune, but it develops also the man’s character.” অর্থাৎ সর্ব প্রথমেই মানবের তাহার উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করা উচিত, এইরূপে সঞ্চয় করিতে করিতে তাহার মিতাচার অভ্যাস হইয়া যায়। তাহা মানবের সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে একটি অতি বড় মূল্যবান উপাদান। এই মিতব্যয়ই সৌভাগ্যের স্রষ্টিকর্তা, এই মিতাচার এবং মিতব্যয় মানবকে সত্য এবং বর্জর জাতির মধ্যে পার্থক্যের রেখা পাত করিয়া দেয়, এই মিতব্যয়িতা শুধু যে সৌভাগ্য পরিপুষ্ট করে, তাহা নহে, ইহা মানবের চরিত্রকেও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে”।

মহাত্মা কালীন্দী সম্রাট মোক্দের সম্মান ছিলেন না, একজন হুসীরা তত্ত্বাবধানের ঠাতে নলীতে হুতা পরাইয়া অতি বৎকিঞ্চি উপার্জন করিতেন রাজ, পরিশেষে কীর অধ্যবসায় ভগ্নে, সরসের মিতব্যয়িকার, সঞ্চিত অর্থের মধ্য হইতে অতি ক্ষুদ্র সঞ্চয় দ্বারা বাণিজ্য করিতে অধিতীয় ব্যক্তি এবং মনকুণের হইয়া পের কীরমে জনতের মহান উপকার জনক বহু কাব্য করিয়া বহু হইয়াছেন।

পুস্তক “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

এই কর্তব্যের আদর্শ জীবিত, আজও নিতাই জীবিতের অর্থব্যয় করিতেছেন।

প্রথম হইতে সন্তানসন্ততিকৈ সফল শিক্ষা দিবার জন্য এদেশের পিতা মাতা চেষ্টা করেন না কাজেই অনেক স্থলে পিতা পিতামহের কঠোপার্জিত অর্থ রাশি সর্বব্যহারে না লাগিয়া বিলাস বাসনার এবং অসং কার্যে উড়িয়া যায়। এ দেশের পিতামাতা এখন সন্তান জন্মিবারাই তাহাকে বিলাসী আরামী করিবার প্রয়াসী; কাজেই সে সন্তান পূর্ণ বয়সে সিক্তব্যরী হইতেই পারে না, চরিত্রও গঠিত হয় না। এদেশকে মাতৃবীর মত করিয়া লইতে হইলে প্রথমেই সন্তান সন্ততির চরিত্র গঠনের জন্য বস্ত্রবান হইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার এদেশের স্বার্থের বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া অপব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে। নব্বের ছুলালকে শেষে আগতে রাশি, সন্তান সন্ততিকৈ লইয়া সন্ধ্যার সময় বসিয়া নানা উপদেশ তখনকার পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন-গণ দিতেন; এখন কেমন দুর্দিন আসিয়াছে হেলে সন্ধ্যা হইলে সিগারেট মুখে ক্লাবে চলিয়া গিয়া আজ্ঞা মারিতে গেলেন বলে চক্ষে দেখিয়া নিজেকে দগ্ধ মনে করিয়া লইলেন। সেই ছেলে বা পুত্র যে ভূত না হইয়া অনেক কয়েকই বাইতেই পারে না, একথা আজ কাল কোন্ পিতা চিন্তা করিতেছেন।

সৌভাগ্যকে ভোজ্য না করিলে যত্ন রাখা না করিলে স্থায়ী হয় না। পরিবারস্থ সমস্ত লোককে সুশিক্ষিত না করিলে কে কখন ঘরের রক্ষণকে আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করিয়া দিবে, একথা যে দেশের লোক প্রকৃতই সৌভাগ্যশালী তাহার বুঝে এবং সেইরূপেই শিক্ষা দেয়; বুদ্ধি না কেবল আমরা কেবল আমার অনুকরণেও ধরিতেছে, অভ্যাগা দেশে আবার আত্মকাল পাড়ার পাড়ার পলিত পলিতে ক্লাব; কি করিয়া যে সময়ের

অপব্যয় করিবে যেন দেশের হেলে পড়িয়াই পার না; এই দেশ উন্নতির প্রাণা করে। অগুণ্ড। বাস্তবিক পিতামাতার কঠিন সমতার মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। পুত্র পুত্রবধূ কত দোহিত্র পৌত্র কত গৃহিণীর প্রত্যেকের বিলাসিতার জন্য নিত্য নব নব অপব্যয় যে জাতির মধ্যে উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে সে জাতির দারিদ্র্য, কেন বুদ্ধি পাইরে না; এইজন্য আমাদের উপর চিকন চাকন হইলেও ভিতরে অন্তঃসার শূন্য। একটা আকস্মিক বিপদের আঘাতে আমাদের ১০০ জনের মধ্যে নিরনবই জনকে ২৪ শত টাকার জন্য অধিকার দেখিতে হয়। কেন? সফরে অভ্যস্ত নহি, কাজেই অসমুদ্র অভাব; এই অভাবেই স্বভাব নষ্ট হুতরাং মম্বাঘ ভয়তা ব্যবসার শির বাগিয়া (honourably) তদ্র লোকের স্তায় করা কখনও এমন জাতির সম্ভবে না! পুত্র কন্যাকে অপব্যয় শিক্ষার জন্য প্রত্যেক পিতা মাতা দারী এবং সে দারীত্বের পরিণাম বড় সহজ নহে। কবে এদেশের পিতা মাতা এ সকল কথা বুঝিবেন বলিতে পারি না।

William whitelay's Business Maxim. উইলিয়াম হুইটলির ব্যবসায় সম্বন্ধীয় উক্তি।

—০—

উইলিয়াম হুইটলি বিশ্বব্যবহারকারক, "Universal Provider" নামে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধালাভ করিয়া ছিলেন। ইনি সমস্ত অবস্থা এবং সামান্য ব্যবহার হইতে ক্রমে-ক্রমে এমনই উন্নতি করিয়া ছিলেন যে, ব্যবসায় কেহো তাঁহার সারবাস উপদেশ এবং উক্তি

গুলি এখন *Maxims* বা মহাজন কাক্য মধ্যে দাঁড়াইয়া দিয়াছে। আজ তাঁহার কয়েকটা সারবাস উক্তি আমাদের প্রিয় ব্যবসায়ী পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। তিনি তাঁহার কর্তব্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার সমস্ত বাক্যে লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন।

"Watch the waste" অপচয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে ব্যবসায়ী অপচয়ের প্রতি উদাসীন, সে কদাচই কৃতকার্য হইতে পারে না। জিনিস পত্রের অপচয়, সময়ের অপচয়, বাক্যের অপচয় এ সমস্তই ব্যবসায়ীর পরিত্যজ্য। বলা বাহুল্য আমাদের এই রোগটাই প্রবল। কোন প্রকার অপচয়েই আমরা লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা করি নাই। সেইজন্য আমরা সর্ব বিষয়ে অসার হইয়া দাঁড়াইয়াছি।

তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি :—

"Civility cost nothiug" ভজ্ঞোজনোচিত ব্যবহার দেখাইতে কিছুই ব্যয় হয় না। হুতরাং সর্বত্রই শিষ্টাচার দেখাইতে পরাশ্রুণ হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যবসায়ীগণের এটীর মাত্রাও নিতান্ত কম নহে।

তৃতীয় উক্তি :—

"Never sell things at a loss"—কতি বীকার করিয়া বিক্রয় করিও না।

চতুর্থ—"Make your business your hobby" তোমার ব্যবসায়টাকে তোমার হোব্বি বা বাস্তবিক মগ্ন্য গণ্য করিয়া লইবে। এক এক জনের একটা বিষয়ে নেবা বা বাস্তবিক থাকে, কেহ পুস্ত পক্ষী, কেহ ফলফল, কেহ সঙ্গীত মুত্যো-মন প্রাণ দিয়া বেমন একটা নেশায় পড়িয়া যায়, নিজের মত কুত্র বা বড় কারবার হউক, তাহাতে অহরহ লাগিয়া না থাকিলে প্রকৃত সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না।

দোকান করিয়া, ব্যবসায় করিয়া দিনান্তে একবার Fly visit দিতে বাইলে স্বরদায়ের

ছাত্রদের বার্ষিক আর্ক মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

ঐক্যি সত্ত্বক হয় না। এ দেশের লোকদের
ব্যবহারকারী কিন্তু এত পরিগ্রহে কাতর।

পক্ষ। “Dont disappoint your
customers” খরিদদারকে প্রতারণা করিয়া
হত্যা করিও না। অর্থাৎ বেয়াপ মূল্য,
তদুপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত, ইহাতে উনিস
কুড়ি করিলে খরিদদার অসন্তুষ্ট হইলেই
কামবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। এদেশের অনেক
দোকানদার জিনিস পছন্দ না হইলেও জোর
করিয়া গছাইয়া দিয়া নিজেদের লাভবান মনে
করে কেতাকে বোকা বানাইয়া বিক্রয় করা
অধিকার দোকানদারের বড় গৌরবজনক
নীতি, এইজন্য সোনার স্বদেশী তিষ্ঠিতে
পারেন নাই।

৪। “Add your conscience to
your capital” অর্থাৎ সন্ধিবেবচনার সহিত
মূলধনের সদ্যবহার করিবে। এদেশের
ব্যবসায়ীর বোধ হয় সে জ্ঞানও কম, নচেৎ
ব্যবসার অনেক সময়ে হারী হয় না কেন?

৫—“Supply the goods at the
lowest possible prices” “স্বাধীনসত্ত্ব
মূল্যে বিক্রয় করিবে” এদেশে
তাহার অনেক স্থলেই বিপরীত, পড়তার
বিপণ, চতুর্গুণ মূল্য লইতেও বিধা নাই।

ইত্যাদি প্রকারের অনেক সহপদেশ
আছে। মিঃ উইলিয়াম হুইটলি অপর
ব্যবসায়ীর কোন নীতি পদ্ধতির পদাঙ্কানুশরণ
করিয়া চলিতেন না। জনসাধারণের সহিত
শিষ্টাচার দেখাইয়া, সন্ত লাভ করিয়া, তিনি
জন্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। এদেশে
ব্যবসায়ী যখন এই সকল নীতি নীতিতে
অভিজ্ঞ হইবে, তখন উন্নতির আশা; কিন্তু
পরিভ্রাণ, ব্যবসায়ীর সঙ্গুণের আমাদের
দেশের ব্যবসায়ীর অনেকেরই নিতান্ত অভাব,
সেইজন্য প্রায়ই হারী কামবাস দেখা
যায় না।

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা-তথ্য।

—:—

জরায়ুর রক্তস্রাবে সিনামোমম্।

(Cinnamomum)

গত ২৫শে জুলাই আমাদের “কাজের
লোক” হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে
একটি স্ত্রীলোক চিকিৎসা হইতে আইসে।
রোগিণীর বয়স ৩২।৩৮, শ্যামবর্ণ, দোহার
চেহারা। আরও ৮ মাস পূর্বে এই রোগিণী
প্রচুর রক্তস্রাবের জন্য আমাদের নিকট
আসিয়াছিল। তখন তাহার মাসিক রক্ত-
স্রাব সময়ে এইরূপই প্রচুর শোণিত স্রাব
ছিল। তখনকার লক্ষণ ছিল—প্রচুর শোণিত
স্রাব, প্রাতে আরম্ভ হইয়া ১০টার সময়
পর্যন্ত থাকিত, তাহার পর একটু কম পড়িত।
কোমরে এবং তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বে
বৃহৎ বেদনা। এই সময় রোগিণীর অতিশয়
দুর্বলতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু ২০০ শক্তির
স্যাভাইনা ৩।৪টি অল্পবটীকা দিবামাত্রই বন্ধ
হইয়া ছিল এবারের লক্ষণ, পূর্বে বারের মতই
ছিল, প্রচুর শোণিত স্রাব, কিন্তু রোগিণী
বেদনার কথা এবারে বলে না। কোন মানী
নাই অগচ প্রচুর শোণিত স্রাব, স্যাভাইনা
২০০ পূর্ববৎ দেওয়া হইল কিন্তু ২।৩ দিনের
জন্ম কিছু কম পড়িল বটে কিন্তু একেবারে
বন্ধ হইল না। শোণিতের বর্ণ উজ্জ্বল
লোহিত, রক্ত জমাট বান্ধে না।
বেদনা বিহীন। ইহাই এবারের বিশেষ লক্ষণ,
কোঁপি গা বহির লক্ষণ না থাকিলেও
(Ipica) ইপিক্যাক ৩০ দিলাম, কিন্তু
অবশ্য ঠিক স্যাভাইনার মত, ২ দিন গত হইল,

রোগিণী আদিয়া বলিল যে, আর তাহার
উঠিবার শক্তি নাই।

রোগিণীর হৃৎ স্পন্দ এবং কীরের মনে-
শের দোকান; অধির উত্তাপে থাকিতে এবং
খরিদদারগণের বাড়ীতে বাইতে আসিতে
হয়।

তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার ব্যবস্থা
করিলাম, বরক প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াও
রক্ত বন্ধ হয় না। ক্রমশঃ সুখাভি শীর্ণ,
এবং রক্তহীন বোধ হইতে লাগিল।

বেদনা বিহীন, রক্তস্রাব উজ্জ্বল
লোহিত, শোণিত জমাট বান্ধে না।
আমার ইরিজিয়ন এবং সিনামোমম্ এই
দুইটি ঔষধের কথা স্মরণ হইল, এই সিনা-
মোমম্ আমি ইতিপূর্বে আর কখনও ব্যবহার
করি নাই কেবল ডিউইর এসেন্সিয়াল অণু-
খিরাপিউটীক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম মাত্র।
ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে
একবার বলিয়াছিলেন। আমি সিনামোমম্
প্রথম পরীক্ষা করিবার জন্য রোগিণীকে
Cinnamomum 1x (সিনামোমম্ ১x) এক
আউন্স জলের সহিত এক একবারে ৩ কোঁটা
করিয়া ২বার ব্যবহার করিতে দিলাম। ১২
ঘণ্টার পর শুনিলাম, শোণিত স্রাব একেবারে
বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর দ্বিতীয় দিন ইহাকে ঔষধ দিতে
হয় নাই।

রোগিণী এই শোণিত স্রাবের জন্য অতি-
শয় দুর্বল এবং শয্যাশায়ী হইয়াছিল, এজন্য
চায়না ৩০ দুইদিন অন্তর ১ মাত্রা করিয়া
ব্যবস্থা করিয়াছিলাম মাত্র। এখন সে
আপনার দোকানে কার্য করিতে সক্ষম
হইয়াছে।

Cinnamomum :—profuse
hemorrhage from strain or mistep.

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

Tendency to hemorrhage, frequently attack of nose-bleeding (Dr. Dewy)

সিনামোমের লক্ষণ—উজ্জ্বল লোহিত রক্ত কোন প্রকার জোর অবরোধজনিত আঘাত বা পদাঙ্গুলনজনিত পতনাদিও রক্ত স্রাবের কারণ হইতে পারে, সিনামোমের এইরূপ পুনঃ পুনঃ শোণিত স্রাব প্রবলতা লক্ষণ আছে। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Erigeron :— the hemorrhage bright red blood and increased by every motion of the patient ; there is no pain but traumatism may be the cause of the hemorrhage.

Dr. Dewy M. D.

ইরিজিরনের শোণিত উজ্জ্বল লোহিত রক্তবর্ণ, ইহাতে কোনরূপ বেদনা থাকে না। কিন্তু কোনরূপ অত্যাচার আঘাত জনিত রক্তস্রাবও ইহার কারণ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার রোগিণীর উরিজীবনের প্রায় আঘাত জনিত কারণ ব্যতীত সমস্ত লক্ষণই ছিল কিন্তু কেমন আমার সর্ব প্রথম সিনামোম দিবার বাসনা হইয়াছিল। রোগিণী ইহাতেই ১২ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এই শ্রেণীর আর একটা ঔষধ আছে। সেটা Millefolium মেলিকেলিয়ম্। ইহার রক্তস্রাবও উজ্জ্বল, কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তির পর পরীক্ষার যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। হিমপটেমিস্ (রক্তপিত্ত Epitaxies) লবণ অথবা অরান্ধর রক্তস্রাবে ইহা কার্যকারী।

আমার বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব প্রবলতা লক্ষণটা রোগিণীর

ছিল বলিয়া এরূপ সিনামোম আরোগ্য সম্ভব হইয়াছে।

ডাক্তার এডেন বলেন, সিনামোম পোট পার্টস হিমরোজ অর্থাৎ এসবের পর শোণিত স্রাবে হিতকারী। ইহা এসব বেদনা বৃদ্ধি করে, ইহা দ্বারা বিপজ্জনক অতিরিক্ত স্রাব নিবারিত হয় এরগট ব্যবহার যেনন বিপজ্জনক ইহা তেমনি নিরাপদ। সুতরাং রক্তস্রাবে এরগট অপেক্ষা সিনামোম ব্যবহার করাই নিরাপদ।

S. P. Chatterjee.

—o—

মুক্তিযোগ সংগ্রহ।

—:—

দ্রুততোলা বদহজম।

ছেলেদের চুখতোলা, বদহজম এবং বহুং দোষ জন্ত তরল ভেদে—প্রত্যবে বা বৈকালে খালি পেটে চুণের জল দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শে। মাত্রা ১০ হইতে ৬০ ফোঁটা। অধিক খাওয়ান উচিত নয় কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া যায়। কাঃ সঃ ক্রিমি।

ছেলেদের ক্রিমি দোষেও চুণের জল মতো বধঃ মাত্রা ১০ ফোঁটা হইতে ৬০ ফোঁটা। লবণ বোরান এক সঙ্গে চুণ করিয়া বা বাটিয়া শুড়ের সহিত প্রাতে বা রাত্রে খাইলে সকল প্রকার ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হয়।

পলাশপাপড়ার শুঁড়া ১/০ আনা, ধরনানি ১/০ আনা, লবণ ১/০ আনা, মাংগুড় ১/০ আনা, কয়েক দিন একত্রে নিত্য খাইলে ক্রিমি সংশোধন হয়।

আমারসের পাতার রস এক কাঁচা মাত্রায় উপর্যুপরি দুই চারি দিন সেবন

করিয়া জোলাপ লইলে বহু ক্রিমি বিশেষতঃ ছোট ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

চাপাহুলের গাছের পাতার রস ১০ তোলা চিনিসহ দুই তিন দিন সেবন করিলেই ক্রিমি শান্ত হয়।

অন্ন।

ঝুনা নারিকেল ও মুড়ি অন্নের পক্ষে উপকারী, কিন্তু বাহাদের অথলে পেট নামে, তাহাদের পক্ষে নহে।

কলমী শাকের রস এক কাঁচা এবং শাক পোড়া চুণ ১/০ আনা একত্রে পান করিলে সকল প্রকার অন্ন দমন হয়।

আমাশ্য।

আমাশ্য শুনিতে সামান্ত রোগ, কিন্তু অচিকিৎসায় বৃদ্ধি পাইলে বড়ই কষ্টদায়ক এবং শেষে প্রাণনাশক হইয়া পড়ে।

সাদা আমাশ্য শাস্তির জন্ত—

প্রাতে বোরান ১০ আনা ও মুখার মূল ছাড়াইয়া ১টা বা ২টা একত্রে চিবাইয়া জল খাইলে উপকার হয়।

১০।১২ বা তদূর্ধ্ব বৎসরের পুরাতন তেঁতুল ১০ তোলা হইতে ২ তোলা, মিড়িরা চতুর্গুণ মাত্রায় সহিত কিঞ্চিৎ জলে পূর্বরাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া চটকাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে আমাশ্যের দান্ত পরিকার রাশে ও যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

একটা পেঁাজের কোশার মধ্যে একের আট রতি অফিং পুরিয়া পোড়াইয়া লইয়া সেই পেঁাজ ভকণে আমাশ্য নিবারিত হয়।

উসবত্তল তাওয়া অর্থাৎ চাটুতে অন্ন ভাজিয়া চিবাইয়া খাইলে অথবা ঐ দ্রব্য ভিজান জল পান করিলে আমাশ্য শান্তি হয়, কিন্তু উপরোক্ত দু'টা দ্রব্য অরসবে সেবন নিষিদ্ধ।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য এই মাসে শেষ হইল; এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আমের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে।

কচি আম পাতার রস ১ তোলা ও কাশীর
চিনি ১০ তোলা খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

ঐরূপ করণে বেলের পাতার রস ও চিনি
সেবনে সমান ফল; ছাগী হৃৎ রক্ত আমাশয়ে
আহার ঔষধ হইবে।

গাদাপাতার রস ও মুখার রস প্রত্যেকে
১০ আধ তোলা একত্র মিশাইয়া তাহাতে ১০
আনা কাশীর চিনি একেপ দিয়া হই চারি
দিন খাওয়াইলে রক্ত আমাশয় বন্ধ হয়।

রক্ত আমাশয়ে অধিক রক্তস্রাব এবং
মল ধারের টনটনানি থাকিলে আমলকী
পাতার রস ১০ তোলা, তেলাকুচা পাতার রস
১০ তোলা, একত্র মিশাইয়া খেতুরে ওড়ের
কোলা অর্থাৎ শেটে একটু মিশাইয়া অথবা
চিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে যন্ত্রণার শান্তি হয়
ও মল পরিষ্কার হয়।

কুর্জি পুরাতন রক্তমাশয়ের মহৎ ঔষধ।
কুর্জির মোটা ছাল পুটদণ্ড করিয়া সেই
ছালের রস খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।
আতপ চাউল কাঠ খোলার ভিজাইয়া
কাঁচি (অর্থাৎ পোড়া করিয়া সেই কাঁচি চূর্ণ
১০ আনা হইতে ১০ আনা মাত্রার কিঞ্চিৎ
ইক্ষু ওড়ের সহিত খাইলে বহু দিনের পুরা-
তন গ্রহণী ও রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

অগ্নিমান্দ্য।

—:—

যে চি কড়িপোড়া চূর্ণ ১ ভাগ ও মরিচ
চূর্ণ ১১০ ভাগ জলে মাড়িয়া মটর প্রমোন বড়ি
করিয়া দিন ১ বটি মাত্রার হই তিনবার জল
সহ সেবনে বদহজম জন্ম দম্কা ভেদ বন্ধ হয়
এবং নিত্য একবার সেবনে অগ্নি দীপ্ত হয়।

আতপ চাল ধোয়া জল এক কাঁচা কপূর

১ রতি একত্রে পান করিলে অগ্নি জন্ম
পাতলা দাত বন্ধ হয়।

এবল পিপাসা শান্তির ঔষধ—

একটা পাতিলেবুর মুখ কাটিয়া তাহার
মধ্যে মরিচ চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ একটু একটু
দিয়া পুনশ্চ মুখ বন্ধ করিয়া গোবর মাটির
ঠোলে পুরিয়া প্রলেপ দিয়া অন্ন দণ্ড করিয়া
সেই লেবু কাটিয়া চুইলে এবল পিপাসার
শান্তি হয়।

পিপাসা ও বমি।

কমলা লেবুর খোসা ১০ আনা, বড় এলা-
ইচের নানা ১০ আনা এবং মিহরি ১০ এক
বাটীয়া ১০ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া সেই জল
একটু একটু পান করিলে পিপাসা ও বমি
শান্তি হয়।

অথবা ছাল উত্তমরূপ পোড়াইয়া অন্ন
করিয়া গরম জলে একেপ করিয়া নিবাইয়া
সেই জল পান করাইলে পিপাসার শান্তি হয়।
(উক্ত)

“দৌহাবলী”

—:—

সদগুরুপাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,

জান করে উপদেশ

তবু কোয়লা কি ময়লা ছোটো,

যব আগ করে পরবেশ ১

যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া কয়লার মলীনত্ব
নষ্ট করে। সদগুরু কার্যাকার্যের ভেদাভেদ
সবকে সদুপদেশ দিয়া তরুণ শিবোর মনো
মালিন্য বিদূরিত করেন।

সব কি ঘটবে হরি হার,

পহছানু তো নাহি কোই।

নাভিকে হুগন্ধ মৃগ নাহি জানত,

হুঁড়ত ব্যাকুল হোই।

মৃগ বীর নাভিতে হুগন্ধ থাকিতেও

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চক্ষিল।

ব্যাকুলমনে যেমন চারিদিক অহুসকান করে,
তরুণ সর্ববটবৃত্ত হরিকে না জানিয়া জীব
অন্তর তাঁহাকে অহুসকান করে।

হুখ পাওরে তো হরি ভজে,

হুখে না ভজে কোই।

হুখে বো হরি ভজে,

হুখ কাঁহাসে হোই।

হুখে পড়িয়াই লোকে হরিকে ভজন
করেন, কিন্তু যিনি হুখে থাকিয়া হরিকে ভজন
করেন তাঁহাকে (কখনও) হুখভোগ করিতে
হয় না।

হরিকে হরিজন্ম বহুত হার,

হরিজন্ম কো হরি এক।

শশিকে কুমদন্ম বহুত হার,

কুমদন্ম কো শশি এক।

শশির অনেক কুমুদিনী আছে, কিন্তু
কুমুদিনীর কেবল শশিই একমাত্র পাত,
তরুণ হরির হরিভক্ত অনেক আছে, কিন্তু
সেই অসংখ্য ভক্তগণের হরিই একমাত্র ভরণ্য।

হুখে বাজ পড়,

হুখ কো বলিহারি বাই।

অ্যারসে হুখ আওয়ে,

বো বড়ি বড়ি হরিনাম পোঁরাই।

হুখে কাজ নাই, হুখেই উত্তম। যে হুখে
পড়িলে প্রতিমুহূর্তে হরিনাম স্মরণ করিতে হয়,
আমি সেই হুখ ভোগ করিতেই বাসনা করি।

তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,

মেয় পেঁদে কুলা কাড়।

পাখর পূজনে হরি মেলেতে

মেয় পূজ পাহাড়।

নিভনা হোনেসে হরি মেলেতে

জলজন্ত হোই।

ফলমূল থাকে হরি মেলে তো,

বাহড় বাদরোই।

তিরণ, তখনকে হরি মেলেতে

বহু বৃগী পলা ১

জী ছোটকে হরি মেলে তো,

বহু বহু হের খোলা ।

হু পিকে হরি মেলে তো

বহু বহু বালা,

মিরা কহে বিনা প্রেমসে,

না মিলে নন্দলালা ॥

তুলসী-মালা পরিধান করিলে যদি হরি
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আমি বহু কাঠ
পুজিতে পারি, পাথর পুজার যদি হরি মিলে,
তবে আমি পূর্ণত পূজা করিতে পারি, নিত্যা
না হইলে যদি হরি মিলে, তাহা হইলে বহু
সংখ্যক জলজন্তুও ত মুক্তি পাইতে পারে ?
তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে যদি হরিকে পাওয়া
যায়, তবে ত হিতর বৃগ ছাগাদি আছে, জী
পরিভাগ করিলেই যদি হরিকে প্রাপ্ত হওয়া
যায়, তবে ত অনেক নমুদ আছে, ছদ্মমাত্র
পান করিলে যদি হরি মিলে তবে বালক
বৎসাদিও ত হরিকে পাইতে পারে, (কিন্তু
তাহা হয় না,) মিরা বলিতেছেন, বিনা প্রেম-
ভক্তিতে সেই নন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হইবার কোন
সম্ভাবনাই নাই ।

দিন্কা মোহিনী, রাত্কা বাঘিনী,

পলক পলক লহ চোখে ।

হুনিয়া লোক সব বাউরা হোকে,

বহু বহু বাঘিনী পোবে ॥

জী দিবসে মোহিনী, কিন্তু রজনীতে
বাঘিনীর ভায় শোণিত শোষণ করে, কিন্তু
জগতবাসীগণ এমন উদ্ভ্রান্ত যে, তবুও প্রতিবৎসে
এই বাঘিনীরা প্রতি পালিতা হয় ।

বহু ভালালা বোলনা চুলা

বহু ভালালা চুপ ।

বহু ভালালা বর্ষা বাদল,

বহু ভালালা ধূপ ।

ভাটকে ভালা বোলনা চুলা

বহুটিকে ভালা চুপ ।

ভেককে ভাল বর্ষাবাদল,

অজকে ভালা ধূপ

অধিক বাক্য প্রয়োগ, বা একেবারেই
মৌনত প্রেরণ নহে । কিন্তু ভাটের পক্ষে
অধিক বাক্য, এবং কুলরমণীর নিতরুতাই
উত্তম । বর্ষা বা গ্রীষ্ম ভাল নহে, কিন্তু বর্ষার
ভেকের ও গ্রীষ্ম অজের পক্ষেই ভাল,
সাধারণের পক্ষে নহে ।

বিপদ ববাবর সুখ নহি,

মৌ, খোড়া দিন হোব ।

লোক বহু মৈত্রতা,

আনু পড়ে সব কোর ।

অনেকাল স্থায়ী দুঃখ সুখজনক, শত্রু-মিত্র
বুঝিবার বিপদই একমাত্র উপায় ।

প্রীত ন টুটে অনু মিলে,

উত্তম মনকি লাগ ।

শত যুগ পানিমে রহে,

মিটেনা চক্ৰমক্কে আগ ॥

যেমন শতযুগ জলমধ্যে থাকিলেও চক্ৰমকী
প্রভবেব অগ্নি নির্কাপিত হয় না, তদ্রূপ
প্রকৃত প্রীতিব বন্ধন—মনের মিলন বহুদিন
অদর্শনে থাকিলেও শিথিল হয় না ।

জলবিচ্ছু মূদ বসে

চন্দা বসে আবাস ।

বোজন বাকে হু বসে,

সে অনু তাকো পান ॥

কুহুদিনী সলীল শব্দার থাকিয়াও গগন-
স্থিত শব্দকেব অনুবর্তিনী । কেননা যে জন
বাহার জগত অধিকার করে, সে জন ঘুরে
থাকিয়াও সর্বদাই তাহার নিকট অবস্থান
করে ।

যো বাকো খোলা লাগে,

সো ভাকো করত বাখান ।

জারসে বিহকো বিবন্ধি,

মানত অমৃত সমান ॥

যেমন বিবন্ধিকা বিহকেও অমৃত জ্ঞান
করে, তদ্রূপ লোকে প্রিয়জনের দোষ-
নির্দেশে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ।

উদর ভরণকে কারণে,

প্রাণী ন করতরি লাগ ।

নাচে বাচে রণ তিরে,

বাচে ন কাজ অঁকাই ॥

উদরের জন্ত লোকে লজ্জাকে পরিভ্রাণ
করে । কেহ সত্য মধ্যে নৃত্য করে, কেহ
প্রবল ভবিনী মধ্যে বহিঃ বাহিরা নানাভাবে
গমন কবে, কেহ বা নিজে জ্বরগ্ন হইয়াও
রণক্ষেত্রে গমন করে । পরন্তু উদর পুষ্টির
জন্ত প্রাণীগণ কার্য্যকার্য্য বিবেচনা করে না ।

কাহা কহৌ বিধি কি গতি,

ভুলে পড়ে প্রবীণ ।

সুখকে সম্পত্তি দেয়,

পণ্ডিত সম্পত্তি হীন ॥

মো পব আশ্ কবে সলা,

মো বহু দিন মিরা ন মিরা ।

যো মহমে পরচুক্লি ওগারত্

সো মহমে হুখিনাম মিরা ন মিরা ॥

যে পরখাপহাবী, তাহার দান দান নহে,
যে পরদাবরত, তীর্থ ভ্রমণ তাহার বুখা, যে
পরের সুখ চাহিয়া থাকে, তাহার জীবন ও
মৃত্যু সমান, যে সুখে পরের নিন্দা করে, সে
সুখে হরিনাম উচ্চারণ করা না কবা উত্তরই
সমান ।

কুনকে সাগব উতারি মিরা

কোহি কিরা মিৎ ।

পুরাতন “কাঁচের লোক” শেষ হইতে চলিল ।

কোহি উখাড়া গিরি পরবৎ

কোহি শিখারা নীৎ।

ক্যা কহল সীতানাথকো

সেহ্ নে কিরা চোরি।

সোহি কুল উত্তব হামেরা,

বেদিরা বিচে ডোরি।

একটা বেদের বানর হুংথ করিরা বলি-
হেছে—

কেহ বিতীর্ণ সমুদ্র পার হইয়াছেন, কেহ
মৈত্রতা করিয়াছেন, কেহ পর্বত উৎপাটিত
করিয়াছেন, কেহ নীতি শিকা দিয়াছেন,
আমার জন্মও সেই বংশে। রঘুনাথ! আমি
কি চুরি করিয়াছি যে বেদে বন্ধন করিরা
আমাকে ধারে ধারে নাচাইরা বেড়াইতেছে?

চারি জাত মিলে হরিভজিয়ে,

এক বরণ হো যার।

অষ্ট ধাত্বে পরশ লাগারে,

এক মূলকে বিকায় ॥

যেমন অষ্টধাতু একত্রে মিশাইরা স্পর্শমণি
সংস্পর্শে এক মূল্যে বিক্রিত হয়, তদ্রূপ চারি-
জাতি মিলিরা হরিকে ভজনা করিলে আর
জাতিভেদ থাকে না।

সব্ বন তুলসী ভেরো,

সব্ পাছাড় ভেরো শালগেরাম্।

সব্ পাণি গজা ভেরো,

যেস্ ঘটমে বিরাজে রাম্ ॥

যাহারা ছন্দরমন্দিরে নিত্যানন্দ বিরাজমান,
তিনি সকল বনেই তুলসী বন, সকল প্রান্তরই
শালগ্রাম এবং সকল জলই গঙ্গাজল বলিরা
বিবেচনা করেন। তাঁহার আর ভেদজ্ঞান
থাকে না।

ভেরি বিরহ সমুদ্র নে,

তরলী ভেরি এ কন্ত।

তন্ বন যৌবন ভুবিরে,

প্রেমধনজা বাহে রত ॥

কান্ত! তোমার বিরহসমুদ্রে আমার দেহ
তরলী, মন ও যৌবন ভুবিরেছে। কেবল
প্রেমধনজা মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তুলসী ইয়ে অরুকে জগ্

কোন ভরো সোমরত্।

এক কাকম ও কুচন্ কো,

কিনন্ পসারা হত্ ॥

হে তুলসি! এ জগতে রমণীর কঠোর
কুচমূল এবং স্বর্ণ ত্যাগ করিতে পারে এমন
সমর্থ ব্যক্তি দেখিতে পাও কি?

ছোড়হ্ ছর দোষ সদা

যো চাহ কল্যাণ।

নিজা তজ্জা ক্রোধ ভয়

আলন্ দীর্ঘ শুমান্ ॥

আপন কল্যাণের জন্য নিজা, তজ্জা, ক্রোধ
ভয় ও আলস্ত এই ছয়টা দোষ পরিহার
করিবে।

সাজা কহে ত মারে লাট্টা,

খুটা জগত তুলাই।

গোরস গলি গলি ফিরে,

সুরা বৈঠল বিকাই ॥

চোরকা ছোড়ে সাধকো বাধে

পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।

ধন্ত কলিযুগ ভেরি তামাসা

হুংথ লাগে আর হাসি ॥

যে সত্যভাবী, তাহার অদৃষ্টে প্রহার, কিন্তু
মিথ্যাভাবী জগতকে ঠাকাইরা উদর পূর্ণ
করিতেছে। হুংথ ধারে ধারে ফিরিতেছে,
কেহ লয় না, সুরা বিক্রোতা একস্থানে বসিরা
অজস্র সুরা বিক্রয় করিতেছে। চোর মূল্য,
সাধুবলী এবং পথিক ফাঁসী কাঠে
ঝুলিতেছে। কলিকাল! ধন্ত! তোমার তামাসা
দেখিরা হুংথও হাসিতে হয়।

(অবশ্য পাঠ্য)

Cure of Snake bite.

সর্প দংশন চিকিৎসা।

কিছু দিন পূর্বে "Pam" নামক এক
খানি পত্র টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া (Times
of India) নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রে
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে জনৈক
ইংরাজ ভ্রমলোক লিখিতেছেন যে, "Aristo-
lochia Indica" নামক এক প্রকার গুল্ম
জাতীয় গাছের পাতার সর্প বিষ নষ্ট করিবার
কমতা আছে, এই গাছ ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ
আমেরিকায় আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে
জন্মিরা থাকে। এই এরিস্টোলোচিয়া ইণ্ডিকা
বাঙ্গলা নাম জৈবার মূল, বাঙ্গলা দেশের
বেদে এবং মাল বৈদ্যগণের নিকট জৈবার
মূল বিশেষ পরিচিত। শিব-বিবাহের সময়
কৌতুকচ্ছলে নাকি নারদ মূণি বখন
মেনকা দেবী মহাদেবকে বিবাহ স্থলে
বরণ করিতে ছিলেন, সেই সময় মহা-
দেবের কটদেশ সংলগ্ন বাবাঘর পরিবেষ্টিত
ভূজঙ্গের মুখে জৈবের মূল স্পর্শ করিরা দিবা
মাত্র সর্পরাজ কটবন্ধের কাষ্য পরিত্যাগ
করিতে বাধ্য হন এবং মহাদেব সত্যস্থলে
উলঙ্গ হইরা পড়েন। অন্নদামঙ্গলে বা
দামুদ্রায়ের পাঁচলীর মধ্যে এই আখ্যায়িকা
দেখিতে পাওয়া যায়। সাপের পক্ষে জৈবের
মূল যে অতৃপ্তিকর, তাহা এই আখ্যায়িকা
হইতে অনুমান করিবার আপত্ত্য নাই।
বাহা হউক, মিঃ জে, জি উড্ (Mr. J. G.
Wood) সাহেব তাহার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে
লিখিত প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক ইতিহাসে এই
Aristolochia Indica কে সর্পোষি
বলিরা স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশের
মাল বৈদ্যগণও বলে—যে জৈবার মূল দেখিলে
সর্প সতর্ক হইয়া এবং ইহা বিষয় উড্

ক্রমশঃ

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য এই মাস হইতে আর নাইবা না।

সাহেব যে কয়েকটা আরোগ্যের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহার সর্প-বিষ নাশের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ উত্ত সাহেব মীনমীর আর, এল, লোদার নামক জনৈক ডাক্তারের বর্ণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই R. D. Lowther পূর্বে ভারতের জনৈক কমিশনার ছিলেন। তিনি গঙ্গুরা এবং কেল সাপ দ্বারা দংশিত বহু রোগীর উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইয়া ছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার পত্রাবলীর ২টি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিতেছেন :—

“একদিন একটা হিন্দু মহিলাকে একখানি খাটায় করিয়া আমার দ্বার দোশে তাহার স্বামী এবং আত্মীয় স্বজন বহন করিয়া আনিল, তাহাকে সর্প দংশন করিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আমি ঔষধ দিতে বীকৃত হইলাম না। রোগিনী সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, হস্ত ও বক্ষস্থল বরফের স্তায় শীতল, পলকহীন স্রুটি। সেই সময় আমার গৃহে জনৈক রাজ কর্মচারী কর্ণোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রোগিনীর স্তবৎ দেখ দেখিয়া বলিলেন যে, ইহাকে জীবন দান এখন মানবের অসাধ্য কার্য। আপনার ঔষধ এখন সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে এমন অবস্থায় বেজ্ঞার ঔষধটীর উপর কলঙ্ক অর্পণ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু আমার প্রত্যাখ্যানে হতভাগ্য স্বামীর দুঃখের সীমা রহিল না, সে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যখন ঔষধ প্রস্তুত আছে তখন ইহার উপর প্ররোগ করিয়া যে কোনরূপে হতভাগিনীর জীবন রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। বাহা ইউক, আমি ত্রীলোকটাকে ঔষধ প্ররোগ করিলাম। রোগিনীর চোয়াল ফাঁক করিয়া উপরোক্ত ঔষধের মাকারী আকারের ৩টা পাতকে ১০টা গোল বরিকের সহিত (Black

pepper corn) বাটিয়া তাহার গলায় ঢালিয়া দিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে আমি তাহার স্বামীকে বলিলাম যে, তাহার ত্রী জীবিত নাই অনেক পূর্বে গতাত হইয়াছে, এ ঔষধে যে কোন কাজ করিতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না। বাহা ইউক, আমি খুব মনোযোগের সহিত প্রায় মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্রায় ৮১০ মিনিট পরে যেন আমার বোধ হইল যে, রোগিনীর ওষ্ঠদেশ নড়িতেছে। আমি তৎক্ষণাতঃ তাহার স্বামীকে বলিলাম যে, আমার চাকরের সাহায্যে তাহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা কর। তাহার তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পদদ্বয় অবশ, সে দাঁড়াইতে পারিল না। তথাপি তাহার রোগিনীকে ছেঁচড়াইয়া একই স্থান পর্যন্ত লইয়া গেল। তাহার পদদ্বয়কে ভূমির সহিত সমতলে রাখিবার জন্য তাহাদিগকে ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া বখেঁটে উঠু করিয়া তুলিয়া ধরিতে বলিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রোগিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল যে, তাহার উদরের মধ্যে আগুন জলিতেছে (A fire consuming per vital) এই সময় তাহার বক্ষস্থল এবং বাহুদ্বয় বরফের মত শীতল ছিল। পুনরায় আমি Aristolochiaর একটি মাত্র পাতাকে বাটিয়া এক আউন্স জলের সহিত খাওয়াইয়া দিলাম, ইহা দ্বারা অতি সত্তরই উদরের অগ্নিশিখার দ্বার বন্ধনা প্রাপ্ত হইয়া গেল। যখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে তাহার ক্ষত এবং আহুপূর্ণিক ঘটনা বর্ণনা করিতে লাগিল। সে তাহার পায়ের তলদেশে দংশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের বর্ণ ঠিক যেন কালীর দাগের মত কৃষ্ণ বর্ণ এবং তাহার চতুর্দিকে আরক্তিম গোলাকার একটি মণ্ডল। আমি তাহার ক্ষত স্থান উপরোক্ত পত্রের রস দ্বারা বখেঁটে মর্দন করিতে পরামর্শ দিলাম, সেইরূপ করিতে সে

নিজেই এখন তাহার পায়ের তল দিয়া দাঁড়াইতে এবং চলিতে সক্ষম হইল। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল পরে আমি তাহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দিয়াছিলাম। পরদিন সে আমাকে তাহার ক্ষত স্থান দেখাইতে আনিয়াছিল। সাপটা দুঃখের বিষয় পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, রোগিনী বলিল যে, দংশনের পর সে সর্পটিকে দেখিয়াছিল, তাহা কালিয়া সাপ (কেলেসাপ) (Cobra kapille).

আর একদিন একটা মধ্য বয়সী ত্রীলোককে আমার ঘরে আনিত হইয়াছিল। সে ঠিক ভোরের সময় বর্ষাকালে সর্প দংশিত হয়। ঘরের মেঝে কাঁট দিবার জন্য যেমন যে মাথা নীচু করিয়া ছিল, সেই সময় সে সর্প দংশিত হয়, কিন্তু ঘরের মেঝেতে একটি ইন্দুর গর্ত ছিল, হতভাগিনী বাড়ীর লোককে ডাকিয়া তাহাকে ইন্দুরে কামড়াইয়াছে বলিয়াছিল। কাজেই কাহারও তত মনোযোগ হয় নাই। এই সময় তাহার শিশু সন্তান কান্দিয়া উঠে, মহিলা তাহাকে তত্ত্বপান করাতে করাইতে শরন করে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয় এবং মুখ দিয়া গাঁজলা ভাঙিতে থাকে সে আর চক্ষে দেখিতে পায় না। এইরূপ অবস্থায় তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে স্থানীয় মাল বৈদ্যের নিকট লইয়া যায়, কিন্তু তাহার সময় নষ্ট করিয়া কিছুই করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কমিশনের সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বলে। যখন যে আমার দ্বারে আনিত হইল, তখন তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে। আমি দেখিয়া বলিলাম যে, এ রোগী জীবিত নাই, ইহার সংকার্য্য করিতে লইয়া যাও। তবে যদি ইহার সন্তান এখন বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে লইয়া আউন্স। তাহার অবিলম্বে শিশুকে আনয়ন করিল। তাহার বাড়ি লোটাওয়া পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

সজারীক, হাতীর বিকৃত রূপ পান করিয়া তারার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তারার জীবন এখন আছে দেখিয়া একটি ছোট পাতার এক চতুর্থাংশ ভরের সহিত বাটার গলার মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। আর ৫ মিনিট পরে শিত একটি দীর্ঘবাস ত্যাগ করিল, তারার চক্ষু উন্মিথিত করিয়া চীৎকার করিয়া কানিয়া উঠিল। কিরৎক্ষণ পরে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিল। বালক পরদিনও আবার নিকট আনীত হইয়াছিল, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

মিঃ লোমার অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি একবার একটা সর্পট্রে কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই ঔষধ কুকুরের উপর সর্প বিষের ক্রিয়া বর্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের উপর উপযুক্ত সময়ে একটুও জীবন থাকিতে হতাশ হইলেন নাই।” ২৭শে মে।

দেয়ল বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে উঠা যে সর্প চিকিৎসার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এদেশের গুপ্ত লতার গুণ আধুনিক নব সত্য সম্প্রদায় উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এখন মহাশয় মিঃ লোমারের এই পরীক্ষার ফলে যদি এদেশের লোকের চক্ষুক্ষয়িত হয়। বাহা ইউক, প্রত্যেক গ্রামে থানার জেলার উচ্চ এবং নিম্ন রাজ কর্মচারীসহ এবং জন সাধারণের দ্বারা উহা পরীক্ষিত ইউক। ওয়া শিক্ষক, পোষ্ট মাষ্টার গণের নিকট ঔষধমূল্যের পাতা সংরক্ষিত হইয়া পরীক্ষিত পরীক্ষিত হয়, এইজন্য আমরা প্রত্যেক সংবাদ পত্রকে “কাজের লোকের” নামোন্মেষ করিয়া অবিকল এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত এবং প্রকাশ করিতে অহরোধ কবিত্তেছি।

আমি ললিত প্রেসের প্রকাশিকারী নিকট তনিয়াছি যে, ইহার মূল্য বেদীপুর অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। ইহা লভ্যে গাছ। কোন সদায় পাঠক যদি, “কাজের লোক” আকসে ইহার একটি গাছ সংগ্রহ করিয়া বেরারিং পোটে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া লোকের গাছ চিনিবার সাহায্য করিতে পারিব, এবং প্রেরকের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ হইবে।

কাঃ সঃ।

অ্যাজমা রোগীর তামাকের ধূম।

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হাপানি বোগীর শ্বাস প্রবাস এবং তামাকের ধূমেও অপরের হাপানি ইটরা থাকে সুতরাং অ্যাজমা রোগীর হকার তামাক খাওয়া বা এক পিছানার রাজি বাস নিষিদ্ধ। কোমল প্রাণ শিশুদিগকে দূরে রাখাই যুক্তি সঙ্গত।

এজেন্টস্ আবশ্যক।

কাজের লোকের গ্রাহক সংগ্রহ এবং পুণ্যতন পূর্ণ তনিউন বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্টস্ আবশ্যক। বেতন বা উচ্চহারে কমিশন দিব। বিশেষ বিবরণের জন্য অবিলম্বে আবেদন করুন।

ম্যানেজার—

কাজের লোক, ১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট লেন কলিকাতা।

‘বেতন’ পত্রিত গ্রন্থাংকুশল সেন

কাব্যভীষ্ম—বাল্মীকি-সম্পাদিত।

“প্রাণো বা অমৃতম্”

আয়ুর্বেদ-বিকাশ।

বাহ্য, দীর্ঘজীবন, চিকিৎসা ও নীতিবিষয়ক বঙ্গভাষার একমাত্র উচ্চশ্রেণীর অত্যাৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র। বহুসংবাদ পত্রে ও জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। প্রত্যেক জিজীবিবৃগৃহ ও চিকিৎসা-ব্যবসারীর একান্ত পাঠ্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, কার্যাদ্যক্ষ-আয়ুর্বেদ বিকাশ, ঢাকা।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

বিবিধ প্রকারের আধুনিক উৎকৃষ্ট কামেরা, গ্রেট, মাল মালগা, প্রচুর এবং টাটকা আমদানী হইয়াছে। এখানে কটোগ্রাফ ইইং উৎকৃষ্ট ব্রোণাইড্ এনলাজমেন্ট করা হয় দর সুলভ—এবং জিনিস সমস্তই ভাল একবার পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিবেন।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

৮/২ হম্পিটাল ষ্ট্রিট, হার্ট ব্রাদার্সের পলিচর ধর্মতলা, কলিকাতা।

২০০ শত মাত্র।

হোনিওপ্যাথিক ছাত্রগণকে আমাদের টাইফয়েড্ চিকিৎসা ১, টাকা মূল্যে ১০০ আনার দেওয়া বাইবে। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক বা স্কুলের বিন্দু দেখাইতে হইবে। অপরের পক্ষে মূল্য ১, টাকা। সমস্ত ছাত্রগণ স্বয়ং আসিয়া ক্রয় করুন। পুস্তক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তারিত রেপার্টারী সমন্বিত, দেখিলেই লইতে হইবে।

কার্যাদ্যক্ষ “কাজের লোক”

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট লেন (ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট) বহুবাজার।

২৫২এ বেঙ্গলবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ললিত প্রেস, শ্রীমদ্রাধাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রিট লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য এই মাসে শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক ।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ ।	}	New Series.	*	নূতন সংস্করণ ।	{	Vol. IX.
৮ম সংখ্যা ।		AUGUST 1915.		আগস্ট, ১৯১৫ ।		No. 8.

Some opinions of the Presses.

কাজের লোক সম্বন্ধে
সংবাদ পত্র সমূহের মন্তব্য ।

—:—

"Kajer-Lokc" or Businessman—
is repleted with useful articles on
art and industry."

Indian Empire.

"Contains interesting articles
on trade and speculation."

Indian Daily News

"Kajer-Loke,"—Or the "Busi-
nessman" is an excellent trade
Journal devoted to art and manu-
facture."

Bengali.

"A special and healthy feature
of the magazine is the serial publi-
cation of recipes relating to patent
medicines, and manufacture of arti-
cles of every day necessity, * *
* We heartily wish our contem-
porary all success in his noble
endeavours."

The Indian Nation.

"The Businessman" is on the
whole an excellent monthly and
deserves wide circulation. This
monthly, we presume, will satisfy
all alike"

Telegraph.

"There is none to whom it does
not make an appeal, no one who

would not profit in mind, and in
pocket by reading "Kajerloka."

Gardener's Magazine.

"কাজের লোকেব বিস্তৃত সমালোচনা
আমাদিগেব পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার
প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, স্তম্ভিত ও
আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আভ্য-
পাত্ত পাঠ না কবিলে প্রকৃত উপযোগিতা
উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-
খানিব বহুল প্রচাৰ ও উন্নতি প্রার্থনা করি।
"বিশোধব"।

"আমরা যুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের
লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া
যায়।"
দৈনিক চক্রিকা

"একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য
বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্রিকা অভ্যস্ত বিরল।
"কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য এই মাসে শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে ।

প্রযুক্তি আছে, নারীদের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা
যতই বলবতী হইয়া উঠে। পত্রিকাখানি
দরিদ্র, অস্বাস্থ্য, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপাধীন
“বেকারের” বস্তু।

“বাল্যলী যাহাতে চাকুরীর দ্বারা কাটা হইয়া
ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাল্যলী যাহাতে
স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে পারে,
ইহাই ‘কাজের লোকের’ উদ্দেশ্য। এই
খণ্ডে বহু নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের
প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রযুক্তি অবস্থা জাতব্য
বিষয় আছে। বাল্যলীর এ প্রণালীর মানিক
পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার
কামনা করি।

বাল্যলী

১৯১৫০২২

প্রার্থনা আগনি গ্রাহক হইয়া কাজের
লোককে উৎসাহিত করেন।

—:—

Notes of Interest.

—:—

ইংরেজনারীর দেশহিতৈষণা।

গত ১৭ই জুলাই লন্ডনের নারীগণ এক
মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির করিয়াছিলেন।
তখন ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, তবু
নারীগণ মিছিল বন্ধ করেন নাই। তাঁহারা
১২৪ দলে বিভক্ত হইয়া ১২৪ পতাকা তলে
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পতাকাতে উক্ত-
জনাপূর্ণ বাক্য সকল অঙ্কিত ছিল “পুরুষেরা
বুদ্ধ করিবে, নারীরা কর্ম করিবে।” কোন
পতাকার উচ্চল অক্ষরে এই কথা অঙ্কিত
ছিল যে, “আমরা অলস নহি। আমরা
আমাদের দেশরক্ষা করিতে ও জর্মন সম্রাটকে
তাড়াইয়া দিতে দৃঢ় সক্ষম হইয়াছি।” এক
পতাকার লিখিত ছিল “আমরা চাই যে, যুদ্ধের
জন্ত সকলকেই কর্মে নিযুক্ত করা হউক।”
মিঃ লরেন্ড জর্জ নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিয়াছেন “৫০ হাজার স্ত্রীলোক পোলের
কারখানায় কর্ম করিতেছেন। নারীদের
সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে বিলম্ব
হইবে। জয়লাভে বিলম্ব হইলে রক্তের মধ্য
দ্বারা বিজয়লাভ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা
শত্রুজয়ের আনন্দের বিশেষ সহায় হউন।”

চর্মকারের উদারতা।

বরিশালের “কাম্বুপুর নিবাসী” পত্রে
প্রকাশ,—বরিশাল চান্দারপট্টের লাল নামক
এক সুচীর দোকানে জুতা সারাইতে আসিয়া
এক ব্রাহ্মণ তিন শত টাকার একটা তোড়া
ভুলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সাড়ে
তিন ঘণ্টাকাল পরে ব্রাহ্মণ টাকার তোড়া
খুঁজিবার জন্ত আবার লালার দোকানে আসিয়া
উপস্থিত হইল। লাল,—টাকার তোড়াটি
বাক্স হইতে বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান
করিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে
পাঁচটা টাকা পুরস্কার করিতে গেল; লাল
তাহাও গ্রহণ করিল না। চর্মকারের পক্ষে
ইহা লোভশূন্যতা এবং উদারতার বিশিষ্ট
পরিচয়।

পচন প্রতিবেদক।

আজকাল পচনের ভয়ে ডাক্তারেরা সর্বদাই
শঙ্কিত। শরীরে পচন বিষ (Septic poison)
একবার প্রবেশ করিলে তাহা হইতে পরিজ্ঞান
লাভ রোগীর পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে।
এজন্ত সময়ে সময়ে রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া
বাদ দিতে হয়। বর্তমান যুদ্ধে আহত
সৈনিকগণের শরীরে বাহাতে পচনবিষের ক্রিয়া
না হয়, তজ্জন্ত ফরাসী ডাক্তারেরা একপ্রকার
ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ফরাসী গবর্ণ-
মেন্ট কম্পেন্সি সহরে বিরাট হাসপাতাল
স্থাপন করিয়া ঐ ঔষধের ক্রিয়া পরীক্ষা

করিতেছেন। একেবারে ল্যাণ্ডেজি বলিয়াছেন,
ঐ ঔষধের সাহায্যে অনেক গুরুতর ক্ষত
সহজে আরাম হইতেছে। ইতিপূর্বে এরূপ
কলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহু গ্যাং-
গ্রিন বা ক্সা রোগগ্রস্ত রোগী ঐ ঔষধ
ব্যবহার করিয়া অতি সুস্থ হইয়াছে।
অণুভের মধ্যেও যে ভুতের বীজ লুকাইত
আছে, ইহা তাহারই নিদর্শন।

—:—

মহিশূরে শিল্পশিক্ষা।

মহীশূর গবর্ণমেন্ট বি, এস সি উপাধি
প্রাপ্ত সীতারামপুরাণকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা
বৃত্তি দান করিয়া দুই বৎসরের জন্ত জাপান
ও আমেরিকার কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা
জন্ত প্রেরণ করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক
কর্মদ্বা জাতি ও ধনী জমিদার যদি শিল্প শিক্ষার
জন্ত শিক্ষিত যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ
করেন ও তাঁহাদের প্রত্যাপনমনের পর এক
একটা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তবে ভারতে
অত্যন্ত দিনের মধ্যে নূতন যুগের আবির্ভাব
হইতে পারে। এক সময় বাঙ্গলার জমিদারদের
মধ্যে কয়েকজন উৎসাহের সহিত যুবকদিগকে
বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে মতি গতি
এখন আর দেখা যায় না। মহারাজ হৃদয়কান্ত
আচার্য্য, বাবু শশিকুমার সেনকে চিত্রবিজ্ঞা
শিক্ষার জন্ত ইটালীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়
চৌধুরী বাবু বতীজনাথ চক্রবর্তী বি, এ কে
সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলসার প্রস্তুত প্রণালী
শিক্ষার জন্ত ফ্রান্সে ও বাবু বহু নাথ সরকার
বি, এ কে কৃষি বিজ্ঞা শিক্ষার জন্ত জাপানে
প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলকাতার জমিদার
মিঃ ওয়াজেব আলি খাঁ পনি, বাবু সতীশ
চন্দ্র রায়কে বঙ্গ বয়ন প্রণালী শিক্ষার জন্ত
জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। কানীন্দাবাজারের
মহারাজা শ্রীযুক্ত সত্যজ্ঞান দেবকে চিনাষাটের

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এক বিশাল প্রাণী শিবিয়ার জন্ত আশান
ও অশ্বপিতে পাঠাইয়াছিলেন। কোচবিহার ও
ত্রিপুরা হইতেও দুই জন যুবক বিশেষ গমন
করিয়াছিলেন। ধনীপণ আশ্রয় এই কার্যে
উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই
উদাসীনতা হ্র করিবার জন্য বিধিতে বন্ধ
করিতে হইবে। সন্ধিঃ।

Trade Notes. বাণিজ্য সংবাদ।

—:—:—

গ্যাসের আলো আগে এত উজ্জ্বল ছিল না।
এক রকম ঢাকনী ব্যবহার করাতে এখন উহা
অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। থোরিয়াম ও সেরি-
য়াম নামক দুই প্রকার মাটি ধারা ঐ ঢাকনী
তৈয়ার করা হয়। মোনাজাইট নামক বালু
হইতে ঐ মাটি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।
মোনাজাইট ব্রেজিল, কানাডা, ভারতবর্ষ,
দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর কেরোলিনার প্রচুর
পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রেজিলেই
সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। জার্মানরা
ব্রেজিলে প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়া
থোরিয়াম ও সেরিয়ামের মূল্য শতকরা ৫০
টাকা কমাইয়া দেয়। কাজেই যে সকল
ইংরেজ ও আমেরিকান কোম্পানি ঐ ব্যব-
সায় করিত, তাহারা উহা বন্ধ করিতে বাধ্য
হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্মানরা ব্রেজিল
হইতে আর মোনাজাইট বালু জার্মানী পাঠা-
ইতে পারিতেছে না। এই সুযোগে আমে-
রিকানদের উত্তর কেরোলিনার বালু হইতে
থোরিয়াম ও সেরিয়াম তৈয়ার করিতেছে।
ইংরেজ কোম্পানী সকল অত্যাধিক কানাডা,
ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ আফ্রিকার মোনাজাইট

ছাত্রদের

বালু হইতে থোরিয়াম ও সেরিয়াম তৈয়ার
করিতে আরম্ভ করেন নাই।

দিল্লীতে গত শীতকালে যে নীল সজা
বিস্তারিত, তাহাতে এইরূপ প্রত্যাবর্তন হয়
যে সরকার হইতে একজন নীল রসায়নবিদকে
নিযুক্ত করা কর্তব্য। এসবক্ষে ভারত-
গবর্ণমেন্ট ভারতসচিবকে পত্র লিখিয়াছেন।

জার্মানীই এতকাল অপেক্ষা খেলনা গুড়ুল
যোগাইত। জার্মানীর সেই পদ কাড়িয়া
লইবার জন্ত চীন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।
আমেরিকা হইতে চীন গবর্ণমেন্ট খেলনার
নমুনা ক্রয় করিয়াছেন। বস্তাদি ক্রয়ের
উদ্যোগ চলিতেছে। চীন গবর্ণমেন্ট খেলনা
ব্যবসায়কে বিশেষ সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প
হইয়াছেন।

ব্যবসায়ের যাহুঘর।

কলিকাতার বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় যাহুঘর প্রতি-
ষ্ঠিত হইবে। বিদেশ হইতে যত জিনিস ভারতে
আসে, ভারতে তরুণ যে সকল দ্রব্য তৈয়ার হয়,
তাহার নমুনা এই যাহুঘরে রক্ষিত হইবে।
ভারতের কাঁচা মাল ও তাহা বিদেশ হইতে
কিভাবে তৈয়ার হইয়া আসে, তাহার নমুনা
রাখা হইবে। মূল্য তালিকাদি সংগ্রহ করা
হইবে। যে পর্যন্ত না স্থায়ী বাড়ী ঘর স্থির হয়,
ততদিন যাহুঘরটা ১নং কাউন্সিল হাউস
স্ট্রীটে থাকিবে। ডিরেক্টর জেনারেল অব
কমার্শ্যাল ইন্টেলিজেন্সের কাছে এতৎবিবরণ
চিঠি পত্রাদি লিখিত হইবে। সংপ্রতি ভারি
এবং বৃহদায়তন দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে না।
গবর্ণমেন্টের এই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ সন্দেহ
নাই।

আনারস।

দক্ষিণ গ্রীহট হইতে টেটসলান্ কাগজে
একজন লিখিয়াছেন যে এখানকার আনা-
বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর

মসের কারবারের বড়ই প্রীতি হইয়াছে।
এখানকার আনারস রেল-বোলে দিল্লী-বিদিক
প্রেরিত হইয়া থাকে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর
মাস আনারসের চাবের সময়। বহু জমিতে
ইহার চাব হইতেছে। ইতিপূর্বে আমরা
“কাজের লোক” ইহা যে লাভজনক কবি,
তাহা বহুবার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি,
কিন্তু দেশ যে কিছু করিতে চায় না।

শিগ্গাকথা।

—:—:—

মিঃ বিটসন বেলের বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত সুব্রজ নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়
ঢাকার ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতা প্রবীণ হয়,
মিঃ সোমেনের মন্তব্যানুযায়ী শিল্পোন্নতির
চেষ্টা করিবার জন্ত এক প্রস্তাব উপস্থিত
করিয়াছিলেন। বাবু সুব্রজনাথ রায় ও
ডাক্তার নীলরতন সরকার এই প্রস্তাবের সম-
র্থন করিয়া মাত্র, মিঃ বিটসন বেল বলেন যে,
“গবর্ণমেন্ট ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন।”
তিনি এতদ্ব্যপেক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহার
মর্ম নিয়ে প্রকাশ করিতেছি :—

“বর্তমান প্রবীণ হয়, মিঃ সোমেনের
মন্তব্যানুযায়ী কার্য করিবার জন্ত আমাদিগকে
অগ্রসর করা হইয়াছে। ইহার পরিবর্তে
যত শীঘ্র সম্ভব বলিলেই ভাল হইত।” একং
সং বিশ্রা বহু বদন্তি, সভাপণ এই বাক্যের
মর্ম অবগত আছেন। আমাদের কথা ভিন্ন
হইতে পারে, কিন্তু আমরা উত্তরে একই ইচ্ছা
পোষণ করিতেছি।

গত ২০।৩০ বৎসর শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে
এদেশে বহুতর পুস্তিকাদি বাহির এবং আলো-
চনা হইয়াছে। অল্প পুনরায় আমরা সেই
পুরাতন বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি।
কিন্তু এই সময়ে হইল চিন্তা আমার মনে
উদিত হইতেছে। একং আমি নিশ্চয় জানি
লইব না।

অজ্ঞাত সভ্যদেরও অনেক তাহা আলোচিত
না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

প্রথম চিন্তার তরলতা এই—এই যে আমা-
দের সুন্দর দেশ হইয়াছে, ইহাকে কি ধুমায়ান
চিমনি-পুঞ্জের দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া তুলিতে
হইবে? কবির সঙ্গে না আমরা গর্বভরে
গাছিরাছি, বলে মাতরম্, সুজলাং, সুজলাং
মলয়জাণীতলাং শত শ্রামলাং মাতরম্? এই
পরমা সুন্দরী মাতার হাত ছাণি কি শ্রমের
দ্বারা মলিন করিতে হইবে? সে যাই হোক,
কোনোরূপ মনাবেগকে আমাদের পথে বাধা-
স্বরূপ ধোঁড়াইতে দেওয়া হইবে না। কথাটা
এই যে, এতদূর অগ্রসর হওয়া পিরাছে যে,
আমাদের আর পিছনে ফিবিবার জো নাই।
ধোঁড়াইতে আরম্ভ করিয়া যদি মাঝখানে থামা
যায়, তবে সে পদদলিত হইবে। তাহার
পশ্চাতে সমুখে দুই পাশে অসংখ্য প্রতিযোগী
আসিয়া উপস্থিত হইবে।

অতীতের বৈফল্যসমূহ।

দ্বিতীয় অবসাদকারী চিন্তাটা এই—সকাল
কালে বৃহৎ একটা শ্রমশ্রমের মধ্য দিয়া যাইতে
যে প্রকাব ভাব হয়, আমাদেরও সেই প্রকার
ভাব হইতেছে। অতীতের বহু শিল্পের কবব
দেখিতেছি, কেবল তাহাই নহে, ভাবী মুমূর্ষু
শিল্পরাগিও দেখিতেছি। যখন কোনও
বাণিক শ্রমশ্রমের মধ্য দিয়া যায়, তখন সে
সাতসকে সজাগ বাধিবাব জন্ত শীশ দিতে
থাকে, আমাদেরও সেইরূপ শীশ দিতে হইবে
আমরা তাহা দিয়াছি। ক্রিস্টোফার কলম্বাস
বাবুও তাঁহার কাগজে প্রাক্ক লিখিয়া শীশ
দিয়াছেন।

জেলার শাসন কমিটির বিবরণিতেও শিলা-
খায়ে আমাদের উদ্ভেদে শীশ দিতে হই-
য়াছে এবং আপনাদিগকে সত্য কথা
বলিতে কি, এই মুহুর্তে আমরা শীশ দিতে
তাসি ইচ্ছা করিতেছে, আপনারাও আমরা

সে শীশের খালি হুসু-... কিন্তু কোন হুসে
শীশ দিবেন, আমের... এই, যদি
প্রথমে তুমি কৃতকাণ্ড না হও, পুনঃ পুনঃ
চেষ্টা কর।” হাঁ, আমাদের বহু বিকলতা
হইয়াছে। তা হউক। অষ্ট্রেলিয়া এক সময়ে
কি ছিল? কেবল চাষবাসের জায়গা ছিল।
অষ্ট্রেলিয়ানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈফল্যের মধ্য
দিয়া আসিয়া অস্ত্র সাকল্যে উপনীত হইয়াছে।

তবে আমরাও হইব না, তাহা কে বলিতে
পারে?

যৌথ।

এখন আমি মিঃ সোয়ানের বিপোর্টেব
আলোচনার প্রবৃত্ত হই। শিল্পোন্নতির জন্ত
তিনি যে সব বিষয় প্রধানত অবলম্বনীয়
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে
হইতেছে—যৌথ সমবায় স্থাপন। এই সমবেত
সমিতিকে উত্তম আর্থিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন
করিবার জন্ত কাকিনাব রাজা যে প্রস্তাব
করিয়াছিলেন, এই সভা তাহা গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। কো অপার্টেভিভ সোসাইটি সমু-
দায়ের রেজিষ্টারের বিবরণী হইতে জানা
গিয়াছে, এই প্রকাব কতকগুলি সমিতি তত-
বারদের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,
এবং ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত শিল্পীদের মধ্যেও
হইবে।

মিঃ সোয়ানের ২য় প্রস্তাব এই যে গবর্ণ-
মেন্টেব শিল্পগুলির আবণ্ড সহায়তা করা
উচিত।

এসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের ১৯১৩ সালের জুলাই
মাসেব আদেশের মন্তব্য বলিতেছি :—

১। যে সব জিনিসের কাঁচা উপকরণ
ভারতে আছে, বা যে সব জিনিস সম্পূর্ণই
ভারতীয় উপকরণে ভারতে যে সব জিনিস
যদি ব্যবহার্যবোণোগী হয় এবং দাম খুব বেশী
না হয়, তাহা হইলে সে সব জিনিস কিনিতে
হইবে।

২। বিদেশীতে উপকরণ বাধ্য ভারতে
যে সব জন্ত প্রয়োজন হয়, বিদেশীতে জন্ত
অনেক-তাহার আদর বেশী করিতে হইবে;
কিন্তু নিরলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে
হইবে (ক) সেই জন্তের নির্মাণের জিনিস
প্রধান অংশটা ভারতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।
(খ) সেই প্রকারের জিনিস ইন্ডিয়া আফ্রি-
কের মারফতে আনিতে যে দামে আনা যাইত,
দ্রব্যটির দাম তাহা অপেক্ষায় বেশী হইবে না
(গ) ভারতগবর্ণমেন্ট যেকোনো ব্যয়সা
মূল উপাদানগুলির দ্রুতরূপ পরীক্ষা হইবে।

এই সব নিয়ম সকলকে জ্ঞাপন করা
হইয়াছে। এই সব আদেশ যদি দ্রুত হইয়া
থাকে, তবে তাহা আমাদেরগকে জ্ঞাপন করি-
বার জন্ত অজুরোধ করা হইয়াছে।

ভারতীয় দ্রব্য।

কোথায় কি দরে পাওয়া যায়, গবর্ণমেন্টের
পক্ষে তাহা জানিতে পারা কিরূপ হ্রস্ব,
তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব।—

আপনারা জানেন, মফঃস্বলের সমুদয়
ডাকঘরে গবর্ণমেন্ট কাচের নলে পুরিয়া
কুইনিং বেচিয়া থাকেন। বৎসরে ১০ লাখ
এইরূপ নলের দরকার হয়। যুদ্ধের পূর্বে
ইন্স্পেক্টর জেনারেল ইন্ডিয়া আফিসের
মারফতে অষ্ট্রিয়া হইতে উহা আনাইতেন—
দর হাজার নল ৯/০। যুদ্ধারম্ভের পর
কর্ণেল বুকানন ভারতের সমুদয় কাচের
কারখানার চিঠি লিখেন। সকলের চেয়ে
কম দরে বাহারা দিতে পারিবেন বলিলেন,
তাঁহারও ৬২/০ কমে দিতে পারিবেন না
বলিলেন। কাজেই তিনি ইংলণ্ড হইতে
উহা ২২/০ দরে অনিতে বাধ্য হইগেন।

ইহাতে বড়ই হতাশ হইবার কথা। যাহা
হউক, আমি এবং আমার জনৈক বন্ধু বাহির
হইলাম। বাইরা দেখিলাম, হারিসন রোডে
কুড়ো ঘরে সামান্য লোকেরা এক রকম কাচ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

附一

১। সাতা চলিতে সর্বদাই ডাইনে রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে বাহারা জোয়ার সময়ে আলিতেছে তাহারা জোয়ার বন্ধঃ রাখিয়া চলিবে, সুতরাং কেহ কাহারও সহিত ঠোকা-

২। কাহারও পক্ষ-বৈলক্ষ্য, বা কুহুই দিল্লী-চলিয়া চলিও না। কখনো হাতা চলিবার সময় কাহারও প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিও না। ইহা নিষিদ্ধই সত্যতাহুচক, কিন্তু যদিও এদেশের লোকের সহিত ইহা এই নিয়মের বাধ্যবাধি এখন রাখেন না, কিন্তু বজাতি এবং বদেশে এই শিষ্টাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। করিতে পাবেন না।

৩। যদি কাহারও মাড়াইয়া এবং ঢেলিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কমা প্রার্থনা করিতে পদাশ্রয় হইও না। সর্বদাই সন্ত্র এবং সধিবচক হইবে।

৪। সন্ত্র রীতি নীতি মনোহ নাই, আমাদের এ সন্ত্রে আর্থনীতি আরও প্রসন্ন, কমা প্রার্থনা এবং শুদ্ধজন হইলে চরণ স্পর্শ পর্যন্ত কবিবাব নিয়ম আছে।

৫। কাহারও বিশেষ প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ আদব কারনা দেখিয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকা অথবা হাত্ত করা, বা কিস্ কিস্ করিয়া কথাবার্তা বলা ঘোব শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

৬। ইহাও সন্ত্র শিষ্টাচার। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছোকা বাবুদের এই রোগ আমি বহুবাক বহু সমাজে দেখিয়া শিক্ষার বিকার দিচ্ছি। বহুবাক আমবা দেখাইয়াছি, এদেশের ছেলের শিক্ষার সহিত আদৌ সৌজন্যতা শিক্ষা হয় না। শিথিতে হইলেই এদেশের ছেলেকে বখোজাচারী হইতেই হইবে, ইহা যেম মাধার দিব্য দেওয়া। পাঠকগণ লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। শুদ্ধজন, বরোজোষ্ট ঈচ্ছ, এবং মহিলাগণ আধুনিক শিক্ষাভিমাত্রী পিতৃঅর্থ পালিত বিলাসী, শিষ্টাচারবর্জিত যুবকগণের সমুখ দিয়া বাইতেও সন্তুষ্ট হন।

৭। কোন ব্যক্তি বা জুবার দিল্লী অহুনি বাতান শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, কোনও ব্যক্তি চলিয়া বাইতেছেন, তাহার প্রতি যুৎ বুয়াইয়া দেখাও কচি বিরুদ্ধ। সর্বদাই তন্ত্র-লোক হইবে। ইহাও সন্ত্র নিয়ম। আমাদের দেশের ছেলেরা তন্ত্রবংশীর বলিয়া নামলাদা তন্ত্রলোক, অনেক স্থলে তন্ত্রতা দেখানির আবশ্যক বুঝে না। তন্ত্র ব্যবহার না দেখা-ইলে কেন তন্ত্র বাচ্য হইবে ইহা চিন্তাব বিষয়।

৮। যেখানে জনতা অধিক, সেখানে ছাটা, ছড়ি, সোজা কবিরী বা আড়ভাবে লইয়া যাওয়া শিষ্টাচার এবং নিয়ম বিরুদ্ধ এবং অপবের অনিষ্ট এবং অসুবিধা জনক।

৯। বাস্তায় তামাক বা চুরুট টানা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, যে সকল বাস্তায় লোক চলাচল অর, তাহাব মধ্যে ধূমপান কথঞ্চিৎ অসুযোজিত। বেলওয়ে ট্রেনে ধূম পানের কামরা ব্যতীত ধূমপান নিষিদ্ধ। ধূমপান কবিরী অপরের মুখে যে ধূম লাগে, ইহাও শিষ্টাচার এবং স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ কাজ।

কিন্তু এ নিয়ম এদেশের সাহেবগণ রক্ষা কবেন না এবং আমরাও অহুকরণ করিতে বাইয়া পানের দোকানে পর্যন্ত আড্ডা লইতে শিথিয়াছি। আমরা যাহা করিব, তাহার চূড়ান্ত কবিব কিনা। সেকালের লোকের জাতি ধর্মে মতি ছিল, অপরের সংস্পর্শের হুকা চলিত না। তন্ত্র ববেই লোকে তামাক খাইত। নিরশ্রেণী প্রমজীনি ব্যতীত এদেশেও তামাক টানিতে টানিতে বাওয়ার পদ্ধতি ছিল না। এখন বিদেশীর সভ্যতার কল্যাণে পকেটে হাত পুবিয়া চুরুট, সিগারেট টানিতে শিক্ষা করিয়া পান ওয়ালার দোকানে পর্যন্ত মাড়াইয়া ধূমপান করাকেও তন্ত্রতা হুচক করিয়া লইয়াছি।

১০। সন্ত্রা মাড়াইয়া ফল অথবা অস্ত্র

ফোল বাত এক, বাতারা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। নিষিদ্ধই, আমাদের আর্থ, নীতি, নিষিদ্ধই লাহার হওয়ারই আবেশ।

১১। তোমাব পরিচিত বন্ধকে-মাঝার ঠাক কমাইয়া আলাপচারী করিও না, ইহা তন্ত্র শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে, অপরের অসুবিধা জনক, বাহা যারা অপরের অসুবিধা হয়, সেজন্য খোজা-চারিতার, অশিক্ষার অভাব বুঝার।

রেলওয়ে ষ্টেশনে, রেলওয়ে গাড়ীর যাত্রী দেশে দাঁড়ইয়া অপরের গন্তব্য অবরোধ করা বা আপনার জিনিস পত্র কোলা স্বার্থপরতা এবং অশিক্ষিতের পরিচায়ক। কদাচ তাহা করিও না।

আমাদের দেশের লোকে শিক্ষিত হইলেও এই কাজটা কবেন। নিজের জিনিস পত্র লইয়া গাড়ীর দরজা এমন ভাবে অবরুদ্ধ কবিরী বসেন যে, লোকে তাড়াতাড়ি বাহিব হইতে না পারিয়া গন্তব্য ষ্টেশন হইতে দূরে যাওয়া লাক্ষিত করেন এবং কতকলোক গাড়িতে চুকিতে না পারিয়া ট্রেন ফেল করেন। ঠংবাজেবা ইহা কবেন না, সামান্য পরসার অস্ত্র ইহা চোরাই করিয়া মাল পত্র লইয়া অপবের ২টি কথা শুনিতে চাহেন না। এটা ইহাদেব শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যবহাব। একত্র এইরূপ কবিলে অপর লোকে তাহাকে ঘৃণা করে। এ ঘৃণা ইহার সহিতে পারেনা। ইহাদেব মধ্যে অশিক্ষিত থাকিলে লোকে তাহাকে Gentleman ও শিক্ষিত বলে, এটা ইহার চার। আমরা এমন অপমান গারে মাখি না। কারণ আমবা শিক্ষিত বলিয়া বড় বড়াই কবি বটে কিন্তু এখন অপরের বিশেষ স্বদেশবাসী বা বজাতির অসুবিধা অসুবিধা ভাবিতে শিথি নাই। এই রোগেই আমাদের মধ্যে অহবহ অনৈক্যতা, বাহা হটক, এটা ঘোব বটে। আমরা দবিত্ত হই না কেন, আমরা মধ্যাঙ্গ রক্ষা কবিত্তে শিথিতে হইবে। ইংরাজ

হাজরদের বার্ষিক অর্ধমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এবং অপরাধের ইচ্ছাশীল এবং আশ্রয়স্থান
গণ যথা সম্ভব এই আশ্রয়স্থান রক্ষার অর্থাৎ
প্রাণী, সেইজন্য যথেষ্টাচারী হইতে পারে না।
হইলে ইহাদের সমাজে ইহারা নগণ্য হইয়া
পড়ে। এ নিরমণ ইহাদের বেশ।

(ক্রমঃ)

Management of Estate. সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত।

—:~::~—

(৩)

সকল কার্যেই যেমন আমাদের সুশৃঙ্খলাব
অভাব, বিষয় কার্যেও সেটরূপ কোন
সুবন্দোবস্ত নাই। পাশ্চাত্য জাতিব বস্তুতঃ
সম্পত্তিই হউক, তাহাদের রীতিমত একটা
রেকর্ড রাখা হয়। দলিলাদি আমবাও
বে যত্নে রাখিরা, তাহা নহে। কিন্তু পল্লীগ্রামে
কেহ হাড়িতে, কলসীতে, কেহ বাক্সেও
রাখিরা থাকেন। কিন্তু কদাচিত সে সকলে
হস্তক্ষেপ কবা হয়। ছেলেদিগকে যে সকল সম্প-
ত্তি কোন বিষয় শুনাও হয় না। সম্পত্তিও
দেখান হয় না। তাহার পব বাড়ীর কর্তা যখন
অকস্মাৎ জবলীলা সংবরণ করেন, তখন ছেলে
বেচার। মাঠের সম্পত্তি খুঁজিরাও পান না।
সুতরাং কর্তৃপক্ষের এইটা বিষয় গলদ।

পাশ্চাত্য জাতি প্রত্যেক সম্পত্তি বৃল্য-
বান কাগজ পত্র খুব সযত্নে বাখে, প্রত্যেক
সম্পত্তির কাগজ পত্রের উপর সম্পত্তির
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অর্থাৎ কোথা হইতে প্রাপ্ত,
কোথা হইতে খরচ ইত্যাদি বিবরণ সমন্বিত
লেবেল দেওয়া থাকে। যথা :—১ নং বাম-
দুলালের নিকট খরিদা লাখরাজ সম্পত্তি।
২নং সন্নিকটী সম্পত্তি ইত্যাদি প্রবাব
সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমন্বিত ছাপান লেবেল দেওয়া

হইয়া থাকে সেই লেবেলের একটা নমুনা
দেওয়া গেল।

শ্রীমত কীরোর চর বন্দোপাধ্যায়ের সম্পত্তি
নং—১২

অনুক মাঠের খরিদা

জমী

মাণ

লাখরাজ জমী

এইরূপ প্রত্যেক দলিলের উপর লেবেল
দেওয়ার যখনই আবশ্যক, বাক্স খুলিলেই
সহজেই খুঁজিরা পাওয়া যায়। তাহার পব
একখানা খাতা রাখে। তাহাতে দলিলের
নম্বর এবং পার্শ্বে তাহার বিবরণ, জমীর জল
সেচনের ব্যবস্থা, কত টাকায় খরিদ, কত
খাজনা, কত খাজনার বা ভাগে বিলি, তাহার
চৌহান্দ বা চতুঃসীমা প্রভৃতি বিশেষ বিবরণ
লেখা থাকে। এইরূপে সমস্ত সম্পত্তি
বিশেষ বিবরণ ঐ খাতা খানাতৈই থাকে।
৩৭৭৭৭৭ কোন মাংলা মোকদ্দমা, তাহাব
নিম্পত্তি কাগজ পত্রের নথবাদি সমস্ত ঐ
সম্পত্তি বিবরণের পার্শ্বে বেকর্ড কবা থাকে।
খাতাপানি হাতে কবিয়া মাঠে বাতিব হইয়া
ইহারা অতি শিশু বালক বালিকাকেও সহজে
লইয়া দেখাইয়া শুনাইয়া সম্পত্তি সহিত
পরিচয় কবিয়া দেয়। ছেলে বড় হইয়া আর
চাবে বা সম্পত্তিতে উপেক্ষাও করিতে শিক্ষা
কবে না। মাঠে যাইয়া আনাদের ছেলেবাবু-
দেব মত আদাবও দেখে না। এইরূপ
সম্পত্তি বেকর্ড রাখা পল্লীগ্রামের লোকলের
সকল লোকেই জানিতেন। এখন বাপও
বাবু, চাক্ষু বাপ, ছেলে কলেজের সভ্য ভবা,
উভয়েই যে সম্পত্তি কোথায়? তাহা প্রায় শত
করা ৫০ জনের উপর বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত
লোকে জানেন না। ইহাব কাবণ, বিষয়ে
উপেক্ষা। বিষয় সম্পত্তির উন্নতি সাধন
করিতে হইলে ছেলেকে কদাচই বাবু হইতে
দিলে আর চলিবে না। ইহারা বেচার ইহার
হইয়া নিত্যম অকর্মজ অসার হইয়া দাঁড়া-

হইতে, ইহা কলেজের লোকে কোন কার্যে-
হেদ না মনে, কিন্তু নদীর পৃষ্ঠে কলির ইখল
প্রকৃত জীবন বৃদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বড় সুখিল
হইয়া পড়ে, তাহার আর আশা হইবার
উপার থাকে না।

বিষয়ের এই প্রকার পরিচয় পরিচয়
রেকর্ড রাখিরা স্থল কলেজে পড়া ছেলেদিগকে
শিতার উচিত সঙ্গ লইয়া প্রত্যেক সম্পত্তির
মাঠে পরিচয় করিরা দেওয়া। কৃষি সম্বন্ধী
উৎকৃষ্ট কাগজ, পুস্তকাদি পড়িতে বাধ্য করা।
এইরূপ করিতে করিতে ইহাদের প্রবৃত্তি ক্রমে
ক্রমে বৈবরিক কার্যে গারিতে পারে।

বাড়ীর নিকটই অথবা অন্যত্র স্থান
পাশ্চাত্যদেশের লোকে home Firm or
Model Firm রাখিরা থাকেন। বাড়ীর
কর্তা, গৃহিণী বালক বালিকাদিগকে লইয়া
চাকরগণের সাহায্যে এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে
আবাদ করিরা থাকেন। ইহাদের ছেলেদের
মনে কৃষি কার্যে আব যুগ হয় না, তাহারা কষ্ট
সহিষ্ণু হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে,
তাহারা পাটিতে পাটাইতে শিখে, তাহাদের
সর্ব বিষয়েই একটা Practical হাতে ছেতের
জ্ঞান জন্মিরা উঠে। আমাদের দেশের ছেলেকে
আমবা বাবু করি, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না,
প্রমত্তর হয়, অকালে বার্জিক্য হয়। এত
হইয়া হুধেব গোপাল ভলি জবলীলা সাজ
করে। লেখা পড়া শিক্ষা করিরা, বিজ্ঞান
দর্শন পড়িরা উত্তম, কিন্তু যদি বৈবরিক
জ্ঞান বর্জিত হও, তাহা হইলে পিতৃ সম্পত্তি
থাকে কেমন করিরা? সেইজন্য পাশ্চাত্য
দেশ সমূহের বিদ্যালয়ে কৃষির আলোচনা
একটা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এদেশে কৃষি
প্রধান বেশ, প্রচুর জম্পত্তি থাকিতেও
এদেশের অসাড়তা। বুদ্ধন ব্যাপার, এ
দেব ছেলেদের অপেক্ষ কর্তৃপক্ষেরই অধিক।
এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের ব্যবস্থা প্রত্যেক

পুরাতন “কাজের মোকের” সূচী পত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

গৃহস্থেরই করা উচিত এবং পাশ্চাত্য বিধি প্রচলন করা উচিত। ইহাতে গৃহস্থের যথেষ্ট আয় হইবে, সন্তান সন্ততি দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম হইবে এবং এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রজাত জব্য দ্বারা গৃহস্থের বহু ব্যয় সংক্ষেপ হইবে।

এইরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া ছেলেরা বণন বড় হইবে, তখন শিতা এবং কর্তৃপক্ষের অবর্তমানে অনায়াসে খাঁর বিষয় সম্পত্তির স্ববন্দোবস্ত করিতে পারিবে। বারাস্তরে এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার রহিল।

Making the Millions. কেমন করিয়া ধনকুবের হইয়াছিলেন।

—•—

শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমেরিকায় ৪ হাজারের উপর লক্ষপতি এবং ক্রোড়পতি আছেন। ইহারা প্রত্যেকেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বয়ং নিজেদের সৌভাগ্য নিশ্চিন্ত। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস পাঠে বিম্বিত হইতে হয়।

বর্তমান সময়ে মিঃ জেমস আর, কিনি, (Mr James R. Keane) জগতের সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনকুবের। ইনি বহুবীর একটা কাজেই লক্ষাধিক ডলার লাভ করিয়াছিলেন এই মিঃ কিনি, প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে কালি ফর্ণিগাতে যখন জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাহার নিকট এক পেনীও সম্বল ছিল না। তিনি খাঁর অধ্যবশায় গুণে, ধনিতে মজুরী করিয়া, সামান্য রাখাল বালকের কার্য্য করিয়া, কৃষি কার্য্য করিয়া ক্রমেোন্নতি করিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে এই দীন নিঃস্ব বালক সংবাদ পত্রের সম্পাদক (Journa-

list) হইয়া ক্রমে সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। বাহা হউক, নানা উপায়ে এই সময় পর্য্যন্ত মিঃ কেনী ২০০ পাউণ্ড অর্থব্যয় আবাদের এ দেশের টাকার ৩০০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এই ৩০ হাজার টাকা লইয়া ইনি সানফ্রানসিসকো নগরে আগমন করেন এবং এখানে স্পেকুলেশন দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ৩০ হাজার পর্য্যন্ত উপার্জন করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ হাজার পাউণ্ড এ দেশের টাকার ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এদেশে সারা জীবনে মরিবার সময় ৩৪ হাজার টাকাও লোকে সঞ্চয় রাখিয়া বাইতে পারে না। এই কিনী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কত কোটি কোটি টাকা করিয়াছেন, তাহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। কাগজ পত্রে দেখি, "Mr James Keane who is today of the greatest financial giant in the world."

যখন তিনি ৪ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার পর কিছু দিন তাহার ভাগ্যলক্ষী অগ্রসরা হন, তিনি পুনরায় দরিদ্রাবস্থায় উপনীত হইলেন, কপর্দকশূন্য যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া এই কপর্দকবীর পুনরায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার সহিত আবার খাঁর নষ্টসৌভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত উদ্ভিয়া পড়িয়া লাগিয়া পড়িলেন। ভাগ্যলক্ষী পুনরায় সুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং নানা কার্য্যদ্বারা আস্তে আস্তে যেটাকা তাহার নষ্ট হইয়া ছিল, তাহা ব্যতীত ১৫ লক্ষ টাকা অধিক উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। এখন মিঃ কিনী একটা প্রকাণ্ড মূলধন লইয়া নিউইয়র্কে বাইয়া গমের একচেটিয়া করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কপর্দক শূন্য হইয়া

পড়িলেন। কিছুদিন তাহার পর মিঃ কিনীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। তাহার পর খাঁর স্বত্বাধিক অধ্যবশায় গুণে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া একমাত্র রেলওয়ে ট্রাক বিক্রয়ের কার্য্যে অকস্মাৎ ধনকুবের হইয়া উঠিলেন, এখন জগতে নাকি তিনি সর্ব্ব প্রধান ধনকুবের মধ্যে গণ্য। অপ্রতিহত উদ্ভব, অসাধারণ অধ্যবশায় এবং সাহসিকতা এই সমুদয় গুণেই নাকি আমেরিকার যুবকগণ অতি অল্প সময়ে স্বপ্নাতীত অর্থ উপার্জন করিয়া বসে। আমরা বাঙালী কোনরূপে ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

Mr Vrilland মিঃ ব্রিসলাণ্ড আর একজন ধনকুবের। এই বালক রেলওয়ের লাইনে সপ্তাহে মাত্র ১৩ শিলিং উপার্জন করিয়া অতি কষ্টে জীবনান্তিপাত করিত। এ ঘটনা বড় অধিক দিনের কথা নহে। আমেরিকায় যোগ্যতার পুরস্কার আছে, কিছুদিন লাইনে কাজ করিতে করিতে লাইনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন। ইহার পর তিনি মিঃ হোটনি নামক একজন ধনী বনিকট মূলধনের সাহায্য পাইয়া ইলেকট্রিক রেলওয়ের কি একটা অভিনব আবিষ্কার করিয়া অকস্মাৎ বহুলক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর খাঁর প্রতিভাবলে এখন তিনি Man of enormous wealth and autocrat of Electric Railway. প্রচুর ধনের অধি-স্বর এবং ইলেকট্রিক রেলওয়ের স্বাধীন রাজা।

Mr. John Gates মিঃ জন গেটস, ইনিও একজন ধন কুবের। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি লুসভেলী এবং নমিভেলী নামক দুইটা প্রকাণ্ড রেলওয়ে খরিদ করিয়া সমগ্র জগতকে বিম্বিত করিয়াছিলেন। এই বালক প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়া অতিকষ্টে জীবিকার্জন করিতেন, তাহার পর সামান্য মূলধন সঞ্চয় করিয়া বনে কাঠ কাটিয়া আগানি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

কাঠ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। ইহা হারা কিছু কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া ইনি গ্রাম্য বোকামদার রূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। ইহাতে তিনি তাহার মূলধন কিকিং বৃদ্ধি করিয়া কাঁটাওয়ালা বেড়ার তারের কাজ অতি সামান্য আকারেই আরম্ভ করিলেন। তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি আমেরিকান ষ্টীল এবং তার কোম্পানীর ট্রাষ্ট নিযুক্ত হইলেন, কিছুদিন পরে স্বীয় দক্ষতা ও শ্রমে আমেরিকান অস্ত্র একটা বড় কোম্পানীর ট্রাষ্ট নিযুক্ত হইয়া অকস্মাৎ ধনকুবের হইয়া বসিলেন, এখন নগদ টাকার মিঃ গ্রেট একজন অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ মিঃ জীওবার, মিঃ কার্ণেলী মিঃ হগলিট প্রভৃতি বহু বর্তমান ধনকুবেরের জীবনী হইতে দেখা যায় যে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিত্য নিঃসন্দেহে ইহারা ধনকুবের। মূলধনে কিছু আসে যায় না, স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে, সাহস অধ্যবসায়, উদ্যোগ যেমন আবশ্যকীয় উপাদান, মূলধন তেমন আবশ্যকীয় নয়।

আলস্যই সর্বকর্ষ নাশের মূল, আমার দেশে এই বিষম রোগের প্রাবল্য অধিক। কোন উদ্যোগ নাই। আমরা শ্রম কাতর, অধৈর্য্য, ব্যবসায় বিবেক হীন, সেইজন্য আমাদের এত দুর্দশা। ইহারা কাঠুরিয়ার অবস্থা হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেন্ট হইবার প্রত্যেক লোকেই আশা রাখে। বহুবৎ অগন্ত উচ্চাশা লইয়াই বেন ইহাদের জন্ম, ইহারা সাধনার দ্বারা সেই উচ্চাশাকে সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্ত কঠোর উদ্যোগ করে।

সেইজন্য অতি অল্প সময়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। এদেশের উচ্চাশা নাই, কুড়ি টাকা বেতনের চাকরীতেই কৃতার্থ। আর কোন উদ্যোগ নাই—করিতেও প্রয়াসী নহে। সময়ের মূল্য বোধ নাই, জীবনের, কোন একটা

নির্ধারিত উদ্দেশ্য বা বাণীস্বরূপ অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এদেশের পিতা মাতারও তেমন বয় নাই, ছেলেকে শ্রম সাধ্য কার্যেও মিতে চান না, উৎসাহিতও করে না। দেশটার আগা গোড়া বনেদ খারাপ হইয়া গিয়াছে। উচ্চ শিক্ষার অভিমানে বাড়িয়াছে, জীবন যুদ্ধের জন্য তাহার কোন শিক্ষাই হয় না। যে দিন এই শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃত পুরুষোচিত চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই দিনই আমরা বুঝিব যে, দেশের শুভদিন বড়বেশী হয়ে নয়। কিন্তু সে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ব্যক্ত শিক্ষা কবে হইবে জানি না। আহা, কানা বেরালের যেমন আরসোয়া পথ্য, সেইরূপ যেমন উচ্চাশীন দেশ, পাশ করাইরা বরের যৌতুক স্বরূপ ২৪ হাজার টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট! অধঃপতনের মূল উচ্চাশার অভাব। এদেশে এই অভাবই প্রবল।

(Medical)

Fighting Consumption with Garlic.

রশুন দ্বারা যক্ষ্মা-চিকিৎসা।

—o—

১৯১৪ সালের ১৭ই জুন তারিখের “Indian Daily News” নামক কলিকাতার দৈনিক পত্রে World's Magazine পত্র হইতে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। “আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহার অনুবাদে সারাংশ উপহার দিতেছি। Tuberculosis বা ক্ষয় রোগ কুসক্লম্, অস্থি, মজ্জা, Glands বা গ্রন্থি প্রভৃতি শরীরের সকল স্থানেই হইতে পারে, ক্ষয় রোগ বলিলে যে ক্ষয়কাশই বুঝাইবে, এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহা বলেন না।

টিউবারকিউলিসিসের এক প্রকার জীবাণু আছে, তাহা শরীরের যে কোন স্থান

অধিকার করিয়া ক্রমশঃ উৎপাদন করিতে পারে, ইহার জীবাণু (Bacillus) কুসক্লম্ আক্রমণ করিলেই তাহা ক্ষয়কাশ কথিত হয়।

বাগ হউক, ইউরোপ এক আশ্চর্য্য রিকার সহ ইংলণ্ডে এখন রক্তন-বাগ ইহার চিকিৎসার পরীক্ষা চলিতেছে। যদিও তাহাদের পরীক্ষা এখন সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, কিন্তু অনেক চিকিৎসক ইতিমধ্যেই রক্তনের অসুস্থ শক্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বাচ্যে Dr Minchin এ সম্বন্ধে তাহার পরীক্ষার অনেক ভাল উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

“The physician who has been battling Tuberculosis in all its forms with no other medicines than this (Garlic) is Dr. W. C. Minchin of Dublin late medical officer of the Kells Union Hospital.”

সাধারণের বিনা মূল্যের চিকিৎসাগার মেট্রোপলিটান হস্পিটালের ডাক্তার, ম্যাক ডাকল্ড গার্লিক বা রক্তনের কুরাসী প্রমাণ করিয়াছেন।

ডাক্তার মিন্চিন বলেন যে, তাহার নিকট একটি যুবক তাহার পারের অধিকার রোগ চিকিৎসার্থ আগমন করে, তিনি তাহার পা কাটিয়া বাদ দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু রোগী তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া চলিয়া যায়। কিছু দিন পরে ডাক্তারের সহিত বাগকের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাহার পা সারিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং কিরূপে আরোগ্য হইল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, Dr Walker ডাক্তার ওয়াকার তাহাকে একটা পুণটিস দিয়াছিলেন, তাহাতেই সে আরোগ্য হইয়াছে।

ডাক্তার ওয়াকার একজন বিখ্যাত

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকঘাণ্ডল পাঠান।

চিকিৎসক, তিনি ডাক্তার-মিকট হইতে কলিকাতা হইলেন যে, রক্তের গাছ, গোড়া এবং লবণ একত্র বাতিল করিয়া পুলটিস রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই কান হইতে ডাক্তার মিনচিনের ইহাতে মনোযোগ আকর্ষিত হইল। তিনি বিবিধ প্রকার কয় রোগে গার্লিক (রক্তন) ব্যবহার করিয়া ইহার ফলে এতই সুখ এবং আশ্চর্য্য হইলেন যে, British Medical Journals বিলাতের চিকিৎসা বিষয়ক পত্র সমূহে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ তাহার প্রবন্ধের পোষকতার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে এত বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের স্থান নাই। যাহা হউক, প্রায় জগতের সমস্ত চিকিৎসকগণের মত :—“Garlic gave us best result and would seem equally efficacious, no matter, what part of the body is affected, whether the skin, bones, glands, lungs or special part, অর্থাৎ রক্তন আমাদের সকলকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুকল প্রদান করিয়াছে। ইহা অস্থি, মাংস, গ্রন্থি, ফুসফুস, এবং শরীরের যে কোন বিশেষ অংশ সর্বত্রই সমান হিতকর এবং কার্যকারী।

ইটালীতে নরনারী, বালক বালিকা সকলেই রক্তন খায়, এজন্য ইটালীতে রোগের প্রাদুর্ভাব কম—নাই বলিলেও হয়। “Tuberculosis is uncommon in Italy where garlic is used universally.”

সেখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পাইসিনি এবং Dr Cavazzani ক্যাভাজানী এ সম্বন্ধে ২ খানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রক্তন দ্বারা কয় রোগের চিকিৎসা বহুকাণ পূর্ণ হইতেই প্রচলিত ছিল। এই স্থলে আমরা বলিতে চাই যে,

আমাদের আধাখনিগণ রহ প্রাচীন কালেই ইহার গুণ অবগত ছিলেন। আমাদের আধুনিকের জবাগুণ সংগ্রহ দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন, তাহার কত পূর্বে ইহার সম্ভাব্যতার করিতে জানিয়াছিলেন। চূর্তাণ্য আমাদের, আমরা আমাদের অনার্য্যসলজ্জ দেশজাত দ্রব্যে এখন আর আস্থাবান নহি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণ দেখাইতেছেন, যে রক্তনে এক প্রকার তৈল বিজ্ঞান আছে, তাহার নাম Allylsulphide আলিল সলফাইড, এই তৈল পদার্থের জন্তই রক্তনের এত তীব্র গন্ধ। এই তৈল লিম্ফাটিক গ্রাণ্ডস দ্বারা অতি সহজেই এবং শীঘ্র শোষিত হয়। এই লিম্ফাটিক গ্রাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল দ্বারা (Tubes) শোণিত বাহিনী শিরার দ্বারা সমস্ত শরীরের ব্যাপ্ত আছে সুতরাং অতি সহজেই যে কোন স্থানে রক্তন ব্যবহার করা যাউক না কেন, শরীরের অস্থি, মাংস মজ্জা, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড সকল স্থানেই সহজেই নীত হইয়া ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন, ২৪ কোশ রক্তনকে খেঁড়ো করিয়া একটা ত্রাকুড়ার পুটলীর মত করিয়া যদি কোন লোকের পারের তলায় ধরা যায়, তাহার কিছু ক্ষণ পরেই দেখা যাইবে যে, খাস প্রবাসেও রক্তনের গন্ধ উঠিতেছে, ইহা এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থিসমূহ দ্বারা শোষিত হইয়া একেবারে বক্ষস্থলে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পর খাস প্রবাসের দ্বারা ইহার তীব্র গন্ধ বাহির হইলে বুঝিতে হইবে যে, রক্তন যে শোণিতের সহিত যুক্ত হইয়া হৃদয় যন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃদয় যন্ত্র পরিচালনার প্রধান বস্তু ফুসফুস, সেই ফুসফুস হইতে নিশ্বত খাস প্রবাসে রক্তনের তীব্র গন্ধই তাহার আঙ্গল্য প্রমাণ।

ডাক্তার মিনচিনের ফুসফুসের ক্ষয়রোগে

রক্তন দ্বারা অতি প্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি হইল, রক্তনের খাস প্রবাস গ্রহণ।

“Dr. Minchin's favourite treatment of Tuberculosis of Lungs (consumption) is inhalation of Garlic.”

তিনি আরও বলেন যে, যেস্থান বাসিন্দাই দ্বারা আক্রান্ত, যদি সেই স্থানে রক্তনের গন্ধ বা রস পৌছাইতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুকল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যেস্থানে গভীরতম প্রদেশ আক্রান্ত, কিন্তু উপরের আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনের ক্রিয়া প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেস্থান অত্র চিকিৎসা দ্বারা খুলিয়া না দিলে হয়ত সুকল না পাওয়াও যাইতে পারে।

এহলে ডাক্তার মিনচিনের এই কথাটা বুঝিতে অক্ষম হইলাম, যদি ইহা লিম্ফাটিক গ্রাণ্ডস, দ্বারা শোষিত হইয়া ইহাদের নল দ্বারা সর্ব স্থানেই পৌছাইতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ গভীর আক্রান্ত স্থানেও ইহা কেন পৌছাইবে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, আক্রান্ত পীড়িত স্থানের Tube of Glands হয়ত তাহাদের ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। যাক, তিনি বলেন যে :—

রক্তনের রস— ৩ ড্রাম

বিগুজ আলকোহল— ৩ ড্রাম

কয়েক ফোটা অয়েল ইউকেলিপটাস—

এই ইউকেলিপটাস দেওয়া কেবল রক্তনের বদগন্ধ ঢাকিবার জন্ত।

একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলি বা লিপ্ট ভিজাইয়া নাকের উপর সকালে ও সন্ধ্যাকালে ২বার করিয়া খাস গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। ১৪১৫ দিন ব্যবহারেও যদি সুকল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উপরোক্ত অত্র চিকিৎসার আবশ্যকতা আছে, নচেৎ রোগী আরোগ্য হইত, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্কমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ছোট ছোট ছেলেপুলেদিগকে ইনি ২১১ কোশ Raw কাঁচা রক্তন চিবাঁইয়া খাইতে বলেন। বাঁগায়া অতি দরিদ্র, চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা পরিষ্কার আবরণ বিশিষ্ট কড়াইয়ে দুধের সহিত দুই ঘণ্টা কাণ করেক কোশ রক্তনকে খেতো করিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই দুধ পান করিলে উপকার হইবে। অনেকের Larynxএর বা কণ্ঠ-নাগীর ক্ষয় রোগ হইয়া থাকে, তাহারা প্রাচীন নিয়মে রক্তন খাইলেও উপকার হইবে।

চর্মের ক্ষয়রোগকে লিউপস Lupus বলে, ইহাতে রক্তনের রস রাত্রে আক্রান্ত স্থানে তুলি দ্বারা লাগাইয়া দিলেও উপকার হইবে।

ডাক্তার মিন্‌চিনের চিকিৎসা প্রণালী আমেরিকান চিকিৎসকগণ তাহাদের Private Practice এ ব্যবহার করিতেছেন। একজন চিকিৎসক, তিনি তাহার নিজের জীর উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া আশাভীত হুফল পাইয়াছিলেন, তবে তিনি তাহার নাম প্রকাশ করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন। এরূপ অনেক অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কিন্তু সে সকলের বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ সুদীর্ঘ করিতে আমরা অক্ষম হইলাম।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের যুক্তির স্থূল মর্ম হইতেছে এই যে, এই আরোগ্যকারী ক্ষমতা ইহার তৈলাক্ত পদার্থে "Allyl Sulphide" "It seems certain that this is split up in the body into its solid constituents and sulphurous acid."

যাহা হউক টিউবারকিউলিসিসের উপর এই সলফরাস এসিডের ক্রিয়া অনেক চিকিৎসক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। চিকাগোর অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার Dr Edwards Guleman গভিমান চিকাগোর কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন, যে এই সলফরাস এসিড টিউবারকিউলিসিসের জীবা-

হ্বয় ধ্বংস সাধন করিতে বিশেষ ঔষধ (Specific)। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইতেছেন যে, তাহারা সলফিউরিক এসিডের কারখানার কাজ করে, তাহাদের ক্ষয়রোগ হয় না।

"The inhalation of sulphurous acid is a specific for the destruction of tubercle bacillus, and he pointed out that consumption is virtually unknown among workers in sulphuric acid factories, where they are always inhaling the fumes."

জন হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটীর সুবিখ্যাত প্রফেসর সম্প্রতি ২টা নিত্য হতাশ ক্ষয় রোগীর বিবরণ জ্ঞাত করিয়াছেন। তাহারা যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিল, জীবনের আশা ছিল না, কিন্তু দৈবচক্রে তাহারা একটা সলফিউরিক এসিডের কারখানার কাজ পায়, এখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে এই সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে সলফরাস এসিড এ রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এই রক্তনের মধ্যে তাহা সুন্দর আকারে বিস্তারিত আছে, এবং রক্তনের মধ্য দিয়াই দেহে সলফরাস এসিড প্রবেশ করাইবার সুন্দর উপায়। "From this, it is evident that sulphurous acid is really curative agent and that Garlic is nearly the most convenient form of administering sulphurous acid" উপসংহারে বলিতে চাই যে, এই চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা, ইহা সর্বত্র পাওয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহা খাদ্য মধ্যে পরিগণিত এবং ইহা দ্বারা অতিনাজা হইবার ও সম্ভাবনা নাই। আরও ইহা নিত্য গরীব লোকেরও সহজ প্রাপ্য এবং মূল্য। এখন আমরা আমাদের স্ববিধাের আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত

ঔষধ সাংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আয়ুর্কেন্দ্রে রক্তনের গুণ।

ইহা কটু স্বরূপ, পাকে কটু, গিজিল, গুরু পাক, উষ্ণবীৰ্য, মিষ্ট বলকারক শুক্রবর্দ্ধক, বয় ও বর্ণ পরিষ্কারক, তদুপহান সংবোধক, জ্বর, অজীর্ণ, হৃদরোগ, অকচি, গুল্ম, মলমূত্রাদি বিবদ্ধ, কুশিশূল, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ, জ্বর, কুষ্ঠ ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, কাণ, বাতশ্লেষ্ম জনিত গীড়া সমূহের শান্তি কারক।

আমবাতে ইহার প্রলেপ হিতকর, রেম্মা প্রধান ঝাড়ুতে শীত ও বর্ষাকালে, বায়ু প্রধান ঝাড়ুতে বসন্ত কালে রক্তন ভোজনে যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। রক্তন ভোজনের পর দুগ্ধ, শুষ্ক অধিক জলপান যোজ্য সেবন নিষিদ্ধ, পরিশ্রম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রক্তন ভোজনের পর মত্ত মাংস, অন্নজব্য ভোজন প্রশস্ত। এদেশে ক্ষতরোগে, ক্ষতরোগে রক্তনের পুলাটিল দিয়া থাকে, তাহাতে কোঁকা হইয়া রোগ সারিয়া যায়, জ্বালা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

অন্তান্ত পক্ষে আমাদের এই প্রবন্ধ "কাজের লোকের" নামোন্মেষণ করিয়া উদ্ধৃত করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

সম্পাদক
কাজের লোক।

ছোট ছোট ক্ষত যাহা সহজে আরোপ্য হয় না, তাহাতে টিংআইডিন প্রয়োগ করিয়া অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

জুলাই, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

সৌন্দর্য একই উৎসে ওষধ। A saturated solution may be used.

I. M. R.

টারপেন্টাইন অল্প পরিমাণে, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে আইট্‌স ডিজিজ নাম রোগে উপকার হয়। টারপেন্টাইনের জ্বিলি নামক ঔষধ আছে, খালি পেটে ৩৪ দিন প্রত্যহ ১৫ হিটসে ছয় কোটা গুণের সহিত ব্যবহারে জ্বিলি নষ্ট হইয়া থাকে।

Indian Medical Recd.

July. 1915

—o—

(Special for Businessman)

চুল ও মুখীযোগ সংগ্রহ।

—•••••—

বরিশাল নিম্নলিখিত জীবিত মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বরজন্ম একশে ৭০ ৭৫ বৎসরের কম নহে। তিনি জীবনে সহ পদোচ্চিত বহুসংখ্যক চুল ও মুখীযোগ সংগ্রহ কবিতা একখানি খাতায় লিখিয়া বাখিবাছিলেন। সাধারণের হিতার্থে তিনি এই মুখীযোগগুলি “কাজের লোকে” প্রকাশের অজুহতি দিয়াছেন। তিনি বিচক্ষণ, বহুশীল, অতি সম্মানিত ভ্রাতৃলোক, একজন সেকালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, এখনও উত্তম, উৎসাহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইরাছি, “কাজের লোকে” তার যে কাগজ এদেশে আছে, তিনি আগে তাহা জাবিহেন না। তিনি মুক্তকণ্ঠে “কাজের লোকে” আনন্দকতা স্বীকার করেন। পাঠক পণ এই সকল মুখীযোগেব মধ্যে এমন অনেক ঔষধ পাইবেন, যাহা বিক্রয় করিয়া অনেক নষ্ট লোক হইয়াছেন। এ সকল মুখীযোগ নষ্ট প্রকাশিত হয় নাই। মহিষ বাবু বড়ই

লোক। তিনি - রোগ, অসুখ, পান, ইত্যাদি -এত কতের সাধারণ বিজ্ঞান আবার বড়ই চিত্তের নৈরাশ্র্য হইয়া বন্ধুর লজ্জা খাতাখানি আনন্দানন্দে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশের অজুহতি দিয়া। সাধারণের উপকার হইলে আমার সকল পবিত্রম সকল হইবে।

(১)

Carbuncle and all sorts of ulcers and sores কার্ভকল, এবং সর্কপ্রকার কত রোগের ঔষধ।

ফিরিয়ার মূল—(ইহাকে স্থানে স্থানে ছুঁয়া য়ে।) কাঠের পাকের কুল, ছাগল দুগ্ধ প্রত্যেকটি সম পরিমাণ লইয়া বাটিয়া কতস্থানে বাহ্য প্রয়োগ করিলে অবিলম্বে কত আবোগা হইবে। ইহা কলিকাতার সে কালের দৈবশক্তি সম্পন্ন ডাক্তার হুগাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব স্পেসিফিক বলিয়া বিখ্যাত।

(২)

Specific for all sorts of ulcers and wounds

কৃতবোম মাত্রেই উৎকৃষ্ট দৈব প্রাপ্ত ঔষধ বলিয়া বাঙ্গালার বিখ্যাত। কাহাদের ঔষধ তাহা প্রকাশ করা আইন বিরুদ্ধ।

প্রস্তুত প্রণালী।

একটা শূন্য জল বিশিষ্ট ডাবের ছোপড়া যতদূর ফেলিয়া, ছুলিয়া ফেলিয়া দিবে তাহার পর ডাবের মুখটি ছোট ও গোলা করিয়া কাটিয়া সেই কাটা অংশটুকু রাখিয়া দাও, এবং ছাড়ান ডাবের জল ফেলিয়া দিয়া উপরে মাটির জৈব প্রলেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার পর, ঐ ডাবের মধ্যে বিত্ত্ব খাঁটা গব্য দূত, কিম্বা সস্তা মাখন ২ ছটাক, ছোট পেরাজের রস ১ ছটাক, খেত আপাং গাছের মূল, ডাটা এবং পাতার রস এক ছটাক, ১ পুরান গাঁজা

পুরাতন “কাজের লোক” খেব হইতে চলিয়া, তৎপর লউন।

আঃ—৪

একটি বিশেষ প্রকারের ঔষধ। ইহা কত স্থানে নিম্নলিখিত ক্রিয়াকর্মের জন্য প্রযোজ্য। প্রলেপ বিত্ত্ব - তাহার পর - বহুশীল, অতি সম্মানিত কাঠের কলার আনন্দ পাঁক - ইত্যাদি ইহা। এই যে বড় প্রস্তুত হইয়া ইহা। মহিষ বাবু বলেন যে মনসা দেবীকে জীবনের ঔষধ। ইহা বাহ্য বাহী, কোড়া হস্তের পূর্বাধাত - ইহা। তিনে আগাইতে হয়, বসিয়া নিবিধ হইয়া বাইবে, নচেৎ পাকাইয়া কাটা ইয়া দিবে। পূজা পড়া অবহার নালী দ্বারে বাহ্য প্রয়োগে অতি সম্মান কত আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যে অতি অল্প কার্যকারী, তাহা সহস্র সহস্র রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং বাহাদের ঔষধ, তাহার এই দৈব ঔষধ দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালার সুবিখ্যাত। অধিক বলা দিল্পয়োজন।

Received from Upendra Nath Roy.

(৩)

অল্প একটা কত রোগের ঔষধ বলিতেছি। পাপ ডী গরুর ও আপাদেব শীতল মুদ-পরিমানে বাটীয়া শোষ বা নালী কতের মুখে চাপাটয়া দাও এবং কাপড় দ্বারা চাপিয়া বান্ধিয়া রাখ, আবোগা হইবে।

(বিহারী বোম্ব)

কীরিয়ার দুগ্ধ পুনঃ পুনঃ নালী দ্বারের মুখে দিলেও আবোগা হয়।

অম্লবৃদ্ধির পরীক্ষিত মুখীযোগ।

—•••••—

দুই ছটাক অর্থাৎ অর্ধ পোয়া জলী, হস্তিকীকে গো মুখে একদিবস ভিজাইয়া রাখিবে। চনা শুক হইয়া বাইলে ১ ছটাক বিত্ত্ব গব্যদূত গরম করিয়া ঐ পোয় হইতে উঠান হস্তিকী গুলিকে একটু ভাজিয়া উত্তম

অবস্থায় ইহায়ে ভলিয়া, বিজ্ঞা। পুরস্কারের দ্বারা
এক ছোট্টা, কিছু লবণ, এক ছোট্টা, ইত্যাদি
রোগে চিকিৎসা করিয়া এই রোগ নিবৃত্তি হইতে পারিত।
১৭ দিবস কাল রোগীকে চিকিৎসা করিয়া
বধন হইত। বধন হইলে, তখন ইহাতে
পাতি লেবুর রস, অর্ধ পোকা দিয়া পুনরায়
যোজ্যে ওষুধ দিয়া রস বসিলে, একটা শিশিতে
পুরিয়া করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে। অবশ্য
আবশ্যক হইবে, আহায়ে পর ১টা কিংবা ২টা
হরিতকী ভুলিয়া খাইবে। উপরোক্ত উপ-
করণগুলি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা
যায় যে, ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক এবং অম্ল ও
অজীর্ণতা নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ক্রমঃ)

Homœpathic.

নিউমোনিয়া রোগে— ব্রাইওনিয়া এবং ল্যাকে- সিস্‌এর উপকারিতা।

—:~::~:—

লেঃ ডাক্তার ত্রিজিতেন্দ্রনাথ
চৌধুরী।

গত ৬ই কার্তিক দ্বীপা গ্রামে একটা রোগী
দেখিতে আহুত হই, রোগী জাতিতে গোয়ালা,
বয়স ২১ বৎসর, পুরুষ, নাম পরশাম ঘোষ।
অন্ত ৭ দিন হইল, রোগাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্বে
* * ডাক্তার বাবু এই রোগীর চিকিৎসা
করিতেছিলেন। কিন্তু কিছু মাত্র উপকার
লাইয়া পর পর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই
কারণে রোগীর ভাতা আমাকে লইতে আসিলে
আমি খাইয়া নিয়মিত অবস্থা দেখিলাম।
অন্ত ৩৬ ডিগ্রী, চক্ষু লালবর্ণ, ভুলবকা,
অত্যন্ত জল পিণ্ডা—দিবা রাত্রে ৩৪ ঘণ্টা

জল খায়, কল জল খায়, তখন একবার খাইলে
ভুলি হয় না, এক বারে বেশী জল খায়।
জিহ্বা বেতবর্ণ, শুষ্ক এবং জিহ্বাতে আদৌ রস
নাই। হাত দিয়া দেখিলে—খার হইয়াছে।
দাত চারিদিন পূর্বে একবার হইয়াছিল, তাহা
কতকগুলি ওটলে মাত্র। তাহার পর আর দাত
হয় নাই, বন্ধের বাস পার্শ্ব নিউমোনিয়ার দ্বারা
আক্রান্ত হইয়াছে, কাশী সামান্য আছে, কিন্তু
গরের উঠে না, ২১ বার অতি সামান্য বাহা
উঠে, তাহা হরিদ্রা বর্ণ ও অত্যন্ত আটা—
রোগী ভুলিতে পারে না, দেখিলাম। পেট
অম্ল ফাঁপা আছে—এবং লিভারের উপর
অত্যন্ত বেদনা আছে। আমি প্রাতে বধন
দেখিলাম—তখন বড় একটা ভুল বলিতেছিল
না, তবে শুনিলাম বেলা ৩৪ টার পর হইতে
ভুল বলিতে আরম্ভ করে। রাত্রে অত্যন্ত ভুল
বুকে। ডিলিরিয়মে কি কথা বলে জিজ্ঞাসা
করায় রোগীর মাতা বলিল, প্রাত্যহিক কৰ্ম
সম্বন্ধে প্রলাপ বকিতে থাকে। অর্থাৎ মাঠে
যাইব, লাঙ্গল চসিব, গরুকে খাস দেও ইত্যাদি
কথা বলে। অনেকে চক্ষু লাল, ভুল বকা
ইত্যাদি দেখিলে, বেলেডোনা ইত্যাদি ব্যবস্থা
করেন ও তাহাতে কোন ফল পান না। যাহা
হউক শুনিলাম, পূর্কের ডাক্তার বাবু প্রত্যহ
৪৫ প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেছেন।
২টা শিশিতে ঔষধ, ও একটি মোড়া সুগার
অবমিক ও একটি মোড়াতে ৫টা অম্লবটীকা
আছে দেখিলাম। রোগীর আত্মীয় দিগের
হোমিওপ্যাথিকের উপর বিশ্বাস নাই। রোগীর
ভাতা আমাকে বলিল, আপনি এলোপ্যাথিক
ঔষধ দিবেন ত? কিন্তু আমি বলিলাম যে,
আমি এলোপ্যাথিক পড়িয়া পান করিয়া
আসিয়াছি সত্য, কিন্তু এই রোগী হোমিও-
প্যাথিক চিকিৎসা করিলে শীঘ্র আরোগ্য
হইবে বলিয়া বুঝিতেছি। পূর্কের ঔষধ
কিছুই ব্যবস্থা মত হয় নাই, এই কারণে কিছু

উপকার পাও নাই। আমি অনেক প্রকার
বুখাইয়া রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ
ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু গৃহস্থের ভৃত্য ইচ্ছা
নহে জানিলাম। যাহা হউক নিয়মিত
মত ঔষধ পথ্য ব্যবস্থা করিয়া সে দিনের মত
বিদায় হইলাম।

Re.

ব্রাইওনিয়া ... ৩০ ক্রমঃ
ল্যাকেসিস্ ... ৩০ ক্রমঃ

ব্রাইওনিয়া ৩ দাগ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও
ও সন্ধ্যায়, এবং ল্যাকেসিস্ প্রাতেও সন্ধ্যায়
সেবন করিতে বলিলাম। পথ্য জল সাঙ
ব্যবস্থা দিলাম। নিয়মিত মালিষাটী বুকে,
দিনের মধ্যে ৩বার মালিষ করিয়া ভুলা দিয়া
বুকেটা বাধিয়া রাখিতে বলিলাম। জল খাইতে
চাহিলে গরম জল খাইতে দিবে। লিভারের
উপর প্রত্যহ ছইবার করিয়া পো মূত্র দিয়া
সেক দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম।

মালিষের জন্ম—

খাঁটা সরিষার তৈল ... ১/১০ অর্ধপোয়া।
তাপিণ তৈল ... ১/১০ এক ছটাক।
কপূর ... এক তোলা।

এই তিনটি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া
একটা জায়ফলের মধ্যের বীজ অর্থাৎ জায়ফলটি
ভালিয়া কেলিলে উহার মধ্যে যে শাল
দিয়া ঘসিয়া চন্দনের স্তায় করিতে হইবে।
সমস্ত শালটি শেষ হইলে উহা একটা শিশিতে
পুরিয়া রাখিতে হইবে, এবং মালিষের সময়
একটু নাড়িয়া মালিষ করিতে হইবে। এই
মালিষাটা আমি অনেক নিউমোনিয়া রোগীতে
ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

৭ই কার্তিক রোগীর ভাতা ঔষধ লইতে
আসিয়া বলিল—কল্য রাত্রে অম্ল অত্যন্ত
বাড়িয়াছে। রাত্রে যেমন ভুল বলিয়াছে, সেই
প্রকার জল খাইয়াছে, এবং বুকে বেদনার জন্ম

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

আমি পূর্বে পরিবর্তন করিতে পারিলাম না।
কল্যা বৈকালে একবার দাঁত হইয়াছিল,
তাহা ৭৮টি ছোট দাঁত। রোগীর আঙ্গা একটা
পাখিক ঔষধ দ্বারা জন্ত বলিতে লাগিল।
অবস্থা একটাবে আছে বুঝিয়া রোগীর আঙ্গাকে
কোন প্রকারে নিরস্ত করিয়া নিম্নলিখিত
ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম।

Re.

সাগর

৩০ ক্রম।

প্রথমে সেবন করাইতে বলিলাম, পরে পূর্বের
মত আইওনিয়া এবং ল্যাকেসিস ব্যবস্থা রাখি-
লাম। রোগীর আঙ্গাকে বলিয়া দিলাম,
কল্যা আঁত আমি যাইয়া ঔষধ দিব।

৮ই আঁতে বাইরা ধাত দোখলাম, নিজমুখে
আর কি বলিব—ধাত বিধাত। ধাত মংগা
হ্যানিমান! দেখিলাম, তাহার কিছুই নাই।
অর একদম ছাড়িয়া গিয়াছে। উত্তাপ
১৮ ডিগ্রী, পিপাসা একদম নাই। যে রোগী
কল্যা এত ভুল বকিতেছিল, সেই নিজে
বলিতেছে—আমার আর কিছুই নাই। আর
কেবল বুক সামান্য বেদনা আছে, বৈকালে
একবার শুটলে দাঁত হইয়াছিল।

রোগী এক রাত্রে আরোগ্য। আমি এবং
গৃহস্থ উভয়েই ভাবিতে লাগিলাম—ঔষধ মন্ত্রশক্তি
অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছে। গৃহস্থের
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপর ধারণা নাই
ভক্তি হইল। আমিও অত্যন্ত আনন্দিত
হইলাম। নিম্ন লিখিত ঔষধ ও পথ্য প্রদান
করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলাম। পথ্য—মাছের
ঝোল দিয়া সাঙ খাইতে বলিলাম।

Re.

আইওনিয়া

৩ ক্রম।

ল্যাকেসিস

৩০ ক্রম। ১ দাগ

অল্প ব্যবস্থা পূর্বের দ্বারা রহিল। ১৫

আঁতে রোগীর লোক আসিয়া বলিল—কল্যা
বৈকালে সামান্য একটু অর হইয়াছিল, এখন

ভাঙা পড়াই। হরিয়াবর্ণের গরুর উচিতভে,

কল্যা একবার দাঁত হইয়াছিল তাহাতে বল আর
শুটলে পড়ে নাই। পেটে আর বেদনা নাই।
ভাতের জন্ত বড় জেন করিতেছে। বলিতেছে
—যদি ভাত দিতে বিলম্ব করেন, তবে একটু
দুগ্ধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, সাঙ আর
খাইতে চায় না। আমি সে দিনের মত মংগ
কি ডাইলের ঝোল দিয়া সাঙ ব্যবস্থা করিলাম।
১০ই আঁতে রোগীর লোক ঔষধ লইতে
আসিয়া বলিল, ভাল আছে, আর কিছু নাই,
বুকে আর বেদনা নাই। কল্যা একবার দাঁত
হইয়াছিল। অন্য দুই দিনের ঔষধ দেন।
আমি সেই মংগের ঝোল দিয়া টাটকা খই
ব্যবস্থা করিলাম।

Re.

আইওনিয়া

৩ ক্রম। ৪ দাগ।

ল্যাকেসিস

৩০ ক্রম। ২ দাগ

দুই দিনের ঔষধ দিয়া দিলাম। যদি
ভাল থাকে, তবে দুই দিন পরে ভাত দিব।
১৩ই কার্তিক রোগীর লোক আসিয়া বলিল
ভালই আছে—আর কিছুই নাই। ভাত না
দিলে আর রাখিতে পারিতেছি না। আমি
সেই দিন রোগীকে ভাতের ব্যবস্থা দিলাম ও
নিম্নলিখিত ঔষধ প্রত্যহ আঁতে ও বৈকালে
সেবন করিতে বলিয়া দিলাম।

Re.

চায়না

৩ ক্রম। ৬ দাগ

তাঁহার পর ৮ই অগ্রহায়ণ আমি উক্ত
আমে অল্প একটা রোগী দেখিতে যাই। রোগী
আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল। তাঁহার
পর আর কোন অস্থখ হয় নাই। শরীর
বেশ ভাল আছে। নিউমোনিয়া যে, হোমিও
প্যাথিক ঔষধে এত শীঘ্র আরোগ্য হয়, পূর্বে
আমারও তাহা বিশ্বাস ছিল না।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বিবিধ উদ্ভা।

১। জর্দানি বৈজ্ঞানিক শক্তি।—জর্দানি
অলপথে ও হলপথে চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া
তাহার অতুল্য বৈজ্ঞানিক শক্তির সম্পূর্ণ
প্রয়োগ এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধোপ-
করণ এবং প্রয়োজনীয় জবা উৎপন্ন করি-
তেছে। নিউইয়র্কের এগ্রিনিয়ারিং জমিদার
বলিয়াছেন।—

(ক) জর্দানিতে তাম্র উৎপন্ন হয় না।
বাহির হইতে আসিত। ইংরাজ রণপোত-
মালা তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়াছে। কাটিক
কেশের জন্ত এখন জর্দানি নদীর লোহার
পাতলা কেশের ব্যবহার করিতেছে। তাহাতে
অল্প দত্তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করা
হয়। কাজ বেশ চলিতেছে।

(খ)। গ্যাসোলিন এবং পেট্রোলিয়াম
(কেরসিন) আর আমদানি হইতে পারে না।
প্রথম জ্বরের স্থলে প্রায়ই বেনজোল ব্যবহার
হইতেছে। যেখানে গ্যাসোলিন না হইলে
চলে না তাহার জন্ত বিশেষ (একটু খরচ
বেশী পড়ে) গ্যাসোলিন ও প্রস্তুত করিবার
উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে
প্রস্তুত সেফটি ল্যাম্পে অ্যাসিটিলিনের দ্বারা
পেট্রোলিয়ামের কাজ চলিতেছে। এখন আমে-
রিকা পেট্রোলিয়াম দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।
কিন্তু জর্দানির কাজ বরং সম্ভাভেই চলিতেছে।

(গ) চিলি হইতে সোরা আইসে না।
এজন্য জর্দানি কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার-
খানায় বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া
প্রস্তুত করিতেছে। তাহা হইতে নাইট্রিক
অ্যাসিড হইতেছে। একটা একটা কারখানায়
১০ হাজার টন নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত
হইবে। এতদ্বারা জর্দানির সোরা সম্ভার
প্রস্তুত হইতে থাকিবে এবং যুদ্ধ শেষে জর্দানি
অল্প সোরা বেচিতে পারিবে।

(ঘ) গনকটম বা ডিনামাইটের জন্ত তুল্য

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

(ক) নিম্নে হয় না ব্যবহার না করিয়া রাখা হয় সেলুলোজ ব্যবহার হইতেছে। পরীক্ষিত দেখা গিয়াছে যে কার্ভোর ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

(ঙ) সম্ভবিক অ্যাসিডের ব্যবহার কমাইয়া কেন্দ্র হইয়াছিল। বাহির হইতে গন্ধক আইসে না। স্পেনের পাইরামিস অ্যাসিড। বরাবরই কবির সারসংক্ষেপ অ্যামোনিয়ম সলফেট ব্যবহার হয়। এক্ষণে হেবারের প্রণালী দ্বারা অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়া কার্বনেট প্রস্তুত করিয়া তাহা জিপসমের সহিত সুসংগে অ্যামোনিয়ম সলফেট ও ক্যাল-সিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হইতেছে।

(চ) বেরিয়াম সলফেট ও ম্যাগনেসিয়াম সলফেটের ব্যবহারে এক্ষণে সলফুরিক অ্যাসিডও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জার্মানিতে বেরিয়াম সলফেটের অভাব নাই।

(ছ) ফ্রান্সের যে অংশ জার্মানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং বেলজিয়মে বকসাইটের খনি আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা হইতেছে। জার্মানিতেও বকসাইট পাওয়া যায় কিন্তু এক্ষণে শত্রুর দেশ হইতেই উহা বাহির করিয়া লওয়া হইতেছে। হর্জার ডালমেশিয়া এবং ক্যাবিন-স্কিয়া (অস্ট্রিয়া) প্রদেশেও নূতন বকসাইট খনির কার্য চলিতেছে।

ডিবলবার্গের একজন রাসায়নিক সাধারণ কর্ম হইতেও অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাটীর প্রধান অংশ সিলিকেট অফ অ্যালুমিনা। ছুটা কাবখানা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে সম্ভার অ্যালুমিনিয়াম জার্মানিই ব্যবহার করিতে পারিবে।

(জ) পোটাস প্রস্তুত করিতে অধিক পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম ক্রোমাইট প্রস্তুত হইয়া

গিয়াছে। উহা ব্যবহার হইবে। এক্ষণে বকসাইটের উহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইতেছে এবং বকসাইট অ্যালুমিনিয়ামের কার্য অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্তুত হইতেছে।

২। জার্মানির কারখানার ব্যবস্থা। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন্ কোন্ দ্রব্য যুদ্ধের জন্য অবিলম্বে চাই, কোন কোন দ্রব্য একটু দেরীতে পাটলেও চলে, এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক মূল্যে থাকার প্রস্তুত করার প্রয়োজন নাই—ইহার পার্থক্য তালিকা চেকার অফ কলার্স পাঠাইয়া দেন তদনুযায়ী তাহা কলার্স সকল ঠিক ঠিক পরিচালিত হয়। সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত কর্তৃক কোন শ্রমজীবীকে যুদ্ধ স্থল হইতে ছাড়া হয় না। দেশভুক্ত জনন তাহার ব্যবহার যুদ্ধ কালে ছাড়িতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম বলিষ্ঠ ধর্মী হয়।

জার্মানির সকল ব্যবস্থাই যুদ্ধের চক্রে অনাক দিন হইতেই করা হইয়াছিল। তাই একপ অপবিসীম শক্তিশালী শত্রুদলের সহিত আজও লড়াই চালাইতেছে। এতুঃ

শব্দ।

—:—

মাজ্জেব মন্ত্র বিভাগের সহকারী মিঃ জেমস হর্নেল শব্দ সম্বন্ধে একখানি পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা দেশে আসামে, বিহারে ও উড়িষ্যার প্রত্যেক হিন্দু নারী বিবাহের দিন হইতে স্বামীকে মৃত্যু দিন পর্যন্ত শাখা ব্যবহারের নিয়ম সমগ্র ভারত-ময়ই প্রচলিত ছিল। শব্দবলয় নিম্নাংশ বাংলা দেশে একটি মনোবস শিল্প। ঢাকার, কলিকাতার ও নদীয়ার অনেক লোক শব্দের জিনিষ তৈয়ার করিয়া ভাত খাইয়া থাকে। ইহা বিগত ১৫০০ বৎসর যাবৎ এই বলয়

করিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরে দুই লাখ আড়াই লাখ টাকার শব্দ কার্খানার ও মাত্রা হইতে আমদানি হইয়া থাকে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার শব্দ কার্খানার বাজারে বিক্রী হয়। মিঃ হর্নেলের মতে এই যে, ধর্মকার্যে শব্দের ব্যবহার আর্থিক অনাধ্যায়ের কাছ হইতে প্রহরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও অর্জুন যুদ্ধ-কালে শাখা বাজাইতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতে মন্দিরে মন্দিরে পূজার জন্য সন্ধ্যাকালে ডানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে শব্দ ধ্বনি হইয়া আসিতেছে। এখনো বাংলা দেশে প্রতি ব্রাহ্মণের গৃহে বিশ্রামে পূজার সময় শব্দ ধ্বনি উঠে। এ দেশে শব্দ ব্যবহারে শব্দালীবা ভাল করিয়া মনোযোগ লিন—তাহা না হইলে ইহার দশা মুশিদ্ধাব্দেব প্রশংসেব গ্রায হইবে।

মিঃ হর্নেলের মত, এই শাখার বাজা উৎকৃষ্ট স্বর/বাণে তৈয়ার করিলে উত্তমোত্তম ও আম-বিকাষ ইহা আদর্শ হইতে পারে। ভাল মতে সন্দেহ নাই।

—o—

বিট হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত।

—:o:—

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, অনেক ফরাসী মণ্ডাগর বিট হইতে অত্যুৎকৃষ্ট সিমেন্ট প্রস্তুত করিতেছেন। প্রথমে বিট সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে বহুপরিমাণে জল এবং কার্বনেট অফ লাইম মিশ্রিত একরূপ তবল সার পদার্থ নির্গত হয়। উহাতে কদম মিশ্রিত করিলে উত্তম সিমেন্ট প্রস্তুত হয়। ৭০০০ হাজার টন বিট হইতে ৪,০০০ হাজার টন কার্বো-নেট অফ লাইম পাওয়া যায়। ইহার সহিত ১১০০ টন কদম মিশ্রিত করিলে ৩১৬২ টন অতি উত্তম সিমেন্ট প্রস্তুত হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কিছু কিছুই উৎপাদিত হয়, তথাপি পশুপালন
একটি বড় চৌবাচ্চার মতোই হয়। তৎপরে
তাহাতে কর্তন মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মছন
করিলে একটি তাৎক্ষণিক প্রস্তুত হয়। এই
তাৎক্ষণিক রীতিতে প্রস্তুত করিতে হইলে অনান
এককণ্ঠী সময় লাগে। তৎপরে উহাকে
হাগরু মছ করিলে উত্তম পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট
প্রস্তুত হইবে।

মহাসমরের সীমা।

—০—

বর্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে কত লোক
নিযুক্ত আছে এবং কতখানি ভূমিতে যুদ্ধ চলি
তেছে, শুনিতে আশ্চর্য্যামিত হইতে হয়।
ইহাব একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্প্রতি
প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ বাজ্যেব ক্ষেত্র-
ফল ১১০০০,০০০ বর্গ মাইলের উপর, ফ্রান্স
বাজ্যেব ক্ষেত্র ফল ৪,০০০,০০০ বর্গ মাইলেব
উপর এবং কঙ্গো বাজ্যের সহিত বেলজিয়ম,
জাপান সার্কিয়া প্রভৃতি সম্মিলিত বাজ্য
সমূহের ক্ষেত্রফল একত্রিত করিলে মোট
২৭,০০০,০০০ বর্গ মাইল হয়। জার্মান
অস্ট্রিয়া এবং তুর্কি বাজ্যেব মোট ক্ষেত্র ফল
২৫০০,০০০ বর্গ মাইল পৃথিবীর মোট ক্ষেত্র
ফল ৫৫,৫৬০,০০০ বর্গ মাইল, ইহার ভিতর
২৯,৫৬৬,৪১৬ বর্গ মাইলেব মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে
সকলবদ্ধ বাজ্য সমূহের লোক সংখ্যা ৭৮৬,
৪৩০,০০০ এবং শত্রু পক্ষের লোক সংখ্যা
১৬২,২২০,০০০। পৃথিবীর মোট লোক
সংখ্যা ১,৬২৩,০০০,০০০ ইহাদের মধ্যে
২৪৯,৭৫০,০০০ লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিযুক্ত
আছে। কি ভয়ানক!

—

Indian Economic Products.

সুত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ।

—০—

(ভূমক হইতে সংগৃহীত)

সুত্র প্রদানকারী উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণতঃ
পাট, শল, ধকে, তুলা, প্রভৃতি কয়েকটি
প্রধান উদ্ভিদেব আলোচনা হইয়া থাকে।
এছাড়াও অনেক সুত্র ও বহু প্রয়োজনীয়
সুত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ আছে, যাহাদের
কিছু কিছু পবিত্র আমরা দিয়া রাখিতে চাই।

রিয়া সুত্রের—

গ্রীষ্মি ভূবণ সুপোষ্যাদি নিমিত্ত—

কথাও অনেক অবগত আছে, কারণ
বিয়া লইয়া অনেক লেখানি আঁজ করে
বৎসব ধরিয়া চলিয়াছে—কেননা ইহাব সুত্র
স্বামী রেশমেব মত এত চিকণ না হইলেও
বেশম অপেক্ষা শক্ত। ইহাব সুত্র অতি
কোমল, যোপ্যবস্ত্র, বেশম ব্যতীত অন্যান্য
সুত্র অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল সুত্রবাং দামী।

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চীন ও জাপান
বিয়া চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছে;
এদেশের নীলকর, চিনিকর, চাকর, সাহেবেরা
বিয়া চাষে বিশেষ উদ্যোগসহকায়ে
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য সভ্যদেশে
ইহার চাষ হইলেও তথাকার লোকে ইহাকে
শিরোপযোগী পবিচ্ছন্ন কবিত্তে জানে না
বলিয়া তত লাভের ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করে
না; এদেশে আমরা যদি অন্তঃ কাঁচামাল
প্রচুর উৎপন্ন কবিত্তে পারি, তাহা হইলে
কালে উন্নত বিজ্ঞানোপায়ে তাহাকে পরিষ্কার
ও করিত্তে পারিব সন্দেহ নাই।

সকল ভূমিতেই “রিয়া” জন্মিত্তে পারে,
তথাপি দোহাশবাটী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কামরূপ জিলার, বঙ্গদেশ, চাটগাঁও এমন কি
পাঁচবাগ পর্য্যন্ত ইহার গাছ, ছুটি বাইতে
পারে। এইরূপ কবিত্ত সাধারণ শৈব্য ও হইতে
৬ হাত পর্য্যন্ত হয়, তবে ইহা বৃদ্ধ, জল ও
ক্ষেত্রেব অবহার ভারতবর্ষে উপর নির্ভর
করে। বিয়াব ভূমি সরস হওয়া আবশ্যক
অথচ অধিক ভল বলিলে গাছের বৃদ্ধি বিশেষ
ব্যর্থ হইতে, এমন কি ধরিয়াও বহিত্তে
পারে।

বিছুতি বা চিচিরা—

এই উদ্ভিদের দেহ লোমবৎ সুন্দর, কণ্টক
আবৃত থাকে। মনুষ্য পশাদিবা গায়ে লাগিলে
বস্ত্রনাশক কণ্টকন উৎপাদন করে—যদি
পর্কতরুন, নাগপুর, মাজাজেব নীলগিরি পর্কত
এবং নেপালে স্বভাবতঃ এই উদ্ভিদ প্রচুর
জন্মে। বস্ত্র অনস্বায় ইহা হইতে তত উৎকৃষ্ট
সুত্র জন্মে না। এজন্য মাজাজে ইহাব রীতি
মত চাষ হইয়া থাকে এবং চাষে এই জাতীয়
সুত্র দিন দিন উৎকর্ষভা লাভ করিতেছে।
এই সুত্র একপ সুন্দর, দৃঢ়, কোমল ও বেশমেব
ন্যায় ঔজ্জল্যবিশিষ্ট যে মসিনার সুতা বলিয়া
জন্ম জন্মে এবং তৎপরিবর্তে শিল্পেও ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সুতা
টোয়াইন প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার কোঁশে
(Tow) অর্থাৎ সুতারছাঁট গারোপর্কতের
তুল্য ন্যায় কোমল ও স্ফিট্যাপক। এজন্য
ছাখমেবাদি জাতীয় পশুলোমেব (Wool)
সহিত মিশ্রিত হইয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসি সুত্র—

তিসি সুতাকেই Flax বলে। ইহা হইতেই
সুপ্রসিদ্ধ linen নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া
থাকে। এই সুত্র নির্মিত বস্ত্রকে কোম
বলন বলে। তিসির সুতা শুষ্ক ও রেশমেব
ন্যায় ঔজ্জল্য বিশিষ্ট বলিয়া স্থল সুন্দর উত্তরবিধ
বস্ত্রশিল্পে, নানাপ্রকার টোয়াইন Twine,

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বোরা ও নানাজাতীয় হস্তে বিক্রয়ের নিষিদ্ধ
ব্যবসয় হইয়া থাকে, এই হস্তনির্মিত শিল্পাদি
বস্তু। রুশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মেসারিয়াও
ইটালী, যিশুর, আমেরিকা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি
দেশে তৎ হস্তের নিষিদ্ধ ইহার চাব হইয়া
থাকে; কেবল রুশিয়া ও আমেরিকার স্বত্ব
ও তৈল এই উভয়বিধ ব্যবসায়ের অন্য ইহার
হইত হয়। (ক্রমঃ)

তুলসীর দোহাবলী।

— — —

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

মিথির বিধান প্রবীনের বুদ্ধিরও অতীত।
তিনি যুগ্মকে সম্প্রতিশালী করিয়া পণ্ডিতকে
পথের ভিকারী কবিত্তেছেন।

— — —

নিগুন হের সো পিতা হায়াবা

সগুন হের মাহতারি।

কাকে নিকো কাকে বন্দো,

ছরো পালা তাবী ॥

আমার পিতা নিগুন, (নিগুন অগতের
পিতা) মাতা সগুন (সগুন অগতের মাতা,
অর্থাৎ এই নিগুন সগুনের সংযোগবিরোধে
অগতের উৎপত্তি) অতএব এই উভয় পক্ষের
কাহাকে আমি নিন্দা এবং কাহাকে পূজা
কবিব?

দয়া ধরমুকি মূল হের,

মক্ক মূল অভিমান।

তুলসী মৎ ছোড়িরে দয়া,

বও কঠাগত জান ॥

দয়া ধর্মের এবং অভিমান মরকের মূল।

তুলসী! কঠাগত প্রাণ হইবেও দয়াহীন
হইবে না।

— — —

রাজা করে রাজপথ

বোকা করে বণ্ জই,

আপনা মন্থকো বণ্ করে বো,

মন্থকো সেয়া ওই ॥

রাজা রাজা বণীকৃত করেন, বোকা যুদ্ধে
জয়লাভ করেন, কিন্তু এসকল হইতে বিনি
মনকে জয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সম্ভব করিয়ে সাধুক

অন্ত কবে নিবাহ।

শ্রীকো, সম্ভব ন কিজিয়ে,

অন্ত কোর বিনাহ ॥

সাধুসঙ্গ করিবে, তাহাতে মনোব চাকলা
বিদূরিত হয়। অসাধুসঙ্গ করিও না, তাহাতে
চিন্ত চাকলা ঘটীয়া চবমে পরমপথে কণ্টার্পণ
করে।

— — —

হতি চলে রাজপথে,

কুতা ককারে হাজার ॥

সাধুকে ভাবনা কোরা,

বীও নিন্দে সংসাব ॥

বেমন হতি রাজপথে সচস কুকুবেব
চিংকাব উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত গতিতে
গমন করে, তরুণ সাধু অসংখ্য সংসারবাসী
কর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহাতে চিন্তিত হয়েন
না।

— — —

পণ্ডিত ও মাশালচি,

ইন কি পত্ কহা না যার ॥

পরকে পথ দেখায় কে,

আপ্ আধার মে যার ॥

পণ্ডিত ধর্মজ্ঞানহীনকে ধর্মোপদেশ দ্বারা
এবং আলোকধারী আলোক দ্বারা অপরকে

পথ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উভয়েই-সিদ্ধ
পথ দেখিতে পারেন না।

রাসী বাসী পাখী দেখিয়ে

নাথ আউর মাথ ॥

এ পাঁচকো গুফ তের নৈ,

উপজে অঙ্ক স্বভাঙ্গ

রূপ, লব, জ্ঞান, কবিত্ব, স্বর্ণরোপ্য পরীক্ষ
কতা, নাবিকতা ও তাত্ত্বিকতা, এই পাঁচটি
শক্তির কেহ গুফ নাট, ইহা স্বভাববশেই সিদ্ধ
হইয়া থাকে।

— — —

তুলসী তাঁহা ন বাটের

লাভা নহি বরণ বিনেহ ॥

বাং রূপা করা ভুগ

খেত অঙ্কেং সব্ এক ॥

তুলসী! যেখানে যেখানে গুণের বিচার
মাই সেখানে বাটও না। সেখানে বাং, রূপা
নিরেট, কাপা, খেত, কৃষ্ণ সবই এক বলিয়া
বিবেচিত হয়, সেখানে বাটের নাট।

এমন রমনা সাফ্ কবে,

ধবো গরিবী বেণ্ ॥

শীতলবোলি লই চলো,

সব্ হি তোমাব দেশ্ ॥

জিজ্ঞাসকে সংশোধন করিয়া, দরিদ্র বেশে
মিষ্ট বচন লইয়া যে দেশে যাইবে, সেই দেশেই
প্রাণীয়েদের অভাব থাকে না। কি সুন্দর!

তুলসী ইত্রে মংসার মে,

পাঁচ রতন হের্ মার ॥

সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া,

দীন, পরোপকার ॥

তুলসী! এই সংসারে সাধু সঙ্গ, হরিকথা,
দয়া, দৈন্ততাব ও পরোপকার এই পাঁচটি
মাত্র রত্ন আছে।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য এই-মাস হইতে আরম্ভ হইবে না।

বোম্বাইবিশ্বব্রহ্মের সলা,

সো বহুদান কিরা ন কিরা।

বো পরদান করে সলা

সো বহুতীর্থ গরা ন গরা।

যে পরদানকারী সে বহু দান করক আর
নাই করক, তাহার কোন শ্রুত নাই। যে
পরদানী হরণ করে তাহার বহুতীর্থ বাওরা, আর
না বাওরা উত্তরই সমান; পাণ খণ্ডন হয় না।

মালা জপে শালা,

কহু জপে তাই।

বো মনু মনু জপে

ওলুকা বলিহাবি বাই।

যে ভগবতী করিয়া মালা জপে সে শালা,
যে করাজুলী গণনার জপ কবে তাহাকে ভ্রাতৃ
সংবাদন কবা যায়, আর জিনি মনে মনে জপ
করেন, তাহার জপেব ইয়ত্তা নাই।

পাউরা দোক কুতা পালে

ওলুকা বাছুবা তুকা।

শালেক উত্তম খিলাওরে

বাপনা পাওরে কখা।

যর কা বহুরী শিরীত না

পাওরে চিং চোবারে দাসী।

ধস্ত কলিঙ্গ তোবি তামাসা

দুঃখ লাগে আর হাসি।

কলিকাল। তোমার তামাসা ধন্য।

বৎসকে ক্ষুধার্ত ঋণিরা কলির লোক সেই
পাতীহুয়ে কুহুর গোবে, শালাকে উত্তম
আহার দেহু পিতা হুটী অয়ের জন্ত লালারিত,
স্ত্রী পতিপ্রেমে বক্তিতা, কিন্তু দাসী গহ স্বামীর
চির হুরী করিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত
যেখিরা বড় দুঃখেই হাসিতে হয়।

যেই জন্ম সত্তপ তকি ছোকে

নিষ্ঠুর ব্রহ্মরূপ ভজাই।

ওরাকো তোড কেলেশ সলাই,

তুব কুট কোউ চাউল পাছি।

যেমন তুব কুটলে কেহ চাউল প্রাণ হয়
না, তজ্জন সত্তপ উপাসনা ত্যাপ করিয়া
নিষ্ঠুরের চিত্তার কোন ফল লাভ হয় না,
কেবল কষ্ট সাব হয় মাত্র।

যাকো মান শুমান হয়

মানী মানে সোই।

মানহীন জন মানকে

কা জানে প্রভু কষ্ট।

মানীব্যক্তিই মানীর মান রক্ষা করিয়া
থাকেন। মানহীন জন মানের মর্যাদা কি
জানিবে?

যোব বিপিন মর্ষদেখি থল

পুছছি পথিক চকাই।

কাহে বসহ বনমাকে তুম

কহহ মোহি সমুখাই।

খল কতে যোব দেহ কো

লোথ বাধ যব খাট।

স্বাস্ত্র জানি তব তথহি

সব জগকে নব সমুখাই।

সবকে অনহিত কষণ হয়

বসছি যোব বনমাহি।

কবি নিজ হানি করছি থল

সারকে বুবা সলাহি।

যোর অরণ্যের মধ্যে একজন লোককে
দেখিয়া কহিলেন, “ভাই। তুমি ব্যাভ্রভক্ষক
পূর্ণ অবশ্যে একাকী কিভক্ত দণ্ডায়মান?”
তাহাতে সে উত্তর করিল “আমি থল। ব্যাভ্র
আমাকে আহাব করিয়া মনুষ্য মাংসের স্বাদ
বুঝিবে। এবং তখন সকল মনুষ্যকে বিনাশ
করিলে পরের অহিত জন্ত থলেরা আপন প্রাণ
দিতেও কুচিত হয় না।

সেরা হুৎকো কুজ নহি

বো কুজ হৈ সো ভোর।

ভেরা হুৎকো সোংপত

ক্যালাগে হৈ মোর।

হে ঈশ্বর। আমাব কিছুই নাই। আমার
যাহা কিছু, তাহা আমার নয়, তোমার।
তোমার জিনিস তোমাকে দিতে আমার আব
কষ্ট কি?

দুঃখেম হুমিরন্ সব কবে,

সুখমে করে না কোই।

সুখমে হুমিরন্ কবে তো

দুঃখ কাহে চোই।

দুঃখের সময় লোকে দুঃখের অবস্থা স্বরণ
করে কিন্তু সুখের সময় কেহ অবস্থার প্রতি
দৃষ্টি করে না, যদি সুখের সময় লোকে স্বকীয়
অবস্থাব কথা স্বরণ কবে, তবে কি এ সংসারে
আর দুঃখ থাকে?

তুলসীদাসের পৌরাণী বহু প্রাচীন কিন্তু
এমনি মধুর ভাব, যে কখন পুরাতন হইতে
জানে না। এত আব একালের ভবকা
ছোড়ার প্রেমের কবিতা নয় যে, প্রান্তের
কোটা ফুলের সৌরভ সন্ধ্যাব সময় আব
থাকিবে না।

সমালোচনা।

হিতবাণী—“মানস সরোবরে” পার্শ্ব

ও সম্যাস, কুস্তকণী নিদ্রা, নবীনের সম্মান
প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীশ্রীনাথ নাথ সর্বাধিকারী
সম্পাদিত, এবং দৈনিক চঞ্জিকা কাগ্যালয়,
১৪ নং মদন বড়ালের লেন হইতে শ্রীহবিদ্যাস
দত্ত কবিত্বরণ কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা
মাত্র। “হিতবাণী” প্রত্যেক বচনটি উপ-
দেশেব বহুমূল্য বহুহার। প্রত্যেক গৃহস্থর
সংসাবেই হিতবাণীর আদর হওয়া উচিত।

সমালোচনা

সাধক ও সাধনা—শ্রীমদ্রামনাথ

চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, এবং কলিকাতা ২৫২এ বেঙ্গলাবাজার স্ট্রিট লিভিং প্রেসে মুদ্রিত ও প্রীতুলীচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা চণ্ডীতলা পোঃ জেলা হগলী, গরলগাছা হাই স্কুল হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক উত্তর হাট্টেই পাওয়া যায়। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বড় আনন্দ লাভ করিলাম। সাধক ও সাধনার কতগুলি সাধকের জীবনী এমনই উপাদেয়ভাবে গরলুলে সরিষেশিত এবং তৎসঙ্গে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রোক্ত এবং উপদেশাদি দ্বারা সুখ পাঠ্য করা হইয়াছে যে, শুদ্ধ ইহা যে সকল সমাজের লোকের আশ্রয়ের সামগ্রী, তাহাই নহে, এরূপ পুস্তক সমাজে স্কুল পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। কতকগুলি কুৎসিৎ ভাষা পরিপূর্ণ হাবভাবময়ী চিত্র সম্বলিত পুস্তক পাঠ করিয়া আধুনিক বাংলা-গানের নীতি কলুষিত হইতেছে। সাহিত্য কান-নের এরূপ উন্নতি অতি অল্প লোকেই প্রার্থনা করেন। আমাদের বাংলা বালিকার হস্তে এই-রূপ নির্মূল ধর্মভাবপূর্ণ পুস্তকই আমরা দেখিতে চাই। আমরা আশা করি, সাধক এবং সাধনার জনসমাজে আদর হইবে।

গৌতম, বনন হরিদাস, শঙ্করাচার্য্য, তুকারাম প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনের কঠোর সাধনা পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ে না অপার আনন্দ উৎপলিয়া উঠে—প্রত্যেক পিতার এরূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া সন্তান সন্ততির হস্তে দেওয়া উচিত—দেশ পুনরায় আর্ধ্য নীতির মধুর আশ্বাদ গ্রহণে যত্ন হোক, ভারতের সেই পবিত্র ধর্ম-ভাব পুনরায় আগ্রসিত হোক, দেশের কল্যাণ হইবে। সাধক ও সাধনার ছাপাও উৎকৃষ্ট।

বর্ণচিত্রনামা পোষ্টাল শিকার

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্টস্‌লেস প্রিন্সি-
পাল, ভূতপর্ক শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পা-
দক আলোক চিত্র, ছবিবিজ্ঞান, চিত্রবিজ্ঞান,
কান্টোন প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীমদ্রামনাথ চক্রবর্তী
প্রণীত, এবং ইণ্ডিয়ান আর্টস্‌লেস পুস্তক
বিভাগ হইতে প্রকাশিত, কাগড়ে বিলাতি
বাক্স সোনার জলে লেখা ২৬২ পৃষ্ঠার
সম্পূর্ণ। মূল্য ১ টাকামাত্র।

মদ্রাম বাবু নিজে স্বয়ং চিত্রকলাবিপারক,
ইণ্ডিয়ান আর্টস্‌লেস প্রতীষ্ঠাতা, এবং অধ্যক্ষ,
বহু ষাট প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত করিয়া
তাঁহার আজীবনের মানস পুত্র বরূপ বাক্সালীর
সৌরভের সামগ্রী, ইণ্ডিয়ান আর্টস্‌কে দাঁড়-
করাইতে সক্ষম হইয়াছেন সেই মদ্রাম বাবু যে
এরূপ পুস্তকে পেটিং বা বর্ণচিত্রনের সমস্ত, শুভ
এবং কুট রহস্য অক্ষপটে প্রকাশ করিয়াছেন,
তাঁহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভাষা এবং বিশেষ
শিক্ষা দিবার ভাষাতে যে অতিশুদ্ধ থাকা
আবশ্যক, মদ্রাম বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে
তাঁহা বহু বারই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের
বঙ্গভাষায় শিল্প-সাহিত্য অতি বিরল, পাঠক
এবং সমজদারও নাই বলিলে বোধহয় জটী-
ক হয় না। বাহা হউক, শিল্প-সাহিত্য ভাষাতে
মদ্রাম বাবুর শিল্প-সাহিত্য গুলি রত্ন বিশেষ
রহিয়া গেল। বাঁহারা চিত্রবিজ্ঞা শিক্ষায় প্ররাসী,
তাঁহারা মদ্রাম বাবুর গ্রন্থাবলী হইতে আশাতীত
সাহায্য পাইবেন, ইহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

গুরু-প্রদীপ—২য়খণ্ড শ্রীমদ্রামনাথ
চক্রবর্তী প্রণীত, উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁহাই
সোনার জলে লেখা উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত,
শিল্প ও সাহিত্য পুস্তক বিভাগ হইতে
শ্রীমদ্রামনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। ৩১৮
পৃষ্ঠা মূল্য ১০ মাত্র।

এখনি বক্তব্য মদ্রাম বাবুর গ্রন্থাবলী
বক্তব্য মদ্রাম বাবুর গ্রন্থাবলী। ইহা হইতেই
মনোহর সাধক ও সাধনার আশ্রয় পাওয়া
করিয়া বাঁহাজী একটা শুভর সন্ধান পূর্ণ
করিয়াছেন। আমরা শুক করি, কিন্তু উপদেশ
পাই না, কেন না, যেমন উপদেশ শুধু অতি
বিরল। বাহাতে উপযুক্ত শুভ জ্ঞান,
তাঁহারই যথা শাস্ত্র মূল এবং বাক্সা দ্বারা
ব্রাহ্মণকে শুধু বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার জন্যই শুধু
প্রদীপ প্রকাশিত। বাঁহাজীর মতদেয় সকল
হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ
আমাদের জ্ঞান এই তাত্ত্বিক বিজ্ঞান অনতিজ্ঞ
যাত্রিরও যখন এত তাত্ত্বিক রহস্য বুঝিতে
কষ্ট হয় না, তখন বাঁহারা এই পথের পথিক,
তাঁহারা যে এই সাধনরহস্য জনসমাজ করিতে
পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তক থানি
যেমন গুরুত্ব অপরিহার্য্য, শিবোরও তরুণ
অবস্থা পাঠ্য। প্রথমেই তাঁরা মূর্তির একখানি
সুন্দর মুদ্রিত চিত্র। হিন্দু মাত্রেই, প্রতি
গৃহেই এরূপ পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইয়া
বাহনীয়। এত বিষয়ের ইচ্ছাতে উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে যে, এ গ্রন্থ তাত্ত্বিক সাধক একবার
চক্ষে দেখিলেই না লইয়া থাকিতে পারিবেন
না। গ্রন্থের উপযোগিতার তুলনার
মূল্য অতি সামান্যই হইয়াছে। তাত্ত্বিক
মাত্রেই এই গুরুপ্রদীপ পাঠ করা উচিত।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

বিবিধ প্রকারের আধুনিক উৎকৃষ্ট
কামেরা, প্রেট, মাল মসলা, জুটর এবং টাটকা
আমদানী হইয়াছে। এখানে ফটোগ্রাফ
হইতে উৎকৃষ্ট ব্রোথাইড এনো প্রেট করা হয়
দর মূল্য—এবং কিনিয়া সস্তাই ভাল
একবার পরীক্ষা করিলেই তাঁহা বুঝিবেন।

কলিকাতা কামেরা ফৌর।

৮/২ হাম্পটাল স্ট্রিট, হাই ব্রাদার্সের পশ্চিম
ধর্মভাণ্ডার কলিকাতা।

২৫২এ বেঙ্গলাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা,
লিভিং প্রেসে, শ্রীমদ্রামনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং শুভ কল্যাণ, ১২১৫ সন
হস্তে সন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।

New Series.

নূতন সংস্করণ।

Vol. IX.

৯ম সংখ্যা।

SEPTEMBER 1915.

সেপ্টেম্বর, ১৯১৫।

No. 9.

বিবেক-বাণী।

—:~::~:—

"Ill habits gather by unseen
degrees,
As brooks make rivers
Rivers run to seas."

Dryden.

কুসংস্কার একটু একটু করিয়াই
ভরানক হইয়া দাঁড়াই, যেমন ধিনু বিনু বারি
কুসংস্কার উৎপন্ন করিয়া বারিধি বকে পতিত
হয়, সেইরূপে অতি নগর কুসংস্কার শেষে
সাংসারিক অসুখের টানিয়া লইয়া যায়।
ইহাই সত্য, কিন্তু মিলেকোঁষ তাকা বকে না—
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি

কুসংস্কারের প্রতি আগে লক্ষ্য রাখিতে হয়।
নাশনিলে বিনাস স্থানান্তিত।

"But whether on the Scaffold high,
Or in the battles van,
The fittest place when man can die
Is where he dies for man."

উচ্চ ফাঁসি কাটেই কুসংস্কার হউক,
অথবা রণক্ষেত্রের গাড়ীর উপরেই মৃত্যু হউক,
তাহাতে কিছু আসে যায় না, যেখানে মানুষ
মানুষের হিতের জন্যে প্রাণ বিসর্জন করে সেই
স্থানেই মৃত্যুর উপর উপস্থিত হান। এমন মৃত্যু-
ভেই কীষ্টি সজীবিত থাকে,—তেনন হান,
তেনন মৃত্যুই গরীবান-এ তুচ্ছ নিম্নের জীবনের,
নিম্নের সুখের জন্যে খাটিয়া বস হুখেই মর,
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি
কিন্তু অসুখের জন্যে, শেষে অসুখ বারিধি

সাধা পরহিতে প্রাণ উৎসর্গ কর, দেখিলে,
জীবন ধন্য হইবে। এ কথা বিশ্বস্ত হইও না।

—o—

"If you smile at the world,
And look cheerful,
The world will soon smile
back at you."

নিরুৎসাহী হইয়া জগতকে দুঃখময় ভাবিও
না। তুমি যদি জগতকে প্রফুল্ল দেখ, জগতও
তোমার চক্ষে তখন আনন্দময়ই বোধ হইবে,
ইহাই স্বাভাবিক। সুখ, দুঃখ সমস্তই মনের
উপর নির্ভর করে, প্রসন্ন হও, জগতকে
অচরহ সুখময় দেখিতে শিক্ষা কর, দেখিলে
নিরানন্দময় জগতই তখন আনন্দ
খনি। দুঃখে কাতর হইয়া কোন লাভ নাই।

হাস্যের বার্ষিক মূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রোগ লোক হুজিয়ার সহকারী, সেই
জন্য অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

The best physicians are Dr.
Diet. Dr. quiet and Dr. Merry-
man."

উত্তম পথ্য, নির্জনতা, প্রকৃষ্টতা এই
তিনটি—উৎকৃষ্ট চিকিৎসক। কুপথ্য,
বহু জনতা, এবং হুজিয়ার পথ্য পরিবর্তন
করা উচিত।

অনেক পণ্ডিত পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"The loveliest bird has no
song, so the loveliest woman may
lack virtue." অতি সুন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট
স্বর যেমন দুর্লভ, অতি সুন্দরী রমণীরও
ভেদমিষ্ট অনেক স্থলেই নারী ধর্মের অভাব
দেখা যায়। কপাটা নিত্য উপেক্ষার নহে।
অতি সুন্দরীর অনেক বিপদ।

এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া বহুদশী না
হইলে, আধুনিক সমাজে তিষ্ঠান কঠিন—এটা
প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ—কাজের লোক হইতে
হইবে, সেইজন্য আমরা বহু বিষয়ের অবতারণা
করি।

"Knowledg is the wing,
Whereby we fly to heaven"

জানই স্বর্গের জায় স্থানে আমরাগকে
উড়াইয়া লইয়া যাইবার পক্ষ স্বরূপ। জ্ঞান
লিপ্সা থাকিলেই বহু বিষয় শিক্ষার আবশ্যকতা
আছে।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞান-বিষয়।

নর শরীরে ২০০০ খানা হাড় আছে।

একটা মাকরী ১ মিনিটে ২০০০ ডিগ
প্রসব করে।

Dr. W. W. Haff ডাক্তার ডব্লিউ.
ডব্লিউ হাফট সাহেব বলিয়াছেন যে "In
cholera and epidemics liquor
drunker is first to die" অনেকে
সংক্রামক পীড়ার সময় ভরে মন ভাল
থাকিলে এই অছিলায় সুরা পান করেন,
কিন্তু ডাক্তার হাফটের মত, যাহারা
এইরূপ সময়ে সুরা পান করে, তাহারাই
আগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া থাকে।

How to live on your Income.

আপনার আয়ের উপর কেমন
করিয়া চালাইয়া লইতে হয়।

যেমন আর, সেই আয়ের উপরই চালাইয়া
লইলে ক্ষতিতে কষ্ট পাইতে হয় না এই
বিনামূল্যের পরামর্শ সকলেই দিয়া থাকেন,
কিন্তু বিশেষত্ব নাই। কিন্তু সেইটা অত্যাশ
করাই কঠিন সমস্যা। পালাতন ধনকুবেরগণও
সেই পরামর্শই দিয়া থাকেন। তাহারা
বলেন যে, সফর অত্যাশের উপদেশ কার্যে
পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিতে
হয়।

এই সফর ব্যতীত জীবনের বহু উন্নতি
বহু লক্ষ্য ব্রষ্ট হইয়া মানব জীবন অকর্মণ্য

হইয়া পড়ে। যেমন আর তাহার উপরই
চালাইয়া লইয়া যায়। অত্যাশের উপরই
অতিশয় উপদেশ, সে উপদেশ প্রতিদিন
কোটা কোটা লোকে পাঠ করে, কোটা
কোটা লোকে শুনিয়া থাকে, কিন্তু অত্যাশের
মধ্যে ২০ জন সফরী হইয়া কঠিন কোথার
দেখিতে হইবে।

আর অপেক্ষা ব্যয় করিলেই হয় নগ্নী
হইয়া পড়িতে হইবে, নচেৎ বিপদজনক
অশান্তিময় অসংখ্য বাবলী হইতে হইবে, ইহাই
বড়মিষ্ট। সুতরাং আর অপেক্ষা ব্যয় বাড়াতে
না হয়, তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু আর
অপেক্ষা ব্যয় হয় কেন? যদি আমরা বেশ
দীর স্থির ভাবে অস্থলস্থান করিয়া দেখি,
তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা অনেক
অনাবশ্যকীয় জন্মের প্রলোভনে পড়িয়া ব্যয়
করি। যাহা আমাদের নিত্য আবশ্যকীয়,
তাহা ব্যতীত বহু বিষয়ে আমরা ব্যয় করি,
সুতরাং আর অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া যায়।
আমি আমাদের জীবনের আয়ের বাহিরে
চলিয়া থাকি, এইজন্য আমার বাহা আর,
তাৎপাতে আমার সংকুলন না হইয়া আমাকে
কণজালে জড়িত হইতে হয়, না হয় অসং
উপার অবলম্বন করিতে হয়। এই যে
অপব্যয়িতার অভ্যাস, এমনকি এ দেশের পিতা
মাতা সম্পূর্ণ রাজী। আমার যখন আর কম,
তখন আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, ইহাদিগকে
একটা বন্দীদারের শাসনকার্যের মত অত্যাশ
চলিতে আমি দিই কেন? যদি আমি দিই, তাহা
হইলে আমার বিপদ প্রকট হইবে। নৈতিক শিক্ষা
এখনকার শিক্ষার হইতেছে নৈতিক শিক্ষার ধারা
যে ইচ্ছা নৈতিক মাহস, নৈতিক জ্ঞান হওয়া
আবশ্যক, তাহা এখনকার শিক্ষার হইতেছে
না, এ শিক্ষার আবশ্যক, মনোবৃত্তি শিক্ষা
হয় না। হইলে পরীক্ষা হইলে নীচ মানব
শিক্ষা করিত, মনোবৃত্তি শিক্ষা Moral coach-

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচী পত্রের জন্য ডাকমাস্তুল পাঠান।

संस्कृत-भाषायां शब्दाणां अर्थान्तरम् - निबन्धः

যাহা হউক, ক্ষুদ্র আয়ের উপরও নিলামিতা, অপব্যয় বাদ দিয়া স্বেচ্ছা ব্যয়েও সঞ্চয় করা অসম্ভব নহে। সেই সঙ্কীর্ণ অর্থ বিবেচনা করিয়া নানা সত্ৰপায়ে বৃদ্ধি করিবার নিরাপন্ন পন্থাও আছে, তাহা দ্বারা যেনন অপর দেশের লোকে বড় হয়, আমরাও হইতে পারি। কিন্তু আমাদেব ঐ মন্ত গলদ, মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিতে শিখি নাই। আমরা যদি এইরূপেই কিছুকাল কাটাই, তাহা হইলে এ দেশের অনেক মংসারকে দেউলিয়া হইতে হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। সম্পত্তি আমেরিকার ও জাপানের অনেক বিভাগয়ে সঞ্চয়ের অস্ত্র ছেলে মেয়েদিগের শিক্ষারিতোরিকের ব্যবস্থা করা হইগছে। যে বালকবালািকা বিদ্যালয় সংসদ

বদেশী দেশলাই।—মহীশূর গবর্নমেন্টের
পৃষ্ঠপোষকতায় বাক্সালোনে একটি দেশলাই
কল বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। পক্ষ ইংসরা-
বধি এ বিষয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলিত-
ছিল। এতদিনে কাজ কতকটা আগ্রসর হই-
য়াছে। ঐ রাজ্যে দেশলাই প্রস্তুতের উপযুক্ত
কাঠের সন্ধান মিলিয়াছে। আর্পাইটঃ পক্ষাণী
হাজার টুকা মূলধন লইয়া একটি কোম্পানী
গঠিত হইবে। মহীশূর গবর্নমেন্ট কোম্পানীকে
কতকগুলি সুবিধাজনক সত্ত্বে আবশ্যকমত
অমী দিবেন। কারখানা বসিবে সিমোগা
নামক স্থানে। আমরা এই কারখানার সাফল্য
কামনা করি।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

Indian Economic Products.

সূত্রপ্রদানকারী উদ্ভিদ ।

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আকন্দ সূত্র—

পণ্ডিতেরা ইহাকে অর্ক সূত্র বলে। ভারতের সর্বত্রই আকন্দগাছ জন্মে, খেত ও বন্য পুষ্পভেদে ইহা দুই প্রকার এবং পুষ্পের আকৃতিভেদে রক্ত আকন্দ আবার দুই প্রকার। লক্ষণ প্রকৃতি ভূমিতেই আকন্দগাছ জন্মে। তবে উষ্ণ ভূমিতে ও উষ্ণকালে সর্কাপেকা সতেজবিন্ধিত হয়।

“আকন্দ হইতে কোম সূত্রেব (Flax) তার উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বরনোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী মহলে এই সূত্রেব নাম “jercum” রাক্ষম অর্থাৎ সংস্কৃত অর্ক শব্দের লপাত্তর। এই সূত্র মণ প্রতি ১৬ হইতে ২৬ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়, ইহা অত্যন্ত দৃঢ়, শুষ্ক, সূক্ষ্ম ও চিকণ বলিয়া অনেক ইহাব কাপা বস্ত্র-বস্ত্রনের পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া বসাবলি প্রস্তুতের পবামর্শ দিয়া থাকেন।

ম্যানিলা কদলী—

একপ্রকার কদলী হইতে এই সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহা দুসা টেক্সটাইল (Musa textiles) নামক কদলীর সূত্র—ম্যানিলা কদলীর আশেব জামা আকন্দা (Abaca)। গাছগুলি দীর্ঘে ১০/১৫ হইত হয়, দেখিতে গাছ সমতলবর্ণ, কণ্ঠস্থ উপবিভাগ অত্যন্ত মন্থন, পত্র সর্বত্রই ও শিখার; কল অপুষ্টি, ত্রিকোণাকার ও ক্ষুদ্রাকার এবং কল মধ্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। উষ্ণ ও সবল বাষ্পপূর্ণ বন অঞ্চলস্থ

পর্বতের উপত্যকা বা পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ ও সারথান ভূমিতে ইহা সর্কাপেকা সূত্রের অন্তরা থাকে। ফিলিপাইনের আইহাওয়া অনেকটা বন্দোবশের অনুরূপ, বন্দোবশেও ইহা অন্তরা থাকে। তবে সবেয় হিসাবে, সবেব বাগানে; এপব্যস্ত ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে ইহা বিন্ধিত আবাদ হয় নাই।

মূর্কী—

বহিঃ পূর্বকার্ণে ধনুকের ছিলাব নিমিত্ত আকন্দের সূত্রাব ব্যবহার হইত, তথাপি মোক্কীকমে মূর্কীরই প্রাধান্য ছিল এবং অধুনাতন বাল পর্য্যন্ত ইহাষ্ট প্রচুর পরিমাণে ছিলাব নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বিশেষ গুণবত্তা না থাকিলে কদাচ একটা উদ্ভিদ হইতে ছিলাব এই বিশিষ্ট নাম উৎপন্ন হইত না কারণ মূর্কী হইতেই মোক্কী শব্দ নিম্ন হইয়াছে। ‘মূর্কী’ব সূত্র কেশব ভাষ কোমল দৃঢ় ও সূক্ষ্ম এবং অতিশয় শুষ্ক ও চাকচিকাশালী, উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পাবিলে বেসমেব সচিত্র ইতার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। উদ্ভিদজাত সূত্র সমূহেব মধ্যে ইহা দেখিতে অনেকটা আনাবসেব সূত্রের দ্বারা। মক, মোটা নানাবিধ টোয়াইন (Twine) সূত্র, বসাবলি এমন কি ইহাব মক আঁশ (Fibre) দ্বারা সূত্র বস্ত্র বরনোপযোগী কোম সূত্রেব (Flax) কাপাও সম্পন্ন হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুতের ইহা একটা উৎকৃষ্ট উৎপাদন। আজকাল বিলাত হইতে লক্ষ টাকার পুস্তক বীথিবাব, মাছ ধবিবাব, জাল বুনিবাব, ঘড়ি উড়াইবাব, নানা প্রকার সূত্র ও রজিন টোয়াইন আমদানী হইতেছে, মূর্কী হইতে এ সকল সূত্রাব প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক ইংরাজ চা, চিনি ও নীলকর সাহেব মূর্কীর চায়ে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

হাটবস্ত্র বার্ষিক অর্ধে মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

আমারস—

উদ্ভিদজাত সূত্রেব মধ্যে আমারসের অঙ্গেকা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র। আমারসের দৃষ্ট হয়। ইহা রেশমের দ্বারা কোমল, শুষ্ক ও চিকণ এবং কোম জুড়ার (Tissue) উৎকৃষ্ট অনুকরণ (Substitute), মূর্কীর সূত্র ইহার নিম্নে পরিণমিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ অনারঙ্গী বস্ত্র (Pineapple cloth) ও পিনা Pina নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র, ইহার রেশমবৎ সূত্র তত্ত্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত টোয়াইন (Twine) ডোর, সূত্র ও নানাবিধ সূত্র বস্ত্রশিল্পের জন্তও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান ও অস্ট্রেলিয়া ইহাব, পত্র চটতে পার্চমেন্টের (Parchment) দ্বারা উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়; শুনা দ্বারা, অস্ট্রেলিয়া রাসায়নিক অব্যাহার সংযোগে ইহার পত্র হইতে এরূপ কঠিন কাঠবৎ পিজবোর্ড প্রস্তুত হয় যে, তদ্বারা বেলগাড়ীর চাকর প্রস্তুত অংশ নির্মিত হইয়া থাকে। আমারসের সূত্র সর্কাপেকা অধিক জলসহনশীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না। মূর্কীর সূত্র প্রস্তুত প্রণালী,—ইহাব কাঁচ পত্রের উপকার দাঁড়ান অংশ ভেঁগা অত্র দ্বারা চাকচিক্য কেলিলেই সূত্র বাহির হয়, তৎপরে সূত্র তত্ত্বপ্রাপ্ত সকল কাঠা দ্বারা জুড়িয়া বাণ্ডিলের ন্যূন জুড়াইয়া বরনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এইরূপে প্রস্তুত সূত্র পুনর্বার শুদ্ধীকরণ (Bleaching process) প্রণালী মতে পরিষ্কৃত করিলে উহা দেখিতে রেশমের দ্বারা কোমল ও উজ্জল হয়, এবং তদ্বাব লিনেন (Linen) বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এদেশে, আনাবস কাটির লইলে গাছটা শুকাইয়া দ্বিবিদ্য দ্বারা, কোন কাজে লাগে না; আমারস সচেষ্ট হইলে এই পত্র হইতে ডোর, ঘড়ি-উড়াইবার সূত্র, টোয়াইন প্রস্তুতি প্রস্তুত করিতে পারি, বস্ত্র প্রস্তুতের মূর্কী হইতে হয় না।

এগেভ সূত্র বা মূর্গী সূত্র—

Agave vivipara, Kantala. ইহা পুরাতন জাতীয় আমেরিকার উদ্ভিদ বিশেষ; ভারতবর্ষে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমাংশে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্তের স্থান অত্যন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার চাম আবার অবিকল উপরোক্তের মত। পত্রগুলি ২০ দিবস জলে ফেলিয়া পচাইতে হইবে, পচায়ে উঠাইয়া কোন তক্তার উপর দণ্ড দ্বারা ছেঁচিয়া জলে উত্তমরূপে ধোত করতঃ শুকাইয়া লইলেই সূত্র প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র হইতে রশারশি, দড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং (Matting) প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণ প্রতি ১৬ টাকা দরে এই সূত্র বিক্রয় হয়।

সিসল হেম্প, Agave sisalana, Sisalhemp. ইহাও উপরোক্ত জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যুক্তদান, মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্যে আমেরিকার দেশসমূহে স্বভাবতঃই জন্মে; এদেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। সাহেবেরা উল্লিখিত দুই প্রকার অপেক্ষা ইহার চামে অল্পকাল অধিক মনবোগী হইয়াছেন, কারণ এই জাতীয় সূত্র অতি উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদজাত সূত্রসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জলসহনশীল। জাহাজের কাছী ও সমুদ্র মধ্যগত টেলিগ্রাফের তারের (Cable rope) জন্য ইহার দড়ি অপরিহার্য ব্যবহার হয়। যে সকল ভূমি জলাভাবে সর্বদা নীরস ও শুষ্ক, যথায় অন্য কোন উদ্ভিদ বা শস্ত সহজে জন্মে না এবং যাহা জন্মে তাহাও একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়, তথায়ও সিসল অতি সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ইহার চাম দিন দিন বড় বড়ি পাইতেছে, সূত্রও তত উৎকৃষ্টতা লাভ করিতেছে। বৎসরে প্রতি গাছ হইতে আধ সেরের উপর সূত্র উৎপন্ন হয়। তক্তার

উপর লোহের আঁচড়ার দ্বারা পাড়াগুলি চিরিয়া লইয়া সুভীক্ষ অথবা উপরের বস্তুদ্বারা ও হরিত অংশ দ্বারা দীর্ঘ টাচিয়া লইলেই সূত্র বাহির হয়; পুরো এই উপায়ে সূত্র প্রস্তুত হইত, অধুনা বিজ্ঞান সম্মত নানাবিধ ব্যবধানে সূত্র নিষ্কাশিত হইতেছে। মার্কিন দেশে রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষ সংযোগে পত্রের হরিত অংশ বিগলিত করিয়া পচায়ে উত্তমরূপে ধোত ও শুষ্ক করতঃ সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ টাকা মণ দরে এই সূত্র বিক্রয় হয়।

Furcrace gigantea—ইহাও পুরাতন বর্গীয় অর্থাৎ Amarilhdaceae বর্গের অন্তর্ভুক্ত, তবে Agave জাতীয় নহে। উত্তর মধ্য আমেরিকা, আলজিরিয়া, নেটোর, সেন্টেলেসনা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজে প্রচুর জন্মে; ত্রিহত অঞ্চলে অনেক সময় ইহার দ্বারা বাগানের বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার মূলদেশ হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহাই রোপণ করিতে হয়। উপরোক্ত কয়েক জাতীয় মূর্গী (Agave) অপেক্ষা ইহা অত্যন্ত শীঘ্র বর্ধিত হয় এবং অতি অপকৃষ্ট ভূমিতেও সুন্দররূপে জন্মে। ইহার সূত্র নিষ্কাশন প্রণালী অবিকল সিসলের স্থায়। ইহার বৃহৎকার মাংসল সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্ত উদ্ভিদগুলির স্থায় অতি দৃঢ়, শুষ্কবর্ণ ও চিকণ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা রশারশি, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

(ক্রমণঃ)

(Special for Businessman.)

বিষয় ভ্রম।

—:—:—

এই ৩৬ কোটি ভারতবাসী সমগ্র জগতের ব্যবসায়ীর লক্ষ্যস্থল, সেইজন্য তাহারা লক্ষ লক্ষ মাইল দূর হইতেও ভারতের সংবাদ পত্রে ছোট বড় বিচার না করিয়া কত কাগজ একই পুরাতন, প্রসিক্ত, সুপরিচিত, প্রবোর ও বিজ্ঞাপন দিতেছেন কিন্তু এ দেশের ব্যবসায়ী এই পণন বিদ্যারী বিজ্ঞাপনের উচ্চ কলরবের মধ্যে বসিয়া নীরবে কোন বিজ্ঞাপন না দিয়া ব্যবসায়ের আশা করে, কিনাথবা অতঃপরঃ। অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় কি হইতে পারে বলুন। আমাদের প্রস্তুত জিনিস, অথবা আমাদের জাহাজে শুদ্ধান জাত করা আছে, হয়ত তাহা বিদেশীর দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, কিন্তু জগতের, এমন কি বাঙ্গালার কয়েকটা লোকে ও তাহা জানেও না, কখনও শুনেও নাই। সুতরাং পৈতৃক বা ধোখ উপায়ে সঞ্চিত মূলধনের কারবার ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুই দিন অগ্র পশ্চাতে কেন যে গণেশ উল্টাইবে না, তাহা কৈফিয়ৎ দিতে আমরা কেহই পারি না। প্রত্যক্ষ বাণ্যার মুখোস্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। বিলাতি পিয়ার্স সোপ, হল-ওয়েস গীল, বিচামস পিল, ক্রিটিং পাইডার এবং ককগজেঞ্জেস, উইল্কিনসনের সাব্বা প্রভৃতি যে কত কালের পুরাতন ঔষধ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সেই সকল জিনিসের এখনও প্রত্যেকটার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয় লক্ষ টাকা আছে, কেন? আমাদের অপেক্ষা তাহাদের বুদ্ধি অধিক কি কম? তাহা নহে, বিজ্ঞাপন না দিলে জগতের লোকে আরও কীর জন্মের কোন সন্ধানই পায় না। সেই জন্য তাহারা সময় অসময়

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বুঝিতে চাহেন না, বিজ্ঞাপনে যে প্রত্যক্ষ কল অবশ্যস্বামী, এই দুটু ভিত্তির উপর দুটু বিধাণ করিয়া তাহার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও লাভবান হইয়া থাকেন। এ দেশেও বাহারী বুঝেন, তাঁহারিও ইহার মধুর আবাদ ভুলিতে পারেন না। যে: এইচ বন্দু, কবিরাজ উপেন্দ্র নাথ সেন কোং লিমিটেড, কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন, কর মহলানতিস্ প্রভৃতি বাঙালী ব্যবসায়ীগণের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ প্রথম হইতেই সমানভাবে বিজ্ঞাপন দিয়া ক্রমোন্নতি করিয়াছেন।

এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারি দোকান সাআইয়া জিনিস কিনিয়া তাহার আড় করেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে নারাজ, তাঁহারি বলেন, বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যয় বাহ্য হইয়া থাকে, বিশেষ কিছু হয় না। এই বিষয় ক্রমে সংকীর্ণ প্রকারের কাজই করিয়া থাকেন, কেননাক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করেন মাত্র। যে রাত্তরে তাঁহার দোকান, সেই রাত্তরে ২০ হাত ঘরের বোকেও তাঁহার ব্যবসায়ের কথা বলিতে পারে না। ইহাদের মাত্র পথের পথিকই সম্বল, অন্য কোন উপায়ে খরিস্বহাৰ বুঝির উপায় করেন না।

বিজ্ঞাপন অর্থাৎ প্রচার কার্য নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। সংবাদ পত্র দ্বারা, ছাপাখানা দ্বারা, প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা, ডাকে মূল্য তালিকাদি নানা প্রকার উপায় দ্বারা প্রচার কার্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রথাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতের প্রকৃত ব্যবসায়ীর নিকট সংবাদপত্র মূল্যবান। কিন্তু এদেশে এখনও এই বিজ্ঞাপনের মূল্য বোধ হয় নাই। ইহার কারণ অনেক। দোষটী স্বাধিকারীর অপেক্ষা অধ্যক্ষগণেরই অধিক। কারণ সে

অধ্যক্ষ কোন কাজের নহে। আমেরিকান ব্যবসায়ীরগণের ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দায়ে সুশক্তিত, ইহারাই বড় বড় ব্যবসায়ের পরিচালক এবং অধ্যক্ষ। কারবারের স্বাধিকারী এই ম্যানেজারের দক্ষতার মুখ তাহার নিকট সর্বদাই পরামর্শ প্রার্থী। এমন ম্যানেজার এদেশের কোন ব্যবসায়ীর আছে কিনা জানি না।

এদেশে ছাপার কানীর কারখানা আছে, পেন্সিলের কারখানাও নাকি আছে শুনিতে পাই, কিন্তু অতি অল্প লোকেই কোথায় আছে, কারখানার নাম কি, কিছুই জানে না, আমরাই জানি না, তা অপরের কথা শুনিবের কথা।

ইহার কারণ কেবল এই বিজ্ঞাপনে অনভিজ্ঞতা বা অপ্রজ্ঞা।

এদেশের কারখানা এবং এদেশের প্রত্যেক কারবারকে নিজ নিজ ব্যবসায়ের জন্য অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, বিজ্ঞাপন দিলে যে কাজ হয়, একথার বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপ কার্যাদ্যক্ষের স্বষ্টি করিতে হইবে তবে এদেশের ব্যবসায় স্বাধী হইবে। নচেৎ নিত্য সংকীর্ণতার বশবর্তী হইয়া রাত্তার লোকের মুখপানে তাকাইয়া ব্যবসায় করা বাস্তবিক স্থবির প্রকারের বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

দেশ কাল পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য করিতে হইবে, খামখেয়ালির উপর কারবার চলে না। আমরা বিজ্ঞাপন দিই না, আমাদের এমনিই বিক্রি হয় ইত্যাদি হাতাম্পদ কথা শুনিয়া হস্ত সম্বরণ করা যায় না। কেনহে বাপু, তুমি কি যে তোমার এমনি বিক্রয় হয়, তোমার বিজ্ঞাপন আবশ্যক হয় না। জগতে বিবিধ প্রকারের লোক, আছে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ কুপ মণ্ডুক সদৃশ, বহিজগতের ব্যবসায়ীগণ যে কি করে, তাহার সংবাদ রাখেন না, তাই তাহার ভ্রান্ত ধারণার উপর এত

বিশ্বাস। কিন্তু উপায় কি, ইহারি না কিছু পড়ে, না কিছু দেখে।

পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ীগণ সমস্ত সংবাদ রাখে, ব্যবসায়ের স্থল কলেজে পাঠ করে, জিনিস বাজার দর, গাড়ী ভাড়া, স্টেট মজুরের অবস্থা, সমস্তই তাহা দেখে, বিজ্ঞাপন বিদ্যায় সুশক্তিত। সেইজন্য অবিলম্বে ব্যবসায় উন্নতি হইয়া থাকে। এদেশের সমস্ত ব্যবসায়ীরই, বাহারি বিজ্ঞাপন রহজে এ অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের সকলেরই এই কথা। কিন্তু এইরূপ অবস্থার সমস্ত পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া এদেশে কোথায় কি বিক্রয় হয় ও পাওয়া যায়, তাহার একটা ক্ষুদ্র ডাইরেকটরী করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিকট এক আট আনা মাত্র পরসার বিজ্ঞাপনের প্রবৃত্তি জাগাইতে পারি নাই কিন্তু সেইরূপ একখানা দেশীয় কারবারের ডাইরেকটরীর বা বাসার গাইড হইলে দেশের অনেক ব্যবসায়ীর উপকার হইত। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাগজে নাম প্রকাশ করি, কিন্তু ব্যবসায়ীগণের তাহার ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই। এত গ্লান বাহা-দের, তাহাদের কি কোন কাজই সুবিধা হইতে পারে? ব্যবসায়ীগণই তাহা দ্রষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

Manufacture of Printing Ink in Bengal.

—:—

ছাপার কানী আমরা চিরকালই বিদেশী ব্যবহার করিয়া আসিতে ছিলাম, আজ পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বাঙালী দেশেও ছাপার উৎকৃষ্ট কানী প্রস্তুত হইতেছে এবং সে কানী এত সুলভ, এত সুন্দর চাকচিক্য ময় হইয়াছে যে, সংবাদপত্র ছাপিবার নিত্য

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

মুদ্রিত একই সাধারণ কালীতেও হাপটোনের মোটা লাইনের দ্বক ও ফ্রান্স ছাপা হইয়া থাকে। এই সর্বজন প্রচলিত মুদ্রিত ছাপিবার কালী কলিকাতা ও অন্যান্য চড়কডাঙ্গা বোড়ে মেসার্স হাঙ্গ ও গুপ্ত এণ্ড সন্স দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ইহাদের ব্রোশুর্স এবং কালকালীর ছাপা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কলিকাতা এবং মফঃবল্লের ছাপাখানার অধ্যক্ষগণের এই স্বদেশী প্রস্তুত কালী ব্যবহার করিয়া এই কালীর কারখানাকে যে উৎসাহিত করা একটা কর্তব্য কর্ম, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যকে দেশীয় লোকে ব্যবহার করিয়া যদি উৎসাহ প্রদান না করেন, তাহা হইলে কোন কারখানারই স্থায়ী আশা করা যায় না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে কোম্পানী ইতি মধ্যেই অনেক লক্ষ প্রতিলিখিত প্রেসে কালী সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট প্রাথমিক অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা সর্বাঙ্গীণরূপে কোম্পানীর ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করিতেছি, কেননা বাঙ্গালার প্রকৃতই একমাত্র একমাত্র আশাকরী দ্রব্যের কারখানার অভাব ছিল। এক্ষণে ইহার দ্বায়িত্ব এবং উন্নতি দেশীয় মুদ্রা যন্ত্রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে জলাভাব এবং অন্নকষ্ট অনিবার্য্য।

পূর্ব বঙ্গের জল প্রাবনের জন্ত সমগ্র দেশ স্বাহাফের জন্ত বন্ধপরিষ্কার হইয়াছেন, এ নিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর বীরভূম, বাঁকুড়া এবং অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলে জলাভাব এবং প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ইতি মধ্যেই

স্বাহাফের মর্মেতি রোল উঠিয়াছে—পূজা আগত গ্রাম, মাঠে বীজ ঘোরালা তক হইয়া মক্কা সপ্ত দ্বন্দ্ব বিবাহমান করিতেছে—অনেক-বলেই টাকার ১/৫ সের মাত্র চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্বে আরও দুই বৎসর শস্ত ভালরূপে জন্মে নাট, লোকে আশায় বুক বাঁকিয়া এ পর্যন্ত কোনরূপে কাটাওয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসর আর কাহারও কিছু নাই, জানি না, পর বৎসরের জন্য তাহার কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবে?

যাহাদের ধাতু আছে, তাহার আধক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় ধাতু ধরিয়া রাখিয়া দিয়াছে, মধ্যবিত্ত লোকে টাকা দিয়াও ধাতু এবং চাউল পাইতেছে না। এই নিদারুণ অন্ন কষ্টে পরিভ্রাণ পাইবার উপায় কি? সমগ্র বঙ্গবাসী এ ভীষণ অন্নকষ্ট নিবারণের জন্ত আন্তঃপ্রতিবিধান করিতে না পারিলে অসংখ্য মৃত্যু সংবাদ সমগ্র দেশকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। গ্রাণ্ডট্রাক রোড ধরিয়া চাঁতমোড়ই অন্নকষ্টে জনশ্রোত দেশা যাতেছে, ভিক্টোর সংখ্যা চাঁতমোড় এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অবস্থাপন্ন গৃহস্থও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। খাটিতে পাইলে এই সকল নীচ দরিদ্র লোকে পরিভ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত, কিন্তু হায়! হায়! দেশবাসী জল কষ্টে কৃষিকার্য্য কোন স্থলেই হইতে পারে নাই, তাহার কোথায় খাটিয়া যাইবে? গবর্ণমেন্ট জেলা ও লোকাল বোর্ডকে গ্রাম্য পুষ্করী এবং নাস্তাদির মেরামত কার্য্যে এই সময় অর্থ ন্যস্ত করাটয়া দেওয়াটলে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। জেলা বা লোকাল বোর্ড বহুকাল ধরিয়া রোজশেষ আদায় করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন গ্রামেই উন্নয়নশীল কোন উন্নতিকর কার্য্য করেন

নাই। এই সময় গ্রামে গ্রামে রিজিকর কাণ্ড আরম্ভ হইলে গ্রাম্য স্বাহাফের বহুদিনের জরনা কলমার কতকটা সার্থকতাও হইতে পারিবে এবং এই অন্নকষ্টের দিনে বহু প্রাণী রক্ষা হইতে পারিবে। আরও তাবিবার কথা, গ্রামের যোদ্ধে সমস্ত পুষ্করের জল নিঃশেষ হইয়াছে ইহার পর পানীয় জলের উপায় কি হইবে?

অন্নকষ্ট এবং পানীয় জলের অভাবে ভীষণ মড়ক উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা কাতর কণ্ঠে সদাশয় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গের প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্ত চেষ্টা হউন, অনিশ্চিত নিরীহ পল্লীবাসী আবেদন নিবেদন করিতে আসেন না, তাহার চিরদিনই নীরবে মৃত্যুর কবাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যুদ্ধের জন্ত কাল কষ্টের অবস্থা মন্দীভূত—শস্যক্ষেত্র শস্যহীন—ম্যালেরিয়ার রাক্ষস মুষ্টি করাল মুখব্যানন করিয়া গ্রাস করিতে অগ্রসর—হায়! হায়! এ দুর্দিনে এ শকটে রক্ষার কোন উপায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

গবর্ণমেন্ট যদি শস্তেরও একটা দব নির্ধারণ করিয়া না দেন, তাহা হইলে অর্থ হোলুপগণ কদাচিৎ মজুত শস্ত সহজে বিক্রয় করিবে না, শস্ত না পাইলে সমগ্র দেশ উন্মাদ হইয়া উঠিবে, তখন পেটের দায়ে লোহা হওয়া উচিত নয়, এখন সমুদয় কাণ্ডও হইয়া উঠিতে পারে। চারিদিকে নূতন অশান্তি হইতে দেওয়া উচিত নহে, সেইজন্য স্বাহাফের সংস্থান আছে, তাহার এই দুর্দিনে স্বার্থ ত্যাগ না করিলে এবং গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে রিজিকের উপায় না করিলে বড় বিষময় ফল হইয়া উঠিতে পারে।

আমরা বহুবারই দেখাইয়াছি যে সমগ্র বাঙ্গালার প্রায় বার আনা হুসেই প্রতি বৎসরই

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

জলাভাবে লম্বা মট্ট হইয়া যায়, চারিদিকে যেমন রেলবিভাগের আরোহণ হইতেছে, সেইরূপ ক্যানালাদি দ্বারা এবং জলাশয়াদির সংকার দ্বারা কৃষির প্রধান উপকরণ জলের সুব্যবস্থা না করিলে এই অন্নকষ্টের জন্ত চিরকালই গভর্ণমেন্ট এবং দেশের লোককে বিব্রত হইতে হইবে এবং কোকশর হইবে। উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়,

জেলা বোর্ডে রোডশেসের গচ্ছিত টাকার

দ্বারা গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু সংকারের কাগজ

আরম্ভ করা। ইহা দ্বারা বহু লোকের জীবন

রক্ষা হইবে এবং গ্রাম্য পুষ্করিণীগুলির সংকার হইয়া থাকিলে, পরঃপ্রণালী পরিকল্পিত হইলে, জল কষ্টের সময় সেই সকল মাঠের পুষ্করিণী, খাল দিলের জলে কতক আবাদাদি হইয়া অনেকটা অন্নকষ্ট নিবারণিত হইতে পারিবে। শুদ্ধ আকাশবাহিনী জলের উপর এখন আর নির্ভর করিয়া থাকিবার দিন নাই। সুচারু বর্ষা এখন প্রায়ই হইতেছে না। কৃষিপ্রধান ভারতবাসীর যদি সকল স্থলে কৃষিকার্যোপযোগী জলের স্বচ্ছলতা থাকিত, তাহা হইলে লোকে কদাচই দেশ ছাড়িয়া দাসত্ব করিবার জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করিত না। উপযুপরি জলকষ্টে কৃষিকার্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই লোকে কৃষিকার্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং দাসত্বনিয়ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এভাবে কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত কঠোর রোদে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গবাদি পশুর অনাস্থাও যে কেমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, এই সকল দুঃভিক্ষ পীড়িত গবাদি দ্বারা পরবৎসর যে কিরূপে চাষ চলিতে পারে, তাহা ভাবিলে কৃষকের প্রাণ কালিয়া উঠে। তাই আমরা বারবার বলিতেছি যে, ক্যানালাদি যদি

এত সহজসাধ্য নাও হইতে পারে, তাহা হইলে গ্রাম্য পুষ্করিণী, খাল বিলাহির সংকার কার্যে পরবৎসর প্রভিবৎসর কিছু কিছু জেলা বোর্ড হইতে দিলেও সেই সকল সক্ষিত জলেও আবাদের অনেক সাহায্য হইতে পারিত। কিন্তু হায় আমাদের অদৃষ্ট, এ কাতর মন্থভেদী চীৎকার আমাদের শুনে কে?

(Special for "Businessman")

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—

প্রিমিয়ম টুপ পাউডার (আমেরিকান) প্রিপেয়ার্ড চক্— ৬ আঃ
ক্যাসিয়া পাউডার— ১ পাউণ্ড
অরিস রুট— ১ আঃ
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া ছোট ছোট কোটার লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিলেই হইল।

Pile-ointment.

অর্শের মগম।

পাউডার্ড গলনট— ২ ড্রাঃ
কর্পূর— ২ ড্রাঃ
মোম্ গলান— ১ আঃ
টিংচার ওপিয়াম— ২ ড্রাঃ
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট পটে লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে অর্শের বেদনা নাশ হইবে অথচ নির্দোষ।

Arnica Liniment

হুইট অয়েল— ১ পাইন্ট
টাং আর্নিকা— ২ টেবলস্পুন

আকাইয়া মিশ্রিত করিয়া লেবেল দাও, এইটি

বেদনা, কত, বাতের সন্ধিহীন বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাও ডাক্তার খানার প্রস্তুত করিয়া রাখিলে পেটেন্টের মত বিক্রয় হইতে পারে।
Soap for whitening the hands.

হস্ত পরিষ্কারের সাবান।

এই সাবানে হাত প্রক্ষালন করিলে হাত কোমল, এবং সুন্দর হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—

অডি কলম ভাল— আধ আউন্স
লেবুর রস— আধ আউন্স
ব্রাউন উইগার সাবানকে চাচিয়া আহারচূর্ণ ২টীর সহিত উত্তাপে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া সাবান প্রস্তুত করিয়া লও। যখন জমিয়া যাইবে, তখন এই সাবান প্রস্তুত হইবে। ইহা আমেরিকানগণ দ্বারা পরীক্ষিত এবং কার্যকারী।

Recipe for pain Remedy.

যন্ত্রণা নিবারক আরক।

“প্রিমিয়ম বজেট্” নামক একখানি আমেরিকান পুস্তকে দেখা যায় যে, এই ফরমুলার আদত কপিটা বহু মহত্ব ডলারে বিক্রয় হইয়া ছিল। যন্ত্রণা যে কোন প্রকারের হউক তাহাতেই ইহা অত্যন্ত কার্যকারী—

“One thousand dollars was paid for original copy of this remedy”

Premium Budget.

প্রস্তুত প্রণালী।

Alcohol 95 P. C.	1 quart
Gum Guaiac	1 ounce
Myrrh	1. 2 ounce.
Camphor	1. 2 „
Cayenne Pepper	1. 2 „
Landanum	1. 2 „

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Prepare with Tinctures.

A splendid remedy for Rheumatism, Cholera, Bowel complaints, Cough and Cold, Liver complaint, Colic, Toothache, Asthama, Cramps Sprain, Bruises &c. used both internally and externally. Dose for an adult 1/2 to one Teaspoonful.

বাগান প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

—:—:—

আগানের আবশ্যিক সকলেরই। বাগানের ক্ষমতা আছে, জমি আছে, তাঁহাদের বাগান করা বেশী কষ্টসাধ্য নয়। কিনিয়া ফল খাওয়া আর বাগানের ফল খাওয়া অনেক তফাৎ। লক্ষপতি কিনিয়া ফল আনিবেন, তাহা পরিমিত, আর দরিদ্র, একটি বাগান যার পুঞ্জী, সে অপরিমিত ফলে অধিকারী। পরকে ছুটি দিচ্ছে তার কোন কষ্ট হয় না। বাগান যে শুধু আমাদের ও নিজের ব্যবহারের জন্য তাও নয়, ইহা একটি প্রধান সম্পত্তি। একটি বাগানের আয়ে একটা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু অধ্যবসায় চাই—একটু বুদ্ধি চাই। সহজ উপায়ে বাগান প্রস্তুতের বিবরণ “পিপুল” চাষ প্রবন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু কি উপায়ে সামান্য ব্যয়ে একটা উৎকৃষ্ট বাগান প্রস্তুত করা হইতে পারে, তাহা লিখিতেছি।

আট কি দশ বিঘা জমি বাগানের জন্য নির্দিষ্ট করিবে। এ অপেক্ষা কম হইলে ও যে বাগান হয় না, এমন নহে, তবে সাধারণতঃ এই প্রকারের বাগান করাই কর্তব্য। প্রথমে জমির

চারি দিকে তিন হাত গভীর করিয়া খানা (কাঁচা বেড়) কাটাইবে। খানার মাটিতে উচ্চ পাড় বাধিয়া দিবে এবং সেই পাড়ের উপর সারি সারি বাবলা গাছ রোপন করিবে। এই বাবলা গাছের কাঁকে কাঁকে পিপুল লতা লাগাইয়া দিলে আপাততঃ বেড়া শক্ত হইবে, পিপুল বিক্রি করিয়া এবং পরিণামে বাবলা গাছ বিক্রি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে।

প্রথমতঃ বাগানের মধ্যে একটি পুকুর, তদাভাবে চারি কোনে চারিটা কুপ খনন করিবে। নির্দিষ্ট জমি এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চাষ দিয়া শ্রাবণ মাসে ৮ হাত অন্তর এক একটা কলার ছোট গাছ (চারি) পুতিবে। সে বৎসর আর কোন কার্য করিবে না। কেবল নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক দিকে একটি চোকা ভাল রক্তম চাষ ও সার দিয়া আম, কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতির বীজ পুতিবে এক বৎসর চারা তুলিবে না। মধ্যে মধ্যে নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক বৎসর গতে বৈশাখ মাসে, চারার এক দিকে খুঁড়িয়া তীক্ষ্ণ ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা চারার মূলটী অতি সতর্কতা সহকারে কাটিয়া দিবে। এই মূল কাটা চারাকে “ধাষি করা” গাছে বলে। অনেকে কলমও ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কলমাপেক্ষা “ধাষি করা” গাছ বেশী ফল হইয়া থাকে। গোড়ার পুনরায় মাটি চাপা দিয়া শক্ত করিয়া দিবে। আবার মাসে বাগানের কার্য আরম্ভ করিবে। বাগানের চারিদিকে সারি করিয়া চারা বসাইবার নিয়ম। চারা পুতিবার তিন মাস পূর্বে বেহানে চারা বসিবে, সেই সেই স্থানে দুই হাত গভীর এবং এক হাত গোলাকার এক একটা গর্ত খনন করিয়া তাহার নিম্নে ও উপরে পলী মাটি দিয়া পূর্ণ রাখিবে। চারা পুতিবার ৬ দিন পূর্বে আবার সেই মাটি

খুঁড়িয়া সমান করিয়া দিয়া চারা পুতিবে। বর্ষাকালে একবারে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি বাগানে পুতিলে অতি দীর্ঘ বাগান হয়।

পূর্বে কলা পুতিয়া রাখা দক্ষণ জমি দিয়া সরস থাকে, অথচ প্রচুর লাভ। প্রবাদ আছে ৩৬৫ খাড় কলা থাকিলে প্রতিদিন ১ টীকা লাভ হয়। কলার পাতা কাটা কলের পক্ষে অনিষ্টজনক। এজন্য কলা হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে পাতা কাটা বন্ধ করিতে হয়। কলাতে কোন পাইট খরচ নাই। কেবল যে গাছটার কলা ও খোড় কাটা হইল, সেই গাছের মূল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে এতোক বারই অধিক ও পুষ্ট কলা জন্মিবে। বাগানের মধ্যস্থলে একখানা ঘর তুলিবে, তাহাতে বসিবার ও কৃষিকার্যের যন্ত্রাদি রাখা হইয়া থাকে। ই একটা নরনা-নন্দকর দেখিবার জিনিসও থাকা চাই। আগামীতে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সমর।

শ্রীজানকীনাথ সমাদরি।

Varnish—Water proof. জল সহনশীল বার্নিস্।

—:—:—

অয়েলটারপেনটাইন—	১ পাউণ্ড
লিথারেজ—	১০ পাউণ্ড
তিসির তৈল—	১ পাউণ্ড

এই তালিকে একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে, যখন বেশ একত্রে মিশিয়া যাইবে, তখন নামাইয়া তীক্ষ্ণ গরম থাকিতে থাকিতে ক্রস দ্বারা লাগাইতে হইবে। এরূপ বার্নিস, পালের কাপড়, পরদার কাপড় প্রভৃতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

সহজে জল পূর্ণ করিতে পারে না এবং হারি হয়, কাঁচের পাটিন বা দেওয়াল প্রভৃতিতে লাগাইলে ভাল নষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা আর একটা সুন্দর কাজ হইতে পারে। পুরান পরম্ভেটি, পরিখানা প্রভৃতিতে ২০ কোট লাগাইয়া শুক করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট ওয়াটার প্রক্ কোটের কার্য্য জলপূর্ণ হইবে। আনাবের বেশের বাঁহাদিগকে বাহিরে বর্ষাকালে কাজ করিতে হয়, তাঁহারা এইরূপে ইহার সাহায্য করিতে পারেন। লিথারেজ রংয়ের দোকানে, ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

German Polish for boots & shoes.

জার্মান পালিস।

—:~::~—

প্রথমে খেঁচ মোম একটুকরা লইয়া ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট টুকরা করিয়া ফেল, তাহার পর ইহাকে একটা টিনের অথবা মাটির পাত্রে রাখিয়া ইহার উপর ততটুকু টারপিন দাও, যাঁহা দ্বারা উপরোক্ত ক্ষুদ্র মোম খণ্ডগুলি বেশ ঢাকিয়া যায়। তাহার পর পাত্রটার মুখ উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কোম একস্থানে রাখিয়া দাও। ইতি মধ্যে এই টারপিন এবং মোমটা গলিয়া ঠিক কাদার মত হইয়া আছে দেখিতে পাইবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যটাকে খুবস্থান Animal Charcoal এনিমেল চারকোল বা জাতব করলা চূর্ণ এরূপ পরিমাণে দিয়া মিশ্রিত কর, যেন বেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এখন হইয়া গেল আর কি। এটা দিয়া কাল জ্বাট Paste এর মত হইল, তাহাকে পাত্র হইতে তুলিয়া ছোট ছোট চৌকা টিনের ঢাকনী ওয়ালা বাক্সে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দাও, তাহাতে

লেবেনাদি দিয়া বিক্রয়যোগ্য করিতে হইবে, ব্যবহার বিধি:—

যখন আবশ্যক, এক বাঁশ ছুরির ডগা দ্বারা প্রয়োজন মত একটু তুলিয়া লইয়া, কাল জুতা ও বুটের আগে মাটা কাদা ছাড়িয়া মুছিয়া ক্রম দ্বারা সামান্য লাগাইয়া একটু পরে সামান্য ক্রম করিয়া দিলেই উজ্জল হইবে। এই জরাজীর্ণ প্রণালীর প্রস্তুত জুতার কালীতে অল্প পরিমাণে উত্তম কাজ হইয়া থাকে। ইহাতে যে টারপিন থাকে, তাহা শীঘ্রই উবিয়া যায়, এবং উৎকৃষ্ট উজ্জল কাল বার্নিসটা পড়িয়া থাকে। সুতরাং জুতার মাথাইয়া পরে আর টারপিনের তীব্র গন্ধ থাকে না। এই পেট যদি শুক হইয়া যায়, তাহা হইলে একটু টারপিন মিশাইলেই ব্যবহারযোগ্য হইবে। এসকল দ্রব্য অনায়াসে এদেশেও করা যায়, কারণ সমস্ত মাংস মসলা এদেশেও জলন্ত নহে। Animal Charcoal রঙ্গের দোকানে এবং ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইবে।

—

লিখিবার কালী ধারাপ হইয়া যাইলে তাহার চিকিৎসা। লিখিতে লিখিতে দোয়াতের এবং বোতলের কালিও অনেক সময় বদলায় হয়। ইহার প্রতিকারের উপায়, এক পাইটে কিং Impure Carbonate of potass দিলেই সমস্ত কালীটা যেমন সোডা আসিডে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পর দেখিবে, কালী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। ঠিক যেন নূতন কালী। সূত্র:—এই কার্বনেট পটাস ছোট ছোট কাগজের বাগে পুরিয়া আকিসে আকিসে বিক্রয় করিলে ইহার আদর যে কেন হইবে না, বুঝিতে পারি না। নিজেদের কোন নাম দিয়া ইহাও পেটেন্ট আকারে বিক্রয় করা যায়, অসম্ভব নহে।

How to make smelling Bottle.

Take equal quantity of Sal ammoniac and unstacked lime, pound them seperately and then mix and put them in a bottle or Phial. Then drop in 2 to 4 Drops of essence of Bergamot and cork the bottle close.

Domestic R. Book.

—o—

Almond Paste.

“আলমন্ড পেট” জিনিসটা বাধান হইতে প্রস্তুত, মুখে বাঁহাদের অভিশয় ত্রণ হয়, মুখ শুক হইয়া কদাকার হইয়া উঠে, তেমন ক্রী পুরুষের ইহা একটা উৎকৃষ্ট নিরামদ ঔষধ।

প্রস্তুত প্রণালী।

Bitter Almond,

বা তিক্ত বাদাম চূর্ণ—

১ আঃ

মালি চূর্ণ—

১ আউন্স

মধু—

সপ্তাংশ।

প্রথমে বাদাম গুলিকে পিসিয়া খুব মিহি শুড়ায় পরিণত করিতে হইবে, তাহার পর আলির সহিত মিশাইয়া পরিমাণ মত মধু মিশাইতে হইবে, যেন ইহা বেশ আটার মত হইয়া পীড়ায়। শরনের সময় মুখে অঙ্গুলি দ্বারা লাগাইয়া সকালে খেঁচ করিলেই উত্তীর্ণ হইবে। এইরূপে মুখের চর্চা কোমল হইবে এবং ত্রণ হইবে না। প্রত্যহ বাবুয়ানার খাতির মুখে সাবান মাখিলে চর্চের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। মুখে যদি ডেলা তেল ভাব থাকে, একটু বেশর দিলে অবিলম্বে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমাদের সেকালের ব্যবস্থা ই ভাল। ফাশন মিথিতে বাইয়াইত আমরা ধনে প্রাণে দ্বারা বাইতেছি। প্রভৃতিটা ক্রমে ক্রমে দেশীয় অঙ্গে ব্যত করিতে হইবে, তাহাতে আমাদের নিজের এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

লক্ষণপুর

শিব-কানী মন্দির

—:—

অতি প্রাচীন কাল হইতে মেদিনীপুর জেলার লক্ষণপুর নামক গ্রামে শিবকানী একটা মন্দির এবং অতিথি শালা স্থাপিত আছে, এই মন্দিরটা একটা রাজপথের পার্শ্বদেশেই সংস্থাপিত। বোধ হয় বহু দূরগত পথিক গণের সুবিধার জন্যই মন্দির সংগম এই অতিথিশালাটির ব্যবস্থা ছিল। এই মন্দির সংরক্ষণার্থ এবং ইহার ব্যয় পরিচালনাখ বাহাদের উপর ভার ছিল, এক্ষণে তাঁহার কালের করালগ্রাসে নিহীত হইয়াছেন, সেই জন্যই মন্দিরটির হৃদশা এবং দূরগত পাহরণের একমাত্র আশ্রয় স্থল অতিথি শালাটা লুপ্ত প্রায় হইয়া বসিয়াছে। এক্ষণে নিকটস্থ গ্রামবাসী ভক্তলোকগণ উপরোক্ত মন্দির সংরক্ষণগণের বংশের একমাত্র বংশধরকে আশ্রয় করিয়া এই মন্দির এবং অতিথি শালাটির জীর্নসংস্কারের জন্য বন্ধ পরিকর হইয়াছেন। কিন্তু পল্লীগ্রাম বাসীর অবস্থা কাহারও অবদিত নাই। সেইজন্য উত্তোগীগণ সমগ্র বাঙ্গালার ধর্মপ্রাণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্তি এবং দেব মন্দিরটা সংস্কারের জন্য বাহার যেমন সাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিলে এই মহৎ কার্যটা সুসম্পন্ন হইতে পারে। যিনি বাহা কিছু দান করিবেন, তাহাই অতি কৃতজ্ঞতাসহকারে গ্রহীত হইবে। প্রত্যেক ৩ মাস অন্তর সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকার সংগ্রহিত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার প্রকাশ করা যাইবে। এসেই হিন্দুর দেশ, অতি ধর্মকিঞ্চিৎ রাজ দান করিলেও বড় বড় কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, আমরা আশাকরি বঙ্গীনা দেশের এত হিন্দু অতিথি থাকিতে

উত্তোগীগণের ক্ষুদ্র আর্থনা উপেক্ষিত হইবে না। যিনি বাহা কিছু দান করিবেন, তিনি যেন কলিকাতা ললিত প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারীর নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া প্রাচীন হিন্দু মন্দির এবং অতিথিশালাটি রক্ষা করেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা,
শ্রীললিত মোহন রায়।

২৫১২ এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট
বহুবাজার পোঃ কলিকাতা

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:—

মারবেল পরিষ্কার করিবার উপায়।—
সোডা ২ ভাগ, পিউমিস স্টোন চূর্ণ ১ ভাগ, খাড়ি চূর্ণ ১ ভাগ। মিহি চালনার দ্বারা চালিয়া লও। উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত কর। মারবেলের উপরে রীতিমত ঘষিতে থাক। তৈলাক্ত দাগ উঠিয়া যাইবে, পরে সাবান ও জলের দ্বারা রীতিমত ধোত করিয়া ফেল। মারবেল পরিষ্কার হইবে।

জটিমনি ট্রাইক্লোরাইড ও ১ কোয়ার্ট জলে ২ আউন্স অক্সালিক এসিডের দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা দিয়া কাদার মত কর। মারবেলের যে স্থানে কালির দাগ পড়িয়াছে, সেই স্থানে উক্ত পদার্থ চাপা দিয়া কয়েক দিন রাখিলেই কালীর দাগ উঠিয়া যাইবে।

চিতি বা ছাতা নষ্ট করিবার উপায়।—
সাঁতাতা স্থানে কাপড় চোপড় থাকিলে অনেক সময়ে কাপড়ে ছাতা পড়ে ও গুমো গন্ধ ছাড়ে। ইহাতে কাপড় চোপড় ও পুস্তক ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। একটা পাত্রের

বাটিতে বা বাটির সমান্তরে পাখুর চূর্ণ রাখিয়া আলমারিতে বা কাপড়ের বাসন্তে রাখিয়া দাও; অবশ্য চূর্ণ ঢাকা দিয়া রাখিবে, নতুবা ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইবে ও কাপড়ে চোপড়ে লাগিয়া জিনিষ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিছুদিন রাখিবার পর চূর্ণ গুলি ওড়া হইয়া যাইলেই আবার নূতন চূর্ণ দিবে। চূর্ণ রাখিয়া দিলে ছাতা ত পড়েই না, অধিকন্তু পোকা ইত্যাদিতে কাপড় চোপড় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। রেশমের কাপড়ে ছাতা ধরিয়া যাইলে, একটু ক্লানেল হইকিতে ডুবাইয়া উক্ত স্থানে লাগাইয়া দাও, পরে রেশমের উল্টা পিটে একটা ভিজো ন্যাকড়া চাপা দিয়া ইল্লি করিয়া দাও। দেখিলে, রেশম অত্যন্তল বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মৎস্ত ধরিবার জাল রক্ষা করিবার উপায়।
—এক পাউণ্ড পরিষ্কার শিরিস শীতল জলে ফেলিয়া নরম করিয়া লও। ১০ গ্যালন জলে অর্ধ পাউণ্ড সাধারণ বারসোপ গুলিয়া উক্ত জল গরম করতঃ ঐ শিরিস গুলিয়া লও। প্রথমতঃ জলে উত্তমরূপে জাল খানি ধোত করতঃ উক্ত শিরিসের জলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল ফুটাইতে থাক। পরে সনাক্ত রাজি হাওয়ার মেলিয়া দাও। পর দিন ৫ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড ফটকরি ফেলিয়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও, জল যখন বেশ ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহা নামাইয়া জালটি তাহাতে তিন ঘণ্টা আন্দাজ ডুবাইয়া রাখ। পরে জাল নিংড়াইয়া, সাধারণতঃ জালে যেদূর কস লাগাইতে হয়, অর্থাৎ গাব ফলের কসে ডুবাইয়া লও। এই প্রক্রিয়ার জাল অনেকদিন পর্যন্ত শক্ত থাকে, শীঘ্র পচিয়া ধীর না। অনেক প্রথমে সূতা এই উপায়ে প্রস্তুত করিয়া শেষে সেই সূতাতে জাল প্রস্তুত করে; ইহাতে জাল আরও ভাল হয়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

পুতক হইতে ছাতার দাগ নষ্ট করিবার উপায়।—১ পাইট জলে ১ আউন্স জিলাটিন করেক ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখ। আর ১ পাইট জলে মাখিবার সাবান ১ আউন্স গুলিয়া লও। এই দুই পাইট জল মিশ্রিত করতঃ অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ কর। বেশ মিশ্রিত হইয়া যাউলে উত্তাপ বন্ধ কর। ২ আউন্স জলে ১ ড্রাম কটকিরি গুলিয়া উক্ত সাবান ও জিলাটিনের জলে ঢালিয়া দাও যখন এই মিশ্রিত জল ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তখন আন্তে আন্তে শুষ্ক অগ্নীর অংশ টুকু পাত্রান্তরে রাখ। একটা শক্ত পালকে করিয়া উক্ত জল দাগ ধরা স্থানে লাগাইয়া দাও। যদি অনেক দিনের দাগ হয়, তাহা হইলে ৩ঃ বার উপরি উপরি লাগাইলেই দাগ বিদূরিত হইবে। এট জলে অন্ন পরিমাণ—স্পিরিট অফ ওয়াইন ঢালিয়া দিলে, ইহা অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

বিবিধ তথ্য।

—:—

রেশম শিল্প।—সেদিন বহরমপুরের বহুতা প্রদেশে লর্ড কারমাইকেল এদেশের রেশম শিল্প সম্বন্ধে বহু পুরাতন স্থিতি আগাইয়া তুলিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—একদিন জঙ্গীপুর, বহরমপুর কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেশনী কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি বিসৃপ্ত হইয়াছে। এখনও গবর্ণমেন্ট এদেশের রেশম শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত সে চেষ্টার সফলতা দেখা যায় নাই। শুধু রেশম বলিয়া

নহে, অনেক গৃহ শিল্প সম্বন্ধেই হইতেছে। লাট সাহেব বলিয়াছেন, এবার কলিকাতার একটা শিল্পালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আশার কথা বটে, দেখা যাউক কলে কি হয়।

বালুগাই গজা।—ফ্রান্সে এদেশীয় সিপাহী লৈকগণের সে দেশীয় মিঠার ভাল লাগে না—কৃতিকরও নহে, পুষ্টিকরও নহে। তাই ফ্রান্সে এই সব সিপাহীগণের জন্ত এক এদেশীয় মিঠাঘরের দোকান খুদিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এদেশীয় হালুটকরই এই দোকানে খাজা গজা মণ্ডা মিঠাই তৈয়ার করিবে। ইহাতে বিস্তর ব্যয় পড়িবে বটে, কিন্তু সিপাহীগণের জন্ত ইহা বিশেষ আবশ্যক; সুতরাং বায়ের কথা ধর্তব্যই হইবে না। মুক্তও যেমন অপূর্ণ, এ অবস্থাও তেমনি অপূর্ণ বটে। অনেক ফরাসীও ভারতীয় গজা খাজা খাইয়া ধস্ত হইবে।

অলঙ্কারের লোভে শিশুহত্যা।

অলঙ্কারের লোভে শিশুহত্যা যুক্তপ্রদেশে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। এদেশেও যে না হয়, তাহা নহে। সম্প্রতি তথাকার ছোটলাট স্তর জেমস মেটন যুক্তপ্রদেশের সম্রাট অধিবাসীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া এক 'ইত্তাহার' জারি করিয়াছেন। ইত্তাহারে সম্রাট ব্যক্তিদিগকে অজ্ঞরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের শিশুদিগের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইবার প্রথা উঠাইয়া দি। তাঁহারা ইহা তুলিয়া দিলে দেশের জনসাধারণও শিশুদিগকে আর অলঙ্কার পরাইবে না। শিশুদিগকে অলঙ্কারের লোভে মেরুপ খন খন হত্যা করা হইতেছে, তাহাতে এই প্রধার বিলোপ সাধন শীঘ্রই করা উচিত। স্তর জেমস

মেটনের এই অজ্ঞরোধ কেবল যুক্তপ্রদেশে কেন, সকল প্রদেশেরই অধিবাসীদিগকে রক্ষা করা উচিত। এই জেলীর স্বত্বাধিকারিণী আরই লোক লোচনের অভ্যাসে তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবসার পরিচালন করে। তাহার সহজে ধরা পড়ে না। সুতরাং স্তর জেমস মেটনের প্রস্তাবিত পহার শিশুহত্যার প্রতীকার হও-য়াই সম্ভব।

১২১ বর্ষ পরমায়ু।

এ কি কথা শুনি আজি বাৎসরিক যুগে, শতাব্দিক পরমায়ু বোর কলিযুগে—

সত্য সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই অকাল মৃত্যুর দিনে এখন লোকে শতাব্দিক বর্ষ বাচিয়া আছে,—এ কথা যেন স্বপ্ন বলি-মই মনে হয়। পাবনা জেলার রাইশিমুল গ্রামে ভোগানাথ হালদার যমকে কাছে জেসিতে দেন না। তাঁহার বয়স ১২১ বৎসর। কাজকর্মে বেশ পটু, দেখিতেও আবার ত্রিশ বৎসরের যুৎকের মত। ভোগানাথ! তুমি কোন পথে চলিয়া, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছ, সেই ব্রহ্ম শিক্তি ভারতবাসীকে শিখাইয়া দাও। তোমার নাম ভারতে অক্ষর হইবে।

মুদ্রাযন্ত্র বিধির সংস্কার।

মুদ্রাযন্ত্রের বিধান-অনুসারে মুদ্রিত কাগজ-মাত্রেরই মুদ্রাকরের নাম, মুদ্রাযন্ত্রের নাম ও যে স্থানে ঐ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানের নাম মুদ্রিত করা উচিত। কিন্তু রেলগুয়ে বা ট্রামগুয়ের টিকিটের জার মুদ্রাকার কাগজে ঐ সকল বিবরণ স্থানান্তরে মুদ্রিত হয় না। সুতরাং আইনের মৰ্যাদা লঙ্ঘিত হয় না। গত শীতকালে বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মুদ্রা

ছাত্রদের বার্ষিক সর্কস মূল্য এই মাস হইতে আর নাইব না।

৮৫:—৪

মূল্য অনেক কম। Cochin China ইহতেই France-এর সমস্ত গম আইসে। এখন সর্বোপেক্ষ সুবিধা হইল এই যে Cochin China হইতে গমের আনদানী কম হইলেও করানী-বাসীরা তাহাতে ভীত হইবে না, চাউলের গুঁড়ার দ্বারা তাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। এই উপায়ে France-এর প্রতি বৎসর যথেষ্ট আর্থিক লাভও হইবে।

সংগ্রহ।

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

বটকীর।

ডাক্তার শ্রীরাধাধর নাগ লিখিত—

—•••••—

বটগাছের শাখা ও পাতা ভাঙ্গিলে যে শ্বেতবর্ণ আঠা নির্গত হয়, তাহাই বটকীর।

বটকীর সঞ্চকে পূর্বে চিকিৎসা-সম্মিলনী নামক ডাক্তারি মাসিক পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সেই প্রবন্ধ দৃষ্টে কতিপয় স্থলে বটকীর ব্যবহার করিয়া ইহার যাহা ক্রিয়াদি জানিতে পারিয়াছি নিয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদের হিন্দুস্থানে ভগবান যে কত অমূল্য দ্রব্য মানবের তরে রক্ষিত করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। পরম ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত সম্রাট আকবর সাহ নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ! ঈশ্বর হিন্দুস্থানের প্রতি বড়ই দয়ালু, একটা ফলের ভিতর কেমন এক খণ্ড রুটী ও এক পোয়ালা সুশীতল পানি রাখিয়াছেন। প্রকৃত কথাই তাই, বজের কবি শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন “ধন ধাত্তে পুষ্পভরা আমাদের এ বনুকরা” প্রকৃতই আমাদের “লোণার ভারত,”। ভারতের

মাটিতেই আমাদের আশার সকল বস্তুই পাইয়া থাকি। কিন্তু আমরা এমনি অন্ধ, এমনই বিলাসী যে, সমুদ্র পারের বিজাতীয় খাদ্য ভিন্ন অন্য পথো মন রাখিতে পারি না। কত দিনে বঙ্গবাসী এই অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিবেন বলা যায় না। আগে যখন বিলাতী খাদ্য আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না, তখন কি মাহুষের মৃত্যু সংখ্যা বেশী ছিল? কখনই না। যখন ভারত অন্ধকরণ প্রিয় ছিল না, বিলাসী ছিল না, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে আহাৰ্যাদি গ্রহণ করিত তখনকার দিনে এখন অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয়ই কম ছিল। তখন সামান্য রোগে গৃহিণীরা কেবল মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই শীঘ্র আরোগ্য করিতেন।

এখন সে গৃহিণীও নাই, সব কালের সঙ্গে মিশিয়া গেছে। সেকালের গৃহিণীর পরিবর্তে এখন “নভেল নায়িকার, আদিভাবেই দেশের মহা হুগতি। তবে উপস্থিত সময়ে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হওয়ার পরস্পর জ্ঞান বিনিময় দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইতেছে। স্বাস্থ্য সন্নাচার সম্পাদক মহাশয় বাংলার স্বাস্থ্যবিষয়ক মানিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবিষয়ে দেশবাসীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এক বিষয় বলিব বলিয়া অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, উপস্থিত পূর্ণধর্মিত বটকীর নামক দ্রব্যের গুণাবলী লিখিতেছি।

ইহার ক্রিয়া :—স্ফোটক, বলকারক, রক্তজনক, পরিপাক শক্তি বর্ধক, শ্রায়বীর উত্তেজক ও পোষক।

মাত্রা ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা—

আময়িক প্রয়োগ—নানাবিধ পাকশয় সংক্রান্ত রোগে ও অন্ত্রের রোগ সমূহে যে স্থলে হৃৎক প্রয়োগ নিষিদ্ধ, সে স্থলে বটকীর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ২০

ফোঁটা বটকীর প্রায় তিন পোয়া হৃৎক সমান কার্য করে অথচ ইহাতে হৃৎকের সারক ক্রিয়া বর্তমান নাই। প্রত্যেক বারে এক ছটাক বিত্তর জলের সহিত ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করা হইতে পারে। এতদ্বিন্ন ইহার স্ফোটক গুণ বর্তমান থাকায় ইহা উদরাময় এবং আমাতিসার রোগেও উৎকর্ষ কার্য করিয়া থাকে।

রোগান্তে দৌর্জল্যাবস্থায় ইহা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ও পোষক ক্রিয়ার দ্বারা ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

নীরক্তাবস্থা রোগে বিশেষতঃ তাহার সহিত অজীর্ণাদি রোগ বর্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহারে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে যখন কোন দ্রব্যই পাকশয়ে জীর্ণ হয় না অথবা বমি হইয়া যায় সে স্থলে বটকীর অতীব পুষ্টিকর পথ্যরূপে দেওয়া হইতে পারে।

ইহা শ্রায়ুসমূহের বলকারক, অতএব দায়বিক দৌর্জল্যে ইহা ব্যবহার করা হইতে পারে। এই রোগে অল্প চিনির পানার সহিত বটকীর ব্যবহার করা সুবিধাজনক, কারণ চিনি সংযুক্ত হইলে আশ্বাদও ভাল হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বৈশিষ্ট্য থাকে না। যদি কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়, তবে মধ্যে মধ্যে পাকা বেল ও পেপে ব্যবহারে তাহা নিবারিত হয়।

অল্প পরিমাণে শ্রায়বিক উত্তেজক ক্রিয়া থাকার স্বজন্ম রোগেও সকল সময় উপকার করে।

স্বপ্ন বিকার বা স্বপ্নদোষ নামক বাংলার এক প্রধান রোগে ইহা উপকারক। ব্রহ্মচর্য-ব্রত পরিত্যাগকারী পাপসক্ত বঙ্গযুবকগণের ইহা পরম সুহৃৎ। আমি অনেকগুলি এই রোগগ্রস্ত রোগীকে একেসিয়ার মত সহযোগে বটকীর প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছি।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বাহাদুর শরীর পোষণাভায়ে শীর্ণ এবং দুর্বল, তাহার। ইহা সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হইয়া শীর্ণতা দূর হইয়া যায়।

ইহা সেবনে কোনরূপ কষ্ট বা খারাপ আবাদ নাই। শিশুরাও অনায়াসে সেবন করিতে পারে। ইহা সরুপ ভাবের বিষাক্ত দ্রব্য নহে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া ফেলিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক মহোদয়গণ ইহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষার কল স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত করিলে বাঞ্ছিত হইব।

হরিদ্রার ব্যবহার।

—:—

হরিদ্রা হিন্দুগণের মধ্যে একটি মঙ্গল্য দ্রব্য। আমরা যে কোন নঙ্গল কার্যের অনুষ্ঠান করি না কেন, আমরা সেই মঙ্গল কার্যের দিনে জীপুত্র পরিবারবর্গকে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকি। ইহা মাখিলে গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, ত্বকে ক্রোধ থাকিতে পায় না—সাধারণে হরিদ্রার এইমাত্র ব্যবহার জানেন, অথবা হরিদ্রা তরকারী, মাছ, ডাউল প্রভৃতি খাওয়া দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা এইমাত্র জানি। কিন্তু নানা কঠিন পীড়ায় হরিদ্রা যে ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা জানি না। কিছু পূর্বে পল্লীগ্রামবাসী অনেক গৃহস্থ হরিদ্রার কুমিনাশিনী শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। তখন বাটার প্রাচীনা জীলোকেরা বালকদিগের কুমি ও জ্বর নাশ করিবার জন্ত তাড়াদিগকে মধ্যে মধ্যে আনারসের কৌক, চিরতার জল, নালতের কোল, ও গুড়ের সহিত কাঁচা হলুদ খাইতে দিতেন। আজ কাল গায়ে সাবান মাখা যেমন স্বাস্থ্যকর ও বর্ণকর বলিয়া লোকের

ধারণা হইয়াছে এবং প্রতিদিন সাবান মাখা যেমন স্বাস্থ্যকর একটি অভ্যাস—কিছু পূর্বে কালে মান, অভ্যাস ব্যায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্য-রক্ষার অঙ্গের মধ্যে উত্তম ও একটি অঙ্গ ছিল। আয়ুর্বেদে আছে উত্তম কফ নাশক, শরীরে মেদ বৃদ্ধি হইতে দেয় না, শুক্লজনক, বলকর, রক্ত বৃদ্ধিকারী, গাত্র ত্বকের প্রসাদনকারী, মুণের শ্রী ও শোভাবর্দ্ধক এবং মুণে ব্রণাদি জন্মিতে দেয় না। সেকালে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত পোকে প্রতিদিন চক্ষে অল্পন দিত, মাথার রোগ না হয় এজন্ত প্রতিদিন চৈষজ্য নস্ত্র ব্যবহার ও চৈষজ্য ধূমপান করিত, গাত্র চন্দনাদি অমুলেপন দিত, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্ত বস্তিকর্ম্ম করিত এবং অপরাপর বিবিধ প্রকারের নিত্যক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্য সর্জনিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা যাহা যে রক্ষার প্রয়োজন একথা এতদ্বারে ভুলিয়া গিয়াছি। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত আমাদের মধ্যে কোন অনুষ্ঠানই নাই। পূর্বে উত্তম নানা প্রকারের দ্রব্যে হইতে—তন্মধ্যে হরিদ্রা দ্বারা উদ্বর্তনই শ্রেষ্ঠ। উদ্বর্তনের যে যে গুণ শাস্ত্রে আছে—হরিদ্রোদবর্তনে সে সমুদয় গুণই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদ্রা মাখিলে শরীরের বর্ণ অতি পরিষ্কার হয় বলিয়া ইহার সংস্কৃত নাম “বরবর্ণিনী”।

ভাবপ্রকাশে আছে—হরিদ্রা কুমিনাশক, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফপিত্ত নাশক—বর্ণকর—ত্বকদোষ নষ্টকারী, মেহ, রক্তপিত্ত, শোণ, পাণ্ডু ও ব্রণনাশক। মেহ রোগের অনুপানে আমরা কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু দ্ব্যবস্থা করি শোথে আজকাল ডাক্তারেরা ও কেহ কেহ হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কঠিন কঠিন ব্যাধিও হরিদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। নাকের ঘায়ে হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ছাই দিলে নাকের ঘা আরাম হইতে

দেখা গিয়াছে। হরিদ্রার সকল প্রকার পোকা বা বীজাণু নষ্ট করে। মাছে নুন হলুদ মাখাইয়া রাখিলে সে মাছ পচিয়া যায় না। ইহার পচন নিবারণ শক্তি অতিশয়। গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে অনেকে হলুদ গুলিয়া সেই মাটিতে ছিটা দেয়। ইহা অপরাপর দ্রব্যের সহিত নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হরিদ্রার পচন ক্রিয়া নিবারণ করে ও পোকা নষ্ট করে বলিয়া চামানেরা চাম প্রস্তুত কার্গো হরিদ্রা ব্যবহার করে।

স্বাঃ সঃ

কলেরার মহৌষধ।

মিষ্টার জে, ও ডেনিং “গোণ্ডা” পত্রে লিখিতেছেন—কলেরার নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্যবহারে করিয়া আমি প্রত্যক্ষকল পাইয়াছি। যতগুলি রোগীকে আমি এই ঔষধ দিয়াছি প্রত্যেকই আরোগ্য হইয়াছে।

স্পিরিট ক্যাম্পার (Strong) ৬ আউন্স
টিকার ওপিয়ম—৩ আউন্স স্পিরিট এমোনিয়া
এরোম্যাটিক—১ আউন্স তিনে মিশ্রিত করিয়া
“মিস্জার” প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ, বয়স
ব্যক্তির পক্ষে, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ৩০
ফোঁটা। প্রত্যেকবার বার্ন দাস্ত হইবার ২০
মিনিট পরে সেবন করাইবে। যতক্ষণ বর্ম
ও দাস্ত বন্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ ভাবে
খাওয়াইবে। রোগীর তৃষ্ণা থাকিলে কখনও
কখনও অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল শান করিতে
দিবে। বেশী জল না দেওয়াই ভাল।

বমন দাস্ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাটলে
রোগীর কৃচ্চী এবং কোমর ও মাজা প্রভৃতি
স্থানে গরম কাপড় অথবা গরম জলের পোতলে
শেক দিবে। ক্যাম্পার ও ওপিয়মের দ্বারা
কলেরা বন্ধ হয়, কিন্তু পরেই নাড়ী বাইবার
বিশেষ সম্ভাবনা আছে, সেই জন্ত ঔষধের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, ২৫ তারিখ লউন।

সহিত এমেনিয়ার ব্যবস্থা আছে। ভেদ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া বাইবার পর ঠাণ্ডা ভলে কয়েক ফোটা এমেনিয়া দিয়া উহা উৎপাদন করাষ্টলে রোগীর নাড়ী ঠিক থাকে।

পথ্য—কলেরা বন্ধ হইবার পর খাণ্ডি চূর্ণ উত্তন রূপে জল দিয়া (অর্থাৎ সম পরিমাণ জল মিশাইয়া দ্রব করা) রোগীকে পান করাষ্টবে, প্রথমে এক চামচের অধিক দিবে না। পরে যেমন রোগী ক্রমে একটু একটু বলা পাইতে থাকবে অমনই সঙ্গে সঙ্গে চামচ হিসাবে পরিমাণ বাড়াইবে।

Homœopathic.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:—:—

রোগিণীর বয়স ২২২৩ বৎসর। উজ্জল শ্রমবর্ণ, মোটা শরীর একটা ৬৭ বৎসরের সমতুল্য আছে। আর সন্তানাদি হয় নাই।

উপসর্গ—সে বলে যে, তাহার মাথা ব্রতের যেন সর্বদাই হাতুড়ির দ্বারা ঘা লাগত। একজন্ম রাত্রে দিনে সোয়াপ্তি নাট, বুক খড় কড় করে, দাঁড়াইলে পদদ্বয় ক্লান্তি অনুভব করে।

রক্ষা: সম্বন্ধে কোন গোলোযোগ নাই, মংগার উপর হাত দিলে গরম বোধ হয়, দাঁড়াইলে, চলিলে মাথা ঘোরে।

উপায়ে নেত্রাম, ইগনেনিয়া লাকেসিস্ সলজার প্রভৃতি দিয়া স্ক্রল হয় নাই।

অনেক অধুসন্ধানেও পর জানা গেল যে, রক্ষা: নিঃসরণ ঈবং কালতে এবং জমাট পোড়ায়।

চায়না ৩০

২ দিন প্রাতে এক একটা করিয়া মোবিউল। রোগিণী ইহাতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন সে কাজকর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

একটি পরামর্শ প্রার্থনা।

শিশুর বয়স ৫ বৎসর। উজ্জল শ্রমবর্ণ, ক্ষীণ শরীর। যকৃতের একটু দোষ আছে, হৃৎ পদ জালা প্রভৃতি লক্ষণ আছে। ম্যাপেরিয়ার সময় জ্বর হইয়া থাকে, এখন জ্বর হয় না। কিন্তু শিশু খার দায়, শরীরের পুষ্টি নাট, পেট পাড়ের মত ক্ষীণ, প্রায়ই কঠিন মল। উজ্জল শ্রমবর্ণ হইলেও বান্ধা, কোড়া প্রভৃতির জন্ম গাত্র বর্গ এখন মগীল। নাড়ী অনমান, মনে হয়, যেন মধ্যে বন্ধ হইতেছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শিশুর উৎকর্ষ দেখা যায় না। খেলা করে।

একটি বিশেষত্ব, রাত্রে শয়ন করিলেই স্কন্ধ হইতে হাতের অঙ্গুলি পর্যন্ত প্রচুর ঘর্ম হইতে থাকে বালক সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং যথেষ্ট নিদ্রা যায়। রাত্রে আর উঠে না। মধ্যে মধ্যে ক্রিমিও দেখা দেয়।

রাত্রেই এইরূপ ঘর্ম হয় কিন্তু দিবসে তেমন ঘাম হয় না। গত চৈত্রমাসে তাহার টীকা দেওয়া হইয়াছিল, সেই অবধি তাহার শরীর যেন অধিক ক্ষীণ বোধ হইতেছে। এই রোগীর নাড়ীর সবিরাম গতি অতি শৈশবেও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, যেকোন রূপ এখনও সেইরূপই আছে। রাত্রে এই প্রকার ঘর্মের জন্ম আমাদের ভয় হয়। সেইজন্ম ৩০ শক্তির চায়না ২টি

করিয়া মোবিউল ২ দিন দেওয়ার পরেই সেইরূপ ঘর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহাকে টীকা দেওয়ার অন্য যদি কোন মন্দ ফল হইয়া থাকে, সেইজন্য ১ মাত্রা ২০০ শক্তির খুজা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শরীরের শীর্ণতা সেইদৃশই আছে। ইহার শরীর এখনও ক্ষীণ বটে, কিন্তু খেলা দোড়া দোড়ি, এসকল ক্ষুধার কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ম্যাপেরিয়ার দেশ, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচুর কুইনাইন সেবন তাহার অন্তরে প্রাতি বৎসরেই বটিকা থাকে।

এইজন্য তাহাকে নেত্রাম মিউরও একবার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শরীর সেইরূপই আছে।* এখন কি ঔষধ দিলে শিশুর এই শীর্ণতা সারিতে পারে, কোন সন্ধ্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে “কাজের লোক” সম্পাদক চিরায়ুর্গম্য হইবেন।

বিশেষ লক্ষণ।

১। শিশুর কুখা আছে, গায়ে কিন্তু ফল্ট পুটে হয় না। প্রায় সার্বাপেক্ষিক শীর্ণতা, গলা ক্ষীণ কিন্তু পেট মোটা নহে।

২। কোন জ্বর এখন নাই, কিন্তু রাত্রে ঈরূপ ঘর্ম হইত।

৩। উদরাময় হয় না, মল মেটে গা, লঘা, শুটলে শুটলে মত।

৪। নাড়ীর সবিরাম গতি আছে।

ঔষধকালে কোড়া বান্ধা প্রাতি বৎসরই হইয়া থাকে। ক্রিমি সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যাকালে অনিবার্য নিদ্রা, খাইবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়ে। আরও কিছু জানিবার থাকিলে আমি তাহা জ্ঞাপন করিব।

বশব্দ

“কাজের লোক” সম্পাদক।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দাদ, পাচড়া প্রভৃতি চর্ম রোগের ঔষধ।

নারকেল তৈল—	১/২ সের
সোম	৫ তোলা
তারপিন তৈল	৫ তোলা
কপূর	৫ তোলা
সোহাগার থৈ—	৭১০ তোলা
চিনের সিন্দুর—	২১০ „

প্রথম নারকেল তৈল জাল দিয়া গলাইয়া তাহাতে সোম গলাইবে। তাহার পর ইহাতে সোহাগার থৈয়ের গুড়া দিবে। তাহার পর নামাইয়া কপূর, তারপিন, সিন্দুর দিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করিবে এবং শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। ইহা খোস পাচড়া দাদে লাগাইয়া মালিস করিলে আরোগ্য হইবে।

(রামগতি বিশ্বাসের নিকট প্রাপ্ত)

আমাদের মন্তব্যঃ—সিন্দুরে কিঞ্চিৎ পারা আছে, কিন্তু তাহা তত অনিষ্টকর নহে।

পাচড়ার ঔষধ।

খাটা সরিষার তৈল—	১০ একপোয়া
সজিনার ছালের রস—	১০ ছটাক
আকন্দের আটা—	১০

তৈলকে পাকে চড়াইয়া গরম হইলে সজিনার ছালের রস, পরে আকন্দের আটা দিবে। তৈল এইরূপে জালে অর্ধ শেষ হইলে গোটা কতক নিমের পাতা দিয়া পুনরায় জাল দিয়া নামাইবে। ইহা দ্বারা খোস পাচড়া ভাল হয়।

বহুব্রজের পঁচন।

মাধবী লতার পাতা—	১ তোলা
ঐ ছাল—	১ তোলা

৥০ আধসের জলে জাল দিয়া ১/০ শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে উপকার হয়।

আয়ুর্বেদীয় নম্র প্রস্তুত।

ফটকির মিহি গুড়া—

কপূর— ১ তোলা

অন্ন মিশ্রিত গুড়া— ১০ আনা

উত্তমরূপে পিসিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়। ইহা সর্দি বসিয়া যাওয়া অর্ধ কপালী শিরশুলে হিতকর।
(কীর্ত্তি সেন)

RING WORM.

দাদের ঔষধ।

১। ধুনা, গন্ধক, সোহাগা, মিছরি সম পরিমাণে চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া তক্তের সহিত আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে দাদ ভাল হইবে।

২। তুঁতে, গন্ধক, সোহাগা সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ নারকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে দাদ ভাল হইবে।

নালী ক্ষতের ঔষধ।

১। পাণ্ডী খয়ের এবং আপাঙ্গের শিকড় সমপরিমাণে বাটিয়া নালী ঘায়ের মুখে চাপান দিলে নালী ঘা ভাল হইয়া থাকে।

২। কাঁহলার মূল এবং মানকচুর শিকড় অর্থাৎ বাহা মৃত্তিকার মধ্যে থাকে, এবং কিঞ্চিৎ আদা একত্রে খেঁতো করিয়া নালী ঘায়ের মুখে দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে নালী ভাল হইয়া থাকে।

৩। কিরিয়ার ছত্র নালী ঘায়ের মুখে পুনঃ পুনঃ দিলে নালী ক্ষত ভাল হয়।

(From Behari Ghosh.)

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সর্দির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হলুদের গুড়া—

১০ তোলা

ইক্ষু গুড়া—

১ তোলা

এক পোয়া কুটক গরম জলে মিশাইয়া গরম গরম চাষের মত খাইলে নাসা সর্দি ভাল হইয়া থাকে। ইহা নাক দিয়া প্রচুর জলস্রাব সর্দিতে ভাল ঔষধ।

(A Medical Student)

অম্মরোগ এবং শূলরোগ।

১। একসের খাটা গব্য ছত্রের কাঁচি দমির মধ্যে অর্ধ সের সৈন্ধব লবণ গুড়া (কাপড় দ্বারা ছাঁকা স্বল্প চূর্ণ মিশাইয়া জাল দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। যখন চিনির মত-সুক্ষ্ম হইবে, তখন নামাইয়া ১০ আনা পরিমাণ ঐ পাকান চিনিবৎ দধি ও লবণ মিশ্রিত গুড়া প্রত্যহ আহ্বাসের পর সেবন করিলে বহুদিনের পীড়া ও অম্মশূল আরোগ্য হইবে।
(জনৈক সন্ন্যাসী)

(ক্রমঃ)

দার্কিলিঙে থাকিলে কি উপকার হয় ?

—:—:—

“বহুধার” বঙ্গের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকারমহাশয় লিখিয়াছেন, দার্কিলিঙে গেলে স্বক্কে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে স্বক্কে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হয়। এই জন্য অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোন অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপের আধিক্য হেতু শরীরের স্বক্কে শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এই জন্য এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই লোকের সর্দি হয়, কিন্তু দার্কিলিঙে শীতপ্রধান বলিয়া সেখানে স্বক্কে তেজ ও হিতি স্থাপ-

কতা শক্তি অক্ষুর থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারই হয়। পরিত্যক্তরোহণে জদপিণ্ডের শোণিত স্রোত দ্রুত বেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ কি অসুস্থ, দার্জিলিঙে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষুধা কাহারো আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারো বা দিন কতক পরেই কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, মাংস পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, লোকে পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বোধ করেন না। আমাদের দেশে সমতল ক্ষেত্রে আমরা যে টুকু পরিশ্রম করিতে পারি, দার্জিলিঙে তাহার দশগুণ পরিশ্রম করিলেও কাতর হইতে হয় না।

এদেশে নিদ্রাদেবীর সহিত যাহার প্রণয় নাই, দার্জিলিঙে গেলে নিদ্রা তাঁহার সহচরী হইয়া পড়েন। এদেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বেগে নিদ্রার প্রায়ই ব্যাঘাত হয়, দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে এবং শৈত্য সেবনে রক্তক্ষ নাশতল হয়—এই উভয় কারণে দার্জিলিঙের ‘কুস্তকর্ণের ঘুমে’ দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিয়াও নিদ্রার জন্ত কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। দার্জিলিঙে পছড়িলা মাস—১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু বেশীদিন এ কষ্ট থাকে না।

যে সকল রোগী—জল বায়ু পরিবর্তনের কষ্ট দার্জিলিঙে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, কাহারো নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং রোগীকে দার্জিলিঙ পাঠাইবার পূর্বে—তাহার শারীরিক বল ভাঙার দ্বিগুণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। যে রোগী অত্যন্ত বজ্রহীন এবং যাহার দেহ কঙ্কাল সার—তাহাকে কখনও

দার্জিলিঙে পাঠাইবেন না। পাঠাইলে উপকার তো হইবেই না, বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয় তো তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। পরন্তু বাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই।

২। আনবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোনও কারণে জদপিণ্ডের আকার গত দোষ জন্মিলে, দার্জিলিঙে অথবা কোনও পার্শ্ব প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

৩। বৃদ্ধাবস্থা, পুরাতন গ্রন্থী বা আমাশয়াদি উদরাময়, বক্তৃৎ গ্রীহার আঁত বৃদ্ধিতে, পুরাতন কাসে, ফুসফুসের যান্ত্রিক বিকারে, দার্জিলিঙে বাস নিষিদ্ধ।

৪। সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক পরিশ্রম বা জমতা বহুল সহরে বাস করিয়া শারীরিক ও মানসিক দৌলন্দ্য ঘটিলে,—দার্জিলিঙ যাওয়া কর্তব্য।

৫। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর দুর্বল অবস্থার ‘ম্যালেরিয়া’ বিধে শরীর দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণে ব্যাঘাত ঘটিলে অধিক স্নেয়াশ্রাববৃত্ত কাশ রোগে, বঙ্গা রোগের প্রথম অবস্থায়—পরন্তু বাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর নাই।

৬। বহুমূত্ররোগে—পরন্তু বাস বড়ই উপকারী, কিন্তু শরীর বেশী দুর্বল হইয়া পড়িলে, পরন্তু বাস অসুচিত। অন্ততঃ ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। পাহাড়ে উঠিলে ৫।৭ দিন প্রস্রাব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে ভয় করা উচিত নয়। ইহা স্বাভাবিক।

৭। ম্যালেরিয়া গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার এবং শারীরিক ও মানসিক শ্রমের কুফল হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে—দার্জিলিঙ বাস স্বর্গবাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৮। যাহার শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়াছে, দার্জিলিঙে প্রথম প্রথম ২।৪ দিন জ্বর হইতে পারে। তাহাতে ভয়

পাইয়া পলাইয়া আসিলে চলিবে না। বাস কাস রোগে—দার্জিলিঙে গেলে কাহারও বা রোগের বৃদ্ধি হয়, কাহারও বা রোগের শান্তি হয়।

৯। স্থলকার—ব্যক্তি—পাহাড়ে উঠিলে তাহার হৃদ্রোগ হইতে পারে। কিন্তু কিছু দিন পরেই সারিয়া যায়।

১০। দার্জিলিঙে এক প্রকার উদরাময় হইয়া থাকে। দার্জিলিঙের জলে এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই জল পান করিলেই উদরাময় হয়। দার্জিলিঙ যাত্রীর প্রথমে এই উদরাময় জন্মিতে পারে। কিন্তু পট্টার রক্ত ফিণ্টারের জল ব্যবহারে—এ রোগ সারিয়া যায়। বেগা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

১১। দার্জিলিঙে গিয়া খুব বেড়াইতে হয়, নহিলে ভাল উপকার হয় না। কিন্তু, তা’ বহিরা ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করা উচিত নয়। বল বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ ভ্রমণ করাই কর্তব্য।

১২। সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে প্রায়ই নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে, নিদ্রা যাইবার সময় অনাবৃত গাত্রে থাকা অসুচিত। অনাবৃত গাত্রে থাকিলে প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিনধারিয়া টেশন হইতে শীতবস্ত্র ব্যবহার করা কর্তব্য। যাহার শরীর সবল, তিনি সোনাদহ টেশনের পরে—শীত বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। কোনও রকমে যেন ঠাণ্ডা না লাগে—এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন।

১০। দার্জিলিঙে বেড়াইবার সময় যে রকম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, মুক্তস্থানে বসিয়া থাকিবার সময়—তাহার চেয়ে মোটা মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

১৪। পাহাড়ে পৌছিয়াই—ঈষদ্রুত জলে বেশ করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।	New Series.	নূতন সংস্করণ।	Vol. IX.
১০ম সংখ্যা।	OCTOBER 1915.	অক্টোবর, ১৯১৫।	No. 10.

চিরন্তন প্রগতিশীলতার আমাদের প্রিয়
গাচক, অগ্রগাহক, পাঠক পাঠিকাগণের
নিকট একবর্ষ গুরুপরিশ্রমের পর ১ মাসের
অধিকাংশ প্রার্থনা করিতেছি। নবম্বরের সংখ্যা
নবম্বরের শেষভাগে আমাদের বিজয়ার
সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন লইয়া যথা সময়ে
দ্বারে উপস্থিত হইবে।

বাঙ্গালার অবস্থা।

দৈনিকে দেখিতে পূজা ত আসিয়া পড়ি-
য়াছে, কিন্তু এ বৎসরের ন্যায় দুর্ভিক্ষের বঙ্গের
অদৃষ্টে অনেকদিন হয় নাই। দেশবাসী দুর্ভিক্ষ
অনিবার্য, একদিকে প্রাণে সর্বনাশ, অন্যদিকে
জলাভাবে অনাবাদ, কৃষিক্ষেত্র শ্রামল শূন্য
ক্ষেত্রের পরিবর্তে মরু প্রায় শুষ্ক করিতেছে—
টাকার ১৫ চাউল হইয়া গিয়াছে, ইহার পরে
হয়ত ভিক্ষাপ্য হইবে। হাহাকারে সমগ্র বঙ্গ

পরিপূর্ণ, চারিদিকেই ইতিমধ্যে বুদ্ধির ও
অভাবের হাহাকার উঠিয়াছে। সুতরাং আনন্দ-
মুগীর আগমনে এবার আনন্দ নাই। বাঙ্গালী
নিরাশায় পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের মহাসমরের
জন্য এদেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী-
গণেরই ব্যবসায়ের দুরবস্থা হইয়াছে, কোনক্রমে
আশায় বুক বাঙ্গিয়া ভবিষ্যতের মুখের পানে
তাকাইয়া দিন কাটাইতে ছিল, কিন্তু দেশের
দুর্দশার জন্য সম্পূর্ণ ক্রোড়ের অভাব হইতেছে,
ব্যবসায়ীগণের অনেককেই ধ্বংস মুখে পতিত
হইতে হইবে, ইতিমধ্যেই অনেকেরই অচল
অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এ
হাহাকারের দিনে মহামারীর মহাপূজার
কাহারও আনন্দ নাই। তাই বলিতে-
ছিলাম যে, এবৎসরের ন্যায় দুর্ভিক্ষের
বাঙ্গালার অদৃষ্টে অনেকদিন আসে নাই।
জননী! আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এত

দুর্ঘটনা কেন হইতেছে না, কোন অপরাধে
অগজজননী বঙ্গের প্রতি এত নির্দয় হইলি মা?
—বস্ত্রা, ম্যালেরিয়া, জলাভাব, অরকট, নানা
আধিব্যাধিতে বাঙ্গালী জর্জরিত, এত ধারা-
বাহিক বিপদেও সমগ্র দেশ জননীর শুভা-
গমনে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সর্বসম্ভাব
নাশিনীর রাজীবচরণে ছুটি পুষ্প পত্র দিয়া
কৃতার্থ হইত, শোক রোগ ভুলিয়া ৩টি দিনের
জন্তও সমস্ত জালা ভুলিত, এবার সমস্ত লোক
ভয়হৃদয়, কেমন করিয়া পূজার এবার আনন্দ
করিবে? ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত, কৃষক সর্ব-
শাস্ত—গৃহস্থ ভবিষ্যত ভাবিয়া স্ত্রিমান,—
তাহার উপর ক্রমেই দয়্য তত্ত্বের উপদ্রব
বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপের মহাসমর
অপেক্ষাও আমাদের জীবন সংগ্রাম আরও
ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতিকারের
উপায় কি?

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

আমরা তোমার নিকোঁথ সন্তান, তাই
তোমার তামসিক পূজা করিয়া তোমার করুণা
লাভের আশা করিয়া থাকি। আর হৃৎপের
সময় নিকোঁথের দ্বার ক্রন্দন সার করি।
তুমি লক্ষপ্রহরণধারিণী; উদ্যোগের সাক্ষাৎ
মৃত্যুমতী দেবী—ঐ অপরূপ রূপের অনন্ত
মহিমা আমাদের বুদ্ধিবার শক্তি নাই। আমরা
সেই শক্তিই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমরা

ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির কৃষির উন্নতিতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহার কারণ, ইহাদের ক্যানেলাদি দ্বারা জলাভাণের প্রতিকার করিয়া নিশ্চিত মনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কৃষির উন্নতি করতঃ জাতীয় ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন—করিতেছেনও তাই। কিন্তু যে দেশের কৃষি সম্পূর্ণভাবে আকাশের জলের উপরই অধিকাংশ হানে নির্ভর করে, সে দেশে কৃষি গবেষণা কেবল অরণ্যে রোদনের জ্বায় নিষ্ফল। ভারতীয় প্রজার কৃষির শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে এদেশে কৃষির উপযোগী জলের ব্যবহার গবেষণা এবং তাহা কার্যে পরিণত করাই সার গবেষণা—ইহাই সাদা কথা। এদেশের রেল বিস্তারের জন্ত যত আয়োজন আছে, কৃষির উন্নতির জন্ত পরঃপ্রণালীর সে আয়োজন নাই, ফলে রেলের আরও ভবিষ্যতে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে তাহারও সংশয় নাই। দেশের

পুরাতন “কাষের মোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ভাকমান্ডন পাঠান।

উৎপন্ন জব্য বাতীয়াতের অজ্ঞাই রেল বিভাগের আশঙ্কতা, কিন্তু যদি উপর্যাপরি এইরূপে জলাভাবে হৃদিত হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন জব্যের অভাবে রেলের আরও ক্রমিতে বাধা হইবে। কারণ ক্রমশঃ কতিয় অল্প কৃষক কুল কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না, এইরূপে ক্রমেই দেশের অবনতি হইবে এবং তাহাই হইতেছে।

চুইটি উপায়েই জগতের অন্ন কষ্ট বিদূরিত হইয়া থাকে। ১ম কৃষি, দ্বিতীয় শিল্প। যদি শিল্পের উন্নতি হইয়া শিল্পজাত জব্য অধিক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে অল্প দেশের অন্নসত্তার আয়ত্ত করা যাইতে পারে, এবং যদি কৃষির উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তবিনিময়ে অল্প দেশের শিল্পজাত জব্য অনায়াসে উপভোগ করা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষিরও উন্নতি নাই, শিল্পেরও উন্নতি নাই, সুতরাং এদেশের দুঃ-বস্থা মোচন করা সহজ সাধ্য নয়। আধুনিক কল কব্জা জাত শিল্প জব্যের সাহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতার না পারিয়া ভারতজাত শিল্পজব্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কৃষি তির এদেশের গত্যন্তর নাই। এই কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে সকল প্রদেশে জলাভায়ে অজন্মা উপস্থিত হয়, সেই সকল প্রদেশ সমূহে জলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে হয় ক্যানেল না হয় প্রত্যেক গ্রামের মাঠের পুকুরগীর আও সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্ট এবং জন সাধারণের একটি অপরিহার্য্য কর্তব্য। সকল সময়ে যদি গবর্ণমেন্ট অর্থা-ভাবে জনসাধারণের এ অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের উদ্যোগী হইয়া হৃদিতের রাক্ষসগণের আশ্রয় সমর্পন করা কখনই সমা-চীন নহে। কিন্তু এদেশে বহুদিন দীর্ঘ কার্য্যে

সামান্য উপাধিনেই পরিতুষ্ট হইয়া লোক এমন প্রমত্ততার বিলাসী, অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা ইহার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের কৃষক যদি এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে প্রর্যাদী হয়, যদি প্রত্যেকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মনির্ভরতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কালের কৃষির একমাত্র উপায় সেই লুপ্ত প্রায় জলাধারগুলির সংস্কার হইয়া অজন্মার কথ-কিত্ত প্রতিবিধান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু হার হার,—সে উত্তম, সে চিন্তা করিবার শক্তি এদেশ হইতে বহুকাল অন্তর্হিত হই-য়াছে। তাই অন্নকষ্টের হাহাকার, বহু রোগ শোকের প্রাণত্যাগ বাহুল্য হইয়া দেশ আশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এ কাহার দোষে? —আমাদের কর্ম্মফলের দোষে।

এই আত্মনির্ভরতার অভাবেই আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, তাই আজ আমরা সমস্ত দৈব আশীর্বাদে ও বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা স্বীলোকের জায় বিপদে কেবল কান্দিতে পারি, কিন্তু প্রতিকারের উপায় করিতে চেষ্টিত নহি।

আমাদিগকে নিজেদিগকে রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। আমাদের জলকষ্ট নিজে দিগকে ঘুচাইতে হইবে, নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য নিজেদিকেই পয়ঃপ্রণালী পবি-কার করিতে হইবে, নিজে মাথায় করিয়া মাটি কাটিয়া রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে, নিজেদিগকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দম্ভা, তন্দর তাড়াইতে হইবে, নচেৎ আমাদের অস্তিত্ব ক্রমে লোপ পাইবে। এই আত্ম-নির্ভরতা শিখিলেই দেবতা, সমস্ত জগত আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবে, তখন মহাধারার পূজার উৎসব ভাল লাগিবে

নচেৎ এ দুর্দশার দিনে ছই চক্ষে জলধারা লইয়া কেমন করিয়া আমরা আনন্দ কোলাহল তুলিতে পারি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:—

জুলাই সংখ্যায় আমরা সর্পদংশন চিকি-ৎসা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, যদি কোন সদাশয় পাঠক আমাদের একটা জৈব মূলের গাছ পাঠান, তাহা বেরারিং পার্কেলে পাঠাইলেও আমরা গ্রহণ করিব। তদনুসারে পাবনা জেলার পার্শ্বাঙ্গা গ্রাম হইতে মাননীয় ডাক্তার মোহিনী মোহন নন্দী মহাশয় বেরারিং পার্কেলে সমূল একটি জৈব মূলের গাছ আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহার এই কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধা-রণের উপকারার্থে পাঠানর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অতঃপর যেন আর কেহ না প্রেরণ করেন, কারণ আমাদের এই গাছ চিনিবার আবশ্যকতা ছিল, সে কাজ হইয়া গিয়াছে। তাহার পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মঞ্জুগা সভা।

—:—

গ্রাহক নং—২১১৭

প্রশ্ন। ডেমিটিচ কমান্ড প্রস্তুতের কল কোথায় পাওয়া যায়।

উত্তর। এখানে যে কোন স্থান বিক্রয় হয়, তাহা আমাদের জানা নাই। আপনি Messers William Wilson & sons 25 Abchurch Lane London. E. B.

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থসূচ্য তালিকা শেব হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

এই ঠিকানায় লিখিলে লিখিলে জাত হইতে
পারেন।

ক্রিয়াক্রান্তি গ্রন্থ সম্বন্ধ:—বর্ধমান।

নবায়ন,

আমার বচনিনের কোষ্টবদ্ধতা পীড়ার
জন্য অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকি, অনেক ঔষধ
সেবন করিয়াছি, কিন্তু স্থায়ী সুফল কখনও পাই
পাই নাই। যদি কোন সদাশয় পাঠক প্রতি-
কায়ের কোন সুপারিশ বলিয়া দেন, তাহা
হইলে বড় উপকার হয়। ডাক্তারি ওষধের
ব্যবহার আবশ্যক নাই।

উত্তর। আপনি নিয়মিত ঔষধটি
প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে পোষ হয়
আশাতীত সুফল পাইতে পারেন।

মোরী—	১ ছটাক
কাবাব চিনি—	১ "
কমলা লেবুর খোসা—	১০
বড় এলাচের খোসা—	১০
মিষ্টি—	১০

এইগুলি ১০ আধসের জলে ভিজাইয়া
একপোয়া একবারে সেব্য। এইরূপ করিতে
করিতে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায়।

(Pulin Behari)

Economic Products.

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ।

—:~::~—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেড়োলা সূত্র—

পীত বেড়োলা—*Sida acuta*. খেত
বেড়োলা—*Sida rhomboidea*.

বঙ্গদেশের সর্বত্রই নানাজাতীয় বেড়োলা
বহুভাবে জন্মে। এই উদ্ভিদের চাষ কদাচিৎ
দৃষ্টি হয়। বেড়োলা জাতি মাত্রই স্বত্বপূর্ণ

ছাত্রদের

কিন্তু উপরোক্ত দুইটি হইতে সর্বাঙ্গের উৎ-
কৃষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র অতিশয় গুণ-
কোমল ও উজ্জ্বল, দেখিতে মূর্খা বা তিসির
সুতার মত এবং পাট অপেক্ষাও দৃঢ়, বহুগুণে
উৎকৃষ্ট ও মূল্য অধিক। ইহাদের চাষ,
আবাদ প্রণালী ও ফলন, পাটের মত হইতে
পারে। ইহা হইতে টোয়াইন, সুতা কাষিশ,
বোরা, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে এবং
পাটের স্থায়ী নানাবিধ বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্ত হইয়া
থাকে।

এদেশে বেড়োলা সকল প্রকার ভূমিতেই
জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু সরল দোরাশ উচ্চ
ভূমিতে বেড়োলা উত্তমরূপে জন্মে ও সুতার
আঁশ (Fiber) ভাল এবং পরিমাণেও অধিক
উৎপন্ন হয়। গাছ সাধারণতঃ অত্যন্ত শাখা
প্রশাখা বহুল এবং ৩৪ হস্তের উপর দীর্ঘ হয়
না। কিন্তু রীতিমত চাষ করিলে ইহার দ্বিগুণ
পরিমাণ দীর্ঘ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

চেড়োলা সূত্র—*Hibiscus*.

এই জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
অবাপুষ্পের স্থায়, একজু ইহাদিগকে ওড়পুস্পী
বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় অধিকাংশ
উদ্ভিদ হইতেই বেশমের স্থায় উজ্জ্বল, সুন্দর ও
দীর্ঘ তন্তু সূত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে
সর্বাঙ্গের উৎকৃষ্টগুলি তিসির সুতার পরিবর্তে
ব্যবহার হইতে পারে; অবশিষ্টগুলি দড়ি,
কাছী, সুতা, টোয়াইন, বোরা, কাষিশ,
আদম প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী।
ঘনভাবে বীজ বপন করিলে গাছ শাখা প্রশাখা
বিহীন সুতরাং সূত্রও দীর্ঘ হয়। যখন গাছে
প্রচুর পরিমাণে ফুল ও অল্প পরিমাণে ফল
ধরিতে আরম্ভ হয়, তখনই গাছগুলি সূত্র
প্রস্তুতের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।
এই সময় গাছ কাটিলে সূত্রও পরিমাণে অধিক
পাওয়া যায়, তাহাদিগকে জলে কেলিবার

বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর

পূর্বে ২১ দিনের অধিক শুকাইতে দিলে
গাছের রস অত্যধিক শোষিত হওয়ার জন্য
সূত্র দাগী হয়। একজু আবশ্যকানুযায়ী সামান্য
মাত্র শুকাইয়া জলে পচানই শ্রেয়, ইহাতে সূত্র
শুভ্রতর ও দৃঢ় হইয়া পাকে।

বনচেড়োলা—*Hibiscus ficulneus*—

এই গাছ রাঙ্গমহলের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে
এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও যথেষ্ট দেখা
যায়। ইহার পত্র পুষ্প ও ফলাদি উল্লিখিত
লতাকান্ডীর ন্যায়, তবে বীজ মৃগনাতি মৃগনাতি
নহে। ইহার সূত্র লতাকান্ডীর মত শুভ্রবর্ণ
চিকণ ও দৃঢ়, পাট শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। গাছগুলি ৫৩ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার
অপক ফলের রস পূর্ববৎ গুড় পরিষ্কারক।
উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত কৃষিবিদ হাদী সাহেব
ইহা হইতে চিনি পরিষ্কার করিয়া থাকেন।
ইহার চাষ আবাদ ও সূত্র প্রস্তুত প্রণালী
অবিকল চেড়োলা ন্যায়; সূত্র দীর্ঘ করিতে
হইলে, গাছ ঘন জন্মান আবশ্যক। বর্ষাকালে
কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী খালধারের উত্তর
পার্শ্বের জঙ্গলে ৩৪ হস্ত দীর্ঘ একজাতীয়
বন চেড়োলা স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখিতে পাওয়া
পাওয়া যায়; ইহার দণ্ড ও পত্র অত্যন্ত রোম-
বহুল, পত্র বৃহৎকার এবং উৎপন্ন সূত্র নিকৃষ্ট।
জাতীয় হইলেও সাধারণ বন্ধন কার্যের পক্ষে
বিশেষ উপযোগী। এসকল গাছ যথাসময়ে
আপনাপনি জন্মিতেছে, ও মরিতেছে, কেহ
কোন তত্ত্ব লয়না।

আমলাপাট—*Hibiscus canna- binus*.—

এই গাছ দেখিতে অনেকটা মেস্তার মত
কেহ কেহ ইহাকে মেস্তাপাট বলে। বিনাসারে
সকল প্রকার ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে,
তবে সারযুক্ত দোরাশ ভূমিতে ফলন অধিক
হয়। রাঙ্গমহল সুর্ষদীপাধ; মাধুরী প্রভৃতি

লইব না

জিলায় ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সন্ধ্যা ভূমিতে সন্ধ্যার পরিয়া ইহার চাষ চলিতে পারে, তবে বর্ষাকালেই ইহার চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। ভাত আখিনমানে গাছ তৈজ করে, ৪৫ মাস পরেই গাছ স্বরোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার চাষ আবাদ স্বত্ন নিকাশন ও ব্যবহার প্রণালী অবিকল শণের মত; রাজ-মহল অঞ্চলে পাটের প্রণালী ক্রমে স্বত্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার স্বত্ন প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কপন শণেরই মত। টেঁড়শজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ইহার স্বত্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও দৃঢ়; পাটের সহিত অনেক সময় ইহার তৈজাল চলিয়া থাকে। স্বত্ন দৃঢ় বলিয়া শণের পরি-বর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শণের অপেক্ষা ইহার দৃঢ়তা ওজ্জ্বল্য অধিক। এই জাতীয় স্বত্ন হইতে নানাবিধ টোরাইন স্বতা, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেন্তা—*Hiscus subbariffa*,
Rozell.—

পশ্চিমাঞ্চলে ইহার ফলকে কুসুম বলে। ইহার ফল ও পুষ্পাবরণী (calyx) অত্যন্ত মাংসল, রক্তবর্ণ ও অগ্নাহার; নানাবিধ মোরবা, আচার ও অল্পের জন্ত প্রচুর ব্যবহার হয়। ফলের কাথ হইতে মিষ্ট সংযোগে অতি উপাদেয় আদ্য প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় স্বত্ন আমলাপাটের জায় স্থান ও চিকিৎসা, এই শণের কার্য উত্তম নিকাহ হইতে পারে এবং দড়ি, স্বতা, টোরাইন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার চাষ আবাদও স্বত্ন-নিকাশন প্রণালী অবিকল পুরোক্তের ন্যায়; বর্ষাকালে বীজ বপন করিলেও শীতকালে গাছ বিশেষ জোর করে। পুষ্পিত অবস্থায় গাছ কাটিলে পরিমাণে অধিক স্বত্ন জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয়। নোনাফলে পচাইলে স্বত্ন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এমনই নির্মল জন্মে ইহার স্বত্ন প্রস্তুত করা উচিত।

মুলপদ্ম—*Hibiscus mutabilis*—

ইহার অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক করেনা। বর্ষাকালে পরিপক্ব শাখা কাটায়া রোপন করিলে চারা প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ প্রায় সপুষ্ট পাওয়া যায় না তজ্জন্য শাখার কলমই প্রস্তুত। পুরাতন গাছের শাখা গাছের শাখা ছাঁটিয়া দিলে নতুন শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, তাহা কাটায়া পচাইয়া স্বত্ন প্রস্তুত করিতে হয়। বৎসরে ২৩ বার গাছ ছাঁটা বাইতে পারে। নতুন শাখার স্বত্ন স্বল্প ও কোমল এবং পরিপক্ব শাখার স্বত্ন কড়া (Coarse) হইয়া থাকে। ইহার বহুল জাত স্বত্ন পাটের ন্যায় নানাবিধ কার্যে লাগিতে পারে।

বন্ধুর দান।

(কুসুম গর।)

—:~::~—

শ্রাবণ মাস—মুসলবারে বৃষ্টি হইতেছে, রমেশচন্দ্র তাহার দাদা মহাশয় বিশ্বস্তর বস্ত্র মহাশয়ের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ এটা সেটা নাড়াচাড়া করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন একবার বুদ্ধ বিশ্বস্তর বন্ধুর দিকে তাকাইয়া দেখিল,—দাদা মহাশয় পার্শ্বস্থিত একটি গামলায় তাঁহার তামাকের কলিকাটা ঢালিয়া ফেলিয়া পুনরায় সাজিয়া তাকিয়ার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্বক হেলান দিয়া বসিলেন।

রমেশচন্দ্র বিশ্বস্তর বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের এক মাত্র সন্তান, বিশ্বস্তর বাবুর অতি প্রিয়-পাত্র। রমেশচন্দ্র কলিকাতায় পড়েন—শনিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু জল বৃষ্টির জন্ত কোন বন্ধু বাস্তবের নিকট বাইতে পারেন না, অগত্যা বুদ্ধ দাদামহাশয়ের কক্ষেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এক্ষণে

দাদামহাশয়কে মিষ্টেই দেখিয়া রমেশচন্দ্র বসেন, দাদামহাশয়, আপনি কেমন করে আপনার দরিদ্র অন্তঃহৃদে ও এত সফল কষ্টে পেয়ে ছিলেন, সে গল্পটা বল্ব বলে ছিলেন, আজ বলুন না গুন।

দাদামহাশয় বললেন, গুনবি তনে, আয় তবে কাছে বোস, আমি বলছি। বিশ্বস্তর বাবু যে এখন গ্রামের মধ্যে ধনশালী, প্রতি-পত্তিবান, এমন অবস্থা তাঁহার আগে ছিল না তাহার অবস্থার পরিবর্তনের একটা বড় রহস্ত-ময় ইতিহাস আছে, এ কথা কথায় কথায় বিশ্বস্তর বাবু রমেশচন্দ্রকে একদিন বলে ছিলেন। সেই রহস্তময় গল্প শোনার জন্ত, আজ রমেশ বাবু উৎসাহিত হয়ে বুদ্ধের কাছে বেসিয়া বসিলেন। বুদ্ধ বলতে লাগলেন।

দেখ ভাই! আমার জীবনের ইতিহাস যদি তুমি শোন তা'হলে হয় ত তোমার আমার উপর ঘৃণা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কথাটা আমার চক্ষে বড় গৌরবের, সেইজন্ত আমার সে অতীতের কাহিনী বলতে আনন্দ হয়। আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণ করি, তখন আমার একটা সমপাঠি ছিলেন, তাঁহার নাম দক্ষিণেশ্বর বাবু, হুগলীর সন্নিকট একটা গও গ্রামে তাঁহার বাস ছিল, দক্ষিণেশ্বরের পিতার তিনি একমাত্র সন্তান,—পিতার অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তাহার উচ্চশিক্ষা হইতে পারে নাই, আমাদের সহিত ২৩ বৎসর পড়িয়া সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বাইতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রায় ১০১২ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর বাবুর একজন পাত্র পাইলাম যে, তাঁহার পিতৃ বিরোধের পর বহু দাত প্রতিঘাতের সহিত যুক্তিয়া এসেছে ব্যবসায় বাণিজ্যে অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ভবানীপুরে নিজ বাগস্থান করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই সময় আমার

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল, কোন স্থানে চাকরীর উদ্দেশ্যে করিয়া সকল হইতে পারে নাই। পিতৃগণে বিষয় সম্পত্তি বিপর্যয় হইয়াছিল সংসারে হাহাকার উঠিয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বর এবং আমার মধ্যে শৈশবে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, সেইজন্য বোম্ব হইয়া, দক্ষিণেশ্বর আমাকে এখনও ভুলিতে পারে নাই। আমার সংসারে বড় কষ্ট, তাই মনে করিলাম, যদি দক্ষিণেশ্বরের নিকট কিছু সাহায্য পাইতে পারি।

কোনরূপে গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি ভবানীপুরে চড়কডাঙ্গা রোডে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ৭৮ কাঠা জমীর উপর তাঁহার ত্রিতল বৃহৎ বাড়ী, চতুর্দিকে বৃক্ষ পুষ্পের উদ্যান, সম্মুখে সম্মার বেদিকার উপর ফোয়ারা, গাড়ী ঘোড়া, সাজ সরঞ্জামে বন্ধুর উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোনরূপে কটকপার হইয়া আমি দক্ষিণেশ্বর বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিলেন না। ১২ বৎসরের কথা, তাঁহার পর ছয়বছর কথাবাত্তে শরীরের বহুপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণেশ্বর বাবুকে আমার পরিচয় দিতে হইল। তখন তিনি আমার আপ্যায়ন করিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেলেন। উভয়ে অনেক শৈশবের কথা, সুখ দুঃখের কথা পর আমার স্নানাহারের ভিতর মহলে প্রবেশ করিলাম।

অপরাত্ন ৪ ঘটিকার সময় আমরা উভয়ে তাঁহার প্রাক্ত ২টা খেত অখ্যোজিত গাড়ীতে করিয়া গড়ের মাঠ দিয়া বহির্গত হইলাম। এই সময় দক্ষিণেশ্বর বাবুকে আমার অবস্থার সমস্ত কথা বলিলাম, এবং কিছু সাহায্যের অন্তর্ভুক্তি যে আমার ভবানীপুরে আসা তাহাও জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু

দক্ষিণেশ্বর বাবু সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

সেদিন কাটিয়া গেল। পর দিন আমি নিজ গ্রামে করিয়া আসিবার জন্ত বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর বাবু আহাতিদি না করিয়া আসিতে দিলেন না। উভয়ে আহাতিদি সমাপন করিয়া বৈঠক-খানায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে আমি বলিলাম, দক্ষিণেশ্বর! বাবু আমার বিষয় একটু ভাবিয়াছেন কি?

দক্ষিণেশ্বর বাবু বলেন, বিখ্যাত বাবু, বড় দুঃখের সহিত বলিতেছি, এ ভীষণ বৃত্তির দ্বারা অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। আমি আপনাকে একটি অভিনব ব্যবস্থা দিব মনে করিয়াছি।

আমি আর কথা কহিলাম না। যখন তিনি নিজের আফিসে বহির্গত হইলেন, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া নীচের একটি গুদামের নিকট আসিয়া গুদামের মধ্যে একটি সম্মত ইন্দুর দেখাইয়া বলিলেন, “বন্ধু! এই ইন্দুরটি লইয়া বাড়ী যাও, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কিছু দিতে পারিলাম না।”

আমিত অবাক। এ অবস্থা, এ অপমান আমার এত দূর লাগিল যে, আমি মনে করিতে লাগিলাম, ধরিয়া যদি দ্বিধা হন তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাত্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।

কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, আচ্ছা “বন্ধুর দান” তাহাই লইব। এই বলিয়া আমি ইন্দুরটির ল্যাজ্জাটী ধরিয়া যথাযোগ্য বন্ধুর সহিত আপ্যায়ন করিয়া ক্রতপদে বহির্গত হইলাম।

আমি নিঃসম্মত—কোনরূপে গাড়ী ভাড়া করিয়া ভবানীপুরে আসিয়াছিলাম, আশা ছিল বন্ধুর নিকট কিছু পাইয়া আমি অনায়াসে করিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু এই ঘটনায় আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষে উত্তপ্ত

অশ্রুধারা সবেগে বাহির হইয়া আমার বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিল। মনে বড় দিকার হইল। কোথায় বাই, কি করি এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় একটা ভদ্রলোক ডাকিল, মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক, ইন্দুরটি লইয়া কোথায় যাইতেছেন, ইন্দুরটি আমার দিন, আমার একটা কাবুলী বিড়াল, বড় ইন্দুর খাইতে ভালবাসে। আমি বলিলাম, না মহাশয়, এটা আমার বন্ধুর দান, দিতে পারিব না।

ভদ্রলোক বলিলেন আপনি পাগল নাকি, ৯০ আনা পরসাদ দিতেছি, ইন্দুরটি বিয়া যান। কমা করবেন।

আমি নিঃসম্মত বলিলাম। তা—দিন, আমি বিপর, ৯০ আনা পরসাদ আমার উপকার হইবে।

ভদ্রলোক ইন্দুরটি লইয়া তৎক্ষণাত্ তাহার প্রিয় বিড়ালের সম্মুখে দিল এবং আমাকে ৯০ আনা পরসাদ দিয়া বিদায় করিয়া দিল। কিন্তু আমি পল্লীগ্রামবাসী, তাহাতে কাঙ্ক্ষন ছিল না, ভয়ানক তামাক খোর হইয়াছিলাম, নিকটেই একটা বাজারে তামাক টিকে একটা ডাবা হুকা কিনিয়া আলিপুরের গোপাল নগর রোডের সম্মুখেই একটা বৃক্ষতলে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলাম। এখন এইটা আদালতে বাইবার রাস্তা, যত লোক সেই নিকেই মোকদ্দমা করিয়া কিরিতেছে, তাহার তামাক খাইবার আশায় আমার নিকট বসিতে লাগিল, তামাক খাইয়া একটি পরসাদ ফেলিয়া দিতে লাগিল। এক পরসাদ তামাকে প্রায় ৮১০ পরসাদ হইল। তাহাব পর এক জন ভদ্রলোক আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আমি শিক্ষিত, কিন্তু অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয়। তিনি পরামর্শ দিলেন, মহাশয়, আপনি কল্যাণ হইতে একটা কেরাসিনের টবের উপর পান তামাক সাজাইয়া বসিবেন, আপনার অনেক আয় হবে।

পুস্তক “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

আমি আশ্রয়হীন, কিছু হাজার হটক, ভুত
ভয়, সন্তান, ভয় লোকটাকে তাঁহার বাড়ীতে
আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করিলাম, তিনি স্বীকৃত
হইলেন ।

এইরূপে প্রায় একটি মাস কাটিয়া গেল সমস্ত
মাসের কার্যে আমার খোরাকী ও খরচাদি
বাদে প্রায় ৪০ টি টাকা আর হইয়াছিল । ইহার
কারণ, যেমন আমার কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল
সেইরূপ আমি মিষ্টান্নাদি, শীতলজল, পান
প্রভৃতি রাখিতে আরম্ভ করিলাম । ক্রমে
আমি বহু ভদ্রলোকের নিকট পরিচিত হইতে
হইতে একদিন একজন কন্ট্রাকটরের সহিত
আলাপ হইল । আমার অবস্থার কথা তিনি
তুলিলেন—বলিলেন বিশ্বস্তর বাবু, আপনি
দেখিতেছি লেখা পড়াও জানেন, ভদ্র সন্তান,
আপনি যদি কুলি সংগ্রহ করিতে পারেন,
তাঁহা হইলে আমি আপনাকে আমার কার্যের
শুভ বগ্নাদার করিয়া লইতে পারি । আমি
স্বীকৃত হইলাম । আমার ক্ষুদ্র দোকানটির
জন্ত একটি লোককে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া
আমি চক্রধরপুর, পুষ্কলিয়া নানা স্থান হইতে
কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম । ভদ্রলোকটির
কেহ আপনার লোক না থাকায় তাঁহার
অনেক ক্ষতি হইত, আমি নিতান্ত আপনার
হইয়া বিশ্বস্ততার সহিত সমস্ত কাজ দেখিতে
লাগিলাম । বর্ষের শেষে ৮০ আনা মাত্র অংশে
আমি প্রায় ৩৫ হাজার টাকা মুন্ফা পাইলাম ।
২১৩ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহার কার্যের
সর্বস্বত্ব হইয়া উঠিলাম । আমি ভবানী-
পুরেই বাড়ী করিয়া আমার জ্বংধের
সংসারটিকে সুধের করিয়া লইয়া কোনরূপে
দিন কাটাইতে লাগিলাম । তাহার পর
আমি নিজেও অনেক স্বাধীন কাজ করিয়া
যথেষ্ট উপার্জন করিয়াছিলাম ।

রমেশচন্দ্র এতদূর নির্ভর্য্যক হইয়া সমস্ত
কথা শুনিতে ছিলেন, বলিলেন, “দাদা মহাশয়,

তাঁহার পর আর আপনি কখনও দক্ষিণেশ্বর
বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?”

বুদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,
শুন বলি ভাই, সে এক রহস্যের কথা । যখন
আমি ভবানীপুরে বৃহৎ বাড়ীটি—আমার
নিজের বসবাসের জন্ত প্রস্তুত করিলাম, তখন
বিশেষ কার্য উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বর
বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম,
তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে অভ্যর্থনা করিবার
জন্ত আমি এবং আমার তৎকালীন বন্ধু বান্ধব
উপস্থিত হইয়া আমার সোপানাবলীর নিকট
অবস্থান করিতেছিলাম । ঠিক সন্ধ্যা ৭টার
সময় তিনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করি-
লেন । আমার বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে অভ্য-
র্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন, এই নিমন্ত্রণ
আমি তাঁহারই কোন বন্ধুর দ্বারা করাইয়া-
ছিলাম । আহারাদির পর আমি সপরিবারে
বিশেষর বাবুর চরণ স্পর্শ করিলাম । দক্ষিণে-
শ্বর বাবু সবিম্বরে আমার পানে তাকাইয়া
বলিয়া উঠিলেন, এ কি বিশ্বস্তর বাবু যে !
আপনি এখানে !

আমি করবোড়ে বলিলাম, ইহাই আমার
নিজের বাসস্থান—ইহা আমার বন্ধু দক্ষিণেশ্বর
বাবুর দানের ফলমাত্র । আমি সংক্ষেপে
বন্ধুবান্ধবগণের নিকট সমস্ত আত্মোপাস্ত ঘটনা
বিবৃত করিয়া বলিলাম—“বন্ধু অর্থের দান
অপেক্ষা আকেল দিলে অনেক বেশী দান করা
হয়, তাহাই আমি শিখিলাম ।” দক্ষিণেশ্বর
বাবু আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করে বলেন,
সখা ভগবান যে আমার উদ্দেশ্য সফল হবার
জন্ত সাহায্য করেছেন, তজ্জন্ত এ ধন্যবাদ
তাঁহাকেই দেওয়া উচিত ।” এই বলিয়া
তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

চয়ন

সেকালের ব্রাহ্মণের চিত্র ।

—:~::~—

(অর্চনা)

কিঙ্কর ঠাকুর ।

[লেখক—শ্রীরামগহায় কাব্যাতীর্থ ।]

সেকালে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ কেমন অকপট
হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, মত্যসঙ্গ, সংযমী এবং বিলাস-
শেষশূন্য ছিলেন, তাহার একটি চিত্র পাঠক
পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম ।
ব্রাহ্মণ্যের সেই পুরাতন ব্রাহ্মণের আদর্শ এখন
আর একটা দেখা যায় না ; এই রেখা চিত্রে
পাঠকবর্গ উহার কণকিৎ পরিচয় পাইতে
পারিবেন ।

কিঙ্কর ঠাকুরের নামের সহিত ব্রাহ্মণীর
তেমন পরিচয় না থাকিলেও তিনি বঙ্গদেশীয়
স্বরণের যোগ্য । তাঁহার পূর্ণ নাম শ্রীরাম-
কিঙ্কর জায়ালঙ্কার । তাঁহার পিতা রাম-
লোচন তর্কসিদ্ধান্ত অগাম্য নৈয়ায়িক
ছিলেন । ইনিও মহাপণ্ডিত । পাশ্চাত্য
বৈদিক শ্রেণীর বিশিষ্ট গোত্রে ইহার জন্ম ।
এই বিশিষ্ট বংশীয়গণ প্রধানতঃ ডাটপাড়ার
ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত । ইহাদের বংশে
৮ নারায়ণ ঠাকুর নামে একজন সিদ্ধপুরুষ
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার নামে
এই বংশীয়েরা অস্তাপি ঠাকুরবংশীয় নামে
কীৰ্ত্তিত । প্রায় দেড় শত বৎসর হইল,
কিঙ্কর ঠাকুর কাঁচড়াপাড়ার ঠাকুর গৃহে জন্ম
গ্রহণ করেন । ইনি একশত বৎসর জীবিত
ছিলেন । পঞ্চাশ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু
হইয়াছে ।

অশুদ্ধপ্রতিগ্রাহিতা, সদাচার পালন, ধর্ম্ম
নিষ্ঠা, সংপরিগ্রহ ও বিদ্যাবাস্তা ইহাদের বংশ-
গত । কিঙ্কর ঠাকুরেরও তাহার ব্যতিক্রম

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ক মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে ।

হয় নাই। শিল্প ও বিদ্যার সম্পত্তি ইহার জীবিকার উপায়স্বরূপ ছিল, শিষ্য বাটীতে প্রায় ইহার বৎসরের ছয় মাস কাল অতি-বাহিত হইত। এক্ষণে প্রায়ই সকল স্থানই সুগম হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে পূর্বাঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল। দস্যুভর অত্যন্ত অধিক ছিল, পথঘাট ছিল না বলিলেই হয়। তবে গুরু মহাশয়ের পথে যত কষ্ট হইত না, শিষ্য-বাটীতে উপস্থিত লইলে শিষ্যগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবার গুণে সে কষ্ট দূরীভূত হইত।

১ম ঘটনা।

একদিন কিষ্কর ঠাকুর গুলনার পূর্বভাগে বালেশ্বর নামক নদীতে নৌকাযোগে গমন করিয়াছিলেন। নৌকা জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইল। দস্যুরা সশস্ত্র নৌকায় উঠিলে ঠাকুর দস্যুগণকে কহিলেন—

“দেখ, তোমাদিগকে আমি আমার বাধতীরে ডুবাই দিতেছি। একমাত্র পরিধান স্বরূপ গামছা রাখি। অনর্থক কেন ব্রহ্মহত্যা করিবে?”

দস্যুগণ এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে ব্রাহ্মণ আপনি গামছা পরিধান করিয়া সমস্ত দ্রব্য ও অর্থাদি তাহাদিগকে দিলেন।

দস্যুগণ স্বকাৰ্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিতে একটি হীরকাসুরীর রহিয়াছে। “সমস্তই দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এট অঙ্গুরীয়টিও আমার দেব”—এই ভাবিয়া মাঝিকে আপনার মনের সঙ্কল্প জানাইলেন। মাঝি তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

“ঠাকুর, আমাকে উহা হইতে ভাড়া দিতে হইবে। আর সাধ করিয়া আমরা বাধের মুখে বাইতে পারিব না! নৌকা আমি কখনও ভিড়াইব না”।

ব্রাহ্মণ তখন কাঁপিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—

—“দেখ মাঝি; তোমাকে বিগুন ভাড়া

দিব। অমুক শিষ্য বাটী পৌছাইয়া দিলেই ত তুমি বিগুন ভাড়া পাইবে। আমাকে প্রতিজ্ঞাতত্ত্ব পাণ্ডা নরকে ডুবাইও না। আমার কথা যদি না শুনে, তবে আমি এই নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিব; এ পাপ জীবন আর রাখিব না।”

মাঝি নৌকা ভিড়াইল। ব্রাহ্মণ তখন তাঁরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া দস্যুগণকে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণ দস্যুগণের সন্ধান পাইয়া যখন আপনার হীরকাসুরীর কথা জানাইলেন এবং অঙ্গুরীয়টি লইয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যখন অনুরোধ করিলেন, তখন একজন দস্যু সেই হীরকাসুরীয়টি হাত পাতিয়া লইল। দস্যুরা চিরকালই পাপ করিয়া আসিয়াছে, একরূপ ভাবে পুণ্যের বিনশ রক্ষা কখন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সমবেত দস্যুগণের মধ্যে একটি দিম্বয়ের ভাব প্রকাশ পাইল। দস্যুপতি অপর দস্যুদিগকে কহিল—

“দেখ, এ ব্রাহ্মণের দ্রব্য কখনই আমাদের সহিবে না। এই ধার্মিক ব্রাহ্মণের সমস্তই কিরাইয়া দিই।”

বাস্তবিক দস্যুরা নরহত্যা করিয়া পাপের অধস্তন সোপানে অবরুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণের এই অলৌকিক ত্যাগ ও মহত্ব দর্শনে সকলেই দস্যুপতির প্রস্তাবে সন্মত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাঁহার দ্রব্য ফেরত লইতে চাহিল না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—যখন আমি তোমাদের দিয়াছি, তখন ফেরত লইব না।

দস্যুরা ইহাতে আরও চমৎকৃত হইল। ততক্ষণে তাহাদের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে এই দস্যুতা জন্মের মতন ত্যাগ করিয়া ধর্মপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিল। ব্রাহ্মণের সম্মুখে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, আর কখনও

এ পাপকাৰ্য্য করিবে না। কিষ্কর ঠাকুর তখন আপনার সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দস্যুগণের আজীবন-সংকীর্ণ পাপকরের উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলেন।

২য় ঘটনা।

কিস্কর ঠাকুরের প্রৌঢ় বয়সে পত্নীবিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র “রামচন্দ্র” পিতার উপর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুরের গৃহে খুব আঁকজনকের সহিত নিশ্চয় হইয়া থাকে। বহু আত্মীয়কুটুম্বে সে সময় গৃহ পূর্ণ থাকে। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময়ে বড়ই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। দুর্গোৎসবের ভাড়ারী ছিলেন, —ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্বগুরু। ইনি লোক ভাল ছিলেন না।

একদিন ঠাকুরের পৌত্র, রামচন্দ্রের পুত্র-চন্দ্রি বৎসরের বালক ভাড়ার ঘরে খাবার জাহিতে যায়। ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্বগুরু জামাতার পৌত্রকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেন। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা (রামচন্দ্রের) নিকট এই ব্যাপারটির বর্ণনা করিলে রামচন্দ্রের ঐর্ষ্যাচাতি ঘটিল। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে সত্যম্বেল অপমানজনক ভাষায় তীব্রবরে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,—“বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া আপনার এত মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। নচেৎ আপনার দ্বিতীয় পক্ষের স্বগুরু আপনার গৃহে বলিয়া একমাত্র পৌত্রকে আজ অপমান করিতে সাহসী হয়?”

ঠাকুর পুত্রকে সত্যম্বেল আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতে নিষেধ করিলেন। অসহিষ্ণু পুত্র তাহা শুনিলেন না; উপরন্তু মর্মান্তিক শেলসম বাক্যে পিতাকে ব্যপিত করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর পুত্রকে অতিশাপ দিলেন,—“একরূপ পিতৃ-অপমানকারী সন্তানের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমি দুঃখের কারণে চাই না। এক মাসের মধ্যেই যেন একরূপ সন্তানের অপঘাত-মৃত্যু ঘটবে।”

অভিশপ্ত পুত্র রামচন্দ্র আপনার এক পুত্র ও কস্তার হাত ধরিল। কাঁটালপাড়ার গৃহ ত্যাগ করিয়া চুঁচড়ার বাটীতে গিয়া রহিলেন। অবশ্য পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া পরে ঠাকুরের অমৃত্যু হইয়াছিল। চন্দনপুরের জমিদার-শিষ্য শ্রীহারিকানাথ মিশ্র ও অন্যান্য শিষ্যগণের অমুরোধে ঠাকুর পুত্রকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন। অভিশাপ-খণ্ডনের জন্য সমারোহে শাস্তি-সম্ভারন ও শিবপূজাও করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অখণ্ডনীয়। ঠাকুর বলিতেন, “হাতের বে ঢেলা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যস্থানে পড়িবেই।”

একদিন চোকাঠে মাথা লাগিয়া ঠাকুরের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র ভূমিতে পড়িয়া গেলেন রক্তপাত হইতে লাগিল। অভিশাপ ফলিল; অভিশপ্ত পুত্রের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিল। গৃহে ক্রন্দনের রোল ঠাকুরকে জানাইয়া দিল,— তাহার একমাত্র পুত্র আজ তাহারই অভিশাপে ঘোবসে প্রাণ হারাইলেন।

৩য় ঘটনা।

একদিন ঠাকুরের পত্নী কাদিতে কাদিতে পতিকৈ বলেন,—“দেখ, আমি যেখানেই নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে সকলেই আমাকে বলে,—উহাকে বেশী করিয়া নাহি দাও উহার স্বামী বৃদ্ধ, অধিকদিন সধবা থাকিয়া মাছ খাইতে পাইবে না। তজ্জন্যই উহার। একরূপ বলে বুঝি?”

কিছু ঠাকুর পত্নীকে সাধনা দিলেন, “কেণী কাদিস না, আমি একশত বৎসর বাচিব। তখন তোমার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে।”

কথাটা অন্ধরে অন্ধরে মিলিয়া গেল।

পৌষের পুত্রকন্যা দেখিয়া একশত বৎসর করলে ঠাকুর গঙ্গাগর্ভে নখর দেহ বিসর্জন দিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ঠাকুর দেখিতে যেন পাকা আঁঠীর মত ছিলেন। শিবকলমেও ইহার শক্তি অটুট ছিল। একরূপ দীর্ঘজীবী সং ব্রাহ্মণ এক্ষণে আর দেখা যায় না।

ঠাকুরের খন্তরকে দক্ষিণ অঞ্চলে হৃদ্যন্ত প্রজাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল তাহার দেহ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পত্রাদি।

—(::)—

মাননীয় “কাজের লোক” সম্পাদক

মহাশয় সমীপে

মহানতিমে—

“কাজের লোক” পত্রে ঈষার মূলের লতার সর্প দংশনের গুণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম এবং একটা সমূল গাছ পার্শ্বলে পাঠাইলাম। ইহা দ্বারা যাহা করিতে হয়, তাহা করিবেন।

গত ৩০ শে শ্রাবণের “আনন্দ বাজার” পত্রিকায় “কেলেকৌড়া” লতার যে গুণ পড়িয়াছিলাম, তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ঈষার মূল ও কেলেকৌড়া দুইটা লতাই সর্পাঘাতের মহৌষধ। আমি এই দুইটি ঔষধের গুণ লিখিয়া একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা মূলভে ছাপাইয়া দিলে আমি আপনারদের নিকটেও ছাপাইতে পারি। * * *

এদেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে :—

“যে দেশে নিসিন্দা, নিম কেলেকৌড়া কল্লনাথ।
গুলক, গোয়ালিপাতা, আঁশ শেওড়া, আত্মপাত।
ছোট চাঁদা, বড় চাঁদা, আছে ঈষার মূল,
সে দেশের লোক কেন সর্পাঘাতে যাবে নদীর
কূল।”

যদ্যপি না পড়ে, দেহ না পোড়ে আঙণে।

বিষ ধরে বিষ নাশে এ রঙ্গের গুণে ॥

উপরোক্ত পদ্য গুলিতে যে সমস্ত গাছের উল্লেখ আছে, তাহার সকল গুলিই বিষনাশক। আমার ঐ সকল ঔষধের মধ্যে ৪টির গুণ জানা আছে। যথা ঈষার মূল, গোয়ালিয়া লতা, কেলেকৌড়া, আঁশ শেওড়া, ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে অনেক লিখিতে হয়, যদি আবশ্যক হয় লিখিবেন। উপরোক্ত ঔষধ গুলি এখানে সকল গ্রামেই আছে। অমৃত্যু প্রকৃৎক আমাকে “কাজের লোকের” গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

বশদ

ডাক্তার শ্রীমোহিনীমোহন নন্দী।

পার্বডাঙ্গা পোঃ জেলা পাবনা।

আমাদের বক্তব্য।

১। গোয়ালিয়া পাতা দুই প্রকার আছে, ছোট গোয়ালে এবং বড় গোয়ালে, কোন গোয়ালে হিতকর বলিয়া মনে করেন?

২। কল্লনাথ, আত্মপাত, ছোট চাঁদা, বড় চাঁদা, ইহাদের ব্যবহার বিধি আপনার জানা আছে কিনা?

৩। ঈষার মূল, গোয়ালিয়া পাতা কেলেকৌড়া, আঁশ শেওড়ার কিরূপ ব্যবহার আপনার জানা আছে, যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া লিখেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা বহু লোকের উপকার হইতে পারে। আপনার প্রবন্ধ “কাজের লোক” সাধরে প্রকাশিত হইবে।

অধীন

“কাজের লোক” সম্পাদক

আমরা বহুস্থান হইতে সর্প দংশন চিকিৎসার এই প্রবন্ধটির জন্য এবং রসুন দ্বারা যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র পাইতেছি, তজ্জন্য কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু বৃদ্ধ মহিম বাবুই এই ধন্যবাদ

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

গাভের প্রকৃত অধিকারী। তাহার লোক
হিতার্থে বহুকালের সংগৃহীত চুল্লী বুদ্ধিবোধ
গুলি “কাজের লোকে” ধারাবাহিক বাহির
হইতে দেওয়া আশাও তাহার নিকট
চিরস্থায়ী।

কাঃ সঃ

মুখ্যযোগ সংগ্রহ।

—(•••••)—

(Mohim Babu's Collections)

হাঁপানীর ঔষধ।

শনি মঙ্গলবার, টাটটিকি ল্যাজের অগ্রভাগ
গ্রহণ করিয়া ওটা টুকু কাটার ভিতর পুরিয়া
সকালে ঘান কথিবা ভগবানের নাম গ্রহণ
পূর্বক খাইলে হাঁপানী নিশ্চয় ভাল হইবে।

অন্নরোগ ও শূল।

একটা ভাল কুনা নাংকেলেব ছোপড়া ও
গুড়া ফেলিয়া দিয়া মুখের দিকে টাকাব
পরিমাণ মাগা সমেৎ কাটিয়া একটি ছিদ্র
কাতে হইবে, এং কাটা টুকুটা রাখিয়া
দিতে হইবে। ঐ নাংকেলেব জলটা কোন
পরিষ্কার পাথর বাটি বা কাচের পাত্রে রাখিয়া
দিবেন। নারকেলের আকৃতি বিবেচনায়
দেড় হইতে দুই ছটাক বিটমেনের চূর্ণ ঐ
নারকেলের ভিতর পুরিয়া পূর্বোক্ত পাথর
বাটিতে যে নারকেলেব জল বাখা হইয়াছে,
তাহা ঐ সবণের চূর্ণ মধ্যে বতটুকু নাং-
কেলেব মধ্যে ধরে ঢালিয়া দাও ও বাকীটা
কেলিয়া দিতে পাবে, তাহান পব কাটা
মুখটা ঐ নারকেলের মুখে ঢাপা দাও এবং
পাট দিয়া জড়াইয়া শক্ত করিয়া বন্ধ। তাহাব
পর গোময় ও এটেল মাটি একত্র মিশ্রিত
করিয়া সমস্ত নারকেলটাব গাত্রে বেশ
মোটা একটা প্রলেপ দাও। তাহাব পব
মোড়ে একটু শুক করিয়া লইয়া ঘুটের পোড়ের

আঙনের দ্বাংরে সম্পূর্ণভাবে অগ্নি দ্বারা
ঢাকিয়া দাও। অল্পসময়ে যখন ঐ নারকেলের
শাঁসের ভিতর শুবিয়া গিয়াছে বুঝিবেন, তখন
তাহাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া লইয়া
কুকণীতে নারকেলটাকে কুসিয়া লইতে হইবে।
তাহার পর শীলে উত্তমরূপে বাটিয়া কুল
আঁটার মত বাটিয়া প্রস্তুত কব, বাটিকা
শুক হইলে মুখ চওড়া বোতলে লেবেল
দিয়া রাখিয়া দাও। ব্যবহার বিধি, প্রতিদিন
সকালে বিকালে শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত
লিয়া বা গুলিয়া খাইলে কষ্টসাধ্য শূলও
অন্নরোগ এবং সাধাৰণ অন্ন বোগ সাবিয়া
যাইবে।

(সন্ন্যাসী দত্ত)।

(সংগ্রহ)

Medical Notes.

দস্তশূলে—থাইমল (Thymol).

অসহ্য দস্তশূলে, এক টুকু তুলার কিছু
থাইমল মুড়িয়া দস্তগহবে প্রয়োগ করিলে
তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (The
Hospital.)

ম্যালেরিয়ার ফলপ্রদ ব্যবস্থা পত্র ;

—“মেডিক্যাল সামারি” নামক প্রসিদ্ধ পত্রে
ম্যালেরিয়ার অবব ২ খানি ফলপ্রদ ব্যবস্থা
পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যথা,—

(১) Re.

আইরণ ফেরোসায়েনাইড (Iron
Ferrocyanide) ১৯ দেড় ড্রাম।

গ্যাসিটেমিলাইড (Acetanilide)
১ ড্রাম।

লাইকর পটঃ আর্সেনিক (Liq. Pot.
arsen) ২ ড্রাম।

এং সিরাপ কুইনাইন ৮ আউন্স পূর্ণ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

করবার যথা প্রয়োজন। একত্র মিশ্রিত
করিয়া ইহার ১ ড্রাম বাজার প্রত্যহ ৩০ বাব
সেব্য।

(২) Re.

আইরণ ফেরোসায়েনাইড ২৫ গ্রেণ।

গ্যাসিটেমিলাইড ২০ গ্রেণ।

লাইকর পটঃ আর্সেনিক ৩০ মিনিম।

গ্যাবমেটিক সিরাপ অব রুবার্ব (Arom
Syr. Rhubarb.) ৩ ড্রাম।

সিরাপ কুইনাইন—(Syr. Quinine)
—৪ আউন্স।

পূর্ণ কবণার্থ যথা প্রয়োজন। অর্ধ হইতে ১
ড্রাম মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বাগক-
দিগের অন্ত এই ব্যবস্থা।

উক্ত পত্রে কথিত হইয়াছে যে, ম্যালেরি-
য়া জবে এই ঔষধ অতীব উপকারক, এত-
দূর অতীব বিচ্ছেদ হইয়া উঠা বন্ধ হইবে। বলা
বাহুল্য যে এক মাত্র ম্যালেরিয়া জরেই ইহা
ফলপ্রদ।

হিকার সহজ চিকিৎসা ;—

হিকা অতি কঠিন উপসর্গ, অনেক সময় ইহা
নিভাত্ত হুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বাহা হটক,
কিছুদিন হইল মিঃ লেবোর্ডি (Labordy)
নামক জনৈক চিকিৎসক প্রকাশ করিয়াছেন,
যে, সবলে পুনঃ পুনঃ জিহ্বা আকর্ষণ করতঃ
পুনর্বার ছাড়িয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া
যায়। ডাক্তার নমার (J. Noir) নামক
একজন চিকিৎসক অনেক গুলি হুঃসাধ্য হিকা
রোগীকে এই উপায়ে আরোগ্যলাভ করিয়া-
ছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, একটা
২৪ বৎসরের বালিকা হিকার জন্ত সুস্থাবস্থা
প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতঃপর দেড় মিনিট কাল
তাহার জিহ্বা টানিয়া এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া
দেওয়ায়, ২ মিনিটের মধ্যেই হিকার নিবৃত্তি
হইয়াছিল, পুনর্বার আর হিকা উপস্থিত হয়
নাই। অপর একটা ক্ষয় রোগীর হিকা

নিম্নোক্তরূপে বহুবিধ চেষ্টা নিরূপণ হইয়াছে, অপরূপে এই প্রক্রিয়ার তাহার হিকা আরোপ্য হইয়াছে। আশা করি, এই সহজ প্রক্রিয়াটি পাঠক স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

কলেরার প্রতিবেদক।—

বর্তমান চৈত্রমাসে অত্রস্থান সন্নিকটবর্তী নিম্নোক্তাপুরে কলেরার অভ্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে অনেকগুলি রোগীকে লাই-কর আর্গেনিকেলিস দ্বারা আরোগ্য করা ইয়াছিল। উপরে কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তিকে ২ কোটা মাত্রার বিটউড ক্রিসোজোট প্রত্যাহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিই, বলা বাহুল্য যে, ইহাদের মধ্যে একব্যক্তিও কলেরা-ক্রান্ত হয় নাই। এমন কি, ইহাদের কেহ কেহ কলেরা রোগীর সংস্রবে সর্বদা বাস করাতেও কেহ পীড়াগ্রস্ত হয় নাই। আশা করি, পাঠকগণ কলেরার প্রতিবেদক করে ক্রিসোজোট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(চি: প্র: সম্পাদক)।

উপদংশ পীড়ায়—কুইনাইন।—

ব্রিটিশ সামরিক বিভাগে উপদংশ পীড়ার ঔষধার্থে দমনার্থ বিশেষরূপ আবেগনা ও পরীক্ষা হইয়া থাকে। এতদর্থে অনেকজেরা মেমোরিয়াল নামক একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উপদংশ সম্বন্ধে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ধারণ করাতে ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার মতে উপদংশ পীড়ায় একমাত্র পারদ ব্যবহার অপেক্ষা এতদসহ কুইনাইন ব্যবহারে যথোচিত উপকার পাওয়া যায়। প্রথমে পারদ প্রয়োগ করতঃ উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়ার পর কুইনাইন সহ কেরি পারস্কার একত্রে প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইনি বলেন যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণুর উপর জীবাণুনাশক হইয়া অসহ্য ক্রিয়া প্রকাশ করে।

উপদংশ পীড়ায় উপপাদক “পাইরোনিটি” নামক জীবাণুর উপর তরুণ জীবাণুনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উপদংশ পীড়ায় দ্বিতীয় অবস্থার বধন স্বক্রে কত প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্বল হয়, তখন মধ্যে মধ্যে পারদ এবং কুইনাইন প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত উপকারের সম্ভাবনা।

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকুইনাইন (Euquine)

ই. গ্র্যাণ্ড নামক জনৈক চিকিৎসক গেজেট ডি, অন্টিড্যালি নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে গত ৯ই নবেম্বর (১৯০৯) লিখিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকুইনাইন ব্যবহারই সর্বোৎকৃষ্ট এবং নিরাপদ। অত্যাশ্রয় কুইনাইনের দ্বারা এতদারা জরায়ু সঙ্কোচ বা কোন বিবক্রিয়া উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই।

চি: প্র:

(Special)

Handicrafts.

সহজ শিল্প।

How to make filter,

কেমন করিয়া জল পরিষ্কারের
ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়।

দূষিত জল পান করিয়া বিবিধ উৎকট পীড়া জন্মে, এই জন্য জল পরিষ্কার করিয়া পান করা উচিত। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরার দেশ উজাড় হইতে বসিয়াছে, সাধারণ লোকে সামান্য একটু পরিশ্রম করিয়া নিজের সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেও কাতর। এদেশে—এমন—ইউরোপ বাদসা আমরা, আমাদের ঘরে ঘরে ফিল্টার এক একটা নিজেই করিয়া লইতে কতি কি?

সেইজন্য কেমন করিয়া ঘরোয়া ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয় বলিব। বিদেশী আমদানি ফিল্টার ক্রয় করিতে অনেক অর্থ-ব্যয় হয়। নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইলে যে সকল পরশা বাঁচিয়া যায়। ফিল্টার প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে একটা ফ্রেমের উপর বাণী, করলা ইত্যাদি দিয়া ফিল্টার করা হইত, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান লইত, নানা ঝগড়া ছিল। সেইজন্য বিদেশী আমদানী ফিল্টার এদেশে বীর আধিপত্য বিস্তারের স্থান পাইয়াছিল। ইহাতেও ব্যয় বাহ্য হওয়ার কেহ আর ফিল্টারই ব্যবহার করে না, কিন্তু নিজেরা একটা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ক্রমে তাহারই জলপান করা অভ্যাস হইয়া পড়াইতে পারে।

ফিল্টারের পাত্র।

একটা মাটির ফুলের টব যোগাড় করিতে হইবে, অবশ্য একটু ভাল এবং একটু বড় হওয়া আবশ্যক। সেটা জলের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। বাঁহারা বড় লোক, অবস্থাপন্ন, তাহার আমদানী ফিল্টার ক্রয় ব্যতিত যে অন্য কোনরূপ পছন্দ করিবেন, সেটা দুঃখা বটে। কুমারদিককে উৎসাহিত করিলে এদেশেও ফিল্টারের মাটির পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। চলনসই ফিল্টার করিতে হইলে অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি গভীর, ১২ই উপরের পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি নীচের পরিধি হওয়া উচিত। এইরূপ ফিল্টারে প্রায় ১৫০ গ্যালন জল ধরিতে পারিবে। তাহা হইলে একটা ছোটখাট গৃহ-স্থের চলিয়া বাইতে পারিবে। আট, দশ আনা ব্যয়ে এমন একটা পাত্র করান বাইতে পারে। ফুলের টব না হইলে সেইরূপ যে কোন প্রকারের মাটির পাত্র দ্বারাও হইতে পারে। তবে ইহার সুখ প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা আছে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বার্ডলের গান।

—:—

“একটি ভিক্ষা দাও মা!”

(১)

ব্রহ্ম-বজ্রাগারে, ত্রিবেণীর ধারে,
জনশূন্য ধীপে, সাগরের পারে,
কিংবা গিরিচূড়ে, গভীর গহ্বরে,
গহন কাননে, বিজন-প্রান্তরে,
ভিকারী-কুটীরে, রাজ-দরবারে,
ইন্দ্র-পুরে, কিংবা বমালয়-দ্বারে,
যখন যেখানে রাখ মা আমারে,
ভুলি না যেন গো ডাকিবারে মারে ॥

(২)

মা মা মা মা ক’রে যেন মা তোমারে,
বারে বারে আমি পারি ডাকিবারে,
তখন (ও) যেন মা, যখন আমারে
আসি’ বস্ত্র পত্ত’ চা’বে গ্রাসিবারে,
কিংবা কাম ক্রোধ উগ্র মুষ্টি ধ’রে
আসিবে তুলিতে মোরে পত্ত ক’রে,
তুলিতে তোমারে বলবে বারেরবারে
তখন (ও) যেন মা, ডাক্তে পারি মারে ॥

(৩)

পীড়ার যন্ত্রণা করিলে অস্থির,
কুখাপিণাসাতে হইলে অধীর,
অভাবে যখন নেত্রে ব’হে নীর,
অস্ত্রমে অবশ হ’বে এ শরীর,
ভুলে যা’ব কথা, ভুলে যা’ব ভাষা,
চলে যাবে আশা, না র’বে মা দিশা,
তখন (ও) যেন মা, না ভুলি তোমারে।
প্রাণভরে’ পারি ডাকিবারে মোরে ॥
ভিক্ষা দাও ওমা—দাও মা আমারে।
(কত) না ভুলি “মা” বলি ডাকিতে তোমারে ॥
ত্রি: শ্রীমাতুলচাঁদ বার্ডল।

হারানিধি।

—:—

(গল্প)

দৌলতপুরের একটি বিতল অট্টালিকার
বারাণ্ডার উপর এক পঞ্চাশত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ
ভাকিরায় ঠেস দিয়া আসীন, এমন অবস্থায়
তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী আসিয়া
উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ গুরুচরণ বাবুর আকিঙ্গের
মোতাজ্জিনিত অবসরভা ভগ্ন করিয়া তুলি-
লেন। গুরুচরণ বাবু সেকালের লোক, সামান্য
একটি জমী জায়গা এবং তেজারতির আয়ে
তাহার কুদ সংসারটিকে কোনরূপে সুখের
করিয়া লইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। গুরুচরণ
বাবুর একমাত্র কন্যা মোহিনীর আজ
২ বৎসর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সামান্য
দেনা পাওনার জন্ত বৈবাহিকের সহিত মনো
মালিন্য হওয়ায় জাগীতা বিজনকুমার বিবাহের
পর হইতেই আর খত্তরালয়ে আসিতে পান
নাই। বিজনকুমারের পিতা বলিয়াছিলেন,—
“যদি পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া খত্তরালয়ে
যায়, তাহা হইলে বিজনকুমারকে ত্যাজ্যপুত্র
করিবেন”। অগত্যাই পুত্র বিজনকুমার আর
খত্তর বাড়ী কখনও আগমন করেন নাই।

বালিকা মোহিনী কুলিনের মেয়ে, সেই
জন্ত চতুর্দশবর্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।
মোহিনী সুন্দরী, তাহার সরলতাময় চক্ষু দুটি
দ্বারা বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় সেই সলজ্জ
দৃষ্টি যে বিজনকুমারের দৃষ্টির সহিত এক মুহূর্ত
মাত্র সন্মিলিত করিয়া তাহার হৃদয়ের সহিত
নিজের হৃদয়ের সন্মিলন করিয়াছিল, তাহা
বিজনকুমারের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।
পিতার নির্বন্ধ অনুরোধেও বিজনকুমার
যখন নানা ওজর আগন্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ
প্রস্তাবে পরিভ্রাণ পাইলেন না, তখন
অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। চতুর্দশ বর্ষীয়া
বালিকা মোহিনী এখন ষোড়শী, সর্বদাই উদা-

সীনা। বেশ ভূষ, অর্থাৎ কিছুতেই তাহার
তৃষ্ণা নাই, সে সর্বদাই বিবাহিনী। জননী
মাতঙ্গিনী কভার এই ভাব দেখিয়া অহরহ
মনোহুঃখে কাণবাগন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ
বিজনকুমারের নিরুদ্দেশ বার্তা শুনিয়া
একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। গুরুচরণ
বাবুও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন
বটে, কিন্তু বিষয় কার্য্যে সর্বদা বাস্তব থাকার
জন্ত বড় একটা এ বিষয়টার মনোযোগ দিতে
পারিতেন না। তাই আজ মাতঙ্গিনী আসিয়া
গুরুচরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—“এই
তোমার ঘর সংসার রক্তিল, আমি চলিলাম।”

গুরুচরণবাবু গৃহিণীর মুখের দিকে এক
বার তাকাইয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনীর চক্ষু
হইতে দরদর বেগে অশ্রুধারা গণ্ডস্থল প্রাবিত
করিতেছে। আন্তে আন্তে বলিলেন,—
“মাতঙ্গিনী কীদূরটা কেন?”

“কান্দু ছী কেন? পূর্ণ বয়স্ক কভার প্রাণের
ক্লেশদন বুঝি দেখ নাই, পিতার কঠিন প্রাণ
তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে বটে,
কিন্তু মার প্রাণ তাহা দেখিয়া কাটিয়া যায়।”

গুরুচরণ নির্বানোমুখ করণীর কলিকাতার
উপরে হস্ত দিয়া শুড়ুকের অস্তিত্বতা উপলব্ধি
করিয়া নলটি মুখে দিয়া বলেন—কি
করা যাবে বল, মেয়ের অদৃষ্ট, এত খরচ পত্র
করে সোনারচাঁদ জামাই কল্লম, সে যে এমন
কসাইয়ের ছেলে, তা কেমন করে বুঝবো
গিরি! বাস্তবিকটোটা বিক্রি করে তাহার
পিতার দাবীর টাকা দিলেও যদি হ’তো, আমি
তাও কর্তেম, কিন্তু তার কস্যারের ব্যবসা, সে
পুনরায় ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা চায়,—এমন
অবস্থায় ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ল। আমি
এমন বয়সে তাকে কোথায় খুঁজি বল দেখি।
কিশোরীধাব বলছিলেন, তিনি বিজনকুমা-
রের কিছু কিছু সন্ধান জানেন। আজ রাত্রি
আটটার সময় যেতে বলেছেন, তাই এখনই

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ଅ:— ୮

ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না। গুরুচরণ বাবুর বৈবাহিকের বাড়ীতে গুরুচরণ বাবুর সন্ধানের জন্য লোক পাঠান হইরাছিল, কিন্তু তিনি সেখানে দান নাই।

পুলিস সাহেব গুরুচরণের সাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে তিনি দেখিলেন, গুরুচরণ বাবু, তাঁহার বৈবাহিক বাড়ী বাই-বেল, বিজনকুমার অস্তই বাইতেছেন। কিন্তু আমাতাও আসিয়া পৌছিল না। কিশোরী বাবু ভক্তের সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জামাতা বিজনকুমার আবার অতি প্রিয় বন্ধু, আমরা কলিকাতায় একত্রেই পড়িতাম। সহসা তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন। কিছুদিন পূর্বে আমি নিশ্চিতপূরে সন্ন্যাসীর পরিচয়ধারী একজন সাধুকে এক বৃক্ষতলে দেখিতে পাই। দেখিয়াই তাঁহাকে বিজনকুমার বলিয়া চিনিতেও পারি, কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই, সেই জন্য কোন গোলমাল না করিয়া আমি আমার দায়বানের সহিত গুরুচরণবাবুকে পাঠাইয়া দিই। দায়বান আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে, বিজনের সহিত তাহার সাক্ষাত হইয়াছিল, তাঁহার আমাকে বিদায় করিয়া দিয়া বৈবাহিকের বাড়ী গিয়াছেন। এ পত্রও তাহাই লিখিত আছে।

পুলিস সাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু এ রহস্য উৎখাটন করিতে পারিলেন না। কিশোরী বাবু পুলিশের লোকসিগকে এবং পুলিশসাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে সাধুরে তাঁহার বাগান বাড়ীতে লইয়া গিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অহোমাজ তাঁহাদের সহিত এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। কাতদিনীয় প্রকাশ্যবেশের এবং সেবাসুপ্রসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে গুরুচরণ বাবুর অনেক আত্মীরের সন্ধান বাড়ীতে পিতার সহিত বিবদিত করিয়া সেই রাতেই দাখ করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া যায় এবং সেই রাতে গ্রামের দক্ষিণাংশে নদীর পরপারে একটা বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া স্নান গ্রহণ করে। পর দিন সে নদী পার হইয়া আসিবার সময় একটা মাকড়সা কুড়াইয়া পায়, পুলিস সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

পানাগড় টেশনে।

পানাগড় টেশনের স্টাটিকরমের উপর ট্রেন আসিবার পূর্বে সহসা একটা জনতা হইয়া উঠিল। একখানি পালকীতে একটা জীলোককে লইয়া ৮জন বেহারা ট্রেনে উঠাইতে আসিয়াছিল, সহসা পালকীর ভিতর হইতে সকলন রোদনের ধ্বনি শুনিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল। একজন পুন্ডর বাদাগী যুবক সব-ইন্সপেক্টর পালকীর পার্শ্বদেশে দণ্ডমান, চারিদিকে বাতীপণ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, দারোগা বেহারা দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “এ পালকীর জীলোক এদুপে কান্দিতেছে কেন?” একটা পাইক সেলাম করিয়া বলিল, “হজুর মেয়েরা শতর বাড়ী বাইবার সময় চিরকালই কান্দিয়া থাকে।” এমন সময় ট্রেন মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, দারোগা বাবু ব্যাপার কি? “এই পালকীর ভিতর একটা জীলোক কাতরকণ্ঠে কান্দিতেছে শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। ট্রেনমাষ্টার বলিলেন, বোধ হয় যতর বাড়ী বাইতেছে সেই জন্য রোদন করিতেছে।” কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পালকীর মধ্য হইতে জীলোকটি একবার দারোগা বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পালকীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কেবল এই মাত্র শুনিতে পাওয়া গেল, “ওগো এরা আমাকে ধরিয়া লইয়া বাইতেছে।” এই শুনিবা-

মাত্র পালকীর বেহারাদল দাখ কান্দাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পাইক দ্রুতপদে কটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেখিয়া দারোগা বাতীপণের সাহায্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পালকীর বর উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, এক বোড়শ বয়সী যুবতী মুচ্ছিত হইয়া পালকীর মধ্যে পড়িয়া আছে। দারোগা বাবু বেন এ মুষ্টি কোথায় কখন দেখিয়াছেন মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কখন দেখিয়াছেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। স্টাটিকরমের উপর গুরুচরণ লোকে বাহির করা সঙ্গত নহে জারিয়া পালকী খানাকে রেলপুলিসের থানার লইয়া বাইতে হুকুম দিয়া নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। স্টাটিকরমের বাতীপণ “কি হইয়াছে, কেন ধরিয়া লইয়া গেল” ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চিম হইতে একখানি ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বেহারা আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

* * *

নীলকুঠীর ব্যাপার।

দৌলতপুরের ঠিক পশ্চিম দিকেই চারি ক্রোশ দূরে একটা প্রান্তরের মধ্যে একটা নীলকুঠীর ইটক নিশ্চিত সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে থানকতক প্রকোষ্ঠ, এখনও নীলকুঠীর ভূতপূর্ব গৌরবের স্মৃতি স্বরূপে দায়ক করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। নীল চাষ উঠিয়া গিয়াছে, নীলকুঠীর কাজও বহুদিন বন্ধ গিয়াছে, কিন্তু অট্টালিকাদি এখনও ধ্বংস হয় নাই, এই কুঠীর চতুর্দিকে অর্ধক্রোশের মধ্যে কোন বাস নাই, কেবল দক্ষিণ দিকের একটা ক্ষুদ্র গোপপত্রীর ইতস্তত ব্যবধানে বিকিণ্ড করেকখানি কুঠীর। রাখাল বালকেরা গ্রাম হইতে গোচরণ করিতে করিতে আসিয়া কুঠীর প্রাচীর উন্নয়ন করিয়া এই কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রাচীর উন্মোচনের আশ,

পুর্নাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

জানকল প্রকৃতি পাড়িয়া বার, কেহ বন্ধকও
নাই, খেত কোন ভরকও নাই। কুঠীর
সমুখস্থ কটক পুখুর দ্বারা বাহির দিকে ভাল
চারি বন্ধ, কে বন্ধ করিয়াছে, তাহা কেহ
বলিতে পারে না। এই কুঠ পল্লীর পোশগণের
মধ্যে বাহারা প্রবীণ, তাহারা এই কুঠীকে
“অন্ন গোবিন্দ বাবুর কুঠী” বলিয়া ডাকে।

সহসা একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময়
গ্রামের নরনারী আসিয়া কুঠীর চতুর্দিকে
বহা গোলাবোণ করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে।
রাখাল বলকরণ বাগানের মধ্যে প্রাচীর
ডিকাইয়া চিরদিনই চুকিয়া থাকে, কিন্তু
অনরব, আজ তাহারা ইহার মধ্যে একটা
অ্যাক্ত ভূত দেখিয়াছে, তাহারা গ্রামে বাইরা
সংবাদ দিতেই দলে দলে সমস্ত লোক সেই
কুঠীর নিকটে আসিয়া স্থানটাকে সরগরম করিয়া
তুলিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিয়া প্রকৃত সংবাদ লইয়া আসিতে সাহসী
নহে। ক্রমে সংবাদটা লোক মুখে থানার যাইয়া
পোহছিল। দলে দলে লোক আসিতেছে, কিন্তু
কেহ কিছু বলিতে পারে না। থানার দারোগা
বাবুরও কোতুলক জন্মিল, তিনিও ২ জন অহু-
চর সঙ্গে লইয়া কুঠীর নিকট উপস্থিত হইলেন,
এবং অহুচর দুইজনকে প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া
মধ্যে প্রবেশ করিবার আদেশ দিলেন।
তাহারা একটু পরে প্রাচীরের নিকট আসিয়া
বলিল “দারোগা বাবু কি ভয়ানক ব্যাপার”
এই কথা শুনিবামাত্র সকলে চমকিয়া উঠিল।

দৌলতপুরের সংবাদ।

পাঠকগণ বোধ হয়, দৌলতপুরের
সংবাদের অন্ত উৎকণ্ঠিত। দৌলতপুরে
মাতঙ্গিনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া
দাঁড়াইতেছে, তাহার বানী ও কন্ঠ্য শোকে
তাহার মুহুর্ত মুহুর্ত হইতেছে। শুকচরণ

বাবুর কোন সন্ধান নাই, পুলিশ বোহিঙ্গীর
কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। এখনও
দারোগা, কন্টেবল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট,
ম্যাজিষ্ট্রেট দৌলতপুরে অবস্থান করিতেছেন।
কিশোরী বাবু অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া তদন্তের
সাধায়া করিতেছেন, কিন্তু এপর্যন্ত কোন
কিনারা হইয়া উঠে নাই। কিশোরী বাবু
মাতঙ্গিনীর সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া
দিয়াছেন। মাতঙ্গিনীকে ডাক্তার দেখিতেছে,
গ্রামের আবাণ বৃদ্ধ বনিতা কিশোরী বাবুর
অন্ন বরসে এরূপ অলৌকিক মহত্ব দেখিয়া
মুগ্ধ হইয়াছে। শুকচরণ বাবুর প্রতিবেশীর
যে বলককে গ্রেপ্তার করিয়া কবুল জবাবের
জন্ত পীড়াপীড়ি করা হইতেছিল, তাহার
প্রমাণ না পাওয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে
ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সকল ঘটনার প্রায়
৭ দিন পরে একদিন অতি প্রত্যুষে একদল
পুলিসের লোক সহসা দৌলতপুরে আসিয়া।
উপস্থিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের
বড় সাহেব সেইদিন হতাশ হইয়া সদরে
প্রত্যাবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।
তাহারা কিশোরী বাবুর বাগানের কটকের
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিশোরী বাবুকে আদর
আপ্যায়ন করতঃ তাহার করমর্দন করিয়া অশ্রু
আরোহন করিতে বাইতেছেন, এমন সময়
ফটকের পার্শ্ব হইতে নবাগত একদল পুলিশের
নায়ক, অগ্রসর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের
বড় সাহেবকে অভিবাদন করিল এবং
কিশোরীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়
আপনার নাম কি কিশোরী বাবু?

কিশোরী বাবু বলেন “আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।”
ইন্সপেক্টর তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া
বলিলেন “By the name of Queen, I
arrest you” মহারাণী কুইন ডিক্টোরিয়ার
নাম লইয়া আমি আপনাকে গ্রেপ্তার
করিলাম।”

কিশোরী বাবু শিরিষা উঠিলেন, কিন্তু
পরকণ্ঠেই বলিলেন “অপরাধ?” ইন্সপেক্টর
বলিলেন, সময় হইলেই বলিতে পারিবেন।
দ্বিতীয় বাক্য ব্যর্থ না করিয়া সবইন্সপেক্টর
অহুচরগণের হাতে কিশোরী বাবুকে সরপন
করিয়া বীর অশ্রু আরোহণ করিয়া থানার
লটরা বাইতে আদেশ করিলেন। পুলিশের
বড় সাহেব বা ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল অশ্রুপূর্ণ
হৃদয়ে অশ্রু হইয়া দেখিলেন মাত্র। কিন্তু
পুলীস কর্মচারীর কাণ্ডে বাধা দিলেন না।

মুহূর্তমধ্যে গ্রামে এসংবাদ প্রচারিত হইয়া
পড়িল। কিন্তু কিশোরী বাবুর জ্ঞান সদাশয়
যুবক কেন যে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলেন,
কেহই তাহার কারণ বুঝিয়া পাইল না।
এমন কি পুলিশের বড় সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটও
ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। দৌলত
পুরে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং কয়েক
জন কন্টেবল রহিল মাত্র। ম্যাজিষ্ট্রেট
এবং পুলিশের বড় সাহেব সদরে চলিয়া
গেলেন।

নীলকুঠির ভূত।

নীলকুঠির দ্বার ভগ্ন করিয়া পুলিশ এবং
গ্রামবাসী কুঠীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,
একটা লোক অর্দ্ধস্বভাবহার একটা কামরার
মধ্যে শাস্তিত রহিয়াছে। দারোগা বাবু লোক
জনের সাহায্যে সেই মৃতপ্রায় লোকটাকে
একটা খাটায় করিয়া লইয়া সদরের ইন্স-
পাতালে পাঠাইবার জন্ত পানাপড় টেবনে
লইয়া গেলেন, টেবনে লোকে লোকারণ্য
হইয়া গেল, পুলিশ কোনরূপে লোক জনকে
হটাইয়া দিয়া দারোগা বাবু সেই মৃতপ্রায়
দেহকে রেল পুলিশের থানার লইয়া গেলেন।
কারণ টেনের তখনও কয়েক বিঘ্ন ছিল। রেল
পুলিসের সব ইন্সপেক্টর বাবু সবে মাত্র দৌলত
পুর হইতে কিশোরী বাবুকে বেদল পুলিশের
সাহায্যে গ্রেপ্তার করিয়া কিসিয়াছেন।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

রে দারোগা নীল কুঠি হইতে আশিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? সব ইনস্পেক্টর বাবু বলেন “ব্যাপার কিছু এখনও বুঝে পারছি না, তবে লোকটা স্তব্ধ হলে, কথা কয়বার শক্তি হলে বোধ হয় অনেক রহস্য প্রকাশ হতে পারে।”

সেই ট্রেনেই রেল পুলিশের দারোগা তাঁহার আসামীগণকে হাতকড়ি লাগাইয়া রিজার্ভ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া একটা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া পাথের একটা রিজার্ভ কামরায় উপবেশন করিলেন। তাহার পরবর্তী কামরায় খাটীয়া সমেত মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে উঠাইয়া দিয়া নীলকুঠি হইতে আগত দারোগাবাবু উপবেশন করিলেন। ট্রেন যখন চলিতেছে, তখন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটি একবার পার্শ্ব কক্ষের নৃতবং লোকটির দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া “বাবাগো” বলিয়া মুচ্ছিত হইলেন। রেলের দারোগা বাবু অতিক্রমে মহিলাকে প্রকৃতির কারণে, কিন্তু মহিলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। যথা সময়ে ট্রেন আসিয়া জেলায় সদর ষ্টেশনে থামিলে সকলে নানিয়া আপনাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

কিশোরী বাবু।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কিশোরী বাবুকে জামিনে খালাসের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরী বাবুকে দায়রা সোপান করিয়াছেন। রেল পুলিশ যখন পাইক এবং রেহারাদের বস্ত্র অস্ত্রসন্ধান করেন, তখন জুহাদের নিকট একখানা পত্র বাহির হইয়া পড়ে, সেই পত্র পড়িয়া রেল পুলিশের দারোগা বাবু কলিকাতা পুলিশে টেলিগ্রাফ করেন যে, —কলিকাতা পুলিশ বাতীর ভাড়াটিয়া বখালিক কে? কলিকাতা পুলিশ অস্ত্রসন্ধান করিয়া জানাইলেন যে, ইহা সবে মাত্র আজ

৫ দিন কিশোরী বাবু দায়রা সোপান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখনো উপস্থিত নাই। এই সংবাদ পাইয়াই রেল পুলিশের দারোগা বাবু দৌলতপুরে কিশোরী বাবুকে গ্রেপ্তার করেন।

জেলায় দায়রা কোর্টের দিন যথা সময়ে উপস্থিত হইল; অজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিশোরী বাবু আপনি দস্যভাতীলোক অপহরণের অপরাধে অভিযুক্ত, আপনার কিছু বলিবার আছে?

কিশোরী বাবু বলিলেন, “আমি সম্পূর্ণ নিদোষ।”

পুলিস এক বৃদ্ধকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার নাম গুরুচরণ বন্দোপাধ্যায়, তাহার পর কিশোরী বাবু কেনন করিয়া ছলে কোশলে রাজি বিগ্রহেরে ভজন সিং দ্বারা তাঁহাকে নীল কুঠীতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কলিকাতা মসজিদ বাড়ীর বাড়ীওয়াল কিশোরী বাবুর একখানি পত্র হাজির করিলেন এবং বলিলেন, ভাড়া লহবার ২১ দিবস পূর্বে তিনি এই পত্র লোক মারকং পাঠাইয়া দিয়া অগ্রিম ৬ মাসের ভাড়া দিয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। যখন আর গত্যন্তর নাই, তখন কিশোরী বাবু অকপটে জজের সম্মুখে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার মার মর্মে এই যে, আমি ও বিজন বাবু একই স্কুলে পড়িতাম এবং একই বাসায় থাকিতাম। বিজনের পিতা যখন পুত্র বধুকে লইতে চাহিলেন না, তখন মোহিনীর অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেনন করিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার পর আমি শুনিলাম, যে বিজন আজ ২ বৎসর নিরুদ্দেশ। আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। কোশলে গুরুচরণ বাবুকে আমি আমাদের পরিত্যক্ত পুরাতন নীল কুঠীতে

অবরোধ করিয়া রাখিলাম। একটাই রাস্তাই মোহিনীকে হরণ করিয়া পাঠানোর হইতে কলিকাতার পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। কিন্তু ধর্মের কি স্বকীয়তা! তাহার পালায় নব্বত রেল পুলিশ দায়রা পুত হইল। তাহার পর আমি পুত হই—এই বলিয়া কিশোরী বাবু নীরব হইলেন। জজ সাহেব বার মিনিয়া বলিলেন, কিশোরী বাবু! আপনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, আপনার বয়স অল্প, এই সকল বিবেচনায় আমি আপনার সর্ব প্রকার অপরাধের জন্ত মাত্র দশবর্ষ কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ করিলাম।

কিশোরী বাবু কাঠগড়াতেই মুচ্ছিত হইয়া গেলেন। অবশেষে জজ সাহেব রেল পুলিশ কন্সটারী দপ্তর প্রাশংসা করিলেন।

রেল পুলিশের দারোগা বাবুর নাম বিজনকুমার, পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দিন পরে পুলিশে প্রবেশ লাভ করেন। পাছে তাহার পিতা সন্ধান পায়, বলিয়া তিনি সবদাই পলচুলের গোপ ব্যবহার করিতেন, মোকদ্দমা নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার পর অবগুণ্ঠনবতী মোহিনীর এক হস্ত ধারণ করিয়া এবং অপরাহতে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া আদালত হইতে বাহিরে আসিলেন এবং একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। যথা সময়ে বাসায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের আহাতিদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মোহিনী এ পর্যন্ত দারোগা বাবুর নাম জানিতেও পারে নাই। কিন্তু তাহার সত্যতা সূত্র হইতেছিল, আরও তাহার অতি ক্রীণ স্ত্রীর মধ্যে বিজনকুমারের ছায় চোহরা সাদৃশ্য দেখিয়া চক্কল হইতেছিল। আহাতিদির পর যখন বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া মোহিনীকে বন্দুলে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—“মোহিনী—মোহিনী—আমার হান্নানি। তার কি তোকে পাইলাম?”

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লওঁ।

উপসংহার।

কিশোরী বাবুর কারাগার আপিলেও লাভ হইল না। জয়গোপাল দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কিশোরী বাবুর স্ত্রী যখন স্বামীর কারাগার বার্তা এবং অসুপার্কিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন, তখন মনোহ্রঃখে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উৎকট পীড়া হইলেও বহুদিন পূর্ণা জীবন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষে যেন সমস্ত সংসারটা শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। কিছু দিন নিঃশ্বাসে প্রাণাদ সদৃশ অট্টালিকায় কাটাইয়া একদিন অপরাহ্নে মোহিনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্বামীকৃত অপরাধের জ্ঞাত সজ্জন নয়নে ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। কিশোরী বাবুর সাক্ষী স্ত্রী সাবিত্রী এই আচরণে সমস্ত গ্রাম মুগ্ধ হইল। মাতঙ্গিনী স্বীয় কস্তার জ্ঞায় তাঁহাকেও আর না দেখিয়া থাকিতে পারেন না।

বিজ্ঞানকুমারের পদ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে স্তুখী হইতে পারিলেন না। অহরহ কিশোরীর কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি উচ্চ কর্মচারীগণের নিকট তাহার মুক্তির জ্ঞাত বিবিধ উপায় দেখিতে লাগিলেন। জগৎপূজ্য মহারাণীর জুবিলীয় সময় যখন বহু কয়েদীর কারামুক্তির আদেশ হইল, তখন বিজ্ঞানকুমার কিশোরীর কারামুক্তির জ্ঞাত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিলেন। মুক্তির দিন গাড়ী লইয়া কারাগারের দ্বারদেশে তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিশোরী মুক্তি লইয়া যখন বাহিরে আসিল তখন বিজ্ঞান কুমার সর্ব প্রথমেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গাড়ীতে করিয়া স্বীয় আবাসে লইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া দিয়া বলিলেন, “কিশোরী! ভাই পূর্বস্মৃতি বিষ্মত হও, তোমায় সাক্ষী স্ত্রীর গুণে আমরা সমস্ত ঘটনা চিরবিষ্মত

হইয়া গিয়াছি, এম আশ্রয়মোহে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়া মিলিফন রক্ষাকারের লাভ করি।”

কিশোরী বাবু যে এত অল্প দিবসেই মুক্তি লাভ করিবেন, কেহ স্বপ্নেও ভাবা ভাবে নাই। বিজ্ঞানকুমার কিশোরীকে লইয়া গোলতপুরে সাবিত্রীর সমীপে উপস্থিত হইলেন সাবিত্রী স্বামীর মুখের দিকে কেবল চিত্ত পুস্তলিকার জ্ঞায় তাইয়া রহিলেন। কিশোরী সেই দৃষ্টিতে মর্ম্মাহত হইয়া অনেককণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর সাবিত্রী, যুগলকর ধারণ করিয়া বলিলেন, “সাবিত্রী আমি নরাদম কিন্তু অহুতাপে পুড়িয়া বোধ হয় মনুষ্য লাভ করিতে পারিয়াছি, আমার ক্রমা কর।” যখন তাঁহার কারামুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিলেন, তখন সাবিত্রী কেবলমাত্র বলিলেন, ভগবান এই মহত্বের গুণেই তুমি ব্রাহ্মণকে বড় করিয়া ভুগেন নামে অভিহিত করিয়াছিল। যজ্ঞ ক্রমা গুণ। যজ্ঞ মহত্ব!

শ্রীললিতমোহন রায়।

ইডাপালা—লক্ষণপুর।

অবকাশ।

—:—:—

প্রবাসী বাঙ্গালী আজ মহাপুজার অবকাশে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন—গ্রামদেব সঙ্গতি আছে, তাহারা দেশ দেশান্তরেও যাইতেছেন। পল্লীগামবাসী এবার জীবন মরণের সহিত যুক্তিতেছেন। পল্লীর পুত্র, পল্লীর পথবাট, আচার ব্যবহার সমস্তই কলুষিত হইয়াছে, ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র স্বার্থের জ্ঞাত গৃহ বিবাদ, মনোমালিন্য, মামলা-মোকদ্দমা, তাই সহর প্রবাসী বাঙ্গালী পল্লীতে যাইয়া শাস্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। পল্লীবাসীর সহবাসে ১০ দিন থাকিলেই অতি মহৎ ব্যক্তিও কলুষিত হইয়া অতি বড় জ্বর

সমস্ত বিজ্ঞানকুমারের সহিত বিজ্ঞানকুমারের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল—তখন বিজ্ঞানকুমার মোহিনীর করধারণ করিয়া কেবল মাত্র বলিলেন মোহিনী “আমায় ক্রমা করিও”।

তিন দিন পরে মোহিনীকে লইয়া বিজ্ঞান কুমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার চরণে মোহিনীকে সমর্পণ করিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বিজ্ঞানের পিতা বাহু প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞান ও পুত্র-বন্ধুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, হায়! হায়! এ সমস্তই আমারই নির্ভরতার এট পক্ষিণাম! বিজ্ঞানের মাতা আত্মলাদে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর মোহিনীর সহিত বিজ্ঞানকুমারের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল—তখন বিজ্ঞানকুমার মোহিনীর করধারণ করিয়া কেবল মাত্র বলিলেন মোহিনী “আমায় ক্রমা করিও”।

তিন দিন পরে মোহিনীকে লইয়া বিজ্ঞান কুমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার চরণে মোহিনীকে সমর্পণ করিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বিজ্ঞানের পিতা বাহু প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞান ও পুত্র-বন্ধুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, হায়! হায়! এ সমস্তই আমারই নির্ভরতার এট পক্ষিণাম! বিজ্ঞানের মাতা আত্মলাদে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ছাত্রের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রভৃতি হইয়া যসেন। কিন্তু একদিন পল্লী-
স্বার্থী ভীল ছিল, একদিন গ্রাম্য পক্ষ প্রভৃতি
দ্বারা গ্রাম্য মনোমালিন্যের বীমাংসা হইয়া
পল্লীগাম সরসভার আবাস ভূমি ছিল এখন
এমন হইয়াছে যে, বাঙ্গালার পল্লী সর্ব বিধেই
নরক সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নরকে
বাস্তবিক বাইরা প্রকৃতই নারকীয় পুতিগন্ধে
কাঁড়ই হইয়া পড়িতে হয়। কেন এমন হইল ?
যে হেতু সহস্রভুক্তি পল্লীগাম হইতে অন্তর্হিত
হইয়াছে, কেহ কাহারও স্বধ-দুঃখ, স্বচ্ছন্দতা-
অসচ্ছন্দতার সংবাদ রাখে না, লোকে নিভাত
স্বার্থপর হইয়াছে। নিভাত আত্মীয়ের নিকটও
অভাব জানাইলে সাহায্য পাওয়া যায় না,
কুটী টাকার জন্য তোমার তত্ত্ব কুটীরখানি
উপর অধিদার ও কুসৌদ ব্যবসায়ীর প্রথম
দৃষ্টি আছে, তুমি প্রতিবাসী, কেমন করিয়া
তোমার ভিতর ঘুচবে, তাহা হইলে আমি
সেই তত্ত্ব কুটীরখানির অধিকারী হইব; আমি
তাহারই চিন্তার নিশীথ রজনীতে স্বপ্নে ঘুমা-
ইতে পারি না। এই বিসদৃশ ব্যবহারে
আমাদের তোমাতে যে একটা মৌখিক কাষ্ট-
লোকতা সাধারণ লোকে দেখে, সেটা নিশ্চয়ই
যে কিছু নয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

অবকাশ সময়ে বাঁহারা পল্লীগামে যান,
ঊহারা ছুদিনের আমোদের আশায় গমন
করেন মাত্র, কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় না।
বড় অসার দলাদলির ঘোঁট, এই মহাপূজার
সময় পল্লী মাত্রকেই আলোড়িত করে। ইহাব
মূলে কিছুই নাই, কেবল একটু বেড়ে মানের
দাবী। পল্লীতে আব শিক্ষিত ব্যক্তি নাই
বলিলেই হয়, অধিকাংশ স্থলে আকাট মূর্খের
দলে গ্রাম পবিশূর্ণ হইয়াছে, ইহারা ভয়ানক
মানের কাঁদাল, জোর করিয়া মান আদায়
করিতে চায়, এবং এই শ্রেণীর দ্বারা পল্লী
গ্রামের অধিক অশান্তির উৎপত্তি হইয়া
থাকে।

বাঁহারা সেই পল্লীগামে গমন
করেন, ঊহারা বহু বিধে অতিক্রান্ত লাভ
করেন—বাত প্রতিষেধ, আদব কারবার পাঁচ
জনের সরল ব্যবহার দেখিয়া অন্ততঃ চলনসই
হয়েন সন্দেহ নাই। ঊহারা যদি পল্লীগামে
বাইরা শুদ্ধ আমোদ প্রমোদে না কাটাঁইরা
একটু সংস্কার করিয়া আসেন, তাহা হইলে
পল্লীগামের অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে।
বেশ সামাজিক হইয়া লোকজনের সঙ্গে
মিশিতে হয়, স্বাস্থ্য ও গ্রাম্য উন্নতি সম্বন্ধে
উপদেশ দিতে হয়, বিপদে আপদে পরস্পর
পরস্পরের ঘরে ঘরে বাইরা সংবাদ লইতে হয়,
সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়,
তাহা হইলে নরকও স্বর্গ তুল্য দাঁড়াইতে
পারে। পল্লীর শিক্ষার উন্নতিব জন্য যদি
আমরা সকলে বাস্তবিক চেষ্টা না করি, তাহা
হইলে পল্লীর উন্নতির আশাও আমবা কবিত্তে
পারি না। এগুলি স্বঃ প্রবৃত্ত হইয়া করিতে
হইবে। পল্লীবাসী এখন আব সরল নয়, পাটো-
য়ারী বুদ্ধিতে পল্লীবাসীগণ এখন সহস্রের
জ্ঞাতাদের কাঁখে উঠিয়াছে। পল্লীবাসীর চরিত্র
এখন ভীষণ হিংস্র শুদ্ধবও অধম হইয়াছে।
সহর অপেক্ষা পল্লীর ধন্যভাব এক প্রকাব
বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যাধিক হয়
না। কোন কোন স্থলে টাকি, লম্বা তিলক,
কোসা ঠং ঠং, গলায় ত্রিকণ্ঠী, নামাবলী
আড়ম্বর আজও আছে বটে, কিন্তু ভিতর
দেখিলে বিষ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, অনেক
স্থলেই এই সকল উপকরণ স্বার্থ সিদ্ধি
উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইলেই
সবল বিশ্বপ্রেমের নিকট পাবও ভণ্ড এক
দিন নতশীর হইতে হয়। পল্লীবাসী এইরূপ
পৈশাচিক ব্যবহারেও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত
নয়। ইহাদিগকে স্বগাণ চক্ষে না দেখিয়া
প্রমে বশীভূত করিয়া উপদেশে, উপকারে
বশীভূত কবিত্তে হইবে, তবে অবকাশের

সময়কাল হইবে। এইগুলি কবিত্তে হইলে
অর্থে নিম্নেই মনোমালিন্য করিতে হইবে।
প্রত্যেককে প্রকৃত তত্ত্বলোক হইতে হইবে।
প্রকৃত তত্ত্বলোক কদাচ মানের কাঁদাল করেন
না, প্রভু প্রয়াসী হয়েন না, স্বার্থী হইয়া
হিতাহিত বিবেচনার শক্তি লোপ করেন না।
প্রকৃত মনোমালিন্য হইলেই মনোমালিন্য
হয়, স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে প্রাণ ঢালিয়া দেয়,
দেশকে, দেশের লোককে ভাল বাসিতে—শিক্ষা
করে, তখন পরার্থেই তাহার জীবনের সাধ
পূর্ণ হয়। মানের কাঁদাল প্রকৃত মান পায় না,
কিন্তু পরার্থে আত্মনিরোগে মান লুটাইয়া পড়ে
এই রহস্য শিক্ষিত বাসীব স্বীর পল্লীবাসীকে
বুঝাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে নরক সদৃশ
অসবল পল্লীকে আমরা নিজেরাই স্বর্গে পরি-
ণত করিতে পারি। অবকাশ সময়ে যদ্যে
স্বগ্রামে বাইরা এই সমুদয় কর্তব্য সাধন
করিয়া একটা লোকেরও সংস্কার সাধন
করিয়া আসিলে আপনি অতি বড় কাজ
করিয়া আসিবেন তাহাব আব সন্দেহ কি ?
আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে
অবকাশ লাভের সময় নাই। যে ধীমান। অসংখ্য
কর্তব্য তোমার সম্মুখে, অবকাশ কোথায়,
অবকাশ কোথায় পাইবে। কর্তব্যপূরণ
হও, গৃহবিবাদ, মনোমালিন্য দূর কর, পরস্পর
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মদর পবিত্র
করিয়া কর্তব্য সাধন কর, তবে ত মহাপূজার
আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। মহা-
পূজার আনন্দের অভাব কি ? সেবাস্ত্রতে
ত্রি হইয়া দেখিয়াছ কি, কি অপাব আনন্দ।
মায়ের কোলে ভাই ভাই, কাটা কাটা মায়া
মারি কবিত্ত, আর মায়ের করুণা লাভে সমর্থ
হইব এ ছাড়া পরিচ্যাগ কর। অবকাশ
বলিতে মুক্তি, মায়া মোহ অহঙ্কার হইতে
মুক্তিলাভ করিয়া বিশ্বপ্রেম শিক্ষা কবিত্ত-
লেই অপাকা আমলে এই সংসারই স্বর্গ সদৃশ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন

হইয়া থাকিবে। “তৎসই একতই” মিলি-
আমির বিলাস সন্দেহ নাই। বহু শাস্ত্র
অধার, বহু টিকি দাড়া, বাগানভা, কোসা
ঠা ঠা নাট করিলে—থরুর সোজা রাস্তা
এই, ধাহারা নষ্ট এই বিশ্ব, সেই বিশ্বের তাবৎ
প্রাণিকে আপনার ভাবিরা তাহাদের সেবার
আত্মনিয়োজিত করিলে কেন উগবানের
ককণা লাতে সুকম হইবে না। জীবকে
ভাগ বাসিতে শিখিলে ও টাকি বুজুকী,
কোশা কুশী না পাইলেও তাহার নিকটবর্তী
হওয়া যায়, অন্ততঃ মনের যে অপূর্ণ শান্তি,
তাহাই জীবন্তে বর্ণভোগ! পলী গ্রাম হইতে
এখন এতাবতী অত্রহিত হইয়াছে বলিয়াই
বর্ণ নরকে পরিণত হইয়াছে। চিন্তা করুন।

Trade News.

ব্যবসার বাণিজ্য সংবাদ।

—:—

বিলাতের মেলিন্স ফুড লিমিটেড
(Mellin's Food Limited) কোম্পানী
আমাদিগকে একখানি অতি সুন্দর কাগজে
মুদ্রিত এবং অতি সুন্দর বাক্তান Progress-
Book প্রেরণ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ আমরা
কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।
এই প্রোগ্রেস বুক শিশুর জন্ম হইতে
ব্রাহ্মের বিবরণী লিখিয়া রাখিবার জন্য
শৃংখলাবদ্ধ অনেক গুলি ক্রম দেওয়া আছে,
তাঁহা পূর্ণ করিয়া রাখিলে বালকের ব্রাহ্ম্য
ক্রমোন্নতির অবনতির একটা সুন্দর ধারা
বাহিক ইতিহাস থাকিয়া যাইবে। পুস্তক
খানি যেমন দেখিতে সুন্দর, সেইরূপ অপরি
হার্য আবশ্যকীয় সামগ্রী। “কাজের লোকের”
গ্রাহকগণের প্রথম ১০০ জন মাত্র পাঠক
এবং গ্রাহক মাত্র দুই আনার ডাক খরচে

কোম্পানীর হোলসেল এজেন্টস (Messrs
Mackenzie Lyall & Co. Agents
for Mellin's Food. Post Box No
130) মেসার্স বেকিংহামস্ এণ্ড কোং, পোষ্ট
বাক্স নং ১৩০ এই ঠিকানার “Business
man” বা “কাজের লোকের” নাম উল্লেখ
করিয়া তৎপর আবেদন করিলে পাঠ্যে
পারিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল লিমিটেড।

—:—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেব এ বৎসর ৩০শে
জুন ১৯১৫ পর্যন্ত ২৪৩৭৩৯/০ লাভ হইয়াছে।
গত বৎসরের দেশের নানা আপদ বিপদেও
এই লভ্যাংশ সুবন্দোবস্তেরই পরিচায়ক
সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাইরেক্টরগণ ছাড়া
সভিত জানাইবাছেন যে, তাঁহারা এবাবে
কোম্পানীর অংশীদারগণকে ডিভিডেন্ট দিতে
কোম্পানীকে অসুবিধা করিতে পাবেন না।
কোন বিশেষ কাৰণে ব্যতি ব্যস্ত কোম্পা-
নীর ডাইরেক্টরগণ একথা বলিয়াছেন সন্দেহ
নাই, কিন্তু অংশীদারগণ কিছু কিছু লাভের
অংশ না পাইলে উৎসাহিত হইবেন না! এবং
দেশের আব দশটা যৌথ কাৰবারেব জন্য
লোকে টাকা স্তম্ভ করিতে সাহসী হয়।
একথাও বিস্ময় হওয়া উচিত নহে।
আমরা কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি
কামনা করি, কাৰণ বঙ্গলক্ষ্মী কটন বাঙ্গালীর
গৌরবের সামগ্রী। বাৎসরিক রিপোর্টে
দেখা যায়, সুন্দর প্রকৃত কর্মীগণের দ্বারা
কার্য নির্বাহের বন্দোবস্ত করা হইতেছে
ভাল সংবাদ সন্দেহ নাই।

Editors Scrap-Book. Household informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—(::)—

ম্যালেরিয়া।—ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট
করিবার উপায় অতি সহজ। আবাসবাটীর
চতুর্দিকে নিম্ন বৃক্ষ বোপণ করিলে—ম্যাল-
েরিয়ার বিব বাতাসে পবিত্র হয়। আমাদের
দেশে নিম্নবৃক্ষ সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার
থাকায় অনেকে গৃহ প্রাঙ্গণে নিম্নবৃক্ষ
লাগাইতে চাহেন না। তৎপরিবর্তে টেট-
ক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণ করিলেও একই ফল
হয়। টেটক্যালিপটাস বৃক্ষ অতি সুদৃশ্য এবং
সুগন্ধ এবং আবাসেব চতুর্দিকে রোপণ
করিলে গৃহের সৌন্দর্য বর্দ্ধিত হয়।
কলিকাতায় যে কোন নরসাবীতে টেটক্যালি-
পটাসেব বীজ পাওয়া যায়। চাৰাগাছ ক্রয়
কবা অপেক্ষা তৈয়ারী কবা অতি অল্প
ব্যয় হয়। বীজ ক্রয় করিবার সময়
নর্শারি অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি
বীজ রোপণ করিবার নিয়ম ও সময় বলিয়া
দিয়া থাকেন। গ্রামবাসী গৃহস্থগণ একদান
চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বহু পূর্বে
সহচর নামক পত্রিকায় এই বৃক্ষের উপকাৰিতা
সম্বন্ধে নানাকথা প্রকাশিত হইয়াছিল।
কুইনাইন ব্যবহারের পবিবর্তে গ্রামবাসীগণ
নিম্নলিখিত পাচনাটি ব্যবহাৰ করিতে পাবেন।
একজন অভিজ্ঞ কবিব্রাজ এইরূপে অনেক
অবাক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন :—

খেজুর গাছের কচি পাতা (শিব বাদ
দিয়া,—১ তোলা, বৈট মধু—১ তোলা, তিন
পোরা জলে দুই উত্তাপে ফুটাইয়া আধাপোরা

* এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

থাকিতে নাহাইবে। পরে অন্ন গরম থাকিতে কিছু বিড়ক মধু দিয়া সকালে খালি পেটে ও সন্ধ্যার ভোজনের তিনঘণ্টার পরে ও দুই বার করিয়া খাইতে হইবে। আর ভাল হইলেও ৪।৫ দিন খাওয়া প্রয়োজন। প্রতি বার ঔষধ টাটকা তৈয়ারী করা দরকার।

জ্বর জনিত মুখে দুর্গন্ধ।—উক্ত ঔষধ ব্যবহারে জ্বর জনিত মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

শোষণ (synus) ঔষধ।—খেত বেলেঙ্গার শিকড় বাটিয়া ধার মুখে ও চতুঃপার্শ্বে অর্থাৎ ক্ষতের সর্বস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায়। শিকড় পাথরের জিনিষের উপর (খুব পরিষ্কৃত পাথরে) বাটাই ভাল। প্রতিদিন অন্ততঃ ৫ বার লাগান উচিত।

ঠোট কাটার ঔষধ।—পল্লীগ্রামের অনেক পিতামহী পোস্ত প্রোক্তর ঠোট ফাটিয়া গেলে একখণ্ড পরিষ্কার ছাকড়া পোড়াইয়া সেই ছায়ে খাঁটা সরিষার তৈল লাগাইয়া কর্দ্দমের মত করিয়া নিষ্প্রিত হইলে ঠোটে লাগাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে কাটা নির্দোষ আরোগ্য হয়। কিন্তু অনেক সময়ে ঠোট চাটিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খাইয়া বেলে বলিয়া অস্থির করে। আশ্চর্য্য কাল অনেকে মিসারিন লাগাইয়া থাকেন। ইহাও বন্দ নহে। অন্ন জল মিশ্রিত মিসারিন দেওয়া ভাল। মাখন বা ননী প্রলেপই সর্বোৎকৃষ্ট। এক বৃদ্ধ বলেন যে, প্রতিদিন ঘানের সময় নাভিতে তৈল প্রদান করিলে ঠোট ফাটে না।

ছুরিতে কাটার ঔষধ।—উপরোক্ত ছাই-এর কাণা কাটার লাগাইলে প্রায়ই আরাম হইয়া থাকে।

খোসের ঔষধ।—গরুর খুঁড়া হোয়া-হুট বা ইয়ালো ভেগলিনে গুলিয়া কাদার

মত করিতে হইবে। শির, উর, মিরিত পদার্থ যত হইবে, তাহার অতি ছোটকে ১২ ফোটা টুং কারবলিক এসিড ও অতি অল্প পরিমাণ কুইনাইন দিবে। খোস বা ঐ জাতীয় বা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার প্রলেপ দিলে অতি আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়।

কানে পুঁজ পড়ার ঔষধ।—দুর্দ্বাধাসের রস কানের গহ্বরে ঢালিয়া দিলে কানের পুঁজ পড়া আরাম হয়। উক্ত রস দিলে একটু জ্বালা করে, সেই জন্ত ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কানে অতি অল্প পরিমাণে ৬৭ দিন দেওয়া ভাল।

চক্ষু উজ্জ্বল করিবার উপায়।—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর চক্ষু প্রায় হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের চক্ষু পরিশ্রমে প্রায়ই জ্যোতিঃ শূন্য হইয়া যায়। এক্ষেত্রে চক্ষুকে একটু উজ্জ্বল করিয়া লইলে মন্দ দেখায় না; অধিকন্তু চক্ষুর স্বাস্থ্যও নষ্ট হয় না। কোন ইংরাজ নিয়মিত উপায়ে চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তিনি অভিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে, ইহাতে চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না; পরন্তু দৃষ্টিশক্তি বেশ মতেজ হয়। একটা পয়সার উপরে যতটুকু জিঙ্গ সালফেট ধরে, ততটুকু জিঙ্গ সালফেট ১ পাইন্ট গরম জলে গুলিয়া ছিপি আটরা দাও। ঠাণ্ডা হইলে ঐ জল চক্ষুতে ধীরে ধীরে ঝাপটা মারিলে চক্ষু উজ্জ্বল হয়। প্রতিদিন শয়ন করিবার সময়, ক্রতে ভেসলিন লাগাইলে আরও উপকার হয়।

সর্প-বিষ।—একজন অভিজ্ঞ রোজা বলেন যে, সর্প দংশনের পর যদি ক্ষত স্থানের উপর টানিয়া বাধিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে, যেত কণ্টকারী, রজন কুল, কৃষ্ণ তুলসী, যেত অপহাজিতা, শিরিস পুপ বা নিষ, ইহাদের কোনটার মূলের ছাল এক তোলা অর্দ্ধ পোয়া খাঁটি দুধের সহিত

পাকিত পাকিলে অতিশয় উপকার প্রাপ্য। কিন্তু মূলের বিষ অল্প হইয়া যায়। প্রলেপ দিবার সময় কোন চিকিৎসককে ডাকিয়া আসা একান্ত কর্তব্য। উক্ত জ্বালা অনেক সময়ে উক্ত দুধ মিশ্রিত হইল খাওয়াইয়া ফল পাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের উপরোক্ত বৃক্ষের মূলের ছাল যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। উক্ত জিনিষগুলি হস্তাপা নহে।

চর্ম কোমল ও চিকণ করিবার উপায়।—সুপরিষ্কৃত বিড়ক মধু—১ আউন্স, গ্যারে মাখিবার সর্বোৎকৃষ্ট সাবান—২ আউন্স, বড় ধলে (mortar) করিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ২।৩ চামচ লাইকার অফ পটাশ ঢালিয়া দাও। ক্রতক্ষণ না মাখনের মত হয়, ততক্ষণ মাড়িতে থাক। ৩।৪ পাউণ্ড আর্শও অয়েলে (এসেন্সিয়াল অয়েল অফ আমণ্ড) ৩ ড্রাম, ক্রোত অয়েল ১।৫ ড্রাম, বালসাম অফ পেঞ্চ ১।৫ ড্রাম, ঢালিয়া দিয়া রীতিমত মাড়িয়া উপরোক্ত মধু ও সাবান ঢালিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক। অধিকক্ষণ ধরিয়া মাড়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে কোনই ফল হইবে না। অবশেষে বোটায় করিয়া মাখিয়া দাও; ইহা বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার চর্ম পরিষ্কার করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, এই মিশ্রিত পদার্থ একটু লইয়া ও তাহাতে ২।৩ ফোটা গরম জল দিয়া দুই হাতে বসিতে থাক দেখিবে, সাবানের মত দুধকেননিত কেনা হইতেছে। ঐ কেনা মুখে লাগাইয়া দাও এবং অল্প পরেই নরম ভোয়ালে বা গামছার দ্বারা মুখ বেশ পরিষ্কৃত করিয়া লও। এইরূপ করিলে চর্মের বর্ণ অনেক পরিষ্কার কোমল হয়।

মুখে রেচোতা বা ব্রণ নষ্ট করিবার উপায়।—বাজারে যে সমস্ত ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহাতে

প্রারম্ভে পারের দেওয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময় কুল ফলে। নিম্নলিখিত ঐক্যটি প্রোতে, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্বে রাখিলে সুখের মেচেতা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমোনিয়াম ক্লোরাইড—১ ড্রাম ২ বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ৭ আউন্স, কলোন ওয়াটার—১ ড্রাম।

বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার।—বড় বড় ঐক্যের দোকানে উক্ত জল বিক্রীত হয়, বাড়ীতেও জল চুরান যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্ত যত্নপাতি আবশ্যক। জল চুরাইবার পরিবর্তে বৃষ্টির জলে ক্রাজ হইয়া থাকে। ছাতের যে জল নদীয়া দিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে কোন বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইয়া বাইবার পর, চারিটা খোটা পুতিয়া একখানা ১০ হাত লম্বা ও পাঁচ ছয় হাত চওড়া বিশিষ্ট মোটা কাপড়ের মধ্যস্থলে একটা পরিষ্কৃত ভারী পাথর রাখিয়া দাও এবং মধ্যস্থলে একটা কি দুইটা ছিদ্র করিয়া তাহার নিম্নে কাচের ফুন্টিল (funnel) দিয়া বোতল রাখ। এইরূপে জল ধরিয়া রাখিলে চুরান জলের কাজ করে, ইহাতে খরচ অল্প অথচ রাশি রাশি জল পাওয়া যায়। কাপড়টি বেশ পরিষ্কৃত হওয়ার আবশ্যক। যাহারা নানাবিধ ঐক্য তৈয়ারি করিতে চাহেন, তাহাদের এই জল অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহাছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু এই জল ধরিয়া রাখা উচিত, অনেক সময়ে প্রয়োজন লাগে।

দুর্গোৎসবের আদিতত্ত্ব ও পূজা।

—(০):০:(০)—

এই শরৎকালে রাবণ বধের নিমিত্ত রাম-চন্দ্র অকালে ব্রহ্মা কর্তৃক অকালবোধন করিয়া দশভুজার অর্চনা করেন।

“রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তাহু গ্রহায় চ।

অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাত্মনি কৃতঃ পুরা।”

শ্রীরামের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া রাবণ বধের নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক অকালে দেবীর বোধন হইয়াছিল।

সুরথ রাজা বসন্তকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন; কিন্তু শারদীয় এই মহা পূজারই এতদ্রোশে অধিক প্রচলন। পূজা বলিলেই এই শারদীয় মহাপূজার কথা বুঝায়। কেননা এই সর্বদেবারাধ্যা জগদম্বা মহাশক্তির পূজা করিলেই সর্বদেবের অর্চনা হইয়া থাকে। কারণ সর্বদেবশক্তি হইতেই এই মহাশক্তির উদ্ভব। মহিষাসুর বধের নিমিত্ত যখন সমস্ত দেবতা একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন দেবশক্তি একত্রিত হইয়া, এই মহাশক্তিময়ী নারী মূর্তি মহামায়ার উদ্ভব হয়।

ইথাং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।

চকার কোপ শব্দশ্চ ক্রকুটী কুটিলাননো ॥

ততোহহি কোপ পূর্ণস্ত চক্রিনো বদনাত্ততঃ।

নিশ্চক্রাম মহাতেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্তচ।

অস্ত্রেবাঐক্যং দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।

নির্গতং স্তমহন্তেজস্তচৈক্যং সমগচ্ছতঃ ॥

অতীব তেজসঃ কুটং জলস্তমিব পর্কতম্।

দদুস্তে সুরাস্তত্র আলা ব্যাপ্ত দিগন্তরম্ ॥

অতুলং তত্র ততেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।

একস্থং তদভূতরারী ব্যপ্ত লোক ত্রয়স্তথা ॥

দেবতাদিগের এবস্থি বচন শ্রবণ করিয়া

বাহুদেব ও মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল ক্রকুটী দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তৎপর অতীব ক্রোধ পরিপূর্ণ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদনমণ্ডল হইতে অতি মহৎ তেজ নির্গত হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্রাদি অস্ত্রান্ত দেবগণের শরীর হইতেও অতীব মহাতেজ নির্গত হইয়া এই মহৎ তেজের সহিত মিলিত হইল। এই সকল তেজোরাশি নিজ শিখা দ্বারা দিম্বগুল পরিব্যাপ্ত হইলে, দেবগণ উহা অলস্ত পর্কতের দ্বার দেখিতে লাগিলেন। তৎপর সেই স্থানে সেই সমুদ্র সেই নিরূপম তেজোরাশি মিলিত হইয়া একটা অপূর্ণ নারীরূপে পরিণত হইল, তখন তাহার কাস্তি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এক এক দেবতার তেজ দ্বারা সেই মহাশক্তিরূপা নারী মূর্তির এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সর্বদেব সমষ্টির শক্তি একত্রিত হইয়া এই ত্রিলোকা-রাধ্যা মহাশক্তিময়ী জগদম্বার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা আজ ঘরে ঘরে সেই জগদম্বার অর্চনা করিয়া থাকি। কেননা, ইনি সর্বশক্তিসম্পন্ন। সর্বাভিষ্টপ্রদা, সুখদা, মোক্ষদা, জগৎপালিনী জগদম্বা, দুর্গতিহারিণী দুর্গা নামে বিখ্যাত। তাই ভক্তগণ বলিয়া থাকেন।

“স্বং দুর্গে দুর্গ রূপাসি সুরতেজো মহাবলে।

মেনানন্দ করে দেবী সর্বসিদ্ধিক দেহি মে।

এ হেহি ভগবত্যর্থ শক্রে স্বয়ং জয় প্রদে।

ভক্তিতঃ পূজয়ামি স্বাং নব দুর্গে সুরার্চিত্তে ॥

আয়ুর্দদাতু মে কালি পুস্ত্রান্দেহি সদাশিবে।

ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশোমম ॥

সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদাগৃহে।

পুস্ত্রান্দেহি মহাদেবী দারান দারিত্র্যহারিণি ॥

মহাহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি।

বদর্চিতং মম দেবী পরিপূর্ণং তদস্ত মে ॥”

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

হে সুর তেজ উত্তম হুগারুগা মহাবলা হুগে
আনন্দমানি দেবি আমাকে সর্কসিদ্ধি প্রদান
কর।

হে শক্তকরকারিণী জয় প্রদায়িনী ভগবতী
অম্ব! হে সুর অর্জিতে নবহুগে। তোমাকে
ভক্তির সহিত পূজা করিব, তুমি এস। হে
সনাশিবে কালি, আমাকে আয়ু প্রদান কর!
নারসিংহি মহামাহে! আমাকে ধন প্রদান
কর।

হে, মহাদেবি! আমাকে সংগ্রামে জয়
প্রদান কর এবং সর্কদা গৃহে ধন প্রদান কর।
হে দারিদ্র্যহারিণি! আমাকে দারী পুত্র
প্রদান কর। হে মহেশ্বর! আমা কর্তৃক
মন্ত্রহীন, ক্রিদ্ধাহীন এবং ভক্তিহীন ভাবে যে
অর্জনা হইয়াছে, হে দেবি! আমার সে সকল
পরিপূর্ণ হউক।

ভক্তি গদ গদ চিত্তে মায়ের নিকট দাঁড়া-
এই সমস্ত স্ততি পাঠ করিলে কার হৃদয় না
আনন্দ রসে আশ্রুত হয়। আনন্দময়ীর আগ-
মনে বালক বালিকার আনন্দের পরিসীমা
নাই, তাহার নূতন বস্ত্র, নূতন বেশভূষা পরি-
ধান করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে
আনন্দময়ীর দর্শনে ছুটিতে থাকে। সখ্যসরে
হিন্দুর এমন উৎসবের দিন, এমন আনন্দের
আর হয় না।

এই সর্কশক্তিময়ী দশভূজাকে শরৎকালে
ভক্তিসহকারে অর্জনা করিলে অতীষ্ট ফলপ্রাপ্ত
হওয়া যায়। সকলে যুগ্মাদি প্রতিমা প্রস্তুত
না করিতে পারিলেও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিতে মনে
মনে হৃদ্যাসনে নিয়মিত দেবীরূপ চিত্রা
করিয়া অর্জনা করিতে পারেন।

“অটাসমুহ দ্বারা মতক স্মৃশোভিতা এবং
ললাটদেশে অর্জিত দ্বারা বিহুবিভা। তিনটী

নরম সংযুক্তা পূর্ণচন্দ্র সমান যুগ্মকণ এবং তল-
কাকনের দ্বার বর্ণবিভিষ্টা, স্নাত্তিহীন শোভনা
ও নববোবনা এবং সর্কপ্রকার আভরণে
ভূষিতা মনোহর দশনযুক্তা। পরোধর যুগল
হুল ও উন্নত, কটীদেশে ত্রিভঙ্গ, মহিষাসুর
বিনাশকারিণী, যুগলতুল্য বিহুত আজাহুলধ-
মান দশবাহ সংযুক্তা। দক্ষিণ হস্ত সমূহে
অধঃক্রমে ত্রিশূল, বজ্র, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি
শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র এবং বামবাহ সমূহে ক্রমা-
বয়ে খেটক, পূর্ণচাপ, বজ্র, অঙ্কুশ, ঘণ্টা প্রভৃতি
অস্ত্র। অধোদেশে ছিন্নশির মহিষ এবং তাহা
হইতে উদ্ধৃত খড়্গহস্ত অশুর, শূলের দ্বারা
তাহার হৃদি ছিন্ন ভিন্ন, অসহ্য অনিবারিত
অস্ত্রে ভূষিত ত্রকুটীযুক্ত ভয়ানক মুখ, দুর্গা
বামহস্ত দ্বারা নাগপাশের সহিত কেশগুচ্ছ
ধারণ করিয়া আছেন ও দেবীর কবির বমন-
যুক্ত মুখ সিংহকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে।
দেবীর দক্ষিণ পাদ সিংহপৃষ্ঠে স্থিত, তাহার
কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বামপদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মহিষা-
সুরের কণ্ঠদেশ শোভিত হইয়াছে। উগ্রচণ্ডা
প্রচণ্ডা, চণ্ডোগা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী,
চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডা, এই অষ্টশক্তি কর্তৃক
সর্কদা পরিবেষ্টিতা, প্রসন্ন মুখকমল এবং সর্ক-
ফলপ্রদায়িনী, শক্তবিনাশকারিণী, দৈত্য ও
দানবগণের দর্প বিনাশকারিণী দেবীকে
অর্জনা করিবে।”

এই সর্কশক্তিময়ী শক্তি হইতেই আমাদের
উৎপত্তি আবার এই শক্তিতেই লয় হয়।
যখন আমাদের দেহের এই ক্ষুদ্রশক্তি মহা-
শক্তিতে লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই আমাদের
অস্তিত্ব বিদূরিত হইবে।

আমরা অহং জ্ঞান তুলিয়া সকলকে সম-
ভাবে জ্ঞান করিয়া, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে
মায়ের অর্জনা করিয়া দশমীতে মাকে বিসর্জন
করিয়া সম্বরে বলি,

“সর্ক গচ্ছ পরমং স্থানং স্বহানে গচ্ছ পুসিভে।
সখ্যসরে ব্যতিতে তু পুনরাগমনায় চ।”

“হে পুসিভে মাতঃ। তুমি তোমার পরম
স্বহানে গমন কর, সখ্যসরে গারে পুনর্বার
আগমন করিও।”

শ্রীকালীমোহন বিহারদ্ব।

গরীবদের খেদ।

—:—

অগো ক্ষেতে নাই ধান,
কিঙ্গে বাঁচবে প্রাণ
আমরা আকুল পরাণে কান্দিতেছি।
বাঁচাও কে কোথায় আছি ভাই,
বাঁচাও সরকার, তোমার দোহাই,
নিদেন কাজ দাও কিছু,
আমরা পেটে ছুটি খাইতেছি।
হায়রে কেউত গুণতেছে না কথা,
কেউত বুঝিতেছে না মরমের ব্যাথা-
আজ অকুল পাথারে
ছেলে পুলে নিয়ে আমরা
তুধু নরন জলে ভাসিতেছি।
বাদের ছিল ছুটি খাত,
দেশের মধ্যে গজ মাত্র
পাছে লুটে পুটে কেউ ধার,
১৪ সের বেচলে গো টাকার,
গরীবের পানে কেউ তাকালে না,
তাই গ্রাম হতে সবে চলে যাইতেছি।
হায় হায় কি স্বার্থপর মাহুগো ভদ্রলোক,
পরদা নাই ধন এদের চোক,
যখন কলেরার মড়া মড়ে,
আমরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,
যাই খশানেতে তোমাদের সঙ্গে
সংকার করিতে কথা বলিতেছি।

পুস্তক “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল।

পুরাতন “কাকের লোকের” সূচী পত্রের জন্য / ডাকমাগুন পাঠান।

যদি অনেক বসিন্তা আপনাত প্রয়োজনীয় চারি আনায় চারি টাকা মূল্যের জিনিস পান—

সেটা কি বিশেষ আনন্দের কথা নয় ?

তবে একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। এ কিন্তু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নয়,—

সমস্তটা পড়িয়া দেখুন।

এ সুযোগ চলিয়া গেলে আর ফিরিবে না।

অচিন্ত্য অতীতপূর্ব সুযোগ, যাচা কেহ কখন করনায় আনিতে পারেন নাট, আজ আমরা তাহা কার্যে পরিণত করিতেছি, এই কার্যে ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়ই লাভবান, বিশেষতঃ ক্রেতাই অধিকতর লাভবান। সর্বসাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়। আজকাল বাজারে শত শত বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, কেহ অর্ধ মূল্যে, কেহ বা সিকি মূল্যে কত জিনিস বিক্রয় করিতেছেন। কেহ বা নাম মাত্র মূল্য লইয়া উপহার স্বরূপ মানিবেন আবশ্যকীয় প্রায় সমুদয় সখেব জিনিস ও গৃহ-সজ্জা গ্রাহককে দিতেছেন। সেই সকল জিনিষের যে বাস্তবিক মূল্য কত, তাহা বিশেষতঃ ব্যক্তি মাত্রেই ধারণা করিতে পারেন। আমরা যাহা দিতেছি, তাহা উপরোক্ত ১০ চারি আনায় বিনিময়ে নহে, কেবলমাত্র গ্রাহকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্ত, অর্থাৎ আমাদের এই উপহার পাইয়া যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের কার্য্য কবেন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তী নিয়মাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

নিয়মাবলী।

আমাদের নিকট হইতে যে কেহ ৫ পানি কার্ড একসঙ্গে ১০ এক টাকা চারি আনায় ক্রয় করিয়া ১খানি নিজে রাখিবেন ও অপর ৪ খানি ১০ আনা হারে চারি ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া ক্রেতাগণের নাম ও ঠিকনা আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে সেই চারি ব্যক্তির প্রত্যেকের নামে ১ টাকার ৪খানি কার্ড পাঠান হইবে। এবং প্রথম ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত জিনিস হইতে তাহার পছন্দ মত যে কোন ১ এক দফার জিনিস পুরস্কার স্বরূপ পাঠান হইবে, এবং এই চারি ব্যক্তির উক্ত কার্ড পূর্বোক্ত নিয়মে বিক্রয় হইলে তাঁহারাও প্রত্যেকে পুরস্কার পাইবেন। বিশেষ সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি এক নামে ৪টা ভিঃ পিঃ লইবেন, তাঁহাকে একজন এজেন্ট করিয়া লইব। এবং তিনি তাহার পছন্দ মত যে কোন এক দফার জিনিস বিনামূল্যে পাইবেন। এবং বৎসব অন্তঃ এজেন্টগণ মধ্যে লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশের পুরস্কার স্বরূপ বিতরণিত হইবে। ১ম পুরস্কার ২য় পুরস্কারের ২ গুণ, ২য় পুরস্কার ৩য় পুরস্কারের গুণ। আশা করি, যাহারা ১নং পুরস্কার পাইবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে ২০ টাকার অধিক জিনিস পাইবেন। নিম্নলিখিত জিনিস হইতে গ্রাহকের পছন্দমত যে কোন একদফার জিনিস পুরস্কার পাইবেন।

উপহারের তালিকা।

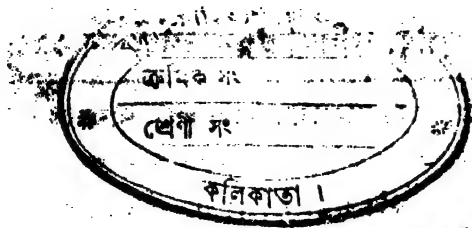
১। প্রমাণ সিকের চাদর। ২। প্রমাণ আলপাকার কাল কোট। ৩। ঐ সাদা কোট। ৪। সুদৃশ্য ঘণ্টাবাজা টাইমপিস ঘড়ী, ৫। পাশী শাড়ী। ৬। ঢাকনিদার পকেট ঘড়ী। ৭। প্রমাণ সাত হাত কাশী সিকের চাদর। ৮। উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম। ৯। সুন্দর অর্ধঘণ্টা ও একঘণ্টা বাজা আফিস ক্লক ঘড়ী। ১০। সুন্দর পাড়ওয়াল শাল। চারিখানি হইতে দ্বিগুণ হিসাবে টিকিট বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ মূল্যের আরও জিনিস পাইবেন।

টাকা কড়ি চিঠি পত্র নিচের ঠিকানায় ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

দি বেঙ্গল স্টোर्स।

ম্যানেজার—ডি, ডি শর্মা। ৭৫ নং মাণিকতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



প্রতি বার্ষিক মূল্য ২৫ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।	New Series.	নূতন সংস্করণ।	Vol. IX.
১১শ সংখ্যা।	NOVEMBER 1915.	নভেম্বর, ১৯১৫।	No. 11.

কিছু নিজেদের কথা।

—(৩০৩)—

আমাদের পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, অগ্র-গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণকে আমাদের বিজ্ঞার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি, আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

আবার আমরা কয়েকদিন বিশ্রামের পর কর্তব্যের শুরুতার লইয়া কর্তৃক্রে অবতীর্ণ হইলাম। আলীকাদ করণ “কাজের লোক” যে কর্তব্য পালনে বৃতি, তাহা বেন সকল করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সকল হয়।

পূজার পর পল্লীগ্রামে বাইরা কাহারও আর নিরাপদে কিরিবার উপায় নাই। আমাদের অনুভূতার ভিত্তি এই সংখ্যা “কাজের লোক” বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া গেল। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া এই ক্রটি ক্ষমা করিবেন। যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত কার্য হইতেছে, অবিলম্বেই এই বৎসরের বাকী সংখ্যা পাঠকগণের হস্তে বাইবে।

সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যই এরূপ শ্রেণীর সাময়িক পত্রের জীবন, কাজের লোক, যখন এতদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন সাধারণের সাহায্য এবং সহানুভূতি আমরা অশাশ্বরূপ না পাইলেও কতকটা লাভ করিতে পারিয়াছি। “কাজের লোকের” নিত্যই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে,

“পুরাতন কাজের লোকের” হৃদয়প্রকাশ করিয়া ছিলাম, সেই হৃদয়প্রকাশই হস্তে পতিত হইয়াছে, তিনিই সমস্ত পণ্ডিত করিয়া ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতেছি, আমাদের উত্তম, কঠোর পরিশ্রম বিফল হয় নাই। আরও বুঝিতেছি, লোকে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রের প্রতি ক্রমশই অগ্রসর হইতেছেন। ইহা নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। “কাজের লোকের” অসংখ্য উপার্জন পদ্ম প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক সে সকল পদ্ম অবলম্বনে কার্যও করিতেছেন। আমাদের উচ্চাশা—বজ্রের প্রতিগৃহে “কাজের লোক, স্থান পায়,—কিন্তু আমাদের দেশে সেটা বহু সময় সাপেক্ষ। কারণ শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় সাহিত্যে আমাদের বড় অভাব,

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দাসত্ব বৃত্তি করিয়া অতি সামান্য আয়ে দিন কাটাইয়া আমাদের উচ্চাশা মাজ নাই। কোন রূপে দিনগত পাণ্ডুরের ভায় জীবনের করে-কটা দিন কাটাইয়া বাইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ। এমন জাতীর উন্নতির আশা বাস্তবিকই সূর্য পরাহত। তাহার উপর আমাদের শিক্ষার স্বকল কলে নাই, উচ্চাশা উত্তেজিত করিতে পারে নাই, শিক্ষার আশাদিগকে বৈন বাবু, সর্কজ, বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে, গুরু বিষয়ে, গুরু পরিশ্রমে আমরা কাতর হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য গল্প উপপাত্তে যেমন আমাদের কচী, আত্মোত্তিকর পাঠ্য বিষয়ে তেমন কচী নাই। এইজন্য শিল্পবিষয়ক সাময়িক পত্র এবং সাহিত্যের এদেশে আদর নাই। রাহা হউক, নয়বর্ষ আমরা “কাজের লোক” পরিচালনা করিয়া বুঝিতেছি, শিল্প-সাহিত্যের পাঠকেরও এদেশে ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

লোকের জিনিস প্রস্তুতের প্রবৃত্তি-ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, কেননা কেহ কেহ এই শ্রেণীর পুস্তকাদি অঙ্গুলকান করিতেছেন। জনসমাজে শিল্পপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য কার্য, একতরফা জ্ঞান থাকিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে অন্ততঃ ছইটি গ্রাহক পাইলেই বহু পল্লীর বহু গৃহে “কাজের লোক” প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়া স্বীয় কর্তব্য সাধনে সমর্থ হইত, এজন্য বহুবার আমরা গ্রাহকগণের নিকট সাহসে ভীকাও করিয়াছিলাম, আজও সেই প্রার্থনা লইয়াই অগ্রসর। আশা করি, পুজার পার্বণী হিসাবে আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে অন্ততঃ একটাও নূতন গ্রাহক পাইয়া নবোৎসাহে “কাজের লোকের” উন্নতি করিতে সক্ষম হইব। একাধ্য অসাধ্য

নহে, একটু মনোযোগ দিলে, একটু আমাদের ক্ষুদ্র প্রার্থনার কর্ণপাত করিলেই আমাদের সাহায্য করা যায়। দশ বর্ষ যখন গ্রাহকগণের অগ্রগতি পরিপূর্ণ, তখন এমন প্রার্থনা কি অসম্ভব? না, আমরা তাহা ইচ্ছা করি। দশ বর্ষ যদি আমরা একটুও স্নেহ মমতা লাভ করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এতদিত বাঁচিলাম কেমন করিয়া? এতদিন “কাজের লোকের” অস্তিত্ব রহিল কেমন করিয়া? ১০ বর্ষ হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে বাঁচিয়া থাকা ত সম্ভব নহে। তবে আমাদের একটু আবেদন না চলিবে কেন? মিশ্রই একটু আশা সফল হইবে, গ্রামে গ্রামে আমাদের গ্রাহকগণ “কাজের লোক” প্রচারের সহায়তা করিবেন এ আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা নহে। লাভের জন্য “কাজের লোক” প্রচারের প্রয়াসী হই নাই, সারকথা এই, এদেশের আবশ্যকীয় জব্য এদেশে প্রস্তুত করিতেই হইবে। আকাশবাহিনী বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া

কৃষির উন্নতির আশা ক্রমশঃই জটিল হইতেছে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে স্ফটিক কৃষিকার্য এখন আর হইতেছে না। ক্যানোলাদি না হইলে অনেক স্থানেই কৃষির ফল শোচনীয়! এমন অবস্থায় এদেশের শিল্পজাত জব্যের বিনিময়েও অন্ন সমস্যার অনেকটা নিমাতা হইতে পারে। এখন শিল্প বাণিজ্যকে মুখ্য এবং কৃষিকে গোণ উপায় ধরিয়া না চলিলে আমাদের উপায় কি? এইজন্যই “কাজের লোকের” জায় পত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক। প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা তুলিয়া হস্তাণ হইলে চলিবে না। এদেশের লোক সংখ্যা এবং স্রুগত শ্রমের কথাও ভাবিতে হইবে, একের উপার্জনের উপর ১০ জনে আয়াস করিয়া বসিয়া না থাইয়া প্রত্যেকেই কিছু কিছু হস্তশিল্প দ্বারা উপার্জন করিতে শিখিলে মূলধন সঞ্চয় করিতে পারা যাইবে, তখন বড় বড় কল কারখানা করা

স্বল্প ব্যাপার হইবে না। দেশের প্রস্তুত জব্য যতই কমিয়া হউক, যদি লোক তাহা সাধরে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিত, তাহা হইলে দেশের হস্তশিল্প জাত জব্যেই দেশের অভাব পূর্ণ হইত। চিরকালই তাহাই হইয়াছিল। অমূল্য দ্বারা এত স্নান এত স্নান, মনোহর জব্যাদিও লোকেরে অজিত, যে কত দেশ দেশান্তরের ব্যবসায়ীগণ এদেশজাত জব্যের জন্য লালায়িত হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমরা বিলাসিতার অহিলার দেশের জব্য হতাদর করিতে শিখিলাম, সেই দিনেই এদেশের সর্কনাশ হইল। আজ গবর্ণমেন্টও লুপ্ত প্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধ-পরিকর হইতেছেন, কিন্তু তথাপি এদেশের লোকের কুস্তক নিজার অবসান হইল না। হার! হার! এদেশেরও লক্ষ্মীশ্রী হইতে পারে? ভগবান কতদিনে এদেশের প্রতি মূখ তুলিয়া চাহিবেন?

পুনরায় গৃহে গৃহে হস্তশিল্পের আয়োজন হোক, সেই হস্ত শিল্পজাত জব্যেই আমাদের অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে, যদি আমরা আমাদের প্রস্তুত জব্য যত কমিয়া হউক তাহা ব্যবহার করিতে এবং তাহার আদর করিতে শিক্ষা করি। “কাজের লোক” পরিষ্কার-রূপে গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষার সাহায্যকারী মাসিক পত্র। এক উদ্দেশ্য লইয়া দশ বর্ষ যুঝিতেছে, যদি আজও আদৃত না হয়, তবে সে শুদ্ধ আমাদেরই হুর্ভাগ্য নয়, দেশেরও বটে।

আমরা নিঃস্বার্থভাবে নয় বর্ষ কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া বহু ব্যয়ে শিক্ষণীয় বিষয় “কাজের লোকে” প্রকাশ করিয়াছি। দেশের লোকের সাহায্য লাভের জন্য আমরা নিঃস্বার্থ চিন্তে প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাহার

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল। ৯ বৎসরের সূচীপত্রের জন্য ১০ টিকিট পাঠান।

পাইবাকিও সম্পূর্ণ বোধ্য পাজ। এখন
প্রত্যেক গ্রাহকের কর্তব্য জানেন প্রতি সতৃক
দৃষ্টিতে চাহিয়া 'কর্মক্ষেত্রে' কর্তব্য সাধনে
অগ্রসর হইলেন—আমি অধিক কিছু বলিতে
চাহি না।

HOW TRADE IS CONDUCTED.

কেমন করিয়া বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

—:—:—

আফ্রিকার আমেরিকান কনসন্ জেনারেল
একবার কেমন করিয়া আফ্রিকার ইয়ো-
রোপীয় বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তৎ
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন। এই অনু-
সন্ধানের একটা রিপোর্টও তিনি প্রকাশ
করিয়া ছিলেন। তাহার সারসম্মত এই যে, ইয়ো-
রোপীয় প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীই প্রত্যেক দেশের
বন্দরে বন্দরে শাখা কার্যালয় স্থাপন করেন।
সেই সকল শাখা কার্যালয়গুলি স্থানীয় পাই-
কারী ব্যবসায়ীগণকে প্রধান কার্যালয় সমূহ
হইতে প্রেরিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকে।
এই সফল শাখা আফিস সমূহ প্রচুর পরিমাণ
ধারেও মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। যে সকল
ক্রেতা নগদ খরিস করে, তাহা দিগকে সচরাচর
শত করা ৩ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহারা
৩০ দিনের মধ্যে টাকা শোধ করেন, তাহা
দিগকে শত করা ২ এবং বাহারা ৯০ দিনের
মধ্যে টাকা পরিশোধ করে, তাহাদিগকে
কোন প্রকার বাটা বাদ দেওয়া হয় না।
প্রত্যেক বৎসরই এক এক জন এজেন্ট
জেনারেল প্রধান আফিস হইতে সফরে বাহির
হইয়া সকল বন্দরের শাখা আফিস গুলি
পরিদর্শন করিয়া দেশের অবস্থা, আবশ্যক,
কৃতি, অভাব দেশীয়গণের কাণ্ডাদির

পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের প্রধান
আফিস সমূহে রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকেন।
সেই মত দেশীয় আবশ্যক এবং কৃতি অনুযায়ী
মাল পত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই সকল
দ্রব্য বণন বেশ দেশান্তরে বাইরা তাহাদির
কৃতি এবং আবশ্যকের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়,
তখন যে সে সকল দ্রব্যের দ্রুত বিক্রয়
অপরিহার্য, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই-
রূপে ইয়োরোপের বাণিজ্য বিদেশে পরিচালিত
হইয়া থাকে।

আমরা ক্ষুদ্রই হই, আর বড়ই হই,
এপহার্য কার্য করি না, প্রতিনিধি পাঠাইয়া
জেলার জেলার ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন
করিয়াই সুন্দর কার্য চালান যাঁহাতে পারে,
কিন্তু আমরা সেরূপ করিতে সাহসী নহি,
ইহাই এদেশের ব্যবসায়ীগণের অধঃপতনের
বা অবনতির মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই।
এটা যে শুদ্ধই ব্যবসায়ীর দোষ তাহা নহে,
এই কার্যের জন্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া
এদেশের দেশীয় ব্যবসায়ী অন্ততঃ কৃতকার্য
হন না ইহাও বহুক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি।
এদেশের লোক এজেন্টস্ বা ক্যানভাভারের
আদর করিতে শিক্ষা করে নাই, ইহা
ইতিপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি বোধ হয়
পাঠকগণ বিশ্বস্ত হন নাই। আমরা যে বেলী
উপর চালক, এইটা দেখাইতেই বাস্তব,
ক্যানভাভার বা দালালের নিকট অর্ডার দিতে
কুস্তিত। আমরা মনে করি, পাছে আমাদিগকে
ঠকাইয়া চলিয়া যায়। এদেশীয় এজেন্ট
বা দালাল দেশীলোক পাইলে অনেকস্থলে
ঠকাইয়াও থাকে এমনও দৃষ্টান্তের অভাব
নাই। এদেশের লোক—আমরা পরস্পর
পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, সুবিধা পাইলেই
পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইতে চাহি, এই
বিশ্বাসের এদেশে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়াছে।
ইয়োরোপীয়ানদের অপেক্ষা আমরাই এদেশের

লোককে অধিক বিশ্বাস করি, দেশের লোকের
অধিক অপমান করিয়া থাকি, ইহা ভুল-
ভোগীরাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন
ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিকে আমরা কনা-
বস্ত্রকীর জন্মেরও অর্ডার দিয়া আদর
আপায়ন করিতে তুলিয়া বাই না। এটুকু
আমাদের বিশেষত্ব। যাক, এই ভুল
আমাদের দেশীয় প্রতিনিধি পাঠাইলেও
আশাহরূপ কাজ হয় না। আবার দেশীয়
ফারনের প্রতিনিধিগণ মকঃস্থলে বাইবার
জন্ত খরচ পত্র লইয়া গিয়া আপনার দেশে
বা কোন বন্ধুবান্ধবের নিকট বসিয়া থাকেন,
আমরা ইহাও জানি। এই সকল তথ্য
অনুসন্ধান করিতে বাইলেই সর্ববিধেই
শেষ এই উপসংহারে অন্ততঃ ক্ষমতায় আদিয়া
উপস্থিত হইতে হয় যে, এদেশের শিক্ষার
নৈতিক উন্নতি হইতেই পারে নাই, এবং
এই গণদেই সর্বনাশ হইয়াছে। যদি
এদেশের কোন ফারম এখনই কোন ইয়ো-
রোপীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে
নিশ্চয়ই কাজ হইবে, দোকানে মেন রাখিলে
যদি বিক্রয় অধিক হয়, তাহা হইলে মাল
মুখ প্রতিনিধি রাখিলেও কাজ হইবে ইহা
স্বনিশ্চিত। কিন্তু দেশীয় প্রতিনিধি দ্বারাই
দেশের ব্যবসায়ের কার্য হওয়া যে বাস্তবীয়
তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এইটুকু করিতে
হইলে আমাদিগকে কিছুকাল পরস্পর
পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখিতে হইবে।
যথা সন্তান প্রকৃত ধর্মজ্ঞান, প্রকৃত নৈতিক
সাহস, প্রকৃত নৈতিক আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত
হইতে হইবে, দেশের লোককে প্রভাবিত
করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে,
তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা
স্থাপিত হইয়া দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে।
অবিশ্বাস এক রকমে হয় না এবং হয়ও নাই।
দেনা, পাওনার কাজে সাধারণ রাখিলেই

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পরস্পরে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়া থাকে। ভাষা প্রাণেই সঙ্কট থাকিয়া হারী কারাবর স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং ইংরেজী ও আমেরিকান পদ্ধতিতে ব্যবসায় চালাইতে হইবে। জেলার জেলার স্থানীয় দোকানদারগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলেই প্রতিদিনের আবশ্যক। যাওয়া আসা না থাকিলে যে ঘনিষ্ঠতা হইতেই পারে না, ইহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই স্বরণ রাখা উচিত।

ADVERTISING AS THE MERCHANT SEES IT.

ব্যবসায়ীর চক্ষে বিজ্ঞাপন।

প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীর মধ্যেই কেহ বিজ্ঞাপনে অধিক, কেহ বা অল্প মনোযোগ দিয়া থাকেন। যদি বিজ্ঞাপন ভাল লেখা হয় এবং বিজ্ঞাপিত জিনিস ভাল এবং লোকের দ্বারা আবশ্যক, সেইরূপ হয় এবং যদি Salesman, অর্থাৎ বিক্রেতা দক্ষ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনে আশাতীতি ফল পাওয়া যায় ইহা অনিশ্চিত। নচেৎ বিজ্ঞাপনের দ্বারা ফলের তেমন আশা করা যায় না। আমেরিকার "Merchants Records" বলেন, যে "If the store management and service is bad—if the stock is poor and sales force is insufficient and discourteous, he is likely to have poor opinion of the efficacy of advertising, for advertising can do very little for a store like that sort" আমাদের দেশের Store এবং ডাণ্ডারের প্রাচুর্য হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন ডাণ্ডারেই কেহ কি উপরোক্ত সুবন্দোবস্ত দেখিরাছেন? দোকানের সুন্দর বিক্রেতাও নাই, তত্ত্বতাও দেখাইতে অনভিজ্ঞ, সাজান

গোছানও নাই, বস্ত্রের নিছক জব্দ দ্বারা অধিক লাভ করিতে পারা যায়, যেখানে এই উদ্দেশ্যই বলবৎ এত সকল উপসর্গ বেইলি, সেখানে বিজ্ঞাপন একা কি করিতে পারে? ভাল জিনিস দাও, ভাষা মূল্য লও, দোকানে উদ্রলোকের মান সম্মান রাখিতে পারে, এমন সামাজিক সদা প্রকৃষ্ট লোক রাখ, তবেই বিজ্ঞাপন দ্বারা ফল হইবে? সঙ্কট ক্রেতাপণ্ডিত তখন তোমার ব্যবসায়ের যোগ্যানে জগত সুখারত করিবে, তাহাই একটা উৎকৃষ্ট জীবন বিজ্ঞাপন।

আমার এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা স্পষ্টার সহিত সাহকারে বলিয়া থাকেন—চোকা মাল দিব, বিজ্ঞাপন দিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে হয় না। এটা একের নম্বর দৃষ্টান্ত। তোমার যে ভাল জিনিস আছে, সেটা আনি জার্নি কেনন করিয়া? "He thinks he can get along without advertising on the presumption that the store will advertese itself." এই স্থানেই গলদ, কিন্তু আমেরিকান অভিজ্ঞগণ (Business experts) বলেন—"That's where he is wrong. The better the store, the more this fact should be advertised." আমাদের ব্রাহ্মণী ব্যবসায়ীগণের এই শ্রেণীর অনেকগুলি ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভাল নহে, ইহাই আসল রহস্য। কিন্তু তাঁহারা উপরোক্ত অহংকারপূর্ণ কথা বলিয়া থাকেন শুনিতে পাই। আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে কোনরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ব্যবসায়ীই সফলকাম হইতে পারেন নাই, ইহাই প্রব সত্য। নচেৎ কোথায় অতল জনতার কোলে মিলিয়া বাইবে, কেহ নামও খুঁজিয়া পাইবে

না। বিজ্ঞাপনের দোষ নাই। দোষ ব্যবসায়ীর নিজের। Business system-না জানাই অধঃপতনের মূল কারণ। জিনিস সাজাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, দোককে জানাইতে হইবে যে তোমার জিনিস আছে। তবে লোকে আসিবে, জিনিস কিনিবে। সেই দোকানদারগণে তোমার পরিচিত হইবার একমাত্র পন্থা বিজ্ঞাপন—কে পন্থা পরিভাষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত কেনন করিয়া করিবে? বুঝিয়াছ?

এনড্রু কার্ণেলী বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয়তম ধন কুবের, সম্রাট মাতা এবং কর্তব্যবীর, তিনি বলিয়াছেন :—The business-man of today has to read, yes, and study and go to the roots of many things, that roots of many things, that he may avoid the pitfalls which surround business upon every side, অর্থাৎ বর্তমানসময়ের ব্যবসায়ীকে বহু বিষয় পড়িতে হইবে, বহু বিষয়ের মূলতথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে, কারণ কার্ণেলী চতুর্দিকে বহু সাংঘাতিক বিষয়ের খাদ বর্তমান, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে তাহাতে পতন অবশ্য-স্তানী। এ দেশের ব্যবসায় শ্রেণীর লোকের পড়িয়া শুনিয়া যে কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হয় সে ধারণাই নাই। এইজন্য এ দেশের ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের এত দুঃবস্থা। "কাজের লোক" আমরা সর্ব বিষয়েই একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করি, কিন্তু পরিভাষ্য এ দেশের পাঠক নাই।

ছাত্রদের বাহ্যিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে।

Homoeopathic.

হোমিওপ্যাথিক নোটস।

Dyspepsia—অজীর্ণ রোগ।

শুক এবং শিবা

শিবা। আজ অজীর্ণ রোগ চিকিৎসার কথা বলুন।

শুক। অজীর্ণ রোগে নস্তুভমিক একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। কিন্তু কোথায় নস্তু ব্যবহার করিতে হয়? যেখানে মানসিক, পরিভ্রম অজীর্ণ রোগের কারণ। যেখানে আহারের ১ ঘণ্টা পরেই উদরের নানা উপসর্গ, যথা খেটে বায়ু স্ফূর্ত, বুকজ্বালা, মুহু বেরনা, গা বমি, দুঃখ, বড় বড় প্রস্রাব উপসর্গ সমূহ উপস্থিত হইতে থাকে, যে স্থলে রোগীর মেজাজ বিটখিটে কলহপ্রবণতা লক্ষণ দেখা যায়, এমনস্থলে নস্তু দ্বারা মহৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

শিবা। আজ আহারের অনতিবিলম্বেও অনেক রোগীর এমন যন্ত্রণা হয়। সেখানে কি নস্তু দেওয়া যায় না।

শুক। নস্তুভমিকার লক্ষণ যেখানে পাওয়া যায়, সেই স্থলেই নস্তু দিলে কাজ হইবেই। আহারের কিছু অব্যবহিত পরেই উদরের উপসর্গ সমূহে লাইকো-পোডিয়ম, নস্তুমস্কেটা, এবং এপিগ-নায়োগ্রাই বিশেষ উপযোগী।

শিবা। আজ যাহারা সুরাপায়ী, আহারের একটু পরে যাহাদের উদরে বায়ু স্ফূর্ত (Flatulence) হয়, তাহাদিগকে নস্তু দিলে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই?

শুক। মাতালের ডিসপেন্সিয়াতেও নস্তু একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। তবে কার্ফো-ডেজিটেলিস এবং সলফারের কণাও মরণ করা চিহ্নিত।

শিবা। আবার পরিচিত একটা রোগী বিহার নদ খাইরা ডিসপেন্সিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাকে নস্তুভমিকা দিয়া ছিলাম, কিন্তু ভেরন কোন ফল হয় নাই।

শুক। বিহার ক্যাপারীদের পক্ষে ক্যালিবারাইক্রম দ্বারা অধিক উপকার হইয়া থাকে, এমন কি ইহাই বিশেষ ঔষধ বলিলেও ভুল্য যায়।

নস্তু ব্যবহারের আর একটা বিশেষ লক্ষণ, কুখামাসা, এইরূপ লক্ষণ কিছু দিনই বর্তমান থাকিয়া রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। “Abnormal hunger which proceeds the attack for several days”

শিবা। যাহাদের আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে বমি হইয়া যায়, এমন রোগীর পক্ষে কোন ঔষধ উপযোগী হইতে পারে?

শুক। “ক্রিডোজোট”।

শিবা। এমন রোগী আছে, যাহাদের প্রাতঃকালে পাকস্থলীর নিয়ে বেদনা অনুভূত হইয়া বেলা ১০-১১টার সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা দিগকে কি ঔষধ দিলে ফল হইবার সম্ভাবনা?

শুক। এমন স্থানে সিগিরা, সলফর, এবং নেট্রাম কার্বোনিকম ভাল। অবশ্য রোগীর লক্ষণগুলির সহিত উপরোক্ত ঔষধসমূহের লক্ষণের মিল থাকা চাই।

শিবা। নস্তুভমিকার জিহবার অবস্থা কিরূপ?

শুক। খেত রক্তাক্ত, বিশেষতঃ অগ্র-ভাগ অপেক্ষা পশ্চাত্তাগে অধিক। “It is usually coated white specially on the posterior part.”

নস্তুভমিকার রোগীর আর একটা বিশেষ লক্ষণ, ইহার বিহার পানের প্রবাসী, তিত্ত জ্বরের

অনুরাগী। কিন্তু কাকি প্রভৃতিতে বিতপ্রক। কিন্তু এ লক্ষণ এদেশের সাধারণ রোগীতে নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এদেশে মদ্য পান করে না, এমন বহুরোগী অজীর্ণ রোগগ্রস্ত।

শিবা। কার্ফোডেজিটেলিস কেননস্থলে প্রয়োগ করা যায়?

শুক। কার্ফো ডেজিটেলিসের রোগীর জীর্ণ শক্তি ক্রীণ, আন্তে আন্তে বহুকণে অসম্পূর্ণ জীর্ণ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে বেন একটা কান চাপান, বেন উদরের মধ্যে সমস্ত খেল, এমন একটা খুঁতখাতাব। খাইলেও সে কষ্ট নিবারণিত হয় না। খাইতে বলিলে ২৪ গ্রাম আহারের পরই গা বমি করিয়া আইসে, আর খাইতে প্রস্তুতি হয় না। উদরের মধ্যে জ্বালা করে, সে যন্ত্রণা পশ্চাত্ত দিক পর্যন্ত বিস্তৃত, এমন অনুভব হইতে থাকে, পেট ভার, কীড়তা, বায়ু নিঃসরণে কনিকের জন্ত উপশম বোধ হয় না। আহারের পর নিজাধীনতা। পেট ফাঁপার জন্ত হাঁপানীর ভাব, নিশ্বাস টান, শ্বাসকষ্ট। রোগী পাখা করিতে বলে। এমন স্থলে কার্ফোডেজিটেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরূপ অজীর্ণ জন্মিবার কয়েকটা কারণ, অতি ভোজন, দুষ্পাচ্য ওরূপাক দ্রব্যাদি ভক্ষণ, বৃদ্ধ বয়স জনিত অজীর্ণতা, অথবা মদ্য পান জন্ত পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা।

শিবা। কার্ফোডেজিটেলিসএ যেমন পেট ফাঁপালক্ষণ আছে, লাইকোপোডিয়মেও পেট ফাঁপা আছে। তবে পার্থক্য করিব কেনন করিয়া?

শুক। কার্ফোর পেট ফাঁপা, পাকস্থলীর সঞ্চিত বায়ুর জন্য, কিন্তু লাইকোর পেট ফাঁপা তলপেটে বায়ু স্ফূর্তের জন্য।

“Carlo flatulorice is more of the Stomach, while that of I.yco. is more of intestine” (Dewey), (ক্রমঃ)

হাতের কার্ফিক অঙ্কশূন্য তালিকা শেষ হইয়াছে, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শিরশূর্ণণে “সিপিয়া।”

রোগিণীর বয়স ২৫ বৎসর, দীর্ঘ, কীর্ণাকীর্ণ অঙ্গমাংগত অগচ্ছাত্রী পূজার দিন প্রাতঃকালে নানের পর তাহার মাথা গা বৃত্তিতে থাকে, তাহার সহিত গা বর্ম বর্ম করে।

রোগিণীকে পলসেটলা, ইপিকাক, নকস চারনা প্রভৃতি ঔষধ দিয়া কোন ফলই হইল না। বিশেষঃ অমূলকানে জিনা পেল যে, রোগিণীর রক্তস্রাব বন্ধ, গিউকোরিয়া আছে। লক্ষ্য, কীর্ণাকীর্ণ নাসিকার উপর ঘোড়ার জীনের, ন্যায় দাগ, চুল উঠিয়া যায়, কটিদেশে বেদমা। এই সকল বিবেচনা করিয়া ১ মাত্রা সিপিয়া ২০০ শক্তির ৪টা মাত্র অমূলকাক দেওয়া গেল। ১৫টার মধ্যে রোগিণী সুস্থতা অমূলকাক করিতে লাগিল। ২৩দিন মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। এই সকল উপসর্গ বিশিষ্ট শিরোবর্ণণে সিপিয়ার অদ্ভুত আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম।

S. P. Chatterjee

কৃষি ও ব্যবসা।

লিখিতে দক্ষ, বলিতে তৎপর, পাশ দিতে বাহার দোসর পাওয়া দুর্ঘট, এমন বাঙ্গালী জাতি এই বিংশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যে ও কৃষি শিল্পে কেন সকলতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহা নিতান্ত প্রহেলিকার মতই মনে হয়। অজ্ঞাত দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভারতবর্ষ ধরিয়া আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালীর জ্ঞান সূচকুর, হস্তবর্শী, চিন্তাশীল জাতি ভারত-বর্ষেও আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ‘মাড়ওয়ারী, গুজরাটী, বোম্বেওয়ালা এমন কি দিল্লীবাসীগণ সকলেই বঙ্গদেশে বসিয়া

শক্তি সাধ্যাঙ্গসারে আগুন আগুন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেছে এবং তাহাদের চেষ্টা এই উদ্দেশ্যে কোন স্থানেই বোধ হয় বুঝা হয় নাই।

বক্তৃতার ও প্রবন্ধে আমরা বুঝিতেছি, অর্থাত্তাব এবং রাজস্বগ্রহের অতাবেই নাকি বাঙ্গালী জাতি অর্থকরী কার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কাজেই প্রথমে আমাদেরকে এই দুইটা বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইতেছে। অর্থতাব কথা তৎপরা বুঝিতে পেল বুঝিতে হইবে, বঙ্গদেশে অর্থের যথেষ্ট অভাব এবং বাঙ্গালী জাতি অর্থহীন ও নিঃস্ব। ইহা কি সত্য? বঙ্গদেশের অর্থাত্তাব অর্থনীতিবিদ কখনই স্বীকার করেন না, কারণ কোম্পানীর কাগজ এবং বৈদেশিক পরিচালিত ডিবেঞ্চার বণন বাহির হয়, মিউনিসিপালিটি ও পোর্ট কমিশনারদিগের যখন যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক হয়, ঠিক নির্দিষ্ট দিনের বহু পূর্বেই তাহা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, এমনও দেখা গিয়াছে যে, ৫০ হাজার টাকার ডিবেঞ্চার গ্রহণকারী পাঁচ হাজার টাকার বেশী না পাইয়া তত্ত্বজ্ঞ আবেদন নিবেদনও করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানীর অঙ্ক বঙ্গদেশে সকল বিষয়েই যত অধিক, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দিন দিন ঐ আমদানী অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমদানী রপ্তানীর হিসাব দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং দেশের অর্থাত্তাব কোনমতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে যে কয়টা ব্যাক রজিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটা ব্যতীত অজ্ঞাত সকলগুলিই বৈদেশিক, অবশ্য ইহার মধ্যে ৩৪টা ভারতীয় অজ্ঞাত দেশের ব্যাক আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশই বৈদেশিক ব্যাক। এই সকল ব্যাকে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা জমা দেওয়া আছে এবং হিসাব করিলে দেখা

যাইবে, ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকাই বঙ্গদেশের। এই টাকার এবং নিত্য জমার হিসাবে যে কোটি টাকা প্রত্যহ জমা খরচ হইতেছে ও বাহা দিয়া পৃথিবী তাৎক্ষণিক কৰ্ম্মপুরুষগণ প্রকৃত টাকার পণ্য উৎপাদন ও আমদানী রপ্তানী করিয়া নানা ভাবে লাভবান হইতেছেন, তাহা চোখের উপর সকলেই দেখিতেছি, সুতরাং অর্থাত্তাবের অভিযোগ গ্রহণ বোধ্য হইতে পারে না। ব্যবসায়ীর ব্যবসা অর্থাত্তাবে ধীরে ধীরে গতিতে চলিতে পারে, কিন্তু অচল কখনই হয় না। ব্যবসায়ীগণ অবশ্য এ কথা স্বীকার করিবেন। সর্বদা এ কথা মনে থাকা উচিত যে, একদিনে কোন কার্য্যই সিদ্ধিলাভ হয় না। “Rome was not built in a day” ইহাও কি অস্বীকার্য্য হইবে?

তারপর রাজস্বগ্রহের কথা। ব্যবসা অথবা কৃষি শিল্পের সকল স্তরেই রাজস্বগ্রহের আবশ্যকতা দেখা যায় না। রাজস্বগ্রহে বৈদেশিক বাণিজ্যের ত্রিভুজ হইতে পারে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি প্রাধান্য প্রতি-কল্পীদিগের আমদানী রোধের চেষ্টা সম্ভবপর, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের সূচনার কোন বিশেষ অগ্রহ-লাভের আশা করা যুক্তি। ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম স্তর অতিক্রম করিলে তবে দ্বিতীয় স্তরের আবশ্যক, যাচার কিছুই নাই, তাহাকে কে সাহায্য করিতে পারে? আমরা যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম এবং কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের আদৌ চলিতে পারিত। সে আদৌ রক্ষিত হওয়া না হওয়া পরের কথা! তখন “কেন্দ্র কল্প বিধিত” যা হয় একটা করা যাইত। এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে আদৌ সন্তু-পর, তাহার অজ্ঞ চিন্তা ও চেষ্টা হইত, কেনি-পথ যে আবিষ্কার না হইত, তাহাও সহ্য

কিন্তু বিজ্ঞাত, আমরা কি করিয়াছি ও কি করিতেছি। রাজনীতির ঘোব প্রদর্শন, এবং রাজ্য পরিচালনের নীতির বিকল্পে কর্তৃক সমালোচনা ব্যবসার ছাত্র জীবনের কার্য নহে। বিশেষতঃ যখন একই নিম্ন বিধানের অধীনে থাকিয়াও মারভারি, পারসী প্রভৃতি জাতি ব্যবসায়িকভাবে অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তাঁহারা ক্রমাগত উন্নতির দিকেই বাইতেছেন, তখন বাঙ্গালীর “রাজ্যগ্রহের অভাব” কথা কোন মূল্য বুঝা যায় না।

ব্যবসায়িকভাবে রাজ্যগ্রহের আবশ্যকতা নাই একথা কেহ বলিতে পারে না, তবে সকল প্রকার ব্যবসাতেই যে উহার আবশ্যকতা আছে, তাহাও অস্বীকার করিলে কোম দোষের হয় না। সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য আমদানী রপ্তানীর কাজ, কৃষি বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা রাজ্যগ্রহ ব্যতীত ব্যতীত বেশ চলিতে পারে এবং চলিতেছে। শিল্প কলার অবস্থা প্রথমেই রাজ্যগ্রহ আবশ্যক, কিন্তু আমাদের পক্ষে শিল্পকলা অপেক্ষা আমদানী রপ্তানী ও কৃষিকার্যই সহজসাধ্য সুতরাং প্রথমে আমাদিগকে সেই সকল কার্যে মনোনিবেশ করাই কর্তব্য। এই কার্য করিতে কাহারও সুখাপেক্ষী হইতে হইবে না বা কাহারও তীর সমালোচনা করিয়া বিরাগভাজন হইতে হইবে না।

ভারতের রাজা ইংরেজ জাতি। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, কেবল মাত্র মাতৃভূমির সৌন্দর্য্যভিলাষে লইয়া এই গ্রীষ্ম প্রবান দেশে তাঁহারা আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। অল্পদিক দিয়া আমাদিগকে আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদেরও ত অভাব আছে। সুখভোগ ইচ্ছা, অর্পণতা, রাজ্যরক্ষার চেষ্টা, ইহা ত তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, সুতরাং

আমরা কার্য আপন কোলে কোল টানিবার চেষ্টা অব্যাহত নহে। ব্যক্তিগত ভাবে তুমি আমি হইলেও কি আত্মপ্রাণান্ত বজায় রাখিবার জন্য নিজ নিজ সমাজের দিকে কি একটু বেশী অগ্রহ করিতাম না? অগতের স্বতাবকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তবে আমরা যদি মানুষ্য হই, কর্মবীর হইবার চেষ্টা করি, উত্তম উৎসাহ যদি আমাদের থাকে, তবে কখন না কখন রাজ্যগ্রহ পাইবই পাইব।

“কেন পাহ কাহ হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উত্তম বিহনে কার পুরে মনোরথ”

উত্তম উৎসাহ বিহীন হইয়া চক্ষু বৃজিয়া ভাবিলে হইবে না, কেবল বক্তৃতায় অথবা প্রবন্ধেও হইবে না—চাই কর্মশক্তি, চাই উদ্যম সাধনা, করিলে সিদ্ধ হইবেই।

আমাদের দেশে কৃষি ও বাণিজ্য দুইটা পৃথক জিনিস বলিয়া জানা আছে। পূর্বেও পৃথক ছিল—“বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী, শুদ্ধকঃ কৃষি কর্মণি”। কিন্তু পাশ্চাত্যে দেখাইতেছে, এবং বুঝাইয়া দিয়াছে কৃষি ও বাণিজ্য একই তরের। বাণিজ্য-কৃষি সম্মিলিত হইলেই তাহা ফলোদায়ক হইবে এবং কৃষিবাণিজ্যের অমূল্যরূপ করিলে তাহা লাভজনক হইবে। পাশ্চাত্য কেবল প্রবন্ধ ও বক্তৃতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না, কার্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। তাহারা এই আমাদেরই চোখের উপর আমাদের পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য কক্ষর ময় জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় জমি সকল লইয়া তাহা হইতে বৎসর কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া লইতেছে—নিজেরা তৃপ্ত হইতেছে। চা, কফি, রবার প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে তাহারা এ দেশে কত কোটি টাকা চালিয়াছে, আত্মীয় বন্ধুতাপ করিয়া সেই দুর্গম লোকালয়হীন স্থানে কর্মসাধনায় ব্যাপৃত রহি-

যাছে, তাহারই ফলে আজ পাশ্চাত্য সিদ্ধিলাভ করিয়া অগতঃ অতুল ধনের অধিকারী হইতেছে। আমাদের কি সে সাধনা আছে—কর্মশক্তি আছে? কেবল হায় হায় করিলে-ত দুর্দশা দূর হইবে না, পেটের জ্বালা কমিবে না। আজও যে দেশবাসী এত শিক্ষা পাইয়াও তাহা বুঝি ন, ইহাই আশ্চর্য্য।

রায়ত।

HANDICRAFTS.

Amateur House-Painting.

সখের ঘর পেণ্টিং শিক্ষা।

গৃহচিত্রণ কার্য্য সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা মন্দ নয়। অনেক পেশাব মুক ইহা দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া স্বাধীন জীবিকা নির্বাহ করিতেও পারেন। বহু মুসলমান ও “পটো” এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা কলিকাতা সহরে অনেকেই জানেন। সাধারণ লোকেরও এই সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা থাকিলে পল্লীগামের লোকেও নিজের কক্ষের নাটর দেওয়াল গুলিকে পেণ্ট করিয়া সুন্দর সজ্জা করিতেও পারেন, সেইজন্য এ সম্বন্ধে আজ মোটামুটি কিছু বলিতে চাই।

পেণ্টিংএর সরঞ্জাম।

রং সাধারণত তিন প্রকার আকারের বাজারে পাওয়া যায়। চূর্ণ, বাটা, এবং প্রস্তুত রং। এদেশের অনেক গৃহেই জলের এবং তৈলের রং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাহারা জলের দ্বারা রং করেন, তাঁহারা দেওয়ালে প্রথমে একটা রংয়ের কোটিং করিয়া লইয়া দেওয়াল গুলিকে উত্তমরূপে শুক হইলে পাট দিয়া ঘষিয়া খুব মন্থণ করিয়া লয়ন, তাহার পর যে রং হইবে, তাহার

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

একটা বা দুইটা কোটিং দিয়া তাহার পর বর্ডার বা স্মুথ টানিয়া এবং নকসাদি করিয়া থাকেন। জলের রং করিবার জন্য রঞ্জক গুড়া রঞ্জক দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গৃহস্থে সবুজ, ফিকে হাল্দি, ফিকে নীলবর্ণ রং করা হইয়া থাকে। লাল রং কদাচিত গৃহস্থে দেখা যায়, বাখ্যাকীর কমিচুণের সহিত উপরোক্ত কোন রং মিশাইয়া পোচড়া টানা হইয়া থাকে, যখন বেশ শুক হইয়া যায়, তখন দেয়ালটা শুক পাট দ্বারা একবার মাজিয়া দিলেই তুলি বা পোচড়ার সহিত বাগী বা চুলের যে সকল ঝাঁকি দেওয়া লেগে তাহা পড়িয়া যায় চুণের সহিত গুলান শিরিসের জল মিশাইয়া দেওয়া হয়, সেইজন্য দেওয়ালে ঠেগান দিলে সহসা রং উঠিয়া যায় না। এই পোচড়া টানার একটু দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এমন ভাবে পোচড়া টানা আবশ্যক, যেন রং গড়াইয়া না পড়ে এবং সমানভাবে সর্বত্রই রং লাগে। শুক হইলে আবার এক পোচড়া দেওয়া আবশ্যক হইলে দিয়া পুনরায় একবার মাজিয়া দিতে হয়। তাহার পর স্মুথ টানার কাজ। কোন পেণ্টিং করা বর দেখিলেই সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইবার অধিক সম্ভাবনা। লিথিয়া একথা বুঝান কঠিন। ওয়াটার পেণ্টিং বা জলের রঞ্জক প্রধান উপকরণ শিরিশের জল, রং, এবং ব্রশ। এখন আমরা এই কার্যের কঠিন Oil Panting এর কথা বলিব।

অয়েল পেণ্টিং করিতে হইলে তৈল, টারপিন এবং ড্রয়ার বা শুক করিবার উপাদান এই সকল উপকরণের আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি, অয়েল পেণ্টিং করিতে ৩ প্রকার আকারের রং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ম চূর্ণ রং, ইহাকে তৈলের সহিত মিশাইয়া লইতে

হয়। ২য় বাঁটা রং, ইহাও বিলাত হইতে আইসে, তৈলের সহিত মীলে বাঁটিয়া লাভলা করা হয়। ৩য় প্রকার প্রস্তর রং, বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়, তাহা মীলে করিয়া বিলাত হইতে আসিয়া থাকে।

OIL AND TERPENTINE.

তৈল এবং টারপিনের কথা বলিতেছি। তৈলের সহিত মিশ্রিত রংকে টারপিন দিয়া লাভলা করিবার জন্যই টারপিন তৈলের আবশ্যক। যে তৈলের সহিত রং মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা ফুটান মসিনার তৈল, সচরাচর ইহাকে কারিকরেরা পাকা মসিনার তৈল বলিয়া থাকে। এই তৈলে রংকে ঘুঁটিয়া বাঁটিয়া রং প্রস্তুত করিতে হয়। তৈলের সহিত রং মিশাইবার বিশেষ কোন ধরাকাটা পরিমাণ নাই। বর্ণ গাঢ় বা ফিকে যে রূপ আবশ্যক, তাহা নিজের পছন্দমত অল্প অল্প করিয়া মিশাতে। একটা ছির করিয়া লইতে হয়। কাঁচা মসিনার তৈল কদাচিত ব্যবহার হয় কারণ তাহা সহজে শুক হয় না।

DRIER OR DRYING OIL.

শুক করিবার উপাদান।

তৈলের রং সহজে শুক হয় না কিন্তু এমন সকল জিনিস আছে, তাহা রঞ্জক সহিত মিশাইয়া দিলে অতি সত্বর রং শুক হইয়া যায়। ইহার মধ্যে Litharage লিথারেজ, Sugar of Lead, Sulphali of zink প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সখের পেন্টারের এ সকল লইয়া কাজ করাতে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বাহারা সখ করিয়া এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাহারা তৈল ফিনিবার সময় যেন boiled oil অথবা Drying oil বলিয়া বাজারে ক্রয় করেন। এই তৈলের সহিত মীল শুক করিবার উপাদান দিয়াই তৈলকে ফুটান হইয়া আছে। ইহাতে

রা মিশ্রিত করিয়া পেন্ট করিলে-সহজে শুক হইয়া যাইবে।

যদি প্রস্তুত রং ও বাজার হইতে বড়ি করিয়া আনা হয়, তথাপি টারপিন তৈল এবং উপরোক্ত প্রকারের তৈল নিকটে রাখা আবশ্যক। কারণ যদি ঐরূপ বাজারের ক্রয় করা রং মীনের তিতরে অধিক গাঢ় বা কঠিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবহারযোগ্য-যোগ্য লাভলা করিবার জন্য উপরোক্ত টারপিন এবং ড্রাইং অয়েল আবশ্যক হইবে।

ড্রাইং অয়েলের স্বাভাবিক বর্ণ।

ইহাতে অপরাপর শুক করিবার উপাদান মিশ্রিত থাকার কিছু অপরিহার্য এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয়। সুতরাং যেতবর্ণ জমী করিতে ইহা ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। একপ স্থলে কাঁচা মসিনার তৈলে রং বাঁটিয়া তাহার সহিত যথেষ্ট টারপিন তৈল মিশ্রিত করিলে সহজে শুক হইতে পারিবে। কারণ টারপিন তৈলেরও সত্বর শুক করিবার কনতা আছে।

রং শুক অথবা আটর মত যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাহাকে ব্যবহারযোগ্য যোগ্য করিতে হইলে টারপিন এবং Drying Oil অথবা শুক ড্রাইং অয়েল দিতেই হইবে, নচেৎ ব্যবহারযোগ্য যোগ্য তরল হয় না। যদি কেবল শুক Drying অয়েল দ্বারা রং প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে তাহা লাগাইবার পর শুক হইলে বেশ চক্চকে থাকে, এইজন্য এইরূপ পেণ্টিংকে ইংরাজ চিত্রকরগণ Gloss painting বা চাকচিক্যশালী আখ্যায় দিয়াছেন। কিন্তু শুক টারপিন দ্বারা রং মাড়িলে ইহাও সহজে শুক হইবে বটে, কিন্তু ইহার চাকচিক্য থাকিবে না। এইজন্য ইহাকে Flat painting ব্রাউ পেণ্টিং আখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য বাহারা টারপিন এবং শুককারী তৈল

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

একত্রে মিশাইয়া গৃহ চিত্র করেন তাঁহার। Dryng Oil বা শুককারী তৈলের পরিমাণ তারপিন্ অপেক্ষা অধিক দিয়া থাকেন। এই তৈলের পরিমাণ যত অধিক হইবে, রং তত দীর্ঘ শুক হইবে এবং উজ্জ্বল হইবে একথা স্মরণ রাখা উচিত; কিন্তু গৃহ-চিত্রণে কখন কখন কোন কোন স্থলে চাকচিক্যের আব-লাক নাও হইতে পারে। সুতরাং সেরূপ স্থলে আবশ্যক বুদ্ধিগা শুককারী তৈল বা শুক তারপিন দ্বারা—রং প্রস্তুত হওয়া উচিত। যতপি রংকে কেবল তারপিন্ তৈলেই প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে রং প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া যায়; কিন্তু যদি তারপিন্ এবং ড্রাইং অয়েল একত্রে মিশাইয়া পেণ্ট করা হয়, তাহা হইলে ইহা তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম সময়ে শুক হইয়া যাইবে।

এতদ্বার্তীত যে রং তারপিন্ মিশ্রিত করা যায়, তাহা অধিক কঠিন (hard) হইয়া যায়; সুতরাং তারপিনের পরিমাণ যত অধিক দেওয়া যাইবে, পেণ্টিংও তত কঠিন এবং সুদৃঢ় হইবে। সাধারণ পেণ্টিং এর কার্যে ড্রাইং অয়েলের পরিমাণের বিপুল তারপিন্ মিশাইলে সুন্দর কার্য হইবে। অথবা অত্যন্ত উত্তরকে সমান পরিমাণে দিলেও নন্দ হইবে না।

ড্রাইং অয়েলের মূল্য বিলাতে ২ শিলিং ১০ পেন্স গ্যালন। এখানে রঙ্গের দোকানে বর্তমান সময়ের দাম কত তাহা বলা যায় না।

শুক বা Dry paint সমস্ত রঙ্গের দোকানেই পাওয়া যায়, দরেও সুলভ। এই শুক রংকে তৈলের সহিত মিশাইবার পূর্বে খুব শুক চূর্ণে পরিণত করিয়া লইতে হয়, নচেৎ পিচ্ থাকিয়া যাইবে। এখন যে সকল রং আমদানী হইতেছে, তাহা এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণেই পরিণত করাই আমদানী হইয়া থাকে। দুইটি অম্লী দ্বারা তুলিয়া অম্লিতে

অম্লিতে বর্ষণ করিলে যদি খিচ আছে, বোধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় শুকাইয়া তবে তৈলে মিশ্রিত করিতে হয়, নচেৎ রঙ্গের সহিত ভাল না মিশিলেই দেয়ালের গাত্রে অবজুর হইতে থাকে। ভাল পেণ্টিং হয় না।

Prepared Drypaint সম্বন্ধে আগামী বারে সবিত্তার লিখিবার বাসনা রহিল।

(ক্রমশঃ) *

ভাইফোঁটা।

—:—

(১)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার এখনও তত দীপ্ত পড়ে নাই, তরল ছিন্ন ও কুয়াশা ভেদ করিয়া রাত্তার একটা ২ করিয়া গগনলোক জলিয়া উঠিতেছিল ও পুরনারীগণের শব্দধ্বনিতে নগর সুপরিণত হইয়া উঠিতেছিল। শ্রামবাজারের একটা পুরাতন অট্টালিকায় বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া একটা অল্পবয়স্ক বধূ এই সন্ধ্যার আগমনী দেখিতে-ছিল, সে একবার বা পথের পানে একবার বা আকাশ পানে চাহিয়া যেন কি ভাবিতেছিল, যৌবনোত্তর সুন্দর লগাটে যেন চিত্তার ছায়া-পাত হইতেছিল, বধুর নাম অরুণা, অরুণার চিত্তার বিষয় কি?

অরুণা বড়লোকের মেয়ে, উন্নত অট্টালিকা বিশাল অর্থযোজিত কিটন, বহু দাস দাসীর কলরব, অরুণার পিতার কিছুই অভাব ছিলনা, পিতার মৃত্যুর পরে অরুণার দাদা গরীবের ঘরের ভাল ছেলে দেখিয়া অরুণার বিয়ে দিলেন, কিন্তু যেমন তৈলের সহিত জলের মিলন অসম্ভব, তেমনই বৃষ্টি বড়লোক আত্মীয়ের সহিত গরীবের মিলন অসম্ভব! দাদা অরুণার স্বামী হীরেনকে বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইয়া ও অরুণার শত্রুবাড়ী যাওয়ার পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

পরিবর্তে বাড়িতে রাখিতে স্বীকৃত ছিলেন; কিন্তু হীরেন সে রাত্তারখর্য ভোগ করিতে চাহে নাই, তাই ধনী ঘরের চির আদর্শ সেবামাথা রূপসী অরুণাও হাতমুখে সে সংসার ভাগ করিয়া স্বামীর ভগ্ন অট্টালিকায় আসা লইল। হীরেন যখন এম এ পাশ করিল, তখন অরুণা দুইটি শিশুপুত্রের আহার বস্ত্রের জন্য ব্যতিব্যস্ত, অগত্যা গরীবের সাধের কল্লা ভাঙ্গিয়া গেল, আর ল পড়া হইল না, স্ত্রীনা হর্য্য ও সুগল অশোভিত নিঃশব্দে গমনকারী যানের চিত্তাকে কল্লা হইতে বিদায় দিয়া, মনঃস্থী কেরানীদের পাশে বসিয়া হীরেন কলম পিসিতে লাগিল, স্বর্গ হইতে নরকে পতন হইলে মনের অস্থি যেমন হয়, হীরেনের মনটাও দিন করেক তেমনই ছইয়া রহিল, ক্রমে সহিয়া গেল, আশা ব্যতিত মানুষ বঁচে না, বাহার স্বামী বা পুত্র অস্তিম যাত্রা করিতেছে, সেও ক্রানেল জাতি বাসিয়া মৃত্যুর হাত পা গরম করিতে চেষ্টা করে, বৃষ্টি সেই চেষ্টায় পরলোকগামী জীবন প্রবাহ ফিরিয়া আসিবে। হীরেন ক্রমে আবার এই পথেই কল্লনাকে ফিরাইয়া লইয়া আবার ভাবিতে লাগিল, উন্নতি আরো উন্নতি, ক্রমে বড়বারু আবার সেই গাড়ী জুড়ী!

যাহা হউক, অরুণা দাসী, পুত্র, বৃদ্ধা শাণ্ডড়ীকে যত্ন করিয়া, ভগ্ন অট্টালিকা বাঁট দিয়া, শাণ্ডড়ীর ডাল ভাত রন্ধনে সহায়তা করিয়া প্রকৃত মনেই দিন কাটাইত, আহার স্নেহভোগে লালিত কোবল দেহ-লতা, যদি কখনও কঠোর পরিশ্রমে কাতর হইত, তাহাতে কখনও তাহার মস্তন ললাটে বিবাদের কুকুন রেখা ফুটিয়া উঠিত না। ঘর মুছিতে গিয়া যদি সময় ২ তাহার হাতের সোনার চুড়ীগুলি মাটিতে বসিয়া ২ ক্ষয়প্রাপ্ত হইত, তখন তাহার শাণ্ডড়ী মুহু তৎসনা করিলে সে রাগ করিত না, বরং মনে করিত, আবার ইহা বিশ্বাস

করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, হুতরাং এগুলি তুলিয়া রাখিলে হয়, কোথাও বাইতে আসিতে ব্যবহার করিলে, অল্প করনার কখনও তাহার নামাপথে দীর্ঘ নিখাস প্রবাহিত হয় নাই। তাহার রক্তনে অপটু তরুণ হস্ত যদি কখনও পরম ভাঙ ডালে পুড়িয়া বাইত, তবে শান্ত্তীর দেহ বাক্যে সে বরং লজ্জিত হইত, যে এত দিনেও তাহার দেহ কর্মশপট হইয়া উঠিল না কেন? কিন্তু একটা বেদনা তাহার মনে হৃৎপ্পরের স্ততির মত বড় যাতনা দেয়, সে তো আর দাদা বোদিদিকে দেখিতে বাইতে পার না, অরুণাকে দাদা বাইতে মানা করেন নাই, হীরেনও করে নাই। কিন্তু যে দিন হীরেন বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় সে সঙ্গে আসে, তাহার পর হইতে সে বাড়ীর জনপ্রাণীও আর এখানে আসে নাই, চতুর্দশ বর্ষ বয়সে আসিয়াছে, সে আর ছয় বৎসরের কথা! কথা অতিত স্মৃতিকে স্মৃতিয়ে রাখিয়া সে স্বামীর সংসারে মন দিতে চাহিলেও, সে স্মৃতিটা অব্যাহা শিশুর মত মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উকি খুকি দেয়।

প্রাতঃবিভীয়া আসিয়াছে, ঘরে ঘরে ভগিনীরা ভ্রাতার লগাটে কোঁটা দিয়া, অন্তরের রেহমত জানাইবে, সে ভ্রাতাগিনী, কি একটা অভিশপ্ত জীবন বহন করিতেছে, সে তাহার এই রেহমতের মারুখানে কি একটা ব্যবধান পড়িয়াছে, তাই আজ সে চিন্তা করিতেছে, যে ইহার প্রতিকার কি? আমি যদি দাদার কাছে যাই, দাদা কি আমার তাড়াইয়া দিবেন? তা কি সম্ভব?', আবার ভাবিল, “উনি কি বাইতে দিবেন, ওর মত হইলেও না, হয় তো অমত করবেন।”

অরুণা ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, কিকে দিয়া লুকাইয়া চিঠি দিবে, যে দাদা আমি তাই কোঁটা দিলে তুমি নইবে কিনা!

এই কথাই ‘সাব্যস্ত হইল। তখন অরুণা ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া ধূপধূনা দিল এবং গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, হে ঠাকুর দাদা যেন আমার যেতে বলেন। অরুণা ঠাকুর ঘরে বসিয়া লুকাইয়া একখানি চিঠি লিখিল, কিকে ডাকিয়া সেখানি বোদিদির কাছে দিয়া আসিতে বলিল। কি বলিল, “বোদিদি! তোমার বাপের বাড়ীতে দুই নয়, এখনি যেতে পারি, তবে ভয় হয়, মা কি বাবু শুনে যদি আমার বকেন।”

অরুণা বলিল, না তাঁরা জানতে পারবেন না, তুই মাছ আনতে যাবি, অমনি চিঠি দিয়ে জবাব নিয়ে আসবি। লক্টি একবার যা, কতদিন তাঁদের দেখি নাই, আমার মনটা এক এক সময় বড় খারাপ হয়।” ঘরে মিট মিট করিয়া দীপ জলিতেছিল, ধূপ ধূনা চাপাকুলের গন্ধে গৃহ সুগন্ধময়! রক্তাধর পরিধানা অরুণার হাতের চুড়ী ও গলার হারের চাকচিকোর সহিত নয়নের ছুইবিন্দু অক্ষ ও দীপালোকে চক্ চক্ করিতেছিল, কি আর ওজর আপত্তি না করিয়া চিঠিখানি লইয়া আঁচলে বাধিল।

(২)

বোদিদি মুক্তবাস্ত্রনের নিকট বসিয়া পাঁচবছরের ছেলেটিকে অ মা চিনাইতে ছিলেন, অরুণার কি আসিয়া চিঠি দিল, বোদিদি পত্র পড়িয়া স্বামীকে পিয়া দেখাইলেন, স্বামী পত্র পড়িয়া আরক্ত নয়নে বলিলেন, অরুণার চিঠিপত্র আর যেন এ বাড়ীতে না আসে, তুমি খবরদার জবাব দিও না।” বধু মলিন মুখে বলিল, “ছোট বোনটি বাপের মত বড় ভাইয়ের কাছে লিখিতেছে দাদা অহুমতি দিলে আমি গিরে কোঁটা দিয়া আসি, পরীষ

বোদিদি দেহ উপহার দাদা তুমি নেবে না? “তুমি এই কথার ঐ উত্তর দিলে?”

দাদা টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া কি লিখিয়া অরুণার কিকে ডাকিয়া দিলেন।

* * * * *

অরুণা খালের উপর বসিয়া ছোট ছেলেটিকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে মুহূর্ত্তে নিদ্রাসন্ধী হইয়াছিল, চক্ হুইলী বার বার হারের উপর পড়িয়া কির দর্শনকামনা করিতেছিল, আশা মিটিল, কি আসিয়া অকল হইতে পত্র বাতির করিতে লাগিল। অরুণার লোলুপ দৃষ্টি তৎপ্রতি নিবদ্ধ, সে দৃষ্টিতে শত আশা, শত নিরাশা খেলা করিতে ছিল, বন্ধ হর হর; মুখে প্রশ্ন করিতেছিল, “কে চিঠি দিলে কি, দাদার সঙ্গে দেখা হইছে? “বোদিদি কি বলেছেন?” কি পত্র খানি তাহার হাতে দিবে বলিলেন, “তোমার দাদা ঐ চিঠি দিয়েছেন, আর বোটা কি, লক্ষ্মী, তোমার কথা কত জিজ্ঞাসা করলে, দেখতেও লক্ষ্মীর মত, আবার আমার চার পাঁচটা সন্দেশ দিয়ে জল খেতে দিলে! তোমার শান্ত্তী বজ্রাত বলেই এই সব ঘটেছে, গিরি কি বল? আমি যেমন করেই বাজার করি না কেন, বলে তুই চুরি করেছিস! যাই আবার ময়দা মাথতে হবে।” বলিতে ২ কি চলিয়া গেল।

অরুণা ও সকল কথায় মনোযোগ মাত্র না দিয়া উদ্বেগ কম্পিত হৃদয়ে পত্র উন্মোচন করিল চিঠিতে কি লেখা আছে, অরুণা! তোর তাই কোঁটা আমি নিতে পারি, যদি বন্ধের শোণিত দিয়ে কোঁটা দিতে পারিস।” কি ভয়ানক! দাদা তুমি কি এই লিখেছ, সেই রেহমত দাদা তুমি, একি তোমার হাত দিয়ে লেখা? অরুণার চক্ অবিরত ধারা বহিতে ছিল।

পুরাতন “কাঁজের লোকের” সৃষ্টি পত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

(৩)

গভীর রজনীতে হীরেন্দ্র পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিল, অরুণা মুক্ত জানালায় কাছে বসিয়া আছে, বিমল জ্যোৎস্না তাহার অঙ্গ প্রাণিত করিয়া গৃহতলে আসিয়া পড়িয়াছে, নৈশ সমীরণ তাহার অঙ্গপ্রাণ করিয়া গৃহে আসিয়া মৃদু মশারি ছলাইতেছে হীরেন্দ্র বিম্বিত হইয়া বলিল অরুণা! তুমি এখনও ঘুমাও নাই কেন? রাত বে অনেক হয়েছে।” অরুণা আসিয়া শব্দর উপর বসিয়া বলিল, “দেখ তোমার একটা কথা বলবো, রাগ করবে না? আমি একটা দোষ করেছি।” হীরেন্দ্র বলিল, “কি করেছে?”

অরুণা। তোমার না বলে লুকিয়ে ঝিকে দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম, যে আমি ভাই ফোঁটা দিলে দাদা তুমি নেবে কি না? দাদা তাতে রাজী হয়ে আমার ফোঁটা দিতে যেতে বলেছেন। মৃদু দীপালোকে অরুণার নয়নের অক্ষবিশু চক ২ করিতেছিল।

হীরেন্দ্রের তজ্জা ছুটিয়া গেল, নিভ্রালস আঁধি ভাল করিয়া মুছিয়া শব্দর উঠিয়া বসিল, বলিল,—“কই আমার একটু কিছু জানাও নাই তো? আমাকে লুকিয়ে কোন কাজ করা তোমার পক্ষে ভাল নয়।” অরুণা কুক্ষিত কক্ষকেশ সমরিত ক্ষুদ্র মন্তকটী স্বামীর চরণে ‘স্পর্শ’ করাইয়া কহিল,—“আমার সে অপরাধ মাফ কর, যদি তোমরা মানা কর, তাই আমি একবার লুকিয়ে ঝিকে পাঠিয়ে ছিলাম। আমার সকলের জন্ত মন কেমন করে, দাদার সমতে তোমার কাছে এসেছি, আবার তোমার সমতে দাদাকে চিঠি দিয়েছি।

হীরেন্দ্র কিছুক্ষণ অস্তমনে রহিল, অরুণা মার্য্য কর্তব্য পালন করিয়া স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই, কিন্তু অহো তাহার মরমের নিহৃতকোণে শৈশবস্মৃতি ঝোলঝানাই বিদ্য-

মান রহিয়াছে, তাঁহাদের জন্ত অরুণার আগে কতখানি বেদনা। হীরেন্দ্র স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল,—“না অরুণা! তুমি যেও! এই অভাগার জন্তই তুমি কত কষ্ট পাও, যদি কোন ধর্মীর ঘরে বিবাহিতা হইতে, তবে এতদিনে কত বাওয়া আসা করতে পারতে। ঝগড়া বিবাহ চিরকাল থাকে না, আমরা ছোট, আমরাই না হয় আগে বেচে গেলাম, তাতে আর দোষ কি?”

মহানুভব স্বামীর মহাবর্ণ কথা শুনিয়া অরুণার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সে দুটা হাতে স্বামীর চরণস্পর্শ করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হীরেন্দ্র অরুণার হাতছটা তুলিয়া আদরের সহিত একটু টিপিয়া বলিলেন, অনেক রাতও হয়েছে, সমস্ত দিন কত পরিশ্রম করেছে, এখন ঘুমাও, কাল আবার তোরে উঠতে হবে। আমি কাল আটটার সময়ই আফিসে যা’ব আমার নূতন মনিবটা বড় ভাল লোক নয়।

অরুণার খাণ্ডী এ সকল ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—“আহা তা’ যা’বে। মা নাই, বাপ নাই, ভাইটী মাত্র বাপের বাড়ীর সম্পর্কে আছে, বোমা সেখানে বাওয়া আসা করলে মনে কোন কষ্ট থাকেনা। হীরেন্দ্র, বোমা ভাল থাকলেই আমি সুখে থাকি।”

(৪)

সকালে উঠিয়া অরুণার মনটা আল্লাদে নাচিয়া উঠিল, আজ ভাইফোঁটা। আজ যেন সে সেই ছোট মেয়েটী যখন বেনারসী কাপড় পরিয়া সিক্কেশ পৃষ্ঠ এলাইয়া দিয়া, অলঙ্কার ভূষিত বামবাহুর কনিষ্ঠাঙ্গুলী খেত-চন্দনে প্রলিপ্ত করিয়া ভ্রাতার লগাটে, ফোঁটা দিয়া ছুঁকোঁধা সংকুত মস্ত উচ্চারণ করিয়া মমতা প্রকাশ করিত, তখন তাহার মনে যে ভাব ছিল, বহুবৎসর পরে আজ এই পূর্ণযৌবনে, আজ সে তাহার ঠিক সেই

মনোভাবই ধরাইয়া পাইয়াছে, বয়সের পরিবর্তনে মনোভাবের পরিবর্তন হয় কে বলিল, মেহ মমতার পরিবর্তন নাই।

অরুণা দাদার উপহার সাজাইল, সুন্দর জরীপাড় কাপড়, অরুণা স্বহস্তে কুঁচাইয়া গোলাপী আভর মাখাইল, রূপার বাটীতে খেতচন্দন ঘসিয়া মাখিল, রান করিয়া হাত-ধুইয়া সন্দেশ, পানতুরা, সীতাভোগ, খাজা সাজাইল, মনে ২ বলিল, “দাদা দাদা এই তোমার গরীব বোনের স্নেহউপহার! এ খাবার এ কাপড় তুমি রোজই ব্যবহার কর, কিন্তু ভক্তির দান বলে, এই তুমি যত্ন করে নিও। আর তুমি যা চেয়েছ, দাদা, তা’ আমি সেখানে গিয়ে তোমার হাস্তে ২ দিব। অরুণার নয়ন দিয়া কয়েকফোঁটা অশ্রু টপ টপ করিয়া খাঁজার উপর পড়িয়া গেল।

* * * * *

অরুণা সিঁড়ির উপর পা দিতেই বৌদিদি আসিয়া ছুইহাতে জড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, অরুণা বোনটী আমার! কতদিন তোকে দেখি নাই।” অরুণার ছেলেনের কোলে লইয়া চুম্বন করিতে ২ বলিলেন, “ইস কি সুন্দর হয়েছে, ঠিক তোমার মত চোখ!” অরুণার ওঠে হাসি, আঁখিতে অশ্রু, সে কি সত্যই আসিয়াছে, ঐ যে সেই অশখগাছটা বারাতার উপর হেলিয়া আছে, বায়ুতে তাহার পাতাগুলি পরিকম্পিত হই-তেছে, ঐ যে ছাদের জানালাটী খোলা, সে যথার শৈশবে খেলনা লইয়া খেলা করিত, অথবা ভবিষ্যজীবনের শিক্ষাবিশি করিত।

অরুণা বলিল, বৌদিদি, আমার শাণ্ডী বলেছেন, বড়ি দেখে দাদার কপালে ফোঁটা দিতে, আর সময় নাই, আগে ফোঁটা দিই, পরে গল্প করব।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ শ্রুতা এই মাস হইতে আর লইব না

মানান্তে নববস্ত্র পরিয়া দাদা আসনে বসি-
রাছেন, পার্শ্বে প্রদীপ জলিতেছে, সম্মুখে
নানা প্রকার খাদ্য খাওয়ার সাজান আছে,
রোপাপাত্রে পুষ্পমালা ও চন্দন আছে, উমা
দাসী পরিপূই গুণ্ড ফীত করিয়া শব্দে সুংকার
দিতেছে, দাদা বেসিক্ত স্বরে বলিতেছেন,
“অরুণা আর দিদি, আগে তোকে দেখি,
তারপর ফোঁটা দিলু! অরুণা বাহির হইতে
ভিতরে প্রবেশ করিল। সিক্তকেশ পুঠি
এলারিত, গলার ফুলের মালা, মৃণছায়া রংয়ের
চেলীর কাপড় পরিয়া কি সুন্দর মানাইরাছে,
নয়নে দরদর ধারা প্রবাহিত! অরুণা দাদার
সম্মুখে আসনে বসিয়া বন্ধের বস্ত্রশু শোণি-
তাক্ত সেমিজ ঈষৎ সরাইয়া বাম কনিষ্ঠা-
স্থলিতে কুণ্ডির লইয়া ভ্রাতার ললাটে দিয়া
বলিল, “দাদা! তুমি যে আমার মাক করেছ,
তাই ঢের, এই নাও ফোঁটা!” উমা শব্দ
ফেলিয়া দিয়া বলিল, ওমা তাই তুমি ছাগল
কাটা ছুরি নিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি কর-
ছিলে? দাড়াও একটু চিনি দিয়ে বেঁধে
রিই। ওমা শুভবিনে গা’ থেকে রক্ত বা’র
করলে! দাদা বোদন করিয়া অরুণার
মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “অরুণা!
আমার মাপ কর।”

শ্রীহেমলিনী বসু।

(চয়ন)

বর্ণ ও মশা।

প্রায়ই দেখা যায়, কোন ঘরে অনেকে
বসিয়া আছেন, তৎপধ্যে কাহাকেও মশকে
দংশন করে কাহারও বা দেহের পার্শ্বে ঘেসিতে
পারে না। হরিজ্ঞা বর্ণের কোন জিনিষের
উপর মশক বসিতে চাহে না কিন্তু ঘোর নীল
বর্ণের জিনিষের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়।
অনেক সময় দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে যিনি
বাক্যবাগীশ, তাঁহার প্রতি মশার দৃষ্টি

অধিক এবং যিনি শ্রোতা তাঁহাকে মশার কিছু
বলে না। ইহার কারণ এই যে কথার শব্দে
ইহার আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা
গিয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও শব্দের প্রতি
ইহার সহজে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার কলে
মাথুষ কি প্রকারে সহজে ইহার কবল হইতে
নিকৃতি পাইতে পারে, তাহারও উপায় স্থির
করিতে পারা গিয়াছে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে মানুষের
রক্ত স্ত্রী মশকেই শোষণ করে। স্ত্রী মশকের
তরবারী ও শোষণ যন্ত্র এক, ইহা পুরুষ মশক
অপেক্ষা কঠিন। এই তরবারীর দুই দিকে
ধার আছে।

কোন গৃহে ঘোর নীলবর্ণের পর্দা টাঙ্গা-
ইয়া দেখা গিয়াছে যে, দরজা খুলিলেই গৃহের
নীল অথবা কৃষ্ণ বর্ণের জিনিষের উপর ঝাঁকে
ঝাঁকে মশা বসিয়াছে এবং তচ্ছন্ন গৃহের
মানুষের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে
না। এই পরীক্ষার কথা শুনিয়া একজন
আফ্রিকা দেশে গমন করিবার সময় তাঁহার
ভাবুর ভিতর দিকের কাপড় ঘোর নীল বর্ণে
রঞ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং থাকি রক্তের
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন। মশক
হরিজ্ঞা বা তদ্রূপ বর্ণ একেবারেই পছন্দ করে
না, তিনি যতকাল আফ্রিকায় ছিলেন, বিশেষ
কষ্ট ভোগ করেন নাই।

আগ্রকাল কৃষ্ণ বর্ণের মোজা অনেকে
পরিধান না করিয়া রঙ্গীন মোজা পরেন।
মশা পায়ের রক্ত শোষণ করিতেই ভাল
বাসে এবং অন্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া তথায়
বসিতে চাহে। যদি হরিজ্ঞা বা ধূসর রংয়ের
মোজা পরা থাকে, তাহা হইলে মশকের দংশন
হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কোন বর্ণের প্রতি মশক অধিক আকৃষ্ট
হয়, তাহা দেখিবার জন্য পরীক্ষা করা

হইয়াছিল। সতেরটি বাক্সে সতের রকম
রঙ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কয়েক ঘণ্টা
পরে দেখা গেল, যে ঘোর নীলবর্ণের বাক্সটি
মশার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে
১০৮ টি মশা পাওয়া গিয়াছিল। হরিজ্ঞাবর্ণের
বাক্সে একটিও মশা ছিল না। ঘোর লোহিত
বর্ণের বাক্সে ১০ টি মশা পাওয়া গিয়াছিল,
ঈষৎ সবুজবর্ণের বাক্সে ৪ টি, ঈষৎ নীলবর্ণের
বাক্সে ৩ টি, সাধা বাক্সে ২ টি এবং কমলা-
লেবুর বর্ণের বাক্সে ১ টি মশা পাওয়া
গিয়াছিল।

এই পরীক্ষা অনেকবার করা হইয়াছিল
এবং প্রায় একই ফল পাওয়া গিয়াছিল।
ইহা হইতে মশকপূর্ণ স্থানে কিরূপ বর্ণের
পরিচ্ছদ পরিতে হইবে, তাহা ঠিক করা
যায়।

অনেক সময় মশকের শব্দ পাওয়া যায়
বটে, কিন্তু সেই সময়ে দংশন ঘটনা অত্যন্ত
কর' যায় না এবং অনেক সময়ে কোন শব্দ
পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দংশনে অস্থির
হইতে হয়। যখন মশক ধ্বনি অত্যন্ত
বেশী বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে যে
পুরুষ মশক ধ্বনি করিতেছে, এবং কেবল
স্ত্রীমশকেই দংশন ও শোষণের কার্য করে।

অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে পুঠি মশা
অনাহারপ্রাপ্ত মশা অপেক্ষা অধিক ধ্বনি করে
এবং রক্ত শোষণের পূর্বে অপেক্ষা পরেই
উন্মাদপ্রযুক্ত বেশী ধ্বনি করিয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক মোটর দ্রুত ঘুরাইয়া মশকের
জ্ঞায় ধ্বনি উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে
তাহাতে সহস্র সহস্র মশা আকৃষ্ট হইয়াছে।
এবং তারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শক্তি থাকার
জন্য মশক মৃত্যুব্রূণে পতিত হইয়াছে।

আমরা সকল সময়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে
মশা না মারিতে পারি, কিন্তু হরিজ্ঞাবর্ণের বস্ত্র
পরিধান করিয়া মশার কামড় হইতে রক্ষিত

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য তালিকা শেষ হইয়াছে, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পারি পেকরা এক্সট্রাডিট স্ফায়াসী ও ফকীব
এবং পীত বহুপরিচিত বৌদ্ধ ত্রিক মশকপূর্ণ
স্থানে ভ্রমণ করেন কিন্তু সাধারণ লোকের
ন্যায় মশক কর্তৃক দংশিত হন না।

SPECIAL

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Modern Boot Polish Paste.

আধুনিক বুট পালিশ পেস্ট্.

আস ফাল্টম্ ... ৪ আউন্স।

মোমোয়ে ... ৬ আঃ।

এই ছইটি জিনিসকে একটা সাধা এনা-
মেলে আঙুণে চড়াইয়া গলাইয়া ফেল।
উভয়ে উত্তমরূপে গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাটলে
উনান হইতে নামাইয়া ইহাতে ৪ চামচে
মেথিলেটেড স্পিরিট এক তাউন্স ল্যাম্প
ব্ল্যাক ভূয়া এবং ১ ড্রাম প্রসিয়ান ব্লু
আটাব মত কবিরাব জন্ম যথেষ্ট কাটায
অয়েল উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া মিশ্রিত করতঃ
নাড়িয়া বা ঘুটিয়া খুই উত্তমরূপে মিচ্ শুল
কবিয়া মিশ্রিত কব, শীতল হইলেই ইহা
উৎকৃষ্ট প্রকাষেব জুতাব ক্রিম বা পেট
হইবে। ভাল কাল চামডাব বুটকে উত্তম
রূপে পটিকা কবিয়া অঙ্গুলী দ্বারা লাগাইয়া
বস্ত্র বা কোমল ক্রস দ্বারা ঘর্ষণ কবিলেই
খুই হৃদয় চাকচিক্যময় হইবে। ঢাকনী
ওয়ালো টিনেব কোটার কবিয়া বিক্রয় কবিত্তে
হয়। এইরূপ টিনের কোটা North west
soap Co. Ltd. কলিকাতা এই ঠিকানায
পত্র লিখিয়া মূল্য জানিতে পারা যায়।
আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি ঔষধের দোকানে পাওয়া
যায়।

BROWN BOOT POLISH.

ব্রাউন জুতার পালিশ।

"কাজের লোক" বহুবার জুতাব কালীর
কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে অনেকে
উৎকৃষ্ট প্রকাষেব ফবমুলা চাতিতেছেন, সেই
জন্ম পুনরায় কয়েকটা নতুন ফবমুলা প্রকাশ
কবিলাম।

প্রথম প্রকার।

উৎকৃষ্ট মলট ভিনিগার ২০ আঃ।

ফিল্টার ওয়াটার ১০ আঃ।

উৎকৃষ্ট সাধা শিরিস ২ আঃ।

সফট্ সোপ (সাবান) ১ ড্রাম।

আহসিং মাস— ১ ড্রাম।

আনাটো বা লটকন কিসা হলুদ।

এই সমস্ত মসলা গুলি সংগ্রহ কবিয়া প্রথমে
জল এবং ভিনিগার একত্রে মিশ্রিত কর,
তাহার পর মিথিসটাকে জ্বল জলে
দিয়া আগুনের উত্তাপে গলাইয়া লও।
তাহার পর টহাতে লটকন ফল বা উৎকৃষ্ট
হবিদ্রা চূর্ণ দিয়া ১০ হইতে ১৫ মিনিট কাল
ফুটাইয়া লও। তাহার পর নামাইয়া লইয়া
কাপড়ে ছাঁকিয়া একটা কড়ির জালায় বা
বোতলে পুবিয়া ফেল। ব্যবহারের সময়
স্পঞ্জ দ্বারা জুতার অন্ন পরিমাণ মাখাইয়া
শুক বস্ত্র বা ফ্রানেল দ্বারা একটু ঘর্ষণ করিলেই
জুতা উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যময় হইবে।
ইহা তবল পালিশ।

দ্বিতীয় প্রকার।

মোমোয়ে— ১ পাউণ্ড
প্যাবল আস— ২ আঃ
পী ওবর্নেব সাবান— অল্প পাউণ্ড
টাবপিন্ তৈল— ২ আউণ্ড
মেথিলেটেড— ২ আউন্স
জল (যেক্রপ ঘন করিবার আবশ্যক)

প্রক্রিয়া।

প্যাবল আসকে সর্ক প্রথমে জলের সহিত
মিশ্রিত কবিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া দাও পাট্রা
এনামেলের চট্টলেই ভাল হয়। যদি অধিক
জলেব আবশ্যক হয়, তবে দিলেও চবিবে।
ছুবি দ্বারা চাটিয়া মোমটাকে এবং
সাবানটাকে উপযুক্ত পাত্রে ফেলিয়া
দিয়া কিছুক্ষণ অগ্নিতে ফুটাইতে থাক।
যখন সমস্ত মসলা গুলি গলিয়া মিশ্রিত হইয়া
যাটবে, তখন আগুন হঠতে নামাইয়া খুই
ঘুটিয়া মিশ্রিত কব, এবং শীতল হইতে দাও।
তাহার পর প্রথমে টারপিন পবে স্পিবিট্
মিশ্রিত কবিয়া উত্তরূপে পুনরায় ঘুটিয়া দাও।
যদি ইহাকে আবও তবল কবিরাব আবশ্যক
হয়, তবে এখন মিশ্রিত কবিত্তে পাবে।
ব্যবহার বিধি, এই ক্রিম ক্রিম ন্যাকডায়
লাগাইয়া জুতায় মাখাইয়া প্রথমে কোমল
ক্রস দ্বারা একটু ঘর্ষণ কোমল বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ
কবিলেই জুতা চাকচিক্যময় উত্তম পালিশ
হইবে।

কাল পোমাক এবং আলপাকা পরি- ষ্কার এবং রং করিবার উপায়।

প্রথমে বিঠা ও সাবান দিয়া আলপাকাকে
কাচবা যে ২ স্থানে বং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে,
সেই সেই স্থানে প্যাটবো গ্যালিক অ্যাসিডেব
জল মাখাইলে নুতনব ছায় হইয়া যায়।

BLUE COLOUR FOR COTTON

তুলাতে নীল রং কবিরায় প্রক্রিয়া।

৪ আউন্স পিউব্লিক ...
জলে দ্রবীভূত কবিয়া তাহারে ...
১ বণ্টা অগ্নি ...
তাহার পর ...
আব আউন্স ...

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সলফিউরিক এসিড, যথোপযুক্ত পরম জলে গলাইয়া উক্ত নিঃড়ান তুলা ১ ঘণ্টা কাল তিলাটরা রাখিয়া নিঃড়াইয়া লইয়া শুক করিলেই উৎকৃষ্ট পাকা নীল রং হইয়া যাইবে এবং সেপে উঠিবে না। বিলাতে এই সকল তুলাকে ধুনিয়া এসেণের ঔষধের বাহুসে দেওয়া হয়।

আমরা এই নয় বৎসরে অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু দেশের লোক যদি প্রকৃতই কাজের লোক হইত, তাহা হইলে ১ টা মাত্র কর্মমুগা দ্বারা নিজের দোভাগ্য করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু পরিতাপ, দেশের লোকের এদিকে মাগতি বড় কম; নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না। আমরা বারবার বলিয়াছি, এবং দেখাইয়াছি যে, শিল্পের চর্চা ব্যতিত আমাদের প্রবাবস্থা হ্রাস করিবার আর উপায় নাই। এ নাতক নডেল পড়া আরাসের দেশে শিল্প কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা তথ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গী। কবে এদেশের মতিগতির পারবওন হইবে, বুঝিতে পারি না। আর কত কাল দেশ ঘুমাইয়া থাকিবে, দেশটা একেবারে জহরামে গিয়াছে।

সংজননীর আবশ্যিকতা।

—:—

সম্রাট নেপোলিয়ন একদিন তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন,—“The old system of instruction is nothing. What is wanting in order that the youth of France may be well educated? অর্থাৎ শিক্ষার পদ্ধতি কিভাবে পরিমার্জিত হইবে? ফ্রান্সের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষা কিভাবে বন্নিবে পারেন? জননী তাহার সন্তানকে পিতৃ একটা কথার

উত্তর দিলেন, বলিলেন—“জননী, ফ্রান্সের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত জননীর আবশ্যক” The reply struck the Emperor. Here he said, “is a system of education in one word.” Be it your care to train up mothers who shall know how to educate their children.” জননীর এই উত্তর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন এই এক কথার উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি, জননী আজ হইতে আপনি ফ্রান্সের জননীগণের শিক্ষার জন্য বহু করুন, তাহা হইলে তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে হয়, শিক্ষা করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। শৈশবেই যদি জননী শিশুর চরিত্র গঠন করিয়া দিতে না শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সে সন্তানকে বশীভূত করা কঠিন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত জননীগণ সন্তানগণকে যথেষ্ট মেহ মমতা করিয়া থাকেন, কিন্তু অবাধাতার জন্য যথেষ্ট শাস্তিও প্রদান করেন। জননীর নিকট ছেলে যেন মক্ষিকাটীর মত ঠাণ্ডা থাকে। আমাদের জননীগণ ছেলের আলায় অধির হইয়া পড়েন, যেহেতু ছেলেকে বাধ্য করিবার কোশলে অনভিজ্ঞা। এ দেশের ছেলেকেও অশিক্ষা দিবার জন্য জননীরই অধিক অভাব। সেই জন্য এ দেশের জননী-গণকে শিক্ষিতা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। ভারতে প্রাচীনকালে ছিল, ধর্মপ্রাণ স্বাধীনতা শিক্ষাশুভ্র—তাঁহারা এই ধর্মপ্রাণ করিয়া দিতেন—বালক উচ্চজ্ঞান নৃত্য-তাই শিক্ষা করিত, জনক জননীকেই পরমায়ধ্য দেবতা বলিয়া শিক্ষা করিত—প্রাণে এমটা ধর্মভাব ধর্মভর জন্মিত। এখনকার শিক্ষা, পুণীপত বিদ্যা, তেমন শুক নাই—হুতরাং শৈশবেই শিশুর কোমল চরিত্রকে গঠন করিতে শিক্ষিতা জননীর আবশ্যক

হইয়াছে। উপন্যাস পড়া শিক্ষিতা জননীর কথা বলিতেছি না—আমরা সংস্করণস্বরূপ ধর্মপ্রাণ জননীর কথাই বলিতেছি—আধুনিক শিক্ষার সে শিক্ষার বর নাই, তাই এত গলদ—এত অসংযমী যথেষ্টাচারী সন্তানে দেশ অকণ্ঠ্য লোকে পরিপূর্ণ।

—

পাশ্চাত্য শিক্ষার এদেশের নৈতিক শিক্ষা হয় নাই। অধিকাংশ বালকেরও নৃত্যতা শিষ্টাচার নাই বলিলেও চলে—গোড়ায় গলদ—তাই প্রথম হইতেই অবাধাতা অভ্যাস হইয়া যায়, পিতা মাতা উপদেশ দিয়া থাকেন,—প্রাধি করে না যথেষ্টাচারী হইয়া পাহা নষ্ট করিয়া দেশে চরল কাপুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ দেশেও আর্গ্য নীতিজ্ঞা—সং জননীর আবশ্যক হইয়াছে।

—

বৃক্ষ, লতা গুল্ম ফল ভরে নত শির, হিম্বুব শাখাশাখারে চতুর্বার্গ ফলস্বরূপ, যাহার হৃদয়ে গেই—ভগবান অহরহ বিরাজিত, সে অতি গুরুভারে সর্বদাই নতশির হইয়াই পড়ে। সেই ভগবৎভক্তি যে শিক্ষার নাট, তাহাতে নৃত্যতা বশ্যতা আসা অসম্ভব।

—

মানবের মনে যতই ধর্মভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই সে নম্র এবং বিনয়ী হইয়া পড়ে। সে নির্বিশ্রামের মহিমায় কাহাকেও ক্ষুব্ধ দেখিতে পার না—তখন সর্বজীবে সমনর্শন জন্মে, অপরের ভ্রম দেখিয়া কাতর হয়, সত্যসুহৃতি জন্মে—তখন মানব হৃদয়ে—স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। এই শিক্ষাই আবশ্যিক এবং এই শিক্ষাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা। প্রাচীন কালে এই শিক্ষা ছিল বলিয়া সর্ব কর্মই তাঁহারা জগতের হিতের জন্য করিতেন। হিংসা ঘেব, প্রত্যাঘ পরায়ণতা হৃদয়ে স্থান পাইত না। সেই জন্য অবিগণ লোকালয়

হীন্দের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে।

ছাড়িয়া গিরিগঙ্গার হইতে জগতের হিতের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য অমূল্য শাস্ত্ররাজী লিখিয়া গিয়াছেন। আব আজ এত শিক্ষার চক্ষু কৰ্ম স্বাভাৱ হারাইয়া জগতের জন্য তুমি আমি কেহ এক মুহূর্তের জন্য কিছু করি কি?—নিশ্চয়ই এক মুহূর্তের জন্য আমরা তাহা ভাবিতে শিক্ষা করি নাই। আধুনিক শিক্ষার তাহা নাই। এইখানেই গলদ। এ গলদ, যখন জনক জননী উদ্ধৃত সন্তানসন্ততির ব্যবহারে তাক্ত হইয়া বুকে, তখন প্রত্যেকেই অহতপ্ত করেন। কিন্তু প্রথমেই—সেই শৈশবেই যে শিশুকে বস্ত্রতা শিক্ষা করান উচিত ছিল, সেটা উপেক্ষা করাতেই এই কুফল জন্মিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, এখন সে শিক্ষাশূন্য নাই—আর্য্যশাস্ত্র উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন জননীকে সেই স্থান অধিকার করিয়া নিজের ছেলে সন্ততঃ বশীভূত থাকে, এটা না করিয়া জননঃ অনর্থই ঘটবে—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য এদেশের জননীর আৰ্য্য নীতিতে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যিক।

ডাক্তার হণ্টার একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন অনেক লোক সাধারণ অপেক্ষা অনেক দিন দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ডাক্তার কোভুজলের বশবর্তী হইয়া অতি প্রাচীন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার জীবনের কিরূপ নিয়মের বশবর্তী হইয়া এত দীর্ঘজীবী হইয়াছেন। উত্তরে বুদ্ধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, অন্য বিষয়ে আমি সাধারণের মতই জীবনাতিপাত করিয়াছি, বিশেষত্বের মধ্যে আমি কেবল একাহারী ছিলাম 'I make but one meal a day' এই কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন আপনি এ রহস্য আর প্রকাশ করিবেন না ইহা জগতে প্রকাশিত হইলে ডাক্তারের অর

উত্তরা বাইবে "Keep your secret said the physician, "If you publish it to world, you will utterly ruin the practice of medicines."

ভারতে একাহারীর দীর্ঘজীবী হইবার কথা নুতন নহে। সেকালের ব্যক্তি প্রাক্তন হিন্দু বিধবাগণও অবিবাহিত শারিরীক তেজের কাহিনী তাহার অলঙ্কার প্রমাণ। এখন যত খাওয়ার পরিমাণ বাড়িতেছে, ততই লোকে অল্প বয়সে করাল কবলিত হইতেছে। পরিমিতাহারে রোগই হইবে না, তবে অকালে মরিবার কারণ কৈ।

Reviews.

সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথিক টাইকয়েড্ চিকিৎসা।

ডঃ কার্তিক চন্দ্র দাস প্রণীত, উৎকৃষ্ট ছাপা এবং উৎকৃষ্ট কাগজ, পণ্ট সাইজ মূল্য ১/- মাত্র।

রোগের সমস্ত অবস্থার উপসর্গের বিস্তৃত বর্ণনা, নিজের অভিজ্ঞতা, বিস্তৃত রিপোর্টরী ও ঔষধের সমস্ত লক্ষণ এমন সুন্দরভাবে পুস্তক খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, চিকিৎসক অতি সহজেই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষরকে এই পুস্তক খানি লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি, পুস্তক খানি সম্বন্ধে আমাদের অধিক কথা বলা উচিত নহে, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, পুস্তক খানি এত সুন্দর না হইলে আমরা ইহার প্রকাশক হইতাম না। সমস্ত প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে কাজের লোক আফিসে, হিতবাদী পুস্তক বিভাগে, এবং যে: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এড মন্স ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে প্রাপ্য।

শুভকর্মে গুণ ও পণ্ড। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রণীত মূল্য ১০ আনা মাত্র। মানস সরোবর, গার্হস্থ্য ও সমাধাস, প্রকৃতি এবং নির্মাল্য প্রভৃতির রচয়িতা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত, গুণ কল্পে গদ্য ও পদ্য তাঁহারই রচিত। সুতরাং রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থ খানিতে বিশেষ এই, তিনি বিবাহ, অল্প-প্রাসন প্রভৃতিতে যে কেমন করিয়া পরিমার্জিত, কটীকর কবিতা বা গদ্য লিখিতে হয়, নভীসদিককে তাহাই শিক্ষা দিবান্ন প্রয়াস পাইয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছে, আদর্শ কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, সরল এবং সুশ্লীল। প্রত্যেক হিন্দু তত্ত্বালোকের নিকট এ পুস্তকের আদর হইবে।

Rambling thoughts—by

Babu Munindra Prasad Sarbadhikari. এখানিও মুনীন্দ্র দাসের রচিত একখানি কুতুপ্তিকা ইংরাজী কবিতা-পুস্তক; কবিতাগুলি বেশ সরল, অথচ সহজ গোঁধা—ভাবময়, বাঙ্গালীর একজন কবিতা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

মুক্তিযোগ।

ইপানির।—একটি বড় ধুতুরার মধ্যস্থলে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা কাটায়া ডুমা উঠাইয়া লইবেন, পরে সেই ধুতুরার অভ্যন্তরে দুই আনা ওজনে আফিম দিয়া তাহার পর উক্ত ডুমাটি দিয়া ছিন্ন বন্ধ করিবেন পরে ধুতুরার উপরি ভাগে উত্তমরূপে এঁটেলা মাটি মোটা করিয়া লেপিয়া ঘূঁটার আগুনে পোড়াইবেন, পরে অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণ বর্ণ ছাই প্রত্যাহ ১ রতি পরিমাণ প্রাতঃকালে খাইতে দিবেন।

ইপানির ২য় ঔষধ।—আত্র গাছের পরগাছা (চয়ড়া পাতার) অর্দ্ধ তোলা উক্ত পত্র এবং অর্দ্ধ তোলা বেনার মূল গঙ্গাজলে বাটিয়া প্রাতে খাওয়াইবেন এইরূপ তিন দিবস।

জানানন্দ ব্রহ্মচারী ৩৭৭ অপার চিংপুর রাস্তা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

—:—:—

পূজার সময় যে সুবিধা দরে ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ সন পর্যন্ত “কাজের লোক” দেওয়া হইতেছিল, তাহা ঠিক ৩০শে অক্টোবরেই আমরা বন্ধ করিয়া পূর্ণ ও মূল্যে বিক্রয় করিতেছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে বহুজনে এই সময় বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমরা ৩০শে অক্টোবরী পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। সুতরাং যোগাদের এই বিশাল শিল্প ব্যবসায়, কৃষি, বেকারের উপায় বিষয়ক অর্থকরী বিশাল গ্রন্থাবলী লইতে ইচ্ছা, তাঁহারা যেন ১৯০৯ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত

সমস্ত খণ্ডের হুচী পত্রের জন্য ১০ আনার চিকিট পাঠাইয়া দেন। তাহা হইলে এই বিশাল রত্নসমূহ গ্রহণযোগ্য হইতে কি কি বিষয় আছে বৃদ্ধি করা অবিলম্বে পুস্তক পাঠাইবার আর্জার করিতে পারিবেন। সকল খণ্ড আর সম্মান সংখ্যক নাই, সুতরাং আর যেন হতাশ হইবেন না। তৎপর হউন।

৩০শে নবেম্বর ১৯১৫।

বিনয়ানন্দ

“কাজের লোক কার্যাদক্ষ”,

১৭নং অক্টুর দস্তুর লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।

“Businessman”

Poor Charitable Dispensary.

বিজ্ঞানসম্মান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্টুর দস্তুর লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাড়ী সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে ব্যয় হয়—না দিলেও আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অশীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

“কাজের লোক সম্পাদক।”

২৫১২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা,
লিভ প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭নং অক্টুর
দস্তুর লেন হইতে প্রকাশিত।



মফঃস্বল গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা—

শারদীয় পূজার উপহার।

আমরা আজি বহু দিবসাবধি মফঃস্বল গ্রাহকগণকে অতি সুলভ মূল্যে ঘড়ি, ঔষধ, হারমোনিয়াম, গ্রানোফোন, ফুটবলদি গার্হস্থ্যোপযোগী সামগ্রী পাঠাইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়া হতাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অগত্যা জগদীশ্বরী ও মফঃস্বলবাসীর কৃপায় কৃতকার্য হইয়াছি, আশা করি আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

- (১) গ্রানোফোন—৪০ টাকা হইতে ২০০ পর্যন্ত
(২) হারমোনিয়াম—সিক্সটরী ১৫ হইতে ৩০ পর্যন্ত
“ ” ডবলরীড ৩০ হইতে ২৫০



সুন্দরী ওয়াচ।

অতি উৎকৃষ্ট ঠিক সময় রক্ষক ক্যালি-ডারাল স্থায়ী মূল্য সোণালী ৭ রূপার ৫ টাকা মাত্র।

- (৫) ফুটবল—৫ হইতে ১২
ক্রিকেট—ব্যাট ১১০ হইতে ১০০

নোট :—সাত টাকার অপেক্ষা অধিক দামের মালের আর্জার দিলে দিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে ভুলিবেন না।

ঠিকানা—উপাসনী এণ্ড কোম্পানী, মুন্ডারাম বাবু টি, কলিকাতা।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহস্রমাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ।

New Series.

নূতন সংস্করণ।

Vol. IX.

১২শ সংখ্যা।

DECEMBER 1915.

ডিসেম্বর, ১৯১৫।

No. 12.

কিছু নিজেদের নিবেদন।

এই সংখ্যার সহিত “কাজের লোকের” নবম বর্ষ শেষ হইল, ১৯১৬ সালের আশ্বিন মাস হইতে “কাজেরলোক,” দশম বর্ষে পদার্পণ করিবে। ভগবানের কৃপাকণা এবং সাধারণের সহায়ত্বাতি এবং সাহায্যই আমাদের জায় তৃণাদপি ক্ষুদ্রজনের ভরসা মাত্র।

“কাজের লোক,” ক্ষুদ্রজনকে কত আশার ছবি লইয়া কণ্ঠক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সর্ববিষয়ে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রত্যেকেরই এ সংসারে একটা বড় আবশ্যকীয় উপকরণ, দেশের ছেলেদিগকে, দেশের ব্যবসায়ীদিগকে, গৃহী এবং গৃহিণীদিগকে সেই সাধারণ জ্ঞান বিত-

রণের জ্ঞান আমরা নানাস্থানের, নানা দেশ দেশান্তরের গ্রন্থাবলী সমূহ হইতে, অভিজ্ঞ গণের নিকট হইতে, কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে এতদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, যদি তাহা এদেশের একজনকেও উপকারে আনিয়া থাকে, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

আমরা “কাজের লোক” পুস্তক বিভাগ হইতে বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গণের গ্রন্থাবলী আনা ইয়া দেশের লোকের হস্তে দিয়াছি, উদ্দেশ্য, যদি সেই সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া কোন রূপে শিল্প বাণিজ্য এবং কৃষি বিষয়ে এদেশের মতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু এদেশের কটি ও মতিগতি স্বতন্ত্র প্রকারের, এদেশটা আর্য্যসী হইয়া পড়ি-

য়াছে। কঠোর বিষয়ের গবেষণায় অপারক হইয়াছে, কেহ তেমন সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে চাহে না। এই জন্ত ১০ বৎসরের কঠোর চেষ্টাতেও বঙ্গের ঘরে ঘরে “কাজের লোককে” আশাশ্রুতরূপ পরিচিত করিতে পারি নাই। একাধারে এত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার বিষয় অত্র দেশের লোকে দেখিতে পাইলে অসংখ্য পাঠক এবং গ্রাহক হইতে পারিত। পাশ্চাত্য দেশের একখানা মাসিক পত্রের গ্রাহক সংখ্যা শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কি দেশ! কি তাহাদের উদ্যোগ, কি তাহাদের পাঠ সংখ্যা! এদেশে ২০ বৎসরের কাগজের ও তাহার দশমাংশের একাংশও গ্রাহক বা পাঠক পাইবার আশা স্বপ্নাভীত ব্যাপার। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এদেশ শিক্ষা বিষয়ে বহু পশ্চাতে

ছাত্রদেরবার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে।

অবস্থিত। আমরা মনে করিয়া ছিলাম, দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল নয়, অর্থকরী বিষয় সমূহের শিক্ষা এদেশের লোকের নিকট নিশ্চয়ই বিশেষ আদরনীয় হইবে। কিন্তু এদেশের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করা আমাদের জ্ঞান ক্লান্ত লোকের পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব। এদেশ ২০ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল, আজও তাহাই থাকিলেও ঐশ্বর্যকে ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু, প্রতিদিনই যে ক্রমেই মন্দ হইতেও মন্দ হইয়া পড়িতেছে নিত্য 'নুতন ক্যামনে' অগ্রস্রিষ্ট দেশ বিলাস মদিরায় মজ্জগুল হইয়া যাউতেছে আহারে, বিহারে, শিক্ষায় দাঁকায়ে লোকে কেবল যেন বিলাস মদিরার জন্ত লাগায়িত, কণস্থায়ী সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্ত প্রতিমুহূর্তেই অপব্যয় করিয়া নিঃশব্দ হইয়া পড়িতেছে, কেহ দেশের বা নিজের শোচনীয় দশার কথা, ভাবনারই সময় পাউতেছে না।

এই দেশটির অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদেরকে বহু বিষয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত করিতে হইবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে উপার্জন করিতে হইবে। দেশজাত কাচা মাল হইতে এদেশের আনন্দকর্য ত্রাবাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে হইবে। মঙ্গল শিক্ষা করিতে হইবে। জায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া যাহাতে সর্বনাশ কর মামলা নোকর্দমা না হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

কেননা, দেখা যাউতেছে, বিচারের মূল্য-হিক্যতা বশতঃ বহু সংসার ছারফার হইয়া যাউতেছে। এই গুলি জাতীয় উন্নতির প্রকট উপায়, তাহা জ্ঞান চর্চা এবং বহুবিধে অভিজ্ঞতালভ ব্যতীত হইতেই পারে না।

বঙ্গালা কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির উন্নতি

না করিলে আমাদের উপায় নাই, কিন্তু আমরা আমাদের জন্ত দেশত্যাগী, বাঙ্গালার জ্ঞান প্রবাসী জাতি জগতে নাই বলিলেও চলে। বং সামান্য বেতনের জন্ত আমরা অধিকাংশ লোকই বিদেশ প্রবাসী, এদেশের বাহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা দেশে থাকিতে না পারা, এইরূপে কৃষির অবনতি দাঁড়াইয়াছে। এত কৃষির উন্নতি করিয়া পল্লীবাসীগণ অন্যায়সে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিয়া যথেষ্ট দিনান্ত-পাত করিতে পারেন। কিন্তু পরিতাপের কথা, সহরবাসী হইবার জন্ত সকলেই লাগায়িত। এসকল রোগ আমাদের ভিতর হইতে যতই দূরীভূত হইবে, ততই আমাদের উন্নতি হইবে। পাঠ্য সম্বন্ধে আমরা নাটক নভেলেরই বিশেষ: অমুরাগী, সেইজন্য, দেশে শিল্প বাণিজ্যের সাহিত্যের আদর নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য কথ্য বীরগণ বলেন, নাটক নভেল পাঠ করিয়া মানুষের অধঃপাত সংঘটিত হয়, তাহারা বলেন”

“Above all things, keep novels out of reach of your children. They are the corrupters of minds, The habit of receiving pleasure without any exertion of thought, by the mere excitement of curiosity and sensibility may be justly ranked among the worst effect of habitual novel reading”

অর্থাৎ উপভাসাদি বাণকগণের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া দাও, কারণ তাহার কোমল হৃদয়কে কলুষিত করে। ক্রমাগত উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া তাহারা গভীর বিষয় চিন্তায় সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অতি নিম্ন শ্রেণীতে অবতীর্ণ হয়। আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চার অছিলায় এরূপ আয়াসের

পাঠাই অধিক আদরনীয় হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য উচ্চ শ্রেণীর উপভাসাদিকে যে সমাজের উপকার হয় না, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ঘটনাক্রমে পাঠকে যে অনেকটা সাংসারিক অত্যাচারকর বিষয় সমূহ হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহা অস্বাকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের দেশ এখন অন্নকষ্টে মুহমান, এ অবস্থায় যাহাতে আমরা কষ্টী হইতে পারি, যাহাতে এই জীবন সমস্তার মীমাংসা হয়, সেই রূপ পাঠাই উপযুক্ত পাঠ্য। আমরা “কাজের লোকে” তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, আমাদের সর্ব বিষয়েই আয়াস বর্জন করিয়া যাহাতে অন্ন সমস্তার মীমাংসা করা যায়, সেইরূপ বিষয়ের আলোচনা করাই উচিত।

আজ আমরা বর্ষশেষে আবার একবার আমাদের প্রিয় গ্রাহক মণ্ডলীয় নিকট বলিতে চাই যে, আমরা যে কর্তব্যের সংকল্প হৃদয়ে লইয়া কাগ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলাম, আমরা প্রাণান্ত পর্যন্ত, সে উত্তেজিত সাধনের জন্ত প্রয়াস পাইব “কাজের লোকে” বহু বিষয়ের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়া যাইব, এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন বাঙ্গালার সম্মান-গণ এই ভাণ্ডার খুলিয়া দেখিয়া আমাদের কাঁঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনের প্রয়াস উপলব্ধি করতঃ আনাদিগকে ধন্য করিবেন ?

আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণ! আমরা বড় নীন, ডিসেম্বরের সহিত আপনাদের গত বর্ষের চাঁদা শোধ হইল। যদি অমুগ্রহ পূর্বক ১৯১৬ সালের বার্ষিক মূল্য জামুয়ারী মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা অতিশয় উপকৃত হইব। কাগজ চালান কঠিন সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুদ্রের জন্ত দেশীয় এবং বিলাতি বিজ্ঞাপন কম হইয়া যাইতেছে, কাগজের দূল্য বিগুণ হইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চলিয়াছে, চারিদিকে যার বাহুল্যতা বর্ণিতঃ আমরা ক্রমাগত স্ততিগ্রস্ত হইতেছি, এ অবস্থার বাহ্যিক বাহা দেখ, তিনি সময়ে পাঠাইয়া দিলে আমাদের যে প্রকৃতই সাহায্য করা হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নচেৎ চিরপ্রথা মত আমাদেরকে কেরকারী মাসে ইতি, পি করিতে হইবে।

Cuttings.

অন্ধকূপ-কাহিনী।

কোন ইংরেজ মিথ্যাবাদী হইতে পারে, শুধু মুখের কথা নহে—মিথ্যা কথা পুস্তকাকারে প্রচার করিতে পারে, ইহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণার অতীত। তাই এখনও জনেক অন্ধ লোক ‘অন্ধকূপের’ নাম শুনিয়া অত্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়া থাকে। ইংরেজ হলওয়েল ‘অন্ধকূপের’ বিকট বীভৎস বিবরণ লিখিয়া বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি নিজে ভুক্তভোগী, বিবৃত ঘটনাগুলি তিনি নিজে চক্ষুর উপর দেখিয়াছিলেন। হলওয়েল রাজার জাতি, বিশেষঃ রাজার প্রতিনিধি—স্কাট উইলিয়ামের গবর্নর; কাজেই তাঁহার কথার বিশ্বাস করিয়া, এদেশের লোক এই পৈশাচিকতার কাহিনী অত্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল,—বঙ্গের শেব স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে হলওয়েল যে কলঙ্কের কালিমা মাখাইয়া দিয়াছিলেন, এ দেশের লোক নীরবে নিজের অঙ্গে সেই কালি মাখিয়া লজ্জার অধোবদন হইয়াছিল। হলওয়েল উহার স্মৃতি-স্তুপ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। লোকে ক্রমে অন্ধকূপের কথা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাইশ-তেরিশ বৎসর পূর্বে—১২৯৯ সালে-রায় সাহেব ত্রিযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় “জন্মভূমি” পত্রিকার “পলাশী” প্রবন্ধে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন

—অন্ধকূপ-হত্যা হলওয়েল সাহেবের সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। দেশের লোকের—সাধারণের না হউক, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু সুধীগণের—চিন্তার গতি কিরিয়া যায়। অতঃপর উকীল ত্রিযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্রের চিত্র সাহিত্যের আলোধ্যা অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরেন। তাঁহার “সিরাজদ্দৌলা” গ্রন্থে অন্ধকূপ বিবরণ কল্পিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এ দেশের বালকেরা ইংরেজি ইতিহাসে হলওয়েলের বিবরণ কণ্ঠস্থ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; কাজেই তাহাদের সে ধারণার পরিবর্তন সহজ নহে। তথাপি অতঃপর এ পক্ষে বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল। মধ্যে লর্ড কর্জন একবার সেই বিভীষিকার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালে তাঁহার যত্নে কলিকাতায় লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে এক স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কর্জন হয় ত মনে করিয়াছিলেন,—হলওয়েলের আত্মা এতদিন ইহার অভাবে বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছিল, এইবার তাহার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইবে! কিন্তু কালের কি নিয়ম,—এ সকলই মুছিয়া দিয়া সে আবার এক নূতন ছবি! ফুটাইয়া তুলিতেছে! এবার অস্ত্র এক ইংরেজ লেখক নানা যুক্তি ভর্কে প্রমাণ করিতেছেন,—হলওয়েলের অন্ধকূপের বিবরণ মিথ্যা, ইহা একটা কাঁকি মাত্র। এই লেখকের নাম মিঃ জে এইচ লিটল। ইনি মর্শিদাবাদের নবাবের স্কুলের হেডমাষ্টার। ইহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’র “বেঙ্গল পাঠ এণ্ড প্রোজেক্ট” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার বড় বড় ইংরেজি কাগজের সম্পাদকেরা ইহার মতের সমর্থন করিতেছেন এবং একটা বিরাট আবিষ্কার বলিয়া বিস্তৃত হইতেছেন। আমরা দেখিতেছি, ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। ইহা একটা নূতন আবিষ্কারও নহে। ইংরেজেরা হলওয়েলের বিবরণ বাইবেলের বাণীর মত মনিয়া লইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী বিজ্ঞান তাহা মানে না, ইহা আমরা জানি এবং বহুবার এ সম্বন্ধে “বঙ্গবাসী”তে আলোচনাও হইয়াছে। লিটল সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশের পর ইংরেজ মহলেও ইহার আলোচনা চাহিবে, সন্দেহ নাই ক্রমেই নূতন কথাও শুনা যাইবে। হলওয়েল সাহেবের কথার মূল্য কত, তাহাও লোকের বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে,—তাঁহার মত মিথ্যাবাদী আর কেহ ছিল না। “বেঙ্গল পাঠ এণ্ড প্রোজেক্ট” পত্রের সম্পাদক এই রূপই বলিয়াছেন। ইংলিশ মান” এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন—“In his researches, said Achdeacon he had proved over again that Holwell was a most untrust worthy “person ইহার উপর আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইনি বলেন, মিথ্যা করিয়া-ব্যাপারটিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, মূল ব্যাপার এরূপ নহে। ইংরেজের কৃৎসা ইংরেজ করিতেছে, আমাদের ইহাতে বলিবার কিছুই নাই। তবে, কিছু দেখিবার আছে। দেখিবার আছে,—অতঃপর ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে অন্ধকূপের বিবরণ স্থান পায় কিনা, অথবা কি আকারে স্থান পায়। বং

বিজ্ঞান বার্তা।

বিস্মরণ বিস্তার জর্জনেরা অদ্বিতীয় উন্নতি করিয়াছে। ফ্রান্সফোর্ট নগরের ডাক্তার বেকহোল্ড রপ্পার দর্দামার ময়লা হইতে চর্কি প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, জর্জনীতে যত লোক

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

খাল করে, তাহাদের এতোকের নিকট হইতে প্রতিদিন অর্ধ ছটাকের এক তৃতীয়াংশ চর্কি বর্ধমান জলের সহিত মিশ্রিত পাওয়া যায়। এই সমস্ত চর্কি সংগ্রহ করিতে পারিলে বৎসরে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লাভ করা যাইতে পারে। ফ্রান্সডোট নগরে নর্দমার ময়লা হইতে চর্কি বাহির করিবার জন্য এক কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। আমেরিকার বাণিজ্য দূত মিঃ টমসন সেই কারখানার কার্যদর্শন করিয়া স্বদেশের গবর্ণমেন্টকে লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সডোটের নর্দমার জল বাষ্পে পরিণত করিয়া প্রতিদিন ১০৮ হইতে ১০৫ মণ কঠিন পদার্থ পাওয়া যাইতেছে। এই কঠিন পদার্থ হইতে চর্কি ধারা সাবান বাতি প্রভৃতি নিষ্কৃত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থের অবশিষ্ট অংশ হইতে আলকাতরা নির্মিত করা হয়। তদ্বারা রাসপথ তৈয়ার করা হইতেছে। ঐ কঠিন পদার্থ ৪ ভাগ ও কয়লা ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া অতি উত্তম জালানী দ্রব্য তৈয়ার হইতেছে। ঐ কঠিন দ্রব্য অতি উত্তম সার। ইহাতে শত করা ৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। উহা হইতে এমোনিয়া ও বাহির করা হইতেছে। উহা মৎস্তের মত পুষ্টিকর আহার সামগ্রী, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতার নর্দমা দিয়া এইরূপে প্রতি বৎসর কত কোটি টাকা খাপার মাঠে গিয়া পড়িতেছে সে বিষয়ে এ পর্যন্ত কেহ চিন্তা করেন নাই। কলিকাতার কোন রাসায়নিক নর্দমার ময়লা হইতে কি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবেন না? সঃ

Agriculture.

কৃষি কথা।

বহু আমনধানের অবস্থা :—কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ব্র্যাকউড কলিকাতা গেজেটে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত বৎসর ৩,৫২,৫২,০০০ বিঘা জমিতে আমনধান হইয়াছিল, বর্তমান বর্ষে ৫,৪৯,২২,০০০ বিঘা জমিতে আমন-বপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে আমনের চাষ কম হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে বর্ধমান বিভাগের অনেক জমিতে ধান বপন করা যায় নাই।

বজ্রাতে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান জলে ডুবিয়া আছে, সুতরাং সেখানকার অনেক জমিতে ধান্য রোপণ অসম্ভব লইয়াছে। বাকুড়ার অবস্থা অতি শোচনীয়। গত বৎসর ১৯,৪৪,৫০০ বিঘা জমিতে আমন রোপণ করা হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে কেবলমাত্র ৫,১৩,০০০ বিঘাতে ধান রোপণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী জমি পতিত রহিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলার গত বৎসর ২৪,৬০০০০০ বিঘা জমিতে ধান বপন করা হইয়াছিল, বর্তমানবর্ষে ২১৪২,৯০০ বিঘাতে ধান রোপণ হইয়াছে। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদরে শত করা ৯০ ভাগ শস্ত বন্য়ার নষ্ট হইয়াছে। সজি:

কৃষি কার্য ও সার।

—:—

(সারত)

উর্ধ্বরা জমি না হইলে শস্ত ভাল জন্মে না। কৃষিকার্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জমির উর্ধ্বতার দিকে দৃষ্টি

রাখা কর্তব্য। যে কোন জমিতেই সফল রকম শস্ত ভাল জন্মিতে পারে না। এক এক রকম জমিতে উত্তমরূপে জন্মে। ধান পাট রবিশত ইত্যাদি একই রকম জমিতে জন্মিতে পারে। শাকসবজী তরিতরকারীর জন্য পৃথক-রূপ জমির আবশ্যক। আবার কলবান্ বৃক্ষাদি জমাইতে অন্তরকম জমির প্রয়োজন। নারিকেল ওপারি ইত্যাদি বৃক্ষ ভাবাপন্ন জমি না হইলে জন্মে না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের শস্ত ও বৃক্ষাদির জন্য বিভিন্ন প্রকারের জমি দরকার। জমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া চাষ আবাদ করিতে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। আমরা জমি এবং শস্তের দিক বিবেচনা না করিয়া কাজ করি বলিয়া কৃষি কার্যে আমরা সফল লাভ করিতে পারি না এবং তৎসমস্ত কৃষিজীবীগণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জীব জন্তর যেমন আহার নিত্য আবশ্যক, না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, বৃক্ষ লতাদিরও তদ্রূপ খাদ্য নিত্য প্রয়োজনীয়। জীব জগতে যেমন পৃথক পৃথক আহার্য্য বস্তু নির্দিষ্ট আছে, বৃক্ষ লতাদিরও সেই রকম পৃথক পৃথক খাদ্য চাই। সেই জন্যই ধানের জমিতে নারিকেল স্থাপন ভাল জন্মিতে পারে না। সুতরাং চাষ আবাদ করিবার পূর্বে যে দ্রব্যাব আবাদ করিতে হইবে, তাহার উপযোগী জমি বিশেষ বিবেচনা পূর্বক প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বিরুদ্ধ খাদ্য বিশিষ্ট জমিতে চাষ আবাদ করিলে পরিশ্রম ও অর্থনষ্ট হইবেই, সফল হয় নাই।

বঙ্গলাদেশে পাট ধান সব গম ডাল কলাই তিসি আখ (কুন্তর:) আলু তামাক প্রথম তরে এবং শাক সবজী তরিতরকারী বিতীত তরে ও আর কাঁচাল গিট

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের দ্বিতীয় আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ইত্যাদি কৃত্রিম সারের আবাদ যথেষ্ট পণ্য
এবং এই ভূমিই সমধিক প্রচলিত।

সারের কথা :—বাঙ্গালা দেশে বিশেষ-
রকম পূর্ববর্তী সমিতে সার দিবার প্রথা
নির্দিষ্ট ভাবে প্রচলিতও নাই। উত্তর বঙ্গে
কোন কোন স্থানে সামান্য ভাবে গোবরের-
সার কখন কোন বিশেষ শস্ত উৎপা-
দনের জন্য নিতে দেখা যায়। পশ্চিম
বঙ্গেও উত্তর বঙ্গের ভায়। পৃথিবীর যে
কোন স্থানের ভূমি অপেক্ষা বাঙ্গালার ভূমি
সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির এমন
অমূল্য গ্রহ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাম
মাত্র পরিপ্রবেশে সমিতে প্রভূত শস্ত উৎপন্ন
হইয়া থাকে। আর এই অবাচিত বিশেষ
অমূল্য গ্রহই আমাদের গৃহস্থি স্থাপক করিয়া
রাখিয়াছে। প্রকৃতির অথবা অমূল্য গ্রহ আমা-
দিগকে এমনই আলস্য পরামর্শ করিয়া
ভুলিয়াছে যে, এমন প্রাকৃতিক অমূল্য গ্রহ
সঙ্গেও আমরা কৃষি কার্যে আশ্রয়রূপ ফল
পাইতেছি না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

ভূমিতে ক্রমাগত পুরুষাত্মক ক্রমে
উৎপন্ন করা হইতেছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ
সাধন পক্ষে দৃষ্টি হইতেছে না। এই কারণে
আবাদী ভূমি ক্রমেই সারহীন হুর্দ্বল হইয়া
পড়িতেছে।

পূর্বে যে সমিতে ২০/ মণ ধান জন্মিত,
এখন তাহাতে ১৫/১৬ মনের অধিক জন্মে না
এ কথা সকলেই বলেন। আমরা ইহাতে
পূর্বেকার কারণে অমূল্য হুর্দ্বল বলি। যে
উপাদান দ্বারা বৃক্ষ লতাাদি বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে
তাহার অভাব জনিত হুস্তাপ্যতাই এই অমূল্য
উৎপন্নের কারণ। কাজেই আমাদের চাব
আবাদ করিবার পূর্বে বিবেচনা করিয়া লওয়া
কর্তব্য যে, যে ভূমিতে কোন শস্ত আবাদ
করা হইবে, ঐ ভূমি এক্ষণে তাহার উপযুক্ত
আছে কি না?

সারের ভায় পুরুষাত্মক শৈশব ৭কণের
যৌবন বার্দ্ধক্য জন্ম লীলা আছে। মনুষ্য
জাতি জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা উত্তীর্ণ জগতে নানা-
প্রকার উন্নতি করিয়া লইয়াছে। জল, বায়ু,
উত্তাপ কৃষিকাণ্ডের প্রথম এবং প্রধান সহায়।
প্রকার ভেদে বিভিন্ন প্রকার সার দিয়া যেমন
শস্তাদির খাদ্য পূরণ করিবার ব্যবস্থা করি-
য়াছে, নৈসর্গিক জল ইত্যাদির অভাবও সে
পূরণ করিবার নানা প্রকার যন্ত্রাদি সৃষ্টি
হইয়াছে। দেশ কাল পাত্র ইহা ভেদে নানা
প্রকারে প্রচলিত। বৃষ্টির জল কুপ তড়া-
গাদি হইতে ছোটনা পম্প ইত্যাদি দ্বারা
সরবরাহ করিয়া কৃষি কার্যে যথেষ্ট
সুফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের
পক্ষে এ সকল ব্যাপার পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া
অনেকে মনে করেন। কিন্তু এক বঙ্গদেশ
ভিন্ন আর কোথাও কৃষি কার্যে বিনাশ্রম লব্ধ
বলিয়া কেহ মনে করিতেই পারি না। দিবা
রাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তবে পৃথিবীতে
এক মুষ্টি অম্লের সংস্থান হইতেছে। তবে
সুখের কথা, কল কল দ্বারা এই কঠোরতার
হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং আমরা একটু সামান্য
চেষ্টা পরিশ্রম দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে
কেন?

সার দিবার আবশ্যিকতা—আবাদী ভূমিতে
বিভিন্ন শস্তের জন্য পৃথক পৃথক সার প্রদান
আবশ্যিক। তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।
এখন কোন্ শস্যের সমিতে কি প্রকার সার
ব্যবহার করিতে হইবে এবং সার কত প্রকার
আছে তাহাই বিবৃত করিব।

পশাদির মলমূত্র হইতে যে সার হয়,
তাহাকে আমরা শুধু গোবর সার নামেই
আখ্যা দিয়া থাকি। তার পর খড় ইত্যাদি
পচাইয়াও এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়।
খইল হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, উহা খুব ভাল
এবং সহজে ও নীচ উহাকে কার্যকরী করিয়া

লওয়া যায়। হাড়ের শুদ্ধার দ্বারা আজ
কাল দেশে অমির সার প্রদান করিবার প্রথা
চলিতেছে। বিধান, এই সার দ্বারা আমাদের
বিশেষ কোন উপকার সাধিত হইবে না।
এতদ্ব্যতীত মনুষ্য পুরীষ হইতেও এক প্রকার
সার আমরা পাইয়া থাকি। এই সার সন্ধা-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু
ইহার ব্যবহার প্রণালী বা সার প্রস্তুত প্রক-
রণ সর্বত্রই সুবিধাজনক নহে, আপান দেশে
মনুষ্য-পুরীষ যেভাবে সাররূপে ব্যবহৃত
হয়, তদ্ব্যতীত ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে
অসম্ভব। তবে যেখানে মিউনিসিপালিটি
আছে, সে সব স্থানে আমরা অনায়াসেই এই
সার ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইতে পারি।
যে সকল সারের কথা উল্লেখ করা হইল,
এই সকল সার ব্যবহার-প্রণালী উল্লেখ করা
যাইতেছে।

পশাদির মলমূত্র সাররূপে ব্যবহার
করা আমাদের পক্ষে সহজ। অথ, মহিষ,
গরু, ভেড়া পশাদী প্রায় সকলের বাড়ীতেই
আছে। বাড়ীতে অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট
স্থানে একটা খাল খুঁড়িয়া রাখিলে প্রাত্য-
হিক পশাদির মলমূত্রাদি সেখানে ফেলা
যাইতে পারে এবং দীর্ঘকাল খালে মলমূত্র
সকল পচিয়া সার প্রস্তুত হইলে সমিতে উহা
প্রদান করা যাইতে পারে। এই সারে এমো-
নিয়া নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ইত্যাদি প্রচুর
পরিমাণে থাকতে ইহা দ্বারা যথেষ্ট সুফল
হইতে পারে। ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু,
শাক শসীর সমি এতদ্বারা যথেষ্ট পুষ্টিলাভ
করে।

খড় ইত্যাদি পশাদির অম্ল বাহা রক্ষিত
হইয়া থাকে, তাহার নিরস্ত্রাণ মাটি সংশ্লিষ্ট
বলিয়া পচিয়া থাকে এবং প্রত্যহ বাড়ী ঘর
পরিষ্কার করিতে যে সকল আবর্জনা স্তুপীকৃত
হয়, ঐ সকল পূর্বেকার প্রকার খালে জমা-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ইয়া রাখিলে ইহাও উৎকৃষ্ট সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। খড় কুটা ইত্যাদি তৃণ ভিন্ন কিছুই নহে। তৃণাদি পচিয়া গেলে তাহার পরিণতি বাহা থাকে, তাহা উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য রূপে পরিণত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চাষের বিষয়, এই স্থলত আপ্য স্তি নি বটীর প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তৃণ খড় ইত্যাদি পচিয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা প্রত্যেক উদ্ভিদের পক্ষেই সমধিক উপ-যোগী। ইহাতেও যথেষ্ট পরিমাণ ফস্করাস এবং নাইট্রোজেন আছে।

খোলার সার পূর্বোক্ত সার অপেক্ষা মূল্য-বান। খোলকে সহজেই সারে পরিণত করিয়া কার্গোর উপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়। খোল নানা প্রকার। তিসি, সরিষা তিল, কাঠের ইত্যাদি তৈলাক্ত জব্য হইতে উৎ-পন্ন হয়। কোন প্রকার পাত্রে খোল রাখিয়া জল দ্বারা আধারটা পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে ৫৭ দিন মধ্যে উহা পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। শাক-শজী তরি-তরকারীতে এবং পাট ও আলুর জমিতে এই সার বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে।

মত্ত্য-পুরীষ হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, উহা সমধিক উপযোগী, কিন্তু ইহাকে সারে পরিণত করা বহু হান্যজনক। পাড়াগায়ে এষ্ট উৎকৃষ্ট সার পাটবার উপায় নাই। যেখানে মিউনিসিপালিটি আছে অথবা মেথর মৈশ মলাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে, সেখানে ইহাকে সাররূপে ব্যবহার উপযোগী করা কঠিন নহে; কিন্তু ইহাকে সার প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ছয় মাস বিলম্ব করিতে হয়। লোকাল-য় হইতে দূরে মাঠে কোন নির্দিষ্ট স্থানে ক্রমে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ৪৬ মাস পর ইহা মাটিতে পরিণত হয়। তখন ঐ স্থানের মাটি উঠাইয়া লইয়া জমিতে মিশ্রণ করিলে ইহা বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে।

ফলবান বৃক্ষাদিতে এই সার ব্যবহার করিলে গাছে শীঘ্র শীঘ্র উই ধরিয়া পাছের অপকার করে বলিয়া কেহ কেহ বলেন, পাটের জমিতে ইহা ও তামাকের জমিতে এই সার আশাভীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। শাক-শজী তরি-তরকারী আবাদে ইহা দ্বারা যথেষ্ট ফল ফলিয়া থাকে; কিন্তু জমিতে নূতন সার দিয়াই শাক-শজী তরিতরকারী জন্মাইলে উহাতে একটা উৎকট গন্ধ থাকিয়া যায়, তজ্জন্ত শাক-শজী তরি-তরকারীর জমিতে এক বৎসরের পুরাতন সার ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ এসোনিয়া ফস্করাস ও নাইট্রোজেন থাকায় যে কোন ফসলের জমিতে ইহাকে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মাছ মাটিতে পুতিয়া রাখিলে উহা পচিয়া যখন মাটিতে মিশিয়া যায়, তখন ইহাতে যে সার জন্মে তাহাও উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু চাষের বিষয়, এ সার ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অতীব কঠিন, কারণ বায়ুসাধ্য বিশেষতঃ জন্মাপ্য। এই সারে যথেষ্ট পরিমাণে ফস্করাস থাকায় সকল প্রকার কৃষিরই ইহাতে উপকার হইতে পারে।

যে সকল সারের কথা বলা হইল, তন্মি-ছাই-পাশে ও আবাদী জমির আবর্জনাও সার রূপে আমাদের গকে কৃষিকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। ছাই পাশ ক্যালসিয়াম থাকে এবং ইহাও উদ্ভিদের পরিণতি মাত্র। কারণ উদ্ভিদের পবিণতি উদ্ভিদের খাদ্যই হইবে। ভূমি কর্ষণ করিলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লতাতি উঠিয়া যায়, উহা স্থানান্তরিত করা কর্তব্য নহে। উহাকে পচাইয়া বা আমাদের দেশ প্রচলিতভাবে পোড়াইয়া লইলে উহাও সারের কার্য্য করে। ইহাও উদ্ভিদের শেষ পরিণতি। এই সকল তৃণাদি পোড়াইবার সময় খুব সতর্কতা

অবলম্বন আবশ্যক। যেহেতু একে ধারে পোড়াইয়া ফেলা অপেক্ষা অদার প্রস্তুত করিয়া লইলে উহাতে সমধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। সার সম্বন্ধে আমরা অভিজ্ঞ হইলেও প্রাচীন লেখা অজ্ঞাত ভাবেও আমাদের গকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে, এই কথা বলাই নিশ্চয়োজন।

জমিতে সার প্রয়োগ করিবার অল্প বিশেষ কিছু কষ্ট পাইতে হয় না। প্রথমতঃ জমিতে একবার চাষ দিয়া রোজুও আলোক পাইবার অল্প ফেলিয়া রাখিতে হয়, তারপর জমির পরিমাণ অনুসারে যে পরিমাণ সার দেওয়া আবশ্যক, উহা সমস্ত জমিতে ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় একটা চাষ দিয়া রাখিতে হয় তৎপর শতের প্রকারভেদে ঐ জমি তৈয়ার করিয়া লইলেই চলে।

সার উত্তমরূপে পচিয়া গেলে তবে উহা ব্যবহার করা উচিত, নতুবা জমিতে উদ্ভিদের মহাশত্রু কীট জন্মিয়া সমস্ত শ্রম পণ্ড করিয়া দিবে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নে আমরা সার প্রস্তুত করিবার সাধারণ নিয়ম লিখিয়া দিলাম, আশা করি, ইহা দ্বারা সকলে-ই উপকার হইবে।

গোবর সার—৪ হাত দৈর্ঘ্য ৪ হাত প্রস্থ ৪ হাত গর্ত করিয়া রাখিতে হয় এবং নিত্য যে সকল মৃত্তাপুরীষ হয়, উহা একত্রিত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। সতর্ক হওয়া উচিত যে, জল জন্মিয়া ঐ গর্তস্থিত সারকে নষ্ট করিয়া না ফেলে। গর্তটা পূরণ হইয়া গেলে উপরে সামান্য কিছু মাটি দিয়া সার-গুলিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা অন্ততঃ চারি মাস পর ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ ৫০৬০ বুড়ি এই সার দিতে পারিলে শত বিশেষে ৩৪ বৎসর একই বার সার দেওয়ার

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কল কলিতে পারে। কিন্তু ডাঙা, ইহুতে
প্রতি এই বৎসর অন্তর দেওয়া কর্তব্য।

বড় প্রকার সার আছে, তন্মধ্যে খোল খুব
শীঘ্র ব্যবহার উপযোগী সারে পরিণত হইয়া
থাকে। কোন একটা হাঁড়ী বা জালা কি
তবৎ বৃহৎ অধারে জলসহ ভিজাইয়া রাখিতে
হয়। ইহা পচন কার্য শীঘ্র শীঘ্র করাইবার
জন্য কিছু কলি চূণ, এতৎসহ মিশ্রিত করিয়া
দিলে ভাল হয়। ১২।১৪ দিনেই ইহা পচিয়া
কার্য উপযোগী হইয়া থাকে। কাঁচা খোল
সাররূপে ব্যবহার করিলে ভ্রমিতে পিপীলিকা
শ্রেনীর আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং শত
বীজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে সুতরাং খোল
বাহাতে উত্তমরূপ পচিয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থা
করা সঙ্গত।

হাড়-গুড়া আমাদের দেশে পূর্বে প্রচলন
ছিল না। বিলাতে এই সার সমধিক
প্রচলিত। হাড়ের সার শতের পক্ষে বেশ
উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গুড়া হাড়
সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা প্রথমত
জলে ভিজাইয়া কয়েকদিন রাখিতে হয়।
হাড়ের গুড়া সহজে জলের সহিত মিশিতে
চাহে না। চূণ, তৈল ইত্যাদি পদার্থ যখন
গুড়া ভিজান হয়, তৎসহ মিশাইয়া দিতে হয়,
তাহাতে ইহা সকালে সকালে পচিয়া থাকে।

১৫।২০ দিন পর যখন জলের
সহিত হাড়ের গুড়া বেশ কোমল হইয়া
যায়, তখন একখানি যষ্টি দ্বারা ইহাকে
নাড়িয়া চাড়িয়া আরও খানিকটা জলের সহিত
মিশাইয়া লইলেই ভ্রমিতে ব্যবহার উপযোগী
সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাড়ের গুড়া
জলের সহিত বিশেষভাবে না মিশ্রিত হইলে
উহা হইতে ভাল কাজ পাওয়া যায় না।
কেবল অর্থ নষ্ট এবং পরিশ্রমই সার হয়।

(COLLECTION.)

Curious Facts.

অপূর্ব তথ্য সংগ্রহ।

—:—

জাপানে বালক বালিকাদের গায়ে তাহা-
দিগের গৃহের ঠিকানা লেখা থাকে। তাহার
রাস্তায় হারাইয়া গেলে যে কোন পথিক
তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে পারে।

ইতিহাসবিখ্যাত আলেকজান্ডার ইয়ু-
রোপে জয়গ্রহণ করিয়া, এসিয়া মহাদেশে
মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং আফ্রিকার
তাঁহার সমাধি হয়।

খ্রীষ্টের জন্মের ১৭০ বৎসর পূর্বে
চীনদেশে কাগজের উদ্ভাবন হয়।

শব্দের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৩ মাইল।

১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বড়ি তৈয়ারী হয়।

মনুষ্যশরীরে প্রায় এককোটি স্নায়ুস্তম্ভ
আছে।

প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬ মণ ত্রিশ সের
রক্ত মনুষ্য শরীরে প্রবাহিত হয়।

ফরাসীদেশে মৎস্যের ক্ষুদ্র ও উজ্জল
আঁইশ হইতে বোতাম, নকল মুদ্রা এবং
নানা প্রকার অশান্তরণ প্রস্তুত হয়।

জর্জন সম্রাটের কেবল মাত্র স্বর্ণনির্মিত
ও শুভ্রপরি মূল্যবান প্রস্তর বসান এক
কামান আছে। ইহার মূল্য ৭৫, ০০০
টাকা। হামবার্গের মিউজিয়মে গত দুই

শত বৎসর অত্যন্ত বয়সের সহিত ইহা
রক্ষা করা হইতেছে।

বেলজিয়মের অন্তর্গত লেদাটে ৩৫০০
ফুট গভীর কয়লার খনি আছে। পৃথিবীতে
ইহাই সর্বাপেক্ষা গভীর খনি।

বঙ্গদেশে যে খাল আছে, তাহা ২০০
শত মাইল দীর্ঘ এবং পৃথিবীতে মনুষ্য-
নির্মিত খালের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা
বৃহৎ।

প্রতিমাসে প্রায় এক সহস্র জাহাজ
আটলান্টিক সাগর পার হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত কাগজ প্রস্তুত হয়,
তাহার বোল অংশের এক অংশ পুস্তক
ছাপাইতে খরচ হয়।

মেহগুনি ও আবলুস কাঠ জল
অপেক্ষা ভারী।

মন্দির নির্মাণ করিবার কালে চীনদেশীয়-
গণ মূর্তির চক্ষু বাধিয়া দেয়। কারণ ভাঙ্গা-
চুরা এবং অপরিষ্কার দেখিয়া দেবতাগণ
কোথাবিত্ত হইতে পারে।

বিদেশের সহিত বাণিজ্য করার জন্য
ইংলণ্ডের ১১৫০০, জার্মানীর ২০০০ জাপানের
১০০০ জাহাজ আছে।

নরওয়েবাসিগণ অত্যন্ত বেশ অপেক্ষা
অধিক দিন বাঁচে, কারণ তথাকার উদ্ভাপ কম
এবং সমস্ত বৎসর প্রায় একরূপ উদ্ভাপ
থাকে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

কমরের নিম্ন কুঁড় জিনিষ, কিন্তু তাহা তৈয়ারী করিতে বড় ইন্সপেক্ট প্রয়োজন হয়, সমগ্র পৃথিবীর তরবারী ও মল্লক নির্মাণ করিতে শুভ প্রয়োজন হয় না। ২৭ মণ ইন্সপেক্টে ১৫ লক্ষ নিম্ন প্রাপ্ত হয়।

অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত বোহেমিয় প্রদেশের ক্রলার খনির কার্যকারকগণ সমুদ্রের সমতল হইতে ২০০০ ফিট নিম্ন ভূমিতে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করে। পৃথিবীতে ইহারাই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্থানে বাস করে।

রুবিয়ার জারের প্রথমা কস্তার জন্মের পথ তাহার খরচের জন্য বৎসরে দেড় কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

সুইজারল্যান্ডে আজকাল যে ঘড়ি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কাঁটা নাই, একটি বোতাম টিপিলেই যখন যে সময় হইয়াছে, তাহা মানবের কথার ভাষা বলিয়া দেয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের মধ্যে কখন কখনও সুক্কা পাওয়া যায়, ইহা প্রায় সামুদ্রিক সুক্কার ভায়।

কথিত আছে যে, বাশের কাণ্ডে অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট গোদন্ত মণি বা ওপ্যাল প্রভৃতির ভায় পদার্থ পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের কোন কোন স্থানে জল নাই, তথাকার ভেড়া এক প্রকার গুগু বাস খাওয়া তাহাদের জলপান করার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। গরুগুলি অতি অল্প জলপান করে। ইহাদিগের ক্ষুধা হইতে উৎকৃষ্ট মাখন ও পনির হয়।

চার্লিস বনসের পুকে পাতটি বাতাসের মধ্যে পরিচিতি ছিগ, এখানে ৫১ টি বাতাস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সুইডেন ও নরওয়ে হইতে অতি বৎসর প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ মণ মিশ্রালাই রপ্তানি হয়।

অতি ঘোড়া অতি বৎসর আগুন ওজনের নরওগ এবং ভেড়া ছরওগ আহাৰ করে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩০৫৫ লক্ষ তামা ব্যবহৃত হয়।

গত ষাট বৎসরের মধ্যে রুবিয়া পাঁচ শত তিন কোটি মুদ্রা যুদ্ধে ব্যয় করিয়াছেন এবং রুবিয়ার প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোক হত হইয়াছে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন রুবিয়ার প্রথম গোল আলু আমদানি করা হয়, তখন তরানক দাঙ্গা হয় এবং ইহা সন্নতানের ফল বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ্টস গাছের শিকড় মাটির নীচে ১৮০ হইতে ২২০ ফিট পর্যন্ত যায় এবং ৩০ হইতে ৬০ ফিট পর্যন্ত স্থান জল পোষণ করে।

পাটের প্রয়োজন।—কলিকাতার পাটের কলে অপরিমিত বলিয়া তৈয়ার হইতেছে। গত মাসে কলিকাতা হইতে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ বলিয়া বিদেশে চালান গিয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে তাহার অর্ধেক বলিয়াও চালান হয় নাই। বলিয়ার খুব দরকার; সকলে বলিয়া প্রভুত করিয়া খুব লাভ করি-

তেছে। সুতরাং কলিকাতার পাট কিনিবে। বর্তমান বৎসর পাট কম হইয়াছে, অথচ পাটের প্রয়োজন বেশী। সুতরাং কলিকাতা যদি বুদ্ধিমান হয়। তবে পাটের দর বাড়াইতে পারে।

GUM-COLLECTION.

গঁদ-সংগ্রহ।

কিছু দিন পূর্বে—“কাজের লোকের” বেকারের উপায় দীর্ঘক প্রবন্ধে আমরা সঙ্কেত করিয়াছিলাম, যে তাহার পুঞ্জীভূত সহায়-সম্পত্তিহীন, তাহার গঁদ-সংগ্রহ করিলেও বৎসরে অনেক টাকার কাজ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি না, এ পর্যন্ত কাজের লোকের কোন গ্রাহক এই কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন কিনা; কিন্তু গঁদ-সংগ্রহে যে কেমন লাভ হইতে পারে, তাহাই আজ পাঠকগণের সম্মুখে ধরিতে চাই।

আজ কাল গঁদের মণ প্রায় ৫০-৫২ টাকা পাড়াইয়াছে। এ বৎসর তা বাজারে আবশ্যকমত গঁদ পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের নানান স্থলে বাবলা, খোয়া, জিউলী প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে এবং ভারত হইতে সংগৃহীত গঁদের আমদানীও উপেক্ষার জিনিষ নহে। গঁদ যে কেহ সংগ্রহ না করে, এমন নহে নচেৎ এত গঁদ বিদেশেই বা যায় কেমন করিয়া? কিন্তু আমরা বহুস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগোমে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আদৌ লেখা পড়ার চর্চা নাই, গঁদ যে আবার কোন কাজে লাগে, তাহাও তাহারা অবগত নহে। সেই সকল স্থানের বাবলা, জিউলি প্রভৃতি আটা গাছ হইতে আগুন হইতেই বাহির হইয়া আগুন হইতে পড়িয়া যায়। কোন বেকার লোক যদি গঁদ এত আবশ্যকীয় জন্ম জানিত, তাহা হইলে সে তাহা সংগ্রহ করিয়া জমী কোথায় না থাকিলে

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ও এক গদ্য বারাই সমস্ত বর্ষের খরচ কুলাইয়া
ছুবে দিন কাটাতে পারিত। কিন্তু এদেশের
লোকে এদেশজাত বহু জিনিসের আবশ্যকতাই
বুঝে না। সমস্ত বর্ষে যদি ১০ মন গদ্য ও
কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে ৪০০
টাকা বৎসরের আর, বড় উপেক্ষার কাজ হয়
না। পূর্বে কলিকাতার গদ্যের দর ৮০ আনার
বিক্রয় হইত, এখন দেখিতেছি, ইহার দর
টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। বাহারী শিক্ষিত,
উচ্চাঙ্গ গরীবলোকদিগের দ্বারা গদ্য সংগ্রহ
করিতে আরম্ভ করিলে দেশের অনেক গরী
বকে সাহায্য করিতে পারেন এবং বৎসরে
একটা বাজে জিনিষ হইতে আয়ও করিয়া
লইতে পারেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে সাঁও-
তাল, ভীল প্রভৃতি বুনো জাতীগণকে শিক্ষা
এবং মুক্তরী দিলে গদ্য সংগ্রহ অসম্ভব হয় না।
স্থায়ীভাবে ডাঁঙ্গা জমিতে বাবুলা গাছের চাষ
করিলে গাছের লাভ ব্যতীত এই গদ্য বিক্রয়
করিয়া কন আয় হয় না। এদেশের লোকে
এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের মূর্ত্তিভেদ
হইয়া আসিলেই তখন তাহা দ্বিগুণ মূল্যে
ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু দেশের লোকে
দেশীয় কাঁচা মাগের আদর এবং
ব্যবহার জানে না এইটাই হইয়া গলদ। সেকা-
লের লোকের যখন অদেশের দ্রব্য ব্যতীত
তাহাদের চলিত না, তখন তাহার কাঁচা
মাগের ব্যবহার জানিত এবং ছেলে মেয়েকে
আধুনিক স্কুল কলেজে না পাঠাইয়াও
বাচনিক অনেক দ্রব্যের আবশ্যকীয়তা বুঝাইত
এবং ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিত। এখনকার
ছেলেরা বিশেষঃ সহরের বালকেরা নাকি ধান
গাছই চিনে না। এখন এই সকল দেশজাত
দ্রব্যের বিষয় স্কুল কলেজেও শিক্ষা দেওয়া হয়
না। আধুনিক পিতা মাতাও বিদেশী আম-
দানী দ্রব্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং
নিজেরাই জ্ঞাত নহেন যে জিনিসটা কোথাকার

এবং কোথা হইতে আইসে। এদেশ হইতেই
বহুদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া বাইরা পরিষ্কার
পরিষ্কার হইয়া আসিলে তাহাই দ্বিগুণ দরে
আমরা ক্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা বামা আমা
দের দেশের জিনিস রপ্তানী করিয়া যে লাভ
টুকু হইয়া থাকে, আমদানী দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য
দিয়া সে লাভ আর থাকিতে পারে কি? কিন্তু
ইহা আমরা বুঝিলেও প্রতিকারের চেষ্টা করি
না, উপেক্ষা এবং আলস্যেই আমাদের সর্ব-
নাশ হইয়া গেল। ক্ষুদ্র দ্রব্য হইতেই আমরা
একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। পাট তো
আমাদের দেশেই জন্মে এবং তাহা প্রচুর
বিক্রয়ও হইয়া থাকে। কিন্তু বাহাদের পাট
চাষ আছে, তাহার একটা মিনিস নিজেয়াও
করিয়া ছোট আকারে ছোট কাজেও স্বতন্ত্র
কিছু লাভ করিয়া দ্বিগুণ মূল্য পাইতে পারি-
তেন। ধরুন, ব্রাউন টুয়াইন বল, পাটকে ২১০
খঁই করিয়া একত্রে পাকাইয়া তাহাতে মণ্ডের
মাড় দিয়া মাজিয়া যে মোটা ধরণের টুয়াইন
বল তৈয়ারী দোকান সমূহে বিক্রয় হয়, তাহা
আকিস অঞ্চলে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
শুদ্ধ বিক্রয় নহে, প্রায় ৫০৬০ গজ সেইরূপ
টুয়াইনবলের দাম ১০ ৥৬০ আনা। ইহা
বিদেশ হইতেই অবশ্য আমদানী দ্রব্য,
কিন্তু এদেশে টুয়াইন বা পাটের টুয়াইন
বল প্রস্তুত করা কি একবারেই অসম্ভব?
নিশ্চয়ই নহে, কিন্তু সে দিকে কেহ মাথা
ঘামায় না, দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করেন এবং
আলসে উপেক্ষা দেশের অর্থ উড়িয়া যায়।
এমন যে কত দেখাইব, তাহার ঠিকানা নাই
নাই। সোলা পুকুরের জলে জন্মে, চাষ
করিতে হয় না—সোলার টুপি হয়। সোলা
আরো অসংখ্য কার্যে লাগে—কলিকাতার
অসংখ্য সোলার টুপির কারখানাও আছে।
ইহা আমরা দেখি, জানি, কিন্তু বেকার লোক
লাহনার অসংখ্য করিয়া অপরের গলগ্রহ

হইবে। তথাপি পুকুর, খানা, ডোবা হইতে
তাহা সংগ্রহ করিয়া বা করাইয়া কিছু উপা-
র্জন করিবার চেষ্টা করিবে না। কেন?
এগুলি কি ব্যবসায় নহে? স্বর্ণগ্রন্থত ভারতে
এমন কত জিনিষ দেখাইব? সমগ্র ভারতে অর্ধ-
রাশি অবশ্যে চরণতলে নুটাইয়া—মাটি হইয়া
বাইতেছে, কিন্তু আমরা বিলাসী, অলস, অক-
র্মণ্য জাতি, অল্প চেষ্টা মৌভাগ্য মাড়াইয়া
যাই—তাহাদের ব্যবহার জানিনা। এমতল
কথা আমরা আরও একবার “কাজের লোকে”
দেখাইয়াছিলাম কিন্তু দেশের লোকে তাহা
পড়েও না। এমন জাতি যদি অল্পকষ্টে চাহাকার
না করিবে, তবে কারবে কাহার? এই হো-
কার বতদিন লোকে দেশের দ্রব্যের আদর না
বুঝিবে, শিখিবে, দেশজাত দ্রব্যের তথ্য জ্ঞাত
না হইবে ততদিন ঘুচিবার নহে। বিধাতার
মার, অকর্মণ্য জাতির এই দুর্দশাই হইয়া
থাকে।

ধৈর্য্য বীজের এদেশে কোন আদর নাট,
কিন্তু ইহার কচি গাছ Green Manure।
একটা জমীর উৎকৃষ্ট সার। এদেশে অবশ্যে
যেখানে সেখানে জন্মে, বীজ ৩০০ হইতে ৮১০
টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয় ও বিদেশীয় কৃষি-
ক্ষেত্র সমূহের জন্য রপ্তানী হইয়া যায়; কিন্তু
এদেশের অনেকেই সে সংবাদ জানেন না,
তাই ইহার আবাদে বস্ত্রও নাই। বাহারী এ
সন্ধান জানে, তাহার কিছু কিছু আবাদ করে,
ও কলিকাতায় পাঠায়। ইহার সার ব্যবহার হয়
বলিয়া এখন অনেকে চা আবাদে জায় আবাদ
করিয়া অভাব পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। দেশের
সাধারণ লোক যদি এ তথ্য জানিত, তাহা
হইলে বীজ ছড়াইয়া পতিত ডাঙ্গা জায়গার আর
বৃদ্ধি করিতে পারিত। ইহার কলনও খুব বেশী।
এক একটা গাছে অনেক বীজ পাওয়া যায়,
সুতরাং এক বিঘা আবাদ পড়া ভূমিতে ইহার
বীজ ছড়াইলে একটা লোক ৩০০০ মণ বীজ

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল, তৎপর জউন।

জমাটতে পারে। ১০০, ১২০, হইতে সে বীজের অভাবের বাজারে ২০০, ৩০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেখানে কতজন একথা জানে?

গদ সংগ্রহ এসঙ্গে আরিয়া কথার কথার অনেক কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। উপসংহারে এই বলিতে চাই, দেশের বেকার পুঞ্জীভূত লোক গ্রীষ্ম কালে সাঁঝাট একটা দা গায়ে করিয়া বাবলা, জিউলী প্রভৃতি গাছ বেখানে প্রচুব, প্রতাহ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিভ্রম করিলে অনেক গদ সংগ্রহ করিতে পারেন। এক্ষণে সমস্ত বৎসরে বড় গদ সংগ্রহ হয়, তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই একটা লাভজনক কার্য হইয়া থাকে। গদ বড় বাজারের খোঁড়া পটীর অনেক দোকানদার ক্রয় করিয়া থাকেন।

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

—:—

শ্রীযুক্ত কিশোর বার—

টিকেন্সের মত Blue Black Ink কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, যদি তাহার করমূলা দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।

উত্তর।

কালীর অনেক করমূলা ইতিপূর্বে কাজের লোকে বহুবারই প্রকাশ করিয়াছি। উপযুক্ত প্রকাবে কালী নিরালিখিত উপারে প্রস্তুত হইতে পারে।

Powdered Galls	30 parts
Sulphate of Iron	10 parts
Iron filing	8 parts
Indigo	1 part
Conc. Suphuric acid	6 parts
Water	500 parts

এখনি গলট বা মাজুকল চূর্ণ কলিকে উপরোক্ত পরিমাণ জলের আধিক অংশে অধিক সিক্ত করিতে হইবে এবং বাকী জলে সল্ফেট্ অফ আয়রন বা হিরাকসকে ভিজাইয়া গলাইয়া লইতে হইবে এবং নীলটাকে ঘন সলফিউরিক এসিডে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। যখন বেশ গলিয়া বাইবে, তখন সলফিউরিক এসিডে গলান নীলটাকে হিরাকস গলান সমস্ত জলটা এবং Iron filing বা লোহ চূর্ণ গুলি ঢালিয়া দিয়া করেক দিবস রাখিয়া দিতে হইবে।

তাহার পর এই মিশ্রিত জব্যকে ছাকিয়া লইয়া বাহাতে গলনট্ সিক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে ছাকিয়া সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট Blue Black Ink হইবে।

ডি, এন, হাজবা, বেনারেস।

আমাব চুল উঠিয়া যায়, কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকলে জানাটলে অগ্রগ্রীহিত হইব।

Dr. D. J. Guthree “প্রাকৃষ্ণনার” পত্রে এসম্বন্ধে একটি কবমূলা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। আপনার জ্ঞাত কারণ নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম।

Rescorin	10 gr.
Salicylic acid	10 gr.
Oil badini Adips—	
lave Hydro—	2 Drams
Paraffin Mallis	2 Dr.

একত্রে মিশাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়ার দিলে চুল ওঠা বন্ধ হইবে। কাজের লোকে ইতি পূর্বে টাকের ও চুল উঠার অনেক ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে, পুরাতন কাজের লোক ক্রয় করিয়া পাঠ করুন, বহু বিষয় শিখা হইবে।

শ্রীমানগোবিন্দ মুখ—বঙ্গবান।

বহাশর, উৎকৃষ্ট চুলের কলপ্ প্রস্তুত প্রণালীর যদি একটা করমূলা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার অতিশয় উপকার করা হইবে।

উত্তর। “কাজের লোকে” ইতি পূর্বে নানা প্রকার চুলের কলপের করমূলা প্রকাশ করা হইয়াছে। তথাপি একটি ঘেণীর উপনামে প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রকাশ করিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই Hairdye সবেকে আরও ২১৪ জন আমাদিগকে লিখিয়াছেন। স্তত্রাং এসম্বন্ধে বাবাতরে বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দি চুলের কলপ্।

কাঁচা আয়ের কুশাসমেৎ	২০ তোলা
মাজুকল	৫ তোলা
লোহ চূর্ণ	৫ তোলা
গন্ধক চূর্ণ	৫ তোলা
টকডালিমের রস	২০ তোলা
তিল তৈল	৬০ তোলা

প্রক্রিয়া

আম, মাজুকল, লোহচূর্ণ, গন্ধক এবং ডালি-মকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া একটা পুরাতন হাঁড়িতে রাখিয়া ইহার উপরে তিল তৈলটা দিয়া একটা কাটি দ্বারা উত্তম রূপে নাড়িয়া তাহার পর ইহার উপরে এক খণ্ড মোটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া মুখটাতে একটা সরাসোপা দাও এবং পুনরায় মুখটাতে কাপড় দিয়া বান্ধিয়া ঘোড়ার নাকীর মধ্যে ৪০ দিন পুড়িয়া রাখিয়া দাও এই সময়ের মধ্যে হাঁড়ীর কলপ্ প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। তাহার পর ইহাকে বাঁহি বরিয় ছাকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবহার বিধি:—ইহা চিকণী দ্বারা অথবা হস্ত দ্বারা বেক্রমে আনয়া তৈল মাখি, সেই রূপে মাখিতে

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

হইবে। ইহা ব্যতীত চুই বন ককর্ণ চাক্ষুণ্য
হইবে এবং জনিয়াহি নং একই দীর্ঘকাল
থাকে।

শ্রী বৈকব চন্দ্র হাস, কলিকাতা কোরা
গালিদের ভার কুতার পুলিস প্রকৃতের উপায়
জানিতে চাহেন।

উত্তর : আমরা তাহা অবগত নহি।

শ্রী নীরদচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা। আপনি
ব্যাটার এবং প্রকৃতি ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবহার
জ্ঞান কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে সার্বেন্টিক
আপ্যাবেটস্ কোম্পানী লিমিটেড এবং ব্যব-
হারাদি সম্বন্ধে জানিতে পারেন।

J. T. Ghosal Esqrs :—

হোম্ টেলিফোন, দুই নং হাটার একটা
দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ৩০।৩৫ টাকা।
ইহা বিলাতে প্রস্তুত।

(Special for Businessman)

Medical Notes. SPIDER'S WEB AND ASTHMA.

হাঁপানী এবং মাকসার জাল।

ডাক্তার টমাস জে গ্রাহাম এম্ ডি, Dr
Thomas J. Graham M. D. তাঁহার
ডোমেস্টিক মেডিসিন নামক চিকি-
ৎসা পুস্তকে মাকসার জাল (Spider's
web) সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, "It is the
fashion of these days for Medical
men to recommend medicines
of the most active properties many
of which are to be obtained only
by application of great chemical
knowledge with great care and
exactness and it is equally the

the fashion of the people to take
them freely—a practice which
I do not approve, because it is
unnecessary and dangerous."

"অর্থাৎ এখনকার চিকিৎসকগণের মধ্যে
উৎকট রাসায়নিক ঔষধ সমূহের ব্যবস্থা
করা একটা ক্যাশন বা কারদা দাঁড়াইয়াছে,
এবং লোকেরও দাবীত অনুযায়ী এই সকল
উৎকট ঔষধ সমূহ বহন জবান ব্যবহার করাও
একটা ক্যাশন দাঁড়াইয়াছে, ইহা আমি অস্ব-
মোদন করি না, কারণ ইহা অসাব্যাকীর এবং
বিপজ্জনক।"

তিনি বলেন, অনেক স্বভাবজাত ঔষধ
যা বা নিবারণে রোগ আবেগ্য হইয়া থাকে।
কিন্তু লোকের তাহাতে প্রভা হয় না এবং
ডাক্তারগণ ও সুদীর্ঘ ঔষধের তালিকা দিয়া
চিবিদিনের জন্য একটা রোগ আরোগ্য
কবিত্তে যাইয়া দ্বারোগ্য, বিপজ্জনক
উপসর্গ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ডাক্তার
গ্রাহাম দেখাইয়াছেন যে, হাঁপানীর হৃদম্য
টানবিশিষ্ট রোগীকে সুস্থ করিতে
মাকসার জাল একটা উৎকট স্বভাব জাত
ঔষধ। বহুদিন পূর্বে আমরা "কালের
লোকে" এই মাকসার জালের আভাষা ফিট্
নট কবিবার ক্ষমতা কথ্য প্রকাশ করিয়া-
ছিলাম, আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণের
তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। আজ কিছু সবি-
স্তারে বর্ণনা করিবার জন্যই পুনরায় এই প্রব-
ন্ধের অবতারণা করিলাম। দেশীয় চিকিৎসক
গণ পরীক্ষা করিলে বহু স্বাভাবিকগ্রহ রোগীর
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ডাক্তার বলেন,
"The cub web or spider's web
of cellars, barns and stables is a
valuable remedy for Ague, it also
allays the diseased irritability and

calms irritation of both mind and
body, often in a surprising manner."

অর্থাৎ মাকসার জাল বাহা, বাগান,
আত্মবল প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সেই বিত্ত
পরিহার মাকসার জাল এত অল্পে উৎকট
ঔষধ, ইহা সেবনে শারিরীক এবং মানসিক
উত্তেজনা আশ্চর্যরূপে উপশান্ত হইয়া যনের
একটা অপূর্ণ শান্তি আনীত হইয়া থাকে।
"Some American Physicians who
have taken it say, it produces a
calm and delightful state of fee-
ling succeeded by a disposition of
sleep. It will thus often tranquil-
lize much better than Opion or
Henbane and its soothing proper-
ties point it out as a valuable
palliative in the advanced stage of
Consumption—in Asthma and,
in chronic hysterics and in other
spasmodic complaints." তিনি
দেখাইতেছেন যে, কয়েকজন আমেরিকান
চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন
যে, এই মাকসার জালের অতি আশোজনক
শারিরীক এবং মানসিক শান্তি আনিবার
ক্ষমতা আছে, ব্যবহারের পথেই বেন সমস্ত
শারিরীক এবং মানসিক কষ্ট উপশান্ত
হইয়া নিদ্রা আসন্ন করে, তাহার এই গুণ
খুব অগ্রসর অবস্থার (advanced stage)
বক্ষা, হিষ্টিরিয়া এবং আকোপ বিশিষ্ট উপসর্গ
মাজই উপলব্ধ করিতে সমর্থ ইহা দেখাইয়া
দিতেছে। ডাক্তার রবার্ট জ্যাকসন একটা
স্বাভাবিক উপায় এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া
ইহা শান্তিগ্রহ গুণের অশেষ প্রশংসা
করিয়াছেন। রোগীর রোগ শৈথিল্য। তিনি
বলেন :—The complaint was heride-
tary, connected with malefor-

পুরাতন "কালের লোকে" সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনি ডাক্তারগণ পাঠান।

mation of chest, the patient was unable to lie down in the bed from sense of suffocation and was obliged to take the little sleep, he could get in a half sitting posture, being supported by pillows. In this distressing condition he one night took 20 grains of the spider's web and obtained a sound and uninterrupted sleep all night "a blessing to which he had been an entire stranger above six month."

এই মাকসুস'র জাল ব্যবহারের বিধি :—
ইপানী রোগে ৫ হইতে ১৫ গ্রেন বা ২০ গ্রেন পর্যন্ত, গুলি পাকইয়া শরনকালে সেবনীয়। এও অবশ্য দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়।

The dose from five or ten or Twenty grains at bed time rolled into pill. To cure Ague it must be given thrice a day."

কেহ এই ঔষধ পরীক্ষা করিলে "কাজের লোকে" কলাকল প্রকাশার্থ পাঠাইলে চিত্রবাধিত হইবে। অস্তান্ত সংবাদপত্র সমূহ এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলে হয়ত বহুলোকেব উপকার হইতে পারে। রশুন দ্বারা "বন্দা চিকিৎসা" নামক আমাদের বিশেষ প্রবন্ধও আমরা অস্তান্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাকে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিতে অগ্রয়োণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হুঃখের বিষয় কেহ উদ্ধৃত করেন নাই। এ সকল মহল সাধা ঔষধের সংবাদ জনসমাজে বহুই প্রচারিত হইবে, ততই সাধারণের মঙ্গল।

বিশুদ্ধ

"কাজের লোক" সম্পাদক

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প। Floating Soap. ভাসমান সাবান।

—:—:—

আমরা ইতি পূর্বে সাবানের কেনা হইতে জাবদান সাবান প্রস্তুতের কথা গিরাছিলাম। সে উপায়ে সুন্দর সাবান হয়, আমাদের গ্রাহকগণের অনেকেই তাহা করিয়া আবাদগকে নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু Oil Soap ব্যতীত অন্য প্রকারে ইহা করিতে গেলে এদেশে বিনা কল কাৰখানায় হয় না। সুতরাং ইহা এক প্রকার হুঃসাধ্য বলিলেও হয়। সার্বৈতিক আমেরিকা নামক প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্রে দেখিয়াছিলাম, তাহাও এই সাবানের কেনা হইতেই প্রকারান্তরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা অগ্রসরিত্ব পাঠকগণের অন্ত নিম্নে তাহার প্রস্তুত প্রণালী দিলাম।

(১)

Good oil soap 14 lb
Water 3 Pint

ইহাকে ষ্টীম বাথে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, যখন খুব গলিয়া যাইবে, তখন ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রায় দ্বিগুণ ফেনা হইবে, যদি ১৪ পাউণ্ড সাবান গলান হয়, তাহা হইলে ১৮ পাউণ্ড সাবান ধবিতে পাবে এখন পাত্র আবৃত্তক। কারণ ফেনা হইয়া ততবড় পাত্রের মাথায় মাথায় হইয়া যাইবে তাহার পর এই ফেনাটিকে লইয়া একটা কাঠের ক্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রায় ৬৭ দিনে সমস্তটা জমাট হইয়া যাইবে তখন ছুরি দ্বারা কাটিয়া ছোট ছোট করিয়া লইতে হইবে। ইহার সজ্জিত ইচ্ছা মত বৎ এবং সুগন্ধও দেওয়া বাটতে পারে। অটো, অয়েন মিঃরোদী টাপার আভর ২৪ কোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। রং করিতে

কি হইতে শুধি Vermillion প্রতি পাউণ্ড দিতে হয়। জীবই দেখা বইতেছে যে ফোটাং গোপ করে করিতে হইলে সাবানের কেনাট ইহার উপকরণ। উহা আমাদের পূর প্রস্তুত প্রণালীর প্রকাষত মাত্র। কিন্তু মৌলিক ভাসমান সাবান প্রস্তুত প্রণালীও আছে, কিন্তু তাহাতে কল কব্জার আবৃত্তক। সুতরাং গার্হস্থ্য শিল্পের মধ্যে তাহা আশোচনা করা অনাবৃত্তক। সাবান প্রস্তুতে রপায়ন শাস্ত্রে জান থাকা চাই। কিন্তু বাজার চলিত ধোঁ সাবান হইতে নানা প্রকার সাবান করা বাইত পারে।

—

Wool washing Powder.

পশমী বস্ত্র ধুইবার সাবান চূর্ণ।

—:—:—

শুক সোডা (Dried Soda) ৩৫ ড্রাম
সাবান চূর্ণ (বার সোপ) ১০ ড্রাম
জাল আমোনিয়াক ১০ ড্রাম
উত্তমরূপে গিলিয়া মিশাইতে হইবে।
ইহা গরম জলে ফেলিলেই সাবানের মত ফেনা হইবে, সেই ফেনাতে গরম বস্ত্রাদি চুবায়া ২৩ ঘণ্টা বাদ কচলাইলেই বেশ পরিষ্কার হয়। আমাদের দেশে সাবান চূর্ণ (Soap Powder) বেশ করিয়া বিক্রয়ের অন্ত বাজারে দেন নাই সুতরাং কেহ এই জিনিসটা প্রস্তুত করিয়া বাজারে দিলে Original মৌলিক বলিয়া প্রথম প্রথম বেশ লাভ করিতে পারেন। সমস্ত সাবানই শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিতে কষ্ট হয় না। এদেশে অনেক সাবান বিক্রয়কার সাবান শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহা আর বিক্রয় হয় না। সেই শুষ্ক সাবানকে এইরূপে কার্যোপযোগী

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

কবিত্তে পারিলে লোকসান হু হু না বরং
নাম পাল্টাইলে নুতনের উত্ত লাভ হয়।
এ দেশে পরিভ্রমণ জীবনের সুবিধার না মানার
বহু কতিই চইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে
তাহা হইতে পায়না বজ্রাই সে দেশে
ধনাগরের পথ প্রশস্ত। কীবা প্রসঙ্গে বলিতেছি
যে, কত পুরাতন রূপি পয়সা কাগজ এবং
অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্রের প্রকৃতি ব্যবহার আছে।
তিনিরাহি, এই পণিত বস্ত্র সমূহ নামা দেশ
হইতে বাহিরা পুনরায় কপে খোঁত ও ধোঁয়াই
চইয়া কিকিং নুতন উল ও তুলার সহিত
মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সূত্র প্রস্তুত হয় এবং
নুতন বস্ত্ররূপে এদেশে ও অন্যান্য দেশে
বিক্রী হইয়া থাকে। বাস্তবিক তথ্য হইতে
প্রচুর অর্থসিরা হইয়া থাকে। এদেশে
বাড়িল জীবনের কোন সম্ভাবনারই হয় না,
আমরা স্বাস্থ্যের কেলিয়া দিই, অন্য লোকে
তাহাই সুখটির অর্থবান হয়।

SAVING PASTE.

কামাইবার সাবান পেস্ট।

ইহাবও নুতনের জন্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা
অধিক। কেহ কবে নাই।

White soft Soap	4 oz
Spermaceti	½ oz
Salad Oil	½ oz

একত্রে গলাইয়া, ঘন ঘন নাড়িয়া গীতল
করিতে হইবে, ইহাকে ইচ্ছামত সৌভম্য
করাও যাতে পারে। তাহাব পর কোটার
পুঁরিয়া বিক্রয় করা যাতে পারে। ইহা
গবম ও গীতল জলে গলে এবং অল্পই প্রচুর
ফেন উৎপন্ন করে, এবং মুখে দিলে সহজে
গুজ হয় না বলিয়াই কোঁব কর্ণে যাহারা
সাবান ব্যবহার করেন, তাহাদের আদরের
সাধন হওয়াই সম্ভব। উপরোক্ত প্রযোজ্য

কিছু কিছু লোকের পাওয়া যাইবে। Salad
oil Sweet oil এর নামান্তর মাত্র।

Special for "Businessman." HOMŒOPATHIC NOTES.

Dyspepsia.

অজীর্ণ চিকিৎসা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। আচ্ছা, কার্কোভেজিটেলিস এবং
সলফিউরিক অ্যাসিড্ এই দুইটা ঔষধের
সাধারণ পার্থক্য কি?

গুরু। পার্থক্য আছে বৈকি। কার্কো
ভেজিটেলিসের অজীর্ণ রোগ ক্রমাগত থাকে,
তাহাতে রুগিকের জন্য উপসর্গ হয় মাত্র।
মনে হয়, বাদুতে পেট পরিপূর্ণ এবং
পাকস্থলী এবং পেট ফাটিয়া
যাইবে। টক, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ,
উদরের মধ্যে আগুন ন্যায় জ্বালা।
Excessive flatulence with ten-
dency to diarrhoea পেটের অত্যন্ত
কাঁপ এবং তাহাতে উদরাময় হইবারই
উপক্রম। অত্যন্ত লঘু পথ্য ও উদরস্থ
হইলে সহ হয় না।

সলফিউরিক অ্যাসিডের রোগীও এমন টক
উপসর্গ বা অগ্নিক ভুক্ত দ্রব্য গলা বাহিয়া
উঠে যে তাহাতে দাঁত টকিয়া যায়,
এইটা ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ। রোগী
উদরাময় দুর্গন্ধতাও অনুভব করে।

শিষ্য। দাঁত টকিয়া যাওয়ার লক্ষণ ত
রুবিনিয়াতেও দেখা যায়, তবে পার্থক্য বুঝিব
কেনন করিয়া।

গুরু। হাঁ রুবিনিয়াতেও এই লক্ষণ
আছে বটে। রুবিনিয়ার বোগীর আচরণের
একটু পরেই বাহা খাব সমস্ত অগ্নিক চইয়া

উঠে, এবং গলা দিয়া উঠিলে দাঁত পণ্য
টকিয়া যায়। Burning pain in the
Stomach, পেটের মধ্যে অগ্নি শিখার
ন্যায় জ্বালা। কিন্তু সলফিউরিক অ্যাসিডের
Cold relaxed feeling in the
stomach, পাকস্থলীতে শিথিলতা
এবং শীতলতা অনুভব হয়। মাতালদেব
অজীর্ণ রোগের ইহা একটা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ। সল-
ফিউরিক অ্যাসিডের মাতাল বোগী বাও
খাইতে চায়।

শিষ্য। কার্কোভেজিটেলিস ঔষধেও উদরাময়
পেট কাঁপা আছে, চায়না এবং নক্স ভূমি-
কাতেও সেই পেট কাঁপা লক্ষণ আছে, তবে
পার্থক্য কর্ত্তে উদরাময় কতিন সম্ভা
দেখিতেছি।

গুরু। কার্কোভেজিটেলিস এর পেট কাঁপা
উপর পেটে, more upward on the
diaphragm. এই জন্য রোগী খাব
কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু চায়নার পেট
কাঁপার বেগ কতকটা নিম্নদিকে, কিন্তু
নক্সভমিকার মত নহে not so much
downward pressure as Nox. v.
এখন বুঝিয়াছ যে পার্থক্য আছে কিনা।

শিষ্য। আচ্ছা কার্কোভেজিটেলিস এবং
লাইকোর মধ্যে কি আর কোন বিশেষ
পার্থক্য আছে।

গুরু। একটু আছে। কার্কোর
উদরাময় প্রবৃত্তি, লাইকোর কোষ্ট বদ্ধতা।
(tendency to constipation) ব্যাতি
চারের পব অজীর্ণ রোগে কার্কোভেজি
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না কেনন স্থলে প্রয়োগ করা
যায় বলিতেছি। চায়নাতেও পেট ফুলিয়া থাকে
কিন্তু বায়ু নিঃসরণে কতকটা উপসম বোধ
কবে। অগ্নি উৎপাদ, গলা বাহিয়া অগ্নি উঠা,

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লাইব না ধর্ম মূল্য দিতে হইবে।

বতকণে আত্রে মাতে তুচ্ছ জব্য জীর্ণ হইতে থাকে। অজীর্ণ তুচ্ছ জব্য গোটা গোটা বমন ও ত্রেশ, সমস্ত জব্যে অকচি, গলা দিয়া উঠিলে তাহাতে তুচ্ছ জব্যের আশ্বাদ পাওয়া যায়। হুরাপানের এবং টক খাইবার ইচ্ছা, সমস্ত কাজ কর্তে উদাসীনতা, রসরস করের পর পীড়া হইয়া থাকিলে চায়না দ্বারা মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

চায়ন র পেট কাঁপায় abdomen feels tight and full. উদগার উঠিলে কার্কো-ডেক এরূপ উপসম বোধ হয় না কিন্তু নিম্ন বায়ু নিঃসরণে কথকিং উপসম বোধ হয়। **Debility with desire to lie down after every meal, দুর্বলতা, প্রত্যেকবার আহারের পর শয়নের দুর্দম্য ইচ্ছা।**

শিবা। আচ্ছা লাইকোপোডিটির অজীর্ণ রোগী কেমন?

গুরু। রোগীর ভারি ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে বসিয়া ছুই এক গ্রাস খাইয়াই মনে করে তাহার পেট পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইটা লাইকোর রোগীর বিশেষ লক্ষণ। খাইতে খাইতে পেটের ভিতরে যাতনা অনুভব হইতে থাকে। চায়নার রোগীর মত আহারের পরই নিদ্রালুতা, পেটে বায়ু জন্মান ইহাতেও আছে বটে, কিন্তু পাকস্থলীতে নহে, নিম্নোদরে বায়ু সঞ্চার হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণে অতিশয় দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা। ইহাতে বায়ু উচ্চ গামী হইয়া কখন কখন খাস কষ্ট হইতে থাকে। দুর্দম্য ক্ষুধা এবং সামান্ত ভোজনে সে ক্ষুধা মিটিয়া যাইলেও সেই ক্ষুধার সময় কিছু না খাইলে

মাথা ধরা অনিবার্য। অগ্ন্যোদগার পর বমন, হৃৎকের অন্ন আশ্বাদ এসকল লক্ষণও লাইকোতে আছে।

শিবা। এমন কি কি ঔষধ আছে যে, আহারের ২ ঘণ্টা পরে পেটের মধ্যে যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে?

গুরু। পলুসেটিলা, নক্ স্ এবং এনাকা-ডিরম এই তিনটি ঔষধের লক্ষণে আহারের দুইঘণ্টা পরে পেটের শব্দগা উপস্থিত হয় লক্ষণ আছে, সুতরাং এই তিনটি ঔষধের পার্থক্য তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

আরোগ্য সংবাদ।

অজীর্ণ জনিত হৃদিস্পন্দনে নকুলভনিকা প্রায় ১৬১৭ বৎসর বয়স্ক বালক, মেট্রো-পলিটন বহুবাজার ত্রাকে অধ্যয়ন করে। ক্লাসে পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ তাহার হৃদিস্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহার এমন কখন হয় নাই। তাহার অতিশয় ভয় হয়, বালক পল্লী-গ্রামবাসী, কোন আত্মীয় বন্ধন নিকটে নাই বড় ব্যাকুল হইয়া নিকটেই একজন কবিরাজের নিকট গমন করে, তিনি ২১৩ পুরিমা ঔষধ দিয়াছিলেন। ২১৩ দিবস খাইরাছিল কিন্তু কোন উপশম হয় নাই। তাহার পর আমাদের চেব্রিটেবল্ ডিসপেন্সারীতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

নকুলভনিকা ২০০ শক্তির ৪টি মাত্র মোবি উল তাহাকে একবার দিয়াছিল। ও বালককে বিশ্রাম করিতে বলিয়া দিয়াছিল। পরদিন বালক হস্তমুখে বলিয়াগেল যে, সেই এক মাত্রা ঔষধেই সম্পূর্ণ আবেশ্য হইয়াছে। তাহার পর আর উপসর্গ তাহার হয় নাই।

S. P. C.

Cuttings.

মানা তথ্য।

—১০—

শিশুর ওজন।

(১) সন্ত প্রসূত শিশুর ওজন পক্ষে ৩৫০ সের ইটরা থাকে। জন্মের পর দুই তিন দিন ওজন কমিতে থাকে। দুই তিন দিনে ২ ছটাক হইতে ৩ ছটাক ওজন কমিয়া যায়। তারপর আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৮ম হইতে ১০ম দিনে পুনরায় তাহার ওজন ৩৫০ সের হয়। ইহার পর হইতে শিশুর ওজন ক্রমে বেশী হওয়া উচিত। শিশুর দেহ পুষ্ট হইতেছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য সপ্তাহে একবার তাহাকে ওজন করা উচিত। শিশুর জন্মের ১ম হইতে ৪র্থ সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ১ কাঁচা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মাসে প্রতি সপ্তাহে ৩ ছটাক ১ কাঁচা, তৃতীয় মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ৩ কাঁচা, চতুর্থ মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচা, পঞ্চম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ১ কাঁচা, ষষ্ঠ মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচা, সপ্তম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচা, অষ্টম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ৩ কাঁচা, নবম মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ৩ কাঁচা, দশম মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ২ কাঁচা, একাদশমাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ২ কাঁচা, দ্বাদশ মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১ বৎসরের শিশুর ওজন সাধারণতঃ ১০৫ হইতে ১১৫ সের হয়। ৬ মাস বয়সে শিশু উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করে, ৯ মাস বয়সে উঠিয়া বসে। কিন্তু জোর করিয়া শিশুকে বসান বা তাহাকে বসিতে উৎসাহিত করা উচিত নয়। শিশুরা সচরাচর ১ বৎসর বয়সে

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

বেতনভিত্তিক করিয়া দিলে। শিল্পের বর্ধন বৃদ্ধি
৭৮ মাস হইল, তখন তাহার জারি প্রতিক্রিয়া
খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। রাজি ১৯১০ টার
সর্বমুখ্য আহার করাইয়া তোলে আহার খাওয়ার
ইলেই চলিতে পারে। এই সময় কেবল দুই
খাইলে শিল্পী ওজন বৃদ্ধি হয় না। তাহাকে
একটুকু, বালি প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত খাইতে
দেওয়া উচিত।

করলাস-শুল্ক হ্রাস—করলাস, মণ্ডলী
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট বিশেষ আইন করিয়াছেন।
করলাস কাটতি করিয়া বাওয়ার মণ্ডলী
প্রভৃতি স্থানে ২৮ মণ বিত্তীয় প্রণয় করিয়া
১১০ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেক খনির
কাজ সমাধা পড়িয়াছে এবং অনেক বন্ধ
হইয়াছে।

কাচের কারখানা।—কোটার নগর
কোটা রাজ্যে একটি কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠা
করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

টাটা আরম্ভন ঈল।—এই মনুহং মদেশী
লোহাব কারখানার ১৯১৪-১৫ অব্দের রিপোর্ট
প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭ই নভেম্বর অংশীদার-
গণের সভা হইয়া স্থির হইয়াছে, অর্ডিনারী অংশ
গুলির জন্য শতকরা ৮ হিসাবে এবং ডেভার্ড
অংশ গুলির জন্য শতকরা ২৫ লাভ দেওয়া
হইবে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ২৪৮০৮৮
৮৮/৮ পাই লাভ হইয়াছে।

কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা।

বিহার ও উৎকলের গবর্ণমেন্ট নবপ্রদেশে
প্রস্তুত প্রস্তাবে কৃষি শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট
হইয়াছেন, দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।
শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু
কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নাই, সুতরাং ভারত
গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ দেশে
কৃষি শিক্ষার বিস্তার করিলে এবং কৃষক-

নির্ভর বৈজ্ঞানিক বস্তুত্বের ব্যবহার শিক্ষাইলে
কৃষক-কলিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সে খাড়া,
মুটক, রিহার ও উৎকলের গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা
করিতেছেন যে, হাবীর অবস্থার দিকে লক্ষ্য
রাখিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি অংশে
বিভক্ত করা হইবে। তাহার প্রত্যেক অংশে
ইউরোপে কৃষিবিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত একজন
কৃষিভবিৎ থাকিবেন এবং তাহার অধীনতায়
একজন কৃষি ইন্সপেক্টর বা তত্ত্বাবধায়ক
প্রত্যেক জেলার কাজ করিবেন। কৃষি বিষয়ে
শিক্ষা প্রদান এবং নতুন নতুন কসলাদি সম্বন্ধে
পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষি বিভাগের ডেপুটি
ডাইরেক্টর মহাশয়ের প্রধান কর্তব্যক্ষেত্রে একটি
করিয়া কৃষিক্ষেত্র আছে। গত ১৯১৪
খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাঁচিতে কৃষি সম্বন্ধে
পরীক্ষা ও শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি কৃষি-
ক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। উক্ত প্রত্যেক
ইনস্পেক্টর বাহাতে বীর জেলা ও তৎসম্বন্ধিত
স্থানে ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের সাহায্যে কৃষি বিষয়ে
শিক্ষা দানাদি করিতে পারেন, তাহারও
ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিহার ও উৎকলের
কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন, কৃষিবিভাগের উচ্চ পদস্থ
রাজকর্মচারীর কর্তব্যক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র থাকিলে-
ও সেখানকার কার্য ও শিক্ষার প্রতি কৃষক-
দিগের চিত্ত প্রকৃষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হয় না।
সুতরাং কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে যে সকল
নতুন উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কৃষকেরা
তাহার বঞ্চিত পরিচয় পায় না। তাই
তাহারা কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুরের
পরামর্শ অনুসারে সাধারণ কৃষক প্রণয়
কর্তৃপক্ষ লোককে বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে
রাখিয়া কৃষিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে এই সকল কৃষক য য জেলার
করিয়া গিয়া কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীর বস্ত্র
স্ত্রের ব্যবস্থাই এবং কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে
শিক্ষা দান করিবে। এদেশের নিরক্ষর ও

রক্ষণশীল কৃষকদিগকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা
প্রদান করিবার জন্য বিহার ও উৎকলে
গবর্ণমেন্ট যে কার্যপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন,
আমাদের বিবেচনার ডাহা সমীচীন বলিয়াই
বোধ হয়, কারণ পুঁথিগত বিজ্ঞা অপেক্ষা
কার্য ক্ষেত্রে লক্ষ্য বিজ্ঞাই ফলপ্রসূ। আমরা
আশা করি, বাকীর গবর্ণমেন্ট কৃষি শিক্ষার
বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিবার জন্য বঞ্চিত
সুযোগ অবলম্বনে বিরত থাকিবে
না।

হিতঃ

নতুন আবিষ্কৃতি।

মিঃ ওয়ার্ল্ডার রীড নামক জনৈক বৈজ্ঞা-
নিক, সংগ্রহিত একটি নতুন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া
আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞান বলে তিনি
বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল
উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে তথ্য-
তে আর স্ত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র বস্ত্র করিবার
প্রয়োজন হইবে না। তাহার উদ্ভাবিত পদ্ধতি
তে তরল সেলুলোম হইতে একবারে বস্ত্র
প্রস্তুত হইবে। যে প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত
করিতে হইবে, তাহার আদর্শ মনুহং মদেশের
গায়ে অঙ্কিত থাকে, কলের সাহায্যে মনুহং
গায়ে সেলুলোম মাখাইয়া দেওয়া হয়, যে
অতিরিক্ত সেলুলোম মনুহং গায়ে লাগিয়া
থাকে তাহা একখানি ছুরিকা দ্বারা
কৌশলে টাচিয়া লওয়া হয়। তাহার পর
তরল সেলুলোম জমিয়া কাপড়ে পরিণত হয় ও
উহা শুটাইয়া লওয়া হয়। সেলুলোম তরল
অবস্থার রক্ষিত করিয়া লইলে, বস্ত্রও রক্ষিত
হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত বস্ত্রের একটি
সুবিধা এই যে, তাহার উপর জলেব কোন
ক্রিয়া হয় না। মিঃ রিড কলিতেছেন, ইদানীং
পার্সিমে রক্ষণদিগের টুপীতে নতুন ধরণে
প্রস্তুত এই বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেক হইতে চলিল।

